বোখারী-শরীফ

হামিদিয়া লাইব্রেরী

চকবাজার - ঢাকা-১১

বোখারী শরীফ

(বাংলা তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা)

তৃতীয় খণ্ড

মাওলানা শামছুল হক সাহেব ফরিদপুরী (রঃ)
প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল জামেয়া কোরআনিয়ার
ফয়েজ ও বরকতে

মাওলানা আজিজুল হক সাহেব
মোহাদ্দেছ জামেয়া কোরআনিয়া, ঢাকা
কর্ত্তৃক অনূদিত।

হামিদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার - ঢাকা - ১১

প্রকাশক :

আল্‌হাজ্জ মোহাম্মদ গোলাম আযম

হামিদিয়া লাইব্রেরী

৬৫, চক সারকুলার রোড, ঢাকা—১১

দূরালাপনী : ২৪৪৪০৮

(বাংলাদেশ)

—(*)—

পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ :

১৩৯৪ হিজরী, ১৯৭৫ ইং

—(*)—

হাদিয়া : ~~২৮'০০ আটাশ টাকা~~ মাত্র

৩০^০০

—(*)—

—(*)—

মুদ্রাকর :

এম, আজিজুর রহমান চৌধুরী

হামিদিয়া প্রেস,

৫০, হরনাথ ঘোষ রোড, ঢাকা—১

(বাংলাদেশ)

সূচীপত্র

আরম্ভ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ● وَالصَّلٰوةُ وَ

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই জন্য যিনি সারা জাহানের প্রভু-পরওয়ারদেগার। দরূদ এবং

السَّلَامُ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ ●

সালাম সমস্ত নবী ও রসুলগণের প্রতি

خُصُوْصًا عَلٰى سَيِّدِهِمْ وَاَفْضَلِهِمْ نَبِيِّنَا

বিশেষত: নবী ও রসুলগণের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যিনি—যিনি আমাদের নবী এবং

خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ ● وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ●

সর্ব্বশেষ নবী তাঁহার প্রতি দরূদ ও সালাম এবং তাঁহার পরিবারবর্গ ও সমস্ত ছাহাবীগণের প্রতি

وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ●

এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত তাঁহাদের যত খাঁটি ও পূর্ণ অনুসারী হইবেন—তাঁহাদের প্রতি।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ●

আয় আল্লাহ! আমাদিগকে সেই অনুসারী দলভুক্ত বানাও তোমার কৃপাবলে, হে দয়াময় সর্ব্বাধিক দয়ালু!

اٰمِيْنَ । اٰمِيْنَ !! اٰمِيْنَ !!!

আমীন। আমীন!! আমীন!!!

(রহমানুর রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে)

ত্রয়োদশ অধ্যায়
(বিভিন্ন বিষয়ে)

অংশীদারীর বয়ান

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—ব্যবসা করার জন্য অংশীদারীরূপে পুঁজি বিনিয়োগে কতিপয় লোকের একত্রিত হওয়া, কিম্বা নিজ নিজ শ্রম বা প্রভাবের দ্বারা আয়-উপার্য্যনে অংশীদাররূপে কতিপয় লোকের একত্রিত হওয়া—অর্থাৎ মূল অংশীদারী কোন বস্তুর উপর নহে ; ভবিষ্যৎ ব্যবসা বা কার্য্যকে কেন্দ্র করিয়া অংশীদারী প্রতিষ্ঠা করা—ইহাকে শরীয়তের ভাষায় "শিরকদে আকূদ" তথা পরস্পর স্বীকৃতি-বন্ধনের মাধ্যমে অংশীদারী বলা হয়। আর এক হইল—নির্দ্দিষ্ট বস্তু বা বস্তুসমূহের মালিকানা সত্বে অংশীদারী সৃষ্টি হওয়া ; যেরূপ মৃতের উত্তরাধিকারী-গণের মধ্যে হইয়া থাকে। বা ঐরূপ অংশীদারী সৃষ্টি করা ; যেরূপ নিজেদের কোন চিজ-বস্তু একত্রিত করিয়া নেওয়া—ইহাকে শরীয়তের ভাষায় "শিরকতে মিল্‌ক" তথা মালিকানা সত্বে অংশীদারী বলে। উভয় শ্রেণীর অংশীদারীর বিধানগত ধারা-উপধারায় পার্থক্য আছে, যাহা ফেকাহ শাস্ত্রে বর্ণিত রহিয়াছে। বোখারী (রঃ) এখানে শুধু দ্বিতীয় শ্রেণীর অংশীদারীর বিভিন্ন মছআলাহ আলোচনা করিয়াছেন।

অংশীদারদের ভাগ-বন্টনের সাধারণ একটি মছআলাহ এই যে, প্রত্যেক অংশীদার নিজ নিজ অংশ পরিমাণ ভাগ পাইবে। আরও একটি মছআলাহ এই যে, যদি বন্টনের জিনিষ এক জাতীয় বস্তু হয় ; যেমন, চাউল বা খেজুর তবে আন্দাজ ও অনুমান করিয়া উহা ভাগ-বন্টন করা জায়েয হইবে না ; সঠিকরূপে মাপ বা ওজনের মাধ্যমে উহা ভাগ করিতে হইবে।

ভাগ-বন্টনের উক্ত মছআলাহদ্বয়কে একটি ক্ষেত্রে শরীয়ত কর্তৃক শিথিল করা হইয়াছে; উক্ত ক্ষেত্রটি সম্পর্কে বোখারী (রঃ) আলোচনা করিয়াছেন ; যাহা এই—

কতিপয় সহযাত্রী, সহকর্ম্মী বা সহবাসী সঙ্গী-সাথী নিজেদের সুযোগ-সুবিধা বা পরস্পর সহানুভূতির উদ্দেশ্যে নিজেদের খাদ্য-খাবার বা সকলের যে কোন ব্যয় ও খরচের বস্তু একত্রিত করিয়া পরে নিজেদেরই মধ্যে ভাগ-বন্টন করে বা ব্যয় করে, এই ক্ষেত্রে উপরোল্লেখিত মছআলাহদ্বয়ের বাধ্যবাধকতা প্রযোয্য নহে। এই ক্ষেত্রে ভাগ-বন্টনে প্রত্যেক অংশীদারের ভাগ তাহার অংশ পরিমাণে হওয়ার প্রয়োজন নাই ; যেমন একত্রিত করার সময় কেহ এক সের, কেহ তিন পোয়া, কেহ আধ সের, কেহ এক পোয়া দিয়াছে ; বন্টনের সময় প্রত্যেকে সমপরিমাণ আধ সের করিয়া গ্রহণ করিলে তাহা জায়েয হইবে। তদ্রূপ একত্রিত করার সময় প্রত্যেকে সমপরিমাণ এক সের হিসাবে দিয়াছে ; বন্টনের সময় প্রত্যেকে নিজ প্রয়োজন পরিমাণ—কেহ সোয়া সের, কেহ তিন পোয়া, কেহ এক পোয়া গ্রহণ করিয়াছে ইহাও জায়েয। এতদভিন্ন এইরূপ ক্ষেত্রে বন্টনের বস্তু একই জাতীয় হওয়া সত্বেও ভাগ-বন্টনে মাপ-ওজনের প্রয়োজন নাই ; আন্দাজ ও অনুমানেউপর ভাগ-বন্টন করা জায়েয।

১২০১। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক সময় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক দল সৈন্যকে কোরায়েশদের এক দল বণিকের পশ্চাদ্ধাবন করার জন্য সমুদ্র তীরবর্ত্তী রাস্তায় পাঠাইলেন এবং আবু ওবায়দাতুবনুল-জার্‌রাহ (রাঃ)কে আমীর ও প্রধান কর্ত্তারূপে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। সৈন্য দলের সংখ্যা তিন শত ছিল এবং আমিও তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলাম। পথিমধ্যেই আমাদের খাদ্য ঘাটতি দেখা দিল। তখন আমাদের আমীর আবু ওবায়দা (রাঃ) আদেশ করিলেন, প্রত্যেকের নিকট যাহা কিছু খাদ্যবস্তু আছে সব একত্রিত করা হউক। তাহাই করা হইল এবং দুই বস্তা খেজুর মওজুদ হইল। অতঃপর তিনি স্বয়ং প্রতি দিন অল্প অল্প করিয়া খাদ্য আমাদিগকে বন্টন করিয়া দিতে লাগিলেন। এতদসত্বেও উহা প্রায় নিঃশেষ হইরা আসিল, এমন কি আমরা মাথাপিছু মাত্র একটি খুরমা পাইতেছিলাম। ঘটনা বর্ণনাকারী জাবের (রাঃ)কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, মাত্র একটি খুরমায় একটি লোকের কি হইত ? জাবের (রাঃ) বলিলেন, যখন ঐ একটি হইতেও বঞ্চিত থাকিতে হইল তখন ঐ একটিরই মূল্য বোধ হইল।

ইতিমধ্যেই আমরা সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী পৌঁছিয়া সমুদ্র তীরের অদূরে একটি বিরাট বালুচরের ন্যায় দেখিলাম। আমরা উহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলাম, উহা একটি বিরাটকায় মৎস্য; যাহার নাম "আম্বর"। প্রথমে আমাদের আমীর উহাকে একটি মৃতজীব বলিয়া উহা খাইতে ইতস্তত: করিলেন। অতঃপর তিনি আমাদিগকে বলিলেন, ইহা খাইতে দ্বিধা বোধ করার কারণ নাই, যেহেতু আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রেরিত লোক এবং আল্লার রাস্তায় বাহির হইয়াছি। এতদ্ভিন্ন তোমরা সকলেই খাদ্যাভাবে অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছ, তাই তোমরা ইহা খাইতে পার। সেই স্থানে আমাদের দীর্ঘ এক মাস কাল অবস্থান করিতে হইল। আমরা তিন শত সৈনিক দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ঐ মৎস্যটিই খাইতেছিলাম, এমন কি ঐ মৎস্য খাওয়ার ফলে আমাদের শরীর মোটা-তাজা হইয়া গেল।

আমরা উহার চোখের গর্ত্ত হইতে সূর্য্য তাপে উহার গলিত তৈল কলস ভরিয়া ভরিয়া উঠাইতাম এবং এত এত কলস উঠাইয়াছিলাম। একদা আমাদের আমীর আবু ওবায়দা (রাঃ) আমাদের মধ্য হইতে তেরজন লোককে উহার চোখের গর্ত্তের মধ্যে বসাইয়া দিলেন। অন্য এক দিন তিনি উহার একটি পাঁজরের কাঁটা উঠাইয়া ধরিলেন এবং আমাদের মধ্য হইতে সর্ব্বাধিক দীর্ঘকায় ব্যক্তিকে সর্ব্বাধিক উচু একটি উটের উপর আরোহণ করাইয়া ঐ কাঁটাটির তলদেশে যাতায়াত করাইলেন, তাহাতে কাঁটাটির বাক তাহার মাথা স্পর্শ করিল না।

অতঃপর আমরা তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রস্তুতি করিলাম এবং সঙ্গে ঐ মৎস্যের কিছু মাংসখণ্ড নিলাম। মদিনায় আসিয়া আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট পূর্ণ ঘটনা বলিলাম। তিনি বলিলেন, উহা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে তোমাদের জন্য একটি বিশেষ রিজিক ও খাদ্য সামগ্রী ছিল। তোমাদের নিকট উহার কোন অংশ থাকিলে আমাকেও খাইতে দাও। আমরা কিছু অংশ তাঁহার জন্য পাঠাইয়াদিলাম, তিনি উহা খাইলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত ঘটনার প্রথমাংশে উল্লেখ করা হইয়াছে, সৈন্য দলের প্রত্যেকের নিকট হইতে খাদ্য সংগ্রহ করত: একত্র করা হয় অতঃপর উহা তইতে সকলকে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। এই ক্ষেত্রে দুইটি বিষয় সন্দেহের কারণ হয়। প্রথম এই যে, অনেক সময় প্রত্যেকের নিকট হইতে গৃহীত বস্তু সম পরিমাণ হয় না। দ্বিতীয় এই যে, অনেক সময় বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন পরিমাণে

খাইয়া থাকে। এই বিভিন্নতা সত্বেও এইরূপ এজমালী কার্য্য পরিচালনাকে জায়েয গণ্য করা হইয়াছে। কারণ, এইরূপ ক্ষেত্রে কড়া-ক্রান্তির হিসাব সম্ভব নহে। এতদ্ভিন্ন এইরূপ স্থলে স্বভাবতঃ প্রত্যেকেই সৌজন্যমূলক বা প্রয়োজনের তাকিদে ঐ বিভিন্নতাকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণকরিয়া থাকে।

১২০২। হাদীছ ঃ—সালামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (কোন এক জেহাদের সফরে) সকলের খাদ্যবস্তুই নিঃশেষ হইয়া আসিল। সকলে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া যানবাহন উট জবেহ করিয়া খাইবার অনুমতি লইয়া গেল। ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে পর সকলেই তাঁহাকে এই অনুমতির সংবাদ জ্ঞাত করিল। তিনি বলিলেন, যানবাহন শেষ হইয়া গেলে (পথি মধ্যে) তোমাদের বাঁচিবার উপায় কি? এই বলিয়া ওমর (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকটও উপস্থিত হইলেন এবং ঐ কথাই বলিলেন। নবী (দঃ) তাঁহার যুক্তি গ্রহণ করতঃ তাঁহাকে এই আদেশ করিলেন, সকলকে জানাইয়া দাও— প্রত্যেকেই যেন নিজ নিজ খাদ্যবস্তু আমার নিকট উপস্থিত করে। অতঃপর একটি চামড়ার দস্তরখানা বিছান হইল; সকলেই নিজ নিজ খাদ্যবস্তু উহাতে একত্রিত করিল। নবী (দঃ) উহার নিকটবর্ত্তী দাঁড়াইয়া বরকতের দোয়া করিলেন। অতঃপর সকলকে খাদ্যবস্তুর পাত্র লইয়া উপস্থিত হইতে বলিলেন। সকলে উপস্থিত হইল এবং প্রত্যেকে অঞ্জলি ভরিয়া নিজ নিজ পাত্র ভরিল। এই অলৌকিক ঘটনা দৃষ্টে নবী (দঃ) বলিলেন, (বাস্তবিক) আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই এবং আমি আল্লার রসুল।

১২০৩। হাদীছ ঃ—আবু মুছা আশআ'রী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আশআ'রী গোত্রের লোকগণ অত্যন্ত ভাল। তাহাদের অভ্যাস এই যে, ভ্রমণ অবস্থায় তাহাদের খাদ্যবস্তুর ঘাটতি দেখা দিলে বা বাড়ীতে উপস্থিত থাকাবস্থায় পরিবারবর্গের খাদ্যাভাব দেখা দিলে তাহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ খাদ্যবস্তু একত্রিত করিয়া অতঃপর সমপরিমাণে বণ্টন করিয়া লয়। এই সমস্ত লোকগণ বস্তুতঃ আমার পছন্দনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকে এবং আমি তাহাদিগকে অত্যন্ত ভালবাসি।

ব্যাখ্যা ঃ—হাসান বছরী (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, তোমরা নিজ নিজ ব্যবহারিক বস্তু একত্রিত করিয়া এজমালীরূপে ব্যবহার কর, ইহা অধিক বরকতের কারণ এবং সদাচার ও সুচরিত্রের পরিচায়ক।

কোন বস্তু ক্রয়ে অংশীদার হওয়া

১২০৪। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে হেশাম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার মাতা তাঁহাকে শিশুকালে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত করিয়া আরজ করিলেন—ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমার এই ছেলেকে দীক্ষা দান করুন। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, সে ত শিশু! অতঃপর তিনি তাঁহার মাথায় হাত বুলাইলেন এবং (বরকত ও উন্নতির) দোয়া করিলেন।

উক্ত আবদুল্লাহ ইবনে হেশাম ছাহাবীর পৌত্র বর্ণনা করিয়াছেন, অনেক সময় আমার দাদা আমাকে লইয়া ব্যবসার উদ্দেশ্যে বাজারে যাইতেন এবং কোন খাদ্যবস্তু ক্রয় করিতেন, এমতাবস্থায় বিশিষ্ট ছাহাবীদ্বয়—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) তাঁহাকে অনুরোধ করিতেন, আপনার এই ক্রীত বস্তুর মধ্যে আমাদিগকে অংশীদার করিয়া লউন ; রসুলুল্লাহ (দঃ) আপনার জন্য বরকত ও উন্নতির দোয়া করিয়াছেন।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সেই দোয়ার ফলে তিনি এক এক ব্যবসার লভ্যাংশে এক একটি উট উপার্জ্জন করিয়া বাড়ী পাঠাইতেন।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● ভাগ-বণ্টনে বিভিন্ন জিনিষের মূল্যমান নির্দ্ধারণের প্রয়োজন হইলে তাহা করিবে, কিন্তু ন্যায়পরায়ণতার সহিত তাহা করিবে (৩৩৯ পৃঃ) ● ভাগ বা খণ্ড সমূহ নির্দ্ধারণের পর অংশীদারদের মধ্যে উহা বিতরণে প্রয়োজন হইলে লটারি করা যায় (ঐ)। ● ভাগ-বাটোয়ারা গ্রহণ করার পরে কোন অংশীদার উহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না (ঐ)। ● অমোসলেমের সহিত কৃষিকর্ম্ম বা ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশীদার হওয়া যায় (৩৪০ পৃঃ)। ● ভাগ-বণ্টনে দশটি বকরি একটি একটি উটের সমান ধরা যায় (৩৪১ পৃঃ)। অর্থাৎ ছোট-বড় বিভিন্ন শ্রেণীর একত্রিত বস্তুর বণ্টনে মূল্যমানের ভিত্তিতে অংশ নির্দ্ধারণ করা যায়।

● এক সঙ্গে খাওয়া কালে সাথীদের অনুমতি ব্যতিরেকে এক গ্রাসে দুইটি খেজুর খাইবে না (৩৩৮ পৃঃ)। অর্থাৎ শরীক বা অংশীদারদের হক একটি বড় আমানত ; সর্ব্ব ক্ষেত্রে ইহার পূর্ণ লক্ষ্য রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য। এমন কি যদি কতিপয় ব্যক্তি একত্রে খাইতে বসে এবং খাদ্য সামগ্রিতে তাহাদের সকলের হক সমান হয়—যেমন অন্য কেহ তাহাদের সকলের জন্য খাদ্য

প্রদান করিয়াছে; সে ক্ষেত্রে যদি খাদ্য সীমিত হয় এবং একজনে বেশী খাইলে অপর জনের তৃপ্তি লাভ হইবে না আশঙ্কা থাকে—এরূপ ক্ষেত্রে পরস্পর একে অন্যের চেয়ে বেশী খাওয়ার পন্থা অবলম্বন করা, যেমন অন্যের তুলনায় বড় গ্রাস গ্রহণ করা অন্যায় ও অপরাধ পরিগণিত হইবে।

রেহেন ও বন্ধক রাখা

১২০৫। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একবার স্বীয় পরিবারের জন্য মদিনাস্থিত এক ইহুদীর নিকট হইতে কিছু জব বাকি ক্রয় করিয়া ছিলেন এবং উহার মূল্যের জন্য তিনি স্বীয় লৌহবর্ম্ম ঐ ইহুদীর নিকট বন্ধক রাখিয়াছিলেন।

(নবী (দঃ) সদা দান-খয়রাত করিয়া রিক্ত হস্ত থাকিতেন; এমন কি) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একাদা নবী (দঃ) বলিলেন, অদ্য বিকালে মোহাম্মদের পরিবারবর্গের নিকট গম বা অন্য কোন খাদ্যবস্তু চার সের পরিমাণও নাই, অথচ হযরতের পরিবারে নয়টি সংসার ছিল। (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম।)

ইমাম বোখারী (রঃ) এখানে ১১১০ নং হাদীছখানাও উল্লেখ করিয়াছেন।

বন্ধক বস্তুকে ব্যবহার বা ভোগ করা

রেহেনী বস্তুর মালিক যেহেতু রেহেনদাতা, তাই ঐ বস্তুর আয় ও উৎপন্নের মালিক ও অধিকারী একমাত্র রেহেনদাতা। রেহেন গ্রহীতা ঐ বস্তুর কোন আয়-উৎপন্ন ভোগ করিতে পারিবে না বা ঐ বস্তুকে ব্যবহারও করিতে পারিবে না। যেমন কোন গাভী ছাগল, ইত্যাদি পশু রেহেন রাখা হইয়াছে, উহার দুগ্ধ বা উহার উপর আরোহণ করা, কিম্বা কোন জমি রেহেন রাখিয়াছে উহার ফল-মূল ইত্যাদি সব কিছুর মালিক ও অধিকারী রেহেনদাতা হইবে, রেহেন গ্রহীতা এই সব বস্তুর কোনরূপ স্বত্বাধিকারী হইবে না, ইহা শরীয়তের সুনির্দ্দিষ্ট বিধান। যদি রেহেন গ্রহীতা নিয়মতান্ত্রিক বিনিময় ব্যতিরেকে ঐরূপ কোন বস্তু ভোগ করে তবে তাহা সূদ গণ্য হইবে। তবে—রেহেন গ্রহীতা ঐসব উৎপন্ন রেহেনদাতাকে তখনই দিয়া দিতে বাধ্য নহে; উহাকে আসল বস্তুর সহিত রেহেনরূপে আবদ্ধ রাখিতে পারে। এমন কি যদি উহা পচনশীল বস্তু হয়, যেমন বাগানের ফল, পশুর দুগ্ধ ইত্যাদি—উহা রেহেনদাতা মালিকের মাধ্যমে এবং সে রাজী বা উপস্থিত না হইলে কাজী তথা জজের মাধ্যমে বিক্রি করিয়া বিক্রয়লব্ধ বস্তু রেহেন রূপে আবদ্ধ রাখিতে পারে।

অবশ্য রেহেনী বস্তুর অস্তিত্ব যদি ব্যয় সাপেক্ষ হয়, যেমন, কোন পশু, যাহার ঘাস-পানির ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এমতাবস্থায় ঐ ব্যয় সমূহও রেহেনদাতাকেই বহন করিতে হইবে, এমন কি উহার তত্বাবধানের জন্য যদি কোন চাকর নিয়োগ করিতে হয় তবে তাহার ব্যয়ও ঐ রেহেনদাতাকেই বহন করিতে হইবে। যদি রেহেনদাতা এই ব্যায়ভার বহনে অস্বীকৃত হয় তবে রেহেন গ্রহীতা (জজের অনুমতি লইয়া) রেহেনী বস্তুর ব্যয় ভার বহন করতঃ উহাকে সেই পরিমাণ ব্যবহার ও উহার আয় ভোগ করিতে পারিবে। একমাত্র এইরূপ ব্যবস্থাকেই নিম্নে বর্ণিত হাদীছের তাৎপর্য্য সাব্যস্ত করা যাইতে পারে।

১২০১। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, রেহেনী পশুর উপর আরোহণ করা যাইবে এবং উহার দুগ্ধ পান করা যাইবে উহার ব্যয়ের বিনিময়ে।

মছআলাহ—অমোসলেমের নিকটও রেহেন রাখা যায় (৩৪১ পৃঃ)।

মছআলাহ—রেহেনদাতা ও রেহেন গ্রহীতার মধ্যে কোন বিষয়ের বিরোধ সৃষ্টি হইলে দাবীদার যে হইবে তাহাকে সাক্ষী পেশ করিতে হইবে, অন্যথায় অস্বীকারকারী কসম খাইবে (৩৪২ পৃঃ)।

ক্রীতদাস আজাদ ও মুক্ত করা

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—……فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي

অর্থাৎ যে সমস্ত আমলের দ্বারা মানুষের পরকালীন উন্নতি সাধিত হয়, কিন্তু উহা কঠিন বোধ হয় তাহা এই—দাসত্ব-শৃঙ্খলাবদ্ধ মানুষকে মুক্তিদান করা অথবা বুভুক্ষ আত্মীয় এতিমকে বা নিরুপায় অভাবী মিছকীনকে খাদ্য দান করা।

১২০৭। হাদীছ ঃ— قال ابو هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اِسْتَنْقَذَ

اللّٰهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি কোন দাসত্ব-শৃঙ্খলাবদ্ধ মোসলমানকে

আজাদ ও মুক্ত করিবে আল্লাহ তায়ালা সেই লোকটির প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে ঐ ব্যক্তির প্রতিটি অঙ্গকে দোযখ হইতে মুক্তিদান করিবেন।

হোসায়েন রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পুত্র আলী (রঃ) উক্ত হাদীছ শুনিতে পাইয়া তাঁহার এমন একটি ক্রীতদাসকে মুক্তি দান করিলেন যেই ক্রীতদাসটির মূল্য এক হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা দেওয়া হইতে ছিল।

কিরূপ ক্রীতদাস মুক্ত করা উত্তম

১২০৮। হাদীছঃ—আবু-জর গেফারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম—সর্ব্বোত্তম আমল ও নেক কার্য্য কি? নবী (দঃ) বলিলেন আল্লার প্রতি ঈমান স্থাপন করা এবং আল্লার রাস্তায় জেহাদ করা। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কিরূপ ক্রীতদাস মুক্ত করা উত্তম? নবী (দঃ) বলিলেন, অধিক মূল্যবান ও মালিকের নিকট অধিক পছন্দনীয় ক্রীতদাস।

এজমালী ক্রীতদাস হইতে স্বীয় অংশ মুক্ত করিলে?

১২০৯। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করতঃ এইরূপ ফতওয়া দিতেন যে, এজমালী ক্রীতদাসদাসী হইতে কোন অংশীদার স্বীয় অংশ আজাদ করিলে ঐক্রীতদাসের সম্পূর্ণকে আজাদ করা তাহার জিম্মায় ওয়াজেব হইবে—এইরূপে যে, অভিজ্ঞ লোকের বিবেচনা অনুযায়ী ঐ ক্রীতদাসের মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইবে এবং অংশীদারগণের অংশ পরিমাণ মূল্য ঐব্যক্তি পরিশোধ করতঃ ক্রীতদাসটিকেপূর্ণরূপে মুক্তিদান করিবে। (কিছু অংশ মুক্ত কিছু অংশ গোলাম—ইহা শরীয়তের বিধান বিরোধী।)

১২১০। হাদীছঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, এজমালী ক্রীতদাসের অংশ যে ব্যক্তি আজাদ করিবে বাকি অংশ মুক্ত করা তাহারই কর্ত্তব্য হইবে—যদি তাহার সামর্থ থাকে; নতুবা ক্রীতদাসটির মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া অবশিষ্ট অংশের মূল্য স্বয়ং ক্রীতদাস সাধ্যানুসারে উপার্জ্জন করিয়া পরিশোধ করিবে।

১২১১। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) স্বীয় ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ব্যক্ত করতঃ বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি ইসলাম গ্রহণে আকৃষ্ট হইয়া (রাত্রিয় অন্ধকারে) স্বীয় বস্তি অতিক্রম করতঃ মদিনার প্রতি ছুটিয়া আসিতেছিলেন

এবং তাঁহার সঙ্গে তাঁহার একটি ক্রীতদাস ছিল। পথিমধ্যে তাঁহারা একে অন্যকে হারাইয়া ফেলিলেন। আবু হোরায়রা (রাঃ) মদিনায় পৌঁছিয়া ইসলাম গ্রহণ করতঃ একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলেন। হঠাৎ হযরত (দঃ) বলিলেন, হে আবু হোরায়রা। ঐ দেখ—তোমার ক্রীতদাসটি আসিতেছে। আবু হোরায়রা (রাঃ) তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন আপনি সাক্ষী থাকুন—ক্রীতদাসটি আজ হইতে আজাদ ও মুক্ত।

আবু হোরায়রা (রাঃ) স্বীয় বস্তি ত্যাগ করার রাত্রিটির অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করতঃ এই বয়েতটি বলিয়া থাকিতেন।

يا ليلة من طولها و عنائها... على انها من دارة الكفر نجت

অর্থ—সেই রাত্রিটি কতই না প্রশস্ত ছিল এবং সেই রাত্রে কতইনা কষ্ট যাতনা ভোগ করিতে হইয়াছে! কিন্তু সবই অন্তর হইতে মুছিয়া গিয়াছে, যেহেতু ঐ রাত্রিটিই আমাকে আল্লাদ্রোহিতার দেশ হইতে পরিত্রাণ দিয়াছে।

যে দাস-দাসী পরওয়ারদেগারের বন্দেগী সুষ্ঠুরূপে করে এবং মনীবের সেবাও সুচারু রূপে করে

১২১২। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দাস-দাসী যখন একনিষ্ঠতার সহিত মনীবের সেবা করে এবং সর্ব্ব শ্রদ্ধার পাত্র স্বীয় প্রভু পরওয়ারদেগারের বন্দেগীও সুষ্ঠুরূপে করে তখন সে দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হয়।

দাসীকে ভালরূপে শিক্ষা-দিক্ষায় উন্নত করা

১২১৩। হাদীছ ঃ—আবু মূছা আশয়ারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় দাসীর চরিত্র সংশোধন ও শিক্ষা দান সুন্দরভাবে করিয়াছে। অতঃপর তাহাকে মুক্ত করিয়াছে এবং স্বীয় স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়াছে সে দ্বিগুণ ছওয়াব লাভ করিবে। আর যে দাস আল্লাহ তায়ালার হক আদায় করে এবং স্বীয় মনীবদেরও হক আদায় করে তাহারও দ্বিগুণ ছওয়াব হইবে। এই পরিচ্ছেদে ৮০নং হাদীছটিও উল্লেখ্য।

১২১৪। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, সৎ ও নেককার ক্রীতদাস নেক কাজে

দ্বিগুণ ছওয়াব লাভ করিয়া থাকে। আবু হোরায়রা (রাঃ) এই হাদীছ বর্ণনা করিয়া বলেন, যেই আল্লার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি আল্লার রাস্তায় জেহাদ করা, আল্লার দরবারে গ্রহণোপযোগী হজ্জ করা ও মাতার খেদমত করা—এই সব বড় বড় নেক কার্য্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করার আশঙ্কা না হইত তবে আমি কৃতদাস থাকিয়া মৃত্যু হওয়ার অভিলাষী হইতাম।

১২১৫। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ مَا لِاَحَدِهِمْ يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهٖ وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهٖ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, ঐ (ক্রীতদাস) ব্যক্তির অবস্থা কতই না ভাল—যে স্বীয় সৃষ্টিকর্ত্তা পালনকর্ত্তার এবাদৎ উত্তমরূপে করিয়া থাকে এবং স্বীয় মনিবের প্রতিও মঙ্গলকামী হয়।

দাস-দাসীর উপর দৌরাত্মের ভাষা ব্যবহার করিবে না

১২১৬। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তোমাদের কেহ নিজের সম্পর্কে (ভৃত্যের প্রতি) এইরূপ বলিবে না—"তোমার প্রভুকে খানা আনিয়া দাও, তোমার প্রভুকে ওজুর পানি আনিয়া দাও, তোমার প্রভুকে পানীয় আনিয়া দাও।" (কারণ ইহাতে ঔদ্ধত্ব এবং অহঙ্কার প্রকাশ পায়, কিন্তু) ভৃত্য মনিবকে সম্মান দেখাইবে এবং এইরূপ বলিবে—"আমার মনীব, আমার সাহেব এবং কেহ (স্বীয় ভৃত্যকে) আমার দাস, আমার দাসী বলিবে না; আমার সেবক আমার সেবিকা বলিবে (আরবী ভাষায়) গোলামও বলা যায় (যাহার অর্থ যুবক)।

ব্যাখ্যাঃ—ইসলাম ও ঈমানের মূল হইল তৌহিদ—এই তৌহিদ বা একত্ব-বাদকে অন্তরে গাঁথিয়া আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করা এবং এই তৌহিদের উপর মুখে শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীকারোক্তি করা ও ঘোষণা দেওয়া ইসলাম ও ঈমানের জন্য প্রাথমিক আবশ্যক। অতঃপর সর্ব্বদা বিশেষ সতর্কতার সহিত অন্তরকে সেই তৌহিদের বরখেলাফ ও বিপরীত ভাবধারা খেয়াল ও কল্পনা হইতে পবিত্র ও সংযত রাখায় সচেষ্ট থাকিতে হইবে। তদ্রূপ মুখকেও সেই তৌহিদের বরখেলাফ ও বিপরীত বাক্য উচ্চারণ করা হইতে সংযত রাখিতে হইবে। এই

উদ্দেশ্যেই শরীয়ত যেরূপ আন্তরিক বিশ্বাস ও ভাবধারার ব্যাপারে বাছবিচার ও বাধ্যবাধকতা আরোপ করিয়া থাকে; তদ্রূপ বাক্য, বচন, শব্দ ব্যবহারের ব্যাপারেও সতর্কতা ও সাবধানতার পথ প্রদর্শন করিয়া থাকে। যেমন—আলী বখ্‌শ, হোছায়েন বখ্‌শ, রসুল বখ্‌শ, পীর বখ্‌শ, ইত্যাদি নাম রাখা নিষিদ্ধ। কারণ, "আলী" বলিতে সাধারণতঃ ব্যক্তি বিশেষকে বুঝায়, "আলী বখ্‌শ" অর্থ আলীর দানকৃত "হোছায়েন বখ্‌শ" অর্থ হোছায়েনের দানকৃত এবং "রসুল বখ্‌শ" অর্থ রসুলের দানকৃত, "পীর বখ্‌শ" অর্থ পীরের দানকৃত। অথচ সন্তান সন্ততির দাতা সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা। সেই দৃষ্টিতে উল্লেখিত নামের অর্থসমূহ তৌহিদের বিপরীত। তদ্রূপ "আবদুন নবী", "আবদুর রসুল", নামও নিষিদ্ধ। ইহার অর্থ—নবীর বান্দা, রসুলের বান্দা। অথচ মানুষ একমাত্র আল্লাহ্‌ তায়ালার বান্দা।

সারকথা এই যে, সৃষ্টিকর্ত্তার কোন বিশেষ গুণবাচক শব্দ বা সৃষ্টিকর্ত্তা ও সৃষ্টের মধ্যেকার সম্পর্ক সূচক কোন শব্দ বা বাক্য আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য ব্যবহার করাকে শরীয়তে নিষেধ করা হইয়াছে।

আলোচ্য হাদীছে কতিপয় শব্দ ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা উল্লেখিত পর্যায়েরই। এইরূপ নিষেধাজ্ঞা ব্যবহারিক বোধ্য অর্থানুসারে বলবৎ হইয়া থাকে। তাই উহাতে ভাষা, দেশ, কাল ও পরিবেশের তারতম্যের পার্থক্য হইবে।

আরবী ভাষায় "রব্‌" শব্দটির অর্থ পালনকর্ত্তা-প্রভু; এই শব্দটি কোন বস্তু বিশেষের সম্পর্কযুক্ত রূপে ব্যবহৃত না হইলে উহার অর্থ বুঝায়—পালনকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা। তাই কোন ক্রীতদাসের জন্য তাহার মালিককে "রব্‌" শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। তদ্রূপ "আব্‌দ" শব্দটি সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে সৃষ্টিজাত মানবের সম্পর্ক বুঝায়; যেমন—আবদুল্লাহ অর্থ আল্লার বান্দা এবং "আমাত" শব্দটি ঐ অর্থের স্ত্রীলিঙ্গ। অতএব মালিকের জন্য ক্রীতদাসকে "আবদ" ও ক্রীতদাসীকে "আমাত" শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা নিষিদ্ধ।

এতদ্ব্যতীত ইসলামের সমাজ ব্যবস্থার এবং নৈতিক ব্যবহার-ভিত্তি যেহেতু তৌহিদেরই উপর স্থাপিত, কাজেই সমাজ ব্যবস্থায় তৌহিদ ভিত্তিক তাহজীব, আখলাক ও আদব কায়দা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। মনীব কখনও নিজকে প্রভু বলিবে না বা দাস দাসীকে, চাকর চাকরাণীকে দাস দাসী বা চাকর চাকরাণী বলিয়া সম্বোধন করিবে না। কারণ, ইহাতে একত নিজের ভিতরে অহঙ্কার এবং ঔদ্ধত্ব আসে, দ্বিতীয়তঃ মানুষের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু

দাস দাসী চাকর চাকরাণী তাই বলিয়া বে-আদব বে-তমিজ হইবে না; তাহারা মনীব হইতে স্নেহ পাইয়া অধিক নম্র, অধিক ভক্ত হইবে; তাই তাহারা ব্যবহারেও আদব দেখাইবে, ভাষায়ও আদব দেখাইবে যে, মালিককে "মনিব" বা সাহেব ইত্যাদি সম্মানসূচক শব্দে সম্বোধন করিবে। অবশ্য এত আদব করিবে না যাহা হয়ত শেরেকের সীমা পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইতে পারে।

অতঃপর ইমাম বোখারী (রঃ) ইহাও ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, উল্লেখিত নিষিদ্ধ শব্দসমূহ কদাচিৎ কোন কোন হাদীছের ভাষায় ব্যবহৃত পাওয়া যায়। এই ইঙ্গিত দ্বারা তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, উল্লেখিত নিষেধাজ্ঞা সতর্কতামূলক; পক্ষান্তরে যদি কেহ স্বীয় প্রাবল্য প্রকাশার্থে নয়, বরং শুধু সাধারণ ব্যবহারিক অর্থে ঐরূপ কোন শব্দ কদাচিৎ ব্যবহার করে তবে তাহাকে তৌহিদ ত্যাগী বা অহঙ্কারী বলা হইবে না। অবশ্য এইরূপ অর্থেও ঐ শব্দসমূহ অতিরিক্ত ব্যবহার হইতে সঙ্কুচিত থাকিবে। কারণ, সদা সর্ব্বদা যেরূপ শব্দ ও বাক্য মুখে উচ্চারিত হয় অন্তরের উপর ধীরে ধীরে ঐরূপ প্রতিক্রিয়া স্থানলাভ করিতে থাকে। নফছ ও শয়তান ত সর্ব্বদা ছিদ্রপথের খোঁজে আছেই।

ক্রীতদাসে প্রতি সহানুভূতি

১২১৭। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কাহারও খাদেম—সেবক বা ভৃত্য তাহার জন্য খানা তৈয়ার করিয়া আনিলে সেই খাদেমকে নিজের সঙ্গে এক পাত্রে বসাইয়া খাওয়াইবার মত উদারতা যদি না থাকে তবে অন্ততঃ ঐ খাদ্য হইতে এক-দুই লোকমা সেই খাদেমকে অবশ্যই দান করিবে। কারণ ঐ খাদ্য প্রস্তুত কারার সমস্ত কষ্ট-ক্লেশঃসে সহ্য কয়িয়াছে।

কাহাকেও চেহারার উপর মারিবে না

১২১৮। হাদীছঃ—عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم—

قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ ـ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ (নিজ সন্তান-সন্ততি, ছাত্র বা সাধারণ ছেলে-মেয়ে ইত্যাদি কাহাকেও শাসন ইত্যাদির প্রয়োজনে) প্রহার করার ইচ্ছা করিলে তাহার চেহারার উপর প্রহার করিবে না।

ক্রীতদাসের প্রতি মিথ্যা অপবাদের পরিণতি

১২১৯। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আবুল-কাসেম (মোহাম্মদ) ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি স্বীয় ক্রীতদাসের উপর যেনার তোহমত লাগাইবে, অথচ সে উহা করে নাই সেই ব্যক্তিকে কেয়ামতের দিন মিথ্যা তোহমতের শাস্তি (আশিটি বেত্রাঘাত) দেওয়া হইবে। অবশ্য যদি ক্রীতদাস বাস্তবিক সেই দোষে দোষী হয় (তবে তাহাকে শায়েস্তা করা আবশ্যক)। (১০১৩ পৃঃ)

মছআলাহ ঃ—যেরূপ তালাকের শব্দ সজ্ঞান স্বামীর মুখে যে কোনরূপে উচ্চারিত হইলেই স্ত্রীর প্রতি তালাক হইয়া যাইবে ; তদ্রূপ দাস-দাসীকে মুক্তি দানের শব্দ মনীবের মুখে যে কোনভাবে উচ্চারিত হইলেই দাস-দাসীর মুক্তি হইয়া যাইবে—যদিও অনিচ্ছায় বা ভুলে তাহা হইয়া থাকে। ইহা ইমাম আবু হানিফার মজহাব। ইমাম বোখারীর মতে অনিচ্ছা বা ভুলের ক্ষেত্রে তালাক বা মুক্তিদান সম্পন্ন হইবে না (৩৪৯ পৃঃ)।

মছআলাহ ঃ—শরীয়তের বিধান এই যে, ইসলামী জেহাদের বন্দীদের সম্পর্কে রাষ্ট্রপ্রধান তাহাদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত নাগরিকরূপে মুক্তও রাখিতে পারেন এবং তাহাদের দাসত্বের ফরমানও জারী করিতে পারেন। ঐরূপ বন্দী যদি আরববাসী লোক হয় এবং পুরুষ প্রাপ্ত বয়স্ক হয় সেক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার মজহাবে ঐ বন্দীর জন্য উক্ত ব্যবস্থাদ্বয়ের কোনটিরই সুযোগ দেওয়া হইবে না। ঐরূপ বন্দীর জন্য প্রাণদণ্ড নির্দ্ধারিত ; কারণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আবির্ভাব আরবে হইয়াছিল, পবিত্র কোরআনও আরবী ভাষায় ; অতএব তাহার পক্ষে ইসলামের সত্যতা অতি সুস্পষ্ট এবং ইসলামের বিরোধীতা তাহার পক্ষে নিছক অন্ধ বিরোধীতা ; যদ্দরুণ সে ইসলামের প্রতি হুমকি স্বরূপ। সুতরাং সে আর কোন সুযোগ পাওয়ার উপযোগী নহে ; একমাত্র ইসলাম গ্রহণই তাহার রক্ষাকবচ হইতে পারে। অন্যথায় তাহাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইবে। অবশ্য নারী এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক আরববাসী হইলেও দাস পদ্ধতির সুযোগ পাইবে, কারণ তাহাদের হইতে ইসলামের কোন আশঙ্কা নাই। ইমাম বোখারীর মতে আরববাসী প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষও অন্যদের ন্যায় দাস পদ্ধতির সুযোগ পাইতে পারে। (৩৪৫ পৃঃ)

দাস দাসী চাকর চাকরাণী তাই বলিয়া বে-আদব বে-তমিজ হইবে না; তাহারা মনীব হইতে স্নেহ পাইয়া অধিক নম্র, অধিক ভক্ত হইবে; তাই তাহারা ব্যবহারেও আদব দেখাইবে, ভাষায়ও আদব দেখাইবে যে, মালিককে "মনিব" বা সাহেব ইত্যাদি সম্মানসূচক শব্দে সম্বোধন করিবে। অবশ্য এত আদব করিবে না যাহা হয়ত শেরেকের সীমা পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইতে পারে।

অতঃপর ইমাম বোখারী (রঃ) ইহাও ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, উল্লেখিত নিষিদ্ধ শব্দসমূহ কদাচিৎ কোন কোন হাদীছের ভাষায় ব্যবহৃত পাওয়া যায়। এই ইঙ্গিত দ্বারা তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, উল্লেখিত নিষেধাজ্ঞা সতর্কতামূলক; পক্ষান্তরে যদি কেহ স্বীয় প্রাবল্য প্রকাশার্থে নয়, বরং শুধু সাধারণ ব্যবহারিক অর্থে ঐরূপ কোন শব্দ কদাচিৎ ব্যবহার করে তবে তাহাকে তৌহিদ ত্যাগী বা অহঙ্কারী বলা হইবে না। অবশ্য এইরূপ অর্থেও ঐ শব্দসমূহ অতিরিক্ত ব্যবহার হইতে সঙ্কুচিত থাকিবে। কারণ, সদা সর্ব্বদা যেরূপ শব্দ ও বাক্য মুখে উচ্চারিত হয় অন্তরের উপর ধীরে ধীরে ঐরূপ প্রতিক্রিয়া স্থানলাভ করিতে থাকে। নফছ ও শয়তান ত সর্ব্বদা ছিদ্রপথের খোঁজে আছেই।

ক্রীতদাসে প্রতি সহানুভূতি

১২১৭। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কাহারও খাদেম—সেবক বা ভৃত্য তাহার জন্য খানা তৈয়ার করিয়া আনিলে সেই খাদেমকে নিজের সঙ্গে এক পাত্রে বসাইয়া খাওয়াইবার মত উদারতা যদি না থাকে তবে অন্ততঃ ঐ খাদ্য হইতে এক-দুই লোকমা সেই খাদেমকে অবশ্যই দান করিবে। কারণ ঐ খাদ্য প্রস্তুত কারার সমস্ত কষ্ট-ক্লেশঃসে সহ্য কয়িয়াছে।

কাহাকেও চেহারার উপর মারিবে না

১২১৮। হাদীছ ঃ—عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم:

قَالَ اِذَا قَاتَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ (নিজ সন্তান-সন্ততি, ছাত্র বা সাধারণ ছেলে-মেয়ে ইত্যাদি কাহাকেও শাসন ইত্যাদির প্রয়োজনে) প্রহার করার ইচ্ছা করিলে তাহার চেহারার উপর প্রহার করিবে না।

ক্রীতদাসের প্রতি মিথ্যা অপবাদের পরিণতি

১২১৯। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আবুল-কাসেম (মোহাম্মদ) ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি স্বীয় ক্রীতদাসের উপর যেনার তোহমত লাগাইবে, অথচ সে উহা করে নাই সেই ব্যক্তিকে কেয়ামতের দিন মিথ্যা তোহমতের শাস্তি (আশিটি বেত্রাঘাত) দেওয়া হইবে। অবশ্য যদি ক্রীতদাস বাস্তবিক সেই দোষে দোষী হয় (তবে তাহাকে শায়েস্তা করা আবশ্যক)। (১০১৩ পৃঃ)

মছআলাহ ঃ—যেরূপ তালাকের শব্দ সজ্ঞান স্বামীর মুখে যে কোনরূপে উচ্চারিত হইলেই স্ত্রীর প্রতি তালাক হইয়া যাইবে ; তদ্রূপ দাস-দাসীকে মুক্তি দানের শব্দ মনীবের মুখে যে কোনভাবে উচ্চারিত হইলেই দাস-দাসীর মুক্তি হইয়া যাইবে—যদিও অনিচ্ছায় বা ভুলে তাহা হইয়া থাকে। ইহা ইমাম আবু হানিফার মজহাব। ইমাম বোখারীর মতে অনিচ্ছা বা ভুলের ক্ষেত্রে তালাক বা মুক্তিদান সম্পন্ন হইবে না (৩৪৯ পৃঃ)।

মছআলাহ ঃ—শরীয়তের বিধান এই যে, ইসলামী জেহাদের বন্দীদের সম্পর্কে রাষ্ট্রপ্রধান তাহাদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত নাগরিকরূপে মুক্তও রাখিতে পারেন এবং তাহাদের দাসত্বের ফরমানও জারী করিতে পারেন। ঐরূপ বন্দী যদি আরববাসী লোক হয় এবং পুরুষ প্রাপ্ত বয়স্ক হয় সেক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার মজহাবে ঐ বন্দীর জন্য উক্ত ব্যবস্থাদ্বয়ের কোনটিরই সুযোগ দেওয়া হইবে না। ঐরূপ বন্দীর জন্য প্রাণদণ্ড নির্দ্ধারিত ; কারণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আবির্ভাব আরবে হইয়াছিল, পবিত্র কোরআনও আরবী ভাষায় ; অতএব তাহার পক্ষে ইসলামের সত্যতা অতি সুস্পষ্ট এবং ইসলামের বিরোধীতা তাহার পক্ষে নিছক অন্ধ বিরোধীতা ; যদ্দরুণ সে ইসলামের প্রতি হুমকি স্বরূপ। সুতরাং সে আর কোন সুযোগ পাওয়ার উপযোগী নহে ; একমাত্র ইসলাম গ্রহণই তাহার রক্ষাকবচ হইতে পারে। অন্যথায় তাহাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইবে। অবশ্য নারী এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক আরববাসী হইলেও দাস পদ্ধতির সুযোগ পাইবে, কারণ তাহাদের হইতে ইসলামের কোন আশঙ্কা নাই। ইমাম বোখারীর মতে আরববাসী প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষও অন্যদের ন্যায় দাস পদ্ধতির সুযোগ পাইতে পারে। (৩৪৫ পৃঃ)

মোকাতাবের বয়ান

দাস-দাসী মুক্ত করার প্রতি ইসলাম সর্ব্বপ্রকারে আকৃষ্ট করিয়াছে। এমনকি দাস-দ.সীর যত্নে ও প্রতিপালনে ধন খরচ করায় সেই দাস-দাসীকে মুক্তিদানে যদি মনীবের আগ্রহ কম হয় কিম্বা স্বাভাবিক ভাবেই মনীব টাকা পাইলে মুক্তিদানে আগ্রাহান্বিত হইবে এইরূপ ক্ষেত্রে শরীয়ত এই ব্যবস্থার সুযোগ রাখিয়াছে যে, মনীব ও দাসের মধ্যে চুক্তি হইবে—দাস কোন প্রকারে ব্যবস্থা করিয়া বা সঞ্চয় করিয়া নির্দ্ধারিত পরিমাণের ধন মনীবকে প্রদান করিতে পারিলে সে মুক্ত হইয়া যাইবে; ইহাকেই মোকাতাব ব্যবস্থা বলা হয়। পবিত্র কোরআনেও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ...... وَاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِىْ اٰتٰكُمْ

"যে সব দাস-দাসী মোকাতাব ব্যবস্থার আগ্রহ প্রকাশ করে তাহাদিগকে উহার সুযোগ দাও যদি তাহাদেরমধ্যে সুলক্ষণ অনুভব কর। আর আল্লাহ তোমাদিগকে যে ধন দান করিয়াছেন উহা দ্বারা ঐরূপ দাস-দাসীর সাহায্য কর।"

বিশিষ্ট তাবেয়ী আ'তা (রঃ) বলিয়াছেন, দাস-দাসীকে ধন সংগ্রহে সক্ষম দেখিলে তাহাকে মোকাতাব ব্যবস্থার সুযোগ দেওয়া ওয়াজেব।

অ নাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দাস ছিল সীরীন, সে কোন সূত্রে অনেক ধন লাভ করিয়া ছিল, সে মোকাতাব ব্যবস্থার কথা বলিলে আনাছ (রাঃ) অস্বীকার করিলেন। সে খলীফা ওমরের নিকট যাইয়া অভিযোগ করিলে ওমর (রাঃ) আনাছ (রাঃ)কে সুযোগ দেওয়ার জন্য বলিলেন। এইবারও আনাছ (রাঃ) অস্বীকার করিলেন; ওমর (রাঃ) আনাছ (রাঃ)কে বেত্রাঘাত করতঃ উল্লেখিত আয়াত পড়িয়া শুনাইলেন; এইবার আনাছ (রাঃ) সম্মত হইলেন।

হেবা তথা সৌহার্দ্য স্বরূপ কিছু প্রদান করা

১২২০। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ

جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মোসলমান নারীগণকে বলিয়াছেন, প্রতিবেশীদেরে সৌহার্দ্য-সূত্রে আদান-প্রদানে কুণ্ঠিত হইও না। অতি সামান্য বস্তু—যেমন, বকরীর পায়াও দেওয়ার সুযোগ হইলে উহাকে সামান্য ভাবিয়া উপেক্ষা করিবে না।

১২২১। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমাকে যদি দাওয়াত করা হয় রানের গোশ্‌ত খাওয়ার জন্য সেই দাওয়াত আমি গ্রহণ করিব এবং যদি শুধু মাত্র পায়ের একখানা নালার হাড্ডির জন্য দাওয়াত করা হয় আমি সেই দাওয়াতও গ্রহণ করিব। তদ্রূপ যদি আমাকে একটি মাত্র রান বা একখানা নালার হাড্ডি হাদিয়া দেওয়া হয় উভয়কেই আমি সমভাবে গ্রহণ করিব।

অর্থাৎ মোসলমান ভাইয়ের পক্ষ হইতে সৌহার্দ্য ও মহব্বত-সূত্রে যাহাই প্রদান করা হউক—বেশী বা কম বড় বা ছোট সবই সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করাই সুন্নত, মহব্বতের ক্ষুদ্র জিনিসকেও তুচ্ছ করা চাই না।

আপন জনের নিকট কোন কিছুর ফরমাইশ করা

১২২২। হাদীছ ঃ—সাহ্‌ল (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একজন মোহাজের নারীর একটি ছুতার মিস্ত্রী ক্রীতদাস ছিল। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহার নিকট খবর পাঠাইলেন যে, তোমার ক্রীতদাসকে বল, আমার জন্য একটি মিম্বর তৈরী করিতে। সেই স্ত্রীলোকটি তাহার ক্রীতদাসকে উহা বানাইবার আদেশ করিল। সে ঝাউগাছ কাটিয়া আনিল এবং উহার কাষ্ঠ দ্বারা মিম্বর তৈরী করিল। মিম্বর প্রস্তুত হইলে পর স্ত্রীলোকটী নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট সংবাদ পাঠাইল যে, মিম্বর প্রস্তুত হইয়াছে। নবী (দঃ) উহা পাঠাইয়া দিবার জন্য আদেশ করিলেন। কতেক জন লোক উহাকে লইয়া আসিল। অতঃপর নবী (দঃ) নিজ হস্তে উহাকে তাঁহার মসজিদের বিশেষ স্থানে বসাইয়া দিলেন।

কাহারও নিকট পানীয় বস্তু চাওয়া

অর্থাৎ সর্বদার প্রয়োজনীয় কোন সাধারণ বস্তু, যেমন পানি কাহারও নিকট চাওয়া হইলে তাহা যাচ্ঞা ও ভিক্ষা গণ্য হইবে না।

১২২৩। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদের এই বাড়ীতে তশরীফ আনিলেন এবং

পানীয় উপস্থিত করার জন্য বলিলেন। আমরা তাঁহার জন্য আমাদের বকরী দোহন করিয়া আনিলাম এবং আমাদের এই কূপের পানির দ্বারা দুধের শরবত তৈরী করিয়া দিলাম। তাঁহার বাম পার্শ্বে আবু বকর (রাঃ) ছিলেন এবং ওমর (রাঃ) তাঁহার সম্মুখে ছিলেন এবং তাঁহার ডান পার্শ্বে ছিল একজন গ্রাম্য লোক।

হযরত (দঃ) পান করার পর (যখন অবশিষ্ট অন্যকে দেওয়ার ইচ্ছা করিলেন তখন) ওমর (রাঃ) বলিলেন, এই যে আবু বকর (তাঁহাকে প্রদান করুন)। কিন্তু নবী (দঃ) ঐ গ্রাম্য ব্যক্তিকে প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, ডান দিক হইতে একের পর একেকে দেওয়া হইবে। তোমরাও এইরূপ ডান দিক হইতেই আরম্ভ করিও। আনাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, ইহাই সুন্নত, ইহাই সুন্নত, ইহাই সুন্নত।

হাদিয়া গ্রহণ করা

১২২৪। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, "মাররোজ্জাহরান" নামক স্থানে আমরা একটি খরগোশ দেখিতে পাইলাম। সকলেই উহাকে দৌড়াইয়া ক্লান্ত হইয়া গেল, আমি উহাকে ধরিতে সক্ষম হইলাম। আমি উহাকে ধরিয়া আবু তাল্‌হা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট নিয়া আসিলাম। তিনি উহাকে জবেহ করিলেন এবং উহার একটি পিছনের রান রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট হাদিয়া স্বরূপ পাঠাইলেন। হযরত (দঃ) উহা গ্রহণ করিলেন।

১২২৫। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট কেহ খাদ্য বস্তু উপস্থিত করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, ইহা কি হাদিয়া না—ছদকা? যদি বলা হইত ছদকা। তবে ছাহাবীগণকে বলিতেন, ইহা তোমরা খাও ; স্বয়ং তিনি উহা খাইতেন না। যদি বলা হইত—ইহা হাদিয়া, তবে সকলের সঙ্গে তিনিও শরীক হইতেন।

১২২৬। হাদীছ ঃ—উম্মে-আতিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, খাওয়ার কোন বস্তু আছে কি? আয়েশা (রাঃ) বলিলেন— না। অবশ্য আপনি উম্মে-আতিয়াকে ছদকার বকরী হইতে যে বকরী দান করিয়াছিলেন সে ঐ বকরীর কিছু গোশ্‌ত হাদিয়া স্বরূপ আমাদের নিকট পাঠাইয়াছে। (অর্থাৎ যেহেতু উহা আসলে ছদকার বস্তু, তাই উহা আপনি খাইবেন, কি—না?) নবী (দঃ) বলিলেন, ছদকার বস্তুটি উহার

উপযুক্ত স্থানে পৌঁছিয়া (ছদকা আদায় হইয়া) গিয়াছে। (অর্থাৎ সেই স্থান হইতে উহা হাদিয়ারূপে প্রেরিত হওয়ায় এখন আর ছদকা থাকে নাই।)

হাদিয়া দেওয়ায় কোন বিশেষত্বের লক্ষ্য করা

১২২৭। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিবীগণের মধ্যে দুইটি দল ছিল। এক দলে ছিলেন—আয়েশা (রাঃ), হাফছা (রাঃ), ছফিয়া (রাঃ) ও ছাওদা (রাঃ)। অপর দলে ছিলেন—উম্মে-ছালামা (রাঃ) এবং বাকি বিবীগণ। আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার প্রতি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অধিক মহব্বতের বিষয় ছাহাবীগণ জ্ঞাত ছিলেন, তাই কাহারও কিছু হাদিয়া দেওয়ার ইচ্ছা হইলে সে প্রতীক্ষায় থাকিত—যেই দিন রসুলুল্লাহ (দঃ) আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার ঘরে হইতেন সেই দিন ঐ হাদিয়া পাঠাইত। উম্মে-ছালামা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার দলের বিবীগণ (ইহা উপলব্ধি করিয়া বিরক্ত হইলেন এবং তাঁহারা) সকলেই স্বীয় দলের প্রধান উম্মে-ছালামা (রাঃ)কে বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এই বিরক্তিকর বিষয়টি নিয়া আলোচনা করুন এবং তাঁহাকে অনুরোধ করুন, তিনি যেন সকলকে বলিয়া দেন যে, রসুলুল্লাহ (দঃ)কে কাহারও হাদিয়া দেওয়ার ইচ্ছা হইলে, তিনি যে কোন বিবীর ঘরে থাকা অবস্থায়ই যেন দেওয়া হয়।

উম্মে-ছালামা (রাঃ) এই বিষয়টি হযরতের নিকট পেশ করিলেম। হযরত (দঃ) কোন উত্তর করিলেন না। দলের বিবীগণ উম্মে-ছালামা (রাঃ)কে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, আমি বলিয়াছিলাম; কিন্তু হযরত (দঃ) কোন উত্তর দেন নাই। তাঁহারা বলিলেন, আপনি পুনরায় এই বিষয় আলোচনা করুন। রসুলুল্লাহ (দঃ) যখন উম্মে-ছালামার ঘরে আসিলেন তখন তিনি পুনরায় ঐ বিষয় পেশ করিলেন। এইবারও হযরত (দঃ) কোন উত্তর দিলেন না। দলের বিবীগণ তৃতীয়বার তাঁহাকে বলিলেন। উম্মে-ছালামা (রাঃ) এইবারও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ঐ বিষয় আলোচনা করিলেন। এইবার হযরত (দঃ) বলিলেন, আয়েশার ব্যাপারে আমাকে বিরক্ত করিও না। (আয়েশার যে বিশেষত্ব আছে অন্য কাহারও সেই বিশেষত্ব নাই—) আমি আয়েশার বিছানায় থাকা কালীন অহী (বেশী) আসিয়া থাকে, কিন্তু

অন্য কোন বিবীর বিছানায় থাকা কালীন (সেইরূপ) অহী আসে না। উম্মে-ছালামা (রাঃ) বিনয় স্বরে আরজ করিলেন; ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমি আপনার অসন্তুষ্টির কার্য্য হইতে আল্লার দরবারে তওবা করিতেছি।

অতঃপর তাঁহার দলের বিবীগণ ফাতেমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহাকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং এই বিষয় আলোচনার জন্য রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট পাঠাইলেন। ফাতেমা (রাঃ) হযরতের নিকট যাইয়া বলিলেন, আপনার বিবীগণ অনুরোধ করিয়াছেন, আপনি আবু বকর তনয়া ও তাঁহাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করিবেন; ফাতেমা (রাঃ) এই বলিয়া সমস্ত বিষয় ব্যক্ত করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, স্নেহের বেটী! আমি যাহাকে মহব্বত করি তুমি তাহাকে মহব্বত করিবে না কি? ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, নিশ্চয়ই। (রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তবে আয়েশাকে মহব্বত কর।) ফাতেমা (রাঃ) বিবীগণের নিকট আসিয়া সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। তাঁহারা পুনরায় যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন; ফাতেমা (রাঃ) অস্বীকার করিলেন।

অতঃপর বিবীগণ তাঁহাদের মধ্য হইতে যয়নব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহাকে পাঠাইলেন। তিনিও উহাই বলিলেন যে, আপনার বিবীগণ আপনার নিকট অনুরোধ করিয়াছেন, আপনি আবু বকর তনয়া ও তাঁহাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করিবেন, এই বলিয়া যয়নব (রাঃ) উচ্চৈস্বরে কথা বলিতে লাগিলেন এমন কি আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার প্রতিও কটাক্ষ আরম্ভ করিলেন। আয়েশা (রাঃ) নিকটেই বসিয়াছিলেন। যয়নব (রাঃ) ঐরূপ করিতেছিলেন আর রসুলুল্লাহ (দঃ) আয়েশার প্রতি তাকাইতেছিলেন যে, তিনি উত্তর দেন, কি—না। (আয়েশা (রাঃ)ও রসুলুল্লাহ ছাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি তাকাইতেছিলেন যে, প্রতিউত্তরের অনুমতি দেন, কি—না। অনুমতি অনুভব করিয়া) আয়েশা (রাঃ) এরূপ প্রতিউত্তর করিলেন যে, যয়নব (রাঃ) নিরুত্তর হইয়া গেলেন। তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চেহারা মোবারক খুশিতে চমকিয়া উঠিল। তিনি আয়েশা (রাঃ)কে বাহ্‌বা দিয়া বলিলেন, হাঁ—এইত আবু বকরের বেটী।

ব্যাখ্যা ঃ—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কিরূপ মধুর স্বভাব, মিষ্ট ব্যবহার ও কোমল চরিত্রের ছিলেন তাহারই আভাস এই ঘটনায় পাওয়া যায়। আর বিবীগণের পক্ষ হইতে এই ঘটনায় যে উৎপীড়নমূলক কার্য্য করা হইতেছিল তাহা দাম্পত্য সুলভ স্থলে মোটেই অস্বাভাবিক ও অমার্জ্জনীয় নহে।

সুগন্ধি বস্তু হাদিয়া দেওয়া

১২২৮। হাদীছ ঃ—আয্‌রা ইবনে ছাবেত (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি একদা ছুমামা ইবনে আবদুল্লাহ তাবেয়ীর নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে সুগন্ধি দিতে চাহিলেন, আমি বলিলাম—আমি সুগন্ধি লইয়াছি। তিনি বলিলেন, বিশিষ্ট ছাহাবী আনাছ (রাঃ)কে সুগন্ধি দেওয়া হইলে তিনি তাহা ফেরত দিতেন না এবং তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে সুগন্ধি বস্তু হাদিয়া দেওয়া হইলে তিনি তাহা ফেরত দিতেন না।

হাদিয়ার প্রতিদান দেওয়া উত্তম

১২২৯। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে হাদিয়া দেওয়া হইলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতেন এবং উহার প্রতিদান দিয়া থাকিতেন।

এক ছেলেকে কিছু হেবা ও দান করা

১২৩০। হাদীছ ঃ—না'মান ইবনে বশীর (রাঃ) একদা মিম্বরের উপর বসিয়া এই ঘটনা বর্ণনা করিলেন যে, আমার পিতা বশীর (রাঃ) আমার মাতা আম্‌রা-বিন্‌তে-রাওয়াহার অনুরোধে আমাকে একটি ক্রীতদাস দান করা সাব্যস্ত করিলেন। আমার মাতা বলিলেন, যাবৎ এই দানের উপর রসুলুল্লাহ (দঃ)কে সাক্ষী না করা হইবে তাবৎ আমি সন্তুষ্ট হইব না। তখন আমার পিতা হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমি আমার স্ত্রী আম্‌রা বিন্‌তে-রাওয়াহার পক্ষের ছেলেকে একটি ক্রীতদাস দান করা সাব্যস্ত করিয়াছি। আমার স্ত্রী আপনাকে ঐ দানের সাক্ষী বানাইবার জন্য বলিতেছে। রসুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার অন্য সন্তান আছে কি? আমার পিতা বলিলেন হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার প্রত্যেক ছেলেকে এইরূপ দান করিয়াছ কি? পিতা বলিলেন—না। তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, আমি অন্যায় কার্য্যের উপর সাক্ষী হইব না! এইরূপ কার্য্য হইতে আল্লাহকে ভয় কর এবং সন্তানগণের মধ্যে সমতা রক্ষা করিয়া চল; (যেরূপ তুমি তাহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতেই সমভাবে সদ্ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর। তুমি স্বীয় দান ফেরৎ লইয়া লও।) সেমতে আমার পিতা তথা হইতে আসিয়া ঐ দান ফেরৎ লইলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—নিজ সন্তান—ছেলে-মেয়ে এবং যে কোন ওয়ারেছকে মৃত্যু শয্যায় কিছু দান করিলে সেই দান কার্য্যকরীই হয় না। সুস্থ অবস্থায় দান করিলে সেই দান কার্য্যকরী হয়; সেই ক্ষেত্রে উত্তম এই যে, নিজ সন্তান সকলকেই দান করিবে এবং ছেলে ও মেয়ে সকলকেই সম পরিমাণ দিবে। কোন কোন আলেমের মতে এইরূপ সমতা রক্ষা করা ওয়াজেব এবং ব্যতিক্রম করা গোনাহ। ইমাম বোখারী (রঃ) এই মতই উল্লেখ করিয়াছেন। নবী (দঃ) বলিয়াছেন, সন্তানদেরকে দান করায় সমতা বজায় রাখিও। অধিকাংশ ইমামগণের মতে সন্তানদের সকলকে না দিয়া শুধু একজন বা কতিপয়কে দেওয়া নাজায়েয না হইলেও মকরুহ—দূষণীয় বটে (ফতহুলবারী ৫—১৬৩)। ইমাম আবু হানিফার মতেও ইহা মকরুহই (কাজীখান)। অবশ্য উহা মকরুহ ও দূষণীয় একমাত্র ঐ ক্ষেত্রে যেখানে কোন সুষ্ঠু কারণ ব্যতিরেকে শুধু কেবল কোন সন্তানের ক্ষতির উদ্দেশ্যে অপর সন্তানকে কিছু দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে সকল সন্তানেরই অধিকার অক্ষুন্ন রাখিয়া যদি কোন সন্তানকে সুষ্ঠু কারণাধীনে কিছু বেশী দেওয়া হয় তবে সে ক্ষেত্রে মোটেই কোন দোষ হইবে না (দোররুল-মোখতার—শামী ৪—৭০৭)। সুষ্ঠু কারণ বিদ্যমান থাকার দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ; যথা—(১) এক সন্তান ফাছেক বদকার অপর জন নেককার; নেককারকে বেশী দেওয়া দূষণীয় নহে (ফয়জুল বারী)। (২) কোন সন্তান দ্বীনদারীতে অধিক অগ্রগামী তাহাকে বেশী দেওয়া দূষণীয় নহে (কাজীখান)। (৩) কোন সন্তান দ্বীনের এল্‌মে আত্মনিয়োগকারী তাহাকেও বেশী দেওয়া দূষণীয় নহে (আলমগীরী ৪—৩৯৭)। (৪) কোন সন্তান তাহার আয় উপার্জ্জন নাই কিম্বা কোন সন্তান তাহার বাল-বাচ্চা অধিক—তাহাদেরকেও বেশী দেওয়া দূষণীয় নহে (ফয়জুলবারী)। (৫) কোন সন্তান অঙ্গহীন অক্ষম তাহাকেও বেশী দিতে পারে (ফতহুলবারী ৫—১৬৩)। (৬) কিছু সংখ্যক সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা, বিবাহ-শাদী সম্পন্ন হইয়াছে কিছু সংখ্যকের তাহা হয় নাই; তাহাদেরকেও বেশী দেওয়ায় দোষ নাই (এমদাদুল ফতাওয়া)। এইরূপের আরও অন্য কোন সঙ্গত ও সুষ্ঠু কারণাধীনে কোন সন্তানকে কিছু বেশী দেওয়া হইলে তাহাতে দোষ হইবে না।

এখানে বোখারী (রঃ) আরও একটি মছআলাহ উল্লেখ করিয়াছেন যে, পিতা পুত্রকে কোন কিছু হেবাহ বা দান করিলে তাহা ফেরত লইতে পারে কি না?

ইমাম বোখারী সহ বিভিন্ন ইমামগণের মতে ফেরত লইতে পারে। হানাফী মজহাব মতে ফেরত লইতে পারে না। অবশ্য পুত্রের উপর পিতার বিশেষ হক্ক রহিয়াছে। প্রয়োজনবোধে পুত্রকে পিতার ব্যয় বহন করিতে হয়; সেই প্রয়োজনে পিতা পুত্রের নিজস্ব মাল হইতেও স্বীয় ব্যয় গ্রহণ করিতে পারে, এরূপ ক্ষেত্রে তাহার প্রদত্ত মালও সেই প্রয়োজনে ব্যয় করিতে পারে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হেবা ও দান

ইব্রাহীম নখয়ী (রঃ) বলিয়াছেন, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে হেবা ও দান অনুষ্ঠিত হইলে (এবং হস্তান্তরিত হইয়া হেবা সম্পন্ন হইয়া গেলে উহা অখণ্ডনীয়। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ)ও বলিয়াছেন, ঐ হেবা খণ্ডন করা যাইবে না।

ইমাম যুহরী (রঃ) বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে বলিল—তোমার মহরানার কিছু অংশ বা সম্পূর্ণ হেবা করিয়া দাও, (স্ত্রী তাহাই করিল;) অতঃপর সে তাহাকে তালাক দিয়া দিল, তাই স্ত্রী তাহার স্বীয় হেবা রদ করিয়া দিল। যদি সেই ব্যক্তি স্ত্রীকে ঠকাইবার ইচ্ছায় এরূপ করিয়া থাকে তবে স্ত্রী হেবা রদ করতঃ স্বীয় মহর ওয়াসিল করিতে পারিবে। আর যদি বস্তুতঃই সন্তুষ্টচিত্তে হেবা করিয়া থাকে, স্বামীর প্রতারণায় নহে, তবে উহা খণ্ডন করা যাইবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর হেবা-দান সম্পর্কে ইমামগণের সাধারণ মত এই যে—হস্তান্তরিত হইয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর উহা খণ্ডন করার ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু স্ত্রী যেহেতু স্বামীর প্রভাবাধীন থাকে, তাই কোন কোন ইমাম বিশেষ ব্যাখ্যার সহিত এ সম্পর্কে ফৎওয়া দিয়াছেন—যেরূপ, ইমাম যুহরী বলিয়াছেন, ছাহাবীগণের যুগের প্রসিদ্ধ কাজি শোরায়হ (রঃ)ও এক ঘটনায় ঐরূপ রায় দিয়াছিলেন—একটি নারী স্বামীকে কোন বস্তু হেবা করিয়াছিল, স্ত্রী সেই হেবা খণ্ডন করতঃ কাজী শোরায়হের নিকট মকদ্দমা করিল। কাজী শোরায়হ (রঃ) স্বামীকে বলিলেন, তোমাকে দুইজন সাক্ষী আনিতে হইবে যে, তোমার পক্ষ হইতে কোন প্রভাব বিস্তার বা উৎপীড়ন ব্যতিরেকেই তোমার স্ত্রী তোমাকে হেবা করিয়াছিল। নতুবা তোমার স্ত্রী যদি শপথ করিয়া বলে যে, আমি তাহার প্রভাবের দরুন হেবা করিয়াছিলাম তবে আমি তাহার শপথ গ্রহণ করিব।

ওমর (রাঃ) ঘোষণা দিয়াছিলেন, সাধারণতঃ নারীগণ (স্বামীর) প্রলোভন বা ভয় ও আতঙ্কে (স্বামীকে) হেবা করিয়া থাকে, তাই কোন স্ত্রী স্বামীকে হেবা করার পর উহা খণ্ডন করিতে চাহিলে খণ্ডন করিতে পারিবে।

মালেকী মজহাবের মতামতও এইরূপই যে, স্ত্রী যদি ঐরূপ প্রমান দিতে পারে যে, সে স্বামীর প্রভাবে পড়িয়া হেবা করিয়াছে তবে তাহার দাবী গ্রাহ্য হইবে।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলিয়াছেন, স্ত্রী হেবার পরিবর্ত্তে তালাক তথা "খোলা-তালাক" গ্রহণ করিলে হেবা খণ্ডন করিতে পারিবে না। (ফতহুল বারী)

স্বামীর অনুমতি না লইয়া নিজের মাল দান করা

১২৩১। হাদীছঃ—আছমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম, আমার স্বামী যোবায়ের (রাঃ) আমাকে যাহা কিছু (টাকা-পয়সা, চিজ-বস্তু) দিয়া থাকেন উহা ব্যতীত আমার আর কোন ধন-সম্পদ নাই, আমি উহা হইতে দান-খয়রাত করিব কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তুমি দান-খয়রাত কর; দান-খয়রাত বন্ধ করিও না, নতুবা আল্লাহ তায়ালাও তোমার প্রতি তাঁহার দান বন্ধ করিয়া দিবেন।

১২৩২। হাদীছঃ—উম্মুল-মোমেনীন মাইমুনা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (তিনি হযরতের নিকট হইতে একটি ক্রীতদাস চাহিয়া নিয়াছিলেন। অতঃপর) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অনুমতি না লইয়াই তিনি সেই ক্রীতদাসটিকে আজাদ করিয়া দিয়াছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) যেইদিন তাঁহার ঘরে আসিলেন সেই দিন তিনি হযরত (দঃ) কে জ্ঞাত করিলেন যে, তিনি ক্রীতদাসটি আজাদ করিয়া দিয়াছেন। নবী (দঃ) বলিলেন, তুমি তাহাকে আজাদ করিয়া দিয়াছ কি? তিনি বলিলেন, হাঁ। হযরত (দঃ) বলিলেন, তুমি ক্রীতদাসটি তোমার মামুগণকে দিলে অধিক ছওয়াব লাভ করিতে।

মছআলাহ—স্ত্রী যদি একেবারেই জ্ঞানশূন্য হয় যে শরীয়তের বিধানে জ্ঞানহীন পরিগণিত; তাহার দান কার্য্যকরী হইবে না।

হাদিয়া, দান ইত্যাদির মধ্যে অগ্রাধিকার

১২৩৩। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার দুই জন প্রতিবেশী আছে। আমি হাদিয়া দেওয়ার বেলায় কাহাকে অগ্রাধিকার দিব? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যাহার বাড়ীর গেট তোমার অধিক নিকটবর্ত্তী।

উপযুক্ত কারণে হাদিয়া প্রত্যাখ্যান করা

ফোরাত ইবনে মোসলেম বর্ণনা করিয়াছেন, একদা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ) (যিনি আমিরুল মোমেনীন —ইসলামী ষ্টেটের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন) ছেব ফল খাওয়ার খাহেশ করিলেন। কিন্তু তখন তাঁহার নিকট এমন কিছু (টাকা-পয়সা) ছিল না যাহা দ্বারা তিনি ছেব ফল ক্রয় করিতে পারেন। অতঃপর আমরা তাঁহার সঙ্গে কোথাও রওয়ানা হইলাম। এমন সময় একজন ক্রীতদাস একটি খাঞ্চা ভরা ছেব ফল লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। (যাহা কাহারও পক্ষ হইতে হাদিয়া স্বরূপ ছিল)। তিনি উহা হইতে একটি ছেব ফল হাতে উঠাইয়া নাড়াচাড়া করিলেন এবং উহার সুঘ্রাণ গ্রহণ করিলেন। অতঃপর উহা খঞ্চার মধ্যেই রাখিয়া দিলেন।

আমি তাঁহাকে উহা গ্রহণের অনুরোধ করিলাম, তিনি বলিলেন, আমি ইহা গ্রহণ করিব না। আমি বলিলাম, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) হাদিয়া গ্রহণ করিতেন না কি? তিনি বলিলেন, তাঁহাদের যুগে তাঁহাদিগকে দেয় হাদিয়া বস্তুতঃই হাদিয়া ছিল। কিন্তু তাঁহাদের সেই যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর (সাধারণ অবস্থা দৃষ্টে ইহাই বলিতে হয় যে,) শাসন ক্ষমতাধারীদের জন্য হাদিয়া নামীয় বস্তু সমূহ প্রকৃত প্রস্তাবে ঘুষ রেশওয়াত ও উৎকোচ হইয়া গিয়াছে। (ফতহুলবারী দ্রষ্টব্য)

দানের ওয়াদা পূরণের পূর্ব্বে মৃত্যু ঘটিলে

১২৩৪। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে বলিলেন, বাহরাইনের এলাকা হইতে বাইতুল মালের ধন-সম্পদ ওয়াসিল হইয়া আসিলে আমি তোমাকে এইরূপে দিব (উভয় হাতের অঞ্জলি দ্বারা তিনবার ইশারা করিয়া দেখাইলেন।) কিন্তু বাহরাইনের ধন-সম্পদ মদিনায় পৌঁছা পর্য্যন্ত রসুলুল্লাহ (দঃ) ইহজগতে রহিলেন না। তাঁহার পর আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু খলিফা নির্ব্বাচিত হইলেন এবং বাহরাইনের শাসনকর্তা আলা-ইবনুল হযরমী রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর পক্ষ হইতে বহু ধন-সম্পদ মদিনায় পৌঁছিল। তখন আবু বকর (রাঃ) এই ঘোষণা করিলেন যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট কাহারও কোন ওয়াদা অঙ্গীকার বা ঋণ পাওনা থাকিলে সে আমার নিকট উপস্থিত হউক।

(জাবের (রাঃ) বলেন—) এই ঘোষণা শুনিয়া আমি খলীফা আবু বক্কর রাজিয়ায়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উভয় হাতের অঞ্জলি দ্বারা তিনবার ইশারা কয়িয়া আমাকে (বাইতুল-মাল হইতে) দান করার আশ্বাস দিয়াছিলেন।

আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু (সুযোগের অপেক্ষায় বা যে কোন কারণে দুইবার তাঁহাকে ফিরাইলেন। তৃতীয়বার আসিলেন পর) অঞ্জলি ভরিয়া (মুদ্রা) দিলেন এবং বলিলেন, গণনা করিয়া দেখুন কত হয়। আমি গণনায় দেখিলাম, পাঁচ শত। তিনি বলিলেন, আরও দুই পাঁচ শত নিয়া যান।

ব্যাখ্যা ঃ—এইরূপ আশ্বাস ব্যক্তিগত হইলে তাহা পূরণ করা ওয়াজেব নহে অবশ্য মুরব্বির এরূপ আশ্বাস পূর্ণ করার চেষ্টা উত্তম। আর ষ্টেটের পক্ষ হইতে উপযুক্ত কারণে ওয়াদা করিলে পরবর্ত্তী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তির দেওয়া কর্ত্তব্য।

মছআলাহ—হেবাকৃত বস্তুও গ্রহীতাকে সোপর্দ্দ করার পূর্ব্বে হেবাকারীর মৃত্যু হইলে সে ক্ষেত্রে হেবা ভঙ্গ হইয়া যাইবে এবং ঐ বস্তু হেবাকারীর ওরারেছদের স্বত্ব পরিগণিত হইবে। অবশ্য গ্রহীতার প্রেরিত বা মনোনীত কোন ব্যক্তি উহা গ্রহণ করিয়া থাকিলে সে ক্ষেত্রে হেবা সম্পন্ন হইয়া যাইবে।

কোন বস্তুর ব্যবহার পছন্দনীয় নয় উহা অন্যকে দেওয়া

১২৩৫। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফাতেমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহে আসিলেন, কিন্তু ঘরের ভিতর প্রবেশ না করিয়া ফিরিয়া চলিয়া গেলেন। আলী (রাঃ) বাড়ী আসিলেন এবং (ফাতেমা (রাঃ)কে চিন্তিত দেখিলেন ;) ফাতেমা (রাঃ) তাঁহার নিকট ঐ ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। আলী (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অছাল্লামের নিকট ফাতেমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার অবস্থা ব্যক্ত করিলেন। নবী (দঃ) বলিলেন, আমি তাহার ঘরের দরওয়াজার উপর নক্শাদার পর্দ্দা লটকান দেখিয়াছি ; (অর্থাৎ অনাবশ্যক জাঁকজমক আমি পছন্দ করি না, তাই ফিরিয়া আসিয়াছি)।

অতঃপর হযরত (দঃ) বলিলেন, দুনিয়ার জাঁকজমকের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই। আলী (রাঃ) ফাতেমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট আসিয়া সমস্ত বিষয় ব্যক্ত করিলেন। ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, এই পর্দ্দাটি সম্পর্কে

হযরত (দঃ) আমাকে যেই আদেশ করিবেন আমি তাহাই করিব। হযরত (দঃ) বলিলেন, পর্দ্দাটি অমুক অক্ষম পরিবারের লোকগণকে দান করিয়া দাও।

১২৩৬। হাদীছ ঃ—আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে রেশমী ডোরা ওয়ালা এক জোড়া কাপড় দিলেন। আমি উহা পরিধান করিলাম, কিন্তু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে আসাল্লামের মুখ মণ্ডলের উপর অসন্তুষ্টির ভাব লক্ষ্য করিতে পারিয়া আমি ঐ কাপড় জোড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া মেয়েদের ব্যবহারোপযোগী পরিধেয় বানাইয়া দিলাম।

অমোসলেমের হাদিয়া গ্রহণ করা

"আয়লা" নামক দেশের (অমোসলেম) শাসনকর্ত্তা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে একটি শ্বেত বর্ণের খচ্চর এবং একটি চাদর উপঢৌকন দিয়াছিলেন ; নবী (দঃ) উক্ত এলাকাকে ঐ শাসনকর্ত্তার অধীনস্থ লিখিয়া দিয়া ছিলেন।

১২৩৭। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, দওমাতুল-জন্দল নামক এলাকার শাসনকর্ত্তা ওকায়দের রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে একটি মসৃণ রেশমী জুব্বা উপহার দিয়াছিলেন। রেশমী জুব্বা ব্যবহার করাকে তিনি নিষেধ করিয়াছিলেন। (তাই স্বয়ং তিনি উহা ব্যবহার করেন নাই)। সেই কাপড়টির চাকচিক্য সকলকেই মুগ্ধ করিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যেই আল্লার হস্তে (আমি) মোহাম্মদের প্রাণ তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি—সায়াদ ইবনে মোয়াজ বেহেশতের মধ্যে যে সাধারণ গামছা লাভ করিয়াছে সেই গামছা এই জুব্বার কাপড় হইতে অধিক সুন্দর এবং অধিক মূল্যবান।

কোন অমোসলেমকে উপঢৌকন দেওয়া

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ

مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ -

অর্থ—যে সমস্ত অমোসলেম দ্বীন ও ধর্ম্ম সম্পর্কে তোমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম-কারী নহে (তথা তাহারা তোমাদের প্রজা বা তোমাদের সঙ্গে সন্ধি ও চুক্তিতে আবদ্ধ) তাহাদের প্রতি তোমরা অনুগ্রহ ও কৃপা প্রদর্শন করিবা এবং তাহাদের

প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার (তথা তাহাদিগকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাহাদের ন্যায্য হক্ক প্রদান) করিবা তাহাতে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন না। ন্যায় ও ন্যায্য হক্ক প্রদানকারীকে আল্লাহ তায়ালা ভালবাসিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে যে সমস্ত কাফের দ্বীন সম্পর্কে তোমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকারী এবং তোমাদিগকে ভিটা-বস্তি হইতে উচ্ছেদ করিয়াছে বা উচ্ছেদ কার্য্যে সাহায্য-সহায়তা করিয়াছে তাহাদের প্রতি বন্ধু-ভাব প্রদর্শনে আল্লাহ তায়ালা নিষেধ করিয়াছেন। যাহারা এরূপ স্থলে বন্ধুত্ব স্থাপন করিবে তাহারা নিশ্চয় অন্যায়কারী জালেম। (২৮ পাঃ ৮ রুঃ)

১২৩৮। হাদীছ ঃ—আবু বকর-তনয়া আস্‌মা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার মাতা মোশরেক থাকা অবস্থায় একবার আমার নিকট (মদীনায়) আসিলেন। আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম, আমার মাতা আমার নিকট আসিয়াছেন ; মনে হয় তিনি আমার নিকট হইতে সহানুভূতি পাইবার আশা রাখেন। আমি কি তাঁহার প্রতি সাহায্য সহায়তা করিব ? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ—তুমি তোমার মাতার প্রতি সহানুভূতি দেখাও।

হেবা ও দানকৃত বস্তু ফেরৎ লওয়া

১২৩৯। হাদীছ ঃ— ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক মোসলমানের পক্ষেই কুৎসিত কার্য্যক্রম অবলম্বন করা নিতান্ত অশোভণীয়। যে ব্যক্তি হেবা ও দানকৃত বস্তুকে ফেরৎ লয় তাহার (এই কার্য্যক্রমের) অবস্থা ঐ কুকুরের ন্যায় যেই কুকুর স্বীয় উদগার ভক্ষণ করে। (এইরূপ কুৎসিত কার্য্যে লিপ্ত হওয়া মোসলমানের জন্য শোভণীয় নহে।)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— নিয়মতান্ত্রিকরূপে হেবা সম্পন্ন হওয়ার পর হেবাকৃত বস্তু ফেরত লওয়া বিভিন্ন ইমামগণের মতে জায়েয নহে। হানাফী মজহাব মতে যদি হেবা মাতা-পিতার সিঁড়ি, ছেলে-মেয়ের সিঁড়ি, ভাই-বোনের সিঁড়ির কেহ বা খালা, ফুফু, চাচা কিম্বা স্বামী-স্ত্রী ভিন্ন অন্য ব্যক্তির প্রতি হয় সে ক্ষেত্রে হেবাকৃত ব্যক্তির সম্মতিক্রমে বা ইসলামী শরীয়তের কাজী তথা জজের অনুমতি ক্রমে ফেরত লইতে পারে, কিন্তু তাহা মকরুহ হইবে। অবশ্য ফেকা শাস্ত্রে অনেক কারণ বর্ণিত আছে, যাহাতে হেবা ফেরত লওয়ার অবকাশ সম্পূর্ণরূপে রহিত হয়। ছদকারূপে প্রদত্ত বস্তু কোন ক্ষেত্রেই কাহারও মতে ফেরত লওয়া জায়েয নহে।

হেবা প্রতিপন্ন হইলে উত্তরাধিকারদের জন্যও অধিকার অটুট থাকিবে

১২৪০। হাদীছ ঃ—ছোহায়েব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সন্তানগণ (মদীনাস্থ) দুইটি ঘর ও উহার চাতাল সম্পর্কে দাবী করিল যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইহা ছোহায়েব (রাঃ) কে দিয়াছিলেন। তৎকালীন মদিনার শাসনকর্ত্তা মারওয়ান তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উক্ত দানের সংবাদ বহনকারী কে আছে? তাহারা বলিল, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)। তাঁহাকে ডাকা হইল; তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই রসুলুল্লাহ (দঃ) দুইটি ঘর ও উহার চাতাল ছোহায়েব (রাঃ) কে দিয়াছিলেন। তাঁহার সংবাদের ভিত্তিতে শাসনকর্ত্তা মারওয়ান দাবীদারদের দাবীর স্বীকৃতি ও উহা প্রদানের আদেশ দিয়াছিলেন।

কাহাকেও কোন জিনিষ তাহার জীবন সময়ের জন্য দিয়া দেওয়া

১২৪১। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ওমরা রূপের হেবা সম্পর্কে ফয়ছালা দিয়াছেন যে উহা গ্রহীতার জন্য স্থায়ীভাবে হইয়া যাইবে।

১২৪২। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ওমরারূপে কৃত হেবা চিরস্থায়ী হেবা পরিগণিত।

ব্যাখ্যা ঃ—"ওমরা" আরবী শব্দ; উহার ব্যাখ্যা হইল কোন বস্তু কাহাকেও হেবা করা এবং সেই হেবাকে তাহার জীবনকালের জন্য সীমিত করিয়া দেওয়া। এই ক্ষেত্রে হেবা চিরস্থায়ী রূপে হইয়া যাইবে এবং সীমিত করার কথা বাতিল হইবে, এমনকি সীমিত করার শর্ত্ত যতই স্পষ্টরূপে বলা হউক না কেন উহা বাতিল হইবে এবং হেবা চিরস্থায়ী হইয়া গ্রহীতার মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধীকারীগণ ঐরূপ হেবাকৃত বস্তুর মালিক হইবে। যেমন, খালেদ সায়ীদকে বলিল, এই বাড়ীটা আমি তোমাকে দিয়া দিলাম—তোমার বা আমার জীবনকালের জন্য কিম্বা তুমি বা আমি জীবিত থাকা পর্য্যন্তের জন্য; তোমার মৃত্যুর পর উহা আমার নিকট ফিরিয়া আসিবে বা আমার মৃত্যুর পর আমার উত্তরাধীকারীদের নিকট ফিরিয়া আসিবে। এইরূপ স্পষ্ট বলার ক্ষেত্রেও হেবা চিরস্থায়ী হইয়া যাইবে এবং সায়ীদের মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারীগণই উহার মালিক হইবে। (আলমগীরী, ৪—৩৭৯)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—ইমাম বোখারী (রঃ) এই পরিচ্ছেদে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন—"রোকবা"; উহার ব্যাখ্যা এই যে, মূল হেবার উপস্থিত সম্পাদন হয় না, বরং হেবাকে শর্ত্ত সাপেক্ষ রাখা হয় দাতার মৃত্যু গ্রহীতার পূর্ব্বে হওয়ার উপর। যেমন—খালেদ সায়ীদকে বলিল, আমার মৃত্যু তোমার পূর্ব্বে হইলে আমার এই বাড়ীটি তোমার হইবে; আর তোমার মৃত্যু আমার পূর্ব্বে হইলে বাড়ীটি আমারই থাকিবে। এই বলিয়া যদি ঐ বাড়ীটা সায়ীদের হস্তে অর্পণও করিয়া দেওয়া হয় তবুও উহা হেবা গণ্য হইবে না, এমন কি খালেদের মৃত্যু সায়ীদের পূর্ব্বে হইলেও সায়ীদ এই বাড়ীর মালিক হইবে না। ঐ বাড়ীর মালিক খালেদ এবং তাহার পরে তাহার উত্তরাধিকারীগণ হইবে। অবশ্য সায়ীদের হস্তে বাড়ী অর্পন করা হইয়া থাকিলে সায়ীদ উহাকে "আরিয়ত" তথা সাময়িক ও অস্থায়ীরূপে শুধু ব্যবহার করিতে পারিবে; খালেদ যখন ইচ্ছা করিবে ফেরত নিতে পারিবে।

অবশ্য যদি উপস্থিত হেবা সম্পাদনের কথা বলিয়া মৃত্যুর কথাটাকে শর্ত্তরূপে উল্লেখ করা হয়; যেমন সায়ীদকে বলা হইল—এই বাড়ীটা তোমাকে দিয়া দিলাম; তবে যদি তোমার মৃত্যু আমার পূর্ব্বে হয় তাহা হইলে বাড়ীটা আমার থাকিবে আর আমার মৃত্যু তোমার পূর্ব্বে হইলে উহা তোমারই থাকিয়া যাইবে; এই ক্ষেত্রে হেবা চিরস্থায়ী হইয়া শর্ত্তটি বাতিল গণ্য হইবে (কাজীখান)।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● হেবা সম্পন্ন হওয়ার জন্য হেবাকৃত বস্তুকে গ্রহীতা কর্ত্তৃক স্বীয় দখলে নেওয়া শর্ত্ত। যদি কোন বস্তু পূর্ব্ব হইতেই তাহার দখলে ও ব্যবহারে থাকে এবং ঐ অবস্থায় ঐ বস্তু তাহাকে হেবা করা হয় তবে সেই হেবা সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ণ ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। এক এক শ্রেণীর বস্তুর দখল সেই বস্তুর অনুপাতেই হইবে; স্থাবর সম্পত্তির দখল একরূপ এবং অস্থাবর বস্তুর দখল ভিন্নরূপ; অস্থাবরের মধ্যেও বিভিন্ন শ্রেণী রহিয়াছে। দখলে নেওয়ার পূর্ব্বে উহার উপর গ্রহীতার কোন সত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না; দাতা ইচ্ছা করিলে উহা না দিতেও পারে। অবশ্য গ্রহীতা কর্ত্তৃক কার্য্যতঃ দখলে নেওয়াই যথেষ্ট; গ্রহণের স্বীকৃতি মুখে উচ্চারণ করার প্রয়োজন নাই। (৩৫৪ পৃঃ)

● পাওনাদার খাতককে স্বীয় পাওনা হেবা করিতে পারে (৩৫৪ পৃঃ) এবং এই হেবা হইতে দাতার পক্ষে ফিরিয়া যাওয়া তথা হেবা ভঙ্গ করার কোন

অবকাশ থাকে না (আলমগীরী ৪—৩৯৬)। এই হেবা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য গ্রহীতা কর্ত্তৃক গ্রহণের স্বীকারোক্তিরও প্রয়োজন নাই, অবশ্য সে উহা ঐ বৈঠকে প্রত্যাখ্যান করিয়া দিলে হেবা ভঙ্গ হইয়া যাইবে। (আলমগীরী ৪—৩৮৯)

● এজমালিরূপে কোন বস্তু একাধিক ব্যক্তিকে হেবা করা যায় (ঐ)। বণ্টনযোগ্য কোন বস্তুর অংশ বিশেষ ভাগ না করিয়া উহা কাহাকেও হেবা করা হইলে হানফী মজহাব মতে সেই হেবা শুদ্ধ হয় না, কিন্তু একক মালিকের পূর্ণ বস্তু এজমালীরূপে একাধিক ব্যক্তিকে হেবা করা হইলে তাহা জায়েয হইবে (আলমগীরী ৪—৩৮২)। একাধিক ব্যক্তির এজমালী কোন বস্তু উহা বণ্টন ব্যতিরেকে একাধিক ব্যক্তিকে হেবা করা হইলে তাহা শুদ্ধ হইবে না (ঐ)। অবশ্য এজমালি বস্তুর সমস্ত মালিক যদি একত্রে পূর্ণ বস্তুটি এক ব্যক্তিকে হেবা করে তবে তাহা শুদ্ধ হইবে। (আলমগীরী ৪—৩৮৩)।

● কোন ব্যক্তি-বিশেষকে কিছু হেবা করা হইলে সে-ই উহার সত্বাধিকারী হইবে। হেবা করা কালে তথায় অন্য লোক উপস্থিত থাকিলেও তাহারা উহার অংশীদার হইবে না। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, উপস্থিত ব্যক্তিগণ উহার অংশীদার হইবে। (সৌজন্য রক্ষা পর্য্যায়ে এই কথা শত সিদ্ধ হইলেও) বিধান রূপে উহা বাধ্যতামূলক হওয়া শুদ্ধ নহে (৩৫৫ পৃঃ)।

"আরিয়ত" তথা কাহারও নিকট হইতে কোন বস্তু সাময়িক কার্য্যোদ্ধারের জন্য আনা

১২৪৩। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (সর্ব্ব গুণের অধিকারী ছিলেন—তিনি) বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্যের অধিকারী ছিলেন, তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও দাতা ছিলেন এবং তিনি সর্ব্বাধিক বাহাদুর ও সাহসী ছিলেন। একদা রাত্রিবেলা মদিনা শহরে ভীষণ একটি শব্দ ও কোলাহল শুনা গেল; সকলেই উহাকে শত্রুর আক্রমণের ধ্বনি মনে করিয়া শঙ্কিত হইল। (অন্য কেহ একাকী ঘটনার তদন্তে যাইতে সাহস করিল না, কিন্তু) নবী (দঃ) তলওয়ার কাঁধে লটকাইয়া আবু তাল্‌হা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর একটি ঘোড়ার উলঙ্গ পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক একা একা মদিনা শহরের চতুঃপার্শ্ব প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলেন। এদিকে ছাহাবীগণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই কার্য্যক্রমের অজ্ঞাতে দল-বল বাঁধিয়া সেই ধ্বনির তদন্ত করার জন্য যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে নবী ছাল্লাল্লাহু

আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। নবী (দঃ) বলিলেন, তোমরা শান্ত হও, আশঙ্কার কোন কারণ নাই ; (আমি সব তদন্ত করিয়া দেখিয়াছি।)

এই ঘটনায় একটি অলৌকিক ঘটনা ইহাও ঘটিল যে—আবু তালহা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ঐ ঘোড়াটির গতি অতি মন্থর ও ধিমা ছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সংস্পর্শনে উহা দ্রুতগামী হইয়া গেল, এমন কি তিনি বলিলেন, ঘোড়াটিকে নদীর খর স্রোতের ন্যায় দ্রুতগামী পাইয়াছি। আবু তালহার ঘোড়াটি নবী (দঃ) আরিয়াত রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বর বা কনের সজ্জায় অন্যের নিকট হইতে কোন বস্তু লওয়া

১২৪৪। হাদীছ ঃ—আয়মন (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার খেদমতে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে পাঁচ দেরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) মূল্যের একটি মোটা সূতি চাদর যাহা তাঁহার ব্যবহারে ছিল উহা সম্পর্কে বলিলেন, আমার ঐ ক্রীতদাসীর প্রতি লক্ষ্য কর—সে ভিতর বাড়ী থাকা অবস্থায় এই চাদরটি পরিধান করিতে অসন্তুষ্ট। অথচ রসুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় আমাদের অবস্থা এই ছিল যে, আমার এইরূপ কাপড়ের একটি জামা ছিল ; মদিনার প্রত্যেক নব বধুর জন্য লোক পাঠাইয়া উহা আমার নিকট হইতে আরিয়াত গ্রহণ করা হইত।

দুগ্ধবতী পশু সাহায্যার্থে সাময়িকভাবে দেওয়া

১২৪৫। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ভাল একটি দুধালো উট দ্বারা সাহায্য করা কতই না উত্তম এবং ভাল, একটি দুধালো বকরীও তদ্রূপ ; প্রতিদিন সকালে এক হাড়ি এবং বৈকালে এক হাড়ি দুগ্ধ দিয়া থাকে। (অবশেষে সর্ব্বমোট বহু দুগ্ধ হয়, যাহা এক সঙ্গে দান করা সহজ হয় না।)

১২৪৬। হাদীছ ঃ— يقول عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعُوْنَ خَصْلَةً اَعْلَاهُنَّ

مَنِيْحَةُ الْعَنْزِ مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيْقَ

مَوْعُوْدِهَا اِلَّا اَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهَا الْجَنَّةَ ـ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, চল্লিশ প্রকারের সৎকার্য্য আছে, যেই গুলির মধ্যে দুধালো বকরী দান করা একটি প্রধান। ঐ কার্য্যগুলির কোন একটিকে যে ব্যক্তি উহার ছওয়াবের আশায় আকৃষ্ট হইয়া এবং ঐ কার্য্যের বিঘোষিত প্রতিদানে আস্থাবান হইয়া আঁকড়াইয়া ধরিবে, (তাহার পক্ষে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকিলে) ঐ কার্য্যের বদৌলতে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বেহেশত দান করিবেন।

ব্যাখ্যা ঃ—মূল হাদীছে ঐ চল্লিশ প্রকারের সৎ কার্য্যের বিস্তারিত বিবরণ দান করা হয় নাই। বিভিন্ন হাদীছে বহু সৎকার্য্যের বিবরণই দান করা হইয়াছে যাহার সংখ্যা চল্লিশ হইতেও অধিক। সম্ভবতঃ সেই সবের প্রতি তৎপরতার উদ্দেশ্যেই উক্ত চল্লিশটিকে নির্দ্দিষ্টরূপে ব্যক্ত করা হয় নাই।

এই হাদীছ বর্ণনাকারী বিশিষ্ট মোহাদ্দেছ হাচ্ছান ইবনে আতিয়া (রঃ) দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুইটি উল্লেখ করিয়াছেন—(১) হাঁচিদানে "আলহামদুলিল্লাহ" বলার উত্তরে "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলা। (২) পথ-ঘাট হইতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। কোন কোন মোহাদ্দেছ আরও কুড়িটির বিবরণ দান করিয়াছেন—(৩) পুঁজিহীন কর্ম্মদক্ষ ব্যক্তিকে পুঁজিদানে সাহায্য করা। (৪) কার্য্যে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে তাহার কার্য্যে সাহায্য করা। (৫) কাহারও পাদুকার দোয়াল ছিন্ন হইয়া সে অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছে তাহার সেই অসুবিধা দূরীভুত করা। (৬) মোসলমান ভাইয়ের দোষত্রুটি প্রকাশ না করা। (৭) মোসলমান ভাইয়ের সম্মান রক্ষায় সচেষ্ট হওয়া। (৮) মোসলমান ভাইকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করা। (৯) একত্র বসা অবস্থায় অন্যের জন্য স্থান সঙ্কুলান করা। (১০) সৎকার্য্যের পথ প্রদর্শন করা। (১১) মিষ্টভাষী হওয়া। (১২) বৃক্ষ রোপণ দ্বারা লোকের উপকার করা। (১৩) শস্য বপন দ্বারা উপকার করা। (১৪) অন্যের কার্যোদ্ধারে সুপারিশ করা। (১৫) রুগ্নকে সেবাশুশ্রূষা ও দেখা-শুনা করা। (১৬) দোয়া সহ মোছাফাহা করা। (১৭) আল্লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লার দোস্তের সঙ্গে মহব্বত করা। (১৮) আল্লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লার দুশমনের প্রতি দুশমনি রাখা। (১৯) আল্লার সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে পরস্পর একতাবদ্ধ হওয়া। (২০) পরস্পর সাক্ষাৎ মোলাকাত করা। (২১) সকল লোকের হিত ও মঙ্গল কামনা করা। (২২) মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা।

১২৪৭। হাদীছঃ—আবু সাইদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে এক গ্রাম্য ব্যক্তি উপস্থিত হইল এবং তাঁহার নিকট হিজরতের বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। হযরত (দঃ) বলিলেন, হিজরত অতি কঠিন কাজ; (তোমার জন্য উহার আবশ্যক নাই)। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি উটের পাল আছে? সেই ব্যক্তি বলিল—হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন উহার যাকাৎ ইত্যাদি আদায় করিয়া থাকত? সে বলিল—হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সাময়িক সাহায্য স্বরূপ কাহাকেও উহার কোনটা দিয়া থাক কি? সে বলিল হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, পানি পানের স্থানে উহা দোহন (করতঃ তথাকার উপস্থিত গরীব মিছকীনকে সাহায্য) করিয়া থাক কি? সে বলিল—হাঁ। অতপর হযরত (দঃ) তাহাকে বলিলেন, (মদিনা হইতে) বহু দূরে সমুদ্র সমূহের অপর পারে অবস্থান করিয়া হইলেও তুমি নেক কাজ করিয়া যাও; আল্লাহ তায়ালা ছওয়াব দানে কম করিবেন না।

১২৪৮। হাদীছঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পথিমধ্যে একটি জমি দেখিতে পাইলেন যাহার শস্য অতি চমৎকার ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই জমিটি কোন ব্যক্তির? সকলেই উত্তর করিল, ইহার মালিক অমুক, কিন্তু সে উহা কেরায়া রূপে দিয়াছে। হযরত (দঃ) বলিলেন, সাহায্য স্বরূপ প্রদান করা বিনিময় গ্রহণ করা অপেক্ষা উত্তম ছিল।

সাক্ষ্যদান বিষয় সম্পর্কে

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ ......

অর্থ—হে ঈমানদারগণ। তোমরা ন্যায় ও ইন্‌সাফের উপর দৃঢ় থাক এবং আল্লার (অসন্তুষ্টি হইতে রক্ষা পাইয়া সন্তুষ্টি ভাজন হওয়ার) জন্য সাক্ষ্য (তথা সত্য সাক্ষ্য) দান কর; যদিও সে সাক্ষ্য নিজের স্বার্থ বিরোধী বা মাতা-পিতা ও খেশ-কুটুম্বের স্বার্থ বিরোধী হয়। (কাহাকেও ধনাঢ্য দেখিয়া তাহার মান-সম্মান দৃষ্টে বা কাহাকেও দরিদ্র দেখিয়া তাহার প্রতি দয়া পরবশ হইয়া সত্য সাক্ষী এড়াইবার চেষ্টা করিও না, বরং) ধনাঢ্য হউক বা দরিদ্র হউক (তাহারা আল্লার বান্দা হিসাবে) তাহাদের সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার

সম্পর্ক (তোমার তুলনায়) অধিক দৃঢ়; (এতদসত্বেও যখন আল্লাহ তায়ালা তোমাকে আদেশ করিতেছেন যে, তুমি তাহাদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সত্য সাক্ষ্য দান কর, এমতাবস্থায় তোমার জন্য সত্য সাক্ষ্য প্রদান করা একান্ত আবশ্যক)। (সত্য সাক্ষ্য প্রদানের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া) তুমি প্রবৃত্তির বশীভূত সাব্যস্ত হইও না, নতুবা তুমি বিপথ-গামী পরিগণিত হইবে। যদি তুমি অখাঁটী সাক্ষ্য দাও বা সত্য সাক্ষ্য দানে বিরত থাকার চেষ্টা কর, তবে স্মরণ রাখিও—(আল্লাহ তায়ালার নিকট তোমার অপচেষ্টা গোপন থাকিবে না) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সকলের কার্যকলাপের খোঁজ রাখেন। (৫ পাঃ ১৭ রুঃ)

সাক্ষীদের সৎ হওয়া আবশ্যক

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন— واشهدوا ذوى عدل منكم

"তোমাদের (তথা মোসলমানদের) মধ্য হইতে এমন দুই ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাও যাহারা সৎ হয়।"

১২৪৯। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওত্‌বা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ওমর (রাঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবিতকালে যখন অহীর দরওয়াজা খোলা ছিল তখন কোন কোন সময় কোন কোন মানুষের (সৎ-অসৎ হওয়ার) গুপ্ত অবস্থা অহীর দ্বারা প্রকাশ হইয়া যাইত। বর্ত্তমানে—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ইহকাল ত্যাগ করার পর অহী বন্ধ হইয়া গিয়াছে এখন কাহাকেও সৎ-অসৎ গণ্য করার জন্য একমাত্র পথ হইল তাহার বাহ্যিক দৃশ্য অবস্থা। যে ব্যক্তি সৎ বলিয়া প্রমাণিত হইবে সে বিশ্বস্ত গণ্য হইবে এবং তাহাকে গ্রহণ করিব। তাহার অভ্যন্তরীণ অবস্থার জন্য আমরা দায়ী হইব না, বরং সেই অবস্থার জন্য সে-ই আল্লাহ তায়ালার নিকট দায়ী হইবে। আর যে ব্যক্তি অসৎ প্রমাণিত হইবে সে বিশ্বস্ত গণ্য হইবে না এবং সে গ্রহণীয় হইবে না, যদিও সে দাবী করে যে, তাহার আন্তরিক অবস্থা ভাল।

সত্য সাক্ষ্য গোপন করা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন— والذين لا يشهدون الزور কিরূপ লোক বেহেশতের উপযোগী গণ্য হইবে সে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সুদীর্ঘ আলোচনায়

কতিপয় গুণের উল্লেখ করিয়াছেন ; তম্মধ্যে একটি গুণ এই উল্লেখ করিয়াছেন যে, "যেই বান্দাগণ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে না।" আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

অর্থ—তোমরা সাক্ষ্য গোপন করিও না ; যে ব্যক্তি উহা গোপন করিবে তাহার অন্তঃকরণ (তথা বাস্তবরূপে সে) পাপী সাব্যস্ত হইবে। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সমূদয় কার্য্যকলাপ জ্ঞাত থাকেন। (৩ পাঃ ৭ রুঃ)

১২৫০। হাদীছ ঃ— عن انس رضى الله تعالى عنه قال سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ -

অর্থ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসালামের নিকট কবিরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, (কার্য্য-কলাপ বা কথাবার্ত্তায়) কোন বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা তুল্য মর্য্যাদা কাহারো জন্য প্রকাশ করা, মাতা-পিতার অবাধ্য চলা, কাহাকেও খুন করা এবং মিথা সাক্ষ্য দেওয়া।

১২৫১। হাদীছ ঃ— عن ابى بكرة رضى الله تعالى عنه قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا قَالُوا بَلٰى يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ اَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ -

অর্থ—আবু বকরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাদিগকে বড় বড় কবিরা গুনাহগুলি জ্ঞাত করিব কি? এইরূপে (আমাদের লক্ষ্য আকৃষ্ট করায়) তিনবার প্রশ্ন করিলেন। উপস্থিত সকলেই আরজ করিল, নিশ্চয় ইয়া রসুলুল্লাহ। নবী (দঃ) বলিলেন,

(কার্য্য-কলাপ বা কথা-বার্ত্তায় কোন বিষয়ে) (১) আল্লাহ তায়ালা তুল্য মর্যদা কাহারও জন্য প্রকাশ করা (২) মাতা-পিতার অবাধ্য চলা। এই পর্যন্ত তিনি হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন, অতঃপর তিনি বিশেষ তৎপরতা প্রদর্শনে উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, স্মরণ রাখিও—(৩) মিথ্যা কথা বলা। (হাদীছ বর্ণনাকারী বলেন—) এই তৃতীয় বিষয়টি নবী (দঃ) বার বার বলিতে লাগিলেন, এমনকি আমরা তাঁহার ক্ষান্ত হওয়ার আগ্রহ করিতে লাগিলাম; (যেন তিনি ক্লান্ত হইয়া না পড়েন)।

অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষ্য

মছআলাহ—কাহারও উপর কোন দাবী, স্বত্ব বা অধিকার প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্র ব্যতীত সাধারণ ব্যাপারে—যেমন আজান দেওয়া যাহা নামাযের বা এফতারের ওয়াক্ত উপস্থিতির সাক্ষ্য বটে; অন্ধের এইরূপ সাক্ষ্য সর্ব্বসম্মতরূপে গ্রহণীয়।

নামাযের ওয়াক্ত বা এফতারের ওয়াক্ত যদিও স্যূর্য্যের উপর নির্ভরশীল যাহা দেখা পর্য্যায়ভুক্ত কিন্তু ঐরূপ ক্ষেত্রে অন্ধ ব্যক্তি অন্যের সাহায্যে তাহা অবগত হইতে পারে। যেমন ইবনে আব্বাস (রাঃ) নিজস্ব কোন ব্যক্তিকে সূর্য্যাস্ত প্রত্যক্ষ করার জন্য নিয়োজিত করিতেন এবং তাহার সংবাদে এফতার করিতেন; ছোবহে-ছাদেক প্রত্যক্ষ করার জন্যও ঐরূপ লোক নিয়োগ করিতেন এবং তাহার সংবাদে তাহাজ্জুদ ক্ষান্ত করিয়া ফজরের ছুন্নত পড়িতেন।

এই সকল ক্ষেত্রে যেহেতু কাহারও উপর কোন দাবী, স্বত্ব বা অধিকার চাপাইয়া দেওয়ার ব্যাপার নহে, তাই অন্যের সংবাদে সাক্ষ্য দেওয়ার অবকাশ উপেক্ষা করা হয় নাই।

কাহারও উপর দাবী, স্বত্ব বা অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রেও কোন কোন ইমাম ঐ অবকাশের ভিত্তিতেই অন্ধের সাক্ষ্য গ্রহণীয় বলিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞান অপেক্ষা অন্যের সংবাদে আহরিত জ্ঞানে যে দুর্ব্বলতা রহিয়াছে উহা লক্ষ্য করিয়া অধিকাংশ ইমামগণ দাবী, স্বত্ব বা অধিকার প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অন্ধের সাক্ষ্য বাতিল সাব্যস্ত করিয়াছেন। যেমন—অন্ধের সাক্ষ্যে বিবাহ শুদ্ধ হইবে না (কাজীখান)।

অবশ্য সাক্ষ্যের বিষয়বস্তু যদি এরূপ হয় যাহা শুধু শ্রবণ পর্য্যায়ের এবং সাক্ষ্য প্রদান কালে ঐ বস্তুকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন না আসে সেই শ্রেণীর দাবীর ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার বিশিষ্ট শাগের্দ ইমাম আবু

ইউসুফ (রঃ) সহ অনেকেই অন্ধের সাক্ষ্যকে গ্রহণীয় বলিয়াছেন। কারণ, অন্ধের শ্রবণ শক্তি ত্রুটিহীনই বটে এবং শ্রবণ পর্য্যায়ের বস্তুর জ্ঞান ও নির্দ্ধারণ শুধু শ্রবণে সম্ভব। এই তথ্যের সমর্থনেই বোখারী (রঃ) নিম্নের হাদীছটি উল্লেখ করিয়াছেন।

১২৫২। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার গৃহে তাহাজ্জুদ নামায পড়িতেছিলেন; ঐ সময় আব্বাদ (রাঃ) ছাহাবী মসজিদে নামায পড়িতেছিলেন। নবী (দঃ) তাঁহার কেরাত পড়ার শব্দ শুনিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আয়েশা। ইহা কি আব্বাদের আওয়াজ? আমি বলিলাম, হাঁ। নবী (দঃ) তাঁহার জন্য দোয়া করিলেন হে আল্লাহ! আব্বাদের প্রতি তোমার বিশেষ করুণা দান কর।

ব্যাখ্যা ঃ—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কণ্ঠস্থ কোন একটি কোরআনের আয়াত তাঁহার লক্ষ্যের অন্তর্হিত হইয়াছিল; আব্বাদ (রাঃ) তাহাজ্জুদ নামাযে ঐ আয়াতটি তেলাওত করিলে নবী (দঃ) সেই তেলাওয়াতের শব্দ শুনিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অতি সহযে হযরতের অন্তর্হিত সেই আয়াতটি তাঁহার হৃদয়পটে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; তাই হযরত (দঃ) আব্বাছ (রাঃ) ছাহাবীর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার নামে দোয়া করিলেন।

এস্থলে ইমাম বোখারীর উদ্দেশ্য এই যে, একজন লোককে না দেখিয়া শুধু তাহার শব্দ ও আওয়াজ শ্রবণে নবী (দঃ) ও আয়েশা (রাঃ) লোকটিকে নিদৃষ্ট করিতে পারিলেন। সুতরাং অন্ধ ব্যক্তি না দেখিলেও শব্দ শ্রবণে লোক চিনিতে ও ঘটনা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে, অতএব অন্ধ ব্যক্তি এই সূত্রে সাক্ষ্য দিতে পারে। অধিকাংশ ইমামগণ উত্তরে বলেন যে, এই উপলব্ধি যেহেতু সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত নয়, তাই উহার ভিত্তিতে কাহারও উপর কোন দাবী স্বত্ব বা অধিকার চাপানো যাইতে পারে না।

কাহারও অতিরিক্ত প্রশংসা করা

১২৫৩। হাদীছ ঃ—আবু বকরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে অন্য এক ব্যক্তির প্রশংসা করিল। নবী (দঃ) বলিলেন, তুমি ত স্বীয় বন্ধুর (—যাহার প্রশংসা করিয়াছ তাহার) গলা কাটিয়াছ, তুমি ত স্বীয় বন্ধুর গলা কাটিয়াছ—বারবার এইরূপ বলিলেন। অতঃপর বলিলেন, মোসলমান ভাইয়ের প্রশংসা করার প্রয়োজন হইলে এরূপ

বলিবে—"আমি তাহাকে এইরূপ মনে করিয়া থাকি, প্রকৃত অবস্থা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। আমি আল্লার পক্ষে তথা বাস্তব অবস্থারূপে কাহারও গুনগান করি না, বরং অমুক ব্যক্তির উপর আমার এই এই ধারণা।"

এইরূপে প্রশংসা করার অনুমতিও শুধু ঐ ক্ষেত্রে, যে ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির প্রতি বাস্তবিকই ঐ ধারণা থাকে। (নতুবা মিছামিছি এইরূপ বলাও নিষিদ্ধ।)

১২৫৪। হাদীছ ঃ— عن ابى موسى رضى الله تعالى عنه

سَمِعَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُثْنِىْ عَلٰى رَجُلٍ وَيُطْرِيْهِ

فِىْ مَدْحِهٖ فَقَالَ اَهْلَكْتُمْ اَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ -

অর্থ—আবু মুছা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ব্যক্তিকে অন্য এক ব্যক্তি সম্পর্কে অত্যাধিক ও অতিরঞ্জিত রূপে প্রশংসা করিতে শুনিলেন। নবী (দঃ) বলিলেন, তুমি ঐ ব্যক্তির ধ্বংস টানিয়া আনিয়াছ।

ব্যাখ্যা ঃ—এইরূপ প্রশংসার দরুণ মানুষের মধ্যে আত্মগৌরব ও অহঙ্কারের সৃষ্টি হইয়া থাকে যাহা ধ্বংসের মূল।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● লুকাইয়া কাহারও স্বীকৃতি শ্রবন করিয়া থাকিলে সেই স্বীকৃতির সাক্ষ্য দেওয়া যায় (৩৫৯ পৃঃ)। যেমন, সলীমের উপর কলীমের কোন প্রাপ্য আছে যাহার কোন সাক্ষী নাই। সলীম কলীমের নিকট তাহার প্রাপ্য স্বীকার করিয়া থাকে, কিন্তু কোন লোক সম্মুখে সলীম স্বীকার করে না; তাই কলীম সলীমের স্বীকৃতির সাক্ষী লাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত। কলীম গোপন ব্যবস্থায় কোন ঘরের বিশেষ কক্ষে দুইজন লোক লুকাইয়া রাখিয়া সলীমকে সেই ঘরে ডাকিয়া আনিল এবং তাহার প্রাপ্যের আলোচনা করিল। সলীম ধারণা করিল, ঐস্থানে কোন লোক নাই, তাই সে স্বীকার করিল এবং তাহার স্বীকৃতি লুকায়িত লোকদ্বয় শ্রবন করিল। যদিও এইরূপ ঘটনায় প্রবঞ্চনার ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং সাধারণতঃ প্রবঞ্চনাময় কার্য্য সাক্ষীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া থাকে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে যেহেতু সলীমেরই দোষে কলীম তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত থাকিতেছে, তাই ঐরূপ গোপন ব্যবস্থা কাহারও পক্ষে দূষণীয় গণ্য

হইবে না—সাক্ষীদের উপর এই দোষের জেরা চলিবে না। অবশ্য সাক্ষীগণ কর্ত্তৃক সলীমের স্বীকৃতি শ্রবনের সঙ্গে সলীম তাহাদের দৃষ্টিগোচরে হওয়া আবশ্যক, নতুবা সলীমের স্বীকৃতি বলিয়া তাহারা কিরূপে সাক্ষ্য দিবে? শুধু কণ্ঠস্বর দ্বারা ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট করণ অকাট্য হয় না, অথচ সত্য ও খাঁটী সাক্ষের জন্য অতিশয় দৃঢ় জ্ঞান লাভ আবশ্যক। তাই হানফী মজহাব মতে কোন ব্যক্তির উপর স্বীকৃতির সাক্ষ্য দানে স্বীকারোক্তির সময় ঐ ব্যক্তি সাক্ষীদের দৃষ্টিগোচরে হওয়া কিম্বা কণ্ঠস্বর ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে স্বীকৃতি দানকারী সম্পর্কে সুনির্দ্দিষ্ট দৃঢ় জ্ঞান সাক্ষীদের থাকা আবশ্যক, অন্যথায় সাক্ষীগণ নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির উপর সাক্ষ্য দিতে পারিবে না (আলমগীরী, ৩—৫২৫)।

● মছআলাহ—সাক্ষ্য দানের বিধান একমাত্র ইহাই যে, দেখার বস্তু সরাসরি প্রত্যক্ষরূপে দেখিয়া এবং শুনার বস্তু সরাসরি নিজে মূল সাক্ষ্যবস্তুটা শ্রবন করিয়া সাক্ষ্য দিবে; অন্য লোকের মুখে ঘটনা শুনিয়া সাক্ষ্য দিতে পারিবে না। অবশ্য নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয় রহিয়াছে যে সবের ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থাকিয়াও সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ খবর যাহা মিথ্যা হওয়াকে জ্ঞান বিবেক প্রত্যাখ্যান করে ঐরূপ খবর শুনিয়া, এমনকি স্থান বিশেষে দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন নারী যাহারা সর্ব্বত্র নির্ভরযোগ্য সত্যবাদী পরিগণিত তাহাদের সাক্ষ্যে খবর শুনিয়াও সাক্ষ্য দিতে পারে (আলমগীরী, ৩—৫৩০)।

ঐরূপ বিষয় কি কি তাহা সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম বোখারী (রঃ) ঐ শ্রেণীর তিনটি বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন (৩৬০ পৃঃ) (১) নছব বা বংশ পরিচয়—যেমন, অমুকের পিতা অমুক, অমুকের দাদা অমুক বা অমুকের ছেলে অমুক ইত্যাদি। (২) কাহারও দীর্ঘদিন পূর্ব্বের মৃত্যু সংবাদ। এই দুইটি বিষয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থাকিয়া এবং না দেখিয়া উল্লেখিত রূপের খবর শুনিয়া সাক্ষ্য দেওয়া যায়; ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। ইমাম বোখারী (রঃ) তৃতীয় আর একটি বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন—"রাজায়াৎ" অর্থাৎ শিশু বয়সে কোন মহিলার দুগ্ধ পান করা যদ্দারা মা-বোন, খালা-ফুফু ইত্যাদির ন্যায় অনেক মেয়ের সঙ্গে বিবাহ চিরকালের জন্য হারাম হইয়া যায়। দীর্ঘ দিন পূর্ব্বের সেই রাজায়াৎ সম্পর্কে সাক্ষী দিতে তাহা প্রত্যক্ষরূপে দেখা ছাড়া উল্লেখিত আকারে খবর শুনিয়াও সাক্ষী দেওয়া যায়—ইহা ইমাম বোখারীর মত্। অন্য ইমামগণের মতে "রাজায়াৎ" সম্পর্কে প্রত্যক্ষরূপে

দেখা ব্যতিরেকে সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারে না। এমন কি হানফী মজহাব মতে সাধারণ বিষয়াবলীর স্থায় "রাজায়াৎও" দুই জন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য ব্যতীত প্রমাণিত হইবে না।

● অসৎ লোকের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নহে—যেমন চোর, ব্যাভিচারী। অবশ্য তাহারা যদি তওবা করিয়া সৎ হইয়া যায় এবং তাহাদের সততার উপর এই পরিমাণ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয় যাহাতে সাধারণভাবে বিশেষতঃ বিচারকের বিবেকে তাহাদের চরিত্র সংশোধিত হওয়া সাব্যস্ত হয় তবে তাহাদের সাক্ষ্য গৃহীত হইবে—ইহাতে কোন দ্বিমত নাই। বিশেষ একটি বিষয় আছে যাহার ক্ষেত্রে কাহাকেও শরীয়ত মিথ্যুক সাব্যস্ত করিয়া নির্দ্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করিলে হানফী মজহাব মতে পরবর্ত্তী জীবনে সে তওবা করিলেও তাহার সাক্ষ্য গৃহীত হইবে না; চিরদিনের জন্য তাহার সাক্ষ্য পরিত্যক্ত ও বিবর্জিত হইয়া থাকিবে। সেই বিষয়টি হইল—কোন মোসলমানের প্রতি জেনা বা ব্যভিচারের অপবাদ লাগাইয়া এই ব্যাপারে শরীয়ত কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বিশেষ বিধান মোতাবেক প্রমাণ দানে অসমর্থ হইলে শরীয়ত তাহাকে সে ক্ষেত্রে মিথ্যুক সাব্যস্ত করিয়া ৮০টি বেত্রাঘাতের শাস্তি প্রয়োগ করে। কোন ব্যক্তি ঐ শ্রেণীর ঘটনায় মিথ্যুক সাব্যস্ত হইয়া ৮০ বেত্রদণ্ডের শাস্তি ভোগ পূর্ব্বক সেই মিথ্যার কলঙ্ক তাহার উপর বিধানগত রূপে বলবৎ হইয়া যাওয়ার পর তাহার জীবনে আর তাহার সাক্ষ্য কখনও গৃহিত হইবে না। এমন কি শত তওবা করিলেও হানফী মজহাব মতে তাহার সাক্ষ্য গৃহিত হইবে না। অন্যান্য ইমামগণের ভিন্ন মত রহিয়াছে; ইমাম বোখারীর মতেও তওবার পর তাহার সাক্ষ্য গৃহিত হইবে। অবশ্য যদি ঐরূপ অপবাদ লাগাইয়াছে, হয়তো প্রমাণ দিতেও অসমর্থ, কিন্তু ৮০ বেত্রদণ্ডের শাস্তি তাহার উপর পড়ে নাই—সে ক্ষেত্রে তওবা করিলে হানাফী মজহাব মতেও তাহার সাক্ষ্য গৃহিত হইবে।

● নাজায়েয বা অন্যায় কাজের উপর সাক্ষী হওয়া নিষিদ্ধ (৩৬১ পৃঃ)

● **নারীদের সাক্ষ্য**—এ সম্পর্কে সাধারণ বিধান এই যে, শুধু নারীদের সাক্ষ্যে কোন দাবী প্রমাণিত হইবে না এবং একজন পুরুষের সহিত একজন নারীর সাক্ষ্যেও দাবী প্রমাণিত হইবে না—যেরূপ শুধু একজন পুরুষের সাক্ষ্যে কোন দাবী প্রমাণিত হয় না; সেই পুরুষ যে কেহই হউক না কেন। সাধারণতঃ যে কোন দাবী প্রমাণিত হওয়ার জন্য বা বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য একজন

পুরুষের সহিত দুইজন মহিলার সাক্ষ্য আবশ্যক। ইহা পবিত্র কোরআনের বিধান (৩ পাঃ ৭ রুঃ দ্রষ্টব্য)।

তবে মেয়েদের যে সব অবস্থা পুরুষের অবগত হওয়ার নহে, ঐরূপ বিষয়ে শুধু বিশ্বস্তা নারী তাহাও একজনের সাক্ষ্য যথেষ্ট হয়। (আলমগীরী, ৩—৫২৩)

যে সব ব্যাপারে প্রাণদণ্ড হয়—যেমন, খুনের বদলা খুন এবং বিবাহিত লোকের জেনা বা ব্যাভিচারের শাস্তি প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড বা অঙ্গহানীর শাস্তি হয়; তদ্রূপ যে সব ব্যাপারে শরীয়তে বেত্রদণ্ড নির্দ্ধারিত রহিয়াছে—যেমন, মদ্য পানের শাস্তি ৮০ বেত্রদণ্ড, অবিবাহিত লোকের জেনার শাস্তি ১০০ বেত্রাঘাত। এইসব ব্যাপারে নারীদের সাক্ষ্য কোন অবস্থাতেই গ্রহণীয় নহে। উল্লেখিত তিন শ্রেণীর বিষয়ে বিধান সম্মত রূপের শুধুমাত্র পুরুষের সাক্ষ্যই হইতে হইবে।

● সাক্ষীদের সৎ-সাধু হওয়া সম্পর্কে আস্থা লাভ করা বিচারকের বিশেষ কর্ত্তব্য। যদি প্রাণদণ্ড বা নির্দ্ধারিত অঙ্গহানী কিম্বা নির্দ্ধারিত বেত্রদণ্ডের ব্যাপার হয় তবেত প্রকাশ্যে ও গোপনে সাক্ষীদের সম্পর্কে পূর্ণ যাচাই করিয়া উক্ত আস্থা অবশ্যই লাভ করিতে হইবে। এমন কি বিচারকের বিবেকে সাধারণ দৃষ্টিতে সৎ-সাধু বিবেচিত হইলেও সেই যাচাই করিতে হইবে। আর যদি ঐ শ্রেণীর দণ্ড ব্যতিত অন্য বিষয়ের বিচার হয় সে ক্ষেত্রেও অন্ততঃ গোপণ যাচাই অবশ্যই করিতে হইবে। তবে যদি সাক্ষীদের দোষী হওয়া সম্পর্কে কোন অভিযোগ না থাকে সে ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহের মতে যাচাই ব্যতিরেকে সাধারণ দৃষ্টিতে সাক্ষীদের সৎ-সাধু বিবেচিত হওয়ার উপর বিচারক নির্ভর করিতে পারেন (আলমগীরী, ৩—৫৯৯)।

সাক্ষীদের অবস্থার সেই গোপন যাচাইয়ে একজন আস্থাশীল নির্ভরযোগ্য পুরুষের তথ্য দান যথেষ্ট হইবে (৩৬৬ পৃঃ)। এমনকি ঐরূপ একজন নারী (যদি তাহার বাহিরের অভিজ্ঞতা থাকে তবে) তাহার তথ্য দানও যথেষ্ট হইবে (৩৬৩ পৃঃ)। অবশ্য যদি ভাল-মন্দ উভয় রকম তথ্য প্রকাশ পায় সে ক্ষেত্রে ভিন্ন বিবরণ রহিয়াছে (ফতওয়া কাজীখান দ্রষ্টব্য)।

ঐরূপ তথ্যদান ক্ষেত্রে তথ্যদানকারী অন্যের দোষগুণ বর্ণনায় সতর্কতামুলক উক্তি করতঃ যদি বলে যে, আমি তাহার সম্পর্কে এই জানি। অর্থাৎ সে বাস্তবে এইরূপ বা তাহার এই, এই দোষ বা গুণ রহিয়াছে—এরূপ সাব্যস্তমূলক উক্তি না করিলেও তাহার বর্ণনার উপর নির্ভর করা হইবে। (৩৫৯ পৃঃ)

খলীফা ওমরের শাসনামলে আবু জমিলা নামক এক ব্যক্তি সদ্য প্রসূত লাওয়ারেস একটি শিশু কোথাও পতিত পাইল।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় এই শ্রেণীর লাওয়ারেসের প্রতিপালন সরকারের দায়িত্ব, তাই ঐ ব্যক্তি উহাকে সরকারের নিকট অর্পণ করিতে চাহিলে খলীফা ওমর (রাঃ) বলিলেন, ইহাতে কোন গোলমাল থাকিতে পারে। অর্থাৎ হয়ত শিশুটি প্রকৃত প্রস্তাবে লাওয়ারিস নয়, বরং এই ব্যক্তিরই শিশু; সে উহার ব্যয়ভার সরকারের উপর চাপাইবার জন্য এই ফন্দি করিয়াছে; তাই ইহা তদন্ত সাপেক্ষ। তদন্তকালে ঐ ব্যক্তির গোত্রীয় সর্দ্দার তাহার সম্পর্কে মন্তব্য করিল যে, লোকটি সৎ-সাধু। সেমতে খলীফা ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিয়াদিলেন, শিশুটির লালন-পালন তুমিই কর, ব্যয়ভার সরকার বহন করিবে (৩৬৬ পৃঃ)।

● নাবালেগের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নহে (৩৬৬)। ছেলে বা মেয়েদের স্বপ্নদোষ ইত্যাদি যে কোন উপায়ে বীর্য্য বাহির হইলে বালেগ গণ্য হইবে। তদ্রূপ মেয়ের হায়েজ আসিলে বা হামল হইলেও বালেগ গণ্য হইবে। এই সব না হইয়া বয়সেও বালেগ হইতে পারে এবং সেই বয়স সীমা সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ রহিয়াছে। ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের জন্যই পনর বৎসর বয়সের সিদ্ধান্তই অগ্রগণ্য। নয় বৎসরের কম বয়সে কেহ বালেগ হইতে পারে না; তাই এর পূর্ব্বে কোন মেয়ের শ্রাব দেখা গেলে তাহা রোগজনিত গণ্য হইবে। বয়স ইত্যাদি বালেগ হওয়ার আলামত সবই অপ্রকাশ্য বস্তু, অতএব যদি কোন ঘটনায় বালেগ-নাবালেগের পার্থক্য উপস্থিত কার্য্যক্ষেত্রে সাব্যস্ত করা অপরিহার্য্য হইয়া পরে এবং ঐ সব আলামত সাব্যস্ত করার বিশ্বাসযোগ্য সূত্র না থাকে সে ক্ষেত্রে গুপ্ত লোমকে সাময়িকভাবে বালেগ পরিগণনার প্রতীক সাব্যস্ত করা যায়।

● কেহ কোন দাবী বা অভিযোগ পেশ করিলে তাহাকে সাক্ষী সংগ্রহের সুযোগ দেওয়া হইবে (৩৬৭)। ● শপথ বা কসম প্রদানে উহাকে কঠোর করার জন্য উহার অনুষ্ঠান কোন বিশেষ সময়ে—যেমন, আছরের পরে করা যায় (৩৬৭)। কিন্তু বিচারালয় বা ঘটনাস্থল ছাড়া অন্যত্র—যেমন, মসজিদে যাইয়া কসম করার জন্য বাধ্য করা চলিবে না (ঐ)। ● বাদী সাক্ষী উপস্থিত না করায় বিবাদীর কসম গ্রহণ করা হইয়াছে; অতঃপর বাদী সাক্ষী উপস্থিত

করিয়াছে। সে ক্ষেত্রে বাদীর সাক্ষী গ্রহণ করা হইবে (৩৬৮ পৃ:)। এমনকি যদি বাদী স্পষ্ট বলিয়া থাকে, আমার সাক্ষী নাই এবং তাহারই কথায় বিবাদীর কসম গ্রহণ করা হইয়াছে অতঃপর বাদী সাক্ষী উপস্থিত করিয়াছে সে ক্ষেত্রেও বাদীর সাক্ষী গ্রহণ করাই অগ্রগণ্য (আলমগীরী, ৩—৪৩৬)। ● কোন মোসলমানের বিরুদ্ধে কোন অমোসলেমের সাক্ষ্য গৃহিত নহে। অমোসলেমদের পরস্পর তাহাদের সাক্ষ্য গৃহিত হইবে। কোন কোন ইমামের মতে তাহাদের মধ্যেও এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অন্য সম্প্রদায়ের সাক্ষ্য গৃহিত নহে। (৩৬৯ পৃঃ)

কসম ও শপথ শুধু বিবাদীর পক্ষ হইতেই গ্রহণযোগ্য

অর্থাৎ—বাদী পক্ষের দাবী প্রমাণিত হওয়ার একমাত্র উপায় হইল সাক্ষী, বাদী পক্ষের কসম ও শপথ দ্বারা তাহার দাবী প্রমাণিত হইবে না। বাদী পক্ষ সাক্ষী উপস্থিত করিতে অক্ষম হইলে বিবাদীপক্ষকে স্বীয় বক্তব্যের উপর শপথ করিতে বলা হইবে, তাহার শপথকেই গ্রহণ করা হইবে এবং তাহার শপথ অনুসারেই রায় দান করা হইবে। অবশ্য সে কসম ও শপথ করিতে অসম্মত হইলে বাদী পক্ষের দাবী অন্য কোন প্রমাণ ছাড়াই সাব্যস্ত হইয়া যাইবে।

রসুলুল্লাহ (দঃ) ১১৭০ নং হাদীছের ঘটনায় বাদীকে বলিয়াছিলেন, তোমাকে দুইজন সাক্ষী উপস্থিত করিতে হইবে, নতুবা বিবাদীর কসম গ্রহণ করা হইবে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একমাত্র বিবাদীর পক্ষেই শপথ গ্রহণ করার নির্দ্দেশ জারী করিয়াছিলেন। অর্থাৎ বাদী পক্ষের শপথ তাহার দাবী প্রমাণে গ্রহণীয় নহে।

কসম খাওয়ায় অগ্রাধিকারে প্রতিযোগিতা হইলে

১২৫৫। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ঘটনায় কতিপয় লোককে কসমের কথা বলিলে তাহাদের প্রত্যেকেই অপরের পূর্ব্বে কসম সমাপ্ত করিয়া অবসর হইতে চাহিল। তখন নবী (দঃ) তাহাদের মধ্যে কে কাহার পূর্ব্বে কসম খাইবে তাহা নির্দ্ধারণের জন্য লটারী করার আদেশ দিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—ইসলামী আইনে কাহারও দাবী প্রমাণিত হওয়ার সূত্র হইল সাক্ষী; দাবীদার সাক্ষী সংগ্রহে অপারক হইলে উক্ত দাবী প্রত্যাখ্যাত হওয়ার জন্য অপর পক্ষের উপর শপথ বা কসম প্রবর্ত্তিত হইবে; শপথ

করায় অস্বীকার করিলে দাবীদারের দাবী সাক্ষী ব্যতিরেকেই সাব্যস্ত হইয়া যাইবে; অপর পক্ষ শপথ করিয়া নিলে দাবী প্রত্যাখ্যাত হইয়া যাইবে। সুতরাং ইসলামী আইন মতে দাবীদারের উপর সাক্ষী এবং দাবী প্রত্যাখ্যাত হওয়ার জন্য অপর পক্ষের উপর শপথ বা কসম প্রবর্ত্তিত হয়। কোন ক্ষেত্রে উভয় পক্ষই পরস্পর দাবীদার হয় এবং দুই এর অধিকও হয়। যথা একটি জমি যাহার একশত জন দখলদার রহিয়াছে; প্রত্যেকেই উহার ষোল আনার মালিক হওয়ার দাবী করে, কাহারও কোন সাক্ষী প্রমাণ নাই। এই ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি শপথ করিয়া বলিবে, আমি ভিন্ন অন্য কাহারও স্বত্ব এই জমিতে নাই। সকলে এইরূপ শপথ করিলে উক্ত জমি তাহাদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে; তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শপথ না করিবে তাহার দাবী বাতিল হইয়া যাইবে। এই একশত লোক কসম খাওয়া সাব্যস্ত হইলে যদি তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয় এবং প্রত্যেকেই অপরের আগে কসম খাওয়া সমাপ্ত করিয়া অবসর হইতে চায়, তবে বিচারক নিজ অধিকার বলে তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু সেরূপ করিলে যাহাদেরকে পেছনে ফেলা হইবে তাহারা বিচারকের প্রতি পক্ষপাতিত্বের ধারণা করিবে—ইহাও বিচারকের পক্ষে কলঙ্ক, তাই সুন্নত তরিকা এই যে, ঐরূপ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায়ও বিচারক নিজ অধিকার না খাটাইয়া পক্ষপাতিত্বের ধারণার অবকাশ বিহীন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। যেমন, লটারী দ্বারা শৃঙ্খলা সাব্যস্ত করিবে। কাহারও কোন দাবী লটারী দ্বারা সাব্যস্ত করা যায় না। তদ্রূপ স্বত্ব প্রতিষ্ঠা ও প্রমাণ করিতে লটারীর কোনই মূল্য নাই, কিন্তু পক্ষপাতিত্বের ধারণা দূর করতঃ সকলের মন রক্ষা করার ন্যায় মামুলী ব্যাপারে লটারীর ব্যবহার উত্তমই বটে। যেমন—একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে সকলের প্রতি সম ব্যবহার করা স্বামীর উপর ফরজ, কিন্তু ছফরে যাওয়া কালে যে কোন এক স্ত্রীকে সঙ্গে নেওয়ার অধিকার স্বামীর রহিয়াছে এবং উহা নির্ব্বাচনেও স্বামী সম্পুর্ণ স্বাধীন। এতদসত্বেও স্বামীর জন্য সুন্নত তরিকা হইল, লটারী-সাহায্যে একজন নির্ব্বাচন করা।

১২৫৬। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অভ্যাস ছিল—বিদেশ যাত্রার ইচ্ছা করিলে স্ত্রীগণের মধ্যে লটারী করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার নাম লটারীতে আসিত তাঁহাকেই

হযরত (দঃ) সঙ্গে নিতেন। (বাড়ী থাকাবস্থায়) হযরত (দঃ) প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য সমভাবে দিবা-রাত্রির বণ্টন করিয়া থাকিতেন। অবশ্য সওদা (রাঃ) স্বীয় বণ্টকের দিন ও রাত্রি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সন্তুষ্টি লাভ উদ্দেশ্যে আয়েশা (রাঃ)কে দিয়া দিয়াছিলেন। (৩৭০ পৃঃ)

● হযরত ঈসা আলাইহেচ্ছালামের মাতা বিবি মরিয়ম যিনি স্বীয় মাতা কর্তৃক তৎকালীন রীতি অনুযায়ী বাইতুল-মোকাদ্দাস মসজিদের জন্য উৎসর্গীতা ছিলেন; তাঁহার প্রতিপালনের জন্য কতিপয় লোকের প্রতিযোগিতা হইলে তাঁহাদের মধ্যে লটারীর ব্যবস্থা করা হইল। প্রত্যেকে তৌরাত কেতাব লিখিবার নিজ নিজ কলম পানির স্রোতে ফেলিবে; যাঁহার কলম স্রোতের বিপরিত চলিবে সে-ই জয়ী গণ্য হইবে। এই কথার উপর প্রতিযোগীগণ নিজ নিজ কলম পানিতে ফেলিলেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, সকলের কলমই স্রোতের অনুকুলে চলিল; এক মাত্র পয়গাম্বর জাকারিয়া আলাইহে-চ্ছালামের কলম স্রোতের বিপরীত চলিল। সেমতে তিনিই বিবি মরিয়মের লালন-পালনকারী সাব্যস্ত হইলেন। ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে ৩ পাঃ ১৩ রুঃ দ্রষ্টব্য। (৩৬৯ পৃঃ)

ওয়াদা-অঙ্গীকার রক্ষা করা

অঙ্গীকার রক্ষা করা কোন কোন ফেকাবিদের মতে ওয়াজেব (ফতহুলবারী ৫—৩২১)। এমন কি অঙ্গীকার রক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়ার বিষয়টি "কাজা" তথা বিধানগত বিচারাধীন বা আদালতের এখতিয়ার ভুক্ত হওয়ার পক্ষেও মত প্রকাশ করা হইয়াছে বলিয়া ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন। সেমতে অঙ্গীকার রক্ষায় বাধ্য করার জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ বিধেয় হইবে।

মালেকী মজহাব মতে অঙ্গীকার যদি অন্য কোন বিষয়ের সঙ্গে জড়িত হয়, তবে সে ক্ষেত্রে ঐ বিষয়টি বাস্তবায়িত হইলে অঙ্গীকার পূরণ করা অবশ্য কর্তব্য হইবে। যেমন, বলা হইল, তুমি বিবাহ কর; আমি তোমাকে এক হাজার টাকা দিব। এই ক্ষেত্রে বিবাহের ব্যবস্থা সম্পন্ন হইলে এক হাজার টাকা প্রদান বাধ্যতামূলক ওয়াজেব হইবে (ফতহুলবারী ৫—৩২১)। অধিকাংশ ইমামগণ সাধারণতঃ অঙ্গীকার রক্ষা করার বাধ্যবাধকতাকে আদালতের

আওতাধীন গণ্য করেন নাই। কেহ অঙ্গীকার পূর্ণ না করিলে তাহার বিরুদ্ধে আদালতের আশ্রয় নেওয়া চলিবে না।

অবশ্য অঙ্গীকার ভঙ্গ করাকে সকলেই গোনাহ সাব্যস্ত করিয়াছেন। কোরআন-হাদীছেও উহার প্রতি কঠোর বাণী উচ্চারিত হইয়াছে। কোরআন শরীফে আছে— كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون "যাহা কার্য্যে পরিণত না করিবা তাহা বলা আল্লাহ তায়ালার নিকট অতি বড় জঘন্য ও ঘৃণ্য (২৮ পাঃ ৯ রুঃ)। প্রথম খণ্ডে ২৯ নং হাদীছেও বলা হইয়াছে মোনাফেকের তিনটি চিহ্ন তন্মধ্যে একটি—অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। অবশ্য অঙ্গীকার করিয়া উহা রক্ষা করায় সর্ব্বসাধ্য চেষ্টা চালাইয়াও যদি অকৃতকার্য্য হয়, সে ক্ষেত্রে গোনাহ হইবে না। পক্ষান্তরে রক্ষা না করার ইচ্ছা পোষণ করতঃ অঙ্গীকার করিয়া উহা ভঙ্গ করা হারাম। আর রক্ষা করার ইচ্ছায় অঙ্গীকার করিয়া অবহেলায় উহা ভঙ্গ করাও গোনাহ বটে। এমনকি পরস্পর ছোট ও বড় দুইটি বিষয়ের একটি পূরণ করার অঙ্গীকার হইলে সেক্ষেত্রে ছোটটি পূর্ণ করার অধিকার আছে, কিন্তু বড়টি পূর্ণ করাই উত্তম—ইহাই নবী ও রসুলগণের সুন্নত।

হযরত মূছা (আঃ) বিবাহ করার সময় শশুরের সহিত অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, স্ত্রীর মহরানা আদায়ে (তাহার সম্মতি সূত্রে তাহাদের সংসারের) ছাগলপালের রক্ষণাবেক্ষণে আট বা দশ বৎসর কাজ করিবেন (পবিত্র কোরআন ২০ পাঃ ৬ রুঃ দ্রষ্টব্য। উল্লেখিত ঘটনায় আট ও দশ সংখ্যাদ্বয়ের বড় তথা দশ সংখ্যার বৎসরই মূছা (আঃ) পূর্ণ করিয়াছিলেন বলিয়া নিম্নে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে।

১২৫৭। হাদীছ ঃ—সায়ীদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হীরা নিবাসী এক ইহুদী আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—মূছা (আঃ) তাঁহার অঙ্গীকারে উল্লেখিত সময়ের দুই সংখ্যার কোন সংখ্যা পূর্ণ করিয়াছিলেন? আমি বলিলাম, আমি তাহা জানিনা; তবে আরবের শ্রেষ্ঠ আলেম ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট উপস্থিত হইলে আমি তাঁহার নিকট এই বিষয়টি জিজ্ঞাসা করিব। সেমতে আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে পর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, উভয় সংখ্যার বড় সংখ্যাই পূর্ণ করিয়াছিলেন—যাহা অপর পক্ষের অভিপ্রায় ছিল। আল্লাহ তায়ালার রসুলগণ অঙ্গীকার বাধ্যতামূলক না হইলেও তাহা পূর্ণ করিতেন।

বিবাদ মিটাইতে সচেষ্ট হওয়া

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন— لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ......

অর্থ—পরস্পর ছলা-পরামর্শ ও কানা-ঘুষায় কোন সুফল নাই ; হাঁ—যদি দান-খয়রাত বা সৎকাজ বা লোকদের বিবাদ মিটাইবার সম্পর্কে হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার মানসে বিবাদ মিটাইবার কার্য্যে সচেষ্ট হইবে আমি তাহাকে অচিরেই অতি বড় প্রতিফল দান করিব। (৫ পাঃ ১৪ রুঃ)

১২৫৮। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে অনুরোধ করা হইল যে, (মদীনার সর্ব্বাধিক প্রভাবশালী গোত্রদ্বয়ের খাজরাজ গোত্রীয় সর্দ্দার—)আবছুল্লাহ ইবনে উবাঈ (কে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে বুঝাইবার জন্য) তাহার নিকট পৌঁছিলে ভাল মনে হয়। সেমতে রসুলুল্লাহ (দঃ) একটি গাধায় চরিয়া রওয়ানা হইলেন। কতিপয় ছাহাবীও তাঁহার সঙ্গী হইলেন। সেই এলাকাটি লোনা প্রকৃতির ছিল (তাই ধুলা-বালু সহজেই উড়িয়া থাকিত)। নবী (দঃ) গাধা দৌড়াইয়া আবছুল্লাহ ইবনে উবাঈ এর সম্মুখে পৌঁছিলে সেই বদ-বখত্ বলিল, আপনি আমার নিকট হইতে সরিয়া যান ; আপনার গাধার ছুর্গন্ধে আমার কষ্ট হয়। মদীনাবাসী ছাহাবীগণের একজন তদুত্তরে বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গাধা তোর হইতে অধিক সুগন্ধ। এতচ্ছ্রবণে আবছুল্লাহ ইবনে উবাঈ এর পক্ষে একজন ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিল এবং পরস্পর বাকবিতণ্ডা বাঁধিয়া গেল। উভয়ের সঙ্গে নিজ নিজ দলের লোকও যোগ দিল। (এমনকি যেহেতু উভয় দলের সংগঠন বংশ ভিত্তিক ছিল, তাই উভয় পক্ষেই কোন কোন মোসলমানেরও যোগদান হইল)। উভয় দলের মধ্যে মারামারিও হইল। এইরূপ ঘটনা প্রসঙ্গেই নিম্নে বর্ণিত আয়াতটি নাযেল হইয়াছিল—

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا -

"মোমেন মোসলমানদের ছুই দলের মধ্যে বিবাদ বাঁধিলে উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দাও" (২৬ পাঃ ১৩ রুঃ)। এখানে ৪১০ নং হাদীছও উল্লেখ হইয়াছে।

বিবাদ মিটাইতে অতিরঞ্জিত কথা বলা

১২৫৯। হাদীছ ঃ— উম্মে-কুলছুম বিনতে ওক্কবা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই বলিতে শুনিয়াছেন—যে ব্যক্তি লোকদের মধ্যে বিবাদ মিটাইবার উদ্দেশ্যে এক জনের পক্ষ হইতে অপর জনের নিকট কোন সুনামের কথা বা অন্য কোন ভাল কথা অতিরঞ্জিতরূপে বলে সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী পরিগণিত হইবে না।

বিবাদ মিটাইতে স্বয়ং আগ্রহ প্রকাশ করা

১২৬০। হাদীছ ঃ—সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, "কোবা" নগরবাসীদের মধ্যে বিবাদ বাঁধিল, এমনকি তাহাদের পরস্পর ঢিল ছুড়াছুড়ি হইল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঘটনা জানিতে পারিয়া ছাহাবীগণকে বলিলেন, আমাকে লইয়া চল ; তাহাদের বিবাদ মিটাইতে চেষ্টা করিব।

উভয় পক্ষের সম্মত মীমাংসাও শরীয়ত বিরোধী হইলে বর্জ্জণীয় হইবে

১২৬১। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) ও যায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক গ্রাম্য ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া আরজ করিল—ইয়া রসুলুল্লাহ ! আমার ও এই ব্যক্তির মধ্যে একটি বিষয় আল্লার বিধান মোতাবেক মীমাংসা করিয়া দেন। অপর ব্যক্তিও তাহাই বলিল যে, হাঁ—ইয়া রসুলুল্লাহ ! আমাদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার বিধান মতে মীমাংসা করিয়া দেন। অতঃপর প্রথম ব্যক্তি বলিল, আমার ছেলে এই ব্যক্তির গৃহে ভৃত্য ছিল, সে এই ব্যক্তির স্ত্রীর সঙ্গে যেনা-ব্যভিচার করিয়াছে ; সকলেই বলিল, আমার ছেলেকে শাস্তি স্বরূপ প্রস্তরাঘাতে মারিয়া ফেলিতে হইবে। তাই আমার ছেলের শাস্তির পরিবর্ত্তে আমি এই ব্যক্তিকে একশত বকরী ও একটি ক্রীতদাসী প্রদান করিয়া আমার ছেলেকে রেহায়ী দিয়াছি। অতঃপর আলেমগণের নিকট জানিতে পারিলাম, আমার ছেলের উপর শাস্তি ছিল, একশত বেত্রাঘাত ও এক বৎসরের জন্য দেশান্তর হওয়া।

ঘটনা শ্রবণে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার বিধান মতেই মীমাংসা করিতেছি। প্রথম ব্যক্তিকে বলিলেন, তোমার প্রদত্ত একশত বকরী ও ক্রীতদাসীটি ফেরৎ লও এবং তোমার ছেলের শাস্তি এই

যে, তাহাকে একশত বেত্রাঘাত লাগান হইবে এবং সে এক বৎসর কালের জন্য দেশান্তরিত হইবে। দ্বিতীয় ব্যক্তির স্ত্রী সম্পর্কে (যেহেতু প্রয়োজনীয় সাক্ষী ছিল না, তাই) উনাইস (রাঃ) নামক ছাহাবীকে আদেশ করিলেন, তুমি তাহার নিকট যাইয়া বিষয়টি তদন্ত কর। যদি সে স্বীকার করে তবে তাহার প্রতি প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তি প্রয়োগ করিও। সেই ছাহাবী তথায় পৌঁছিলেন এবং ঐ ব্যক্তির স্ত্রী স্বীকার করিল, তাই তাহাকে প্রস্তরাঘাতে মারিয়া ফেলা হইল।

ব্যাখ্যা ঃ—অবিবাহিত ব্যক্তির যেনার শাস্তি একশত বেত্রাঘাত, তদুপরি প্রয়োজন বোধে এক বৎসরের জন্য দেশান্তর। বিবাহিত ব্যক্তির যেনার শাস্তি প্রস্তরাঘাতে মারিয়া ফেলা। আলোচ্য ঘটনায় নবী (দঃ) সেই বিধান অনুসারেই আদেশ করিলেন। ইহাই শরীয়তের বিধান। প্রথমে উভয় পক্ষ এই বিধান বিরোধী মীমাংসা করিয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

অমোসলেমদের সহিত সন্ধি করা

১২৬২। হাদীছ ঃ— বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (ষষ্ঠ হিজরীর) জিলকদ মাসে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ওমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কা পানে যাত্রা করিয়াছিলেন। মক্কাবাসীরা তাঁহাকে মক্কায় প্রবেশে বাধা দিল। অবশেষে নবী (দঃ) তাহাদের সঙ্গে একটি সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করিলেন। সন্ধি চুক্তির লেখক ছিলেন আলী (রাঃ)। উহাতে এরূপ লিখা হইতে ছিল— "অত্র সন্ধি-পত্রের বিষয়-বস্তুর উপর চুক্তিবদ্ধ হইতেছেন মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম।" মক্কার মোশরেকরা এই বাক্যে বাধা দিয়া বলিল, এই বাক্যের মর্ম্মকে আমরা স্বীকার করি না; আমরা যদি বিশ্বাস করিতাম যে, আপনি আল্লার রসুল তবে আমরা আপনাকে বাধা দিতাম না, আপনার সঙ্গে বিবাদ করিতাম না। অতএব "মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ" লেখা যাইবে না; আপনি আবদুল্লার পুত্র মোহাম্মদ। নবী (দঃ) বলিলেন, আমি রসুলুল্লাহও বটি এবং আবদুল্লার পুত্র মোহাম্মদও। অতঃপর আলী (রাঃ)কে বলিলেন, "রসুলুল্লাহ" শব্দ মুছিয়া ফেল। আলী (রাঃ) শপথ করিয়া বসিলেন, আমি আপনার এই মূল পরিচয়কে কস্মিন কালেও মুছিতে পারিব না। রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজ হাতে ঐ শব্দ মুছিয়া দিলেন এবং লেখা হইল—এই সন্ধি-পত্রে আবদ্ধ হইতেছেন মোহাম্মদ যিনি আবদুল্লার পুত্র……(বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ড "হোদায়বিয়ার সন্ধি" পরিচ্ছেদে আসিবে।)

বিতর্কের ক্ষেত্রে মুরব্বি মীমাংসার পরামর্শ দিবে

১২৬৩। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় গৃহ-দারের সন্নিকটে বিবাদমান দুই ব্যক্তির উচ্চৈঃস্বর শুনিতে পাইলেন ; তাহাদের এক জন অপর জনকে তাহার প্রাপ্য কম নেওয়ার এবং কৃপা প্রদর্শনের কথা বলিতে ছিল ; অপর জন বলিতে ছিল, কসম খোদার—আমি ইহা করিব না। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের উদ্দেশ্যে বাহিরে আসিলেন এবং বলিলেন, একটি ভাল কাজ না করার উপর আল্লার নামে কসম ব্যবহারকারী কোথায় ? ঐ ব্যক্তি বলিল, আমি ইয়া রসুলাল্লাহ ! এবং ইহাও বলিল, সে আমার নিকট যে পরিমান কৃপা চায় তাহাতেই আমি সম্মতি দিলাম।

মছআলাহ ঃ—কতিপয় পাওনাদার কিম্বা কতিপয় উত্তরাধিকারী তাহাদের প্রাপ্য বন্টন করিতে তাহারা নিজেদের মতৈক্য ও মীমাংসায় সঠিক পরিমাপ, ওজন বা গণণা ব্যতিরেকে শুধু অনুমানের দ্বারা বন্টন করিলে তাহা জায়েয আছে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, যে কোন প্রকার দুই শরীক বা অংশীদারের মধ্যে যদি মতৈক্য ও মিমাংসার দ্বারা একজন শুধু নগদ অপরজন পাওনা ঋণ নিয়া পরস্পর ভিন্ন হইয়া যায় তবে তাহা জায়েয হইবে এবং যদি ঋণ মারাও যায় সে জন্য অপরজনকে দায়ী করিতে পারিবে না। ৩৭৪ পৃঃ

ইন্‌সাফের সহিত মীমাংসা করার ফজিলত

১২৬৪। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم

قَالَ كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ

الشَّمْسُ - يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের (৩৬০টি জোড়া আছে, উহার) প্রতিটি জোড়ার জন্য প্রতিদিন ভোর বেলায় একটি ছদকা দান আবশ্যক হয়, (যেহেতু সারা রাত্র উহা বন্ধ থাকার পর ভোর বেলা পুনরায় সঠিকভাবে চালিত হইতেছে, তাই এই নেয়ামতের শোকর ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ

এইরূপ ছদকা আবশ্যক হইয়া পড়ে। আল্লাহ তায়ালার করুণা বলে সাধারণ সাধারণ নেক কার্য্য সমূহ ছদকারূপে গণ্য হইয়া থাকে, যেমন—) লোকদের মধ্যে পরস্পর ন্যায় সঙ্গতরূপে মীমাংসা করিয়া দেওয়া ছদকা গণ্য হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ—বক্ষমান হাদীছটি বোখারী শরীফে আরও দুই স্থানে বর্ণিত আছে। সেই দুই স্থানে বর্ণিভ রেওয়ায়েতে আরও কতিপয় কার্য্যের ছদকা গণ্য হওয়া উল্লেখ আছে— (২) কোন ব্যক্তিকে স্বীয় যানবাহনে আরোহণের সুযোগ দিয়া বা তাহার বোঝা স্বীয় যানবাহনে উঠাইয়া তাহার সাহায্য করা (৩) কোন ভাল কথা বলা (৪) নামাযের প্রতি হাটিয়া চলিতে প্রতিটি পদক্ষেপ (৫) রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারিত করা (৬) কাহাকেও পথ দেখাইয়া দেওয়া।

এতদ্ভিন্ন মোসলেম শরীফের রেওয়ায়েতে আরও কতিপয় কার্য্যের উল্লেখ আছে—(৭) প্রত্যেক বারের ছোবহানাল্ল (৮) প্রত্যেক বারের আলহামদুলিল্লাহ (৯) প্রত্যেক বারের লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু (১০) প্রত্যেক বারের আল্লাহু আকবার (১১) সৎ কাজের প্রতি আহ্বান করা (১২) অসৎ কার্য্যে বাধা প্রদান করা। আবু-দাউদ শরীফের রেওয়ায়েতে আরও একটি কার্য্যের উল্লেখ আছে—(১৩) মসজিদের কোন স্থানে শ্লেষ্মা ইত্যাদি দেখিতে পাইলে উহা মাটিতে পুতিয়া দেওয়া তথা মসজিদকে পরিচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া।

মোসলেম শরীফের রেওয়াতে আর একটি এমন কার্য্যের উল্লেখ আছে যে, ঐ একটি কার্য্যের দ্বারাই তিনশত ষাটটি ছদকা পূরণ হইয়া যায়—

ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى "সমুদয় কার্য্যের পরিবর্ত্তে চাশ্তের দুই রাকাত নামায ৩৬০টি ছদকা আদায়ে যথেষ্ট হয়।"

কোন বিষয়ে শর্ত আরোপ করা সম্পর্কে

১২৬৫। হাদীছ ঃ—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণ হইতে মেছওয়ার ইবনে মাখরামাহ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, হোদায়বিয়ার ঘটনায় সোহায়ল ইবনে আম্‌রের মধ্যস্ততায় সন্ধিপত্র লেখা হইয়াছিল। সোহায়েল নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর এই শর্ত আরোপ করিয়াছিল—(এখন হইতে) আমাদের যে কোন লোক আপনার সঙ্গে মিলিত হইবে তাহাকে আমাদের নিকট ফেরত দিতে হইবে, যদিও সে আপনার ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। (আর আপনাদের কোন লোক আমাদের সঙ্গে মিলিত হইলে তাহাকে ফেরত দেওয়া হইবে না।) মোসলমানগণ এই শর্তকে ঘৃনা করিল এবং ইহার প্রতি

ক্ষোভ প্রকাশ করিল ; কিন্তু সোহায়ল উহা প্রত্যাহারে অস্বীকৃত হইল। নবী (দঃ) এই শর্তেই সন্ধিপত্র লেখা সম্পন্ন করিলেন এবং ঐ দিনই আবুজন্দল (রাঃ)কে এই শর্ত অনুযায়ী তাঁহার পিতা সোহায়লের প্রতি ফেরত পাঠাইলেন। এতদ্ভিন্ন উক্ত সন্ধিচুক্তি বলবৎ থাকা পর্য্যন্ত যে কোন পুরুষ ব্যক্তি হযরতের নিকট আসিয়াছেন—মোসলমান হইয়া আসিলেও তাঁহাকে ফেরত পাঠাইয়াছেন। ঐ সময়ে কিছু সংখ্যক মহিলাও ঈমান গ্রহণ করতঃ হযরতের নিকট আসিয়াছিলেন। ঐ সময়েই উম্মেকুলসুম নাম্নী এক যুবতী রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহার লোকজন নবী (দঃ)-এর নিকট আসিল এবং তাঁহাকে ফেরত চাহিল। নবী (দঃ) তাঁহাকে ফেরত দিলেন না। ঐরূপ মহিলাদের সম্পর্কে একটি বিশেষ আয়াত নাযেল হইল—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ......

فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ

"হে মোমেনগণ! মহিলাগণ ঈমান গ্রহণ করতঃ হিজরত করিয়া তোমাদের নিকট আসিলে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে ; আল্লাহ তাহাদের ঈমানের অবস্থা ভালভাবেই জানিবেন ; তোমরা যদি পরীক্ষায় তাহাদেরে খাঁটী ঈমানদার সাব্যস্ত কর তবে তাহাদিগকে কাফেরদের প্রতি ফেরত দিবে না। এই মহিলাগণ কাফেরদের জন্য স্ত্রী থাকে নাই, কাফেররাও এই মহিলাদের স্বামী থাকে নাই। ......এই মহিলাদেরকে তোমরা মোসলমানগণ বিবাহ কর তাহাতে কোন বাধা নাই। তোমরা মোসলমানরাও কাফের নারীদেরকে বিবাহ বন্ধনে রাখিবে না। ...এই সব আল্লার আদেশাবলী যাহা তোমাদের মধ্যে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

উল্লেখিত আয়াতের শেষ অংশ দৃষ্টে ওমর (রাঃ) তাঁহার মক্কাস্থিতা দুইজন স্ত্রী—কোরায়বা বিন্‌তে আবী উমাইয়্যা এবং বিন্‌তে-জারওয়ালকে পরিত্যাগ করিলেন।

(মহিলাদের পরীক্ষা সম্পর্কে পরবর্ত্তী আয়াতে উহার নিয়ম এবং বিষয়বস্তুও বর্ণিত হইয়াছে।) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐরূপ মহিলাদেরকে উক্ত আয়াতের বিষয়বস্তু দ্বারা পরীক্ষা করিতেন। আয়াতটি এই—

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ

شَيْئًا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ ... اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - (২৮ পাঃ ৮ রুঃ)

"হে নবী! ঈমান গ্রহণকারিনী মহিলারা আপনার নিকট যদি আসে এই দীক্ষা গ্রহণ করতঃ যে, তাহারা আল্লার সঙ্গে কোন বস্তুকে (এবাদৎ বা ক্ষমতায়) শরীক ও অংশীদার বানাইবে না, চুরি করিবে না, ব্যভিচার করিবে না, (অভাবের আশঙ্কায় সন্তানদেরে বা অপমানের ধারনায় মেয়ে) সন্তানদের হত্যা করায় সম্মত হইবে না, মিথ্যা অপবাদ গড়ানের কাজ করিবে না এবং আপনার ন্যায়সঙ্গত আদেশাবলীর ব্যতিক্রম করিবে না তবে আপনি তাহাদের দীক্ষা মঞ্জুর করুন, তাহাদের জন্য ক্ষমার দোয়া করুন ; নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাকারী দয়ালু।

আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, যে মহিলা উল্লেখিত শর্তগুলি অঙ্গীকার করিত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিতেন, তোমার দীক্ষা মঞ্জুর করিলাম।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, মহিলাদের দীক্ষা গ্রহনে হযরত (দঃ) শুধু মৌখিক কথার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতেন। খোদার কসম—দীক্ষা গ্রহণ উপলক্ষে কখনও কোন মহিলার হাত হযরতের হাতকে স্পর্শ করে নাই ; মহিলাদের দীক্ষা অনুষ্ঠান হযরত (দঃ) শুধু মৌখিক ভাবেই সম্পন্ন করিতেন।

ব্যাখ্যা :—দীক্ষা গ্রহণে গুরুর হাতে শিষ্যের হাত দিয়া অঙ্গীকার করার নিয়ম রহিয়াছে। যে কোন পুরুষের জন্য (প্রাণ যাওয়ার ভয়াবহ আশঙ্কা ব্যতিরেকে) কোন বেগানা মহিলার শরীরের কোন সামান্য অংশও স্পর্শ করা হারাম। তাই ইসলামে দীক্ষা সম্পন্নে মহিলাদের ব্যাপারে উল্লেখিত নিয়মের ব্যতিক্রম করা হইয়াছে যে, কোন প্রকার স্পর্শ ছাড়া শুধু মৌখিক বচনে দীক্ষা সম্পন্ন করিবে। বৈরাগী-সন্যাসী, এমন কি ভণ্ড পীরেরাও দীক্ষা গ্রহণে পুরুষের ন্যায় মহিলাদেরও হাতে হাত দেয়। আয়েশা (রাঃ) ঐরূপ গর্হিত কার্য্যের বিরুদ্ধে কসমের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ন্যায় পাক-পবিত্র মহতের মহান ব্যক্তিও দীক্ষা গ্রহণে কোন সময় কোন মহিলার হাত স্পর্শ করিতেন না, শুধু মৌখিক বচনে দীক্ষা সম্পন্ন করিতেন।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে শর্ত করা যায় (৩৭৫)। অবশ্য খরিদ বিক্রয়ের বিধানগত প্রতিক্রিয়ার বিপরীত কোন শর্ত আরোপ করিলে সেই খরিদ-বিক্রি অশুদ্ধ হইয়া যায় ; উহা ভঙ্গ করা ওয়াজেব হয় ; উহা ভঙ্গ না করিলে ওয়াজেব

ছাড়িবার গোনাহ হইবে। যেমন—খরিদ-বিক্রির বিধানগত প্রতিক্রিয়া এই যে, ক্রেতা বিক্রীত বস্তুর চিরস্থায়ী মালিক হইয়া যাইবে, উহার উপর বিক্রেতার কোন দাবী কোন সময় উত্থাপিত হইবে না। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি তাহার জমি বিক্রি করে এবং এই শর্ত আরোপ করে যে, পাঁচ বৎসরের মধ্যে মূল্য ফেরত দিলে ক্রেতা জমি প্রত্যার্পণ করিতে বাধ্য থাকিবে। এই শর্তের কারণে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় অশুদ্ধ হইয়া যাইবে উহা ভঙ্গ করা উভয় পক্ষের উপর ওয়াজেব হইবে। কোন কোন আলেমের মতে এরূপ ক্ষেত্রেও ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হইবে, কিন্তু শর্ত বাতিল গণ্য হইবে ; বিক্রেতা কখনও এই প্রকার দাবী করিতে পারিবে না।

● বিবাহে শর্ত আরোপ করা জায়েয এবং উহা পূর্ণ করা কর্ত্তব্য (৩৩৬ পৃঃ)। অবশ্য দাম্পত্য সম্পর্কের পরিপন্থী শর্ত করা হইলে তাহা করণীয় হইবে না। কোন কোন শর্ত এরূপও আছে যাহা বিবাহে আরোপ করা জায়েয নহে। যেমন এক হাদীছে আছে, কোন মেয়ের পক্ষ হইতে বিবাহের সময় শর্ত করিবে না যে, এই মেয়েটির অপর মোসলমান ভগ্নি যে ঐ স্বামীর বিবাহে পূর্ব্ব হইতে আছে—তাহাকে তালাক দিতে হইবে যেন সে স্বামীকে একা ভোগ করিতে পারে। (ঐ)

অর্থাৎ কোন পুরুষের বিবাহে কোন একটি মোসলমান নারী আশ্রিতা রহিয়াছে এমতাবস্থায় ঐ পুরুষ তোমাদের মেয়েকে বিবাহ করিতে চায় ; তোমরা যদি তোমাদের মেয়ের জন্য সতিনীর সংসার পছন্দ না কর তবে তোমাদের মেয়ে তথায় বিবাহ দিও না ; তোমাদের মেয়ে বিবাহ দিবে এবং সতিনীর সংসার এড়াইবার জন্য শর্ত করিবে যে, প্রথমা স্ত্রীকে তালাক দিতে হইবে—ইহা নিষিদ্ধ।

● শরীয়তের কোন নিষিদ্ধকে শর্তের দ্বারা শুদ্ধ করার কল্পনা নিঃতান্তই গর্হিত (ঐ)। যেমন বর্ত্তমানে দেখা যায়, তালাক দেওয়া হারাম স্ত্রীকে লইয়া ঘর-সংসার করার ব্যাপারে পাঞ্চায়েতীরা শর্ত করে যে, গ্রামের লোকদিগকে দাওয়াত খাওয়াইলে তোমার কাফ্‌ফারা হইয়া যাইবে এবং তুমি ঐ স্ত্রীকে লইয়া ঘর-সংসার করিতে পারিবে। ইহা সম্পূর্ণ গর্হিত কথা এবং হারাম কাজ। (ঐ)

● কাহারও সঙ্গে শর্তে আবদ্ধ হওয়ার জন্য মৌখিক কথা যথেষ্ট ; লিখিত হওয়া আবশ্যক নহে (৩৭৭ পৃঃ)। ● শরীয়ত বিরোধী কোন কাজের শর্ত কখনও শুদ্ধ হইতে পারে না। ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লার কেতাব তথা শরীয়ত বিরোধী যত শর্ত হইবে সবই বাতিল পরিগণিত হইবে ; ঐরূপ শর্ত শত বার প্রয়োগ করিলেও শুদ্ধ হইবে না (৩৮১ পৃঃ)।

● কাহারও জন্য কোন কিছুর স্বীকৃতিদানে একটি সংখ্যা উল্লেখ করতঃ সঙ্গে সঙ্গেই উহা হইতে কিছু বাদ বলিয়া উল্লেখ করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে। যেমন বলিল, আমার নিকট সে পাইবে—একশত টাকা ; দশ টাকা কম।

কাহারও সঙ্গে কোন কার্য্য সম্পাদনে কোন শর্তের স্বীকৃতি দিলে তাহা বাধ্যতামূলক হইবে। যেমন—কাহারও সঙ্গে তাহার ঘোড়া ভাড়া নেওয়ার কথা সাব্যস্ত করিতে বলিল, তোমার ঘোড়াটা আজ হইতে দশ দিন পর্য্যন্ত আমার জন্য রাখিবে ; যদি আমি তোমার ঘোড়া কাজে নাও লাগাই তবুও তুমি একশত টাকা পাইবে। অতঃপর সে ঐ ঘোড়াটি কাজে লাগাইল না। এরূপ ক্ষেত্রে ছাহাবী যুগের প্রসিদ্ধ বিচারপতি শোরায়হ (রঃ) বলিয়াছেন, স্বেচ্ছায় যে স্বীকৃতি দিয়া ছিল সেমতে তাহাকে এক শত টাকা দিতে হইবে।

এক ব্যক্তি কাহারও নিকট হইতে কোন বস্তুর ক্রয় সাব্যস্ত করিয়া উহা গ্রহণ করিল না, বরং বলিয়া গেল—আমি বুধবার না আসিলে আমাদের ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ মনে করিবে ; সে বুধবার না আসিলে তাহার কোন দাবী থাকিবে না (৩৮২ পৃঃ)।

● ওয়াক্‌ফ করাকালে কোন শর্ত্ত করিলে সেই শর্ত্ত বলবৎ থাকিবে (ঐ)।

অছিয়্যত করার আদেশ

১২৬৬। হাদীছ ঃ—আবহুল্লা ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে কোন এমন মোসলমান যাহার নিকট অছিয়্যত করার মত কোন বস্তু আছে তাহার জন্য এক তুইটি রাত্রিও এই অবস্থায় অতিবাহিত হওয়া সঙ্গত নহে যে, ঐ সম্পর্কে অছিয়্যত-নামা তাহার নিকট লিখিত আকারে বিদ্যমান না থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ—যদি নিজের উপর অপরের কোন হক্ক থাকে বা কোন ফরজ-ওয়াজেব আদায় করা বাকি থাকে এইরূপ অবস্থায় সেই সম্পর্কে অছিয়্যত করা ফরজ-ওয়াজেব গণ্য হইবে। এতদ্ভিন্ন যদি ঐরূপ কোন হক্ক বা ফরজ-ওয়াজেব তাহার উপর না থাকে তবে স্বীয় উত্তরাধিকারীগণের স্বচ্ছলতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যথাসাধ্য স্বীয় ধন দৌলতের তৃতীয়াংশের বরং উহা হইতে কিছু কম পরিমাণ নেক কার্য্যে খরচ করার অছিয়্যত করিয়া যাওয়া উত্তম।

১২৬৭। হাদীছ ঃ—তাল্‌হা ইবনে মোছার্‌রেফ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আবহুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, নবী ছাল্লাল্লাহু

আলাইহে অসাল্লাম কি অছিয়্যত করিয়াছিলেন ? তিনি বলিলেন, না। আমি বলিলাম, তবে কিরূপে লোকদের প্রতি অছিয়্যতের আদেশ ও বিধান বলবৎ হইল ? তিনি বলিলেন, নবী (দঃ) লোকদেরকে আল্লার কিতাব-কোরআন অনুসরণের আদেশ করিয়া গিয়াছেন। (কোরআনে অছিয়্যতের বিধান রহিয়াছে।)

ব্যাখ্যা ঃ—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) অতিরিক্ত কোন ধন-সম্পদ রাখিয়াই ছিলেন না যাহা সম্পর্কে তিনি অছিয়্যত করিতেন। পঞ্চম খণ্ডে একটি হাদীছ বর্ণিত হইবে যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) দুনিয়া ত্যাগ কালে নগদ একটি মুদ্রাও রাখিয়া ছিলেন না। শুধুমাত্র যানবাহন এবং জেহাদের কিছু অস্ত্র তাঁহার ছিল, আর ছিল কিছু খেজুর বাগান যাহার উৎপণ্যে বিবিগণের ব্যয় বহন করিতেন। এই সবও তাঁহার পরে ছদকা পরিগণিত ছিল। হযরত (দঃ) পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন—আমাদের দলের তথা নবীদের কেহ উত্তরাধিকারী হয় না; আমাদের পরিত্যজ্য সবই ছদকাহ পরিগণিত হয়।

উত্তরাধিকারীগণকে সচ্ছল রাখিয়া যাওয়া উত্তম

অর্থাৎ—মৃত্যুকালে স্বীয় পরিত্যক্ত ধন-সম্পদের কিছু অংশ নেক কার্য্যে খরচ করা বা অছিয়্যত করিয়া যাওয়া উত্তম ও ভাল। কিন্তু এই সম্পর্কে উত্তরাধিকারী-গণের প্রতি দৃষ্টি রাখাও আবশ্যক। এইরূপ অছিয়্যত করিবে না যাহাতে উত্তরাধিকারীগণ কাঙ্গাল হইয়া দুরাবস্থায় পতিত হয়। বস্তুতঃ উত্তরাধিকারীগণের জন্য তাহার যে সম্পত্তি থাকিবে উহার অছিলায়ও সে ছওয়াব লাভ করিবে। এই জন্যই শরীয়তে শুধু তৃতীয়াংশ অছিয়্যত করার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, বরং আরও কম অছিয়্যত করাই সুন্নত। এমনকি ওয়ারেসগণ সচ্ছল হইলেও তৃতীয়াংশের কম অছিয়্যত করা উত্তম। বোখারী(রঃ) এখানে প্রথম খণ্ডের ৬৭৯নং হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন ; উহাতে এই পরিচ্ছেদের বিষয় স্পষ্ট বর্ণিত আছে।

মছআলাহ ঃ—অধিকাংশ আলেমগণের মতে ওয়ারেসগণ স্বীয় অংশের দ্বারা সচ্ছল হইতে পারিবে না এইরূপ অবস্থায় অছিয়ত না করা উত্তম, যেরূপ স্বীয় আত্মীয় স্বজন সচ্ছল না হইলে অপরকে দান না করিয়া তাহাদিগকে দান করা উত্তম। এতদ্ভিন্ন যদি সন্তান সন্ততি ছোট হয় এমতাবস্থায়ও সাধারণতঃ অছিয়্যত না করাকেই উত্তম বলা হইয়াছে। (রদ্দুল-মোখতার)

অছিয়্যত স্বীয় মালের তৃতীয়াংশের অধিক হওয়া চাইনা

হাসান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, ইসলামী রাষ্ট্রের কোন অমোসলেমও তৃতীয়াংশের অধিক অছিয়্যত করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি আল্লাহ তায়ালার নির্দ্দেশ রহিয়াছে, আপনি অমোসলেম নাগরিকদের মধ্যেও আল্লার দেওয়া বিধান বলবৎ করুন। (সেমতে অমোসলেম নাগরিকদের প্রতিও এই বিধান থাকিবে যে, তৃতীয়াংশের অধিক অছিয়্যত করিতে পারিবে না। অছিয়্যত শুধু তৃতীয়াংশে সীমিত হওয়া আল্লার দেওয়া তথা ইসলামী শরীয়তের বিধান।)

১২৬৮। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, লোকেরা তৃতীয়াংশ হইতেও কম—চতুর্থাং অছিয়্যত করে ইহা উত্তম। কারণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তৃতীয়াংশকে অধিক বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যে কথার প্রতি ইঙ্গিত দিয়াছেন উহা ৬৭৯ নং হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে।

ওয়ারেসের জন্য অছিয়্যত করা নিষিদ্ধ

১২৬৯। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মৃত ব্যক্তির সমুদয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী একমাত্র তাহার পুত্রই হইয়া থাকিত। মাতা-পিতাকে কিছু প্রদানের ইচ্ছা হইলে তাহাদের জন্য অছিয়্যত করার নিয়ম ছিল। (অছিয়্যত ব্যতিরেকে মাতা-পিতা বা অন্য কেহ অংশীদার হইত না।) অতঃপর কোরআন পাকের স্পষ্ট আয়াত দ্বারা এই বিধান প্রবর্ত্তিত হয় যে—ছেলে সন্তান মেয়ে সন্তানের দ্বিগুণ পাইবে এবং মাতা পিতার প্রত্যেকে (মৃতের সন্তান থাকাবস্থায়) ষষ্ঠাংশ পাইবে। স্ত্রী অষ্টামাংশ বা চতুর্থাংশ এবং স্বামী অর্দ্ধাংশ বা চতুর্থাংশ পাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আলোচ্য পরিচ্ছেদের বিষয়টি এক হাদীছে স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। রসুলুল্লাহ(দঃ) বিদায়-হজ্জের বিশেষ ভাষণে ঘোষণা দিয়াছিলেন যে, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা উত্তরাধিকারীগণের প্রত্যেকের প্রাপ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, অতঃপর কোন ওয়ারেসের জন্য অছিয়্যত করা শুদ্ধ হইবে না। (তিরমিজি শরীফ)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, ওয়ারেসের জন্য অছিয়্যত কার্য্যকরী হইবে না, হাঁ—যদি অন্যান্য ওয়ারেসগণ (সাবালেগ হয় এবং তাহারা) সম্মত হয়। (ফতহুলবারী)

মছআলাহ—মৃত্যুশয্যার ব্যক্তি যদি তাহার কোন ওয়ারেসের জন্য ঋণের স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু অন্য ওয়ারেসগণ সেই স্বীকৃতি গ্রাহ্য না করে তবে উক্ত স্বীকৃতি গ্রহণীয় হইবে না,* অবশ্য যদি উক্ত ঋণ সম্পর্কে সাক্ষী প্রমাণ থাকে তবে উহা সেই সূত্রে প্রতীয়মান হইবে স্বীকৃতি সূত্রে নহে। ইহা হানফী মজহাবের মত; অনেক ইমামের মতে ঐরূপ স্বীকৃতি সর্ব্বাবস্থায়ই গ্রহণীয় হইবে; ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহে আলাইহের মতও ইহাই (৩৮৪ পৃঃ)।

মছআলাহ—মৃত্যুশয্যার ব্যক্তি তাহার কোন ওয়ারেসের নিকট তাহার প্রাপ্য ঋণ হইতে সেই ওয়ারেসকে রেহায়ী দিলে যদি অন্য ওয়ারেসগণ সেই রেহায়ী দান গ্রাহ্য না করে তবে উহা কার্য্যকরী হইবে না। এমনকি স্ত্রী যদি মৃত্যুশয্যায় স্বামীকে মহর হইতে রেহায়ী দেয় এবং অন্য ওয়ারেসগণ তাহা গ্রাহ্য না করে তবে হানফী মজহাব মতে স্বামীর রেহায়ী হইবে না (শামী ৪—৬৩৮)। বোখারী সহ অনেক ইমামের মতে সেই রেহায়ী দান কার্য্যকরী হইবে (৩৮৪ পৃঃ)।

মছআলাহ—স্ত্রী মৃত্যুশয্যায় যদি স্বীকৃতি দেয় যে, আমি স্বামীর নিকট হইতে আমার মহর উসুল পাইয়াছি তবে এই স্বীকৃতি গ্রহণীয় হইবে (৩৮৪ পৃঃ)। সাধারণতঃ কোন ওয়ারেসের নিকট প্রাপ্য ঋণ সম্পর্কে মৃত্যুশয্যায় উহা উসুল হওয়ার স্বীকৃতি (সাক্ষী-প্রমাণ ব্যতিরেকে) অন্য ওয়ারিসদের গ্রাহ্য করা ছাড়া কার্য্যকরী হয় না (শামী, ৬৪০)। যদি স্ত্রী ঋণগ্রস্থা হয় এবং সে মৃত্যুশয্যায় স্বামী হইতে মহর উসুল পাওয়ার স্বীকৃতি দেয় তবে খাতকের ঋণ পরিশোধের পূর্ব্বে তাহার সেই স্বীকৃতি কার্য্যকরী হইবে না (আলমগীরী, ৪—১৮০)।

মছআলাহ—স্ত্রীর ব্যবহারে যে সমস্ত চিজ-বস্তু থাকে এবং স্বামী উহার মালিক হওয়া সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ না থাকে; ঐরূপ চিজ-বস্তু সম্পর্কে স্বামী যদি মৃত্যুশয্যায় বলে যে, ঐ জিনিষগুলি স্ত্রীরই স্বত্ব তবে সেই উক্তিকে অবা ে বলা যাইবে না। (৩৮৪ পৃঃ)

---

* অবশ্য স্বামী যদি মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর দেন-মহরের স্বীকৃতি দেয় যে, আমি তাহার মহর আদায় করি নাই—উহা আমার উপর ঋণ রহিয়াছে সেই স্বীকৃতি গ্রহণীয় হইবে, কিন্তু অসঙ্গত পরিমাণের স্বীকৃতি এরূপ ক্ষেত্রেও গ্রহণীয় নহে। তদ্রূপ যদি স্ত্রী পূর্ব্বে মরিয়া যায় এবং তাহার সন্তান থাকে—সে ক্ষেত্রে যদি স্বামী মৃত্যুশয্যায় উক্ত মৃত স্ত্রীর মহরের ঋণের স্বীকৃতি দেয় সেই স্বীকৃতিও অন্য ওয়ারেসদের গ্রাহ্য করা ছাড়া কার্য্যকরী হইবে না। (শামী, ৪—৬৪২)

অন্যের ছওয়াব উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করা

১২৭০। হাদীছ ঃ—সায়াদ ইবনে ওবাদা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মাতা তাঁহার অনুপস্থিতিতে ইন্তেকাল করেন। (শেষ সময় মাতার দর্শন হইতে বঞ্চিত থাকায় তিনি অনুতপ্ত হইলেন এবং) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন, আমার মাতা ইন্তেকাল করিয়াছেন; মৃত্যু সময় আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলাম না। আমি তাঁর জন্য দান-খয়রাত করিলে তাহাতে তিনি লাভবান হইবেন কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—হাঁ। তখন সায়াদ (রাঃ) বলিলেন, আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি আমার "মেখরাফ" নামক বাগানটি ছদকা করিয়া দিলাম উহার ছওয়াব আমার মাতা লাভ করুন।

মিরাস বণ্টন কালে কিছু অংশ দান-খয়রাত করা

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ
فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ـ

"মিরাস বণ্টনকালে যদি আত্মীয় স্বজন এবং এতিম-মিছকিনরা উপস্থিত হয় তবে তাহাদেরকে উহার কিছু অংশ দান কর; (আর ওয়ারেসগণ নাবালেগ হওয়ায় ঐরূপ দানে অক্ষম হইলে) তাহাদেরে নরম কথা বলিয়া দাও।"
(৪ পাঃ ১২ রুঃ)

১২৭১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, লোকেরা বলিয়া থাকে এই (উপরোক্ত) আয়াতটি মনছুখ তথা ইহার নির্দ্দেশটি রহিত হইয়া গিয়াছে; কখনও নয়—খোদার কসম, ইহা মনছুখ হয় নাই। অবশ্য ইহার অনুসরণে লোকেরা শিথিল হইয়া গিয়াছে। ভাগ-বণ্টনকারীরা সাবালক ওয়ারেস হইলে তাহারা দান-খয়রাত করিবে। আর ভাগ-বণ্টনকারীরা নিজেরা ওয়ারেস না হইয়া নাবালক ওয়ারেসদের পক্ষে ভাগ-বণ্টন সম্পাদনকারী হইলে উপস্থিত দান প্রার্থীদেরকে নরম কথায় বুঝাইয়া দিবে যে, এই মাল-সম্পত্তির মালিক নাবালকগণ হওয়ায় আমরা তোমাদেরকে কিছু দিতে অক্ষম।

আকস্মিক মৃতের জন্য দান-খয়রাত করা এবং মৃতের মান্নত আদায় করা

১২৭২। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিল, আমার মা হঠাৎ ইন্তেকাল করিয়াছেন ; আমার ধারণা হয়, তিনি মৃত্যুকালে কথা বলার সুযোগ পাইলে দান-খয়রাত করিতেন। আমি তাঁহার জন্য ছদকা করিব কি ? নবী (দঃ) বলিলেন, হাঁ—তাহার জন্য তুমি ছদকা কর।

১২৭৩। হাদীছ :—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, সায়াদ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট মছআলাহ জিজ্ঞাসা করিলেন—তিনি বলিলেন, আমার মা ইন্তেকাল করিয়াছেন এবং তাঁহার একটি মান্নত অপুরণ রহিয়াছে। হযরত (দঃ) বলিলেন, তুমি তাহার তরফ হইতে মান্নত আদায় করিয়া দাও।

দুইটি পরিচ্ছেদের বিষয়

● রোগ শয্যায় বা মুমুর্ষু ব্যক্তি যদি কথায় কিছু না বলিয়া সুস্পষ্ট ইশারায় কোন বিষয় প্রকাশ করে তবে তাহা গৃহিত হইবে (৩৮৩ পৃঃ)। অর্থাৎ এই আকারেও অছিয়্যত বা স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

● আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—من بعد وصية يوصى بها او دين
অর্থাৎ উত্তরাধিকারীগণ মিরাসের অধিকারী হইবে অছিয়্যত পুরণ করার পর এবং ঋণ পরিশোধ করার পর।

এই আয়াতের প্রকাশ ভঙ্গিতে ধারণা করা হইতে পারে যে, অছিয়্যত পুরণ করা ঋণ পরিশোধ হইতে অগ্রগণ্য ; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে, বরং ঋণ পরিশোধ করা অছিয়্যত হইতেও অগ্রগণ্য। আয়াতের মধ্যে ঋণের পূর্ব্বে অছিয়্যতের উল্লেখ শুধু অছিয়্যতের প্রতি বিশেষ তাকিদ প্রদর্শনের জন্য হইয়াছে ; কারণ, অছিয়্যতের প্রতি সাধারণতঃ শিথিলতার আশঙ্কা অধিক।

একাধিক হাদীছে নবী (দঃ) অছিয়্যত পুরণের পূর্ব্বে ঋণ পরিশোধের আদেশ করিয়াছেন। (৩৪৮ পৃঃ)

এতিমের হক্ক ও ধন-সম্পত্তি সম্পর্কে কতিপয় নির্দ্দেশ

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ...

অর্থ—এতিমগণের ধন-সম্পদ (তোমাদের নিকট থাকিলে) তাহাদিগকে তাহাদের হক্ক পুরাপুরি) প্রদান করিও, (এমন কি শুধু গণনা ঠিক রাখিয়া) স্বীয় মন্দ বস্তুর দ্বারা তাহাদের ভাল বস্তুর পরিবর্ত্তন ও বিনিময় সাধন করিও না এবং স্বীয় মালের সঙ্গে তাহাদের মাল জড়িত করিয়া (ছলে-বলে, কলে-কৌশলে) তাহাদের মাল আত্মসাৎ করিও না। এইরূপ করা অতিশয় বড় গুনাহ। (এতীমদের সর্ব্ব রকমের হক্কের প্রতি সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, এমন কি যদি কাহারও প্রতিপালনে এমন কোন এতীম মেয়ে থাকে যাহার সঙ্গে বিবাহ শুদ্ধ হয় এবং এমতাবস্থায় সেই ব্যক্তি ঐ এতীম মেয়েকে বিবাহ করিতে মনস্থ করে তবে তাহাকে ঐ মেয়ের মহরানার হক্ক পূর্ণরূপে আদায় করিতে হইবে। নিজ আয়ত্বের মেয়ে বলিয়া মহর কম দেওয়া জায়েয হইবে না। ঐরূপ ক্ষেত্রে) যদি আশঙ্কা হয় যে, (সুযোগ দৃষ্টে স্বীয় মনোবলকে দৃঢ় রাখিয়া ঐ মেয়ের) পূর্ণ মহরানা দিতে সক্ষম হইবে না তবে ঐ মেয়ের বিবাহ হইতে বিরত থাকিয়া অন্য কোন হালাল সূত্রের নারী বিবাহ করিবে। (পবিত্র কোরান ৪পাঃ ১২রুঃ)

আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহাকে উল্লেখিত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, এই আয়াতের মর্ম্ম এই যে—কোন এতীম মেয়ে যদি এমন কোন ব্যক্তির প্রতিপালনে থাকে (যাহার সঙ্গে তাহার বিবাহ শুদ্ধ হয়), সেই ব্যক্তি ঐ মেয়ের ধন-সম্পদ বা রূপে-গুণে আসক্ত হইয়া তাহাকে বিবাহ করার মনস্থ করে, কিন্তু নিজ আয়ত্বের মেয়ে বলিয়া তাহার মহরানা পূর্ণ দিতে চায় না, এইরূপ ক্ষেত্রে ঐ মেয়েকে পূর্ণ মহর না দিয়া বিবাহ করায় বাধা প্রদান করা হইয়াছে এবং পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে যে, অন্য নারী বিবাহ কর।

অন্ধকার যুগে নারীদের প্রতি অন্যায় করা এবং তাহাদের কোন হক্ক ও প্রাপ্য তাহাদিগকে না দেওয়া একটি স্বাভাবিক রীতি ছিল। সেই রীতির অভ্যস্ত লোকগণ ইছলামের উল্লেখিত বিধানকে মনোপুত দৃষ্টিতে দেখিতে না পারিয়া তাহারা ঐ বিধানের বিলুপ্তির লালসায় পুনঃ পুনঃ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে নারীদের মিরাস-স্বত্ব ও পূর্ণ মহরানা ইত্যাদি হক্ক সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিল যে, তাহা কি বাধ্যতামূলক প্রদান করিতেই হইবে।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, ঐরূপ জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরেই এই আয়াতটি নাযেল হয়

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ - قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ...

অর্থ—অনেকেই আপনার নিকট নারীদের পূর্ণ হক ও প্রাপ্য প্রদান সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া থাকে। আপনি বলিয়া দিন, আল্লাহ তায়ালা নারীদের পূর্ব্ব বর্ণিত পূর্ণ হক প্রদানের বিধানকেই বলবৎ বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। ঐ সম্পর্কে কোরআনের যেই আয়াত তাহাদের সম্মুখে পূর্ব্ব হইতেই প্রচারিত হইতেছে উহাই উক্ত জিজ্ঞাসাবাদের শেষ ও অকাট্য মীমাংসা।

আল্লাহ তায়ালার আদেশটির তাৎপর্য্য বর্ণনায় আয়েশা (রাঃ) একটি সাধারণ যুক্তির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, কাহারও অধীনস্থ এতিম মেয়ে সম্পত্তির অধিকারীণী ও রূপসী না হইলে দয়া-মায়া, স্নেহ-মমতা ইত্যাদি কোন প্রকার আকর্ষণেই ঐ ব্যক্তি সেই মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। তবে কেন সেই মেয়ে রূপসী বা ধন-সম্পত্তির অধিকারিণী হওয়া অবস্থায় মেয়ের হক ও প্রাপ্য লাঘব করতঃ মহর কম দিয়া ঐ ব্যক্তির আকৃষ্টতা পুরণের সুযোগ দেওয়া হইবে? কখনও নহে। আকৃষ্টতার স্থলে তাহাকে গ্রহণ করিতে হইলে পূর্ণ হক প্রদানেই গ্রহণ করিতে পারিবে, নতুবা নহে। আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ......

অর্থ—এতীমের ধন-সম্পদ তোমার হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণে থাকিলে উহা তাহার হস্তে অর্পণ করার পূর্ব্বে তাহার জ্ঞান-বুদ্ধি হাল-অবস্থার অনুসন্ধান করিয়া লও। (এতীম নাবালেগ থাকাবস্থায় তাহার হস্তে ধন অর্পণ করিবে না,) এতীম যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তখন যদি তাহার মধ্যে জ্ঞান-বুদ্ধির পরিচয় পাও তবে তাহাকে তাহার ধন-সম্পদ অর্পণ কর। সাবধান! এতীমদের ধন অযথা খরচ করিও না এবং সে বড় হইয়া স্বীয় ধন হস্তগত করিয়া নিবে—এই ভয়ে উহা হজম করিয়া ফেলার জন্য তৎপর হইও না। এতীমের মালের রক্ষণাবেক্ষণকারী যদি স্বচ্ছল হয় তবে এতীমের ধন ব্যবহার করা হইতে পূর্ণ সংযমী হইবে। হাঁ— যদি সে নিঃসম্বল হয় তবে সে এতীমের মালের রক্ষণাবেক্ষণে লিপ্ততানুপাতিক পারিশ্রমিক স্বরূপ সাধারণ নিয়মের পরিমাণ ভোগ করিতে পারিবে।

যখন এতীমের ধন তাহাকে অর্পণ কর তখন অন্যান্য লোকগণকে সাক্ষী স্বরূপ উপস্থিত রাখ। (কিন্তু কোন প্রকার কৃত্রিম হিসাব-নিকাশের দ্বারা ছলে-বলে, কলে-কৌশলে লোক-চোখে নির্দ্দোষ থাকিয়া এতীমকে ঠকাইবার চেষ্টা করিবে না; ঐরূপ চেষ্টা বৃথা ও নিস্ফল। কারণ,) আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে হিসাব দানকালে বাস্তব ঘটনা প্রকাশ হওয়ার জন্য সাক্ষীর প্রয়োজন হইবে না।

পুরুষগণ যেরূপ পিতা-মাতার ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশীদার হইয়া থাকে তদ্রূপ নারিগণও পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যাক্ত সম্পত্তির অংশীদার হইবে ; ঐরূপ সম্পত্তি পরিমাণে কম হউক বা বেশী হউক উহাতে প্রত্যেকের অংশ নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। (৪ পাঃ ১২ রুঃ)

وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ -

আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, এই আয়াতটি এই মর্ম্মে নাযেল হইয়াছে যে—এতীমের ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী যদি স্বয়ং স্বচ্ছল অবস্থার না হয় তবে সে এতীমের মাল সম্পর্কে স্বীয় পরিশ্রমানুপাতিক সাধারণ নিয়মের পরিমাণ ঐ মাল ভোগ করিতে পারিবে। আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ...

অর্থ—যাহারা এতীমের মাল অন্যায়রূপে ভোগ করে তাহারা বস্তুতঃ অগ্নি দ্বারা পেট পূর্ণ করিতেছে এবং (পরিণামে) তাহারা অচিরেই ভীষণ প্রজ্জ্বলিত দাউদাউ অগ্নিতে প্রবেশ করিবে (৪ পাঃ ১২ রুঃ)। আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছে—

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى - قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوْهُمْ...

অর্থ—অনেকেই আপনার নিকট এতীম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে (যে—এতীমের খাওয়া-পড়ার ব্যবস্থা একত্রে করা যায় কি—না ? এস্থলে সন্দেহের কারণ এই যে, এতীমের জন্য তাহার মাল হইতে যে পরিমাণ লওয়া হইয়াছে, হয়ত সে ঐ পরিমাণ পূর্ণ ব্যবহার করে নাই। যেমন তাহার জন্য তাহার মাল হইতে এক পোয়া চাউল সকলের চাউলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া একত্রে পাক করা হইল, কিন্তু সে পূর্ণ এক পোয়া চাউলের ভাত খাইল না বরং কিছু অংশ বন্টিত হইয়া অন্যান্যদের ভাগে খরচ হইয়া গেল ; বস্তুতঃ এই অবস্থায় এতীমের মাল খাওয়া সাব্যস্ত হইয়া গেল, অথচ এতীমের মাল খাওয়ার ভয়াবহ পরিণাম অতি ভয়ঙ্কর, তাই উল্লেখিত জিজ্ঞাসা ও প্রশ্নের সূচনা হইল। আল্লাহ তায়ালা বলেন—) আপনি তাহাদিগকে বলিয়া দিন; এতীমদের পক্ষে সুযোগ-সুবিধা, হিত ও লাভজনক ব্যবস্থা অবলম্বন করা উত্তম, (এতদদৃষ্টে যদিও একত্রে খাওয়া পড়ার ব্যবস্থা করায় এতীমদের পক্ষে সামান্য ক্ষতি দেখা যায়, কিন্তু ঐ ব্যবস্থার

বিপরীত যদি তাহার জন্য সব কিছু ভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তবে তাহার পক্ষে বহু গুণ খরচ বাড়িয়া যাইবে যাহার তুলনায় ঐ নগণ্য ক্ষতি বস্তুতঃ কোন ক্ষতিই নহে। অতএব একত্রিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে দ্বিধা বোধ করিবে না। কিন্তু এই একত্রিত ব্যবস্থার সুযোগ পাইয়া নানাপ্রকার ছল-চাতুরী, কল-কৌশলে এতীমের মাল অধিক ব্যয় করিয়া স্বয়ং লাভবান হওয়ার কু-চেষ্টা করিবে না। কারণ ছল-চাতুরী ও কল-কৌশল দ্বারা লোক-চোখে নির্দোষ থাকা সম্ভব বটে, কিন্তু অন্তর্য্যামী আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে বাস্তব অবস্থা গোপন থাকা সম্ভব নহে); আল্লাহ তায়ালা স্পষ্টরূপে জানিয়া থাকিবেন—কে (এতীমের পক্ষে) শুভাকাঙ্ক্ষী এবং কে (তাহার) অনিষ্টকারী। (৫ পাঃ ১১ রুঃ)

● মোহাম্মদ ইবনে সিরীন (রঃ) বলিয়াছেন, এতীমের মাল সম্পর্কে একা একা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে না, বরং এতীমের হিতাকাঙ্খী ও শুভাকাঙ্খী কতিপয় ব্যক্তি একত্রে চিন্তা ও পরামর্শ করিয়া উত্তম ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে।

● প্রসিদ্ধ তাবেয়ী—আ'তা (রঃ)কে এতীম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি এই আয়াত খানা স্মরণ করাইয়া দিতেন—والله يعلم المفسد من المصلح "কে হিতাকাঙ্খী এবং কে অনিষ্টকারী তাহা আল্লাহ ভালরূপ জানিয়া থাকিবেন।"

তিনি ইহাও বলিতেন যে, ছোট-বড় কতিপয় এতিম একত্রিত থাকিলে প্রত্যেকের পক্ষে তাহার অংশ হইতে তাহার প্রয়োজন পরিমাণ ব্যয় করিবে।

১২৭৪। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ قَالَ اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبَا وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে আসাল্লাম বলিয়াছেন, সাত প্রকার ধ্বংসকারী গোনাহকে তোমরা বিশেষরূপে পরিহার করিয়া চল। ছাহাবিগণ আরজ করিলেন—ইয়া রসুলাল্লাহ! উহা কি কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, (১) স্বীয় কার্য্য বা কথায় আল্লার শরীক

প্রতীয়মান করা। (২) যাদু করা। (৩) ইসলামের বিধানানুসারে নিরাপত্তার অধিকারী মানুষকে অন্যায়রূপে হত্যা করা। (৪) সুদ খাওয়া। (৫) এতীমের ধন আত্মসাৎ করা। (৬) জেহাদের ময়দান হইতে পশ্চাৎপদ হওয়া। (৭) সৎ ও সাধু প্রকৃতির মোসলেম নারীর সতীত্বের উপর আক্রমনাত্মক উক্তি করা।

মছআলাহঃ—এতীমের দ্বারা কোন কাজ লওয়া বা তাহার খেদমত ও সেবা গ্রহণ করা ঐ ক্ষেত্রে জায়েয হইবে যে ক্ষেত্রে খেদমত ও সেবার মাধ্যমে এতীমের উপকার ও উন্নতি লাভ হয় (৩৮৮ পৃঃ)।

ওয়াক্‌ফ-সম্পর্কে কতিপয় বিষয়

১২৭৫। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পিতা ওমর (রাঃ) বিজিত 'খায়বর' এলাকায় কিছু জমি লাভ করিলেন। তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলেন, আমি খায়বর এলাকায় অতি উত্তম জমি লাভ করিয়াছি, ইহাই আমার সর্ব্বোত্তম সম্পত্তি। (আমি ইহাকে আল্লার রাস্তায় দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।) এই সম্পর্কে আপনার আদেশ ও পরামর্শ প্রার্থনা করি। নবী (দঃ) বলিলেন, আপনি ইচ্ছা করিলে মূল জমিটি ওয়াক্‌ফ করিয়া উহার উৎপন্ন দান-খয়রাতে ব্যয় করিতে পারেন। ওমর (রাঃ) তাহাই করিলেন এবং এইরূপে ওয়াক্‌ফ-নামা লিখিলেন—আমার অমুক জমি (কেয়ামত পর্য্যন্ত সর্ব্বদার জন্য) ওয়াক্‌ফ ; মূল জমিটি বিক্রি করা যাইবে না, হেবা করা যাইবে না, উহার উপর উত্তরাধিকারের স্বত্ব স্থাপন করা যাইবে না। (উহার উৎপন্ন) গরীব-মিছকিন, আত্মীয় স্বজনকে দান করা হইবে এবং ক্রীতদাস মুক্ত করার জন্য ব্যয় করা হইবে এবং আল্লার রাস্তায় জেহাদের মধ্যে ব্যয় করা হইবে এবং অতিথি ও পথিক মুসাফেরের জন্য ব্যয় করা হইবে। যে ব্যক্তি উহার রক্ষণাবেক্ষণকারী নিয়োজিত হইবে সেও ঐ উৎপন্ন হইতে প্রয়োজন পরিমাণ খাইতে পারিবে এবং আবশ্যক বোধে স্বীয় বন্ধুকেও খাওয়াইতে পারিবে, কিন্তু নিজ সম্পদরূপে ব্যবহার করিতে পারিবে না।

১২৭৬। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমি ইহজগৎ ত্যাগ-কালীন কোন ধন-সম্পদ রাখিয়া গেলে আমার উত্তরাধিকারিগণ উহা ভাগ-বণ্টন করিয়া নিতে পারিবে না। আমার স্ত্রীগণের ভরণপোষণ এবং কার্য্য পরিচালন-কারীর ব্যয় বহনাতিরিক্ত আমার পরিত্যক্ত সমুদয় বস্তু ছদকা গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—ইহা নবিগণ সম্পর্কীয় একটি বিশেষ বিধান যে, তাঁহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির উপর উত্তরাধিকারের স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না, উহা ওয়াক্‌ফ রূপে ছদকা ও দান পরিগণিত হইয়া থাকে।

মছআলাহ ঃ—ওয়াক্‌ফকারী যদি এইরূপে ওয়াক্‌ফ করে যে, আমার জীবনকাল পর্য্যন্ত আমিই ইহার সমুদয় আয়-উৎপন্ন ভোগ করিব, বা প্রয়োজন পরিমাণ আমি নিজের জন্য ব্যয় করিব, আমার পরে ইহা বা ইহার সম্পূর্ণ দান পরিগণিত হইবে। এই ওয়াক্‌ফ শুদ্ধ হইবে এবং ওয়াক্‌ফকারী জীবিত থাকা পর্য্যন্ত উহার আয়-উৎপন্ন সম্পূর্ণ বা প্রয়োজন পরিমাণ ভোগ করিতে পারিবে। তাহার মৃত্যুর পর উহা সাধারণ গরীবদের জন্য বা তাহার নির্দ্ধারিত পাত্রের জন্য দান গণ্য হইবে (৩৮৯ পৃঃ)।

মছআলাহ ঃ—ওয়াক্‌ফকারী স্বয়ং নিজে ওয়াক্‌ফের মোতাওল্লী হইতে পারে। অবশ্য সে যদি ওয়াক্‌ফ পরিচালনায় খেয়ানতকারী বা দুর্নীতিবাজ প্রমাণিত হয় তবে তাহাকে অপসারিত করা যাইবে (৩৮৫ পৃঃ)।

মছআলাহ—মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করিলে তাহা শুদ্ধ হইবে (৩৮৯ পৃঃ)।

মছআলাহ—অস্থাবর জিনিষ—যেমন, জেহাদের প্রয়োজনীয় বস্তু ইত্যাদি ওয়াক্‌ফ করিলে তাহা শুদ্ধ হইবে (ঐ)।

মৃত্যুকালে অছিয়্যত করায় সাক্ষী রাখা

১২৭৭। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তামীম-দারী ও আদি ইবনে বাদ্দা নামক (খৃষ্টান) দুই ব্যক্তি সিরিয়া দেশে বাণিজ্য করিতে গেল। তাহাদের সঙ্গে বোদায়েল সাহ্‌মী নামক তৃতীয় এক মোসলমান ব্যক্তিও বাণিজ্য করিতে গেলেন। তথায় পৌঁছিয়া মোসলমান ব্যক্তি অন্তিম রোগে আক্রান্ত হইলেন। তখন সিরিয়া দেশে মোসলমানের বসবাস ছিল না এবং তাঁহার সঙ্গীদ্বয়ও অমোসলেম ছিল। (অগত্যা মোসলমান ব্যক্তির মৃত্যুকালে যাহা কিছু অছিয়্যত করার ছিল তাহা অমোসলেম সঙ্গীদ্বয়ের সম্মুখেই করিয়া যাইতে হইল এবং তিনি তাহার সমস্ত মাল তাহার উত্তরাধিকারিগণের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়ার দায়িত্বও সঙ্গীদ্বয়ের উপরই ন্যস্ত করিয়া গেলেন। অতঃপর তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। তাঁহার মাল সমূহের মধ্যে প্রধানতম বস্তু ছিল

একটি স্বর্ণ খচিত রৌপ্য নির্ম্মিত পেয়ালা। সঙ্গীদ্বয় ঐ পেয়ালাটি গোপনে এক সহস্র রৌপ্য-মুদ্রায় বিক্রি করিয়া দিল এবং উভয়ে ঐ এক সহস্র মুদ্রা বণ্টন করিয়া নিল। অন্যান্য) সমুদয় মাল তাহারা দেশে ফিরিয়া মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিগণের নিকট পৌঁছাইয়া দিল। (মৃত ব্যক্তি স্বীয় সমুদয় মালের হিসাব ও বিবরণ লিখিত একটি কাগজ সঙ্গীদ্বয়ের অগোচরে স্বীয় মাল-ছামানের ভিতরে রাখিয়া দিয়াছিল। ঐ কাগজখানা উত্তরাধিকারিগণের হস্তগত হইলে) তাহারা পেয়ালার বিষয় অবগত হইয়া অছিয়্যতকারীর সঙ্গীদ্বয়কে সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। (সঙ্গীদ্বয় ঐ পেয়ালার বিষয় কিছু অবগত নহে বলিয়া মিথ্যা উক্তি করিল।) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ঘটনা উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে তিনি কসম খাইবার আদেশ করিলেন তবুও তাহারা সত্য বিষয় স্বীকার করিল না; মিথ্যা উক্তির উপরই তাহারা কসম খাইয়া রেহায়ী পাইল। অতঃপর সেই রৌপ্য নির্ম্মিত পেয়ালাটি মক্কার বাজারে বিক্রি হইতে দেখা গেল।

মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ পেয়ালার বিক্রেতাগণকে জিজ্ঞাসা করিল তোমরা ইহা কোথা হইতে পাইলে? তাহারা বলিল, তামীম-দারী ও আদী-ইবনে বাদ্দার নিকট হইতে ইহা আমরা ক্রয় করিয়া লইয়াছি। (অতঃপর উক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে তাহারা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা এবার বলিল যে, আমরা মৃত ব্যক্তির নিকট হইতে উহা ক্রয় করিয়া লইয়াছিলাম। এই ঘটনা দ্বিতীয়বার রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত করা হইল।) এতদসম্পর্কে কোরআন শরীফের আয়াত নাযেল হইল; যাহার মর্ম্ম এই ছিল যে, মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণের মধ্য হইতে দুই ব্যক্তি কসম খাইবে।

তদানুসারে মৃত্যু ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণের মধ্য হইতে দুই ব্যক্তি কসম খাইয়া বলিল, প্রথমে বিবাদী পক্ষ যেই কসম খাইয়াছিল (যে, পেয়ালা সম্পর্কে আমরা কিছু জ্ঞাত নহি সেই কসমের বিপরীত প্রমাণ পাওয়া যাওয়ায়) আমরা শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তাহাদের সেই কসম সঠিক ছিল না এবং (তাহাদের ক্রয় করার দাবীর উপর কোন প্রমাণ না থাকায়) আমাদের এই কসম অগ্রগণ্য যে, ঐ পেয়ালা আমাদের আত্মীয় মৃত ব্যক্তিরই সত্ব।

(অতঃপর মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিগণের কসমকেই অগ্রগণ্য করা হইল এবং তাহাদের পক্ষেই রায় প্রদান পূর্ব্বক পেয়ালা তাহাদিগকে দেওয়া হইল।)

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

জেহাদ

"জেহাদ" বলিতে সাধারণতঃ আমরা অস্ত্র ধারণ— যুদ্ধ লড়াই বুঝিয়া থাকি। বস্তুতঃ উহার অর্থ তদপেক্ষা অতিশয় ব্যাপক। "জেহাদ" একটি আরবী শব্দ, "জাহ্‌দ" ধাতু হইতে নির্গত। "জাহ্‌দ" অর্থ দুঃখ যাতনা ভোগ, তাই "জেহাদ" শব্দের মূল অর্থ (উদ্দেশ্য সাধনে) কষ্ট-ক্লেশ, দুঃখ-যাতনা ভোগ করতঃ আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া যাওয়া। ইহা একটি ব্যাপক ক্রিয়া পদ। ইহা অনুষ্ঠিত হওয়ার বিভিন্ন সূত্র ও ক্ষেত্র আছে। সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বশেষ ক্ষেত্র হইল অস্ত্র ধারণ বা যুদ্ধ ও লড়াই, যাহাতে দুঃখ-কষ্টের সীমা থাকে না; এমন কি প্রাণ যাওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং ঘটনাক্রমে বা আবশ্যক বোধে প্রাণ উৎসর্গ করিতে হয়। এই অর্থটির জন্য আরবী ভাষায় বিশেষ শব্দ রহিয়াছে "ক্বেতাল"।

বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার প্রভুত্বের বাস্তব ও খাঁটি বিকাশন তথা আল্লার দ্বীন,—দ্বীন ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি, বরং উহার এবং বিশ্ব-স্রষ্টা কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত উহার সর্ব্বময় অনুশাসন সমূহ প্রবর্ত্তনের জন্য সারা বিশ্বকে বাঁধামুক্ত নিরাপদ ক্ষেত্ররূপে তৈরী করার কর্ত্তব্য পালনে আপ্রাণ চেষ্টা ও সাধনা চালাইয়া যাওয়ার প্রতিটি সূত্র ও ক্রিয়া জেহাদের অন্তর্ভুক্ত এবং এই ব্যাপক অর্থেই জেহাদ মোসলমানদের উপর ফরজ।

যুদ্ধ-লড়াই বা অস্ত্রধারণ জেহাদের একটি অন্যতম বিশিষ্ট বিভাগ, এমন কি সাধারণের ভাষায় জেহাদ শব্দ এই অর্থকেই বুঝায় এবং বিশেষরূপে এই বিভাগটি ফরজ প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে কোরআন শরীফের বহু আয়াতে এই অর্থের জন্য আরবী ভাষার বিশেষ শব্দ "قتال—ক্বেতাল" শব্দের মাধ্যমে নির্দ্দেশ দান করা হইয়াছে। অতএব "জেহাদ" উহার মূল ব্যাপক অর্থেও ফরজ এবং বিশেষরূপে অস্ত্রধারণ অর্থেও ফরজ। যাহারা জেহাদকে শুধু অস্ত্রধারণ অর্থে ফরজ মনে করিয়া থাকেন তাঁহারা যেরূপ ভুল করিতেছেন তদ্রূপ যাহারা অস্ত্রধারণকে জেহাদের অন্তর্ভুক্ত না মানিয়া শুধু অন্যান্য রকমের চেষ্টা তদ্বিরকেই জেহাদের উদ্দেশ্য রূপে নির্দ্ধারণ করিতেছেন তাহারাও বিজাতীয় প্রভাব-প্রসূত মারাত্মক ভুলে পতিত আছেন।

জেহাদ অস্ত্রধারণ অর্থেও ফরজ হওয়ার প্রমাণে কোরআন শরীফের বহু আয়াত এবং অনেক অনেক হাদীছ বিদ্যমান আছে যথা—

[১] وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ -

অর্থ—অমোসলেম কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ—যুদ্ধ-লড়াই চালাইতে থাক যাবৎ দ্বীন-ইসলাম ও উহার বিধান প্রবর্ত্তনে বাঁধা-বিঘ্ন সৃষ্টিকারক শক্তি ও ক্ষমতা বিলুপ্ত ও অপসারিত না হয় এবং একমাত্র আল্লার দ্বীনের প্রধান্য প্রতিষ্ঠিত না হয়। (৯ পাঃ শেষ এবং ২য় পারা আট রুকুতেও অনুরূপ আয়াত আছে।)

[২] وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -

অর্থ—আল্লার রাস্তায় যুদ্ধ কর এবং জানিয়া রাখিও, আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন ও জানেন। (মুখের কথা, হাত-পায়ের কার্য্যধারা ও অন্তরের নিয়্যত খালেছরূপে আল্লার দ্বীনের জন্য না হইলে তাহা জেহাদ গণ্য হইবে না।)

[৩] فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ

وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

অর্থ—(কাফেররা) যাহারা আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের পরিবর্ত্তে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনকেই যথা সর্ব্বস্ব মনে করিয়া উহাকেই অবলম্বন করিয়া (আখেরাতের জীবনের জন্য সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই) তাহাদের বিরুদ্ধে আল্লার রাস্তায় যুদ্ধ কর। আল্লার রাস্তায় জেহাদ করিতে যাহারা শহীদ হইবে বা জয়ী হইবে অচিরেই তাহাদিগকে অতি বড় পুরস্কার দান করিব। (৫ পাঃ ৭ রুঃ)

[৪] فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ

وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ......

অর্থ—(পূর্ব্বকাল হইতে ইসলামের প্রাথমিক যুগ পর্য্যন্ত শরীয়তের বিধান মতে চাঁদের হিসাবে বৎসরে চারিটি বিশিষ্ট মাসে—জিল্‌কদ, জিল্‌হজ্জ, মোহাররাম ও রজব এই চার মাসে এবং চুক্তি করিয়া থাকিলে চুক্তির সময়

শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন প্রকার যুদ্ধ জেহাদ করা নিষিদ্ধ ছিল। ঐ মাস কয়টিকে সম্মানিত মাস বলা হইত ; সেই) বিশিষ্ট মাস কয়টি এবং চুক্তি হইয়া থাকিলে চুক্তির সময়টি অতিবাহিত হইয়া যাওয়ার পর (হরবী তথা দ্বীন-ইসলামের প্রাধান্যের অস্বীকারকারী বিদ্রোহী) মোশরেকদেরকে যথা পাও বধ কর, তাহাদিগকে বন্দী করিয়া আন। (আবশ্যক বোধে) তাহাদের বস্তি ঘেরাও করিয়া আবদ্ধ রাখ এবং তাহাদের দমন উদ্দেশ্যে প্রতিটি সুযোগস্থলে ঘাটি স্থাপন করতঃ ওৎ পাতিয়া থাক। অতঃপর তাহারা যদি ইসলাম-দ্রোহিতা ত্যাগ করতঃ ইদলামের বিশিষ্ট ফরজ—নামায, যাকাৎ অবলম্বন করে তবে তাহাদিগকে রেহাই দান কর। (১০ পাঃ ৭ রুঃ)

[৫] قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ -

অর্থ—যে সমস্ত কিতাবধারী কাফের (ইহুদ ও নাছারা) আল্লার উপর ও পরকালের উপর (সঠিকরূপে) ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও আল্লার রসুল কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হারাম সমূহ বর্জ্জন করে না এবং সত্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে না তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাও যাবৎ তাহারা ইসলামী রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করতঃ রাষ্ট্রীয় ট্যাক্স-দান স্বীকার না করে। (১০ পাঃ ১০ রুঃ)

[৬] يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ......

অর্থ :—হে নবী! কাফের এবং মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ চালাইয়া যান এবং তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোরতা প্রদর্শন করুন। তাহাদের ঠিকানা জাহান্নাম হইবে। (১০ পাঃ ১৬ রুঃ ও ২৮ পাঃ ছুরা তাহ্‌রীম)

[৭] يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ......

অর্থ—হে মোসলমান জাতি! তোমরা (প্রথমে) স্বীয় সীমান্ত সংলগ্ন কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাও এবং তাহারা যেন তোমাদের মধ্যে তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোরতা দেখিতে পায়। (১১ পাঃ ৫ রুঃ)

[৮] اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ......

অর্থ —তোমাদের মনে চাউক বা না-চাউক, অল্প এবং অধিক (যাহা সাধ্যে জুটে) সমর সাজে সজ্জিত হইয়া ছুটিয়া চল এবং স্বীয় জান-মাল উৎসর্গ করিয়া আল্লার রাস্তায় জেহাদ কর।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—এই শ্রেণীর আয়াত সমূহের মর্ম্ম দৃষ্টে কোন কোন মানুষের মন ইসলামের প্রতি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, বিবেক বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে যে, ইসলাম শান্তির ধর্ম্ম ; ইসলামে লড়াই-ঝগড়া, মারামারি, রক্তারক্তির অবকাশ থাকিবে কেন—উহা ফরজ তথা ইসলামের অপরিহার্য্য বিধান কেন হইবে ?

এইরূপ শান্তির ধ্বজাধারীদের বুঝা উচিৎ যে, ইসলাম বলিষ্ঠ ধর্ম্ম, স্বভাবের পটভূমিতে উহার প্রতিষ্ঠা। স্বভাবে যাহা আছে ইসলামেও তাহা আছে। সংগ্রামের প্রয়োজন ক্ষেত্রে সংগ্রাম করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। জালিমকে বাধা দাও মজলুমকে রক্ষা কর, সত্য ও আদর্শের জন্য, তরবারি ধর—প্রয়োজন হইলে মর—ইহাই স্বভাব, ইহাই ইসলামে রহিয়াছে। ইসলামে তরবারির স্থান রাখা হইয়াছে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য, অন্যায়ের যথাযোগ্য প্রতিকারের জন্য, আদর্শ বিস্তারের জন্য, আদর্শহীনতা প্রতিরোধের জন্য।

সত্যের সহিত শক্তি—এই দুই এর সমন্বয় ও মিলন কতইনা সুন্দর! শক্তি ছাড়া সত্য দাঁড়াইতে পারে না, আবার সত্যহীন শক্তি জুলুমে পরিণত হয়। উভয়ের সমন্বয়েই আসে মঙ্গল ও কল্যাণ। সত্যের দ্বারা শক্তি সুনিয়ন্ত্রিত হয় এবং শক্তির সাহায্যে সত্য উন্নত শিরে অগ্রসর হওয়ার প্রয়াস পায়। শক্তি সত্যাশ্রয়ী না হইলে সেই শক্তি ঘটায় দুর্গতি ও অকল্যাণ, আবার সত্য শক্তির সাহায্য না পাইলে সেই সত্য টানিয়া আনে ভীরুতা।

তলোয়ারের জোরে ইসলাম বিস্তার বা বলপ্রয়োগে মোসলমান করা ইসলাম-অনুমোদিত নয়, তদ্রূপ কাপুরুষের ন্যায় ভীরু হৃদয়ের শুধু মিনতিও ইসলামে নাই।

সত্য ও শক্তি, দ্বীন ও দুনিয়া এই দুই-এর চমৎকার মিলনই ইসলামের বৈশিষ্ট্য। ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা হইতে নিরাপদে থাকিবার জন্য সন্ন্যাসী সাজিয়া বনে যাইব এই রীতি ইসলামে নাই, তদ্রূপ ইসলাম শুধু কাকুতি-মিনতির উপর নির্ভরশীল এবং শত্রুদের দয়ার ভিক্ষারী হইয়া থাকিবে—ইহাতেও ইসলাম রাজী নহে। ইহাই অর্থ এই প্রবাদের "এক হাতে কোরআন অপর হাতে তলোয়ার"।

কোরআন তথা সত্যের আলো দেখাইবে পথ, বাঁচাইবে সকল মিথ্যা ও ভ্রান্তি হইতে ; সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার যোগাইবে সকল বাধা-বিঘ্নকে জয় করিবার শক্তি, সামর্থ্য এবং সৎসাহস ও বলিষ্ঠ মনোবল।

মক্কার জীবনে রসুলুল্লাহ (দঃ) শক্তি ও তলোয়ার ছাড়া সত্যকে দাঁড় করাইবার কতইনা চেষ্টা করিয়াছিলেন—এক গালে চড় খাইলে প্রতিশোধের পরিবর্ত্তে অপর গাল ফিরাইয়া দিয়াও সত্য এবং আদর্শ প্রতিষ্ঠার কামনা ও বাসনা করিয়াছিলেন ; দীর্ঘ ১৩ বৎসর এই নীতিতে চলিয়াছিলেন, কিন্তু সত্য ও আদর্শকে মক্কায় প্রতিষ্ঠিত করা দূরের কথা রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং তাঁহার ভক্তগণ তথায় টিকিয়াও থাকিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে মদীনায় আসিয়া হযরত (দঃ) সত্যকে তরবারির আশ্রয় দিয়াছেন সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য শক্তির সাহায্য যোগাইয়াছেন ; ফলে সেই ১৩ বৎসর সময়েই মক্কা সহ সমগ্র আরবে সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সিরিয়ায় পর্য্যন্ত সত্যের পতাকা উড্ডিন হইতে পারিয়াছিল ; পরবর্ত্তী দশকেত সত্য তথা ইসলাম বিশ্ববিজয়ীর মর্য্যাদা পাইয়াছিল। কোরআন ও তলোয়ার, সত্য ও শক্তি এই দুই-এর মিলনের স্বাভাবিক স্বর্ণফলই ইহা।

সত্যকে তরবারীর সাহায্য ও শক্তির আশ্রয় দানের সুযোগ উদ্দেশ্যেই ছিল হিজরতের প্রয়োজন। তাই হিজরতের অর্থ পলায়ন বা আত্মগোপন নহে সাধনায় সাফল্যের সুযোগ সন্ধান লাভ মাত্র।

মক্কায় নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নীতি ইসলামের স্থায়ী নীতি নহে ; বিপক্ষকে সত্য বুঝিবার অবকাশ দান মাত্র বা প্রয়োজন বোধে সুযোগের প্রতিক্ষায় সাময়িকভাবে অত্যাচার সহিয়া যাওয়া মাত্র। তদ্রূপ হিজরতও প্রয়োজন ক্ষেত্রে নিরাপদ স্থানে গিয়া উদ্দেশ্য সাধনের নূতন পথ খোঁজার কৌশল মাত্র।

জেহাদের যৌক্তিকতা :

কোরআন শরীফ আল্লাহ তায়ালা কর্ত্তৃক প্রেরিত, ইহার প্রমাণ কোরআন শরীফেরই বহু স্থানে এমন পদ্ধতিতে উল্লেখিত রহিয়াছে যাহা সাধারণ ও স্বাভাবিকরূপেই ঐ বিষয়টি প্রমাণিত করার জন্য যথেষ্ট। স্বপক্ষের বা বিপক্ষের যে কোন ব্যক্তি কেয়ামত পর্য্যন্ত ঐ পদ্ধতি অনুসারে কোরআন আল্লাহ তায়ালা কর্ত্তৃক প্রেরিত হওয়া সপ্রমাণিত দেখিয়া লইতে পারে।

সেই কোরআনের দ্বারাই স্পষ্টাক্ষরে প্রমাণিত রহিয়াছে যে, দুনিয়ার স্থায়িত্বের শেষ সীমা—মহাপ্রলয় তথা কেয়ামত পর্য্যন্ত বিশ্ব মানবের জন্য সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্দ্ধারিত ও স্থিরকৃতরূপে মনোনীত দ্বীন ও ধর্ম্ম একমাত্র দ্বীন-ইসলাম। তাই ভূ-পৃষ্ঠে অন্যান্য ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে দ্বীন-ইসলামও শুধু বাঁচিয়া থাকিবে—তাহা কাম্য নহে, বরং সর্ব্বপ্রকার বাধা বিপত্তি ও অন্তরায় মুক্তরূপে সম্ভাব্য সকল প্রকার আপদ-বিপদ, বাধা-বিঘ্নের উর্দ্ধে থাকিয়া বিশ্বের প্রতি কোণে কোণে আল্লার দ্বীন—দ্বীন ইসলাম প্রবল দ্বীনরূপে বিরাজমান থাকিবে, সারা বিশ্বে ইসলামের প্রাধান্য স্থাপিত হইবে ইহাই হইল দ্বীন ইসলাম সৃষ্টিকর্ত্তা কর্তৃক মনোনীত দ্বীন হওয়ার বাস্তব প্রতিক্রিয়া ও মূল তাৎপর্য্য।

অতঃপর লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, দ্বীন-ইসলাম শুধুমাত্র গুটি কয়েক এবাদত-বন্দেগী, উপাসনা-প্রার্থনা, তপ-যপ জাতীয় কার্য্য ও অনুষ্ঠানাদির সমষ্টির নাম নহে, তথা সন্নাস ও বৈরাগ্য ধরণের ধর্ম্ম দ্বীন-ইসলাম নহে, বরং ব্যক্তিগত, সমাজগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি মানব জীবনের প্রতিটি স্তর ও পদক্ষেপকেই দ্বীন-ইসলাম নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। দ্বীন-ইসলামের মধ্যে এবাদত বন্দেগীর সঙ্গে সঙ্গে সতন্ত্র সমাজ ব্যবস্থা, অর্থ ব্যবস্থা এবং শাসন ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা কর্ত্তৃক প্রদত্ত উহার বিশেষ শাসনতন্ত্র রহিয়াছে যাহাকে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট বিশ্বে চালু করিতে হইবে।

অতএব দ্বীন-ইসলামের বাস্তব প্রাবল্য ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা এবং অন্তরায় মুক্তরূপে উহা কার্য্যকরী হওয়ার জন্য দারুল ইসলাম—ইসলামী ষ্টেট তথা ইসলামের সমুদয় অনুশাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ার অন্তরায়হীন—বাধামুক্ত ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। দ্বীন-ইসলাম বা আল্লার দ্বীন যেরূপ বিশ্বের কোণে কোণে প্রবল দ্বীনরূপে বিরাজমান থাকা আবশ্যক তদ্রূপ বিশ্বের কোণে কোণে দারুল-ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়াও আবশ্যক এবং কাফের হরবী তথা ইসলামের আধিপত্যের বিদ্রোহী শত্রুকে শায়েস্তা করাও আবশ্যক; যাহাতে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট মানবের কোন ব্যক্তি বা দল ইসলামের ছায়াতলে আসিতে এবং ইসলাম তথা সৃষ্টিকর্ত্তা কর্ত্তৃক মনোনীত জীবন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধাপ্রাপ্ত না হয়।

আল্লাহ তায়ালা পূর্ব্ব বর্ণিত[১]আয়াতে এই সবের স্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন—

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ -

জেহাদের উদ্দেশ্যে :

উল্লিখিত বিবরণে সমূহে স্পষ্টতই বুঝা গিয়াছে যে, অমোসলেমদিগকে তরবারি দ্বারা ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা জেহাদের উদ্দেশ্য নহে। ইহজগত পরীক্ষারস্থল; ইসলাম গ্রহণকে প্রত্যেকের ইচ্ছাধীন রাখিলেই পরীক্ষা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

জেহাদের উদ্দেশ্য, বিশ্ব স্রষ্টার মনোনীত দ্বীন—দ্বীন-ইসলামের জন্য সারা বিশ্বকে বাধামুক্ত এবং অন্তরায়হীন ময়দানরূপে গড়িয়া তোলা। তরবারির জোরে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যে জেহাদের উদ্দেশ্য নহে তাহার চাক্ষুস প্রমাণ এই যে,: কোন দেশ বা কোন এলাকার লোকগণ যদি দ্বীন-ইসলামের তথা ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিয়া দেশরক্ষা ও শাসন পরিচালনার ব্যয়ভার তথা রাষ্ট্রীয় ট্যাক্স বহন করে, তবে তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয় না। তাহাদের ধর্ম্ম মতের সহিত তাহাদেরে নাগরিকত্ব দান পূর্ব্বক তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান কর্ত্তব্য ও ফরজ হইয়া দাঁড়ায়।

কোন কাফেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হইবে না বটে, কিন্তু কাফের তথা আল্লাহ তায়ালার মনোনীত দ্বীন ও জীবন ব্যবস্থার অবাধ্য ব্যক্তিবর্গকে ইসলাম ও উহার বিধান সমূহ প্রবর্ত্তনে বাধা দেওয়ার ক্ষমতায় ক্ষমতাবান অবস্থায় থাকিতে দেওয়া হইবে না। নতুবা সারা বিশ্বে ইসলাম প্রবর্ত্তনে বাঁধা-বিঘ্ন সৃষ্টির সম্ভাবনা ও আশঙ্কা থাকিয়া যাইবে। সেই আশঙ্কা দূরীভূত করার জন্যই জেহাদের প্রবর্ত্তন হইয়াছে; যেমন—সাপ, কাহাকেও দংশন না করিয়া গর্ত্তের ভিতর থাকিলেও উহাকে নিধন করায় সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তবই বটে। সেই জন্যই শুধু আশঙ্কার স্থল—কাফের হরবী তথা ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত নয় এমন কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদের নির্দ্দেশ দান করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে যে সমস্ত কাফের—অমোসলেম ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিয়া নিয়াছে তাহাদের ক্ষমতা না থাকায় আশঙ্কাও নাই, তাই তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদও হইবে না।

জেহাদ সম্পর্কে সন্দেহ ভঞ্জন :

জেহাদ বলিতে যেহেতু অস্ত্রধারণ ও বল প্রয়োগ বুঝায়, তাই ইসলামের ন্যায় শান্তিপ্রিয় ও ন্যায়পরায়ন ধর্ম্মে জেহাদের নির্দ্দেশকে শোভণীয়রূপে গ্রহণ না করার আশঙ্কায় লিখক এক শ্রেণীর নূতন পথ আবিষ্কার করিয়াছেন যে, শরীয়তের ফরজ একমাত্র আত্মরক্ষামূলক জেহাদ। ইসলামে আক্রমনাত্মক জেহাদের স্থান নাই।

তাহাদের আবিষ্কৃত এই অভিনব পন্থা নিতান্ত ভুল। জেহাদ ফরজ হওয়ার প্রমাণে কোরআন শরীফের যে সমস্ত আয়াত উদ্ধৃত হইয়াছে ঐ আয়াতসমূহ এবং উহা ব্যতীত আরও বহু প্রমাণে প্রমাণিত আছে যে, জেহাদ ফরজ হওয়া কোন বিশেষ অবস্থাধীন নহে। যাহারা জেহাদকে শুধু আত্মরক্ষামূলক অবস্থায় সীমাবদ্ধ বলিয়া মন্তব্য করেন বস্তুতঃ তাঁহারা Inferiority Complex-এর বশীভূত হইয়া বা অপরের প্রশ্নাবলীর আশঙ্কার প্রভাবে কোরআন-হাদীছের দ্বারা প্রকাশ্যরূপে প্রমাণিত ফরজকে বাদ দেওয়ার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। ইহার অর্থ শরীয়তের বিধানে হস্তক্ষেপ করা, কিন্তু সোজাসুজি নয়; ঘুরাইয়া ফিরাইয়া। একদিকে শত্রুদের কটাক্ষপাতের ভয়, অপর দিকে স্বজাতি মুসলমানদের ভয়। এই দুই ভয়ে পড়িয়া তাঁহারা জেহাদকে একেবারে বাদ দিতে পারেন নাই, শুধু আত্মরক্ষামূলক অবস্থার গণ্ডির ভিতর সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন।

"আক্রমণ" শব্দটি সাধারণ্যে একপ্রকার ঘৃণিত ও কলুষময় অর্থের ধারণা সৃষ্টি করিয়া থাকে। তাই তাঁহারা ইসলামের আদর্শ ও বিধানকে সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টিতে কলুষমুক্ত করার অভিপ্রায়ে জেহাদকে আত্মরক্ষামূলক পর্য্যায়ে সীমাবদ্ধ বলিয়া দাবী করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলামের প্রতি তাহাদের এই পন্থার হামদর্দি ঐ বৃদ্ধার হামদর্দির ন্যায়—যেই বৃদ্ধা বাদশার পোষিত একটি বাজকে হাতে পাইয়া উহার প্রতি দয়া পরবশ হইয়া উহার লম্বা নখগুলি এবং বাঁকা ঠোঁটটি কাটিয়া দিয়াছিল। সেই বৃদ্ধা নিজ জ্ঞানে ঐ বাজের প্রতি সহানুভূতিই প্রদর্শন করিয়াছিল, কিন্তু বাস্তবে সে উহাকে একেবারে পঙ্গু করিয়া দিয়াছিল।

পূর্ব্বোল্লিখিত জেহাদের মূল উদ্দেশ্য ও জেহাদ ফরজ হওয়ার মূল কারণ ও তাৎপর্য্য যাহা কোরআন ও হাদীছের দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত আছে, উহার প্রতি দৃষ্টি করিলেই প্রতীয়মান হয় যে, জেহাদ ফি-ছাবি-লিল্লাহ আক্রমণ ও আত্মরক্ষা উভয় উদ্দেশ্য হইতেই সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। জেহাদ ফি-ছাবি-লিল্লাহ একটি বিশেষ সংস্কারমূলক ব্যবস্থা। সংস্কারমূলক ব্যবস্থা কখনও আক্রমণ ও আত্মরক্ষায় বিভক্ত হয় না। ডাক্তারগণ রোগীর শরীরে অস্ত্রোপচার দ্বারা দূষিত রক্ত বাহির করিয়া দূষিত অংশকে কাটিয়া ফেলিয়া রোগীর দেহের সংস্কার সাধন করিয়া থাকেন; তদ্রূপ আল্লাদ্রোহী আল্লার দ্বীনের প্রাধান্য স্থাপনের অন্তরায়—কাফের-হরবীগণ সৃষ্ট বিশ্বদেহে বদ-রক্ত ও পচা অংশ। অস্ত্রোপচার দ্বারা বিশ্ব দেহের সংস্কার সাধন অত্যাবশ্যক। শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী দস্যু দলকে

শায়েস্তা করার জন্য অভিযান চালান হয়, তদ্রূপ আল্লাহদ্রোহী কাফের-হরবীগণ আল্লার সৃষ্ট ভূপৃষ্ঠে দস্যুদল স্বরূপ ; তাহাদিগকে শায়েস্তা করার জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে। এইসব ক্ষেত্রের ব্যবস্থাসমূহ যেরূপ সংস্কারমূলক এবং এস্থলে আত্মরক্ষামূলক বা আক্রমণাত্মক হওয়ার প্রশ্ন আসে না বরং সর্ব্বাবস্থায়ই উহা সংস্কারমূলক এবং সমর্থনীয় ও প্রশংসণীয় ; তদ্রূপ জেহাদ-ফি-ছাবিলিল্লাহও সম্পূর্ণরূপে সংস্কারমুলক ; উহা সর্ব্বাবস্থায়ই সমর্থনীয় ও প্রশংসণীয়।

যাঁহারা আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক রূপের শ্রেণী বিভক্ত করিয়া জেহাদের বিধানকে দোষমুক্ত ও কলুষমুক্ত করিতে চাহিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহারা জেহাদকে ঐরূপ সংগ্রাম মনে করিয়াছেন যেরূপ কেহ স্বীয় স্বার্থ উদ্ধার ইত্যাদি উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করিয়া থাকে ; ইহা নিছক ভুল। মোসলমানগণও যদি নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বা শুধু রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে তবে উহাকে জেহাদ বলা হইবে না। ইসলামের বিধানকর্ত্তা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) স্পষ্ট ভাষায় এই বিষয়টি ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন।

جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ فَقَالَ اَلرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانُهُ فَمَنْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অর্থ—একজন লোক নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! কেহ যুদ্ধ করে মাল ও দৌলত হাছেল করার জন্য, কেহ যুদ্ধ করে খ্যাতি লাভের জন্য, কেহ যুদ্ধ করে তাহার বীরত্ব দেখাইবার জন্য, এর মধ্যে জেহাদ ফি-ছাবি-লিল্লাহ কোনটি? নবী (দঃ) বলিলেন, শুধু সেই ব্যক্তির যুদ্ধ জেহাদ ফি-ছাবি-লিল্লাহ গণ্য হইবে যাহার নিয়ত অন্য কিছু নহে —"শুধু আল্লার দ্বীনের প্রধান্য দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করা। (তাছাড়া রাজত্ব বিস্তার, নিজস্ব প্রভাব বিস্তার, ধন দৌলত সংগ্রহ, মার্কেট প্রতিষ্ঠা, প্রতিশোধ গ্রহণ, নিজের প্রাধান্য স্থাপন, নাম করা, যশ করা ইত্যাদি কিছুই তাহার উদ্দেশ্য নহে। একমাত্র আল্লার সৃষ্ট সব মানুষ আল্লার আইনকে মানিয়া নিজেদের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করিবে—শুধু ইহাই যে যুদ্ধের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য শুধু সেই

যুদ্ধকে জেহাদ পর্য্যায়ভুক্ত করা হইবে অন্য যুদ্ধকে জেহাদ বলাও যাইবে না বা আল্লার নিকট তাহা গ্রহণযোগ্য বা ছওয়াবের উপযুক্তও হইবে না।)

জেহাদের অনুমতিদানে সর্ব্বপ্রথম কোরআন শরীফের যেই আয়াত নাযেল হইয়াছে উহাতেও এই বিষয়টির উল্লেখ আছে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

الَّذِينَ إِنْ مَّكَّنَّهُمْ فِى الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ

وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ -

অর্থ—(মোসলমানগণকে জেহাদের অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে—) যেহেতু তাহারা ভূ-পৃষ্ঠে আধিপত্য ও শাসন ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে নামায কায়েম করিবে ; যাকাত প্রথা চালু করিবে, সকল প্রকার সৎকর্ম্ম ও সুশাসন জারী করিবে এবং সকল প্রকার কুকর্ম্মের ও জুলুম অত্যাচারের প্রতিরোধ করিবে। সর্ব্ব বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার হস্তে ন্যস্ত। (কাজেই তিনি তাঁহার সৃষ্ট মানুষের মধ্যে সংস্কারমূলক জেহাদের অনুমতি দিতে পারেন তাহাতে আপত্তি করার অন্য কোন কারণ নাই।) ১৭ পাঃ ১৩ রুঃ

সারকথা এই যে, বিশ্ব-স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা কর্ত্তৃক বিশ্ব-মানবের জন্য মনোনীত দ্বীন-ইসলামকে সারা বিশ্বে অন্তরায়হীন ও বাধামুক্ত করা সম্পর্কে সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালার নির্দ্দেশ পালনে সৈনিকরূপে কাজ করিয়া যাওয়াই হইল জেহাদের একমাত্র তাৎপর্য্য, তাই এস্থলে আক্রমণাত্মক বা আত্মরক্ষামূলক-এর প্রশ্নই অবান্তর। জেহাদ একমাত্র সংস্কারমূলক বই নহে।

শরীয়ত জারী হওয়ার তথা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানার বহু পরে—দীর্ঘ ১২০০ বার শত বৎসর পরেও যখন ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ মোজাহেদ সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (রঃ) স্বীয় খলিফা ও মুরিদগণের সহযোগিতায় বিদেশী বিজাতীয় দখল ও শাসন হইতে দেশকে ও জাতিকে মুক্ত করতঃ ইসলামী শাসন ও ইসলামী নেযাম জারী করিয়া মানুষের মঙ্গল সাধানের জন্য ভারতের বুকে শেষ জেহাদ পরিচালিত করিয়াছিলেন, তখন জেহাদের প্রতি লোকদিগকে আহ্বানের জন্য একটি কবিতা উর্দ্দু ভাষায় লিখিয়া প্রচার করা হইয়াছিল যাহা "রেছালা-জেহাদী" নামে অভিহিত। ইসলামী জেহাদের রূপ-রেখা নির্দ্ধারণে সেই কবিতার একটি পংতি উল্লেখ করিতেছি—

واسطے دین کے لڑنا نہ ہے طمع بلاد ۔

اہل اسلام اسے کہتے ہیں شرع میں جہاد ۔

দ্বীনের তরে লড়াই করা, রাজ্য লোভে নয়।

শোন মোমিন শরীয়তে একেই জেহাদ কয়।

ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানগণ কখনও দুনিয়ার ধন-দৌলত, রাজ্য-লাভ ইত্যাদি হীন স্বার্থে জেহাদ করেন নাই, শুধুমাত্র দ্বীন-ইসলাম তথা সৃষ্টিকর্ত্তা কর্ত্তৃক মনোনীত মানব জাতির কল্যাণ সাধনকারী জীবন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্য সংস্কারমূলক জেহাদই করিয়াছেন ; ইসলামে উহাকেই ফরজ করা হইয়াছে।

জেহাদ সম্পর্কে যে সব তথ্য এখানে প্রকাশ করা হইল ইহা প্রশ্নাবলী এড়াইবার নিমিত্ত বা ভাবাবেগ প্রসূত বা মুখের জোর ও লেখনীর বাড়াবাড়ি নহে, বরং এইসব বিবরণ বাস্তব তথ্য ও জেহাদের প্রকৃত রূপ—যাহা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ও তাঁহার অনুসারীগণ কার্য্য ক্ষেত্রে রূপায়িত করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। মোসলেম শরীফ দ্বিতীয় খণ্ড ৮২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত একখানা হাদীছ লক্ষ্যনীয়। হযরত রসূলুল্লাহ (দঃ) কোন সৈন্যবাহিনী কোথাও পরিচালিত করিলে সেই বাহিনীর অধিনায়ককে বিশেষরূপে কতিপয় বিষয়ের নির্দ্দেশ দান করিতেন—অধিনায়ককে বিশেষরূপে সম্বোধন করিয়া বলিতেন, (১) সর্ব্বদা অন্তরে আল্লার ভয় জাগ্রত রাখিবে। (২) সঙ্গীগণের প্রতিটি ব্যক্তির সুখ-শান্তির দিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে, প্রতিটি ব্যক্তির শুভাকাঙ্খী হইবে। (৩) অতঃপর আল্লার নামে আল্লার রাস্তায় জেহাদ আরম্ভ করিবে। (৪) আল্লাহ-বিদ্রোহী কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করিবে। (৫) জেহাদের ময়দানে যে ধন সম্পদ হস্তগত হইবে উহার কোন বস্তু আত্মসাৎ করিবে না। (৬) শত্রু পক্ষের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না। (৭) শত্রু পক্ষের কাহারও নাক-কান কাটিয়া অবমাননা করিবে না। (৮) শিশুকে, নারীকে বা দুনিয়ার সংস্রব বিহীন সাধু সন্যাসীকে হত্যা করিবে না। (৯) কাফের মোশরেক শত্রুদের প্রতি অস্ত্রধারণ করার পূর্ব্বে তাহাদিগকে তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করার সুযোগ প্রদান করিবে। প্রথমতঃ তাহাদিগকে দ্বীন-ইসলামের প্রতি আকুল আহ্বান জানাইবে, যদি তাহারা সেই আহ্বানে সাড়া দেয় তবে তাহাদের পক্ষে ইসলামকে গ্রহণীয় গণ্য করিবে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ ব্যবস্থাবলম্বন

করিবে না। যদি তাহারা ইসলামের প্রতি আহ্বানে সাড়াদানে অস্বীকৃত হয় তবে তাহাদিগকে "জিযিয়া" তথা ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত নাগরিকরূপে রাষ্ট্রীয় ট্যাক্স আদায়ের আদেশ করিবে। যদি সেই আদেশ মান্য করে তবে তাহাদের সেই আনুগত্য গ্রহণীয় গণ্য করিবে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থাবলম্বন পরিত্যাগ করিবে। যদি সেই আদেশের প্রতিও কর্ণপাত না করে তবে আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্য প্রার্থনা করতঃ তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিবে।

বোখারী শরীফের একটি হাদীছে উল্লেখ আছে, খায়বরের যুদ্ধে যাহা বর্ত্তমান যুগের ইসলাম বিরোধী, শরীয়তের কুৎসাকারীদের সঙ্কীর্ণ ভাষায় আক্রমণাত্মক যুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে—সেই যুদ্ধে আলী রাজিয়াল্লহু তায়ালা আনহু রণক্ষেত্রের সর্ব্বাধিনায়করূপে নিয়োজিত হইয়া রণক্ষেত্রে যাত্রার প্রাক্কালে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন, খায়বরবাসীদের বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াই চালাইয়া যাইব এবং তাহারা আমাদের ন্যায় মোমেন মোসলমান না হওয়া পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হইব না। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার ঐ মনোভাবে বাঁধা দান করিয়া বলিলেন, অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে কার্য্য চালাইবে। তাহাদের বস্তির নিকটবর্ত্তী অবতরণ করিয়া প্রথমতঃ তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি আকুল আহ্বান জানাইবে এবং তাহাদের কর্ত্তব্য জ্ঞাত করিবে। স্মরণ রাখিবে, তোমার দ্বারা একটি মাত্র ব্যক্তি আল্লার পথ প্রাপ্ত হইলে তাহা তোমার জন্য সারা দুনিয়ার সর্ব্বোত্তম সম্পদ হইতে অধিক সৌভাগ্যের কারণ হইবে।

এইসব শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইবে যে, জেহাদ বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে একটি নিছক সংস্কারমূলক ব্যবস্থা, একমাত্র সংস্কারের উদ্দেশ্যেই জেহাদের বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহারই ফলে এক আশ্চর্য্যজনক ইতিহাসের সৃষ্টি হইয়াছে যে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দীর্ঘ দশ বৎসর জীবন কালের মধ্যে ছোট-বড় প্রায় একশত ক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনী পরিচালিত হয়; তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যুদ্ধের সংখ্যাও প্রায় সাতাশটি ছিল। এইসব যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ইতিহাসে বিদ্যমান রহিয়াছে; এতগুলি যুদ্ধে শত্রু পক্ষীয় নিহতদের সংখ্যা মাত্র দুই শতের উর্দ্ধে নহে। আরও অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রত্যেক স্থানেই জেহাদের পর যুদ্ধোত্তরকাল অপেক্ষা অধিক নিরাপত্তা, শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান যুগের সভ্য জাতিগণ আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধেও লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ বাসিন্দাদের প্রাণ-বলি হইয়া থাকে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কচিকাঁচা শিশুর প্রাণও রক্ষা পায় না, দেশ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়, দুর্ভিক্ষের করালছায়া নামিয়া আসে, যুগ-যুগান্তর পর্য্যন্ত যুদ্ধের বিষময় পরিণাম বিভীষিকাপূর্ণ অবস্থা ঘরে ঘরে স্থায়ী-রূপে বিরাজমান দেখা যায়। এই শ্রেণীর সভ্যগণ জেহাদকে চক্ষের কাঁটারূপে দেখিবে এবং উহার প্রতি দোষারোপ করিবে তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে? বস্তুতঃ ইহা তাহাদের হিংসাত্মক কার্য্যের মাপকাঠিতে সংস্কারমূলক কার্য্যকে পরিমাপ করার পরিণতি।

জেহাদের ফজিলত

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে এই ঘোষণা জানাইয়াছেন—

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ـ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ـ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ

অর্থ—আল্লাহ তায়ালা বেহেশতের বিনিময়ে মোমেনগণের জান-মাল ক্রয়ের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছেন। (এবং বিক্রেতা কর্ত্তৃক ক্রয় বস্তু ক্রেতার নিকট সমর্পণের এই ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে,) তাহারা (স্বীয় জান-মাল উৎসর্গ করিয়া আল্লার দ্বীনদ্রোহীদের বিরুদ্ধে) আল্লার (দ্বীন প্রতিষ্ঠার) পথে সংগ্রাম করিয়া যাইবে; (নিজের সর্ব্বস্ব জান-মাল সেই সংগ্রামে নিয়োগ করিয়া দিলেই বিক্রিত বস্তু ক্রেতার হস্তে সমর্পন পরিগণিত হইবে।) অতঃপর তাঁহারা বিপক্ষকে হত্যা করুক বা নিজে শহীদ হউক; (উভয় অবস্থাতেই বিক্রিত বস্তু সমর্পনকারী গণ্য হইয়া উহার বিনিময় তথা বেহেশত লাভের অধিকারী হইয়া যাইবে এবং এই বিনিময় প্রদান সম্পর্কে ক্রেতা তথা) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার (বিদ্যমান রহিয়াছে—এই অঙ্গীকার আল্লাহ তায়ালা কর্ত্তৃক প্রেরিত) তৌরাৎ কিতাব ও ইঞ্জিল কিতাব এবং কোরআন শরীফে ব্যক্ত হইয়াছে। স্বীয় অঙ্গীকাররক্ষাকারী আল্লাহ তায়ালা অপেক্ষা অধিক আর কে হইতে পারে?

হে মোমেনগণ। আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে যেই ব্যবসা করার সুযোগ তোমরা পাইয়াছ সেই ব্যবসার সুসংবাদে তোমরা আনন্দিত হও (এবং অগ্রগামী হইয়া এই ব্যবসায় অবতীর্ণ হও) বস্তুতঃ ইহা অতি বড় সাফল্য। ১১ পাঃ ৩ রুঃ

১২৭৮। হাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

دُلَّنِىْ عَلٰى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ قَالَ لَا اَجِدُهٗ قَالَ هَلْ تَسْتَطِيْعُ اِذَا

خَرَجَ الْمُجَاهِدُ اَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُوْمَ وَلَا تَفْتُرَ وَتَصُوْمَ

وَلَا تُفْطِرَ قَالَ وَمَنْ يَّسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ ـ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اِنَّ فَرَسَ

الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ فِىْ طِوَلِهٖ فَيُكْتَبُ لَهٗ حَسَنَاتٍ ـ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল—আমাকে এমন কোন আমলের সন্ধান দিন যাহা জেহাদের সমতুল্য হয়। হযরত (দঃ) বলিলেন, এমন কোন আমল আমি পাইনা যাহা জেহাদের সমতুল্য হইতে পারে।

অতঃপর হযরত (দঃ) বলিলেন, মোজাহেদ (জেহাদে আত্মনিয়োগকারী) যখন হইতে জেহাদের জন্য যাত্রা করিল তখন হইতে (তাহার বাড়ী ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত) তুমি মসজিদে অবস্থান করিয়া সর্ব্বদা নামাযে লিপ্ত থাক, মুহূর্ত্তের জন্যও ক্ষান্ত না হও এবং রোযা রাখিতে থাক রোযা ভঙ্গ না কর—এইরূপ থাকিতে পার কি ? সে বলিল, এমন কে আছে যে এই কার্য্যে সক্ষম হইবে ?

আবু হোরায়রা (রাঃ) আরও বলিয়াছেন, মোজাহেদ ব্যক্তির ঘোড়া দড়িতে বাঁধা থাকাবস্থায় দৌড়া-দৌড়ি বা লাফা-লাফি করিয়া থাকে ইহাতেও মোজাহেদের জন্য ছওয়াব লেখা হয়।

ব্যাখ্যা—মোজাহেদ ব্যক্তির উঠা-বসা, চলা-ফেরা, আহার-নিদ্রা—প্রতিটি কার্য্য ও মুহূর্ত্ত ছওয়াবে পরিণত হইয়া থাকে, তাই সর্ব্বদার জন্য যে ব্যক্তি নামায রোযায় ব্রত হইতে পারে একমাত্র সে-ই মোজাহেদের সমকক্ষ গণ্য হইতে পারে।

কিন্তু তাহা সহজ সাধ্য নহে। কারণ নামাযে আত্মনিয়োগকারী আহার-নিদ্রা, মল মূত্র ত্যাগ ইত্যাদি নানা প্রকার অপরিহার্য্য লিপ্ততার দ্বারা নামায হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে এবং সেই মুহূর্ত্তগুলিতে সে ছওয়াব হইতে বঞ্চিত থাকিবে। পক্ষান্তরে মোজাহেদ ব্যক্তির ঐসব লিপ্ততা থাকে, কিন্তু সে নিজেকে জেহাদে উৎসর্গ করার পর হইতে তাহার সমস্ত কার্য্য ও প্রতিটি মুহূর্ত্ত ছওয়াবে পরিণত হইয়া যায়।

সর্ব্বস্ব লইয়া জেহাদে আত্মনিয়োগকারী সর্ব্বোত্তম

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ...

অর্থ—হে মোমেনগণ! আমি তোমাদিগকে একটি ব্যবসার সন্ধান দিব যে ব্যবসা তোমাদিগকে (পরকালের) ভীষণ কষ্টদায়ক আজাব হইতে পরিত্রাণ দান করিবে। (সেই ব্যবসা এই—) তোমরা আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের প্রতি ঈমানে দৃঢ় থাকিবে এবং আল্লার (দ্বীন প্রতিষ্ঠার) পথে স্বীয় জান-মাল দ্বারা জেহাদ—আপ্রাণ চেষ্টা ও সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে। যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে তবে নিশ্চয় উপলব্ধি করিতে পারিবে যে, ইহা তোমাদের জন্য মঙ্গলময় ও কল্যাণজনক। (এই কার্য্যের অছিলায়) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন এবং বেহেশতে প্রবেশাধিকার দান করিবেন যাহার মধ্যে আরাম-আয়াশের ব্যবস্থা স্বরূপ বাগ-বাগিচার মধ্যে ও অট্টালিকার সম্মুখে নদী-নালা প্রবাহিত থাকিবে এবং অনন্তকাল থাকিবার বেহেশতে মনোরম আবাসগৃহাদিতে স্থান দান করিবেন। ইহা অতি বড় সাফল্য। (২৮পাঃ ১০রুঃ)

১২৭৯। হাদীছঃ— عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَىُّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ قَالُوا ثُمَّ مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ فِى شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِى اللّٰهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ -

অর্থ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রাসুলাল্লাহ। কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বোত্তম? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তদুত্তরে বলিলেন, (সর্ব্বোত্তম) ঐ মোমেন ব্যক্তি যে স্বীয় জান-মাল লইয়া আল্লার (দ্বীন প্রতিষ্ঠার) পথে জেহাদে আত্মনিয়োগ করে। সকলেই জিজ্ঞাসা করিল, তারপর কোন্ ব্যক্তি উত্তম? হযরত (দঃ) বলিলেন, ঐ মোমেন ব্যক্তি যে (ধর্ম্মদ্রোহী পরিবেশ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য) পাহাড়ী এলাকার (ন্যায় কোন নির্জ্জন) স্থানে বসবাস অবলম্বন করে এবং তথায় খোদা-ভীরুতা ও খোদা-ভক্তির জিন্দেগী অতিবাহিত করিতে থাকে। সর্ব্বসাধারণের (উপকারের সম্পর্ক বজায় রাখিতে না পারিলেও তাহাদের) অপকার পরিহার করিয়া চলে।

১২৮০। হাদীছঃ— ان ابا هريرة رضى الله تعالى عنه قال سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُّجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِهٖ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ وَتَوَكَّلَ اللّٰهُ لِلْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِهٖ بِاَنْ يَّتَوَفَّاهُ اَنْ يُّدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ يَرْجِعَهٗ سَالِمًا مَعَ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি তিনি বলিয়াছেন, জেহাদ ফি-ছাবিলিল্লায় আত্মনিয়োগকারীর মর্ত্তবা এইরূপ যেমন কোন ব্যক্তি সদাসর্ব্বদা রোযা অবস্থায় থাকে এবং নামাযরত থাকে। অবশ্য কোন্ ব্যক্তির জেহাদ (খালেস নিয়তে খাঁটী ভাবে) আল্লার রাস্তায় হইয়া থাকে তাহা আল্লাহ তায়ালা ভালরূপেই জানেন।

আল্লার রাস্তায় জেহাদে আত্মনিয়োগকারী ব্যক্তির পক্ষে আল্লাহ তায়ালা জামিন হইয়া আছেন— শহীদ হওয়া অবস্থায় তাহাকে (বিনা হিসাবে ও বিনা কষ্টে) বেহেশতের অধিকারী করিবেন অথবা পূর্ণ ছওয়াব বা ধন-সম্পদ (ও ছওয়াব) প্রদান করতঃ ছালামতির সহিত প্রত্যাবর্ত্তনের সুযোগ দান করিবেন।

জেহাদের সুযোগ ও শাহাদৎ লাভের দোয়া করা

ওমর (রাঃ) এই দোয়া করিতে থাকিতেন, হে আল্লাহ! আমাকে পবিত্র মদিনায় শহিদী মৃত্যুর সুযোগ দান কর।

১২৮১। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ওবাদা ইবনে ছামেত (রাঃ) ছাহাবীর বাড়ী আসিয়া থাকিতেন, তাঁহার স্ত্রী উম্মে-হারাম (রাঃ) রসুলুল্লাহ (দঃ)কে পানাহার দ্বারা সমাদর করিতেন। একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) তথায় তশরীফ আনিলেন, উম্মে-হারাম (রাঃ) তাঁহাকে খাদ্যে আপ্যায়িত করিলেন এবং তাঁহার আরাম করার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন; তথায় তাঁহার নিদ্রা আসিয়া গেল। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) হাসিমুখে নিদ্রা হইতে উঠিলেন। উম্মে-হারাম (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনার হাসির কারণ কি! রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমার উম্মতের একটি দল আল্লার রাস্তায় জেহাদের পথে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ সন্তুষ্ট চিত্তে অতিক্রম করিয়া যাইবে উহার দৃশ্য আমাকে দেখান হইয়াছে। (জেহাদ ফি-ছাবিলিল্লায় আমার উম্মতের উৎসাহের দৃশ্য দেখিয়া আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি)।

এতচ্ছ্রবণে উম্মে-হারাম (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমার জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ তায়ালা যেন আমাকে ঐ দলভুক্ত করেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার জন্য দোয়া করিলেন। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) পুনঃ নিদ্রা গেলেন। পুনরায় হাসিমুখে নিদ্রা হইতে উঠিলেন এবং এইবারও তিনি ঐরূপ আর একটি দলের দৃশ্য দেখার কথা প্রকাশ করিলেন। এইবারও উম্মে-হারাম (রাঃ) ঐ দলভুক্ত হওয়ার দোয়া চাহিলেন; রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তুমি প্রথম দলের মধ্যে হইবে।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে। মোয়াবিয়া (রাঃ) ছাহাবীর শাসনকালে একটি সৈন্যদল জেহাদের উদ্দেশ্যে সর্ব্বপ্রথম সমুদ্র পথে যাত্রা করে। উম্মে-হারাম (রাঃ) স্বীয় স্বামী ওবাদাহ (রাঃ) ছাহাবীর সঙ্গে সেই দলে ছিলেন এবং সমুদ্র অতিক্রম করার পর হঠাৎ যানবাহন হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন।

জেহাদে আত্মনিয়োগকারীর মর্ত্তবা

১২৮২। হাদীছঃ—عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ

وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّدْخِلَهُ

الْجَنَّةَ جَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ جَلَسَ فِىْ اَرْضِهِ الَّتِىْ وُلِدَ فِيْهَا

فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا نُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ

مِائَةَ دَرَجَةٍ اَعَدَّهَا اللّٰهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا بَيْنَ

الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَاِذَا سَاَلْتُمُ اللّٰهَ فَاسْاَلُوْهُ

الْفِرْدَوْسَ فَاِنَّهُ اَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَاَعْلَى الْجَنَّةِ.....وَفَوْقَهُ عَرْشُ

الرَّحْمٰنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ اَنْهَارُ الْجَنَّةِ ـ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের উপর ঈমান আনিয়াছে, নামায পূর্ণরূপে আদায় করিয়াছে এবং রমজানের রোজা রাখিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাকে বেহেশতে দাখেল করিবেন। চাই সে জেহাদ ফি-ছাবি-লিল্লায় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকুক বা (জেহাদে অংশ গ্রহণ করার কোন সুযোগ না পাওয়ার দরুণ জেহাদ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া) স্বীয় জন্মভূমিতেই অবস্থান করিয়া থাকুক।

শ্রোতাগণ আরজ করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ। লোকদিগকে এই সুসংবাদ শুনাইয়া দিব? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, বেহেশতের মধ্যে (সাধারণ শ্রেণীর উর্দ্ধে) একশত শ্রেণী আল্লাহ তায়ালা জেহাদে অংশ গ্রহণকারীগণের জন্য তৈরী রাখিয়াছেন। যাহার পারস্পরিক ব্যবধান আসমান-জমিনের ব্যবধান সমতুল্য।

তোমরা যখন আল্লাহ তায়ালার নিকট বেহেশত লাভের দোয়া কর তখন ফেরদৌস বেহেশতের দোয়া করিও, উহা বেহেশতের শ্রেণী সমূহের অন্যতম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; উহার উর্দ্ধে একমাত্র মহান আর্‌শ। ফেরদৌস বেহেশতই অন্যান্য বেহেশত সমূহে প্রবাহমান নহরগুলির উৎস।

ব্যাখ্যা ঃ—উক্ত হাদীছের মূল উদ্দেশ্য জেহাদের অনাবশ্যকতা প্রকাশ করা নহে, বরং নিজ ত্রুটি ব্যতিরেকে শুধু সুযোগ প্রাপ্তির অভাবে যে ব্যক্তি জেহাদ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যায় সেইরূপ ব্যক্তির নৈরাশ্যতা লাঘবের উদ্দেশ্যে এই হাদীছ ব্যক্ত করা হইয়াছে। এবং সেই পরিস্থিতিতে যদিও সে বেহেশত হইতে বঞ্চিত না হয়, কিন্তু জেহাদের প্রতিদানে বেহেশতের যে উচ্চ শ্রেণী লাভ হয় উহা হইতে বঞ্চিত থাকিবে—এই বিষয়টিও এই হাদীছে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

অল্প সময়ের জেহাদেও অনেক ছওয়াব

১২৮৩। হাদীছ ঃ—عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَغَدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দিনের প্রথমার্দ্ধের কোন অংশে বা শেষার্দ্ধের কোন অংশে আল্লার রাস্তায় বাহির হওয়া সমস্ত দুনিয়া ও দুনিয়ার ধন-সম্পদ অপেক্ষা অধিক উত্তম।

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লেখিত হাদীছের দুই প্রকার তাৎপর্য্য হইতে পারে। (১) আমাদের নিকট সমস্ত দুনিয়া ও উহার সমস্ত ধন সম্পদের মূল্য যে পরিমাণ, আল্লার নিকট ঐ অল্প সময়ের জন্য বাহির হওয়ার মূল্য তদপেক্ষা অধিক। (২) দুনিয়া ও দুনিয়ার সমুদয় ধন সম্পদ দান-খয়রাত করিলে যে পরিমাণ ছওয়াব লাভ হয়, অল্প সময়ের জন্য বাহির হওয়ায় তদপেক্ষা অধিক ছওয়াব লাভ হইয়া থাকে।

১২৮৪। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَابُ قَوْسٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ وَقَالَ لَغَدْوَةٌ اَوْ رَوْحَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ.

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিরাছেন, বেহেশতের এক ধনুক পরিমাণ (তথা সামান্য) অংশ সমগ্র

বিশ্বের ধন-সম্পদ অপেক্ষা অধিক উত্তম। নবী (দঃ) আরও বলিয়াছেন, দিনের প্রথমার্দ্ধের কোন সময়ে বা শেষার্দ্ধের কোন সময়ে আল্লার রাস্তায় বাহির হওয়া সমগ্র বিশ্বের ধন-সম্পদ অপেক্ষা উত্তম।

১২৮৫। হাদীছঃ— عن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّوْحَةُ وَالْغَدْوَةُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَفْضَلُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا -

অর্থ—সাহ্‌ল ইবনে সায়াদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দিনের শেষার্দ্ধের কোন সময় এবং (তদ্রূপ) দিনের প্রথমার্দ্ধের কোন সময় আল্লার রাস্তায় বাহির হওয়া সমস্ত ছুনিয়া ও ছুনিয়ার ধন-সম্পদ অপেক্ষা অধিক উত্তম।

১২৮৬। হাদীছ ঃ— عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوْتُ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ يَسُرُّهُ اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا وَاَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا اِلَّا الشَّهِيْدُ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فَاِنَّهُ يَسُرُّهُ اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً اُخْرَى...... لَرَوْحَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَقَابُ قَوْسِ اَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ اَوْ مَوْضِعُ قِيْدٍ يَعْنِى سَوْطَهُ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَوْ اَنَّ امْرَأَةً مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ اِلَى اَهْلِ الْاَرْضِ لَاَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَاَتْهُ رِيْحًا وَلَنَصِيْفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا -

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, এমন কোন ব্যক্তি নাই যাহার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট নেয়ামত সামগ্রী বিদ্যমান রহিয়াছে অথচ সে মৃত্যুর পর দুনিয়াতে ফিরিয়া আসিতে চাহিবে—যদিও তাহাকে সমগ্র জগৎ ও উহার সমস্ত ধন-সম্পদ দেওয়া হইবে বলা হয়। কিন্তু শহীদ ব্যক্তি ইহার বিপরীত—তাহার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট সকল প্রকার নেয়ামত সামগ্রী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সে দুনিয়াতে ফিরিয়া আসিতে চাহিবে। কারণ, শহীদ হওয়ার মর্ত্তবা ও ফজিলত দেখিতে পাইয়া সে ভালবাসিবে যে, পুনরায় দুনিয়াতে আসিয়া শহীদ হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

শুধু মাত্র দিনের শেষার্দ্ধে বা প্রথমার্দ্ধে আল্লার রাস্তায় বাহির হওয়া দুনিয়া ও উহার ধন-সম্পদ অপেক্ষা উত্তম। বেহেশতের এক ধনুক বা এক চাবুক পরিমাণ তথা সামান্যতম অংশ সমগ্র দুনিয়া ও দুনিয়ার সামগ্রী অপেক্ষা উত্তম।

বেহেশতের কোন একজন রমণী যদি জগদ্বাসীদের প্রতি শুধু উঁকি দেয় তবে আসমান-জমিনের মধ্যবর্ত্তী সমগ্র বিশ্বকে সুবাসে পরিপূর্ণ করিয়া দিবে এবং তাহার মাথার ওড়না সমগ্র জগৎ ও জগতের ধন-সম্পদ হইতে অধিক মূল্যবান।

শহীদ হওয়ার আকাঙ্খা

১২৮৭। হাদীছঃ— ان ابا هريرة رضى الله تعالى عنه قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول والذى نفسى بيده لولا ان رجالا من المؤمنين لا تطيب انفسهم ان يتخلفوا عنى ولا اجد ما احملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغدوا فى سبيل الله والذى نفسى بيده لوددت انى اقتل فى سبيل الله ثم احيى ثم اقتل ثم احيى ثم اقتل ثم احيى ثم اقتل -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি যেই জেহাদে বাহির হইব প্রত্যেক মোমেনই সেই জেহাদে অংশ গ্রহণ করিতে উদগ্রিব হইয়া পড়িবে—আমার পিছনে বাড়ী বসিয়া থাকিতে কেহই তুষ্ট হইবে না, অথচ আমি প্রত্যেককে জেহাদে

অংশ গ্রহণ করার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করায় সক্ষম নহি; (এমতাবস্থায় অনেকেই মর্ম্মাহত হইবে—) শুধু এই ভয়ে আমি ক্ষান্ত থাকি, নতুবা আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, জেহাদে যাত্রী প্রত্যেক দলের সঙ্গেই আমি যাত্রা করিতাম।

আমি ঐ মহান আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, যাহার হস্তে আমার প্রাণ—আমার আন্তরিক বাসনা এই যে, আমি আল্লার রাস্তায় শহীদ হই; অতঃপর জীবিত হইয়া আসি এবং পুনরায় শহীদ হই; অতঃপর জীবিত হইয়া আসি এবং পুনরায় শহীদ হই; অতঃপর জীবিত হইয়া আসি এবং শহীদ হই।

আল্লার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হইলে

আল্লার পথে অর্থাৎ কোন নেক ও দ্বীনের কাজ সম্পাদনে বাহির হইয়াছে—যেমন, জেহাদের নিয়্যতে বাহির হইয়াছে অতঃপর সেই কাজে নয়, বরং কোন দুর্ঘটনায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সেই ব্যক্তি উক্ত কার্য্যে মৃত্যুবরণকারী গণ্য হইবে।

১২৮১ নং হাদীছের ঘটনায় আনাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খালা... উম্মে-হারাম (রাঃ) স্বামীর সহিত এক জেহাদে গিয়াছিলেন। সেই জেহাদের ঘটনায় নয়, বরং যানবাহন হইতে পড়িয়া তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তিনি উক্ত জেহাদে মৃত শহীদ গণ্য হইয়াছেন।

এমন কি সেই কার্য সম্পাদনের পূর্ব্বে, বরং সেই কার্য্যের স্থান ও ক্ষেত্রে পৌঁছিবার পূর্ব্বেও যদি কোন দুর্ঘটনায় বা কোন রোগে তাহার মৃত্যু হয় তবুও সে উক্ত কার্য্য সম্পাদনের পূর্ণ ছওয়াব লাভ করিবে। কোরআন শরীফে আছে—

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ

الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

যখন মক্কা নগরীতে ইসলাম ছিল না, নবী (দঃ) এবং মোসলমানগণ মদিনায় চলিয়া গিয়াছিলেন, মক্কায় থাকিয়া ইসলাম প্রকাশ করা এবং দ্বীন-ইসলামের কোন কাজ করা সহযসাধ্য ছিল না; তখন মক্কাস্থিত কোন মানুষ মোসলমান হইতে চাহিলে তাহার উপর ফরজ ছিল মক্কা হইতে হিজরত করিয়া মদিনায় চলিয়া আসা। হিযরত করায় সামর্থবান ব্যক্তির হিজরত না করার ভয়াবহ পরিণতি ও উহার জন্য জাহান্নামের আজাবের বয়ান কোরআন শরীফে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। বর্ত্তমানেও কোন পরিবেশে তৎকালীন মক্কার ন্যায় অবস্থা

হইলে তথা হইতে মোসলমানের হিজরত করা ফরজ। উল্লেখিত বিষয় বর্ণনা উপলক্ষে পবিত্র কোরআনে আলোচ্য আয়াতটি রহিয়াছে। যাহার অর্থ—"যে ব্যক্তি নিজ বাড়ী হইতে বাহির হয় আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশ্যে; অতঃপর (পথি মধ্যে) আসিয়া পড়ে তাহার উপর মৃত্যু; তাহার হিজরতের ছওয়াব ও প্রতিদান আল্লার নিকট নিশ্চয় সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে।

আল্লার রাস্তায় কোন আঘাত লাগিলে?

১২৮৮। হাদীছ ঃ—জুন্দুব ইবনে সুফিয়ান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন জেহাদ অভিযানে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি আঙ্গুল আঘাত প্রাপ্তে রক্তাক্ত হইয়া গেল। হযরত (দঃ) আঙ্গুলটিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তুমি ত একটি আঙ্গুলই মাত্র, রক্তাক্ত হইয়াছ। (আল্লার রাস্তায় আমার সর্ব্বস্বইত উৎসর্গ;) তোমার যে আঘাত লাগিয়াছে তাহা আল্লার রাস্তায়ই লাগিয়াছে (ইহা নিষ্ফল যাইবে না)।

১২৮৯। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا يُكْلَمُ

أَحَدٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِىْ سَبِيْلِهٖ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيْحُ رِيْحُ الْمِسْكِ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যেই আল্লার হাতে আমার প্রাণ সেই মহান আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি—যে কোন ব্যক্তি আল্লার রাস্তায় আঘাত প্রাপ্ত হইবে কেয়ামতের দিন সে আল্লাহ তায়ালার দরবারে এমতাবস্থায় উপস্থিত হইবে যে, তাহার আঘাত হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতে থাকিবে। সেই রক্ত শুধু বর্ণে রক্ত হইবে কিন্তু (দুর্গন্ধের পরিবর্ত্তে) মেশকের সুগন্ধিময় হইবে। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা খুব ভালরূপেই জানেন যে, কোন্ ব্যক্তি বাস্তবিকপক্ষে আল্লার রাস্তায় আঘাত পাইয়াছে। (বহু লোক নানা প্রসঙ্গে বা স্বীয় কোন স্বার্থ হাসিল প্রসঙ্গে আঘাত পাইয়া থাকে উহার এই ফজিলত নহে।)

জেহাদ অবস্থার সম্মুখীন মোসলমানের উভয় অবস্থাই উত্তম

অর্থাৎ কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী জীবন অবলম্বনকারী মোসলমানের কোন অবস্থাই তাহার পক্ষে ক্ষতি ও মন্দ হয় না। এই সংগ্রামে যদি সে প্রাণ হারায় তবে সে হয় শহীদ—যাহার বদৌলতে সে লাভ করিবে জীবনের চরম ও চির সাফল্য। আর যত দিন সে সেই সংগ্রামী জীবনে বাঁচিয়া থাকিবে--থাকিবে সে গাজী হইয়া। যাহার বদৌলতে তাহার প্রতিটি মুহূর্ত্ত নেক কাজে ব্যয়িত গণ্য হইবে, এমনকি তাহার নিদ্রাবস্থার মুহূর্ত্তগুলিও। এই তথ্যটির প্রতি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা মোসলমানদের লক্ষ্য আকৃষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ

অর্থাৎ—কাফেরদের ভীতি প্রদর্শনের প্রতিউত্তরে তোমরা বল যে, তোমরা আমাদের দুইটি উত্তম অবস্থারই একটির আশায় রহিয়াছ।" (১০ পাঃ ১৩ রুঃ)

আল্লার পথে প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়ার পণ করিলে ?

কেহ যদি পণ করে, আল্লার পথে প্রাণ দিবে—যদি কোন ক্ষেত্রে তাহার শহিদ হওয়া ভাগ্যে জুটিয়া যায় তবেত তাহার পণ সিদ্ধ হইলই। যদি সেরূপ না-ও হয়, কিন্তু সে নিজকে সর্ব্বদা আল্লার পথে উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছে; যেন সে তাহার পণকে বাস্তবায়িত করায় প্রতীক্ষমান ও উপস্থিত রহিয়াছে সেও স্বীয় পণে সিদ্ধি লাভকারী গণ্য হইবে, এমন কি যদিও সে ঐ অবস্থায় স্বাভাবিক মৃত্যুতেই পতিত হয়। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى

نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ - وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

বদরের জেহাদে অংশ গ্রহণ হইতে যে সব ছাহাবী বাদ পড়িয়াছিলেন তাঁহারা পণ করিয়াছিলেন যে, অতঃপর সম্মুখে জেহাদের সুযোগ আসিলে জীবনকে উৎসর্গ করার এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবেন যাহা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই দেখিতে পাইবেন। অনধিককালের মধ্যেই তাঁহাদের সম্মুখে ওহোদের জেহাদ উওস্থিত হইল। তখন ঐ পণকারীদের কেহ কেহ শত্রুদের প্রতি

অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখিতে এমন ভয়াবহ অবস্থায়ও দৃঢ়পদ রহিলেন যে ক্ষেত্রে অগ্রগামী না হইয়া আশ্রয়গামী হওয়ার অনুমতি শরীয়ত অনুযায়ীও রহিয়াছে। যেমন পাঁচশত শত্রুর মোকাবেলায় একা একজনের অগ্রাভিযান। কোন কোন ছাহাবী ঐরূপ অবস্থায়ও দ্বিধা না করিয়া সম্মুখে ঝাপাইয়া পড়িলেন এবং শহীদ হইলেন। কেহ কেহ ঐরূপ অস্বাভাবিক কার্য্য অবলম্বনে তৎক্ষণাৎ শহীদ হইয়া যাওয়াকে এড়াইয়া গিয়া স্বাভাবিক গতিবিধি অবলম্বন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও ঐ রণাঙ্গণে এবং পরবর্ত্তী জীবনেও সর্ব্বদা নিজেদের পণকে সম্মুখে উপস্থিত রাখিয়া চলিয়াছেন; কখনও উহা হইতে বিচ্যুত বা অবহেলাকারী হন নাই। উভয় শ্রেণীকেই আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদের নিজ পণে সত্যবাদী আখ্যায় প্রসংশা করতঃ উক্ত আয়াত নাযেল করিয়াছেন। যাহার অর্থ—"খাঁটী মোমেনদের অনেক লোক—তাহারা সত্য প্রমাণিত করিয়া দেখাইল নিজেদের পণকে; যেই পণে তাহারা আল্লার সম্মুখে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল। তাহাদের এক শ্রেণী ত নিজ পণের বাস্তবায়নে প্রাণকেই বিসর্জন দিয়া দিয়াছে; অপর শ্রেণী তাহারাও নিজ পণের বাস্তবায়নকে চুড়ান্তে পৌঁছাইবার প্রতীক্ষায় উপস্থিত রহিয়াছে—স্বীয় পণে বিন্দুমাত্রও রদ-বদল করে নাই, শিথিল হয় নাই।"

জেহাদের পূর্ব্বে নেক আমল করা

প্রসিদ্ধ ছাহাবী আবু দরদা (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা নেক আমল সমূহের বদৌলতে যুদ্ধে (বিজয় ও পদ-স্থিতি লাভে) সক্ষম হইতে পারিবে।

১২৯০। হাদীছঃ—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইল এবং আরজ করিল, আমি জেহাদে যাত্রা করিব, না—প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করিব? হযরত (দঃ) বলিলেন, প্রথমে ইসলাম গ্রহণ কর অতঃপর জেহাদে অংশ গ্রহণ কর। ঐ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিল তৎপর জেহাদে শরীক হইল এবং শহীদ হইয়া গেল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহার সম্পর্কে বলিলেন, অল্প (সময়) আমল করিয়াছে, কিন্তু অনেক ছওয়াব লাভ করিয়াছে।

কাফের পক্ষের আকস্মিক আঘাতে নিহত হইলে

১২৯১। হাদীছঃ—হারেছা ইবনে সুরাকাহ্ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মাতা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় পুত্র

হারেছা (রাঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন ; হারেছা (রাঃ) কম বয়স্ক যুবক দাঁড়ান ছিলেন, শত্রুপক্ষীয় একটি আকস্মিক-তীর বিদ্ধ হইয়া তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন। (যেহেতু তিনি যুদ্ধে নিহত হন নাই তাই সন্দেহের কারণে) তাঁহার মাতা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! হারেছার প্রতি আমার কিরূপ মায়া-মমতা তাহা আপনি জ্ঞাত আছেন। আপনি আমার নিকট তাহার অবস্থা বর্ণনা করুন, যদি (আমি নিশ্চিতরূপে জানিতে পারি যে,) সে বেহেশত লাভ করিয়াছে তবেত আমি (তাহার অসীম সুখ-শান্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া) ধৈর্য্যধারণ করিব, নতুবা (ধৈর্য্যহারা হইয়া) আমার ক্রন্দনের সীমা থাকিবে না। হযরত (দঃ) তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, তোমার কি মাথা খারাপ হইয়াছে ? বেহেশতের বিভিন্ন শ্রেণী আছে, তোমার ছেলে হারেছা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণী—ফেরদাউস বেহেশত লাভ করিয়াছে।

প্রকৃত জেহাদ

১২৯২। হাদীছঃ—عن ابى موسى رضى الله عنه جاء رجل الى

النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ

يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانُهٗ فَمَنْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

অর্থ—আবু মূছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সমীপে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কোন ব্যক্তি গণিমতের ধন লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে, কোন ব্যক্তি সুনাম অর্জ্জন ও খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করিয়া থাকে, কোন ব্যক্তি স্বীয় বীরত্ব দেখাইবার জন্য যুদ্ধ করে (ইত্যাদি ইত্যাদি) ; কোন ব্যক্তির জেহাদকে ফি-ছাবিলিল্লাহ বলিব ? হযরত (দঃ) বলিলেন, যে ব্যক্তি যুদ্ধ করিবে আল্লার কালেমাকে উঁচু করার ও উঁচু রাখার উদ্দেশ্যে একমাত্র তাহার যুদ্ধই জেহাদ ফি-ছাবিলিল্লাহ গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যাঃ—"আল্লার কালেমা"-এর উদ্দেশ্য তৌহিদ একত্ববাদ তথা দ্বীন-ইসলাম। উচু রাখার অর্থ উহার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা, সারা বিশ্বে উহার প্রসার লাভের বাধা-বিপত্তি ও অন্তরায় অপসারিত করা ইত্যাদি।

আল্লার রাস্তায় যাহার পা ধুলা মাখিবে

مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا

عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ......

অর্থ—মদিনা ও তদসংলগ্নস্থ এলাকার কোন (মোসলমান) ব্যক্তির জন্য এইরূপ করা সঙ্গত ও সমীচীন নহে যে, আল্লার রসুল জেহাদের জন্য যাত্রা করার পর সে তাহার সঙ্গে না যাইয়া বাড়ী বসিয়া থাকে এবং ইহাও বিধান সম্মত নহে যে, আল্লার রসুলের জান অপেক্ষা নিজের জানের প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখে। আল্লার রসুলের সঙ্গে জেহাদে যাত্রা করার আদেশ এই জন্য যে, (ইহা তাহাদের জন্যও মঙ্গলজনক, কারণ) আল্লার (দ্বীনের জন্য জেহাদের) রাস্তায় যে কোন রকম পিপাসা-যাতনা হইলে এবং ক্লান্তি আসিলে এবং ক্ষুধার যাতনা হইলে এবং কাফেরদিগকে অসন্তুষ্টকারক অভিযানে অগ্রসর হইলে এবং কাফেরদের যে কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করিলে তাহাদের জন্য এক একটি নেক আমল লেখা হইবে। আল্লাহ তায়ালা নেককারগণকে প্রতিদান হইতে বঞ্চিত করেন না। এবং তাহারা অধিক বা অল্প যে কোন প্রকার ব্যয় করিলে এবং রাস্তা অতিক্রম করিলে তাহাদের জন্য ইহা লিখিয়া রাখা হইবে, আল্লাহ তায়ালা কর্ত্তৃক তাহাদের এইসব নেক আমলের প্রতিফল দানের উদ্দেশ্য। (১১ পাঃ ৩ রুঃ)

১২৯৩। হাদীছ ঃ—عن عبد الرحمن بن جبر رضى الله تعالى عنه

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ

فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ۔

অর্থ— আবদুর রহমান ইবনে জবর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে কোন বান্দার পদদ্বয় আল্লার রাস্তায় ধূলা মাখিবে অতঃপর ঐ বান্দাকে দোযখ স্পর্শ করিবে এরূপ কখনও হইবে না।

শহীদের ফজিলত ও মর্ত্তবা

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا......

অর্থ— আল্লার রাস্তায় যাহারা প্রাণ দিয়াছে তাহাদিগকে মৃত ধারণা করিও না ; (তাহারা মৃত নয়) বরং তাহারা জীবিত, স্বীয় প্রভুর নিকট তাঁহারা খাদ্য সামগ্রী ভোগ করিতেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদিগকে যে মর্ত্তবা দান করিয়াছেন উহাতে তাঁহারা আনন্দোৎফুল্ল এবং তাঁহাদের যে সব বন্ধু-বান্ধব এখনও (ইহজগৎ ত্যাগ করতঃ) তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই তাহাদের সম্পর্কে তাঁহারা এই ভাবিয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন যে, (তাঁহারাও আমাদেয় ন্যায় শহীদ হইলে) তাহাদের জন্য কোন প্রকার ভয়ের কারণ থাকিবে না এবং তাহারা কোন প্রকার ভাবনা-চিন্তায় পতিত হইবে না।

শহীদগণ আল্লাহ তায়ালার অফুরন্ত নেয়ামত ও করুণা লাভ করিয়া এবং আল্লাহ তায়ালা মোমেনগণের প্রতিদান নষ্ট করেন না—ইহা বাস্তবে রূপায়িত দেখিয়া আন্দন লাভ করিয়া থাকেন। (৪ পাঃ ৮ রুঃ)

১২৯৪। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিরে-মাউনার ঘটনায়* শহীদগণের সম্পর্কে কোরআনের একটি বিশেষ আয়াত নাজেল হইয়াছিল—

بَلِّغُوا قَوْمَنَا اَنْ قَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِىَ عَنَّا وَ رَضِيْنَا عَنْهُ

"হে বিশ্বাসীগণ ! তোমরা আমাদের বংশধরকে জানাইয়া দাও, আমরা প্রভুর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি, তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন ; আমরাও তাঁহার দানে আনন্দিত হইয়াছি।" অতঃপর উক্ত আয়াতটির তেলাওয়াত মনছুখ ও রহিত হইয়া গিয়াছে।

শহীদের উপর ফেরেশতাগণ কর্ত্তৃক ছায়া প্রদান

১২৯৫। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পিতা আবদুল্লাহ (রাঃ) ওহোদের জেহাদে শহীদ হইয়াছিলেন, কাফেররা তাঁহার মৃত দেহের নাক কান কাটিয়া ফেলিয়াছিল। এতমাবস্থায় তাঁহার মৃতদেহ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। আমি বার বার তাঁহার মুখমণ্ডল উন্মুক্ত করিয়া দেখিতেছিলাম, আমার আত্মীয় স্বজন আমাকে বাধা প্রদান করিতেছিল।

---

* "বিরে-মাউনা" একটি বস্তির নাম তথায় সত্তর জন ছাহাবী কাফেরদের বিশ্বাস-ঘাতকতায় শহীদ হইয়াছিলেন।

এমতাবস্থায় নবী (দঃ) ক্রন্দনরতা একটি নারীর শব্দ শুনিতে পাইয়া, কে কাঁদিতেছে, জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরের মেয়ে বা আমরের ভগ্নি বলিয়া উক্তি করা হইল। তখন নবী (দঃ) বলিলেন, কাঁদ কেন ? (সে ত অতি বড় মর্ত্তবা লাভ করিয়াছে ;) মৃত্যুস্থল হইতে উঠাইয়া না আনা পর্য্যন্ত ফেরেশতাগণ স্বীয় ডানা দ্বারা তাহাকে ছায়া প্রদান করিতেছিলেন।

শহীদ ব্যক্তি ডুনিয়ায় ফিরিয়া আসিতে অভিলাসী

১২৯৬। হাদীছ ঃ— عن انس عن النبى صلى الله عليه وسلم

قَالَ مَا اَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا وَلَهٗ مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا الشَّهِيْدُ يَتَمَنّٰى اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرٰى مِنَ الْكَرَامَةِ ـ

অর্থ—আনাছ (রাঃ)-এর বর্ণনা—নবী (দঃ) বলিয়াছেন, এমন কোন ব্যক্তি নাই যে, বেহেশতে প্রবেশের পর ডুনিয়ার প্রতি ফিরিয়া আসার অভিলাসী হয় যদিও তাহাকে ডুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদের মালিক বানাইয়া দেওয়া হইবে বলা হয়। একমাত্র শহীদ ব্যক্তিই এইরূপ যে, সে (পুনঃ পুনঃ, এমন কি) দশবার ডুনিয়ায় ফিরিয়া আসিয়া শহীদ হওয়ার আকাঙ্খা করিয়া থাকে, ঐ মর্ত্তবা হাসিল করার উদ্দেশ্যে যাহা সে প্রত্যক্ষরূপে দেখিতেছে ও অনুভব করিতেছে।

তরবারীর ছায়াতলে বেহেশত

● মুগিরা ইবনে শোবা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) এক ঘটনায় বলিয়াছেন, মোসলমানদের মধ্যে শাহাদৎ বরণকারী বেহেশত লাভ করিবে।

● ওমর (রাঃ) এক ঘটনায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, (আমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শীথিল হইব কেন ? কাফেরদের সঙ্গে সংগ্রামে) আমাদের মৃতগণ বেহেশতে এবং তাহাদের মৃতরা নরকে যাইবে না কি ? নবী (দঃ) দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, নিশ্চয় এইরূপই হইবে।

১২৯৭। হাদীছ ঃ— كتب عبد الله بن ابى اوفى رضى الله عنه

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ ـ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ)-এর বর্ণনা—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা জানিয়া রাখ, নিশ্চয় বেহেশত তরবারীর ছায়াতলে। অর্থাৎ আল্লার দ্বীনের জন্য জেহাদ করিলে বেহেশত লাভ অনিবার্য্য।

অসাহসীকতা হইতে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় প্রার্থনা

১২৯৮। হাদীছ ঃ—প্রসিদ্ধ ছাহাবী সায়াদ (রাঃ) স্বীয় ছেলে-মেয়েদিগকে নিম্নের দোয়াটি বিশেষ যত্নের সহিত শিখাইয়া থাকিতেন; যেরূপ শিক্ষক ছাত্রগণকে লেখা-পড়া শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। তিনি বলিতেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নামাযান্তে এই দোয়াটি পড়িয়া থাকিতেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ

وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ -

অর্থ—হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি, সাহসহারা দুর্ব্বলচেতা হওয়া হইতে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করি—জ্ঞান, চেতনা ও বোধ শক্তিহীন বয়সে পতিত হওয়া হইতে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করি, দুনিয়ার ফেৎনা (তথা দুনিয়ার লোভ-লালসা, প্রেম-আসক্তি ও মোহে লিপ্ত হইয়া আল্লাহকে ভুলিয়া যাওয়া) হইতে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করি, কবরের আজাব হইতে।

১২৯৯। হাদীছ ঃ— انس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ

الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ -

অর্থ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই দোয়া করিয়া থাকিতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি নিষ্কর্ম্মণ্যতা হইতে, অলসতা হইতে, দুর্ব্বলতা, সাহসহীনতা হইতে এবং শক্তি, সামর্থ্য, সচ্ছলতা ও চেতনা বোধহীন বয়স হইতে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করি জাগতিক জীবনে পথভ্রষ্টতা হইতে এবং মৃত্যুকালে (কলেমা নছীব না হওয়া

ইত্যাদির ন্যায়) বা মৃত্যুর পর (কবরে মোনকার-নাকীরের প্রশ্নোত্তর ইত্যাদিতে) সঠিক পথ বিচ্যুত হওয়া হইতে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করি কবরের আজাব হইতে।

জেহাদে অংশগ্রহণ ঘটনা বর্ণনা করা

অর্থাৎ—জেহাদ ইত্যাদি কোন নেক আমলে অংশ গ্রহণের সুযোগ লাভ হইয়াছে। সেই বিষয় লোকদের নিকট আলোচনা করা—ইহাতে যদি খ্যাতি অর্জ্জন উদ্দেশ্য হয় তবেত তাহা না জায়েয, আর যদি ঐরূপ খারাপ উদ্দেশ্য না থাকে, কিন্তু কোন উপকারী উদ্দেশ্যও নাই, তবে ঐ আলোচনা নাজায়েয নয়, কিন্তু ভাল নহে। আর যদি ঐ আলোচনার উদ্দেশ্য এই হয় যে, আলোচনা শুনিয়া শ্রোতা ঐ নেক কাজের প্রতি আকৃষ্ট হইবে তবে তাহা উত্তম গণ্য হইবে। অবশ্য অনেক অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ঐরূপ আলোচনা পরিহার করিয়াই চলেন, যেন খ্যাতি অর্জ্জনের কোনরূপ ধারণা অন্তরে স্থান করিয়া ছওয়াব বরবাদ না করে।

১৩০০। হাদীছ :—সায়েব ইবনে এযিদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি তাল্‌হা(রাঃ), সা'দ(রাঃ) আবদুর রহমান(রাঃ) ছাহাবীগণের প্রত্যেকের সাহচর্য্যেই থাকিয়াছি। (তাঁহারা সকলেই ওহোদ জেহাদে অংশগ্রহণকারী ছিলেন,) একমাত্র তাল্‌হা (রাঃ)কেই শুনিয়াছি—তিনি ওহোদ জেহাদের ঘটনার বর্ণনা দিতেন।

জেহাদে অংশ গ্রহণ বা উহার দৃঢ় সঙ্কল্প রাখা ফরজ

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ ......

অর্থ—আল্লার দ্বীনের পথে বাহির হইয়া পড় ; ছামান অল্প থাকুক বা বেশী থাকুক। জেহাদ কর আল্লার পথে মাল এবং জান দ্বারা—একমাত্র ইহাতেই তোমাদের কল্যাণ ও মঙ্গল রহিয়াছে ; যদি তোমরা জ্ঞানী হও তবে ইহার বাস্তবতা উপলব্ধি করিবে। (১০পাঃ ১২রুঃ) আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

مَالَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ -

অর্থ—হে মোমেনগণ। বড়ই পরিতাপের বিষয়—তোমাদিগকে আল্লার পথে বাহির হইবার আদেশ করা হইলে তোমরা স্ফুর্ত্তির সহিত ধাবিত হওনা—উৎসাহ উদ্দীপনা দেখাও না! তোমরা কি পর-জীবনের তুলনায় জাগতিক জীবনকে ভালবাস? স্মরণ রাখিও, জাগতিক জীবন পর-জীবনের তুলনায় তুচ্ছ।

১৩০১। হাদীছ ঃ— عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه
اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ
الْفَتْحِ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَاِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا -

অর্থ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন এই ঘোষণা করিলেন, মক্কা বিজয়ের পর (মক্কা নগরী দারুল-ইসলাম হইয়াছে, মক্কা হইতে আর হিজরত করিতে হইবে না, কিন্তু (এখন যদিও ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে, তবুও জেহাদের সমাপ্তি হয় নাই, এখনও) জেহাদ এবং সুযোগ সাপেক্ষে জেহাদের দৃঢ় সঙ্কল্প রাখা ফরজ এবং যখনই আল্লার রাস্তায় বাহির হওয়ার প্রতি আহ্বান জানান হইবে তখনই ধাবিত হইতে হইবে।

কাফের ব্যক্তি কোন মোসলমানকে শহীদ করিয়াছে অতঃপর সে মোসলমান হইয়া শহীদ হইয়াছে ঃ

১৩০২। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال
اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَضْحَكُ اللهُ اِلٰى رَجُلَيْنِ
يَقْتُلُ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هٰذَا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ
فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوْبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা ঐরূপ ব্যক্তিদ্বয়ের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট যাহাদের একজন মোসলমান অপর জন কাফের ; মোসলমান ব্যক্তি আল্লার দ্বীনের জন্য কাফের ব্যক্তির সঙ্গে জেহাদে শাহাদৎ বরণ করেন। অতঃপর কাফের ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের তৌফিক দান করেন এবং সেও আল্লার রাস্তায় জেহাদে শহীদ হয়।

১৩০৩। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, "খয়বর" এলাকা জয় করতঃ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তথায় থাকাবস্থায় আমি তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলাম, আমাকে গণিমতের

মালের কিছু অংশ প্রদান করুন! আবান ইবনে সায়ীদ (রাঃ) নামক একজন ছাহাবী বলিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তাহাকে কিছু দিবেন না।

আবু হোরায়রা (রাঃ) তাহার প্রতি কটাক্ষ করতঃ বলিলেন, এই ব্যক্তিই ইবনে ক্বাওক্বাল (রাঃ)কে শহীদ করিয়াছিল। (আবান ইবনে সায়ীদ ওহোদের জেহাদকালে কাফেরদের দলে ছিলেন এবং তখন ইবনে ক্বাওক্বাল (রাঃ) তাঁহারই হাতে শহীদ হইয়াছিলেন; আবু হোরায়রা (রাঃ) সেই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই আবান ইবনে সায়ীদ (রাঃ)-এর প্রতি কটাক্ষ করিলেন।)

আবান ইবনে সায়ীদ (রাঃ) এই কটাক্ষের প্রতিউত্তরে আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর প্রতি তিরস্কার দিয়া বলিলেন, আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আবু হোরায়রার ন্যায় ব্যক্তি আমার প্রতি কটাক্ষ করিতেছে এক মোসলমান ব্যক্তির ঘটনা সম্পর্কে—যাহাকে আল্লাহ তায়ালা আমার কার্য্যের অছিলায় অতি বড় মর্ত্তবা দিয়াছেন; (তিনি আমার হাতে নিহত হওয়ায় শাহাদৎ লাভ করিয়াছেন) এবং আমাকে তাহার হাত হইতে রক্ষা করতঃ চির লাঞ্ছনা হইতে বাঁচাইয়াছেন। (কারণ, তখন আমি কাফের ছিলাম; যদি আমি তখন নিহত হইতাম তবে চিরতরে নরকবাসী হইতাম। আল্লাহ তায়ালা আমাকে সেই লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা করিয়াছেন, আমি জীবিত থাকায় ইসলাম গ্রহণের সুযোগ পাইয়াছি।)

জেহাদের জন্য নফল রোযা ত্যাগ করা

১৩০৪। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবু তাল্‌হা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় সর্ব্বদা জেহাদের জন্য প্রস্তুত থাকার দরুন নফল রোজা রাখিতেন না। হযরত (দঃ) যখন ইহজগৎ ত্যাগ করিলেন তখন আবু তাল্‌হা (রাঃ)কে রোযাহীন অবস্থায় কখনও আমি দেখি নাই, শুধু রমজানের ঈদ ও কোরবাণীর ঈদের দিন সমূহ ব্যতীত।

জেহাদ ব্যতিরেকেও শাহাদতের ছওয়াব

১৩০৫। হাদীছঃ—عن انس عن النبى صلى الله عليه وسلم

قَالَ اَلطَّاعُوْنُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ -

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্লেগ রোগে মৃত্যু প্রত্যেক মোসলমানের জন্য শহীদের মৃত্যু গণ্য হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—১ম খণ্ডের ৩৯৭ নং হাদীছও এখানে উল্লেখ হইয়াছে। সেই হাদীছে পাঁচ প্রকারের শহীদ বর্ণিত হইয়াছে। বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ শরাহ "ফৎহুল বারী" কিতাবে বিভিন্ন হাদীছের প্রমাণে আরও অনেক প্রকারের শহীদ বর্ণনা করিয়াছেন, নিম্নে উহার বিবরণ দান করা হইল।

(১) প্লেগাক্রান্তে মৃত্যু, (২) কলেরা উদরাময়ে মৃত্যু, (৩) পানিতে ডুবিয়া মৃত্যু, (৪) চাপা পড়িয়া মৃত্যু, (৫) অগ্নিদগ্ধ হইয়া মৃত্যু, (৬) নিমুনিয়া আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু, (৭) সন্তান প্রসব সংক্রান্তে স্ত্রীলোকের মৃত্যু, (৮) স্বীয় ধন-সম্পদ রক্ষা সম্পর্কীয় সংগ্রামে মৃত্যু, (৯) স্বীয় প্রাণ রক্ষার সংগ্রামে মৃত্যু, (১০) স্বীয় পরিবারবর্গকে রক্ষা করার সংগ্রামে মৃত্যু, (১১) স্বীয় দ্বীন রক্ষার সংগ্রামে মৃত্যু, (১২) অত্যাচার হইতে রক্ষা প্রাপ্তির সংগ্রামে মৃত্যু, (১৩) জেহাদের জন্য যাত্রাপথে যে কোন প্রকারের মৃত্যু, (১৪) বিদেশে মৃত্যু, (১৫) ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারাদান অবস্থায় মৃত্যু, (১৬) সর্প দংশনে মৃত্যু, (১৭) দমবন্ধ হইয়া মৃত্যু, (১৮) হিংস্র জন্তুর আক্রমণে মৃত্যু, (১৯) যানবাহন হইতে পতিত হইয়া মৃত্যু, (২০) সমুদ্রপথে সমুদ্র-তরঙ্গে দোলায়মান হওয়ার দরুন মাথায় চক্র, উদগিরণ ইত্যাদি উপসর্গে মৃত্যু, (২১) যে ব্যক্তি বাস্তব ও খাঁটিরূপে আল্লার রাস্তায় জেহাদে শাহাদৎ লাভের সন্ধানী হইবে এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট উহার প্রার্থনা করিতে থাকিবে এবং এই অবস্থায়ই তাহার মৃত্যু হইবে সেই ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা জেহাদ ব্যতিরেকেই শহীদের মর্তবা দান করিবেন।

জেহাদের সামর্থহারা হইলে

১৩০৬। হাদীছ ঃ—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এই আয়াতটি নাযেল হইল—

لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, যায়েদকে ডাকিয়া দাও; সে যেন (লিখিবার জন্য) দোয়াত এবং কাষ্ঠপত্র সঙ্গে আনে। তিনি আসিলে পর নবী (দঃ) বলিলেন, লিখ—لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ... "মোমেনগণের মধ্য হইতে যাহারা বসিয়া থাকে আর যাহারা আল্লার পথে জেহাদ করে—উভয়ে সমপর্য্যায়ের হইতে পারিবে না।" ঐ সময়ে অন্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে-মকতুম (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পিছনে উপস্থিত ছিলেন;

তিনি বলিয়া উঠিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ ! এই আয়াত প্রেক্ষিতে আমার প্রতি আপনার নির্দ্দেশ কি ? আমি অন্ধ মানুষ। তখন উক্ত আয়াতটির স্থলে (অতিরিক্ত একটি বাক্যের সহিত) এইরূপে আয়াত নাযেল হইল—

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ

ব্যাখ্যা ঃ—এই ক্ষেত্রে আম্‌র তথা আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে-মাকতুম (রাঃ) অন্ধ ছাহাবীর প্রশ্নটি অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ। তাঁহার প্রশ্নের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আয়াতের মধ্যে যেহেতু গয়রহভাবে জেহাদ হইতে বসিয়া থাকার প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়াছে ; সুতরাং আমি অন্ধের প্রতিও যদি আপনার আদেশ হয় তবে আমি সাধ্য মোতাবেক জেহাদে অংশ গ্রহণে প্রস্তুত আছি। এইরূপ প্রস্তুতিই মোমেন ও মোসলমানের পরিচয়। আয়াতটির তরজমা সম্মুখে রহিয়াছে।

১৩০৭। হাদীছ ঃ—যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) ছাহাবী যিনি কোরআনের আয়াত নাযেল হইলে উহা লিখিয়া রাখার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিলেন, তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে সদ্য অবতারিত এই আয়াতটি লিখিতে বলিলেন—

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-

যায়েদ (রাঃ) একটি অস্থি বা হাড়ের উপর আয়াতটি লিখিয়া লইলেন। ঐ সময় আবদুল্লাহ ইবনে-উম্মে-মকতুম (রাঃ) অন্ধ ছাহাবী হযরতের সম্মুখে আসিলেন এবং দৃষ্টিহীনতার ওজর পেশ করিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ ! আমি যদি (অন্ধ না হইতাম এবং) জেহাদ করিতে সক্ষম হইতাম তবে আমি নিশ্চয় জেহাদে যাইতাম। (অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা জেহাদে আত্মনিয়োগকারী নয় এইরূপ লোককে নিম্নস্তরের বলিয়াছেন, অথচ আমি ত অক্ষম।) তৎক্ষণাৎ উক্ত আয়াতের মধ্যস্থলে অতিরিক্ত একটি শব্দ—"غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ" "অক্ষম ব্যতিরেকে" (সংযোজিত করিয়া পুনঃ আয়াতটি) নাযেল হইল।

(যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন,) যখন অতিরিক্ত শব্দটির সহিত আয়াত নাযেল হইতেছিল তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উরুর কিয়দাংশ আমার উরুর উপর ছিল, যদ্দরুন আমার উপর এত অধিক ওজনের চাপ পড়িল যে, মনে হইতেছিল যেন আমার উরু বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। আলোচ্য আয়াতটির পূর্ণাঙ্গ রূপ এই—

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُوْلِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ...

অর্থ—মোমেনগণের মধ্যে যাহারা বাড়ী বসিয়া থাকে কোন প্রকার অক্ষমতা ব্যতিরেকে এবং যাহারা জান-মাল দ্বারা আল্লার রাস্তায় জেহাদে আত্মনিয়োগ করে উভয়ে সমপর্য্যায়ের গণ্য হইবে না। স্বীয় জান-মাল দ্বারা জেহাদে আত্মনিয়োগকারীগণকে বাড়ীতে অবস্থানকারীদের উপর অধিক মর্য্যাদা ও মর্ত্তবা দান আল্লাহ তায়ালা নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। অবশ্য (মোমেন হওয়ার দরুন) উভয়ের জন্য আল্লাহ তায়ালা উত্তম অবস্থার প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন, কিন্তু জেহাদে আত্মনিয়োগকারীগণকে বাড়ীতে অবস্থানকারীদের তুলনায় অতি বড় প্রতিদান লাভের প্রাধান্যতা দান করিয়াছেন, তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা উচ্চ শ্রেণী এবং বিশেষ ক্ষমার সুযোগ এবং স্বীয় বিশেষ কৃপা দান করিবেন। আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাকারী দয়ালু। (৫ পাঃ ৯ রুঃ)

জেহাদে ধৈর্য্যধারণ করা

১৩০৮। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা(রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই আদেশ করিয়াছেন যে, তোমরা যখন কাফেরদের মোকাবেলায় সংগ্রামে অবতরণ কর তখন বিশেষরূপে ধৈর্য্যধারণ কর।

জেহাদের প্রতি উৎসাহিত করা

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—يَاۤ اَيُّهَا النَّبِىُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ

"হে নবী! মোমেনগণকে জেহাদের প্রতি উৎসাহিত করুন।"

১৩০৯। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (ইতিহাস প্রসিদ্ধ খন্দকের জেহাদে শত্রুর আক্রমণ পথে পরিখা খনন কার্য্য চলিতেছিল,) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পরিখা খনন কার্য্যস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, মোহাজের ও আনছারগণ ভীষণ হীমবান প্রভাতে, অনাহারী অবস্থায় খনন কার্য্য করিতেছেন। তাঁহাদের কোন চাকর-নকর ছিল না যে, সেই কার্য্য সমাধা করিতে পারে। ছাহাবিগণের কষ্ট-ক্লেশ ও ক্ষুধার যাতনা দেখিতে পাইয়া হযরত (দঃ) তাঁহদের উৎসাহ বর্দ্ধনে একটি ছন্দ পাঠ করিলেন—

اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْاٰخِرَةِ   فَاغْفِرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

"হে আল্লাহ আখেরাতের সুখ শান্তিই বাস্তব সুখ শান্তি; আনছার ও মোহাজেরগণের সমস্ত গোনাহ-খাতা ক্ষমা করতঃ তাহাদের আখেরাতের জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া দাও।" ছাহাবীগণ স্বতঃস্ফূর্ত্তির স্বরে অপর একটি ছন্দের দ্বারা উহার প্রতিউত্তর দান করিলেন—

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا

"আমরা সেই বীরগণ যাহারা মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাতে হাত দিয়া অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছি—জীবনের সর্ব্বশেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বদা দ্বীনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ও সংগ্রাম চালাইয়া যাইব।"

চেষ্টা ও আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও অক্ষমতার দরুণ জেহাদে যাইতে না পারিলে

১৩১০। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (ভীষণ কষ্ট, ক্লেশ ও দূর পাল্লার জেহাদ—) তবুকের জেহাদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে বলিলেন, একদল লোক যাহারা মদিনাতেই রহিয়া গিয়াছে আমাদের সঙ্গে আসিতে পারে নাই; আমরা যে কোন পথ বা ময়দান অতিক্রম করিয়াছি প্রত্যেক স্থানেই তাহারা (ছওয়াবের দিক দিয়া) আমাদের সঙ্গী পরিগণিত হইয়াছে। তাহারা ঐ ব্যক্তিগণ যাহারা অতি প্রবল আগ্রহ, ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও অক্ষমতা তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

জেহাদ-পথে রোযার ফজিলত

১৩১১। হাদীছঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ফি-ছাবি লিল্লাহ একদিন (নফল) রোযা রাখিবে; সেই একটি মাত্র রোযার ফজিলত এত অধিক যে, উহার বদৌলতে দোযখ হইতে দীর্ঘ সত্তর বছরের দূরত্ব লাভ হইবে।

ব্যাখ্যা—ফি-ছাবি লিল্লাহ রোযা রাখার অর্থ কোন কোন আলেম এই বলিয়াছেন যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে রোযা রাখা। কোন কোন আলেম বলিয়াছেন, জেহাদ অবস্থায় রোযা রাখা। এই ব্যাখ্যা অনুসারে উক্ত হাদীছে বর্ণিত ফজিলত শুধু ঐ অবস্থায় হাসিল হইবে যখন রোযার দরুণ জেহাদের মধ্যে কোন প্রকার দুর্ব্বলতা, ত্রুটি ইত্যাদি আসিবার আশঙ্কা না থাকে। নতুবা জেহাদ অবস্থায় রোযা রাখার অনুমতিই নাই।

গাজীকে পথের ছামান দেওয়া বা তার বাড়ী-ঘরের আবশ্যকাদির সুব্যবস্থা করিয়া দেওয়ার ফজিলত

১৩১২। হাদীছ ঃ— حدث زيد بن خالد رضى الله تعالى عنه

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِىْ

سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا -

অর্থ—যায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লার রাস্তায় জেহাদে অংশ গ্রহণকারী—গাজীকে যে ব্যক্তি আসবাবপত্র সরঞ্জামাদি সরবরাহ করিবে সেই ব্যক্তি জেহাদ করার ফজিলত লাভ করিবে এবং আল্লার রাস্তায় জেহাদে অংশ গ্রহণকারী—গাজীর অনুপস্থিতিতে তাহার বাড়ী-ঘরের আবশ্যকাদির সুব্যবস্থা যে ব্যক্তি করিবে সে জেহাদ করার ফজিলত লাভ করিবে।

১৩১৩। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় বিবিগণের আবাসগৃহ ব্যতীত অন্য কাহারও গৃহে অধিক যাতায়াত করিতেন না, কিন্তু উম্মে-সোলায়েম রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহে অধিক আসা-যাওয়া করিতেন এবং বলিতেন, তাহার প্রতি আমার বড়ই দয়া হয়, যেহেতু তাহার ভ্রাতা আমার সঙ্গে জেহাদে যাইয়া শহীদ হইয়াছে।

জেহাদে উপস্থিত লগ্নে হানুত ব্যবহার করা

"হানূত" এক প্রকার বিশেষ সুগন্ধি যাহা সাধারণতঃ শুধু মাত্র মৃতকে তাহার কাফন-দাফন কালে লাগাইয়া দেওয়া হয়। জেহাদের জন্য রণাঙ্গনে উপস্থিতি কালে উহা ব্যবহারের কথা বলা হইয়াছে। উদ্দেশ্য এই যে, জেহাদে যাইতে মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত হইয়া যাইবে।

১৩১৪। হাদীছঃ—(আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফৎ আমলে নবী হওয়ার মিথ্যা দাবীদার মোসায়লেমা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে মোসলমানদের এক ভয়াবহ ঐতিহাসিক যুদ্ধ 'ইয়ামামাহ' নামক এলাকায় হইয়াছিল।) মূছার পুত্র আনাছ (রাঃ) সেই যুদ্ধের আলোচনা উপলক্ষে বর্ণনা করিয়াছেন (ঐ দিন) আনাছ (রাঃ) ছাবেৎ ইবনে কায়স (রাঃ) ছাহাবীর নিকট

আসিলেন ; ছাবেৎ (রাঃ) ঐ সময় "হানূত" শরীরে লাগাইতে ছিলেন। আনাছ (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, কি বাধার কারনে আপনি এখনও রণাঙ্গণে আসিতেছেন না। তিনি বলিলেন, হে বৎস! এখনই আসিতেছি। তখন তিনি "হানূত" লাগাইবার কাজ সম্পন্ন করিতে ছিলেন। অতঃপর রণাঙ্গনে আসিয়া বসিলেন। ঐ সময় মোসলমানদের মধ্যে পশ্চাদপদ হওয়ার দৃশ্য পরিলক্ষিত হইল। তৎক্ষণাৎ তিনি হাতের ইশারার সহিত বলিলেন, আমার সম্মুখ হইতে হটিয়া যাও; (আমাকে পথ দাও—) আমি শত্রুর দলের উপর আক্রমণ চালাই। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে জেহাদ করাকালে আমরা এইরূপ করি নাই (যেরূপ করিতে তোমাদিগকে দেখিতেছি,—) তোমরা শত্রু পক্ষকে সুযোগ দিয়া যে ভাবে তাহাদেরে সাহসী হওয়ায় অভ্যস্ত করিয়াছ—ইহা নিতান্তই খারাপ। (অতঃপর তিনি শত্রুদের উপর ঝাপাইয়া পড়িলেন এবং যুদ্ধ চালাইয়া শহীদ হইলেন।)

উন্নতি সর্ব্বদার জন্য ঘোড়ার সঙ্গে বিজড়িত

এস্থলে ঘোড়া বলিতে যুদ্ধ-সরঞ্জাম উদ্দেশ্য। মোসলমান জাতির উন্নতির একমাত্র পথ—আল্লার দ্বীনকে বলন্দ রাখিবার জন্য আল্লাহদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম রত থাকা এবং এই পন্থা কোন কাল বা যুগের জন্য নির্দ্দিষ্ট নহে, বরং প্রত্যেক কালে ও প্রত্যেক যুগে মোসলমান জাতির উন্নতির জন্য এই পন্থাই প্রচলিত রহিয়াছে এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত ইহাই প্রচলিত থাকিবে। মোসলমান জাতির সোনালী যুগে মোসলমান জাতি এই পথেই উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। অতীতের ইতিহাস ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, এস্থলে যুক্তি তর্কের বাড়াবাড়ি নিছক অবাস্তর। অধিকন্তু আল্লার রসুল খবর দিতেছেন যে, কেয়ামত পর্য্যন্ত মোসলমান জাতির উন্নতি এই পন্থায়ই হাসিল হইতে পারিবে ; এই পন্থা পরিত্যাগ করিলে জাতির ভাগ্য-বিড়ম্বনা ঘটিবে এবং উন্নতি ব্যাহত হইবে।

আল্লার রসুলের এই সংবাদের বাস্তবতার উজ্জল সাক্ষী ইতিহাস ; জাতির অধঃপতনের প্রাথমিক যুগ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্তের অবস্থাই উহাকে প্রমাণিত করিয়া দেয়। এইরূপ ঐতিহাসিক সত্য ও ইন্দ্রিয়ভূত বাস্তব বিষয় সম্পর্কে যুক্তি তর্কের হাতড়ানি মস্তিষ্কের অসুস্থতা বই কি ?

১৩১৫। হাদীছ :— আবহুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ঘোড়ার ললাটের কেশগুচ্ছেই রহিয়াছে উন্নতি ও সাফল্য চিরকালের জন্য।

১৩১৬। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দ্বীন-তুনিয়ার বরকত তথা কল্যাণ ও মঙ্গল ঘোড়ার ললাটের কেশগুচ্ছে রহিয়াছে।

জেহাদ জারী থাকিবে ; শাসনকর্ত্তা ভাল হউক বা মন্দ

১৩১৭। হাদীছ :— عن عروة عن النبى صلى الله عليه وسلم

قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِى نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ -

অর্থ—ওর্ওয়া ইবনুল জায়াদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ঘোড়ার কেশগুচ্ছের সঙ্গেই বাঁধা রহিয়াছে সাফল্য ও উন্নতি (—-আখেরাতে ছওয়াব এবং তুনিয়াতে গণিমতের ধন-দৌলত) কেয়ামতের দিন উপস্থিত হওয়া তথা তুনিয়ার শেষ পর্য্যন্ত।

ইমাম বোখারী (রঃ) আবহুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ও আনাছ (রাঃ) ছাহাবীদ্বয় হইতেও এই বিষয়বস্তুর তুইটি হাদীছ এখানে উল্লেখ করিয়াছেন।

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা ইমাম বোখারী (রঃ) এই মছআলাও ব্যক্ত করিয়াছেন যে, কোন শাসনকর্ত্তা মোসলমানদিগকে জেহাদের জন্য সঙ্গবদ্ধ করিলে তাহার সঙ্গে জেহাদে অংশগ্রহণ করা প্রত্যেক মোসলমানের কর্ত্তব্য হইবে যদিও সেই শাসনকর্ত্তার মধ্যে দোষ-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়।

জেহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া পোষা

১৩১৮। হাদীছ :— يقول ابو هريرة النبى صلى الله عليه وسلم

قَالَ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِى سَبِيلِ اللّٰهِ إِيمَانًا بِاللّٰهِ وَتَصْدِيقًا

بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِى مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লার রাস্তায় (জেহাদের জন্য) ঘোড়া পুষিয়া

রাখিবে, আল্লার প্রতি দৃঢ় ঈমান এবং তাহার প্রতিশ্রুতির প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন পূর্ব্বক; তাহার সেই ঘোড়ার ভক্ষিত ও পানীয় বস্তু সমূহের এবং ঐ ঘোড়ার মল-মূত্রের পরিমাণ ওজন কেয়ামতের দিন তাহার নেকীর পাল্লায় প্রদান করা হইবে।

ঘোড়া ও গাধার বিশেষ নাম রাখা

১৩১৯। হাদীছ ঃ—সাহ্‌ল (রাঃ)-এর বর্ণনা আমাদের বাগানে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি ঘোড়া চরিত; উহার নাম ছিল "লোহায়ফ"।

ব্যাখ্যা—উক্ত ঘোড়াটির লেজ অধিক লম্বা হওয়ার কারণে আরবী ভাষায় উহার এই নাম রাখা হইয়াছিল।

হযরতের একটি গাধা ছিল—কাজলা রঙ্গের; উহার নাম ছিল "ওফায়র"।

হযরতের বাহন একটি উটের নাম ছিল, "কাছ্‌ওয়া" যাহার অর্থ কান কাটা। বস্তুতঃ উটটির কান কাটা ছিল না—ছোট ছিল, তাই ঐ নাম দেওয়া হইয়াছিল।

আর একটি উটের নাম ছিল "আজ্‌বা" যাহার অর্থ চেরা ও বিদীর্ণ কানওয়ালা; কোন বিষয়ে চিহ্নিত করার জন্য ঐরূপ করা হয়। বস্তুত ঐ উটটি ঐরূপ ছিল না; কিন্তু উহা এতই উত্তম ছিল যে, উত্তম হওয়ায় চিহ্নিত হওয়ার যোগ্য ছিল, তাই উহাকে ঐ নাম দেওয়া হইয়াছিল।

হযরতের একটি খচ্চর ছিল যাহার নাম ছিল "দুলদুল"।

আবু কাতাদা (রাঃ) ছাহাবীর একটি ঘোড়া ছিল—উহার নাম ছিল 'জারাদ'।

আবু তাল্‌হা (রাঃ) ছাহাবীর একটি ঘোড়া ছিল যাহার উপর নবী (দঃ) একবার ছওয়ার হইয়াছিলেন; উহার নাম ছিল "মানদুব"।

ঘোড়া সম্পর্কে অশুভ হওয়ার ধারণা

১৩২০। হাদীছ ঃ—ان عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه قال

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّمَا الشُّؤْمُ فِىْ ثَـلٰثَةٍ

فِىْ الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ-

১৩২১। হাদীছ ঃ—عن سهل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم—

قَالَ اِنْ كَانَ فِىْ شَيْءٍ فَفِى الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ.

উভয় হাদীছের অর্থ— হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন বস্তুর মধ্যে অশুভ, অমঙ্গলতা বিদ্যমান থাকার বাস্তবতা ও অস্তিত্ব যদি থাকিত, তবে একমাত্র ঘোড়া, স্ত্রী এবং বাসস্থান ও বাড়ীর মধ্যে থাকে বলিয়া গণ্য করা হইত।

অর্থাৎ—এই তিনটি বস্তু এমন যে, সাধারণতঃ উহাদের মধ্যে অশুভ অমঙ্গলতা থাকার ধারণা হইতে পারে, কিন্তু উহাদের সম্পর্কেও এই ধারণা ভিত্তিহীন।

ব্যাখ্যা ঃ— ভাল-মন্দের সর্ব্বময় ক্ষমতা একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার হস্তে ন্যাস্ত। ভাল করা বা মন্দ করার ক্ষমতা সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ ভিন্ন আর কাহারও নাই। ইহা ইসলামের একটি মৌলিক আকিদা ও অপরিহার্য্য মতবাদ; এই সম্পর্কে কোন প্রকার অন্যমনস্ক ভাব পোষণ করিলে ঈমানের মূলে মারাত্মক আঘাত লাগিবে। এই মৌলিক আকিদা ও বিশ্বাস্য বিষয়টি স্পষ্টরূপে কোরআন ও হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত আছে। অতএব কোন বস্তুকে অশুভ অমঙ্গলকারক মনে করা ইসলামের মূল আকিদার পরিপন্থী গণ্য হইবে; জাহেলিয়ত ও অন্ধকার যুগে এইরূপ ভাবধারার প্রচলন ছিল। সেই যুগে কোন কোন বস্তু, অবস্থা বা সময়, দিন ও মাসকে অশুভ ও অমঙ্গল মনে করা হইত। ইসলাম সেই ধারণা ও বিশ্বাসকে বর্জ্জন করার জরুরী আদেশ করিয়াছে।

কোন কোন বস্তু এমন আছে যাহার সঙ্গে মানুষের আচার-ব্যবহার, মেলা-মেশা ও সংশ্রব অত্যধিক; ঐ বস্তুর মধ্যে কোন সূক্ষ্ম দোষক্রটি থাকায় উহা তাহার জন্য নানাপ্রকার দুঃখ-যাতনা, কষ্ট-ক্লেশ ও ক্ষয়-ক্ষতির কারণ হয়, এমতাবস্থায় মানুষ সাধারণ ও বাহ্যিক দৃষ্টি সূত্রে ঐ বস্তুকে অশুভ ও অমঙ্গল ধারণা করিতে পারে। তাই বিশেষভাবে সেইরূপ কতিপয় বস্তুর নাম উল্লেখ করিয়া হযরত রসূলুল্লাহ (দঃ) ঐ ধারণাকে ভিত্তিহীন বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

উল্লেখিত হাদীছে তিনটি বস্তু-বিশেষের নাম উল্লেখ করার তাৎপর্য্য ইহাই। অবশ্য এই হাদীছ দ্বারা এই শিক্ষাও লাভ করিবে যে, এরূপ জীবন-সাথী ও প্রতি মুহূর্ত্তের সংশ্রবময় বস্তুকে অবলম্বন করা কালে বিশেষ বিশেষ সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সহিত কাজ করা আবশ্যক; অনেক সময় এইরূপ বস্তু সমূহের গুপ্ত ও সূক্ষ্ম দোষ-ক্রটি মানুষের জীবন-মরণ মসস্যা ও ক্ষয়-ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। যেরূপ —বাসস্থান ও গৃহ; আবহাওয়া সংক্রান্ত দোষ-ক্রটি বিশেষতঃ অসৎ, অভদ্র ও দুশ্চরিত্র প্রতিবেশী মানুষের জন্য বহু দুঃখ-যাতনা ক্ষয়-ক্ষতির কারণ হইয়া

দাঁড়ায় ; এই জন্যই বলা হয় الجار، قبل الدار، "গৃহ অবলম্বন করার পূর্ব্বে প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ কর"। তদ্রূপ—স্ত্রী, যেহেতু সে জীবনের চিরসঙ্গিনী তাই তাহার বুদ্ধি-বিবেচনা, আখ্লাখ-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, বিশেষতঃ দ্বীন-ধর্ম্ম সম্পর্কীয় দোষ-ত্রুটি মানুষের জন্য শুধু দুঃখ-যাতনা, অশান্তি ও ক্ষয়ক্ষতিরই কারণ হয় না, বরং মানুষের ধ্বংসের কারণ হইয়া দাঁড়ায় ; অনেক সময় অপরিণামদর্শী মানুষ বাহ্যিক চাকচিক্যের ফেরে পড়িয়া অগ্নিময় অশান্তি ও ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। এই জন্যই হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় উম্মতকে সতর্ককরণ ও পরামর্শ দান পূর্ব্বক বলিয়াছেন, মানুষ সাধারণতঃ বাহ্যিক সৌন্দর্য্য ও চাকচিক্যের দ্বারা স্ত্রী নির্ব্বাচন করিয়া থাকে ; তুমি দ্বীন ও ধর্ম্ম দ্বারা স্বীয় স্ত্রী নির্ব্বাচন কর।

তদ্রূপ—ঘোড়া, বিশেষতঃ আরব দেশীয়দের পক্ষে, যাহাদের জীবন-মরণ বাহ্যিক ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় ঘোড়ার উপর নির্ভর করিত, এমতাবস্থায় ঘোড়া ভাল না হইলে জীবন বাঁচাইবার অছিলা পঙ্গু হইয়া বহু ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হইবে। এতদ্ভিন্ন সাধারণরূপেও যদি ঘোড়া জেহাদের উপযোগী না হয় তবে উহা দুনিয়ার দিক দিয়াও শুধু ব্যয়ভারের কারণ হইয়া ক্ষতি সাধন করে এবং আখেরাতের দিক দিয়াও ক্ষতির কারণ এই হয় যে, আখেরাতে উহা নিষ্ফল।

পাঠকগণ! এস্থলে একটি বিষয়ের পার্থক্য বুঝিয়া রাখিতে হইবে—কোন বস্তুবিশেষকে অশুভ অমঙ্গল মনে করা ভিন্ন কথা ; আর কোন বস্তু কোন বিশেষ অবস্থাবিশিষ্ট হওয়া ক্ষেত্রে তাজরেবা ও অভিজ্ঞতা সূত্রে দোষী ও ত্রুটিযুক্ত প্রমাণিত হওয়ায় ঐ বস্তুকে উক্ত অবস্থাবিশিষ্ট হওয়া কালীন দোষী মনে করা এবং উহাকে বর্জ্জন করা ভিন্ন কথা। প্রথম প্রকারের ধারণা নিষিদ্ধ, যেরূপ—কোন ঘোড়াকে অশুভ অমঙ্গল মনে করা। দ্বিতীয় প্রকারের ধারণা নিষিদ্ধ নহে, যেরূপ—কোন বিশেষ এলাকার ঘোড়া বা বিশেষ প্রকারের ঘোড়া বা বিশেষ রঙ্গের ঘোড়া অভিজ্ঞতার দ্বারা ভাল প্রতিপন্ন হওয়ায় উহাকে গ্রহণ করা বা মন্দ প্রতিপন্ন হওয়ায় উহাকে বর্জ্জন করা—এইরূপ তারতম্যের বাছ-বিচার নিষিদ্ধ নহে। অবশ্য এইরূপ ক্ষেত্রে বাস্তবরূপে আস্থাবান তাজরেবা ও অভিজ্ঞতার প্রমাণ বিদ্যমান থাকা আবশ্যক, নতুবা উহা বাহুল্য অহঅছাহ্ পরিগণিত হইবে। কোন কোন হাদীছে ঘোড়ার বিভিন্ন রঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে যে তারতম্যের উল্লেখ আছে উহা এই পর্য্যায়ের ; কোন রঙ্গকে অশুভ অমঙ্গল মনে করা পর্য্যায়ের নহে—পার্থক্যটি গভীর চিন্তার সহিত বুঝিতে হইবে।

জেহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া পোষার ফজিলত

১৩২২। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ঘোড়া তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; প্রথম শ্রেণী—যেই ঘোড়া মালিকের জন্য ছওয়াব লাভের অছিলা। দ্বিতীয় শ্রেণী—যেই ঘোড়া মালিকের জন্য শুধু জাগতিক আবশ্যকাদি পূরণে তাহার মান-ইজ্জত রক্ষাকারী (আখেরাতে কোন ছওয়াব লাভের অছিলা নহে, গোনাহের কারণও নহে)। তৃতীয় শ্রেণী—যেই ঘোড়া মালিকের জন্য গোনাহের কারণ।

(১) মালিকের জন্য ছওয়াবের অছিলা ঐ ঘোড়া, যেই ঘোড়াকে মালিক আল্লার রাস্তায় জেহাদের উদ্দেশ্যে পোষিয়া রাখিয়াছে ; (এইরূপ ঘোড়ার অছিলায় ছওয়াব লাভের সুযোগ অগণিত—) মালিক সেই ঘোড়াকে মাঠে বা বাগানে লম্বা দড়িতে বাঁধিয়া আসিলে, ঐ অবস্থায় ঘোড়া যত ঘাস-পাতা খাইবে সবই মালিকের জন্য নেক আমল গণ্য হইতে থাকিবে, (অর্থাৎ মালিক স্বয়ং ঘাস-পাতা সংগ্রহ করিয়া দেয় নাই, বরং বাগানে বা মাঠে বাঁধিয়া আসিয়াছে ইহাতেই মালিক এইরূপ ছওয়াব লাভ করিবে, এমন কি) যদি ঐ ঘোড়া দড়ি ছিন্ন করিয়া নিজ খুশীমনে বন-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্ব্বতে ঘুরিয়া বেড়ায় এমতাবস্থায় (উহার সমুদয় পানাহার, এমন কি) উহার মল-মুত্র এবং এই ভ্রমণের সমুদয় পদক্ষেপ পরিমাণ ছওয়াব মালিককে প্রদান করা হইবে। ঐ ঘোড়া পথিমধ্যে যাতায়াতে কোথাও পানি পান করিল, যদিও মালিক ইচ্ছাকৃত পানি পান করায় নাই তবুও এই পানি পানকে মালিকের জন্য নেক আমল গণ্য করা হইবে।

(২) মালিকের জন্য (ছওয়াব ও গোনাহহীন রূপে শুধু) মান-ইজ্জত রক্ষাকারী ঐ ঘোড়া, যেই ঘোড়াকে মালিক স্বীয় প্রয়োজন পূরণে অন্যের মুখোপেক্ষিতা হইতে রক্ষার উদ্দেশ্যে পোষিয়া রাখিয়াছে এবং উহা সম্পর্কে শরীয়তের যে সব নির্দ্দেশ রহিয়াছে (যেমন—শর্ত্ত অনুযায়ী যাকাৎ এবং কোন মোসলমান ভাই-এর কার্য্যোদ্ধারে সাহায্য প্রদান) সেই সব হইতে অমনোযোগী থাকে নাই।

(৩) মালিকের পক্ষে গোনাহের কারণ ঐ ঘোড়া যেই ঘোড়াকে মালিক স্বীয় গৌরব, আত্মগর্ব্ব, বড়াই ও বাহ্যাড়ম্বরতার উদ্দেশ্যে এবং মোসলমানদেরই বিরুদ্ধে ঝগড়া-বিবাদের কার্য্যে লাগাইবার উদ্দেশ্যে পোষিয়া রাখিয়াছে।

কোন ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে গাধার (শ্রেণী বিভক্ত) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। হযরত (দঃ) বলিলেন, গাধা সম্পর্কে আমার নিকট কোন বিশেষ অহী নাযেল হয় নাই, অবশ্য কোরআনের একটি মহান আয়াত আছে, (গাধা ইত্যাদি সবই উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে) আয়াতটি এই—

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ - وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ -

"যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ নেক করিবে সে উহার প্রতিদান পাইবে এবং যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ গোনাহ করিবে সে উহার প্রতিফল ভোগ করিবে।"

অর্থাৎ গাধা ইত্যাদির শ্রেণী-বিভক্তি এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি উহাকে সামান্যতম নেক আমলের উদ্দেশ্যে পোষিবে সে উহার প্রতিদান লাভ করিবে, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি উহাকে সামান্যতম গোনাহের কাজের উদ্দেশ্যে পোষিবে সে উহার প্রতিফল ভোগ করিবে।

পাঠকবর্গ! উল্লেখিত হাদীছ ও আয়াতটি অতি ব্যাপক, যত রকমের মোবাহ কার্য্য আছে সবই ইহার অন্তর্ভুক্ত এবং মানব জীবনের হাযার হাযার মোবাহ কার্য্য সমূহের ছওয়াব ও গোনাহ রূপে শ্রেণী-বিভক্তি এই হাদীছ ও আয়াত দ্বারা প্রস্ফুটিত হয় এবং ঐ হাযার হাযার মোবাহ কার্য্য সমূহকে ছওয়াব ও নেক আমলে পরিণত করার পথ আবিষ্কৃত হয়।

বস্তুতঃ এই হাদীছ ও আয়াতটি বোখারী শরীফের সর্ব্বপ্রথম হাদীছ— নিয়্যতের হাদীছেরই অনুশীলন। এই বিষয়ের পূর্ণ বিবরণ তথায় বর্ণিত হইয়াছে।

গণিমতের মাল হইতে ঘোড়ার অংশ

১৩২৩। হাদীছঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঘোড়ার জন্য দুই অংশ এবং ঘোড়ার মালিকের জন্য এক অংশ প্রদান করিয়াছেন।

ব্যাখ্যাঃ—রণক্ষেত্রে হস্তগত ধন সম্পদ গণিমতের মাল গণ্য করা হয়। গণিমতের মাল হইতে এক পঞ্চমাংশ বাইতুল-মাল—জাতীয় ধন-ভাণ্ডারে জমা দেওয়া হয় এবং অবশিষ্ট চার অংশ ঐ জেহাদে অংশ গ্রহণকারিগণের মধ্যে বণ্টন করা হয়; গণিমতের মাল সম্পর্কে শরীয়তের এই বিধান।

যোদ্ধাগণের মধ্যে গণিমতের মালের চার অংশকে বণ্টন করা কালে প্রতিটি ঘোড়াকে দুইজন সৈনিকের বরাবর গণ্য করিয়া প্রাপকদের সংখ্যার সমপরিমাণ

অংশে ঐ মালকে বণ্টন করা হয়। অতঃপর প্রত্যেক সৈনিককে এক এক অংশ প্রদান করা হয়; সেমতে প্রত্যেক পদাতিক সৈন্যকে এক অংশ এবং অশ্বারোহীকে তিন অংশ (—ঘোড়ার দুই অংশ মালিকের এক অংশ) দেওয়া হইত। উল্লেখিত হাদীছের তাৎপর্য্য ইহাই এবং অধিকাংশ ইমামগণের মত এই হাদীছের উপরই প্রতিষ্ঠিত। কোন কোন হাদীছে অশ্বারোহির দুই অংশ তথা ঘোড়ার এক অংশ ও মালিকের এক অংশ উল্লেখ আছে, ইমাম আবু হা ফা রহমতুল্লাহ আলাইহের মজহাব সেই হাদীছের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

ঘোড়-দৌড় অনুষ্ঠিত করা

জেহাদের উদ্দেশ্যে অশ্বচালনার উন্নতি বিধানকল্পে ঘোড়-দৌড় অনুষ্ঠিত করা মহৎ কাজ এবং এই সম্পর্কে তৃতীয় পক্ষের তরফ হইতে কোন পুরস্কার ঘোষণা করাও জায়েষ। কিন্তু পরস্পর কোন বাজি ধরিয়া বা কোন প্রকার জুয়া ইত্যাদির সংশ্রবে ঘোড়-দৌড় অনুষ্ঠিত করা হারাম।

১৩২৪। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিশেষরূপে গঠিত পোক্তাদেহী অশ্ব সমূহের দৌড় ছয়-সাত মাইল ব্যবধানের দুইটি স্থানের মধ্যে এবং সাধারণ দেহী অশ্ব সমূহের দৌড় এক মাইল ব্যবধানের দুইটি স্থানের মধ্যে অনুষ্ঠিত করিয়াছেন। (আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন,) আমি সেই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণকারী ছিলাম।

নারীদের জেহাদ

১৩২৫। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আমি জেহাদের অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তিনি বলিলেন, তোমাদের জেহাদ হইল হজ্জ করা।

১৩২৬। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিবিগণ তাঁহার নিকট জেহাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, (নারীদের জন্য) উত্তম জেহাদ হইল হজ্জ।

১৩২৭। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওহোদের জেহাদের দিন মোসলমানগণ শৃঙ্খলাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, (যদ্দরুন তাঁহাদের অনেক লোক হতাহত হয়,) সেই বিপদের দিন দেখিয়াছি, উম্মুল-মোমেনীন আয়েশা(রাঃ) ও (আমার মাতা) উম্মে-সোলায়েম বিশেষ তৎপরতার সহিত স্বীয় পৃষ্ঠে বহন করতঃ

মশক ভরিয়া পানি আনিতেন এবং আহতদের মুখে পানি ঢালিয়া দিতেন ; পুনঃ পুনঃ তাঁহারা এই কাজ করিতেছিলেন এবং এত অধিক তৎপতার সহিত এই কার্য্য করিতেছিলেন যে, তখন তাঁহাদের পায়ের গোছা আমার নজরে পড়িয়াছে।

১৩২৮। হাদীছ ঃ—একদা আমীরুল-মোমেনীন ওমর (রাঃ) কিছু সংখ্যক চাদর মদীনার নারীদের মধ্যে বণ্টন করিলেন। একটি উত্তম চাদর অবশিষ্ট রহিল। একজন আরজ করিল, হে আমীরুল-মোমেনীন ! রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দৌহিত্রী—আপনার স্ত্রী উম্মে-কুলছুমকে এই চাদরটি দিন। ওমর (রাঃ) বলিলেন, মদিনাবাসিনী উম্মে-সালীৎ ইহা পাইবার অগ্রাধিকারিনী ; তিনি জঙ্গে-ওহোদের দিন আমাদের জন্য মশক ভরিয়া পানি আনিতেন।

১৩২৯। হাদীছ ঃ— মোআওয়েজের দুহিতা রোবাইয়ে (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে জেহাদে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকিতাম। লোকদিগকে পানি পান করাইতাম, তাহাদের আবশ্যকাদির ব্যবস্থা করিতাম, আহতগণের ঔষধ-পত্রের ব্যবস্থা করিতাম, এবং নিহতদের লাশ ও আহতগণকে মদিনায় পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করিতাম।

ব্যাখ্যা—বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ শরাহ্ ফতহুল বারী কিতাবে লিখিত আছে যে, মা, খালা, ফুফু, ভগ্নি ইত্যাদি এমন মেয়েলোক যাহাদের সঙ্গে বিবাহ হারাম তাহাদের ক্ষেত্রে সাধারণ রূপেই এই সব আচার ব্যবহার জায়েয বটে, কিন্তু সর্ব্ব সাধারণ নারীদের ক্ষেত্রে (সাধারণ অবস্থায়) পর-পুরুষের শরীর স্পর্শকে পরিহার করিয়া চলা আবশ্যক।

জেহাদের মধ্যে প্রহরীর কাজ করা

১৩৩০। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (কোন এক জেহাদ হইতে) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদিনায় পৌছিলেন ; তিনি বিনিদ্র ছিলেন, তাই এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন যে, আমার ছাহাবীগণের মধ্য হইতে যদি কোন উত্তম ব্যক্তি এখন উপস্থিত হইয়া আমাকে পাহারা দিত। (আমি নিরাপদে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতাম।) হঠাৎ অস্ত্র সাজে সজ্জিত ব্যক্তির আগমন শব্দ শ্রুত হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে ? আগন্তুক বলিলেন, আমি সায়াদ ইবনে আবি ওয়াক্কাছ, আপনাকে পাহারা দেওয়ার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইয়াছি। অতঃপর হযরত (দঃ) শুইয়া পড়িলেন।

ব্যাখ্যা—মদিনায় ইহুদির আধিক্য ছিল, তাহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ঘোর শত্রু ছিল, তাই হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) নিদ্রামগ্নতা ইত্যাদি অবস্থায় স্বীয় প্রহরী নিযুক্ত করিতেন। সেই সম্পর্কে কোরআন শরীফে এই আয়াত নাযেল হইল—والله يعصمك من الناس "আল্লাহ তায়ালা আপনাকে শত্রুদের হইতে সুরক্ষিত রাখিবেন" এই আয়াত নাযেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরত (দঃ) প্রহরীগণকে বলিয়া দিলেন, তোমরা চলিয়া যাও, পাহারার আবশ্যক নাই ; আল্লাহ তায়ালা আমাকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

১৩৩১। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة ان اعطى رضى وان لم يعط سخط تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه فى سبيل الله اشعث رأسه مغبرة قدماه ان كان فى الحراسة كان فى الحراسة وان كان فى الساقة كان فى الساقة وان استاذن لم يؤذن له وان شفع لم يشفع -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা—নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যাহারা টাকা-পয়সা, সোনা-চান্দি, কাপড়-চোপড়, পোযাক-পরিচ্ছেদের গোলাম তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। (তাহাদের মনোবৃত্তি কত নিম্নস্তরের—) তাহাদিগকে তাহাদের (মনোবাঞ্ছা) ধন-সম্পদ প্রদান করা হইলেই তাহারা সন্তুষ্ট, নতুবা অসন্তুষ্ট (ধন-সম্পদই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য বস্তু।) তাহারা ধ্বংস হউক, তাহাদের অধঃপতন ঘটুক, তাহাদের আপদ-বিপদ দূরীভূত না হউক।

ঐ ব্যক্তির জন্য মহা সুসংবাদ যে ব্যক্তি আল্লার রাস্তায় জেহাদের অপেক্ষায় স্বীয় ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া (তথা সর্ব্বদা প্রস্তুত হইয়া) থাকে ; (কোন পদ বা সুযোগের মোহ তাহার অন্তরে মোটেই নাই,) আল্লার রাস্তায় তাহাকে

চৌকিদারির কার্য্য প্রদান করা হইলে সেই কার্য্যেই সে আত্মনিয়োগ করে এবং সকলের পেছনে তাহাকে রাখা হইলে সে পেছনে থাকিয়াই দায়িত্ব পালনে ব্রত থাকে। (এমন নিঃস্বার্থ কর্ম্মির জন্য মহা সুসংবাদ, যদিও বাহ্যিক পরিপাটি, মান-মর্য্যাদা তাহার না থাকে—) তাহার মাথার চুল এলোমেলো, পায়ে ধূলা-বালু মাখানো, কাহারও নিকট সাক্ষাতের অনুমতি চাহিলে অনুমতি পায় না, সে কোন সুপারিশ করিলে তাহার সুপারিশ রক্ষা করা হয় না। (এইরূপে সে বাহ্যিক মাণ-মর্য্যাদাহীন হইলেও তাহার জন্য আল্লার রসুলের মারফৎ এই সুসংবাদ যে, আল্লাহ তায়ালার নিকট তাহার মান-মর্য্যাদা অনেক বড়।)

স্বীয় সঙ্গী সাথির খেদমত ও সেবার ফজিলত

১৩৩২। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি এক ছফরে বিশিষ্ট ছাহাবী জরীর ইবনে আবদুল্লাহ রাজিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে ছিলাম। তিনি আমার খেদমত ও সেবা করিয়া থাকিতেন; অথচ তিনি আনাছ (রাঃ) হইতে বয়সেও বড় ছিলেন। জরীর (রাঃ) বলিতেন মদিনাবাসী ছাহাবী আনছার-গণকে একটি মহান কাজ করিতে দেখিয়াছি (—তাঁহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অতিশয় খেদমত ও সেবা করিয়াছেন,) তাই তাঁহাদের যে কোন ব্যক্তিকে আমি পাইব আমি তাঁহার যথাসাধ্য খেদমত ও সেবা করিব।

প্রিয় পাঠক! মদিনাবাসিগণের খেদমত ও সেবা সম্পর্কে জরীর ইবনে আবদুল্লাহ রাজিয়াল্ল তায়ালা আনহুর ন্যায় বিশিষ্ট ছাহাবী হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য এবং এই বিষয়টি উপলব্ধি করা আবশ্যক যে, তাঁহাদের খেদমত ও সেবা বস্তুত হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মহব্বৎ ও অনুরাগের পরিচয়।

১৩৩৩। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (এক জেহাদের ছফরে) আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। (আমাদের মধ্যে কেহ কেহ রোযাদার ছিল, কেহ কেহ রোযাহীন।) রোযাদারগণ (ভীষণ উত্তাপের মধ্যে রোযার কঠোরতার দরুন) কোন কাজকর্ম্মে সক্ষম হইল না। রোযাহীনগণ যানবাহন সমূহের পানাহারের ব্যবস্থা, সঙ্গি-সাথি সকলের প্রয়োজন পূরণ ও খেদমত সেবা ইত্যাদি সকল প্রকার পরিশ্রমই করিল। তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আজকার দিনের সমুদয় ছওয়াব রোযাহীনগণই হাসিল করিয়া নিয়াছে।

আল্লার দ্বীন রক্ষায় আক্রমণ প্রতিরোধে পাহারা দেওয়ার ফজিলত

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ ..

অর্থ—হে ঈমানদারগণ! (দ্বীন ইসলাম রক্ষা কল্পে সকল প্রকার আপদ-বিপদে, কষ্ট-ক্লেশে) ধৈর্য্যধারণ কর এবং শত্রুর মোকাবিলায় সংগ্রামে দৃঢ় থাক এবং শত্রুর প্রতিরোধে পাহারাদানে রত থাক।

১৩৩৪। হাদীছ ঃ—عن سهل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

قَالَ رِبَاطُ يَوْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَمَوْضِعُ سَوْطِ اَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ الْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا -

অর্থ—সালহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, একদিন আল্লার (দ্বীন রক্ষার) পথে কাফেরদের আক্রমণ প্রতিরোধে পাহারা দেওয়া (তথা এই আমলের বদৌলতে আখেরাতে যে সম্পদ লাভ হইবে উহা) সমগ্র দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদ হইতে উত্তম। বেহেশতের এক চাবুক পরিমিত (তথা সামান্যতম) অংশ সমগ্র দুনিয়া এবং দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদ অপেক্ষা অধিক উত্তম। একবার সকালে বা বিকালে (তথা অল্প সময়ের জন্য) আল্লার রাস্তায় (তথা দ্বীন রক্ষার চেষ্টায়) বাহির হওয়া সমগ্র দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদ অপেক্ষা উত্তম।

কম বয়স্ক ছেলেকে জেহাদের পথে খেদমতের জন্য দেওয়া

১৩৩৫। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (আমার মাতার স্বামী) আবু তাল্‌হা (রাঃ)কে বলিলেন, খয়বরের জেহাদ-পথে আমার খেদমতের জন্য একটি ছেলে তালাশ করিয়া আন। আবু তাল্‌হা (রাঃ) আমাকে উপস্থিত করিলেন, তখন আমি বয়ঃপ্রাপ্তির নিকটবর্ত্তী। আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমত করিয়া থাকিতাম। আমি তাঁহাকে অনেক সময় এই দোয়া করিতে শুনিতাম—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ

وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ -

"হে আল্লাহ! তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি পেরেশানী, অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা হইতে এবং নিষ্কর্ম্মন্যতা হইতে, অলসতা হইতে, কৃপণতা হইতে, দুর্ব্বলতা, সাহসহীনতা এবং ঋণের বোঝা হইতে ও শত্রুর প্রাবল্য হইতে।"

অতঃপর হযরত (দঃ) খয়বরে পৌঁছিয়া কিল্লা জয় করিলেন, তাঁহার নিকট তথাকার সর্ব্বপ্রধান সর্দ্দার হুয়াই ইবনে আখতারের দুহিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হইল যে, সে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানিত ঘরের অতীব সুন্দরী যুবতী, সবে মাত্র তাহার বিবাহ হইয়াছিল, তাহার স্বামী এই আক্রমনে নিহত হইয়াছে। (এইরূপ উচ্চ মর্য্যাদাশীলা নারীকে কোন সাধারণ লোকের হস্তে দেওয়া তাহার মর্য্যাদারও হানী হইবে এবং পরস্পর ঈর্ষা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কাও আছে। লোকদের এই কথায়) হযরত (দঃ) তাঁহাকে নিজ তত্ত্বাবধানে অনিলেন (এবং এত উচ্চ মর্য্যাদা দান করিলেন যে, তাহাকে দাসী না রাখিয়া সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করিলেন।)

খয়বর হইতে ফিরিবার পথে "ছাহ্বা" নামক স্থানে পৌঁছিয়া হযরত (দঃ) নব-দাম্পত্যের ওলিমার ব্যবস্থা স্বরূপ কিছু খাওয়া খাদ্যের ব্যবস্থা করিলেন এবং আমাকে বলিলেন, আশেপাশের সকলকে ডাকিয়া আন। আমি তাহাই করিলাম ; ওলিমার সমাপ্তি হইল। অতঃপর তথা হইতে মদিনা যাত্রা করা হইল। হযরত (দঃ) (স্বীয় পরিবারবর্গের প্রতি কিরূপ সদয় ছিলেন! তিনি) নব-দম্পতির জন্য নিজ বাহনের উপর পেছনে পর্দ্দা করিয়া আসনের ব্যবস্থা করিলেন এবং আরোহণের জন্য স্বীয় উরু পাতিয়া দিলেন, নব-দম্পতি উহার উপর পা রাখিয়া যানবাহনে আরোহণ করিলেন। অতঃপর আমরা যখন মদিনার নিকটবর্ত্তী পৌঁছিলাম এবং ওহোদ পাহাড় দৃষ্ট হইল, তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, এই পাহাড়টি আমাদিগকে মহব্বত করিয়া থাকে, আমরাও উহাকে মহব্বত করিয়া থাকি। অতঃপর হযরত (দঃ) মদিনার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ! আমি মদিনা নগরীর উভয় পার্শ্বস্থ এলাকাকে বিশেষ সম্মানিত বলিয়া ঘোষণা করিতেছি যেরূপ ইব্রাহীম(আঃ) মক্কা নগরী সম্পর্কে করিয়াছিলেন। হে আল্লাহ! তুমি মদিনাবাসীর ফল-ফলাদি, শস্য-ফসলের মধ্যে বরকত ও উন্নতি দান কর।

দুর্ব্বল ও নেককার লোকদের নামে আল্লার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা

১৩৩৬। হাদীছ ঃ—মোছয়া'ব ইবনে ছায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পিতা সায়াদ (রাঃ) (প্রসিদ্ধ বীর ও ধনাঢ্য ছিলেন এবং তীর চালনায় বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, তাই তিনি) নিজকে ধন্য মনে করিতেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার সেই ধারণায় বাধা প্রদান করতঃ বলিলেন—

هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ اِلَّا بِضُعَفَاءِكُمْ -

"তোমরা দূর্ব্বলদের অছিলায়ই আল্লার সাহায্য ও দান লাভ করিয়া থাক।"

পাঠকবর্গ। সাংসারিক ও দলীয় ইত্যাদি সমবায় ব্যবস্থাপনার মধ্যে উল্লেখিত সত্যটির প্রতি লক্ষ্য রাখিবে ; অধুনা আমাদের মধ্যে ইহার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

১৩৩৭। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, এমন এক সময় আসিবে যে, এক দল লোক জেহাদের জন্য যাইবে, তাহাদের মধ্যে অনুসন্ধান চালান হইবে যে, কোন ছাহাবী তাহাদের সঙ্গে আছেন কি ? অনুসন্ধান করিয়া জানা যাইবে যে, হাঁ—ছাহাবী আছেন ; তখন তাঁহার বদৌলতে তাহাদের জয়লাভ হইবে। অতঃপর এমন এক সময় আসিবে যে, এক দল লোক জেহাদের জন্য যাত্রা করিবে, তাহাদের মধ্যে অনুসন্ধান করা হইবে যে, রসুলুল্লার ছাহাবীর ছাহাবী তথা কোন তাবেয়ী আছেন কি ? অনুসন্ধানে জানা যাইবে, হাঁ—আছেন ; তখন তাঁহার বরকতে জয় লাভ হইবে। আবার এক সময় আসিবে যে, ঐরূপ একদল লোকের মধ্যে অনুসন্ধান করা হইবে, রসুলুল্লার ছাহাবীদের ছাহাবীর ছাহাবী তথা কোন তাবে-তাবেয়ী আছেন কি ? অনুসন্ধান করিয়া জানা যাইবে, হাঁ—আছেন। তখন তাঁহার বদৌলতে তাহাদের জয়লাভ হইবে।

কাহারও সম্পর্কে দৃঢ়তার সহিত নির্দ্দিষ্ট ভাবে এইরূপ বলার অধিকার নাই যে, সে শহীদের মর্ত্তবা পাইয়াছে

ইহা একটি ধ্রুব সত্য এবং সুস্পষ্ট বাস্তব বিষয় যে, শহীদের মর্ত্তবা লাভ করা অনেকগুলি সূক্ষ্ম, আন্তরিক, অপ্রকাশ্য বিষয়বস্তুর উপর নির্ভরশীল। সে সব বিষয় বস্তুর বাস্তবতার খবর একমাত্র অন্তর্যামী সর্ব্বজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালাই জানেন এবং তাঁহার তরফ হইতে অহী মারফত জানা যাইতে পারে। সাধারণ ভাবে

শুধু বাহ্যিক ও স্থূল দৃষ্টিতে উহা জানিবার উপায় নাই। অতএব এইরূপ অজ্ঞাত বিষয়াবলীর উপর নির্ভরশীল বস্তু সম্পর্কে নির্দ্দিষ্টরূপে দৃঢ়তার সহিত কোন উক্তি করা অনধিকার চর্চ্চা বই কি? দৃষ্টান্ত স্বরূপ লক্ষ্য করুন—প্রথমতঃ নিয়্যেতের দিক দিয়া, খালেছ অবিমিশ্ররূপে ফী-ছাবি লিল্লাহ—আল্লার রাস্তায় একমাত্র আল্লার উদ্দেশ্যে জেহাদ করা হইলে শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রেই শহীদের মর্ত্তবার প্রশ্ন আসিতে পারে, নতুবা নহে। নিয়্যেত অদৃশ্য বস্তু, এমন কি উহার উৎপত্তি স্থলও অদৃশ্য; উহার খবর একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই রাখেন। বিভিন্ন হাদীছের মধ্যেও এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ১২৮০ নং হাদীছে জেহাদে আত্মনিয়োগকারীর ফজিলত বর্ণনা করিতে যাইয়া হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—

والله اعلم بمن يجاهد فى سبيله "আল্লাই ভালরূপে জানেন, কোন ব্যক্তি আল্লার রাস্তায় আল্লার উদ্দেশ্যে জেহাদ করিয়া থাকে।" তদ্রূপ ১২৮৯ নং হাদীছে বলা হইয়াছে—والله اعلم بمن يكلم فى سبيله "আল্লাহ তায়ালাই ভালরূপে জানেন, কোন ব্যক্তি আল্লার রাস্তায় আল্লার উদ্দেশ্যে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে।"

অতঃপর যত বড় নেক ও মর্ত্তবার আমলই হউক না কেন উহার ফলাফল লাভ জীবনের শেষ মূহুর্ত্তের ভাল-মন্দের উপর নির্ভর করে, যাহা অনেক সময় সাধারণ দৃষ্টিভূত হয় না; নিম্নের হাদীছে ইহারই একটি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

১৩৩৮। হাদীছঃ—সাহুল ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন এক জেহাদে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ও মোশরেক কাফেরদের মধ্যে ভীষণ লড়াই হইল। মোসলমানদের মধ্যে এক ব্যক্তি অত্যাধিক বীরত্ব ও তৎপরতার সহিত কাজ করিয়াছে, সে যে কোন কাফেরকে একটু সুযোগে পাইয়াছে তৎক্ষণাৎ উহাকে বধ করিয়াছে। যখন যুদ্ধের একটু বিরাম ঘটিল এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় দলীয় লোকদের সঙ্গে একত্রিত হইলেন; আমি হযরতের খেদমতে আরজ করিলাম, অমুক ব্যক্তি আজ এত অধিক কাজ করিয়াছে যে, আমাদের মধ্যে অন্য আর কেহই ঐ পরিমাণ কাজ করিতে পারে নাই। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ ব্যক্তির নাম লইয়া বলিলেন, সে দোযখবাসী হইবে। হযরতের এই উক্তিতে সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল।

এক ব্যক্তি মনে মনে এই পণ করিল যে, আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহার অবস্থার অনুসন্ধান করিব। সে যেখানেই যেই কাজ করে ঐ ব্যক্তি তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। ঐ ব্যক্তি তাহাকে দেখিতে পাইল, সে এক ভীষণ আঘাত পাইয়াছে এবং আঘাতের যন্ত্রণায় ধৈর্য্যধারণ না করিয়া স্বীয় তরবারিকে সোজাবস্থায় রাখিয়া উহার উপর নিজকে ফেলিয়া দিয়া আত্মহত্যা করিয়া ফেলিল। অনুসন্ধানী ব্যক্তি এতদদৃষ্টে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ছুটিয়া আসিল এবং ভাবাবেগে বলিয়া উঠিল, আমি পুনঃ সাক্ষ্য দিতেছি, আপনি বাস্তবিকই আল্লার রসুল। হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার? সে বলিল, যেই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি পূর্ব্বাহ্নে বলিয়াছেন যে, সে দোযখবাসী হইবে এবং আপনার উক্তি শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়াছিল; তখন আমি মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম, আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহার অবস্থার অনুসন্ধান চালাইব। আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া দেখিতে পাইলাম, সে স্বীয় তরবারী সোজা করিয়া রাখিয়া উহার উপর নিজেকে পতিত করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। (আত্মহত্যা মহাপাপ, যাহার অনুষ্ঠানকারী দোযখের শাস্তিপ্রাপ্ত হইবে; অতএব শেষ ফলে দেখা যায়, তাহার সম্পর্কে আপনার উক্তিই ঠিক হইল।)

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, কোন কোন সময় এইরূপ হয় যে, একজন মানুষ প্রকাশ্য ও বাহ্যিক দৃষ্টিতে বেহেশত লাভের উপযোগী আমল করিতে থাকে বটে, কিন্তু (শেষ পর্য্যন্ত তাহার আসল রূপ প্রকাশ পায় এবং দোযখ উপযোগী আমল করিয়া) সে দোযখবাসী হয়। তদ্রূপ কোন সময় এইরূপও হয় যে, একজন মানুষ প্রকাশ্য ও বাহ্যিক দৃষ্টিতে দোযখ উপযোগী আমল করিতে থাকে বটে, কিন্তু (শেষ পর্য্যন্ত তাহার আভ্যন্তরীণ কোন বিশেষ গুণের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং বেহেশত উপযোগী আমল করিয়া) সে বেহেশতবাসী হয়।

তীর চালনা শিক্ষা করা

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ ..

অর্থাৎ—ইসলামদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তোমরা যথাসাধ্য শক্তি ও সমরাস্ত্র সঞ্চয় কর এবং প্রস্তুত রাখ—এই পরিমাণ যে, তোমাদের ও আল্লার (দ্বীনের) শত্রুরা যেন উহা দেখিয়া আতঙ্কগ্রস্ত ও ভয়ে কম্পিত থাকে।

মোসলেম শরীফের এক হাদীছে আছে, রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, উক্ত আয়াতে শক্তি সঞ্চয়ের অর্থ তীর চালনা শিক্ষা করা।

পাঠকবর্গ! যুগের পরিবর্ত্তনে শক্তি ও যুদ্ধাস্ত্রের রূপে পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। আদি যুগে অশ্ব ও তীরই ছিল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি ও যুদ্ধাস্ত্র। অধুনা যে সব বৈজ্ঞানিক অস্ত্র আবিষ্কার হইয়াছে ইসলামদ্রোহীদের মোকাবিলায় সেই সব অস্ত্র সংগ্রহ করা এবং উহার পরিচালনও আলোচ্য আয়াতের আদেশভুক্ত।

১৩৩৯। হাদীছ ঃ—সালামা-তুবনুল-আকওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 'আসলাম' গোত্রীয় কতিপয় লোকদের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তাহারা (শিক্ষা উদ্দেশ্যে দুই দল হইয়া) তীর চালনা করিতেছিল। হযরত (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, হে ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধরগণ! তোমরা তীর চালনায় অভিজ্ঞতা লাভ কর ; তোমাদের পিতামহ (ইসমাঈল (আঃ) তীর চালনা করিয়া থাকিতেন।) অতঃপর রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি দলের সঙ্গে অবতরণ করতঃ বলিলেন, আমি এই পক্ষে। তখন অপর পক্ষ তীর ছোঁড়া বন্ধ করিয়া দিল। হযরত (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা তীর চালাওনা কেন ? তাহারা বলিল, আপনি ঐ পক্ষে থাকাবস্থায় তাহাদের প্রতি কিরূপে তীর নিক্ষেপ করিব ? হযরত (দঃ) বলিলেন, আমি তোমাদের উভয়ের সঙ্গেই আছি তোমরা তীর চালনা কর।

খঞ্জর চালনার খেলা করা

১৩৪০। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কতিপয় হাবশী লোক নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে মসজিদের মধ্যে খঞ্জর চালনার খেলা করিতেছিল, এমন সময় ওমর (রাঃ) তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদের প্রতি কাঁকর নিক্ষেপ করিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, হে ওমর! তাহাদিগকে এই খেলা করিতে দাও।

এই বিষয়ে ৫৩০ নং হাদীছখানাও এস্থানে উল্লেখ আছে।

তরবারীর সাজ বা অলঙ্কার

১৩৪১। হাদীছ ঃ—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবী আবু উমামা (রাঃ) বলিতেন—ছাহাবীগণ অসংখ্য বিজয় লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের তরবারির সাজ স্বর্ণ-রৌপ্য ছিল না। তাঁহাদের তরবারির সাজ হইত সীসা, লোহা।

অর্থাৎ নিষ্প্রয়োজন সাজ-সজ্জায়, বেশ-ভূষায় অপব্যয় করা যদিও উত্তম কাজ সম্পৃক্তে হয় উচিৎ নহে। যেমন, জেহাদের তরবারি যাহার সম্পর্কে হাদীছ শরীফে আছে, তরবারির ছায়াতলে বেহেশত। এই তরবারির সাজ-সজ্জায় স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যবহার সোনালী যুগের মোসলমান ছাহাবী তাবেয়ীগণ করিতেন না। মসজিদ, জায়নামায, তছবীহ, কোরআন শরীফ ইত্যাদি বস্তু সম্পর্কেও এই একই কথা।

বর্শা ছোড়া শিক্ষা করা

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বর্শার ছায়াতলে আমার (উম্মতের) রিজিক রাখা হইয়াছে; আর আমার আদেশের বিরুদ্ধাচরণে রহিয়াছে মান-মর্য্যাদার হানি ও অধঃপতন।

ব্যাখ্যা ঃ—বর্শার ছায়াতল উদ্দেশ্য জেহাদ।

অর্থাৎ মোসলমানের জন্যে বেশী পরিমাণের এবং সম্মানজনক ও উত্তম রোজগারের সূত্র হইল জেহাদ।

জেহাদ সম্পর্কে হযরতের ভবিষ্যদ্বাণী

১৩৪২। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (কেয়ামতের পূর্ব্বে) তোমরা মোসলমানগণ ইহুদীদের বিরুদ্ধে এক জেহাদ করিবে। (সেই জেহাদে ইহুদীরা পরাজিত হইবে এবং দুনিয়ার কোন বস্তু তাহাদিগকে আশ্রয় দিবে না। এমন কি) কোন ইহুদী কোন পাথরের (বা গাছের) আড়ালে লুকাইয়া থাকিলে ঐ পাথর মোসলমান ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিবে, হে আল্লার বান্দা! এই দেখ, একজন ইহুদী আমার পেছনে লুকাইয়া আছে তাহাকে হত্যা কর।

১৩৪৩। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের পূর্ব্বে নিশ্চয় এই ঘটনা ঘটিবে যে, তোমরা মোসলমানগণ ইহুদীদের বিরুদ্ধে জেহাদ করিবে। (দুনিয়ার কোন বস্তু ইহুদীদেকে আশ্রয় দিবে না) এমনকি কোন পাথরের পেছনে কোন ইহুদী লুকাইয়া থাকিলে ঐ পাথর মোসলমানকে ডাকিয়া বলিবে, দেখ—আমার পেছনে এক ইহুদী লুকাইয়া আছে ইহাকে হত্যা কর।

১৩৪৪। হাদীছ ঃ—আম্র ইবনে তাগলেব বর্ণনা করিয়াছেন; নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামত নিকটবর্ত্তী হওয়ার একটি

আলামত এই যে, এমন এক জাতির সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধ বাঁধিবে যাহারা স্বভাবতঃ ও সাধারণতঃ পশমযুক্ত চামড়ার জুতা ব্যবহারকারী হইবে। আরও এক জাতির সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধিবে যাহাদের চেহারা পুরু ঢালের ন্যায় (মোটা গোলাকারের) হইবে।

কাফেরদের প্রতি বদ-দোয়া করা

১৩৪৫। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খন্দাকের জেহাদ সময়ে নবী (দঃ) মোশরেকদের প্রতি বদ-দোয়া করিয়াছিলেন—

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتٰبِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ - اَللّٰهُمَّ اهْزِمِ الْاَحْزَابَ

اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ -

"হে আল্লাহ তুমিই কেতাব (কোরআন) নাজেল করিয়াছ (তুমি উহার হেফাজতের ব্যবস্থা কর) তুমি মুহূর্তের মধ্যে (ভাল মন্দের) হিসাব লইতে সক্ষম। হে আল্লাহ শত্রুর দল সমূহকে পরাজিত কর, হে আল্লাহ তাহাদিগকে পরাজিত কর, তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দাও।

এই বিষয়ে ৫৪৭ নং হাদীছখানাও উল্লেখ হইয়াছে।

কাফেরদের জন্য হেদায়েতের দোয়া করা

১৩৪৬। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, দৌস গোত্রীয় তোফায়েল ইবনে আম্‌র (রাঃ) এবং তাঁহার সঙ্গি মোসলমানগণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ। দৌস গোত্রের লোকগণ (আমাদের কথায় কর্ণপাত করে না) ইসলামের বিরোধিতা করিতেছে এবং ইসলামকে অস্বীকার করে; তাহাদের প্রতি বদ-দোয়া করুন। উপস্থিত কেহ বলিল, আজ দৌস গোত্রের ধ্বংস অনিবার্য্য; (সে মনে করিল নবী (দঃ) তাহাদের প্রতি বদ-দোয়া করিবেন, কিন্তু) নবী (দঃ) তাহাদের প্রতি দোয়া করিলেন— اَللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ

"হে আল্লাহ। দৌস গোত্রকে সৎ পথ অবলম্বনের তৌফিক দান কর এবং তাহাদিগকে আমাদের দলভুক্ত করিয়া দাও।

বিরোধী দলকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা

১৩৪৭। হাদীছঃ—সাহ্‌ল (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (খয়বর অভিযান কালে আলী (রাঃ) চক্ষুর যাতনায় ভুগিতেছিলেন, তাই তিনি সকলের সঙ্গে যাত্রা করিতে পারেন নাই; অতঃপর তিনি ভাবিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পেছনে আমি বাড়ী বসিয়া থাকিব? ইহা ভাল হইবে না। এই ভাবিয়া তিনিও রওয়ানা হইলেন এবং পথিমধ্যে হযরতের সঙ্গীগণের সহিত মিলিত হইলেন। খয়বর চুড়ান্ত বিজয়ের পূর্ব্ব দিন বৈকালে*) হযরত (দঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন আগামীকল্য যুদ্ধ-পতাকা এমন এক বিশিষ্ট ব্যক্তির হস্তে অর্পন করিব যাহাকে আল্লাহ ও আল্লার রসুল মহব্বত করিয়া থাকেন এবং তিনিও আল্লাহ এবং আল্লার রসুলকে মহব্বত করেন, তাহার হস্তে আল্লাহ তায়ালা খয়বরের চুড়ান্ত বিজয় দান করিবেন। সারারাত্র প্রত্যেকটি মানুষই পতাকা লাভের অপেক্ষায় ছিল, (কারণ ইহা মস্ত বড় সুসংবাদের প্রতীক ছিল।) এই আকাঙ্ক্ষা নিয়া সকলেই ভোর বেলায় উপস্থিত হইল। হযরত (দঃ) বলিলেন, আলী কোথায়? বলা হইল, তিনি চক্ষু যাতনায় ভুগিতেছেন। (কেহই ভাবিতেছিল না যে, আলী (রাঃ) তথায় উপস্থিত হইতে পারিবেন।) তাঁহাকে ডাকিয়া আনা হইল, রসুল (দঃ) তাঁহার চক্ষুদ্বয়ে থুথু দিলেন এবং দোয়া করিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন, যেন তাঁহার কোন যাতনাই ছিল না। রসুল (দঃ) তাঁহার হস্তে পতাকা অর্পন করিলেন। তখন আলী (স্বীয় দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি প্রদানার্থে) বলিলেন, আমি তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যাইব, যাবত তাহারা আমাদের ন্যায় মোসলমান হইয়া না যায়। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার এই মনোভাবে বাধা প্রদান করতঃ বলিলেন, ধীর-স্থিররূপে অগ্রসর হইবে এবং তাহাদের বস্তির নিকটবর্ত্তী পৌঁছিয়া তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি আকুল আহ্বান জানাইবে এবং তাহাদের কর্ত্তব্য জ্ঞাত করিবে। (তাহা গ্রহণ না করিলে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনতা স্বীকার করতঃ রাষ্ট্রীয় ট্যাক্স আদায়ের প্রস্তাব করিবে, তাহাতেও কর্ণপাত না করিলে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য প্রার্থনা করতঃ তাহাদের প্রতি আক্রমণ চালাইবে।) স্মরণ রাখিবে—তোমার অছিলায় একটি মাত্র ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়েত প্রদান করিলে উহা তোমার জন্য সর্ব্বোচ্চ সম্পদ হইতে অধিক সৌভাগ্যের কারণ হইবে।

* বন্ধনীর মধ্যবর্ত্তী বর্ণনা সমূহ মুল বোখারীর ৪১৮ নং পৃষ্ঠার রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে।

বৃহস্পতিবার দিন যাত্রা করা

১৩৪৮। হাদীছ ঃ—কায়াব ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তবুকের জেহাদের জন্য বৃহস্পতিবার দিন যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি বৃহস্পতিবার দিন যাত্রা করা ভালবাসিতেন।

ইমামের ও অধিনায়কের আনুগত্য

১৩৪৯। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন বাধ্যতা ও আনুগত্য (সর্ব্বাবস্থায়) অত্যাবশ্যক যাবৎ শরীয়ত বিরোধী আদেশ প্রয়োগ করা না হয়। শরীয়ত বিরোধী আদেশ প্রয়োগ করা হইলে সে স্থলে বাধ্যতা ও আনুগত্য চলিবে না।

১৩৫০। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি এবং আমার উম্মত দুনিয়াতে সকল নবীর পরে আসিয়াছি, কিন্তু আখেরাতে আমরা সর্ব্বাগ্রে থাকিব।

হযরত (দঃ) আরও বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার অনুগত ও অনুসারী হইবে সে আল্লাহ তায়ালার অনুগত গণ্য হইবে। যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য নাফরমান হইবে সে আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য নাফরমান গণ্য হইবে। যে ব্যক্তি অধিনায়কের বাধ্যগত ও অনুগত হইবে সে আমার বাধ্যগত অনুগত গণ্য হইবে। যে ব্যক্তি অধিনায়কের অবাধ্য নাফরমান হইবে সে আমার অবাধ্য নাফরমান গণ্য হইবে।

ইমাম ও শাসনকর্ত্তা সকলের জন্য ঢাল স্বরূপ হওয়া চাই ; তাহার পেছনে থাকিয়া (তথা তাহার সাহায্য সহায়তা লইয়া) যুদ্ধ-জেহাদ পরিচালনা করা হইবে এবং রক্ষা-ব্যবস্থা লাভ করা হইবে। শাসনকর্ত্তা যদি খোদা-ভক্তি ও ইনসাফের আদেশাবলী প্রবর্ত্তন করেন তবে তিনি ছওয়াব লাভ করিবেন। আর যদি বিপরীত করেন তবে গোনাহের বোঝা বহন করিবেন।

জেহাদ ও প্রাণ উৎসর্গ করায় দীক্ষা নেওয়া

১৩৫১। হাদীছ ঃ— ছালামাতু-বনুল-আক্ওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (হোদায়বিয়ার জেহাদের ঘটনায়) আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে আসাল্লামের হাতে হাত দিয়া দীক্ষা গ্রহণ ও অঙ্গিকার করিলাম, অতঃপর বৃক্ষ ছায়াতলে যাইয়া বসিয়া রহিলাম। যখন লোকের ভীড় কম হইল তখন হযরত (দঃ) আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি বায়য়াত বা দীক্ষা গ্রহণ করিবে না? আরজ করিলাম,

আমি তাহা করিয়াছি ইয়া রাসুলাল্লাহ ! হযরত (দঃ) বলিলেন, পুনরায় ; সেমতে আমি দ্বিতীয় বার দীক্ষা ও অঙ্গিকার গ্রহণ করিলাম।

তাঁহার শাগেদ জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা তখন কি বিষয়ের অঙ্গিকার করিয়াছিলেন ? তিনি বলিলেন, (ইসলামেরর জন্য) জীবন উৎসর্গের অঙ্গিকার।

১৩৫২। হাদীছ ঃ—মোজাশে' (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আমার এক ভাতিজাকে সঙ্গে লইয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলাম, হিজরত করার উপর আমাদের দীক্ষা ও অঙ্গিকার গ্রহণ করুন। নবী (দঃ) বলিলেন, মক্কা বিজয়ের পর (মক্কা হইতে) হিজরতের আবশ্যকতা শেষ হইয়া গিয়াছে। আমি আরজ করিলাম, তবে কি বিষয়ের উপর আমাদের দীক্ষা বা অঙ্গীকার গ্রহণ করিবেন ? নবী (দঃ) বলিলেন, দ্বীন ইসলামে দৃঢ় থাকার উপর এবং জেহাদে আত্মনিয়োগ করার উপর।

অধিনায়কের কর্ত্তব্য অধিনস্থদেরকে কোন আদেশ করিতে তাহাদের সামর্থের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখিবে

১৩৫৩। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ব্যক্তি আমার নিকট আসিল এবং একটি কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল ; উহার উত্তর আমি তাহাকে কি দিব তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতে ছিলাম না। সে জিজ্ঞাসা করিল, কোন ব্যক্তি অস্ত্রে-সস্ত্রে সজ্জিত হইয়া স্বত-স্ফুর্ত্ত আমীর বা অধিনায়কের অধীনে জেহাদ করিতে বাহির হইয়াছে। সেই আমীর আমাদিগকে এমন এমন অকাট্য আদেশ করে যাহা আমাদের সাধ্যের বাহিরে। (ঐরূপ ক্ষেত্রে কি করা যাইবে ?) আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, আমি তাহাকে বলিলাম, তোমাকে আমি কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাই না—তবে একটি কথা এই যে, আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে থাকিতাম ; নবী (দঃ) আমাদেরকে কোন বিষয়ে শুধু কেবল একবার আদেশ করিলেই আমরা তাহা সম্পন্ন করিতাম।

আর একটি কথা—তোমাদের প্রত্যেকেই মঙ্গলের অধিকারী থাকিবে যাবৎ সে আল্লার ভয় নিজের মধ্যে বিরাজমান রাখে এবং কোন বিষয় মনে খট্‌কা জন্মিলে তাহা এমন লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করে যে তাহাকে খট্‌কা হইতে অব্যাহতি দিতে পারে। অবশ্য অচিরেই ঐ শ্রেণীর লোক দুর্লভ হইয়া আসিবে।

যেই খোদা ভিন্ন কোন মাবুদ নাই তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার স্মরণ মতে—জগতের যে যুগ চলিয়া গিয়াছে উহা এবং অবশিষ্ট যুগের তুলনা এরূপ—যেমন, একটি পুকুর যাহার উপরের পরিষ্কার পানি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে বাকি আছে শুধু উহার কর্দ্দমময় ঘোলা পানি।

ব্যাখ্যা ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) উত্তরে যাহা বলিয়াছেন তাহার উদ্দেশ্য এই যে, নীতিগতভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আমীরের আদেশ মানিয়া চলিতে হইবে। কোন ক্ষেত্রে এই নীতিচ্যুত হওয়া অপরিহার্য্য বোধ হইল শুধু নিজের বিবেক দ্বারাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে না। কার্য্য ক্ষেত্রে উপস্থিত কোন ভাল লোকের দ্বারা কার্য্যনির্বাহের পথ বাহির করিতে সচেষ্ট হইবে। অতঃপর তিনি সতর্ক করিয়াছেন যে, ঐ শ্রেণীর লোক অচিরেই দুর্লভ হইয়া আসিবে, অতএব তাহা পাইতে বিশেষ যত্নবান হইবে।

বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) মানুষের জীবনকে সুষ্ঠুরূপে পরিচালনার একটি সুন্দর সরল ও সহজ পথের সন্ধান দিয়াছেন—ইসলামের সুনির্দ্দিষ্ট নীতিগুলি মানিয়া চলিবে। কোন ক্ষেত্রে কোন নীতি এড়াইয়া যাওয়া অপরিহার্য্য বোধ করিলে সে সম্পর্কে শুধু নিজের বিবেক দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেনা। কারণ, নিজের বেলায় নিজের বিবেক অনেক সময় ফাঁকি দিয়া ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথ দেখাইয়া থাকে। তাই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শরীয়তের বিজ্ঞ লোক দ্বারা যাচাই করিবে যে, এই ক্ষেত্রে নীতিচ্যুতি বাস্তবিকই অপরিহার্য্য কি না—এই ফয়সালাটা শুধু নিজ বিবেকে সাব্যস্ত করিবে না।

একত্রে কাজ করিতে নেতার সম্মতি ছাড়া কোথাও যাইবে না

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ...... لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ

অর্থ—খাঁটি ঈমানদার তাঁহারা যাঁহারা আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখে এবং যখন রসুলের সাথে সম্মিলিত কোন কাজে থাকে তখন তাঁহারা রসুলের অনুমতি না লইয়া কোথাও যায় না।

হযরতের পতাকা

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ব্যক্তিগত বড় পতাকা একটি ছিল; যাহার নাম ছিল "ওকাব" উহা কাল রঙ্গের ছিল। জেহাদকালে উহা উড্ডিন হইত। সাধারণতঃ উহার বাহকরূপে কায়স ইবনে সায়াদ (রাঃ) নির্দ্দিষ্ট ছিলেন।

১৩৫৪। হাদীছঃ—ছা'লাবাহ (রঃ) কায়স্ ইবনে সায়াদ ছাহাবীর আমল বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি হজ্জের সময় (এহরামের পূর্ব্বক্ষণে) চুল আঁচড়াইতেন।

ছা'লাবাহ (রঃ) স্বীয় বর্ণনায় উক্ত ছাহাবীর পরিচয়দানে বলিয়াছেন, তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পতাকাবাহী ছিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কতিপয় ছোট ছোট ঝাণ্ডাও ছিল ঐ সব সাদা রঙ্গের ছিল। (আছাহ-হুস্-সিয়ার ৫৯৭)

রসুলুল্লার প্রতি আল্লার বিশেষ দান

১৩৫৫। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, অল্প কথায় বহু তথ্য প্রকাশের বৈশিষ্ট্য আমাকে দান করা হইয়াছে। এক মাসের পথের সুদূর প্রান্তে আমার প্রভাবে ভীতির সঞ্চারণ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আমার সাহায্য করিয়াছেন। একদা আমি নিদ্রিত ছিলাম, স্বপ্নে বিশ্বের ধন-ভাণ্ডারের চাবিগুচ্ছ আমার হস্তে দেওয়া হইল।

আবু হোরায়রা (রাঃ) এই শেষ বাক্যটি সম্পর্কে বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) ইহজগৎ হইতে বিদায় নিয়াছেন (তাঁহার হস্তে ঐ স্বপ্নের উদ্দেশ্যের বিকাশন হয় নাই; পরবর্ত্তীকালে তোমরা (মোসলমানগণ) উহার বিকাশ সাধন করিবে।

ব্যাখ্যা—প্রথম বাক্যটি বাস্তব সত্য, রসুলুল্লাহ (দঃ)কে আল্লাহ তায়ালা এমন একটি শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন যে, অতি অল্প শব্দ ও সংক্ষিপ্ত কথায় বহু বহু তথ্য-জ্ঞান প্রকাশ করিতেন। যেমন—১নং হাদীছ "انما الاعمال بالنية" বর্ণিত হইয়াছে ; ইহা শব্দের দিক দিয়া কত সংক্ষিপ্ত, অথচ ব্যাখ্যা ও তথ্যের দিক দিয়া কত প্রশস্ত। হাদীছ শাস্ত্রে এই ধরণের বহু হাদীছ বিদ্যমান আছে।

দ্বিতীয় বাক্যটির মর্ম্ম প্রথম খণ্ডে ২২৮ নং হাদীছে ব্যক্ত হইয়াছে। তৃতীয় বাক্যে যেই বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে উহার উদ্দেশ্য এই যে, বিশ্ব ধন-ভাণ্ডারের অধিপতি সম্রাটগণের সাম্রাজ্য করতলগত হইবে। রসুলুল্লাহ (দঃ) মোসলমান-গণকে গঠন করতঃ ঐ উদ্দেশ্য সাধনের পথ সুগম করিয়া বিদায় নিয়াছেন।

হযরতের বিদায় গ্রহণের দ্বারা এই পথে যে সব প্রতিবন্ধক মাথা চারা দিয়া উঠিয়াছিল আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ) সেই সবের দমন ও অপসারণ কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। অতঃপর ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফতকাল হইতে মূল উদ্দেশ্য সাধন আরম্ভ হয়। বিশ্বের সেরা ও শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যদ্বয়—পারস্য সাম্রাজ্য ও রোম সাম্রাজ্য মোসলমানদের করতলগত হয়। এই বিষয়টির প্রতিই মূল হাদীছ বর্ণনাকারী আবু হোরায়রা (রাঃ) ইঙ্গিত করিয়াছেন।

আশঙ্কাময় শত্রুর দেশে কোরআন শরীফ লইয়া যাইবে না

১৩৫৬। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন—আশঙ্কাময় শত্রুর দেশে কোরআন শরীফ লইয়া যাইতে।

জেহাদের সময় "আল্লাহু আকবর" ধ্বনি দেওয়া

১৩৫৭। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খয়বর অভিযানে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভোর বেলা সেই বস্তিতে প্রবেশ করিলেন, তথাকার অধিবাসীরা তখন সবেমাত্র কোদাল ইত্যাদি কাঁধে লইয়া কার্য্যে যাত্রা করিতেছিল। তাহারা মোসলমান সৈন্য দেখামাত্র দ্রুত কিল্লার ভিতর যাইয়া আশ্রয় লইল। নবী (দঃ) তখন স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়া—"আল্লাহু আকবর" ধ্বনি প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, খয়বর (-এর বর্ত্তমান শক্তি) ধ্বংস হউক ; আমরা যেই বস্তিতে প্রবেশ করি সেই বস্তির ভাগ্য বিপর্য্যয় অনিবার্য্য।

অত্র জেহাদে আমরা গৃহপালিত গাধা হস্তগত করিয়া ছিলাম। পূর্ব্ব রেওয়াজ অনুসারে আমরা খাইবার উদ্দেশ্যে উহা পাকাইতে ছিলাম, হঠাৎ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ঘোষণা জারীকারক এই ঘোষণা জারী করিল যে, আল্লাহ এবং আল্লার রসুল তোমাদিগকে গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত খাইতে নিষেধ করিতেছেন। তৎক্ষণাৎ ডেক সমূহ উল্টাইয়া গোশ্‌ত ফেলিয়া দেওয়া হইল।

পথ চলার একটি বিশেষ আদব

১৩৫৮। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ভ্রমণ অবস্থায় আমরা উঁচু জায়গায় আরোহণ করিলে "আল্লাহু আকবার" বলিতাম এবং নিচু জায়গায় অবতরনে সোব্‌হানাল্লাহ বলিতাম।

ব্যাখ্যা—অবস্থাদ্বয়ের উভয় জিক্‌র অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। উর্দ্ধে উঠিয়া আল্লাহু আকবার অর্থাৎ (আমরা যত উর্দ্ধেই গমন করি) আল্লাহ তায়ালা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তথা সর্ব্ব উর্দ্ধে। আর নিম্নে আসিলে ছোব্‌হানাল্লাহ—অর্থাৎ (উর্দ্ধের পর নিম্নে পতন আমাদের জন্য অবধারিত। কিন্তু) আল্লাহ তায়ালা পাক-পবিত্র তথা তাঁহার জন্য উর্দ্ধই আছে নিম্ন নাই।

ছফরের দরুণ কোন আমল ছুটিয়া গেলে

১৩৫৯। হাদীছঃ— عن ابی موسی رضی الله تعالی عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ اَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ

مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا -

অর্থ—আবু মূছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি পীড়িত হইয়া পড়িলে বা ছফরে বাহির হইলে (যদি তাহার এমন কোন আমল ছুটিয়া যায়) যেই আমলের সে অভ্যস্ত ছিল সুস্থ অবস্থায় ও বাড়ী থাকাবস্থায়; তাহার জন্য রোগ ও ছফর অবস্থায় (উক্ত আমল না করা সত্বেও) ঐ পরিমাণ ছওয়াব লেখা হইবে যেই পরিমাণ ছওয়াব সুস্থ ও বাড়ী থাকা অবস্থায় (উক্ত আমল করার দরুণ) লেখা হইয়া থাকিত।

ছফর হইতে যথা সত্বর ফিরিয়া আসা

১৩৬০। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ছফর অতি কষ্ট-ক্লেশবাহক বস্তু; নিদ্রার প্রতিবন্ধক হয়, পানাহারের প্রতিবন্ধক হয়। অতএব প্রত্যেকের উচিৎ—আবশ্যক পূরা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় পরিবারবর্গে ফিরিয়া আসা।

জেহাদের জন্য মাতা-পিতার অনুমতি গ্রহণ করা

১৩৬১। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইল এবং জেহাদের অনুমতি প্রার্থনা করিল। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মাতা-পিতা জীবিত আছেন কি? সে বলিল, হাঁ। হযরত (দঃ) বলিলেন, তাঁহাদের খেদমত ও সেবায় আত্মনিয়োগ করতঃ জেহাদ (আপ্রাণ চেষ্টা) কর।

কোন পশুর গলায় ঘণ্টা ইত্যাদি লটকাইয়া দেওয়া

১৩৬২। হাদীছ ঃ—আবু বশীর আনছারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন এক ছফরে তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। সকলেই রাত্রি যাপন-স্থানে অবস্থান রত ছিল। হযরত (দঃ) একজন লোকের মারফত এই সংবাদ প্রচার করিয়া দিলেন যে, কোন উটের গলায় কোন বস্তু লটকানো রাখিবে না, থাকিলে উহা কাটিয়া ফেলিবে।

বন্দিগণকে কাপড়ের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া

১৩৬৩। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বদরের জেহাদে বন্দিগণের সঙ্গে হযরতের চাচা আব্বাস (রাঃ)কেও বন্দীরূপে উপস্থিত করা হইল। তাঁহার গায়ে কাপড় ছিল না; নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার গায়ে কাপড় দিতে ইচ্ছা করিলেন; তিনি বিশেষ পরিপুষ্ট ও দীর্ঘকায়া-বিশিষ্ট ছিলেন, তাই তাঁহার পরিমাপের কোন জামা পাওয়া যাইতেছিল না। অবশেষে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মোনাফেক-সর্দ্দারের জামা তাঁহার পরিমাপের হইল; সেই জামা-ই তাঁহাকে প্রদান করা হইল। এই ঘটনার প্রতিদান স্বরূপই হযরত (দঃ) আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে তাহার মৃত্যুর পর তাহার কাফনের জন্য স্বীয় জামা প্রদান করিয়াছিলেন, যেন হযরতের উপর তাহার কোন উপকারের বোঝা না থাকে।

মোসলেমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বন্দী হইয়া বেহেশত লাভের সুযোগ

১৩৬৪। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বিস্মিত হন ঐ লোকদের অবস্থায় যাহাদিগকে শিকলে বাঁধিয়া বেহেশতে পৌঁছান হইয়াছে।

অর্থাৎ—মোসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বন্দী হইয়া আসিয়াছিল; অতঃপর মোসলমানদের সাহচর্য্যে ইসলামকে বুঝিতে সক্ষম হইয়া ইসলাম গ্রহণ পূর্ব্বক বেহেশতের অধিকারী হইয়াছে।

শিশু ও নারী হত্যা করা

১৩৬৫। হাদীছ ঃ— ছায়াব ইবনে জাচ্ছামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবওয়া অভিযান কালে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার

নিকটবর্ত্তী পথে যাইতেছিলেন। কোন এক ব্যক্তি তাঁহাকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল যে, রাত্রি বেলা যখন মোশরেকদের বস্তির উপর আক্রমণ চালান হয়, তখন অনিচ্ছাকৃত অনেক শিশু এবং নারীও নিহত হয়। নবী (দঃ) বলিলেন, (যদিও নারী ও শিশু হত্যা নিষিদ্ধ, কিন্তু বস্তুতঃ) তাহারা মোশরেকদেরই দলভুক্ত, (তাই তাহারা অনিচ্ছাকৃত নিহত হইলে গোনাহ হইবে না।)

নবী (দঃ)কে ইহাও ঘোষণা দিতে শুনিয়াছি, (স্বীয় মালিকানাভুক্ত জায়গা জমি ভিন্ন পতিত এলাকার) কোন জমি কেহ নিজ আবশ্যকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতে পারিবে না, অবশ্য আল্লাহ এবং আল্লার রসুল (তথা খলিফাতুল-মোছলেমীন জাতীয় প্রয়োজন) কোন পতিত এলাকাকে নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিবেন।

১৩৬৬। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক জেহাদ উপলক্ষে একটি নারী নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল। এতদদৃষ্টে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শিশু ও নারী হত্যা নিষিদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

অগ্নি-দগ্ধ করিয়া শাস্তি দেওয়া

১৩৬৭। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে একটি অভিযানে প্রেরণের সিদ্ধান্ত করিলেন এবং আমাদিগকে আদেশ করিলেন—এই এই নামের ব্যক্তিদ্বয়কে পাইলে তাহাদিগকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া হত্যা করিবে। যাত্রার প্রাক্কালে তিনি বলিলেন, আমি তোমাদিগকে আদেশ করিয়াছিলাম, দুই ব্যক্তিকে অগ্নি-দগ্ধ করিয়া হত্যা করার জন্য। কিন্তু অগ্নি দ্বারা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই (আখেরাতে) শাস্তি প্রদান করিবেন। অন্য কাহারও উহা করা চাই না। ঐ ব্যক্তিদ্বয়কে পাইলে তাহাদিগকে তরবারি দ্বারা হত্যা করিবে।

১৩৬৮। হাদীছঃ—এক্‌রেমা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক দল লোক (আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এইরূপ ভক্ত সাজিল যে, তাঁহাকে খোদা বলিল।) আলী (রাঃ) স্বয়ং তাহাদিগকে এই কুফুরী আকিদা হইতে বারণ করার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন, তৎপর তিনি) তাহাদিগকে আগুন দ্বারা পোড়াইয়া দিলেন। প্রসিদ্ধ ছাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া বলিলেন, আমি হইলে তাহাদিগকে আগুন দ্বারা পোড়াইতাম না; কারণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লার শাস্তি দ্বারা কাহাকেও

শাস্তি দিও না। আমি হইলে তাহাদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতাম, যেরূপ নবী (দঃ) আদেশ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় দ্বীন-ইসলামকে পরিবর্তন করে (তথা ইসলাম বিরোধী আকিদা ও বিশ্বাস পোষণ করে) তাহাকে প্রাণদণ্ড দেও।

১৩৬৯। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, পূর্ববর্তী এক নবীর ঘটনা—তাঁহাকে একটি পিপীলিকা কামড় দিল, তিনি সম্পূর্ণ পিপীলিকা-বাসাটি জ্বালাইতে আদেশ করিলেন এবং উহাকে জ্বালাইয়া দেওয়া হইল। সেই নবীর প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া অহী পাঠাইলেন—একটি মাত্র পিপীলিকা কামড় দেওয়ায় আপনি সৃষ্ট জীবের একটি দলকে জ্বালাইয়া দিলেন যাহারা আল্লার তছবীহ পাঠ করিত?

ঘর-বাড়ী বা বাগ-বাগিচা অগ্নিদগ্ধ করা

১৩৭০। হাদীছ ঃ—জরীর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে বলিলেন, "জুল-খালাছা" নামক মূর্ত্তি-ঘর সম্পর্কে আমার মনস্তুষ্টি সাধনের চেষ্টা করিবে নয় কি? "জুল-খালাছা" খাছয়াম গোত্রের একটি মূর্ত্তি-ঘর ছিল যাহাকে তাহারা "ইয়ামানী কা'বা" বলিত।

আমি তৎক্ষাণাৎ আহ্‌মাস্ গোত্রীয় দেড়শত অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে লইয়া যাত্রার প্রস্তুতি করিলাম, ঐ গোত্রীয় লোকগণ অশ্বচালনায় অভিজ্ঞ ছিল। আমি হযরতের খেদমতে অভিযোগ করিলাম, আমি অশ্ব-পৃষ্ঠে স্থির থাকিতে পারি না। রসুলুল্লাহ (দঃ) আমার বুকের উপর হাত রাখিলেন, এমনকি আমার বুকের উপর তাঁহার আঙ্গুল সমূহের রেখাপাত হইল। হযরত (দঃ) আমার জন্য দোয়াও করিলেন, হে আল্লাহ! তাহাকে স্থিরতা দান কর এবং সৎ পথের পথিক ও সৎপথ প্রদর্শনকারী বানাও; ফলে আমি আর কখনও অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হই নাই।

অতঃপর জরীর (রাঃ) জুল-খালাছার প্রতি যাত্রা করিলেন এবং তথায় পৌঁছিয়া উহা বিধ্বস্ত করতঃ অগ্নি দ্বারা জ্বালাইয়া দিলেন এবং উক্ত শুভ সংবাদ হযরত (দঃ)কে সত্বর পৌঁছাইবার জন্য সঙ্গিদের মধ্য হইতে একজনকে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি আসিয়া সংবাদ দিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! ঐ মূর্ত্তি-ঘরগুলিকে জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া দিয়া আসিয়াছি। হযরত (দঃ) তাহাদের জন্য দোয়া করিলেন, হে আল্লাহ! আহ্‌মাস্ গোত্রীয় অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যগণকে বরকত উন্নতি ও সাফল্য দান কর; এইরূপে পাঁচ বার দোয়া করিলেন।

১৩৭১। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মদিনার ইহুদী গোত্র বনু-নজীর শান্তিচুক্তি ও মৈত্রি ভঙ্গ করতঃ বিশ্বাসঘাতকতা ও শত্রুতায় লিপ্ত হইলে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাদের প্রতি অভিযান চালাইলেন—তাহাদের কিল্লা ঘেরাও করিয়া তাহাদের বাগানের গাছপালা কাটিলেন এবং অগ্নি সংযোগ করিলেন। এই ঘটনায়ই পবিত্র কোরআনের এই আয়াত নাযেল হইয়াছে—...ما قطعتم من لينة...فباذن الله

অর্থাৎ— আপনি যে, গাছপালা কাটিয়াছেন তাহা আল্লার আদেশেই করিয়াছেন এবং আল্লাহদ্রোহীদের দমন করার জন্য করিয়াছেন। (২৮পাঃ ৪রুঃ)

যুদ্ধ কামনা করা চাইনা

১৩৭২। হাদীছ ঃ—ওমর ইবনে ওবায়দুল্লাহ যখন খারেজী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযানে যাত্রা করিয়াছিলেন তখন ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) তাঁহাকে একটি পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রে এই বিষয়টিও ছিল—কোন এক জেহাদের ঘটনায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শত্রুপক্ষ কাফেরদের অপেক্ষারত ছিলেন। দিনের প্রথমার্দ্ধ অপেক্ষামান অবস্থায় অতিবাহিত হইবার পর হযরত (দঃ) দণ্ডায়মান হইয়া সকলকে বলিলেন—

أَيُّهَا النَّاسُ لَاتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فَاِذَا لَقِيتُمُوهُمْ

فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ

"হে লোক সকল! তোমরা শত্রুর আগমন কামনা করিও না, আল্লাহ তায়ালার নিকট নিরাপত্তা ও শান্তির প্রার্থনা করিতে থাক। অবশ্য শত্রুর মোকাবিলা আরম্ভ হইলে তখন ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা অবলম্বন কর, (তরবারীকে ভয় করিও না;) জানিয়া রাখিও—তরবারীর ছায়াতলে বেহেশত।" অতঃপর হযরত (দঃ) এই দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِىَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْاَحْزَابِ

اِهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ -

"হে আল্লাহ্ তুমিই কোরআন নাযেল করিয়াছ, (যেই কোরআনে এই শুভ সংবাদ রহিয়াছে যে, আল্লাহ্ তায়ালা কাফেরদের মোকাবিলায় মোসলমানগণকে সাহায্য দান করিবেন এবং মোসলমানদের হস্তে কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত করিবেন।) তুমিই (এত বড় শক্তিমান যে, পর্ব্বত সমতুল্য) মেঘমালাকে (মুহূর্ত্তের মধ্যে) স্থানান্তরিত করিয়া থাক; শত্রুদল সমূহকে পরাজিত করা তোমারই কাজ। তুমি আমাদের শত্রুকে পরাজিত কর এবং তাহাদের মোকাবিলায় আমাদিগকে সাহায্য কর।

জেহাদে কৌশল অবলম্বন করা

১৩৭৩। হাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلَكَ كِسْرَى ثُمَّ لَا يَكُوْنُ بَعْدَهُ وَقَيْصَرُ لَيَهْلِكَنَّ ثُمَّ لَا يَكُوْنُ قَيْصَرُ بَعْدَهُ وَلَتُقْسَمَنَّ كُنُوْزُهُمَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَسَمَّى الْحَرْبَ خُدْعَةً ـ

অর্থ—আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, অচিরেই পারস্য সম্রাট ধ্বংস হইবে; অতঃপর আর কেহ পারস্য সম্রাট হইবে না। তদ্রূপ অচিরেই রোম সম্রাট ধ্বংস হইবে; অতঃপর আর কেহ রোম সম্রাট হইবে না। (উভয় সাম্রাজ্য মোসলমানদের করতলগত হইয়া) তাহাদের ধন-ভাণ্ডার আল্লার রাস্তায় ব্যয় হইয়া যাইবে। এই বিবৃতিতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইহাও বলিয়াছেন, কৌশলই যুদ্ধের প্রাণ-বস্তু।

জেহাদের তারানা পড়া

১৩৭৪। হাদীছ :—বরা ইবনে আজেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খন্দকের জেহাদ উপলক্ষে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে দেখিয়াছি, তিনি পরিখা খননের মাটি অপসারণ করিতেছিলেন। হযরতের শরীরে অধিক লোম ছিল, তাঁহার বুকের লোম মাটিতে ঢাকিয়া গিয়াছিল। তিনি কবি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন।

اَللّٰهُمَّ لَوْ لَا اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا + وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

হে আল্লাহ তোমার কৃপা না হইলে আমরা সৎপথ পাইতাম না; দান-খয়রাত ও নামায-রোযা ইত্যাদি কিছুই করিতে পারিতাম না।

فَأَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا + وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

তুমি আমাদের উপর শান্তি বর্ষণ কর এবং শত্রুর মোকাবিলা হইলে আমাদিগকে দৃঢ়তা ও পদস্থিতি দান কর।

إِنَّ الْأَعْدَاءَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا + إِذَا أَرَادُوْا فِتْنَةً أَبَيْنَا

শত্রুগণ আমাদের উপর জুলুম করিয়াছে। তাহারা আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, আমরা কখনও তাহাদের সেই ইচ্ছা বাস্তবে রূপায়িত হইতে দিব না, দিব না—এই বলিয়া তিনি স্বর উচ্চ করিতেন।

জেহাদের সময় আত্মগর্ব্বের উক্তি করা

১৩৭৫। হাদীছ ঃ— বরা ইবনে আজেব (রাঃ)কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা কি হোনাইনের জেহাদে পশ্চাদপদ হইয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, কিন্তু রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পশ্চাদপদ হন নাই। বরং তিনি অধিক দৃঢ়তা ও তৎপরতার সহিত প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আবু সুফিয়ান ইবনুল হারেছ হযরতের যানবাহনের লাগামধারী ছিলেন। যখন মোশরেকগণ তাঁহার প্রতি চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ চালাইল তখন তিনি (তরবারি লইয়া) যানবাহন হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং এই বলিতে লাগিলেন—

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ + أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

"আমি সত্য নবী আমি আরবের সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি আবদুল মোত্তালেবের বংশধর।"

বন্দীকে মুক্ত করিয়া আনা

১৩৭৬। হাদীছ ঃ—আবু মুছা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বন্দীকে মুক্ত করিয়া আন, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান কর এবং পীড়িতের খোঁজ-খবর লও।

গুপ্তচরকে প্রাণদণ্ড দেওয়া

১৩৭৭। হাদীছ ঃ—ছালামাতু-বনুল-আক্ওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন এক ছফরে ছিলেন। মোশরেকদের

একজন গুপ্তচর হযরতের নিকট আসিল এবং ছাহাবিগণের সঙ্গে বসিয়া কিছু সময় সে কথাবার্ত্তা বলিল, অতঃপর সে চলিয়া গেল। তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে গুপ্তচর জানিয়া তালাশ করিবার এবং তাহাকে হত্যা করিবার আদেশ করিলেন। ছালামা (রাঃ) বলেন, আমি তাহাকে হত্যা করিলাম। তাহার সঙ্গে যে মাল-ছামান পাওয়া গেল হযরত (দঃ) উহা আমাকে প্রদান করিলেন।

অনুগত সংখ্যালঘুদের রক্ষার্থে প্রয়োজনে যুদ্ধ করিতে হইবে

১৩৭৮। হাদীছ ঃ—খলীফা ওমর (রাঃ) মৃত্যুর পূর্ব্বে আহত অবস্থায় তাঁহার পরবর্ত্তী খলীফার প্রতি যে সব নির্দ্দেশ রাখিয়া গিয়াছিলেন উহার মধ্যে এই বিষয়টিও ছিল—আমার পরবর্ত্তী খলীফাকে আমি বিশেষ তাগিদের সহিত আদেশ করিয়া যাইতেছি, আল্লাহ্ এবং আল্লার রসুলের বিধানমতে যে সব সংখ্যালঘু ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করিবে—নাগরিকত্বের বিধানগত সমুদয় সুযোগ-সুবিধা যেন তাহাদেরকে পূর্ণরূপে দেওয়া হয়; তাহাদের জান-মাল ইজ্জত রক্ষার্থে প্রয়োজন হইলে যেন যুদ্ধও করা হয়; রাষ্ট্রীয় টেক্স ধার্য্য করিতে তাহাদের সামর্থকে যেন অতিক্রম করা না হয়।

ইসলামী বিধানে গরীব পোষণ রাষ্ট্রের দায়িত্ব

১৩৭৯। হাদীছ ঃ—আসলাম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খলীফা ওমর (রাঃ) বাইতুলমালের পশুপালের জন্য সরাকারী রিজার্ভ গোচারণ ভূমির রক্ষনাবেক্ষণের জন্য "হুনাই্য়" নামীয় এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করিলেন। খলীফা ওমর (রাঃ) তাহাকে নিম্নরূপ নির্দ্দেশ দান করিয়া ছিলেন—

দেখ! সর্ব্বসাধারণ মোসলমানদের প্রতি সর্ব্বদা সদয়, বিনয়ী, নম্র ও সদাচারী থাকিবে। কাহারও প্রতি জুলুম-অত্যাচার করিয়া তাহার বদদোয়ার ভাগী হইবে না; মজলুমের বদদোয়া আল্লার দরবারে অবশ্যই কবুল হইয়া থাকে।

আর গরীব-দুঃখীদের পশুপাল ও বকরিপালকে সংরক্ষিত ভূমিতে প্রবেশে বাধা দিবে না। হাঁ—আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ), ওসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) শ্রেণীর ধনী লোকদের পশুপালকে অবশ্যই বাধা দিবে। এই শ্রেণীর লোকদের পশুপাল যদি ঘাসের অভাবে মরিয়াও যায় তবুও তাহাদের

বাগান ও জায়গা-জমি তাহাদের জন্য যথেষ্ট হইবে। কিন্তু গরীবদের ছোট-খাট পশুপাল ও বকরিপাল যদি ঘাস অভাবে মরিয়া যায় তবে তাহারা স্ত্রী-পুত্র লইয়া রাষ্ট্রের দ্বারে আসিবে এবং হে আমীরুল-মোমেনীন, হে আমীরুল-মোমেনীন। আমাদেরকে সাহায্য করুন—চিৎকার করিবে। তুমি কপাল-পোড়া না হইলে নিশ্চয় উপলব্ধি করিবে, আমি কি তাহাদিগকে নিঃসহায় অবস্থায় ছাড়িয়া দিতে পারি? কখনও নয়—ঐ অবস্থায় রাষ্ট্রের স্বর্ণ-চান্দি ব্যয় করিয়া তাহাদেরকে আমার সাহায্য করিতে হইবেই। অতএব সংরক্ষিত ভূমির ঘাস-পানি তাহাদের জন্য ব্যয় করা স্বর্ণ-চান্দি ব্যয় অপেক্ষা সহজ।

অতঃপর খলীফা ওমর (রাঃ) গোচারণ ভূমি সংরক্ষণের প্রতি লোকদের অভিযোগের উত্তরে বলিলেন, জেহাদের জন্য সদা প্রস্তুত পশুপালগুলির প্রয়োজনে বাধ্য না হইলে আমি এক আঙ্গুল ভূমিও সংরক্ষণ করিতাম না।

সরকার কর্তৃক আদমশুমারী করা

১৩৮০। হাদীছ ঃ—হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কতিপয় লোককে বলিলেন, তোমরা আমার জন্য সমস্ত মোসলমানের বিবরণ লিখিয়া আনিয়া দাও। সে মতে আমরা পনর শত লোকের বিবরণ লিখিয়া হযরত (দঃ)কে দিলাম। তখন আমাদের বিরাট সাহস ও শক্তির সঞ্চার হইল যে, আমরা পনর শত; আমরা কি কোন শক্তিকে ভয় করি?

(এক সময় মোসলমানদের মনোবল এরূপ ছিল যে, সংখ্যায় পনর শত হইয়াই তাহারা নির্ভিক হইতে পারিয়াছিল।) ধীরে ধীরে মোসলমানদের সেই মনোবল শিথিল হইয়া আসিয়াছে, এমনকি কোন শাসক নামায বিলম্বে পড়ে উহার প্রতিবাদ করিতে ভয় করিয়া অনেকে একাকি উত্তম ওয়াক্তে নামায আদায় করিয়া নেয়।

ব্যাখ্যা ঃ—এযিদ হইতে আরম্ভ করিয়া উমাইয়া বংশের অনেক শাসক ঐরূপ করিত। সেই সময় তাহাদের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে অনেকেই ভয় পাইত এবং সঠিক সময়ে একা একা গৃহে নামায আদায় করিত।

ইসলামের সেবা-সাহায্য ফাছেক-ফাজের দ্বারাও হয়

অর্থাৎ আল্লার নৈকাট্য লাভ ও পরকালীন উন্নতির মূল ও প্রাথমিক অছিলা হইল স্বীয় আত্মশুদ্ধি এবং শরীয়তের পাবন্দির মাধ্যমে জীবন ও চরিত্র গঠন করা।

অতঃপর সঙ্গে সঙ্গে দ্বীন-ইসলামের খেদমত ও সেবা করিলে তাহা "সোনায় সোহাগা" গণ্য হইবে। ফাছেক-ফাজের—শরীয়তের পাবন্দ নয় এমন ব্যক্তির দ্বারা দ্বীনের খেদমত হইলে সে এই নেক আমলের ছওয়াব পাইবে বটে, যদি তাহার ঈমান ছহীহ ও শুদ্ধ হয়, কিন্তু শরীয়ত বিরোধী জীবন যাপনের দরুন সে এমন ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে যেই ক্ষতির সম্মুখে ঐ একটি নেক আমলের ফলাফল দৃষ্টি গোচরে না-ও আসিতে পারে, তাই আত্মশুদ্ধির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আবশ্যক।

১৩৮১। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এক যেহাদে ছিলাম। মোসলেম দলভুক্ত এক ব্যক্তি সম্পর্কে রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, সে দোযখী হইবে। জেহাদ আরম্ভ হইলে ঐ ব্যক্তি অতিশয় তৎপরতার সহিত জেহাদ করিল। সেই জেহাদে সে ভীষণ আহত হইল (এমনকি অনেকে ধারণা করিল, তাহার মৃত্যু হইয়াছে, তাই) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এইরূপ উক্তি করা হইল যে, অমুক ব্যক্তি যাহার সম্পর্কে আপনি উক্তি করিয়াছিলেন, সে দোযখী হইবে ঐ ব্যক্তি আজ অতিশয় তৎপরতার সহিত জেহাদ করিয়াছিল এবং জেহাদেই সে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে। নবী (দঃ) এই সংবাদের উপরও ঐ উক্তিই করিলেন, সে দোযখী।

কোন কোন মানুষের মনে এই বিষয়টি বিশেষ শংসয়ের স্বষ্টি করিল। হঠাৎ এই সংবাদ পাওয়া গেল যে, তাহার মৃত্যু হয় নাই, ভীষণ আহত হইয়া আছে। রাত্রি বেলা সে আঘাতের যন্ত্রণায় ধৈর্য্যধারণ না করিয়া আত্মহত্যা করিল। (তখন হযরতের উক্তির বাস্তবতা প্রকাশ পাইয়া গেল, কারণ আত্মহত্যা মহাপাপ যদ্দরুন সে দোযখে যাইবে।) নবী (দঃ)কে এই ঘটনার সংবাদ প্রদান করা হইল। হযরত স্বীয় উক্তির বাস্তবতার সংবাদ পাইয়া "আল্লাহু আকবর" ধ্বনি উচ্চারণ করতঃ বলিলেন, এই ঘটনার দ্বারাও বাস্তবরূপে প্রমাণিত হইল যে, আমি আল্লার বান্দা ও রসুল; অতঃপর বেলাল (রাঃ)কে এই ঘোষণা প্রচারের আদেশ করিলেন—

إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَإِنَّ اللّٰهَ لَيُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّيْنَ

بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ -

"একটি বিশেষ ঘোষণা—ইসলামের অনুসারী নয় এমন ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশই করিবে না, একমাত্র ইসলামের অনুসারীই বেহেশতে যাইবে। অবশ্য আল্লাহ দ্বীন-ইসলামের খেদমত ও সেবা ফাছেক-ফাজের দ্বারাও করাইয়া থাকেন।"

ব্যাখ্যা ঃ—একমাত্র ইসলামের অনুসরণের উপরই বেহেশত লাভের ভিত্তি; যে পূর্ণ অনুসারী হইবে সে পূর্ণ মাত্রায় তথা প্রথম হইতেই বেহেশতে প্রবেশ করিবে। আর যে ইসলামের গণ্ডির ভিতর হইবে কিন্তু উহার অনুসরণে ত্রুটিযুক্ত হইবে তাহার বেহেশতে প্রবেশও বিলম্বে হইবে—যদি সেই ত্রুটি ও গোনাহ মাফ না হয় তবে ঐ গোনাহের শাস্তি ভোগ করার পর বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

ইসলাম ব্যতিরেকে কস্মিনকালেও বেহেশতে প্রবেশের সুযোগ লাভ হইবে না—ইহাই হইল উক্ত ঘোষণার মূল।

মোসলমানের কোন সম্পদ কাফেরদের কবলিত হওয়ার পর মোসলমানগণ পুনঃ ঐ বস্তু হস্তগত করিলে পূর্ব্ববর্ত্তী মালিক উহার অধিকারী হইবে

১৩৮২। হাদীছ ঃ—নাফে' (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর একটি ক্রীতদাস পলাইয়া রোম দেশে চলিয়া গেল। অতঃপর খালেদ ইবনে অলীদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরিচালনায় রোম দেশ মোসলমানদের জয় হইল। খালেদ (রাঃ) সেই ক্রীতদাসটি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে প্রত্যার্পণ করিলেন। আরও একটি ঘটনা—

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর একটি ঘোড়া রোম দেশে চলিয়া গিয়াছিল। অতঃপর ঐ ঘোড়াটি মোসলমানগণের অধিকারে আসিল। তাঁহারা ঘোড়াটি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে প্রত্যার্পণ করিলেন।

গণিমতের মালে খেয়ানত করা

শরীয়তের বিধান মতে জেহাদে বিজিত ধন-সম্পদকে গণিমতের মাল বলা হয়। এই মালের ভাগ-বণ্টন সম্পর্কে কোরআন হাদীছের সুস্পষ্ট বিধান বর্ণিত রহিয়াছে। সেই বিধান ছাড়া উক্ত মাল ভোগ করা বা কুক্ষিগত করাকেই এস্থলে খেয়ানত বলা হইয়াছে যাহার সম্পর্কে পবিত্র কোরআনেও সতর্কবাণী রহিয়াছে—وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

"যে ব্যক্তি গণিমতের মাল খেয়ানত করিবে কেয়ামতের দিন সে ঐ মাল বহন করিয়া হাশরের মাঠে আসিবে।"

১৩৮৩। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভাষণদানে আমাদের মধ্যে দাঁড়াইলেন। নবী (দঃ) গণিমতের মালে খেয়ানত করার উল্লেখ করিয়া উহার পরিণতি ও শাস্তি ভয়ঙ্কর ও ভয়াবহ হইবে বলিলেন। নবী (দঃ) বলিলেন, কেয়ামতের দিন যেন কেহ আমার সম্মুখে এই অবস্থায় না আসে যে, তাহার ঘাড়ে চিৎকারকারী ছাগল থাকে বা ঘোড়া থাকে; সে বলিতে থাকে, হে আল্লার রসুল! আমার সাহায্য করুন। আমি তখন বলিব, তোমার সাহায্য কিছুই আমি করিতে পারিব না; আমি ত শরীয়তের বিধান পৌঁছাইয়া দিয়াছিলাম। কিম্বা তাহার ঘাড়ে চিৎকারকারী উট থাকে; সে বলিতে থাকে, হে আল্লার রসুল! আমার সাহায্য করুন। আমি বলিব, তোমার কোন সাহায্য করিতে পারিব না; আমি শরীয়তের বিধান পৌঁছাইয়া দিয়াছিলাম। কিম্বা তাহার ঘাড়ে ধনের বোঝা থাকে; সে বলিতে থাকে, হে আল্লার রসুল! আমার সাহায্য করুন। আমি বলিব, তোমার কোন সাহায্য আমি করিতে পারিব না; আমি পৌঁছাইয়া দিয়াছিলাম। কিম্বা তাহার ঘাড়ে উড্ডিয়মান কাপড় থাকে; সে বলিতে থাকে, হে আল্লার রসুল! আমার সাহায্য করুন; আমি বলিব, তোমার সাহায্য আমি কিছুই করিতে পারিব না। আমি ত পৌঁছাইয়া দিয়াছিলাম।

গণিমতের মালে অল্প খেয়ানতেরও পরিণাম ভয়াবহ

১৩৮৪। হাদীছঃ—আবদুল্লা ইবনে আম্‌র (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ছফর অবস্থায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মাল-ছামান, আসবাব-পত্রের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন লোক নির্দ্দিষ্ট ছিল; তাহার নাম ছিল "কার্‌কারাহ"। তাহার মৃত্যু হইল; রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, সে দোযখে যাইবে। লোকেরা খোঁজ করিয়া জানিতে পারিল, সে গণিমতের মাল হইতে একটি জুব্বা আত্মসাৎ করিয়াছিল।

কোন দেশ ইসলামী শাসনে আসিয়া গেলে তথা হইতে হিজরত করার ফজিলত নাই

১৩৮৫। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) মক্কা জয় করিলে পর তথা হইতে হিজরত করার প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছিল।

মোজাহেদগণকে অভ্যর্থনা করিয়া আনা

১৩৮৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাঃ)কে বলিলেন, আপনার স্মরণ আছে কি যে, আমি এবং আপনি ও ইবনে আব্বাস—আমরা কতদূর অগ্রসর হইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে (এক জেহাদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে) অভ্যর্থনা জানাইয়াছিলাম? আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ—স্মরণে আছে এবং ইহাও স্মরণ আছে যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তখন আমাকে ও ইবনে আব্বাসকে স্বীয় যানবাহনে উঠাইয়া আনিলেন, আপনাকে আরোহণ করান নাই।

১৩৮৭। হাদীছ ঃ—ছায়েব ইবনে এযীদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তবুকের জেহাদ হইতে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রত্যাবর্ত্তনে আমরা হযরতের অভ্যর্থনায় মদিনা শহরের বাহিরে "ছানিয়াতুল-ওয়াদা" স্থানে পৌঁছিয়াছিলাম।

ছফর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনে এই দোয়া পড়িবে

১৩৮৮। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি এবং আবু তালহা (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এক জেহাদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলাম। হযরতের সঙ্গে একই যানবাহনের উপর উম্মুল-মোমেনীন ছফিয়া (রাঃ) ছিলেন। পথিমধ্যে হঠাৎ যানবাহন হোঁচট খাওয়ায় রসুল (দঃ) এবং উম্মুল-মোমেনীন যানবাহন হইতে পতিত হইয়া গেলেন। আবু তালহা (রাঃ) দৌড়িয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, আমার জীবন আপনার উপর উৎসর্গ। আপনি কোন আঘাত পাইয়াছেন কি? নবী (দঃ) বলিলেন, না। অবশ্য মহিলাটির জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন কর। তৎক্ষাণাৎ আবু তালহা (রাঃ) একটি চাদর স্বীয় চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া উম্মুল-মোমেনীনের প্রতি অগ্রসর হইলেন এবং ঐ চাদরটিই উম্মুল-মোমেনীনের উপর ফেলিয়া দিয়া তাঁহাকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন। উম্মুল-মোমেনীন ঐ চাদরে আবৃত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। নবী (দঃ) ও উম্মুল-মোমেনীন উভয়ের জন্য পুনরায় যানবাহনের উপর আসন তৈরী করা হইল এবং তাঁহারা আরোহণ করিলেন। অতঃপর সকলেই যাত্রা করিল, মদিনার নিকটবর্ত্তী হইলে পর নবী (দঃ) এই দোয়া পড়া আরম্ভ করিলেন—آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ

"আমরা (বাহ্যিক) প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম, (আধ্যাত্মিক তথা সমস্ত গোনাহ হইতেও) তওবা (তথা আল্লার প্রতি প্রত্যাবর্ত্তন) করিলাম, আল্লার গোলামী অবলম্বন করিলাম, স্বীয় পালনকর্ত্তার শোকর ও প্রশংসা মুখর হইলাম।

ছফর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নামায পড়া

১৩৮৯। হাদীছ ঃ—জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে কোন ছফরে ছিলাম। ছফর হইতে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করিলে পর হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে বলিলেন, মসজিদে যাইয়া দুই রাকাত (নফল) নামায পড়।

১৩৯০। হাদীছ ঃ—কায়াব ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (স্বীয় স্বাভাবিক রীতি অনুসারে) দিনের প্রথম ভাগে ছফর হইতে মদিনায় পৌছিয়া মসজিদে প্রবেশ করিতেন এবং বসিবার পুর্ব্বে দুই রাকাত নামায পড়িতেন।

বিদেশ হইতে বাড়ী প্রত্যাবর্ত্তনে সাক্ষাৎকারীদেরে আদর-আপ্যায়ণ করা

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বাড়ী থাকিলে বেশী পরিমাণ রোযা রাখিতেন, কিন্তু বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনে সাক্ষাৎকারীদের সৌজন্যে খাওয়া-দাওয়ায় নিজেও শরীক হওয়ার জন্য কতেক দিন রোযা বিহিন থাকিতেন।

১৩৯১। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একবার রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছফর হইতে বাড়ী আসিয়া একটি উট বা গরু জবেহ করিয়াছিলেন।

জেহাদে হস্তগত ধন-সম্পদ

জেহাদে যে সব অস্থাবর ধন-সম্পদ হস্তগত হয় উহাকে গণিমতের মাল বলা হয়। গণিমতের মাল পাঁচ ভাগের চার ভাগ জেহাদে অংশগ্রহণকারী-গণের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতে হয়। বাকি পঞ্চমাংশ বাইতুল-মাল—জাতীয় ধনভাণ্ডার মারফৎ এতীম, মিছকীন ও অসহায় পথিকদিগকে দান করিতে হয়। কোরআন শরীফে এই সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দ্দেশ বিদ্যমান রহিয়াছে—

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ......

"তোমরা জানিয়া রাখ, যাহা কিছু ধন-সম্পদ তোমরা গণিমতরূপে হাসিল করিবে উহার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ, আল্লার রসুল, রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বংশধরগণের জন্য এবং এতীম, মিছকীন ও অসহায় পথিকগণের জন্য; (এই সম্পর্কে তোমরা কোন অন্য মনস্ক ভাব পোষণ করিও না) যদি তোমরা (বাস্তবিকরূপে) আল্লার উপর ঈমান আনিয়া থাক।"

ব্যাখ্যা—উল্লিখিত আয়াতের বিশ্লেষণে ইমাম বোখারী (রঃ) ইঙ্গিতদান করিয়াছেন যে, এস্থলে আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের উল্লেখ শুধু এই সূত্রে যে, এই পঞ্চমাংশের ভাগ বন্টন আল্লাহ তথা আল্লার রসুলের ইচ্ছাধীন থাকিবে, জেহাদে অংশগ্রহণকারী বা অন্য কাহারও অধিকার এইক্ষেত্রে থাকিবে না।

এতদ্ভিন্ন তৃতীয় শ্রেণী তথা "রসুলুল্লার বংশধর" সে সম্পর্কে আলেমগণ লিখিয়াছেন যে, ঐ বংশধরগণ যদি দরিদ্র হন তবেই পাইবেন, এই সূত্রে বংশধরগণ কোন ভিন্ন শ্রেণী থাকিলেন না—এতীম-মিছকীনের শ্রেণীভুক্ত হইয়া গেলেন। ঐ বংশধরগণের উল্লেখ শুধু এই সূত্রে হইয়াছে যে, এই রকমের ধন বন্টনে রসুলুল্লার বংশধর এতীম-মিছকীনকে অগ্রাধিকার দান করা হইবে এবং এই অগ্রগণ্যতার কারণ এই যে, রসুলুল্লার বংশধর এতীম-মিছকীন যাকাৎ ফেৎরা ইত্যাদি শ্রেণীর মাল গ্রহণ করিতে পারেন না, তাই তাঁহাদিগকে আলোচ্য শ্রেণীর মালের মধ্যে অগ্রাধিকার দান করা হইয়াছে।

এতদ্দৃষ্টে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, গণিমতের পঞ্চমাংশ বাইতুল-মাল মারফৎ তিন প্রকার লোকের মধ্যে বন্টিত হইবে, (১) এতীম (যাহারা সাধাণতঃ অসহায়ই হইয়া থাকে) (২) মিছকীন (৩) অসহায় পথিক। অবশ্য রসুলুল্লার বংশধর এতীম-মিছকীন অগ্রগণ্য হইবেন।

১৩৯২। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أُعْطِيْكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ

إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের কাহাকেও দেওয়া, কাহাকেও না দেওয়া বস্তুতঃ আমার ইচ্ছাধীনে হয় না; আমি শুধুমাত্র বন্টনকারী—যেই যেই স্থানে দেওয়ার আদিষ্ট হই একমাত্র সেই সেই স্থানেই দিয়া থাকি।

১৩৯৩। হাদীছ ঃ— عن خولة رضى الله تعالى عنها قالت سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول ان رجالا يتخوضون فى مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيمة -

অর্থ—খাওলা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই বলিতে শুনিয়াছেন, কোন কোন লোক আল্লার মাল তথা জাতীয় ধনভাণ্ডার যাহা একমাত্র আল্লার আদেশ-নিষেধের ভিত্তিতে বণ্টিত হইবে, সেই মালের মধ্যে স্বৈরাচারিতা ও স্বেচ্ছাচারিতা প্রয়োগ করে তাহাদের জন্য কেয়ামতের দিন নরক বা জাহান্নাম অবধারিত।

১৩৯৪। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ত্তী কোন একজন নবী জেহাদের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে, নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ আমার সঙ্গে যাইতে পারিবে না—(১) যে ব্যক্তি নূতন বিবাহ করিয়াছে, এখনও স্ত্রীর সঙ্গে মিলন হয় নাই, (২) যে ব্যক্তি নূতন ঘর তৈরী করিয়াছে, এখনও উহার ছাদের কাজ শেষ হয় নাই, (৩) যে ব্যক্তি বকরি, উট, গাভী ইত্যাদি কোন গাভীন পশু ক্রয় করিয়া আনিয়াছে, নিকটবর্ত্তী সময়ের মধ্যেই উহার প্রসবের আশা করিতেছে, এখনও প্রসব হয় নাই।

সেই নবী জেহাদে যাত্রা করিলেন, যখন উদ্দেশ্যস্থল বস্তির নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন আছরের নামাযের সময় উপস্থিত হইয়া গিয়াছে। (সেই যমানার শরীয়তে সূর্য্যাস্তের পর জেহাদ-যুদ্ধ পরিচালনা না-জায়েয ছিল, তাই তিনি মহা সমস্যায় পড়িলেন; সময় অল্প তদুপরি ফরজ নামাযও উপস্থিত,) অতএব তিনি সূর্য্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তুমিও (নিজ দায়িত্ব পালনে আল্লার) আদিষ্ট এবং আমিও (নিজ উদ্দেশ্য সাধনে আল্লার) আদিষ্ট; এই বলিয়া তিনি আল্লার দরবারে দোয়া করিলেন—হে আল্লাহ আমাদের জন্য সূর্য্যের গতি থামাইয়া দাও। তৎক্ষণাৎ সূর্য্যের গতি থামিয়া গেল, ইত্যবসরে তিনি ঐ বস্তি জয় করিয়া নিলেন।

অনেক অনেক গণীমতের মাল একত্রিত করা হইল, (সেই যমানায় গণীমতের মাল ভোগ করা নিষিদ্ধ ছিল ; সম্পূর্ণ গণীমতের মাল একত্রিত করা হইত অতঃপর আকাশের দিক হইতে অগ্নি আসিত, যেই জেহাদ আল্লাহ তায়ালার নিকট কবুল হইত সেই জেহাদের গণীমতের মালকে ঐ অগ্নি ভস্মীভূত করিয়া দিত ; উক্ত রেওয়াজ অনুযায়ী ঐ নবী সেই জেহাদের সমুদয় গণীমতের মাল একত্রিত করিলেন।) আকাশের দিক হইতে অগ্নি আসিল বটে, কিন্তু ঐ মাল সমূহকে স্পর্শ করিল না। তখন আল্লার নবী বলিলেন, নিশ্চয় গণীমতের মালের মধ্যে খেয়ানত বা আত্মসাৎ করা হইয়াছে (যদ্দরুন অগ্নি ইহাকে স্পর্শ করিতেছে না। অতঃপর তিনি আত্মসাৎকারীর খোঁজ পাওয়ার তদবীর করিলেন—) তিনি সঙ্গীগণকে আদেশ করিলেন, তোমাদের প্রত্যেক গোত্রের এক একজন লোক আমার হাতে দীক্ষা গ্রহণ কর। সেইরূপ করা হইলে একটি লোকের হাত নবীর হাতের সঙ্গে লাগিয়া গেল। নবী বলিলেন, তোমার গোত্রের মধ্যেই কোন লোক গণীমতের মাল আত্মসাৎ করিয়াছে ; সেই গোত্রের সকলকে ঐরূপ হাতে হাত দেওয়ার আদেশ করা হইল। তাহাদের দুই তিন জন লোকের হাত নবীর হাতের সঙ্গে লাগিয়া গেল। এইরূপে তাহারা ধরা পড়িল এবং গাভীর মাথার ন্যায় একটি স্বর্ণ খণ্ড যাহা লুকাইয়া রাখিয়াছিল, আনিয়া উপস্থিত করিল। যখন উহাকে স্তুপীকৃত গণীমতের মালের সঙ্গে রাখা হইল, তখন অগ্নি আসিয়া ঐ মাল ভস্ম করিল।

(রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেন—) অতঃপর আমাদের শরীয়তে আমাদের বৈশিষ্ট্যরূপে গণীমতের মাল ভোগ করা জায়েয গণ্য করা হইয়াছে। (অবশ্য শরীয়তের বিধানের বরখেলাফ উহাকে আত্মসাৎ করা হারাম।)

জেহাদে আত্মনিয়োগকারীর ধন-দৌলতে উন্নতি

১৩৯৫। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পিতা যোবায়ের (রাঃ) জামালের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়াকালে আমাকে ডাকিলেন ; আমি তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, হে বৎস ! অদ্যকার যুদ্ধের নিহতগণ জালেম বা মজলুম হইবে।

(অর্থাৎ যদিও উভয় দল মোসলমান এবং প্রত্যেক দলই ব্যক্তিগত স্বার্থের ভিত্তিতে নয়, বরং হককে প্রাবল্যদানের ভিত্তিতে মতবিরোধে লিপ্ত হইয়া সংঘর্ষে

অবতরণ করিয়াছে ; সেই সূত্রে উভয়ের নিয়্যত শুদ্ধ হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে এক দলের বুঝ ভুল হওয়ায় সেই দল অন্যায় পথে এবং অপর পক্ষ ন্যায়ের পথে হইবে। অতএব উভয় পক্ষ মোসলমান হওয়া সত্ত্বেও এই যুদ্ধের নিহতগণও জালেম অন্যায়কারী বা মজমলুম অত্যাচারিত দলেরই হইবে।) আমার ধারণা হইতেছে অদ্য আমি মজলুম অবস্থায় নিহত হইব। আমার সর্ব্বাধিক চিন্তার বিষয় হইতেছে আমার ঋণ। তোমার কি ধারণা হয় যে, আমার ঋণ আমার সম্পত্তির কিছু অবশিষ্ট রাখিবে? হে বৎস! তুমি আমার ঋণ পরিশোধে আমার সমুদয় সম্পত্তি বিক্রি করিয়া দিও। যদি ঋণ পরিশোধান্তে কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে সেই অবশিষ্টের তৃতীয়াংশের অছিয়ত করিতেছি এবং সেই তৃতীয়াংশের তৃতীয়াংশ তোমার ছেলে-মেয়েদের জন্য অছিয়ত করিতেছি। ঐ সময় আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়েরের কোন কোন পুত্র যোবায়েরের কোন কোন পুত্রের সমবয়স্ক ছিল। (অর্থাৎ পৌত্রগণ সাংসারিক জীবনের পর্য্যায়ে ছিল; তাই সাহায্য স্বরূপ পৌত্রগণের পক্ষে তিনি অছিয়ত করিলেন।) যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর তখন নয় পুত্র নয় কন্যা ছিল।

আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমার পিতা বার বার আমাকে তাঁহার ঋণ সম্বন্ধে সতর্ক করিতেছিলেন এবং তিনি আমাকে বলিতেছিলেন, হে বৎস! যদি তুমি অসাধ্য বোধ কর তবে আমার মাওলা—সাহায্যকারীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিও। তিনি সাহায্যকারীর কথা বলিতেছিলেন; কিন্তু আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আব্বাজান "সাহায্যকারী" বলিয়া আপনি কাহাকে উদ্দেশ্য করিতেছেন? তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা।

আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, বাস্তবিকই আল্লাহ তায়ালা আমার পিতা যোবায়েরের সাহায্যকারী ছিলেন। তাঁহার ঋণ সম্পর্কে কোন জটিলতার সম্মুখীন হইলেই আমি দোয়া করিয়াছি, হে যোবায়েরের মাওলা; যোবায়েরের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া দাও; এই দোয়া করিলেই ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা হইয়া যাইত।

এই সমস্ত কথা-বার্ত্তার পর যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ধারণাই বাস্তবায়িত হইল; তিনি ঐ দিনই শহীদ হইলেন। তিনি কোন নগদ টাকা-পয়সা রাখিয়া যান নাই, তিনি কতিপয় স্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন—মদিনার নিকটবর্ত্তী "গাবা" নামক এলাকা, মদিনা শহরে এগারখানা বাড়ী, বসরা শহরে দুইটি বাড়ী, কুফা শহরে একটি বাড়ী এবং মিশর শহরে একটি বাড়ী।

তাঁহার ঋণ এই ধরণের ছিল যে, মানুষ তাঁহার নিকট টাকা-পয়সা আমানত রাখিবার জন্য উপস্থিত করিত ; তিনি আমানতরূপে উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতেন এবং বলিতেন, আমানতরূপে রাখিলে উহা নগদরূপেই থাকিয়া যাইবে যাহা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা অধিক। অতএব করজ ও ঋণস্বরূপ রাখিতে পার (আমি উহাকে এমন কোন স্থানে লাগাইয়া দিব যাহা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা কম।)

আমার পিতা কোন সময় শাসনক্ষমতা লাভ বা তহশীলদারী ইত্যাদি কোন চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন না। অবশ্য নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এবং খলীফা আবুবকর (রাঃ), ওমর (রাঃ) ও ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে জেহাদে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকিতেন।

আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, পিতার বিয়োগান্তে আমি তাঁহার ঋণ সমূহের হিসাব করিলাম, সর্ব্বমোট ঋণ ছিল ২২,০০০০০ দেরহাম—(রৌপ্যমুদ্রা)। হাকিম ইবনে হেযাম (রাঃ) নামক প্রসিদ্ধ ছাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই যোবায়েরের উপর ঋণ কি পরিমাণ আছে? আবদুল্লাহ (রাঃ) তখন সত্য গোপন করিয়া বলিলেন, এক লক্ষ। ঐ ছাহাবী বলিলেন, আমার মনে হয় না, তোমাদের সম্পত্তি এত ঋণ পরিশোধ করার পরিমাণ হইবে। তখন আবদুল্লাহ (রাঃ) মূল সত্য প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ঋণ যদি বাইশ লক্ষ হয় তবে কি হইবে? ঐ ছাহাবী বলিলেন, তোমরা এই ঋণ পরিশোধ করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া মনে হয় না ; যদি অপারগ হইয়া পড় তবে আমার সহায়তা গ্রহণ করিও।

যোবায়ের (রাঃ) "গাবা" এলাকাটি এক লক্ষ সত্তর হাযারে ক্রয় করিয়াছিলেন। আবদুল্লাহ (রাঃ) উহাকে ষোল খণ্ডে বিভক্ত করিয়া প্রতি খণ্ড বাজার দর হিসাবে এক লক্ষ নির্দ্ধারিত করিলেন। অতঃপর তিনি ঘোষণা করিলেন ; যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট যে কাহারও কোন প্রাপ্য থাকে সে যেন "গাবা" এলাকায় আমার নিকট উপস্থিত হয়। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাঃ) উপস্থিত হইলেন, তাঁহার প্রাপ্য চার লক্ষ ছিল ; তিনি যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পুত্রকে বলিলেন, তোমরা যদি ইচ্ছা কর তবে আমার সমুদয় প্রাপ্য ছাড়িয়া দিতে পারি। যোবায়ের—পুত্র তাহা অস্বীকার করিলেন ; তখন আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাঃ) বলিলেন, তবে আমার টাকার পরিবর্ত্তে আমাকে এই "গাবা" এলাকার কিছু জমি প্রদান কর। তখন তিনি তাঁহাকে এক টুকরা জমি দিলেন। এইরূপে যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সম্পত্তি বিক্রয়ে

তাঁহার সমুদয় ঋণ পরিশোধ হইল ; কিছু সম্পত্তি অবশিষ্ট রহিল, তন্মধ্যে চার ও অর্দ্ধখণ্ড "গাবা" এলাকার জমি। উহাও এক লক্ষ হারে বিক্রি হইল।

এইরূপে আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) স্বীয় পিতার সমুদয় ঋণ পরিশোধ করিলে সম্পত্তির আরও অবশিষ্ট রহিল, তখন তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতাগণ অবশিষ্ট সম্পত্তির বণ্টনের দাবী জানাইল। আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বলিলেন, এই মুহূর্ত্তে আমি উহা বণ্টন করিব না, যাবৎ না আমি চার বৎসর পর্য্যন্ত হজ্জের মৌসুমে সকলের সম্মুখে এই ঘোষণা জারী না করি যে, যোবায়েরের নিকট কাহারও কোন প্রাপ্য থাকিলে আমার নিকট হইতে উহা আদায় করিয়া লউন। তাহাই করা হইল—প্রতি বৎসর ঐরূপ ঘোষণা দেওয়া হইত, এইরূপে চার বৎসর ঘোষণা দেওয়া হইল। অতঃপর অবশিষ্ট সম্পত্তি উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বণ্টন করা হইল। যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অছিয়তানুসারে অবশিষ্ট মালের তৃতীয়াংশ ভিন্ন রাখিয়া বণ্টন করা হইল। তাঁহার চার স্ত্রী ছিল, প্রত্যেকে (দুই পয়সা) অংশে বার লক্ষ পাইলেন।

(যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সম্পত্তির মূল্যমাম ছিল ৫০২ লক্ষ তথা ৫০,২০০০০০। তাঁহার মৃত্যুর পর বাজার দর হিসাবে উহার মূল্য দাঁড়াইল ৫৯৮ লক্ষ তথা ৫,৯৮০০০০০। তন্মধ্যে ২২ লক্ষ ঋণ পরিশোধ হইয়া ৫৭৬ লক্ষ অবশিষ্ট থাকে, উহার এক তৃতীয়াংশ ১৯২ লক্ষ অছিয়তে ব্যয়িত হয় এবং অবশিষ্ট ৩৮৪ লক্ষ উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বণ্টন হইয়া স্ত্রীর দুই আনা অংশ চার স্ত্রীর মধ্যে ভাগ হয় ; প্রত্যেক স্ত্রী দুই পয়সা অংশে ১২ লক্ষ পায়।)

ব্যাখ্যা—জেহাদের অছিলায় জীবিতকালে এবং মৃত্যুর পরও জাগতিক ধন-সম্পদের মধ্যেও যে বরকত ও উন্নতি হয় আলোচ্য ঘটনার দ্বারা তাহাই প্রমাণ করা হইয়াছে। যোবায়ের (রাঃ) অন্যান্য মোহাজেরগণের ন্যায় রিক্ত হস্তেই মদিনায় আসিয়াছিলেন, জীবনে কোন চাকুরী গ্রহণ করেন নাই। শুধু জেহাদের অছিলায় যে সম্পদ লাভ করিয়াছিলেন উহার মূল্যমান ছিল ৫০২ লক্ষ ; তাঁহার মৃত্যুর পর উহার মূল্য আরও ৯৬ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়া ৫৯৮ লক্ষে দাঁড়াইয়াছিল। উল্লেখিত হিসাব দেরহাম তথা সিকি পরিমিত রৌপ্য মুদ্রায় ছিল।

গণিমতের পঞ্চমাংশ হইতে কাহাকেও অতিরিক্ত প্রদান করা বা কোন অতিরিক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করা

১৩৯৬। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম "নজদ" এলাকার প্রতি একটি সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করিলেন, যাহাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)ও ছিলেন। সেই বাহিনী জয়লাভ করতঃ বহু উট গণিমতরূপে লাভ করিল। তাহাদের মধ্যে গণিমতের মাল বণ্টনে প্রত্যেকের অংশে বারটি উট আসিল। নবী (দঃ) বাইতুল-মালের অংশ হইতে প্রত্যেককে আরও এক একটি উট অতিরিক্ত দিলেন।

১৩৯৭। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোথাও সশস্ত্র বাহিনী পরিচালিত করা কালীন অনেক সময় পথিমধ্য হইতে কোন ছোট খাট এলাকার প্রতি মূল বাহিনীর এক অংশকে প্রেরণ করিয়া থাকিতেন। (তাহাদের হাসিলকৃত গণিমতের মাল সমূহে মূল বাহিনীর সকলের সমান অধিকার থাকাই শরীয়তের বিধান। অবশ্য) তাহাদিগকে নবী (দঃ) কিছু পরিমাণ অতিরিক্ত দিয়া থাকিতেন।

১৩৯৮। হাদীছ ঃ—আবু মূছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা ইয়ামনে থাকিয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মক্কা পরিত্যাগ করতঃ মদীনায় পৌঁছিবার সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম। তখন আমরাও স্বীয় দেশ ইয়ামন ত্যাগ করতঃ হযরতের প্রতি যাত্রা করিলাম ; আমরা তিনজন ছিলাম—আমি এবং আমার বড় দুই ভ্রাতা, একজনের নাম আবু বোর্দাহ্ (রাঃ) অপর জনের নাম আবু রোহম্ (রাঃ)। আমাদের সঙ্গে আমাদের গোত্রীয় তিপ্পান্ন জন লোক ছিলেন। আমরা সকলেই একটি সামুদ্রিক নৌকাযোগে যাত্রা করিলাম। (ঝঞ্ঝাবাত্যার বেগে) নৌকা আমাদিগকে আবিসিনিয়ায় লইয়া গেল। তথায় জা'ফর ইবনে আবুতালেব (রাঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীগণের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হইল। (তাঁহারা সকলেই মক্কা-বাসীদের অসহনীয় অত্যাচারের দরুণ পূর্ব্বেই তথায় হিজরত করিয়া গিয়াছিলেন।) জা'ফর (রাঃ) আমাদেরে বলিলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে এই দেশে পাঠাইয়াছেন এবং এই স্থানে অবস্থান করিতে বলিয়াছেন। আপনারাও এখানেই অবস্থান করুন। আমরা তথায় অবস্থান করিলাম। অতঃপর আমরা সকলে (সুযোগ প্রাপ্তে) তথা হইতে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। আমরা যখন মদীনায় পৌঁছিলাম তখন নবী (দঃ)

সবেমাত্র খয়বরের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন। নবী (দঃ) ঐ যুদ্ধের গণিমতের মাল হইতে আমাদিগকেও কিছু অংশ প্রদান করিলেন। জাফর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এবং আমাদের নৌকারোহী লোকগণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও খয়বরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা ব্যতিরেকে ঐ গণিমতের অংশ প্রদান করেন নাই।

আমরা নৌকারোহী দল সম্পর্কে কোন কোন লোক এইরূপ উক্তি করিত যে, হিজরত করার সৌভাগ্যে আমরা তোমাদের অপেক্ষা অগ্রগামী। একদা আমাদের দলীয় আসমা-বিনতে-উমাইস নাম্নি রমণী নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিবি—ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দুহিতা—হাফছা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইলেন; তিনিও আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীগণের একজন ছিলেন, তথায় তাঁহাদের উভয়ের সাক্ষাৎ ও পরিচয় হইয়াছিল। ঐ সময় তাঁহার পিতা ওমর (রাঃ) তথায় পৌঁছিলেন। "আসমা" সম্পর্কে ওমর (রাঃ) স্বীয় কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই রমণীটি কে? তিনি বলিলেন, আসমা বিনতে ওমাইস। ওমর (রাঃ) বলিলেন, আবিসিনিয়া হইতে সমুদ্রপথে সদ্যাগত দলীয় রমণী আসমা তুমি? আসমা (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। ওমর (রাঃ) (কৌতুক করিয়া) বলিলেন, হিজরতের সৌভাগ্যে আমরা তোমাদের অপেক্ষা অগ্রগামী; আমরা মদীনায় তোমাদের পূর্ব্বে পৌঁছিয়াছি। তাই আমরা তোমাদের অপেক্ষা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অধিক (নৈকট্য লাভের) অধিকারী।

এই উক্তিতে আসমা (রাঃ) রাগান্বিত হইলেন এবং প্রতিবাদে বলিলেন, কখনও নহে—আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি। আপনারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সুশীতল ছায়াতলে রহিয়াছেন, তিনি আপনাদের ক্ষুধার্ত্তকে খাদ্য যোগাইয়াছেন, অজ্ঞকে শিক্ষা দিয়াছেন। আমরা ছিলাম দূরদেশে, শত্রুর দেশে, অশান্তির দেশে—আবিসিনিয়ায়; আমাদিগকে কত কষ্ট দেওয়া হইত, কত ভয় দেখান হইত; এইসব দুঃখ যাতনা কষ্ট-ক্লেশ সহিয়া যাওয়া একমাত্র আল্লাহ ও আল্লার রসুলের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ছিল। আমি শপথ করিতেছি, কোন পানাহার গ্রহণ করিব না যাবৎ আপনার এই উক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ব্যক্ত করিয়া এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা না করি। অবশ্য আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আপনার উক্তিকে অতিরঞ্জিত করিব না।

অতঃপর যখন নবী (দঃ) তশরীফ আনিলেন তখন আসমা (রাঃ) হযরতের নিকট ওমরের সমস্ত কথা ব্যক্ত করিলেন। নবী (দঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি উত্তর করিয়াছ? আসমা স্বীয় উত্তরও ব্যক্ত করিলেন। নবী (দঃ) বলিলেন, তাহারা তোমাদের অপেক্ষা আমার (নৈকট্যের) অধিক অধিকারী নহে। তাহাদের ত শুধু একটি হিজরত হইয়াছে (—স্বীয় দেশ মক্কা হইতে মদীনায়।) কিন্তু তোমরা নৌকারোহী দল—তোমাদের দুইটি হিজরত হইয়াছে (—স্বদেশ ইয়ামন হইতে আবিসিনিয়ায় এবং তথা হইতে মদীনায়।)

আসমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের নৌকারোহী দলের আবু মূছা (রাঃ) এবং অন্যান্য লোকগণ দলে দলে আমার নিকট আসিয়া (তাহাদের জন্য সুসংবাদের) এই হাদীছ শুনিত। দুনিয়ার কোন বস্তুই তাহাদের নিকট এই হাদীছ অপেক্ষা অধিক মর্য্যাদাবান ও সন্তুষ্টি-বাহক ছিল না। আসমা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমার নিকট হইতে আবু মূছা (রাঃ) এই হাদীছ পুনঃপুনঃ শুনিতেন।

আবু মূছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের দলীয় লোকদের প্রশংসায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়া থাকিতেন, আমি আশ্‌য়ার গোত্রীয় দলের লোকদের কণ্ঠস্বর উপলব্ধি করিতে পারি—যখন তাহারা গভীর রাত্রিতে তাহাজ্জুদের নামাযে কোরআন তেলাওয়াত আরম্ভ করে এবং তাহাদের বাসস্থান না দেখিয়াও তাহাদের কণ্ঠস্বরের দ্বারা উহার পরিচয় লাভ করিয়া থাকি।

জেহাদে নিহত শত্রুর ব্যবহার্য্য বস্তু সমূহ হত্যাকারী পাইবে ঘোষণা দেওয়া হইলে?

১৩৯৯। হাদীছঃ— আবু কাতাদা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে হোনাইনের জেহাদে যাত্রা করিলাম। যখন উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল তখন প্রথম দিকে মোসলমান দলের পক্ষে পশ্চাদপসারণের ন্যায় দৃশ্য দেখা গেল। ঐ সময় আমি দেখিতে পাইলাম একজন মোসলমান ব্যক্তিকে একজন মোশরেক কাবু করিয়া ফেলিতেছে। আমি তৎক্ষণাৎ তাহার পেছন দিক হইতে আসিয়া তাহার কাঁধের উপর তরবারির আঘাত করিলাম। তখন প্রথম ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিয়া সে আমাকে জড়াইয়া ধরিল এবং এমন ভীষণভাবে চাপ দিল যে, আমি মৃত্যুভাব অনুভব করিলাম, কিন্তু তাহার শেষ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া পড়িল এবং আমাকে ছাড়িয়া দিল।

সেই জেহাদে প্রথম অবস্থায় মোসলমান পক্ষে যে, পরাজয়ের দৃশ্য দেখা গেল সে সম্পর্কে আমি ওমর (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলাম, লোক সকল এইরূপ করিল কেন? তিনি বলিলেন, আল্লার তরফ হইতে অদৃষ্টে ইহাই ছিল। অতঃপর পশ্চাদপসরণকারী মোসলমানগণই সম্মুখে অগ্রসর হইয়া প্রবলবেগে আক্রমণ চালাইল (এবং মোসলমানদের জয় হইল)। জেহাদ সমাপ্তে রসুলুল্লাহ (দঃ) এক স্থানে বসিয়া ঘোষণা করিলেন, যে ব্যক্তি কোন কাফেরকে হত্যা করিয়াছে এবং সে সম্পর্কে প্রমাণ দিতে সক্ষম হইবে তাহাকে সেই নিহত ব্যক্তির ব্যবহার্য্য উপস্থিত সমুদয় সম্পদ দান করা হইবে। তখন আমি যে, ঐ কাফেরকে হত্যা করিয়াছিলাম সেই সম্পর্কে দাঁড়াইয়া বলিলাম, আমার কার্য্যের উপর কেহ সাক্ষী আছেন কি? এই বলিয়া আমি বসিয়া পড়িলাম এবং এইরূপে আমি তিনবার দাঁড়াইলাম। তৃতীয়বার নবী (দঃ) আমাকে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি পূর্ণ ঘটনা ব্যক্ত করিলাম, তখন এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, তাঁহার দাবী সত্য, ঐ কাফেরকে তিনি হত্যা করিয়াছেন এবং নিহত কাফেরের সম্পদ সমূহ আমার নিকট আছে, আপনি তাঁহাকে সম্মত করাইয়া দেন যেন উহা আমারই থাকে।

আবুবকর (রাঃ) বিরোধিতা করিয়া বলিলেন, হত্যাকারীকে প্রদান করাই কর্ত্তব্য, নতুবা বীরপুরুষগণের উৎসাহ বর্দ্ধন উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবে। রসুলুল্লাহ (দঃ) আবুবকরের উক্তি সমর্থন করিয়া ঐ সম্পদ আমাকেই প্রদান করিলেন। উহা এত মূল্যবান ছিল যে, একমাত্র লৌহ বর্ম্মটি বিক্রি করিয়া আমি একটি বাগান ক্রয় করিয়াছি এবং মোসলমান হওয়ার পর উহাই আমার সর্ব্বপ্রথম সম্পত্তি।

১৪০০। হাদীছ ঃ— আম্‌র ইবনে তাগলেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট (জেহাদে অধিকৃত কিছু) ধন-সম্পদ উপস্থিত করা হইল, তিনি কতিপয় ব্যক্তিকে উহা বণ্টন করিয়া দিলেন। যাহাদিগকে দেওয়া হইল না তাহারা মনক্ষুণ্ণ হইল। তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া হযরত (দঃ) বলিলেন, আমি কোন কোন সময় এক দল লোককে দান করিয়া থাকি তাহাদের পদস্খলনের আশঙ্কা করিয়া এবং কোন এক দল লোককে দান করি না আল্লাহ কর্ত্তৃক প্রদত্ত তাহাদের অন্তরে দৃঢ় ঈমান ও নিষ্কামনতার উপর নির্ভর করিয়া। এইরূপ লোকদের মধ্যে আম্‌র ইবনে তাগ্‌লেব অন্যতম।

আম্‌র ইবনে তাগলেব(রাঃ) ইহা শুনিয়া এত সন্তুষ্ট হইলেন যে, তিনি বলিতেন—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই উক্তির বিনিময়ে যে কোন মূল্যের সম্পদ আমার হাসিল হইলে আমি তাহাতে এইরূপ সন্তুষ্ট হইতাম না।

১৪০১। হাদীছঃ— আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন কোন সময় আমি (জেহাদে অধিকৃত ধন-সম্পদের বাইতুল-মালের অংশ হইতে অন্যান্যদের তুলনায়) কোরায়েশগণকে অধিক দিয়া থাকি। তখন আমার উদ্দেশ্য হয় তাহাদের মন রক্ষা করা, কারণ তাহারা সবেমাত্র অন্ধকার যুগ হইতে ইসলামের আলোতে আসিয়াছে। (এখনও তাহারা ইসলামের পূর্ণ অনুভূতি হাসিল করিতে পারে নাই।)

১৪০২। হাদীছঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হোনায়নের জেহাদে বহু ধন-সম্পদ মোসলমানদের হস্তগত হইয়াছিল, উহা হইতে জাতীয় ধন-ভাণ্ডারের অংশ যখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বণ্টন করিলেন তখন তিনি কোরায়েশ বংশীয় কোন কোন লোককে এক একশত উট দান করিলেন। এতদসম্পর্কে (সরল প্রকৃতির শিক্ষাহীন) কোন কোন মদীনাবাসী লোক এইরূপ মন্তব্য করিল যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) কোরায়েশ-গণকে যেই পরিমাণ দান করিয়াছেন আমাদিগকে সেই পরিমাণ দান করিতেছেন না, অথচ আমরা ইসলামের জন্য অধিক জেহাদ করিয়াছি, এমন কি এখনও ইসলামদ্রোহীদের তাজা রক্ত আমাদের তরবারী হইতে ঝরিতেছে; আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে মার্জ্জনা করুন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসল্লামের গোচরে এইসব কথা-বার্ত্তার সংবাদ দেওয়া হইল। রসুল (দঃ) সমস্ত মদীনাবাসী ছাহাবী আনছারগণকে ডাকাইয়া একটি তাবুতে একত্রিত করিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে অন্য কাহাকেও ডাকিলেন না। তাঁহারা একত্রিত হইলে পর রসুল (দঃ) তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, এইসব কি কথা-বার্ত্তা যাহা তোমাদের সম্পর্কে আমি শুনিতে পাইয়াছি? তাঁহাদের মধ্যে হুসিয়ার ব্যক্তিগণ আরজ করিলেন, আমাদের মধ্যে যাহারা বুদ্ধিমান তাঁহারা কিছুই বলেন নাই; অবশ্য আমাদের মধ্যে কতিপয় ছেলে বয়সের লোক এই কথা বলিয়াছে। তখন রসুল (দঃ) তাঁহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আমি এমন লোকদিগকে বিশেষরূপে দান করি যাহারা সবেমাত্র কুফুরী ত্যাগ করিয়া ইসলামে দীক্ষিত হইয়াছে (অর্থাৎ এখনও তাহাদের ইসলাম পূর্ণ মজবুত হয় নাই)।

তোমরা কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, (কোরায়েশদের এই) সমস্ত লোকগণ ধন লইয়া বাড়ী ফিরিবে, আর তোমরা আল্লার রসুলকে লইয়া বাড়ী ফিরিবে? আল্লার কছম—তোমাদের বস্তু তাহাদের বস্তু অপেক্ষা অতি মহান, অতি মহান। উপস্থিত সকলে বলিল, নিশ্চয় আমরা উহাতে সন্তুষ্ট আছি। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাদিগকে বলিলেন, আমার পরে তোমরা তোমাদের উপর অন্যের প্রাধান্য দেখিতে পাইবে তখন তোমরা ধৈর্য্য ধরিও—আল্লার সঙ্গে এবং হাওজে-কাওছারের নিকট আল্লার রসুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ (তথা মৃত্যু) পর্য্যন্ত। আনাছ (রাঃ) বলেন, আমরা পূর্ণ মাত্রায় ধৈর্য্যধারণ করি নাই। (যে সব বিরোধ পরবর্ত্তী সময়ে সৃষ্টি হইয়াছিল উহার প্রতিই আনাছ (রাঃ) ইঙ্গিত করিয়াছেন।)

১৪০৩। হাদীছ ঃ— জোবায়ের ইবনে মোতয়েম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি এবং অন্যান্য লোক রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে হোনায়নের জেহাদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে গ্রাম্য লোকগণ সাহায্যের জন্য রসুল (দঃ)কে ঘিরিয়া ধরিল, এমনকি তাহারা তাঁহাকে বাবুল কাঁটার ঝোপের প্রতি কোণ-ঠাসা অবস্থায় পতিত করিল এবং হযরতের গায়ের চাদর বাবুল কাঁটায় লটকিয়া গেল। হযরত (দঃ) দাঁড়াইয়া চাদরখানা দিবার জন্য বলিলেন এবং শপথ করিয়া বলিলেন, এই বাবুল বনের কাঁটা সংখ্যা পরিমাণ পশুপাল (ইত্যাদি ধন-সম্পদ) হস্তগত হইলেও সবই তোমাদেরে বণ্টন করিয়া দিব; তোমরা আমাকে কৃপণ, মিথ্যাবাদী ও সাহসহীন পাইবে না।

১৪০৪। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে চলিতেছিলাম। হযরতের গায়ে একটি মোটা পাড়বিশিষ্ট চাদর ছিল; এক গ্রাম্য ব্যক্তি নবী (দঃ)কে চাদর ধরিয়া শক্তভাবে টানিল; হযরতের গর্দ্দানে চাদরের পাড় বিদ্ধ হওয়ার রেখা অঙ্কিত হইয়া গেল। এইরূপ করিয়া ঐ ব্যক্তি বলিল, আল্লাহ আপনার হস্তে যে ধন-সম্পদ দিয়াছেন উহা হইতে আমার জন্য কিয়দাংশ বরাদ্দ করুন। নবী (দঃ) তাহার প্রতি তাকাইয়া হাস্যমুখে তাহাকে অর্থ দানের আদেশ করিলেন।

১৪০৫। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হোনাইনের জেহাদ সমাপ্তে (গণিমতের পঞ্চমাংশ বণ্টনকালে) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কতিপয় লোককে অধিক দান করিলেন। আক্‌রা' ইবনে হাবেস নামক এক ব্যক্তিকে একশত উট দিলেন, ওয়ায়না ইবনে হেছন নামক

এক ব্যক্তিকেও ঐরূপ এবং আরও কতিপয় আরবের নেতৃস্থানীয় লোককে এইরূপ বেশী বেশী দিলেন। এক মোনাফেক ব্যক্তি মন্তব্য করিল, এই বণ্টনের মধ্যে ইন্‌সাফ করা হয় নাই বা একমাত্র আল্লার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় নাই।

আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি মনে মনে স্থির করিলাম, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই কু-উক্তির সংবাদ নিশ্চয় পৌঁছাইব। অতঃপর আমি হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া গোপনে তাঁহাকে ঐ সংবাদ বলিলাম। নবী (দঃ) অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন, এবং এইরূপ ক্রুদ্ধ হইলেন যে, তাঁহার চেহারা মোবারক রক্তবর্ণ হইয়া গেল ; এমন কি আমি মনে মনে ভাবিলাম, এই সংবাদ না দিলেই ভাল ছিল। অতঃপর নবী (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ এবং আল্লার রসুল ইন্‌সাফ না করিলে কে ইন্‌সাফ করিবে ? নবী (দঃ) ইহাও বলিলেন, মূছা নবীর প্রতি আল্লার রহমত হউক—তিনি ত এইরূপ উক্তি অপেক্ষা অনেক যাতনাদায়ক ঘটনাসমূহের সম্মুখীন হইয়াও ধৈর্য্যধারণ করিয়াছিলেন।

রণাঙ্গণে হস্তগত খাদ্যবস্তু প্রয়োজনে খাইতে পারে

১৪০৬। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে মোগাফ্‌-ফাল (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খয়বরের একটি দুর্গ আমরা ঘেরাও করিয়া রাখিয়াছিলাম। ঐ অবস্থায় দুর্গের ভিতর হইতে এক ব্যক্তি একটি থলিয়া নিক্ষেপ করিল ; উহাতে চর্ব্বিজাতীয় খাদ্যবস্তু ছিল। আমি উহা ধরিবার জন্য ছুটিলাম ; তাকাইয়া দেখি, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তথায় উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়া আমি লজ্জিত হইলাম। (নবী (দঃ) মুস্কি হাসি দিয়া বলিলেন, ইহা তোমারই জন্য।)

১৪০৭। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিভিন্ন জেহাদে আমরা মধু, আঙ্গুর ফল (ইত্যাদি খাদ্যবস্তু) হস্তগত করিতাম এবং আমরা উহা খাইতাম, কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে উহা জমা রাখিতাম না।

অমুসলিমদের উপর জিযিয়া প্রবর্ত্তন করা

দেশরক্ষা ও দেশ শাসন ইত্যাদি প্রয়োজনে সকল শ্রেণীর প্রজাদের প্রতিই রাষ্ট্র কর্ত্তৃক কর নির্দ্ধারিত করা হইয়া থাকে। সকল যুগে, সকল দেশে, সকল জাতির মধ্যেই ইহার প্রচলন আছে। মোসলমান প্রজাদের প্রতি দেশ রক্ষার দায়িত্ব সরাসরি চাপাইয়া দিয়া জেহাদকে ফরজ করা হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন তাহাদের প্রতি যাকাৎ, ওশর ইত্যাদি নির্দ্ধারিত ও অনির্দ্ধারিত নানাপ্রকার ব্যয়

বাধ্যতামূলক প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে এবং তৎপরিবর্ত্তে অমোসলেমদের উপর কর ধার্য্য করা হইয়াছে, সেই করকেই আরবী ভাষায় "জিযিয়া" বলা হয়। প্রতি মাসে মাথা পিছু ধনীদের উপর চার দেরহাম (এক টাকা), মধ্যবিত্তদের উপর দুই দেরহাম এবং সাধারণ সঞ্চয়ীদের উপর এক দেরহাম (চার আনা) হারে নির্দ্ধারিত ছিল, অসমর্থ অক্ষমকে সম্পূর্ণ রেহায়ী দেওয়া হইত। এই সামান্য করের বিনিময়ে তাহাদের জান, মাল ইত্যাদির রক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর ছিল।

এই সামান্য কর অর্থে "জিযিয়া" শব্দকে ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাইবার অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা কতই না জঘন্য! আল্লাহ বলিয়াছেন, (১০পাঃ ১০রুঃ)—

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ...حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَّهُمْ صَاغِرُونَ

অর্থ—যাহারা আল্লার প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও আল্লার রসুল কর্তৃক নিষিদ্ধকৃত হারামকে নিষিদ্ধ ও হারাম গণ্য করে না এবং সত্য ধর্ম্ম (দ্বীন-ইসলাম)কে গ্রহণ করে না (যদিও তাহারা) কিতাবধারী কাফেরদের মধ্য হইতে (হয়); তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ চালাইয়া যাও, যাবৎ না তাহারা জিযিয়া—রাষ্ট্রীয় কর বাধ্যগতরূপে পূর্ণ আনুগত্যের সহিত রাষ্ট্রের প্রভুত্ব স্বীকার এবং উহার সম্মুখে নতী স্বীকার পূর্ব্বক আদায় না করে।

১৪০৮। হাদীছঃ—আমর ইবনে আউফ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আবু ওবায়দা (রাঃ)কে বাহ্‌রাইন এলাকার জিযিয়া ওয়াসিল করিয়া আনিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। রসুল (দঃ) বাহ্‌রাইনবাসীদের পক্ষ হইতে কর দানের চুক্তিপত্র গ্রহণ করতঃ তাহাদের উপর আলা ইবনে হজরমী (রাঃ) ছাহাবীকে শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিয়া দিয়াছিলেন। আবু ওবায়দা (রাঃ) বাহ্‌রাইন হইতে কর আদায় করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মদিনাবাসী আনছারগণ তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদ অবগত হইয়া সকলেই ফজরের নামায রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে পড়িলেন। নামাযান্তে তাঁহারা হযরতের সম্মুখে আসিলেন। নবী(দঃ) হাসিমুখে বলিলেন, তোমরা আবু ওবায়দার প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদ অবগত হইয়াছ? সকলেই উত্তর করিলেন, হাঁ। রসুল (দঃ) বলিলেন, তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং আশা রাখ। অতঃপর রসুল(দঃ) শপথ করিয়া বলিলেন, আমি তোমাদের পক্ষে দরিদ্রতাকে ভয় করি না, অবশ্য এই ভয় আছে যে, তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী উম্মতগণের ন্যায়

তোমাদিগকে ধন-দৌলতের প্রাচুর্য্যতা প্রদান করা হইবে এবং তোমরা সেই পূর্ব্ববর্ত্তী উম্মতগণের ন্যায় ধন-দৌলতের মোহে নিমগ্ন হইবে, ফলে ঐ মোহ তোমাদিগকে ধ্বংস করিবে যেরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী উম্মতগণকে ধ্বংস করিয়াছে।

১৪০৯। হাদীছঃ—ওমর (রাঃ) স্বীয় শাসনকালে বড় বড় শহর ও এলাকা সমূহের প্রতি অমোসলেমদের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালিত করিলেন। সেই উপলক্ষেই পারস্য রাজ্যাধীন এক এলাকার শাসনকর্ত্তা "হুরমুজান" ইসলামে দীক্ষিত হয়। ওমর (রাঃ) তৎকালীন যুদ্ধ পরিচালনায় তাঁহার পরামর্শ চাহিলেন। তিনি বলিলেন, বর্ত্তমান প্রধান প্রধান শক্তি সমূহের শীর্ষ হইল পারস্য সম্রাট, অতএব মোসলমান সৈন্যগণকে তাহার প্রতি অগ্রসর হওয়ার আদেশ করুন।

ওমর (রাঃ) সকলকে ডাকিলেন এবং নোমান ইবনে মোকার্‌রেন রাজিয়াল্লাহু আনহুর অধীনে পারস্যে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মোসলেম সৈন্যগণ শত্রুদেশের নিকটবর্ত্তী হইলে পারস্য সম্রাটের গভর্ণর চল্লিশ হাজার সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইল। উভয়পক্ষ নিকটবর্ত্তী হইলে শত্রুপক্ষের সর্ব্বাধিনায়ক দুভাষী মারফৎ মোসলমান পক্ষের প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপ আলোচনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। মোসলমানদের পক্ষ হইতে মুগিরা ইবনে শো'বা (রাঃ)কে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হইল। তিনি শত্রুদলীয় সর্ব্বাধিনায়ককে বলিলেন, আপনার কি বলিবার ইচ্ছা—বলুন! সে বলিল, আপনাদের অবস্থা কি? মুগিরা (রাঃ) বলিলেন, আমরা আরববাসী, আমরা অভাব-অনটন ও কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে কালাতিপাত করিতাম। আমাদের জীবন-মান এতই নিম্নস্তরের ছিল যে, আমরা চর্ম্ম ও খেজুরের দানা চুষিয়া জীবন বাঁচাইতাম এবং মেষ ছাগল ইত্যাদির পশম বুনিত কাপড়ে জীবন কাটাইতাম। আমাদের ধর্ম্মীয় জীবন এত কুৎসিত ছিল যে, আমরা বট-বৃক্ষ ও পাথরের মূর্ত্তিসমূহ পূজা করিতাম। এমতাবস্থায় সপ্ত জমিন সপ্ত আকাশের সৃষ্টিকর্ত্তা রক্ষাকর্ত্তা পালনকর্ত্তা আমাদেরই দেশীয় ও জাতীয় একজন নবী আমাদের প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা সেই নবীর মাতা-পিতা বংশধর সকলের পরিচয়ই জ্ঞাত আছি। সেই নবী বা আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতিনিধি রসুল আমাদিগকে এই আদেশ করিয়াছেন যে, আমরা যেন তোমাদের মোকাবিলায় সংগ্রাম চালাইয়া যাই যাবৎ না তোমরা এক আল্লার এবাদৎ ও গোলামী অবলম্বন কর, কিম্বা জিযিয়া প্রদানে সম্মত হও। সেই নবী আমাদিগকে এই সংবাদও দিয়াছেন যে, সংগ্রামে আমাদের যে কেহ নিহত হইবে সে বেহেশত লাভ করিবে;

তথায় এমন নেয়ামত সামগ্রি উপভোগ করিবে যাহার নমুনাও কেহ দেখে নাই। আর যাহারা জীবিত থাকিবে তাহারা জয়ী হইয়া তোমাদের মনিব হইবে।

আলাপ-আলোচনা সমাপনান্তে মুগিরা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ইচ্ছা হইল তৎক্ষণাৎ দুপুর বেলা হইতেই আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দেওয়া, কিন্তু দলের সর্ব্বাধিনায়ক নোমান (রাঃ) বিলম্ব করিতেছিলেন এবং তিনি মুগিরা (রাঃ)কে বলিলেন, আল্লাহ আপনাকে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এইরূপ অনেক পরিস্থিতির সম্মুখীন করিয়াছেন; আপনি উহাতে অলসতা, অমনোযোগিতা ও পশ্চাদপদ হওয়া ইত্যাদি লজ্জাজনক কাজে লিপ্ত হন নাই। অবশ্য আমিও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে অনেক জেহাদে গিয়াছি। হযরতের রীতি ছিল, তিনি দিনের প্রথম ভাগে (ভোর বেলার শীতলতার মধ্যে) আক্রমণ আরম্ভ না করিলে অতঃপর আক্রমণ আরম্ভ করিবার জন্য আছরের নামাযের সময় উপস্থিত হওয়ার তথা শীতল বাতাস প্রবাহিত হওয়ার অপেক্ষা করিতেন।

ইহুদীদিগকে আরব ভু-খণ্ড হইতে বহিষ্কৃত করার আদেশ

১৪১০। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা—একদা আমরা মসজিদে ছিলাম, নবী (দঃ) তথায় তশরীফ আনিয়া আমাদিগকে বলিলেন, ইহুদীদের মহল্লায় চল। আমরা রওয়ানা হইলাম এবং তাহাদের একটি শিক্ষাগারে উপস্থিত হইলাম। তথায় নবী (দঃ)তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর শান্তি লাভ করিতে পারিবে। তোমরা বুঝিয়া লও, এই ভূ-খণ্ডের মালিক আল্লাহ তায়ালা তথা তাঁহার প্রতিনিধি—রসুল; (যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণ না কর তবে) আমি ইচ্ছা করিতেছি, তোমাদিগকে এই এলাকা হইতে বহিষ্কার করার। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেহ স্বীয় সম্পত্তি বিক্রি করিয়া ফেলিবার সুযোগ পায় সে যেন উহা বিক্রি করিয়া ফেলে, নতুবা ঐ কথাই বাস্তবে পরিণত হইবে যে, এই ভূ-খণ্ডের মালিক আল্লাহ তায়ালা তথা তাঁহার প্রতিনিধি—রসুল।

বিভিন্ন বিষয়

● জেহাদের ব্যাপারে গোপনতা অবলম্বনের জন্য গন্তব্য স্থানের নাম উল্লেখ না করিয়া ঐ দিকের অন্য কোন এলাকার নাম উল্লেখ পূর্ব্বক শুধু দিক নির্ণয় করা জায়েয—অর্থাৎ ইহা মিথ্যা পরিগণিত হইবে না। যেমন, ঢাকা হইতে চিটাগাং যাওয়ার উদ্দেশ্য ক্ষেত্রে বলিল—ফেনীর দিকে যাইতেছি। (৪১৬ পৃঃ)

● কোন আশঙ্কার সম্ভাবনায় সেই দিকে রাষ্ট্রপ্রধানকে সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য দেওয়া

চাই (৪১৭ পৃঃ)। ● মোজাহেদ (রঃ) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ছাহাবী (রাঃ)কে বলিলেন ; আমি জেহাদে যাওয়ার মনস্থ করিয়াছি। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমার কিছু মাল দ্বারা তোমার সাহায্য করিতে চাই। মোজাহেদ (রঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে সচ্ছলতা দান করিয়াছেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমার সচ্ছলতা তোমার জন্য রহিয়াছে ; আমার কামনা যে, জেহাদের পথে আমার মাল ব্যয় হউক। (ঐ) ● খলীফা ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, রাষ্ট্রীয় ধনভাণ্ডার তথা বাইতুল-মাল হইতে কোন কোন মানুষ জেহাদের নামে মাল গ্রহণ করে, কিন্তু পরে তাহারা জেহাদে যায় না ; ঐরূপ ব্যক্তির নিজস্ব ধন হইতে আমি ঐ পরিমাণ মাল ফেরত উসুল না করিয়া ছাড়িব না। (ঐ) ● তাউস ও মোজাহেদ (রঃ) বলিয়াছেন, জেহাদে যাওয়া উপলক্ষে তোমাকে হাদিয়া বা উপহার স্বরূপ কোন কিছু দেওয়া হইলে উহা তুমি যে কোন কাজে ব্যয় করিতে পার, এমনকি বাড়ী খরচের জন্যও রাখিয়া যাইতে পার (ঐ)। ● জেহাদের আমীর কোন বন্দীকে হত্যা করা ভাল বিবেচনা করিলে হত্যা করিতে পারে (৪২৭)। ● শত্রুর নিকট বন্দী হওয়ার জন্য আত্মসমর্পণ করার অবকাশ আছে ; তাহা না করাও জায়েয আছে (ঐ)। ● জেহাদে শত্রুদেরকে প্রাণদণ্ড দানে প্রাপ্ত বয়স্ক বাছাই করার প্রয়োজনে গুপ্তলোম দেখার ব্যবস্থা করা জায়েয আছে। এমনকি শরীয়ত সম্মত বিশেষ প্রয়োজনে কোন মোসলমান নারীকেও আবশ্যক হেতু কোন পুরুষ তাহার দেহের সর্বাঙ্গে তল্লাসী চালাইতে পারে (৪৩৩ পৃঃ)। ● পার্থিব কোন প্রাপ্যের আশায় জেহাদ করিলে সেক্ষেত্রে ছওয়াব হইবে না (৪৪০ পৃঃ)।

● মোসলমানদের রাষ্ট্রপ্রধান অন্য কোন প্রধানের সহিত কোন চুক্তি করিলে তাহা সকল মোসলমানের পক্ষে বলবৎ হইবে (৪৪৮ পৃঃ)। ● অমোসলেমদের পক্ষ হইতে কোন বিশ্বাসঘাতকতা ক্ষমা করা যাইতে পারে (৪৪৯ পৃঃ)। ● অতি সাধারণ একজন মোসলমানও কোন অমোসলেমকে নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি দিলে সকল মোসলমানের পক্ষে তাহা বাধ্যতা-মূলক হইবে (৪৫০)। ● ইসলাম শব্দ ছাড়াও যে কোন শব্দে ইসলাম গ্রহণে নিরাপত্তার অধিকারী হইবে (ঐ)। ● অমোসলেমদের সহিত চুক্তি ও মিমাংসা করা জায়েয (ঐ)। ● বিশ্বাসঘাতকতা মহাপাপ (ঐ)। ● অমোসলেম নিহতদের মৃতদেহ পুতিয়া দিবে। উহার বিনিময়ে ধন উপার্জ্জন নিষিদ্ধ। (৪৫২ পৃঃ)।

পঞ্চদশ অধ্যায়

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পরিচালিত জেহাদ সমূহের বর্ণনা

ভুমিকা—

হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নবুয়ত প্রাপ্তির পর দীর্ঘ তের বৎসরকাল মক্কায় অবস্থানরত ছিলেন। নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব্বে তিনি মক্কাবাসীদের নিকট অত্যন্ত আদরণীয় ছিলেন, অত্যন্ত প্রশংণীয় ছিলেন সকলেই তাঁহার মিত্র ছিল, তাঁহার শত্রু বলিতে কেহ ছিল না। কিন্তু নবুয়ত প্রাপ্তির পর যখন তিনি তৌহিদ—একত্ববাদ ও এক আল্লার বন্দেগী করার এবং মন পূজা, মানুষ পূজা, মত্ পূজা, মূর্ত্তি পূজা ইত্যাদি পৌত্তলিকতা এবং যাবতীয় শেরেকী কার্য্য পরিহার করার প্রতি আহ্বান জানাইলেন তখন হইতেই সমস্ত মক্কা নগরী নয় শুধু, সমস্ত আরব দেশ তাঁহার শত্রু হইয়া উঠিল। তাঁহার সমর্থনকারী এবং তাঁহার প্রচারিত সত্য পথ গ্রহণকারিগণ পর্য্যন্ত অত্যাচারিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার অনুচরবর্গের উপর মার-পিট, অন্যায়-অত্যাচার ও জুলুমের সীমা রহিল না। আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ন্যায় প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিও এক এক সময় প্রহারের দরুণ অচেতন হইয়া পড়িতেন। বেলাল (রাঃ) খাব্বাব (রাঃ) আম্মার (রাঃ)-এর ন্যায় ব্যক্তিগণ যাঁহারা কোন প্রকার প্রতিপত্তি ও প্রভাব রাখিতেন না তাঁহাদের প্রতি যে পৈশাচিক বর্ব্বরোচিত জুলুম হইতেছিল তাহা বর্ণনাতীত। স্বয়ং নবী (দঃ) পর্য্যন্ত মক্কাবাসীদের হইতে রক্ষা পাইতেন না।

আল্লার কুদরতের নেশানা—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সহ মোসলমানগণ মক্কার রাস্তায় রাস্তায় অলিতে-গলিতে কাফেরদের অত্যাচারের ষ্টিম রোলারে নিস্পেষিত হইতে ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সাহায্য সহায়তার কোন সক্রিয় ব্যবস্থা মোটেই দেখা যাইতেছিল না। এমন কি অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া নগণ্য সংখ্যক মোসলমান জীবনদানার্থে সেই অত্যাচারিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার অনুমতি চাহিয়াও ব্যর্থ হইলেন। বারংবার সংগ্রামের পিপাসা প্রকাশ করা সত্বেও অনুমতি দেওয়া হইতেছিল না। বাধ্য হইয়া কিছু সংখ্যক মোসলমান দেশ ত্যাগ করতঃ অবিসিনিয়ায় চলিয়া গেলেন। ধীরে ধীরে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামও দীর্ঘ তের বৎসর দুঃখ-যাতনা ভোগ

করার পর দেশ ত্যাগ করতঃ মদিনায় চলিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। এতদসত্বেও কাফেরদের শত্রুতার উপশম হইল না ; মোসলমান জাতিকে ভূপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলার তৎপরতায় তাহাদের উৎসাহ উদ্দীপনা দিন দিন বাড়িয়া চলিল। স্বদেশ হইতে বিতাড়িত মোসলমানগণ অন্য দেশে যাইয়া জীবন-যাপন করিবে তাহাও যেন সম্ভব না হয় সেই সব চেষ্টা তদবীর চলিতে লাগিল। কাফেরদের আয়ত্তের ভিতরকার কোন ব্যক্তি স্বাধীনভাবে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে তাহা মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। কাহারও সেইরূপ দুঃসাহস হইলে তাহাকে অসহনীয় দুঃখ-যাতনার মধ্যে শিকলে আবদ্ধ থাকিতে হইত বা জীবনে বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব হইত।

এইসব হাল-অবস্থা কল্পনাপ্রসূত কাহিনী নহে বরং বর্ণনাতীত বাস্তব সত্য অবস্থার কিঞ্চিৎকর আভাষদান মাত্র, যাহার শত শত নজীর ছাহাবা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমের ইতিহাসে বিদ্যমান রহিয়াছে।

মদীনায় আসিবার পরও নবীজী এবং মোসলমানগণ শান্তি লাভের প্রয়াস পাইলেন না। মক্কাবাসীরা সর্ব্বদাই মোসলমানগণকে নিশ্চিহ্ন করায় সচেষ্ট ছিল।

এইসব বাস্তব ইতিহাস দিবালোকের ন্যায় প্রমাণ করিয়া দেয় যে, সেই পরিস্থিতিতে দ্বীন-ইসলাম এইরূপ অন্তরায় ও বাধার সম্মুখীন ছিল যে, তখন জেহাদ ব্যতিরেকে কোন গত্যন্তর ছিল না।

বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক বিশ্ব মানবের জন্য মনোনীত ধর্ম্ম দ্বীন ইসলামকে সারা বিশ্বে বাধামুক্ত ও অন্তরায়হীন করার জন্য সৃষ্টিকর্ত্তার সৈনিকরূপে কাজ করিয়া যাওয়ার বিশেষ কর্ত্তব্য মানব-স্কন্ধে ন্যাস্ত রহিয়াছে। বিশেষতঃ দ্বীন ইসলামকে বিশ্ব-বুকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তায়ালা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে স্বীয় বিশেষ প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার উপর উক্ত কর্ত্তব্য কি পরিমাণে ন্যাস্ত হইতে পারে তাহা সুস্পষ্ট। এদিকে পরিস্থিতি ভয়াবহতার সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল ; পদে পদে পাহাড়তুল্য শত শত বাধা ও অন্তরায় ; স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার সুযোগ নাই। এমন অবস্থায় মক্কাস্থ দীর্ঘ তের বৎসরের নীরবে নিস্তব্ধে ধৈর্য্যের সহিত অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিয়া যাওয়ার নীতি তথা নিস্ক্রীয় প্রতিরোধের নীতি বহন করিয়া যাওয়ার রীতি পরিবর্ত্তন করিতে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শুধু বাধ্যই হইলেন না বরং সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক আদিষ্ট হইলেন।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর সৃষ্টিকর্ত্তা কর্ত্তৃক অর্পিত দায়িত্ব ছিল ভূপৃষ্ঠে দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা। এই কর্ত্তব্য সম্পাদনে হযরত (দঃ) দীর্ঘ ১৩ বৎসর পূর্ণমাত্রায় শান্তভাবে অতুলনীয় ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত সংযমশীল প্রচেষ্টা চালাইলেন। বিরুদ্ধবাদীরা তাঁহার উপর এবং তাঁহার ভক্তবৃন্দের উপর নজীরবিহীন অমানুষিক অত্যাচার ও সীমাহীন জুলুম-উৎপীড়নে সামান্য বিরতিও দিল না। হযরত (দঃ) সেই জুলুম-অত্যাচারের প্রতিউত্তর ধৈর্য্য, সৈহ্য ও সহিষ্ণুতার দ্বারা দিতে থাকিলেন; ভক্তবৃন্দকেও ঐ নীতিতে বাধ্য রাখিলেন। অত্যাচারে ক্ষত-বিক্ষত দেহ, বিদীর্ণ মস্তক ও রক্তাক্ত শরীর নিয়া ভক্তবৃন্দ হযরতের চোখের সামনে উপস্থিত হইতেন, কিন্তু হযরত (দঃ) ধৈর্য্য ধারণ করিতেন এবং ধৈর্য্যেরই ছবক দিতেন। এই অপরিসীম ধৈর্য্য, সৈহ্য, সহিষ্ণুতা ও উদারতার প্রচেষ্টা দীর্ঘ ১৩ বৎসরে শুধু মক্কার বুকেও দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠায় ফলপ্রসূ হইল না। বরং হযরত (দঃ) এবং তাঁহার ভক্তবৃন্দ বাড়ী-ঘর ও ধন-সম্পদ হইতে বিতাড়িত হইয়া নিঃস্ব অবস্থায় দেশ ত্যাগে বাধ্য হইলেন। ধৈর্য্য-সৈহ্যের এই ব্যর্থতা দিবালোকের ন্যায় প্রমাণ করিয়া দিল যে, ঐ নীতির দ্বারা হযরত (দঃ) কস্মিনকালেও স্বীয় কর্ত্তব্যে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন না।

অপর দিকে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) মদিনায় পৌঁছিবার পর পরই আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে জেহাদের বিধান প্রবর্ত্তনের আয়াত নাযেল হইল—

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَإِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ -

اَلَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ -

অর্থ—(মোসলেম জাতি) যাহারা (এক আল্লার প্রভুত্বের স্বীকৃতির দরুন পথে ঘাটে) আক্রান্ত হইয়া থাকে তাহাদিগকে সংগ্রাম করার অনুমতি প্রদান করা হইল; কারণ, তাহারা অত্যাচারিত। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সাহায্যে সক্ষম (যদিও তাহাদের বাহ্যিক শক্তি কম।) তাহাদিগকে অন্যায়রূপে তাহাদের দেশ হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে শুধু এই কারণে যে, তাহারা এক আল্লার প্রভুত্বের স্বীকৃতি দান করিয়াছে। (নতুবা তাহারা কাহারও প্রতি আদৌ কোনরূপ অন্যায় অত্যাচার করে নাই।) ১৭ পাঃ ১২ রুঃ

উল্লেখিত আয়াত সম্পর্কে দুইটি বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথম এই যে— এই আয়াতের মূল সম্বোধিত ইসলামের সর্ব্বপ্রথম যুগের মোসলমান—

ছাহাবা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুগণের বাস্তব অবস্থা ও করুণ কাহিনীর প্রতি ইঙ্গিতার্থে يقاتلون "আক্রান্ত হওয়া" ظلموا "অত্যাচারিত হওয়া" اخرجوا من ديارهم بغير حق "অন্যায়রূপে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হওয়া" ইত্যাদি কতিপয় বিষয় উল্লেখের ভূমিকা গ্রহণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় এই যে, ছাহাবীগণ দ্বীন-ইসলামকে বাধামুক্ত করার উদ্দেশ্যে পূর্ব্ব হইতেই জেহাদের প্রতি অনুরাগী ছিলেন এবং আল্লাহ ও আল্লার রসুলের অনুমতির প্রতীক্ষায় ছিলেন ; ইতিপুর্ব্বে অনুমতি চাহিয়াও অনুমতি পান নাই, তাই জেহাদের বিধান প্রবর্ত্তন প্রসঙ্গটি প্রাথমিক পর্য্যায়রূপে আলোচ্য আয়াতে অনুমতি প্রদান আকারে বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক পরিচালিত জেহাদ সমূহের বাস্তব তথ্যের বর্ণনা দান করা হইলে পাঠকবর্গ স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবেন, কিরূপে মক্কাবাসিরা ও ইহুদীরা হযরত নবীজীকে সংগ্রামে অবতরণ করিতে বাধ্য করিয়া তুলিয়াছিল। তাহাদের যুদ্ধাংদেহী মনোভাবের কারসাজি, আন্দোলন ও উৎপীড়ন-অত্যাচার মোসলমানগণকে এইরূপে চতুর্দ্দিক হইতে ঘিরিয়া ধরে যে, হযরত (দঃ) একের পর এক ধারাবাহিকরূপে ছোট বড় কিছু সংখ্যক যুদ্ধে জড়িত হইতে বাধ্য হন। ঐসব যুদ্ধ সমূহের ধারাবাহিক বর্ণনাই আমাদের দাবীর সত্যতা প্রমাণ করিবে।

রসুলুল্লাহ (দঃ) মদিনায় আসিয়া শক্তি সঞ্চয়ের পর ধারাবাহিকরূপে চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত জেহাদ পরিচালনা করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান যুগের ক্ষমতালোভী, ভোগবিলাসে মত্ত ব্যক্তিরা সেই ইতিহাস দেখিয়া ধারণা করিতে চায় যে, রসুলুল্লাহ (দঃ)ও বোধহয় তাহাদেরই ন্যায় একজন ক্ষমতা শিকারী ছিলেন। নাউজুবিল্লাহে মিন জালেকা—এইরূপ অহেতুক ধারণা হইতে আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা করি।

যাহারা রসুলকে চিনে না, রসুলের মর্য্যাদা জানে না, জেহাদের অর্থ ও উদ্দেশ্যের খবর রাখে না ইসলামের ইতিহাসকে যাহারা আপন কেন্দ্র হইতে শিক্ষা করে নাই, শত্রুর কেন্দ্র হইতে শিক্ষা করিয়াছে তাহারা এইরূপ কু-ধারণার বশীভূত হইলে আশ্চর্য্যের কিছুই নহে। কিন্তু বুদ্ধিমানের পক্ষে দস্যু ডাকাতের কার্য্য কলাপ ও অস্ত্রোপচারকারী ডাক্তারের কার্য্যাবলীর মধ্যে পার্থক্য বোধ কঠিন নহে। যদি কেহ উভয়কে একই পর্য্যায়ের মনে করে তবে তাহা তাহার জন্য শুধু অজ্ঞতার পরিচয়ই হইবে না, বরং সে নির্ব্বোধ জ্ঞানশূন্যও প্রতিপন্ন হইবে।

উল্লেখিত পরিস্থিতিতে রসুলুল্লাহ (দঃ) বিগত ১৩ বৎসরের শুধু ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার নীতি পরিবর্ত্তনের উদ্যোগ নিলেন ; ভূপৃষ্ঠে আল্লার দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার অন্তরায় ও বাধার অশুভ শক্তি উচ্ছেদের পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। মানবদেহে আল্লাহদ্রোহিতার ফোড়াকে দয়া, ক্ষমা, ও ধৈর্য-সহিষ্ণুতার প্রলেপ দ্বারা বিদূরিত করার দীর্ঘ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় আজ বিশ্ব-মানবের দয়াল নবী—স্নেহ-মমতা, প্রেম ও ভালবাসার মূর্তপ্রতিক রহমতুল-লিল-আলামীন হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ঐ ফোড়ার উপর অস্ত্রোপচারে উদ্যত হইলেন ; ইহাতেই মানবের কল্যাণ ও মঙ্গল—এই ফোড়াকে অস্ত্রের সাহায্যে দমন করাই মানব-গোষ্ঠির প্রতি বড় দয়া।

এই পর্য্যায়ে হযরতের দৃষ্টি বিভিন্ন কারণে সর্ব্বপ্রথম মক্কার শত্রুদেরকে দমন করার প্রতি নিপতিত হইল। কারণগুলি নিম্নরূপ---

(১) আল্লার দ্বীন-ইসলামের প্রাণবস্তু আল্লার ঘর নামে পরিচিত কা'বা শরীফ মক্কায়। উহাকে উদ্ধার করা ছাড়া ইসলাম ও মোসলমানদের গত্যন্তর নাই।

(২) ভূপৃষ্ঠে দ্বীন-ইসলামের প্রতিষ্ঠায় বাধা ও অন্তরায়রূপে সর্ব্বপ্রথম মক্কাবাসীরাই দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের ভিতরই ইসলামদ্রোহিতার বিষ অধিক সঞ্চারিত হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের উপর অবিলম্বে অস্ত্রোপচার প্রয়োজন।

(৩) সমগ্র আরব বিশ্ব মক্কাবাসীদের প্রতি শুধু তাকাইয়াই ছিল না, বরং তাহারা প্রকাশ্যে বলাবলি করিতেছিল, মোহাম্মদের বিরুদ্ধে আমাদের শক্তি ক্ষয় করার প্রয়োজন নাই ; তিনি যদি মক্কাবাসী কোরায়েশদের উপর জয়ী হইতে পারেন তবে আমরাও তাঁহার দলে যোগ দিব, আর যদি মক্কাবাসী কোরায়েশরা তাঁহাকে উচ্ছেদ করিতে সক্ষম হয় তবে আমরা এমনিতেই রেহায়ী পাইব। এই কারণেই মক্কা বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র আরবের মানুষ দলে দলে ইসলামের প্রতি ছুটিয়া আসিয়াছিল। যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআন ছুরা নছরে রহিয়াছে।

আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতেও ইঙ্গিত ইহাই ছিল যে, অবিলম্বে মক্কাবাসীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হউক। হিজরতের পর জেহাদের বিধান প্রবর্ত্তন লগ্নে কোরআন শরীফের যে সব আয়াত নাযেল হয় অনেকের মতে (রুহুল মায়ানী, ১৭—১৪৭ দ্রষ্টব্য) তন্মধ্যে এই আয়াতটিও ছিল---

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ...

"সংগ্রাম ও অস্ত্রধারণ কর আল্লার দ্বীনের জন্য ঐ লোকদের বিরুদ্ধে যাহারা সংগ্রাম ও অস্ত্রধারণে লিপ্ত রহিয়াছে তোমাদের বিরুদ্ধে। সীমা লঙ্ঘন (তথা

নারী, শিশু ও বৃদ্ধকে হত্যা) করিও না ; আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না। তাহাদেরকে যথায় পাও হত্যা কর এবং যে দেশ হইতে তোমাদিগকে বিতাড়িত করিয়াছে তোমরাও তাহাদেরকে তথা হইতে বিতাড়িত কর ; আল্লার দ্বীনে বাধার সৃষ্টি করা ইহা নরহত্যা অপেক্ষা অনেক বেশী জঘন্য (২ পাঃ ৮রুঃ)। এই আয়াতে যে, মক্কাবাসীকে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে তাহা সুস্পষ্ট।

ইসলাম ও মোসলমানদের দীর্ঘদিনের শত্রু—পরম শত্রু এবং ইসলাম ও মোসলমানদের উচ্ছেদে দৃঢ় সংকল্প ও সংগ্রামরত মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার সূচনায় হযরত (দঃ) একজন বিশিষ্ট-সুদক্ষ ও সুবিজ্ঞ পরিকল্পকের ভূমিকা গ্রহণ করিলেন। কোন দেশ ও জাতিকে পরাজিত করার এবং কাবু করার সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী মারণাস্ত্রটি মক্কাবাসীদের উপর প্রয়োগের পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করিলেন। বর্ত্তমান কূটযুদ্ধ ও আন্তর্জ্জাতিক কল-কৌশলের যুগে ত ঐ অস্ত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রজ্ঞাময় বিবেচিত ; সেকালে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক ঐ অস্ত্রের প্রয়োগ বাস্তবিকই চমকপ্রদ। নবী (দঃ) সর্ব্বপ্রথম মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে অর্থ-নৈতিক অবরোধ ও বাণিজ্য অবরোধ সৃষ্টির পদক্ষেপ নিলেন। এই অস্ত্র যে কোন দেশ বা জাতিকে ঘায়েল ও দুর্ব্বল করিতে বিশেষ ক্রিয়াশীল। মক্কাবাসীদের পক্ষে ত ইহা মৃত্যু পরোওয়ানা ছিল। কারণ, প্রাকৃতিক রূপেই মক্কা একটি উৎপাদনহীন মরুদেশ ; সেই দেশবাসী লোকদের প্রতিটি লোকমার সংস্থানে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিষ সংগ্রহে বহির্দেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং মক্কাবাসীদের জন্য বাণিজ্য অবরোধ শুধু অর্থ-নৈতিক অবরোধই ছিল না, বস্তুত উহা তাহাদের পক্ষে খাদ্য অবরোধ ও জীবন অবরোধ ছিল। সেই যুগে মক্কার সর্ব্বাধিক বাণিজ্য ছিল সিরিয়ার সহিত ; মক্কা ও সিরিয়ার যাতায়াত পথ ছিল মদিনাবাসীর বাগের আওতায়। মক্কার অর্থ-সামর্থ্য, আহার্য্য-ব্যবহার্য্য সব কিছুই বণিকদের মারফৎ এই পথে সিরিয়া হইতে আসিত।

হযরত (দঃ) এই পথকে মক্কার বণিকদের জন্য বিপদ সংকুল ও অবরুদ্ধ করার ব্যবস্থা করিলেন। প্রথমতঃ হযরত (দঃ) এই উদ্দেশ্য সাধনে বিভিন্ন ছাহাবীর নেতৃত্বে পর পর কয়েকটি আক্রমণের ব্যবস্থা করিলেন। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজেই অভিযানের নেতৃত্ব দান আরম্ভ করিলেন। যে সব অভিযানে হযরত (দঃ) নিজে অংশগ্রহণ করেন নাই উহাকে "সারিয়্যা" বলা হয়। আর যে অভিযানে হযরত (দঃ) অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন উহাকে সাধারণতঃ "গয্ওয়া" বলা হয়।

সর্ব্বপ্রথম জেহাদ

হাম্‌যাহ (রাঃ)-এর অভিযান ঃ

উল্লেখিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে হযরত (দঃ) সর্ব্বপ্রথম হাম্‌যা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নেতৃত্বে ছোট একটি বাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। হিজরতের মাত্র ছয় মাস পরেই সপ্তম তথা রমজান মাসে ত্রিশ জন মোহাজের ছাহাবীর একটি দল প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই বাহিনীটিকে হযরত (দঃ) নিজ হাতে গাঁথা একটি বিশেষ পতাকাও দিয়া ছিলেন যাহা সাদা রঙ্গের ছিল। সিরিয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকারী মক্কাবাসীদের একটি বণিক দল যাহার মধ্যে মক্কার প্রধান সর্দ্দার আবু জহল সহ তিনশত লোক ছিল—তাহাদের উপর আক্রমণের জন্য উক্ত বাহিনী প্রেরিত হইয়াছিল। উভয় দলে সাক্ষাৎ এবং লড়াই-এর উপক্রমও হইয়াছিল, কিন্তু উভয়ের মিত্র একজন তৃতীয় ব্যক্তির প্রচেষ্টায় লড়াই ক্ষান্ত থাকে; বাহিনীটি মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করে। (আছাহ্-হুস-সিয়ার—৮০)

ওবায়দা (রাঃ)-এর অভিযান ঃ

পরবর্ত্তী শাওয়াল মাসেই এই দ্বিতীয় অভিযানটি পরিচালিত হয়, ৭০।৮০ জন মোহাজের ছাহাবী এই বাহিনীতে ছিলেন। মক্কাবাসী একটি বণিক দল যাহাতে মক্কার প্রধান আবু জহল ও বিশিষ্ট সর্দ্দার আবু সুফিয়ান সহ দুইশত লোক ছিল—এই দলটির উপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে উক্ত বাহিনী প্রেরিত হইয়াছিল। মোসলমানদের হইতে সায়াদ ইবনে আবু ওক্কাস (রাঃ) কাফেরদের প্রতি একটি তীরও নিক্ষেপ করিয়াছিলেন যাহা ইসলামী জেহাদের সর্ব্বপ্রথম তীর রূপে পরিগণিত হয়। শেষ পর্য্যন্ত উভয় দলে কোন লড়াই হয় নাই। (ঐ)

সায়াদ ইবনে আবু ওক্কাস (রাঃ)-এর অভিযান ঃ

পরবর্ত্তী জীকাদা মাসে বিশ জনের এই বাহিনীটি মক্কাবাসী কোরায়েশদেরই একটি বণিক দলের উপর আক্রমণের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। মক্কাবাসী বণিক দলটি পূর্ব্বাহ্নেই সরিয়া পড়ায় লড়াই হইতে পারে নাই। (ঐ ৮২)

গয্‌ওয়া আব্‌ওয়া বা ওয়াদ্দান ঃ

স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এইরূপ অভিযানের সর্ব্বপ্রথম অভিযান এইটি। হিজরতের এক বৎসরও পূর্ণ হয় নাই; ১২তম মাস—ছফর মাসে হযরত (দঃ) এই অভিযানে বাহির হইয়াছিলেন এবং ১৫ দিনে মদীনায়

প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। মদীনা হইতে প্রায় বিশ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত সন্নিকটবর্ত্তী দুইটি বস্তি—একটির নাম "আব্‌ওয়া" অপরটির নাম "ওয়াদ্দান"। রসুলুল্লাহ (দঃ) ষাট জন মোহাজের ছাহাবী সঙ্গে লইয়া মক্কাবাসী শত্রু কোরায়েশদের একটি বণিকদলের পশ্চাদ্ধাবনে উক্ত এলাকা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া ছিলেন। বিপক্ষ দলের লাগ পাওয়া যায় নাই, তাই এই অভিযানে লড়াই হয় নাই।

গয্‌ওয়া বাওয়াত ঃ

অতঃপর প্রায় এক মাস ব্যবধানে রবিউল-আউয়্যাল মাসে হযরতের নেতৃত্বাধীনের এই দ্বিতীয় জেহাদ অনুষ্ঠিত হয়। "বাওয়াত" একটি পর্ব্বতের নাম, মদিনা হইতে চার দিনের পথ দূরে অবস্থিত। কোরায়েশদের ঐরূপ একটি বণিক দলের উদ্দেশ্যেই রসুলুল্লাহ (দঃ) দুইশত মোহাজের ছাহাবীকে সঙ্গে লইয়া ঐ পর্ব্বত পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন। এইবারও বিপক্ষ দল সরিয়া পড়িতে সক্ষম হওয়ায় এই অভিযানেও লড়াই অনুষ্ঠিত হয় নাই।

গয্‌ওয়া ওয়াসায়রা ঃ

অতঃপর প্রায় দুই মাস ব্যবধানে তথা জোমাদাল-আখেরাহ মাসে এই জেহাদ পরিচালিত হয়। "ও'সায়রা" মদিনা হইতে তিন দিনের পথ দূরে অবস্থিত—একটি স্থানের নাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) প্রায় দুইশত ছাহাবীকে সঙ্গে লইয়া এই অভিযান পরিচালিত করেন। মক্কার একটি বণিক দল বাণিজ্য উদ্দেশ্যে সিরিয়া যাত্রা করিয়াছিল ; তাহাদের গতিরোধে হযরত (দঃ) অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং উক্ত স্থান পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন। এই অভিযানেও বিপক্ষ দল সরিয়া পড়িতে সক্ষম হইয়াছিল ; লড়াই হয় নাই।

১৪১১। **হাদীছ ঃ**—যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কতটি জেহাদে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন ? তিনি বলিলেন, উনিশটি। জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি তাঁহার সহিত কতটিতে উপস্থিত ছিলেন ? তিনি বলিলেন, সতরটিতে। জিজ্ঞাসা করা হইল, সর্ব্বপ্রথম কোন্‌টি ছিল ? তিনি বলিলেন, "ওসায়রা" অভিযান।

ব্যাখ্যা ঃ—হযরত নবী (দঃ) অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এরূপ অভিযানের সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনাকারীদের বর্ণনায় পার্থক্য রহিয়াছে। ২১, ২৪ এবং ২৭ সংখ্যার বর্ণনাও আছে। বর্ণনাকারীদের অবগতির পার্থক্যেই এই পার্থক্য।

সর্ব্বপ্রথম অভিযান কোন্‌টি ছিল সে সম্পর্কেও উল্লেখিত বর্ণনার ব্যতিক্রমে বোখারী (রঃ) বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, সর্ব্বপ্রথমটি "আবওয়া" অভিযান, তারপর "বাওয়াত" অভিযান, তারপর "ওসায়রা"।

গয্‌ওয়া ছাফওয়ান ঃ

উপরোক্ত অভিযানের অল্প দিন পরেই মদিনার সীমান্তে মোসলমানদের পশুপাল লুণ্ঠনের চেষ্টায় কাফেরদের একটি আক্রমণ হয়, সেই আক্রমণকারীদের পশ্চাদ্ধাবনেও রসুলু (দঃ) ছোট খাট একটি অভিযান চালাইয়া ছিলেন এবং "ছাফওয়ান" নামক উপত্যকা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া ছিলেন। কিন্তু তাহাদের লাগ পাওয়া যায় নাই।

হিজরতের পর সপ্তম মাস তথা রমজান মাস হইতে আরম্ভ করিয়া জোমাদাল আখেরাহ পর্য্যন্ত দশ মাসে পর পর ছয়টি অভিযান চলিল; উদ্দেশ্য—বাণিজ্য অবরোধ সৃষ্টি করিয়া মক্কাবাসী শত্রুকে দুর্ব্বল ও ঘায়েল করা। প্রথম তিনটি বিভিন্ন ছাহাবীর নেতৃত্বে চলিয়া ছিল। অতঃপর উক্ত ব্যবস্থাকে জোরদার করার জন্য স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজ নেতৃত্বে আরও তিনটি অভিযান চালাইলেন।

উক্ত অভিযানগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের লাগ পাওয়া যায় নাই বলিয়া লড়াই অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই। কিন্তু রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থায় মক্কাবাসীরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়া ছিল নিশ্চয়। শুধু ব্যতিব্যস্তই নয়, তাহারা কিছুটা বেসামালও হইয়া পড়িল এবং প্রতিশোধে মোসলমানদেরকে উত্ত্যক্ত করার পদক্ষেপও নিল। যেরূপ—গযওয়া ছাফওয়ানের ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কাবাসীদের ঐ শ্রেণীর খোঁচাখুঁচিতে ভীত না হইয়া তিনি তাঁহার অবরোধ ব্যবস্থাকে আরও অধিক জোরদার, ক্রিয়াশীল এবং উন্নত মানের করার আর এক বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিলেন। মক্কা এলাকার ভিতরে গোয়েন্দা দল পাঠাইয়া তাহাদের গমনাগমন ও গতিবিধির খবরাখবর গোপনে অবগত হওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। এই উদ্দেশ্যে হযরত (দঃ) বারজন লোকের একটি দল মক্কা এলাকার অভ্যন্তর দিকে প্রেরণ করিলেন। মনে হয়, উক্ত ব্যবস্থা আল্লাহ তায়ালার নিকটও অত্যন্ত পছন্দনীয় ছিল। উক্ত দলটির একটি ঘটনা সাধারণ বিধানে ত্রুটিজনক ছিল; যদ্দরুন রসুলুল্লাহ (দঃ) সহ সকলেই তাহাদের প্রতি দোষারোপ করিতে ছিলেন, আর মক্কার কাফেররা ত উহার প্রতিবাদে

ঢাক-ঢোল পিঠাইতে ছিল। সেই মুহূর্ত্তেই আল্লাহ তায়ালা উক্ত দলের পক্ষে সাফাই বর্ণনায় পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযেল করিলেন। বিস্তারিত বিবরণ এই—

আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ (রাঃ)-এর গোয়েন্দা দল ঃ

মক্কার কাফেরদের বিরুদ্ধে অবরোধ সৃষ্টি অভিযান আরম্ভের একাদশ মাস রজব মাসে আবদুল্লাহ ইবনে জাহশের নেতৃত্বে বারজন লোকের একটি দল গোয়েন্দাগিরির জন্য হযরত (দঃ) প্রেরণ করিলেন। উক্ত দলটির গতিবিধিকে এতই গোপন রাখা হইল যে, তাহাদের কোথায় যাইতে হইবে সেই বিষয়টি যাত্রার সময় তাহাদের নিকটও হযরত (দঃ) খুলিয়া বলিলেন না। হযরত (দঃ) একটি আবদ্ধ লিপি দলপতির হাতে অর্পন করিয়া তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট পথে রওয়ানা করিলেন এবং নির্দ্দেশ দিলেন যে, দুই দিন ভ্রমণের পর লিপি পাঠ করিয়া উহার অনুসরণ করিবে। লিপি পাঠে দেখা গেল লেখা রহিয়াছে—তোমরা 'নখ্‌লা' নামক স্থানে পৌঁছিবে যাহা মক্কা অঞ্চলের প্রসিদ্ধ নগরী তায়েফ ও মক্কার মধ্যস্থলে অবস্থিত। তোমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য হইবে, কোরায়শের বণিক দল সমূহের গতিবিধি ও গমনাগমন লক্ষ্য করা এবং উহাদের সঠিক তথ্য আমাকে অবগত করা। শত্রুর দেশের অভ্যন্তরে তাহাদের পেটের ভিতরে প্রবেশ পূর্ব্বক গোয়েন্দাগিরী করা অত্যন্ত ভয়শঙ্কুল কাজ এবং জীবনকে সম্পূর্ণরূপে বিপদে অর্পণ করার কাজ, তাই হযরতের বিশেষ পরামর্শক্রমে দলপতি সঙ্গীগণকে বলিলেন, লিপির এই মর্ম্ম; কিন্তু কাহারও প্রতি জবরদস্তি নাই, স্বেচ্ছায় যে অগ্রসর হইতে না চাহিবে সে ফিরিয়া যাইতে পারে। দ্বীন-ইসলামের খেদমতে সকলেই বিপদকে উপেক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতে উৎসাহ প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা নির্দ্দেশিত স্থানে পৌঁছিয়া কর্ত্তব্য পালনে রত হইলেন। তখন রজব মাস।

জিল-ক্বদ, জিল-হজ্জ, মহরম ও রজব এই চারিটি মাস হরমের মাস; এই সব মাসে কোন প্রকার লড়াই ও খুন-খারাবি আরববাসীদের নিকট অত্যন্ত জঘন্য কাজ পরিগণিত। ইসলামেও হিজরী নবম সন পর্য্যন্ত উহা হারাম পরিগণিত ছিল। আলোচ্য গোয়েন্দা দলটি তাহাদের কার্য্যকাল রজব মাসের শেষ দিনটিতে এক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইলেন।

মক্কাবাসী চারজন লোকের একটি দল তায়েফ শহর হইতে উক্ত গোয়েন্দা দলের অবস্থান পথে মক্কা যাইতে ছিল; গোয়েন্দা দলটি তাহাদের দৃষ্টিতে পড়িল। গোয়েন্দা দলের মোসলমানগণ চিন্তায় পড়িলেন; যদি উক্ত চারজন

লোককে চলিয়া যাইতে দেওয়া হয় তবে এক দিনের মধ্যেই গোয়েন্দা দলের সংবাদ মক্কায় ফাস হইয়া যাইবে, আর তাহাদেরে আক্রমন করা হইলে হরমের মাস রজব মাসের পবিত্রতা ক্ষুন্ন করা হইবে। অবশেষে পরামর্শে সাব্যস্ত হইল যে, তাহাদের উপর আক্রমণ করা হউক। (প্রাণ বাঁচাইতে অবৈধ কাজে বাধ্য হইলে তাহা শরীয়ত অনুমত।) সে মতে তাহাদের উপর আক্রমণ করা হইলে তাহাদের একজন নিহত হইল, দুইজন বন্দী হইল, আর একজন পলাইতে সক্ষম হইল। গোয়েন্দা মোসলমান দল (বিপদ আশঙ্কায়) বন্দীদ্বয় এবং তাহাদের মালামাল সহ তথা হইতে দ্রুত প্রস্থান করিলেন এবং মদিনায় চলিয়া আসিলেন।

অচিরেই ঘটনার সংবাদ মক্কাবাসীদের গোচরে আসিয়া গেল, তাহারা প্রতিবাদে ফাটিয়া পড়িল যে, মোসলমানগণ হরমের মাসেরও পবিত্রতা বিনষ্ট করিয়াছে। মদিনার মোসলেম সমাজও গোয়েন্দা দলের উক্ত কার্য্যের প্রতিবাদী হইল, এমনকি রসুলুল্লাহ (দঃ)ও তাহাদের কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইলেন। অমোসলেম-মোসলেম সকলের মুখেই প্রশ্ন—হরমের মাসে লড়াই করা কি জায়েয ও বৈধ? কিন্তু গোয়েন্দাদের কার্য্যে আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টি ছিল না; তাহাদের কার্য্যের উপর যে প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে ছিল উহা খণ্ডনে ঠেস ও কটাক্ষমূলক উত্তরের আয়াত আল্লাহ্ তায়ালা নাজেল করিলেন—

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ... وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

"হরমের মাসে লড়াই করা সম্পর্কে আপনার নিকট লোকেরা প্রশ্ন করে; আপনি বলিয়া দিন, হরমের মাসে লড়াই-যুদ্ধ বড় অন্যায়ই বটে। কিন্তু আল্লার পথে (তথা আল্লার দ্বীন-ইসলামে) বাধার সৃষ্টি করা, আল্লার সহিত কুফরী করা এবং মক্কার পবিত্র মসজিদ তথা কাবা শরীফে কুফরী কাজ করা বা লোকদের জন্য বাধার সৃষ্টি করা এবং সেই পবিত্র মসজিদের প্রতিবেশীদেরকে তথা হইতে বিতাড়িত করা আল্লার নিকট উক্ত অন্যায় অপেক্ষা অনেক বেশী বড় অপরাধ। আর আল্লার দ্বীনে বাধার সৃষ্টি করা এবং উহার জন্য কাহাকেও দুঃখ-যাতনা দেওয়া মানুষ খুন করা অপেক্ষা অধিক জঘন্য ও মহাপাপ" (২পাঃ ১১রুঃ)*।

আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক গোয়েন্দা দলের পক্ষাবলম্বন বস্তুতঃ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরিকল্পনার প্রতি বিরাট সমর্থন দান ছিল।

---

* এই বিবরণ আছাহ্-হুদ-সিয়ার ৮২ পৃঃ ও রুহুল-মায়ানী ২—৯২ হইতে উদ্ধৃত।

এই সমর্থন এবং পরিকল্পনার ফলাফল দৃষ্টে রস্থলুল্লাহ (দঃ) মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে অধরোধ-ব্যবস্থাকে ব্যাপক ও অধিক জোরদার করায় নূতন উৎসাহ পাইলেন।

ইতিমধ্যেই মাত্র এক মাস ব্যবধানে হযরত (দঃ) সংবাদ পাইলেন, মক্কাবাসী-দের একটি বিশেষ বণিক দল সিরিয়া হইতে মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। দুই মাস পূর্ব্বে এই দলটি মক্কা হইতে সিরিয়া গমন করিতে ছিল; তখনও রস্থলুল্লাহ (দঃ) ইহাদেরই পিছু ধাওয়া করিয়া নিজ নেতৃত্বে পূর্ব্ব বর্ণিত "গযওয়া ওসায়রা" নামক অভিযান পরিচালিত করিয়া ছিলেন।

এই দলটি বৃহৎ বাণিজ্য-দল ছিল, মক্কার প্রায় প্রতিটি লোকেরই টাকা ইহাতে ছিল। ধন-সম্পদ, মালামালও অনেক বেশী ছিল। মক্কাবাসীদের জীবন ধারণের রসদ এবং শক্তি সঞ্চয়ের অস্ত্র-সস্ত্রও নিশ্চয় ইহাতে থাকিবে। এমতাবস্থায় এই দলটিকে কাবু করিতে পারিলে মক্কাবাসীদের অপুরণীয় ক্ষতি হইবে এবং অবরোধ ব্যবস্থায় বিরাট সাফল্য অর্জ্জিত হইবে। এই দলটির উদ্দেশ্যে হযরত (দঃ) নিজ নেতৃত্বে পূর্ব্ববর্ত্তী সকল অভিযান অপেক্ষা অধিক লোক লইয়া যাত্রা করিলেন। কুদরতের খেলা—বণিক দলটি নাগালে আসিল না; উহার পরিবর্ত্তে হযরত (দঃ) নিজ দল অপেক্ষা বহুগুণ বেশী শক্তিশালী মক্কাবাসী এক দল সসস্ত্র বাহিনীর সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হইয়া পড়িলেন; উহাই ছিল ইতিহাস প্রসিদ্ধ বদরের যুদ্ধ যাহার বিবরণ এই—

বদরের জেহাদ

হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিজ নেতৃত্বে পরিচালিত সাতাইশটি অভিযানের নয়টির মধ্যে লড়াই সংঘটিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বদরের জেহাদ। বদর একটি বস্তির নাম, মদিনা হইতে প্রায় ১০০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। ইহাতে ৩১৩ জন ছাহাবী যোগদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তন্মধ্যে ১০ জন রণাঙ্গনে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। এই অভিযানে মোসলমানগণের সাজ-সরঞ্জমের খুবই অভাব ছিল; তিন শতের অধিক লোকের মধ্যে যানবাহনরূপে শুধুমাত্র নগণ্য সংখ্যক ঘোড়া এবং সত্তরটি উট ছিল। তিন তিন, চার চার জন লোক এক একটি উটকে পরস্পর ভাগাভাগিরূপে ব্যবহার করিতেন। রস্থলুল্লাহ (দঃ) পর্য্যন্ত ঐরূপ ব্যবস্থায়ই দীর্ঘপথ অতিক্রম করেন।

পক্ষান্তরে শত্রুপক্ষ ছিল শক্তিশালী; সৈন্য এক হাজার; তাহার মধ্যে মক্কার সর্দ্দারগণ ও বড় বড় প্রসিদ্ধ যোদ্ধাগণ, ঘোড়া এক শত ও উট সাত শত ছিল।

হিজরী দ্বিতীয় সনের রমজান মাসের প্রথমার্দ্ধের মধ্যভাগে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু (দঃ) সিরিয়া হইতে প্রত্যাগত কোরেশদের একটি বণিক দলের উদ্দেশ্যে মদিনা হইতে যাত্রা করিলেন। সপ্তাহকাল ভ্রমণের পর বদর নামক বস্তির নিকটবর্ত্তী বণিক দলের পরিবর্ত্তে কাফের সৈন্য দলের সম্মুখীন হইলেন এবং সেই বস্তির ময়দানে যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধে মোসলমানগণ জয়লাভ করেন এবং শত্রু পক্ষ কাফের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। মোসলমানদের পক্ষে ১৪ জন শহীদ হন, কাফেরদের পক্ষে মক্কার সর্ব্বপ্রধান নেতা আবু জহল ও অন্যান্য কতিপয় নেতাসহ ৭০ জন নিহত হয় এবং স্বয়ং হযরতের চাচা আব্বাস (রাঃ) ও জামাতাসহ ৭০ জন কাফের বন্দী হয়, অবশিষ্ট কাফেররা পলায়নের সুযোগ পায়।

বদর-জেহাদের সুচনা

১৪১২। হাদীছঃ—ان عبد الله بن كعب رضى الله تعالى عنه

قَالَ لَمْ اَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا اِلَّا فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ غَيْرَ اَنِّىْ تَخَلَّفْتُ عَنْ غَزْوَةِ بَدْرٍ وَلَمْ يُعَاتَبْ اَحَدٌ تَخَلَّفَ عَنْهَا اِنَّمَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيْدُ عِيْرَ قُرَيْشٍ حَتّٰى جَمَعَ اللّٰهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلٰى غَيْرِ مِيْعَادٍ -

অর্থ—ছাহাবী কায়া'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিজে যে সমস্ত জেহাদে যোগদান করিয়াছেন উহার প্রত্যেকটিতেই আমি যোগদান করিয়াছি। কিন্তু তবুকের জেহাদে আমি যোগদান করি নাই (যদ্দরুন আমাকে বহু তিরস্কার ও শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছে।) অবশ্য আমি বদরের জেহাদেও যোগদান করিয়াছিলাম না, কিন্তু বদরের জেহাদে যোগদান না করার কারণে কাহাকেও কোন প্রকার তিরস্কার বা ভৎ'সনা করা হয় নাই। কারণ, বদর-জেহাদের ঘটনার সূচনায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল (সিরিয়া হইতে প্রত্যাগত) মক্কাবাসী কোরায়েশদের একটি বণিক দলের পশ্চাদ্ধাবন করা; একমাত্র এই

উদ্দেশ্যেই তিনি স্বীয় আবাস স্থান (মদিনা) হইতে বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মোসলমানগণ এবং (ঐ বণিকদলের পরিবর্ত্তে) মক্কার রণপিপাসু কাফের সৈন্যদলের মধ্যে পূর্ব্ব হইতে কোন প্রকার তারিখ নির্দ্ধারণ ব্যতিরেকেই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছিল।

ব্যাখ্যা—বিশিষ্ট ছাহাবী কায়া'ব ইবনে মালেক রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উল্লেখিত বর্ণনা দ্বারা বদর-জেহাদের প্রাথমিক সূচনারূপে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) সিরিয়া হইতে প্রত্যাগত মক্কাবাসী কোরায়েশদের একটি বণিকদলের উদ্দেশ্যেই যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার পরিবর্ত্তে মক্কার সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। যাহার ঘটনা এই ছিল—উক্ত বণিকদলের নেতা আবু-সুফিয়ান পূর্ব্বাহ্নেই মোসলমানদের গতিবিধির খোঁজ পাইয়া ফেলিল, সঙ্গে সঙ্গে সে স্বীয় দলবল সহ সাধারণ পথ পরিবর্ত্তন করিয়া ভিন্ন পথ অবলম্বন করিল এবং তৎক্ষণাৎ মক্কাবাসীদের নিকট এই খবর পাঠাইয়া দিল যে, তোমরা স্বীয় বণিকদলের রক্ষার জন্য অগ্রসর হও, মোহাম্মদ ও তাহার সহচরগণ বণিকদলের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে।

সেই বণিকদলের নিকট মক্কাবাসী প্রত্যেকটি নর-নারীর ধন-সম্পদ অর্পিত ছিল এবং উহা প্রচুর ধন-দৌলত সম্বলিত ছিল। এতদ্ভিন্ন মোসলমানদের প্রতি বিশেষরূপে মক্কাবাসীদের ক্রোধ অত্যধিক ছিল। তাই উক্ত খবরে মক্কাবাসীরা অগ্নিমূর্ত্তিতে উথলিয়া উঠিল এবং এহেন কার্য্যক্রমের প্রতিকার বরং মোসলমানদের এইরূপ দুঃসাহসিকতার উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। বণিকদের দলপতি আবু-সুফিয়ানের স্ত্রী সিংহী নারী হিন্দা স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কায় উন্মাদিনী হইয়া পড়িল; সে তাহার পিতা ওৎবা, চাচা শায়বা এবং ভ্রাতা ওলীদ যাহারা প্রত্যেকেই মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বীর পুরুষ ছিল তাহাদিগকে ভয়ানক রূপে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। মাসেক পূর্ব্বে মোসলমান গোয়েন্দাদের হাতে "নখলা" নামক স্থানে মক্কাবাসী একজন নিহত দুইজন বন্দী হইয়াছিল, তাহাদের আত্মীয়-স্বজনও প্রতিশোধ গ্রহণের পিপাসায় সদলবলে যুদ্ধের নামে ছুটিয়া আসিল। মক্কার ঘরে ঘরে রণ-সজ্জার প্রস্তুতি চলিল; পূর্ণ রণ-সাজে সজ্জিত শক্তিশালী সৈন্যদল গঠিত হইয়া মক্কার নেতাগণের তত্ত্বাবধানে অগ্রসর হইল।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) মদিনা হইতে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে "রওহা" নামক স্থানে পৌঁছিলেন এবং তথা হইতে "ছুফ্‌রা" স্থানে পৌঁছিয়া স্বীয় গুপ্তচর

মারফৎ মক্কাবাসীদের সৈন্য চালনার খবর অবগত হইলেন। সেমতে হযরত (দঃ) ছাহাবীদের সহিত পরামর্শ করিলেন। অধিকাংশ সঙ্গিগণের মনোভাব এইরূপ ছিল যে, আমাদের লোক সংখ্যা ও সাজ-সরঞ্জামের স্বল্পতাদৃষ্টে বণিক দলের অনুসরণ করাই উত্তম, কারণ তাহারাও সংখ্যায় অল্প এবং রণ সাজে সজ্জিত নহে। এই বিষয়টি আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফেও উল্লেখ করেন।

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ......

অর্থ—হে মোসলমানগণ! স্মরণ কর, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে (রসুলের মারফৎ) আশ্বাস দান করিতেছিলেন যে, (শত্রু পক্ষের সৈন্যদল বা বণিকদল) উভয় দলের একটিকে আল্লাহ তোমাদের হস্তে পরাজিত করিবেন। তোমরা তখন নিরস্ত্র (বণিক) দলের আশা পোষণ করিতেছিলে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করিতেছিলেন, এই উপলক্ষেই সত্যের জয় অসত্যের ক্ষয় প্রকাশিত হউক এবং আল্লাহদ্রোহী কাফেরদের মূল-উচ্ছেদন আরম্ভ হউক। (যাহার ব্যবস্থা এই ছিল যে, মোসলমানগণের সৈন্য এবং সাজ-সরঞ্জামের স্বল্পতা সত্বেও তাহাদের হস্তে কাফেরদের অধিক সংখ্যক ও শক্তিশালী সৈন্যদল পরাজিত হউক। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছাই বাস্তবে রূপায়িত হওয়া অবশ্যম্ভাবী তাই শেষ ফলে সৈন্য দলের সঙ্গে সংঘর্ষ ও যুদ্ধই অনুষ্ঠিত হইল।) ৯ পাঃ ১৫ রুঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—ইসলামের কুৎসা রটনাকারী শত্রু ইসলামদ্রোহী কোন কোন অমোসলেম ঐতিহাসিক বদরের সূচনায় উল্লেখিত হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কর্ত্তৃক বণিকদলের পশ্চাদ্ধাবন করার ঘটনাটিকে ঘৃণ্যরূপ দানপূর্ব্বক অভদ্রোচিত ব্যাখ্যায় প্রকাশ করিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নির্ম্মল ঐতিহ্যকে কালিমাময় করার অপচেষ্টা করিয়াছে। এমনকি উক্ত ঘটনাকে ডাকাত ও দস্যুদলের কার্য্যক্রমের নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

কোন কোন দুর্ব্বলচেতা মোসলমান ঐতিহাসিকও শত্রুপক্ষের ঐ ঘৃণ্য কারসাজি হইতে ইসলামের আত্মরক্ষার জন্য ছুটাছুটি করিয়াছে বটে, কিন্তু সঠিক পন্থার সন্ধান না পাইয়া ভীত অবস্থায় মূল ঘটনা অস্বীকার করার পন্থা অবলম্বন করিয়াছে যে—ঐরূপ ঘটনা নিছক ভুল উহার কোন অস্তিত্ব নাই। তাহারা ইসলামের সুনাম রক্ষার্থে শত্রুপক্ষের কুৎসা রটানোর উত্তরদানে তৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছে বটে, কিন্তু দুর্ব্বলচেতা ভীত সন্ত্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় আত্মসমর্পন

করিয়া জীবনরক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। এমনকি ঘটনার সময় মদিনায় উপস্থিত বিশিষ্ট ছাহাবী কায়া'ব ইবনে মালেক রাজিয়াল্লহু তায়ালা আনহুর বর্ণনা যাহা বোখারী শরীফের ন্যায় গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে উহার প্রতি আস্থাও পরিত্যাগ করিয়াছে। উপরোল্লেখিত কোরআন শরীফের আয়াতে বদরের জেহাদের বর্ণনায় উল্লেখিত احدى الطائفتين। "উভয় দলের কোন একটি বাক্য দ্বারা বণিক দল ও সৈন্যদলের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং অতঃপর ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে, "হে মোসলমানগণ! তোমরা বণিক দলের আশাই পোষণ করিতেছিলে," কোরআন শরীফের এইসব স্পষ্ট ইঙ্গিতের প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করে নাই। ইসলামদ্রোহী শত্রুদের সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, তাহাদের প্রশ্নাবলীতে ভীত হইয়া কোরআন-হাদীছের প্রতি যেন মোসলমানগণের আস্থা শিথীল হইয়া উঠে। ইসলামের নাদান দোস্ত ঐতিহাসিকগণ মূল বিষয় উদ্‌ঘাটনে অক্ষম হইয়া বস্তুতঃ শত্রুগণের সেই সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্যকেই সফল করিয়াছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে উল্লেখিত হাদীছে কায়া'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণিত ঘটনা বাস্তব সত্য এবং ইহা একটি সুদূর প্রসারী রাজনৈতিক বিচক্ষণতা সম্পন্ন কার্য্যবিধি ছিল যাহার মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তারকারী উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। উহাতে সমগ্র আরব দেশকে সহজে জয় করার সূচনা ছিল। যাহার বিবরণ এই—

মক্কাবাসী কোরেশগণ সমগ্র আরবের প্রধানরূপে গণ্য হইত ; এবং তাহারাই ছিল ইসলাম ও মোসলমানদের প্রধানতম শত্রু তাহাদিগকে পরাভূত করার অর্থ ছিল সমগ্র আরবকে বশে আনা। এতদ্ভিন্ন আরবের অন্যান্য অধিবাসীরা সাধারণরূপে ইহাই ভাবিয়া থাকিত যে, হযরত মোহাম্মদ যদি আরবের সেরা মক্কাবাসী কোরেশকে পরাজিত করিতে সক্ষম হন তবে তাঁহার সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম করা বৃথা হইবে। আর যদি তিনি তাহাদের দ্বারা নিঃশেষ ও খতম হইয়া যান তবে আমরা বিনা সংগ্রামেই রেহাই পাইয়া যাইব। এইরূপ মনোভাব লইয়া অধিকাংশ আরববাসী প্রথম অবস্থায় নীরব দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করিয়া বসিয়াছিল। তাই হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) জেহাদের অনুমতি প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মক্কাবাসিকে পরাজিত ও পরাভূত করার পরিকল্পনা তৈরী করিলেন।

পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে, কোন দেশ বা জাতিকে দুর্ব্বল করার সহজ উপায়— তাহাদের উপর অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করা এবং তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য অচল করিয়া দেওয়া। ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ক্ষয় ক্ষতি জাতি ও দেশের

মেরুদণ্ডকে ভাঙ্গিয়া দেয়। বিশেষতঃ মক্কাবাসীর পক্ষে এই ব্যবস্থা মৃত্যু পরওয়ানা ছিল। কারণ, মক্কা নগরীর এলাকাটি সৃষ্টিগতরূপেই কৃষিকার্য্যের অনুপযোগী পর্ব্বতমালা ও মরুভূমি, সেখানে একটি দানা জন্মাইবারও উপায় নাই। তথাকার বাসিন্দাদের প্রতিটি লোকমার সংস্থান বহির্দ্দেশ হইতে আমদানির উপর নির্ভরশীল। তাহাদের জীবনধারণ একমাত্র ব্যবসাবাণিজ্যের সহিত জড়িত।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) চিন্তা করিলেন এবং তাঁহার এই চিন্তাধারা ধ্রুব সত্য ও একটি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যে, মক্কাবাসিদের ব্যবসা-বাণিজ্যে অচল অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারিলে তাহারা অতি সহজেই কাবু হইয়া পড়িবে। তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, আয়-আমদানির সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র সিরিয়া দেশের যাতায়াত পথে অবরোধ সৃষ্টি করা মদিনা হইতে সহজ সাধ্যও ছিল। তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) আল্লার তরফ হইতে জেহাদের অনুমতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে এই অবরোধ সৃষ্টির শুধু পরিকল্পনাই নয়, বরং প্রত্যেকটি সুযোগেই তিনি ঘন ঘন অভিযান চালাইতে ছিলেন। প্রথমে বিভিন্ন ছাহাবীদের দ্বারা, অতঃপর তাঁহার নিজ পরিচালিত সর্ব্বপ্রথম অভিযান—আবওয়া বা ওয়াদ্দানের অভিযান এই পরিকল্পনা দৃষ্টেই পরিচালিত হইয়াছিল এবং উহার মাত্র একমাস ব্যবধানে দ্বিতীয় অভিযান—বাওয়াতের অভিযানও এই উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হইয়াছিল। অতঃপর তৃতীয় অভিযান—ওসায়রার অভিযান ঐ পরিকল্পনা অনুসারেই পরিচালিত হইয়াছিল।

মক্কা হইতে সিরিয়াগামী যেই বণিক দলটির অনুসরণে উক্ত ওসায়রার অভিযান পরিচালিত হইয়াছিল এবং বণিক দল পূর্ব্বাহ্নে পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিল; পুনরায় সেই বণিক দলটিরই উদ্দেশ্যে সিরিয়া হইতে তাহাদের মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তনের পথে বদরের জেহাদের সূচনার অভিযান চলে।

সুধী পাঠক! লক্ষ্য করুন—বণিক দলের পশ্চাদ্ধাবন, তাহাদের অনুসরণ ও তাহাদের প্রতি আক্রমণ চালানোর পেছনে কত বড় সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা ছিল। বর্ত্তমান মানবতাবোধের ও সভ্যতার দাবীর যুগে ছোট-বড় প্রতিটি যুদ্ধে শত্রুপক্ষের রসদ সরবরাহ এবং জল ও স্থলপথে বাণিজ্যিক চলাচল বন্ধ করার জন্য সর্ব্বাগ্রে সর্বশক্তি নিয়োগ করা হয় এবং সেই দিকেই সর্বাধিক দৃষ্টি রাখা হয়; সেই যুগের লোকদের মুখে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উক্ত পরিকল্পনাকে প্রশংসা না করিয়া উল্টা নিন্দা করা বুদ্ধিবিবেক এবং ন্যায় বিচারের-

মাথা খাইয়া একান্ত ধৃষ্টতা এবং বিদ্বেষপূর্ণ দুষ্ট মনোভাবের পরিচয় দেওয়া বই নহে। তাহারা এই উত্তম পরিকল্পনাটিকে কদর্য্য ও কলঙ্কময় কার্য্যের নামে নামকরণ করিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তব ইতিহাসকে সুষ্ঠু ও ন্যায় দৃষ্টিতে অনুধাবন কারিগণের নিকট তাহাদের নির্লজ্জ মনোবৃত্তি গোপন থাকিবে না।

কোন একটি উত্তম বস্তুকে জঘন্য কার্য্যের নামে নামকরণ দ্বারা কলঙ্কিত করার অপচেষ্টা যে ক্ষমাহীন অপরাধ তাহাতে দ্বিমতের অবকাশ নাই। বড়ই পরিতাপের বিষয়, কোন কোন ইসলাম-দরদী লিখক এস্থলে ঐরূপ অপরাধীদের অপরাধকে অজ্ঞাত বশতঃ ধরিতে না পারিয়া বাস্তব ঘটনার অস্তিত্বকে অস্বীকার করিয়া ইসলামকে কলঙ্ক হইতে রক্ষা করিতে চাহিয়াছেন ; ইহাতে বোখারী শরীফের ন্যায় মহাগ্রন্থ যাহার দ্বারা আমরা ইসলামের সুশিক্ষা লাভ করিব উহার প্রতি আস্থার শিথীলতা ত আসিবেই এতদ্ভিন্ন তাহাদের এই হীনমন্যতা পন্থার রক্ষাকবচ একেবারেই অচলও বটে। কারণ, বদরের পূর্বে ছয়টি অভিযান তন্মধ্যে স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক পরিচালিত পর পর তিনটি অভিযানের প্রত্যেকটি অভিযানই মক্কাবাসী কোরায়েশ বণিক দলের পশ্চাদ্ধাবনে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল— যাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এইসবের প্রত্যেকটিকে অস্বীকার করা কি সম্ভব ? প্রত্যেকটি সম্বন্ধে ইতিহাসের সাক্ষ্য বিদ্যমান রহিয়াছে।

নব্য সৃষ্ট একদল ইসলাম-দরদী লিখক বোখারী শরীফে বর্ণিত বদরের জেহাদের সূচনার ঘটনাটিকে এই বলিয়াও অস্বীকার করে যে, ইহা আক্রমণাত্মক ঘটনা, অথচ ইসলামে আক্রমণাত্মক জেহাদের অস্তিত্ব নাই, ইসলামে আছে শুধু আত্মরক্ষামূলক জেহাদ। এই উক্তি নিছক অবাস্তর ও মনগড়া উক্তি। জেহাদ অধ্যায়ের প্রারম্ভে এই সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে এবং ইহা প্রতিপন্ন করিয়া দেখান হইয়াছে যে, ইসলামের জেহাদ একটি সংস্কারমূলক পন্থা, সেখানে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার আদৌ কোন প্রশ্ন নাই। সংস্কারের কার্য্য-প্রণালীর মধ্যে কোন সময় বাহ্যিক দৃষ্টিতে আক্রমণের আকার দেখা গেলও কেহই উহাকে নিন্দা করিতে পারে না। এতদ্ভিন্ন আত্মরক্ষামূলক দৃষ্টিতে দেখিলেও এস্থলে দেখা যায় যে, মক্কাবাসিরা ইসলাম এবং মোসলেম জাতিকে নিপাত করার উদ্দেশ্যে সিরিয়া হইতে রসদ আনিয়া শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল। হযরত (দঃ) বাগদাদের আব্বাসী খলীফাদের ন্যায় বা মোগল সম্রাটদের ন্যায় অদূরদর্শী ছিলেন না, তিনি শত্রুর গতিবিধি পূর্ব্বাহ্নেই সজাগ দৃষ্টিতে লক্ষ্য

করিতেছিলেন। শক্তি সঞ্চয়ের সময় শত্রুকে দুর্ব্বল করিয়া না দিলে শক্তি সঞ্চয় করিয়া সারিলে কি আর তাহাকে পরাজিত করিয়া আত্মরক্ষা করা যায়? অতএব রসুলুল্লার এই যুদ্ধ মানব-জাতির কল্যাণ উদ্দেশ্যে আত্মরক্ষামূলক ভাবেই হইয়াছিল বলিলে তাহা বাস্তব অবস্থার অনুকুলই হইবে।

অধিকন্তু কোরায়েশরা মোসলমানগণকে বিনা অপরাধে স্বদেশ ত্যাগে বাধ্য করিয়াছিল হযরত (দঃ) হিজরতের সময় দূর হইতে মক্কা পানে চাহিয়া বলিতে ছিলেন, মক্কা নগরী। আমি তোকে অধিক ভালবাসি, আমার গোষ্টির লোকেরা আমাকে বহিস্কৃত না করিলে আমি বাহির হইতাম না। স্বীয় দেশ পুনঃরুদ্ধারের জন্য স্বচেষ্ট হওয়াকে কোন জ্ঞানী আক্রমণ বলিয়া নিন্দা করিতে পারে কি?

১৪১৩। হাদীছ ঃ—ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, সায়াদ ইবনে মোয়াজ (রাঃ)-এর সঙ্গে মক্কার সরদার উমাইয়া ইবনে খলফের বন্ধুত্ব ছিল। সে কখনও মদীনায় আসিলে সায়াদ ইবনে মোয়াজের অতিথি হইত এবং সায়াদ (রাঃ) কোন সময় মক্কা পৌঁছিলে উমাইয়ার আতিথেয়তা গ্রহণ করিতেন। পুর্ব্ব হইতেই তাহাদের মধ্যে এই বন্ধুত্ব ছিল।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদিনায় হিজরত করিয়া আসিবার পর একদা সায়াদ (রাঃ) ওমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কায় পৌঁছিলেন এবং উমাইয়া ইবনে খলফের অতিথি হইলেন। তিনি উমাইয়াকে বলিলেন, এমন একটি সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখুন যখন কা'বা-ঘরে লোকের সমাগম না থাকে, আমি এরূপ সময় কা'বা-ঘরের তওয়াফ করিতে ইচ্ছা রাখি। একদিন দ্বিপ্রহরের সময় উমাইয়া ইবনে খলফ সায়াদ (রাঃ)-কে সঙ্গে লইয়া তওয়াফ করার জন্য উপস্থিত হইল। আবু জহল তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া উমাইয়াকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সঙ্গী লোকটি কে? সে বলিল, তিনি সায়াদ (মদিনার সর্দ্দার) আবু জহল (মদিনাবাসীদের প্রতি এই কারণে ক্রোধান্বিত ছিল যে, তাহারা মোসলমানগণকে স্থান দিয়াছে, তাই সে) সায়াদ (রাঃ)কে ক্রোধভরে বলিয়া উঠিল, অতি শান্ত পরিবেশে তোমাকে মক্কার মধ্যে তওয়াফ করিতে দেখিতেছি! অথচ তোমরা মক্কাবাসীদের শত্রু, বাপ-দাদার ধর্ম্মত্যাগী—মোসলমানগণকে স্থান দিয়াছ এবং তাহাদের সাহায্য সহায়তা করিয়া থাক। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি আজ যদি তুমি উমাইয়ার সঙ্গে না হইতে তবে নিরাপদে বাড়ী ফিরিতে সক্ষম হইতে না।

সায়াদ (রাঃ) উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, খোদার কসম—শান্ত পরিবেশে তওয়াফ করায় আমাকে বাধা দিলে আমি তোমাদের এমন এক কার্য্যে বাধার সৃষ্টি করিব যাহা তোমাদের পক্ষে ভীষণ কঠিন হইবে—তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃহত্তম কেন্দ্র সিরিয়ার যাতায়ত পথ মদিনা সংলগ্নে অবস্থিত, সেই পথে তোমাদের যাতায়াত বন্ধ করিয়া দিব। এতদশ্রবণে উমাইয়া ইবনে খলফ বলিল, হে সায়াদ! মক্কা নগরীর প্রধান সর্দ্দার আবুল হাকামের* সম্মুখে এইরূপ উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিবেন না। সায়াদ (রাঃ) ক্রোধভরে তাহাকে বলিলেন, তুমি চুপ কর (এবং নিজের চিন্তা কর;) আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি তুমি মোসলমানদের হস্তে নিহত হইবে। উমাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, মক্কার এলাকায় নিহত হইব? সায়াদ (রাঃ) বলিলেন, তাহা জানি না।

(কাফেররাও ভালরূপে জানিত যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কোন ভবিষ্যদ্বাণী বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হয় না, তাই) উমাইয়া ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। বাড়ী আসিয়া স্বীয় স্ত্রীর নিকট এই কথা ব্যক্ত করিল। অতঃপর সে শপথ করিল, সে কখনও মক্কা হইতে বাহিরে যাইবে না (তাহার ধারণা ছিল যে, তাহার নিজের দেশ মক্কায় তাহাকে কেহ আক্রমণ করিতে পারিবে না।)

কিছু দিনের মধ্যেই বদরের জেহাদের সূচনা—বণিকদলের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটিল। সেই উপলক্ষে আবু জহল সমগ্র মক্কাবাসীকে এই মর্ম্মে নির্দ্দেশ দিল যে, সত্বর তোমরা সমবেত ভাবে স্বীয় বণিকদলকে রক্ষা করার জন্য অগ্রসর হও। তখন উমাইয়া ইবনে খলফ (স্বীয় আতঙ্ক ও শপথ অনুসারে) মক্কার এলাকা অতিক্রম করিয়া বাহিরে যাইতে সম্মত হইল না। তখন আবু-জহল তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিল, আপনি মক্কার প্রধান সর্দ্দারগণের মধ্যে অন্যতম। আপনি যদি এই কার্য্যে অগ্রসর না হন তবে সর্ব্বসাধারণ অগ্রসর হইবে না; এই বলিয়া আবু-জহল তাহার সঙ্গে পীড়াপীড়ি

---

* "আবু-জাহল" মক্কার সর্ব্বপ্রধান নেতা ছিল, তথাকার সকল প্রকার বিচার মীমাংসা ও কর্ত্তৃত্ব তাহার উপর ন্যস্ত ছিল, এই অর্থে মক্কাবাসিগণ তাহাকে "আবুল হাকাম" নামে অভিহিত করিয়া থাকিত অর্থাৎ প্রধান বিচারক এবং প্রধান মীমাংসাকারী; কিন্তু সে জাগতিক কার্য্যাবলীতে যে পরিমাণ জ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শী ছিল আখেরাত ও পরকাল সম্পর্কে ততোধিক অজ্ঞ ছিল, তাই তাহাকে মোসলমানগণ "আবু-জহল—অজ্ঞতার পিতা ও অজ্ঞতার কেন্দ্র নামে অভিহিত করিতেন।

আরম্ভ করিল, এমনকি উমাইয়া তাহাকে বলিল, আপনি যখন আমাকে বাধ্য করিয়া ফেলিয়াছেন তখন আমি (এই কার্য্যে বিশেষ মনোযোগের সহিত তৎপর হইব—) মক্কার সর্বোত্তম একটি উষ্ট্র ক্রয় করিব। অতঃপর স্বীয় স্ত্রীকে বলিল, আমার রণসজ্জার ব্যবস্থা কর। তখন তাহার স্ত্রী বলিল, আপনার মদিনাবাসী বন্ধু যে কথা বলিয়াছিল তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন কি? সে বলিল, ভুলি নাই; আমি সকলের সঙ্গে যাত্রা করিব বটে, কিন্তু নিকটবর্ত্তী স্থান হইতেই ফিরিয়া আসিব, মক্কার এলাকা অতিক্রম করিব না। সকলের সঙ্গে যাত্রা করার পর উমাইয়া প্রতিটি বিশ্রাম স্থানেই এইরূপ ইচ্ছা করিত যে, সে ফিরিয়া যাইবে, এমন কি সেই উদ্দেশ্যে স্বীয় যানবাহনও প্রস্তুত রাখিত। কিন্তু তাহার ইচ্ছা মনেই থাকিয়া যাইত কার্য্যে পরিণত হইত না, শেষ পর্য্যন্ত সে বদরের রণক্ষেত্রে পৌঁছিল এবং যুদ্ধে নিহত হইল—এইরূপে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী কার্য্যে পরিণত হইল।

পাঠকবর্গ! লক্ষ্য করুন—বিশিষ্ট ছাহাবী সায়া'দ ইবনে মোয়াজ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মদিনার সর্দ্দার যিনি স্বয়ং বদরের জেহাদে একজন অন্যতম প্রধান রূপে যোগদানকারী ছিলেন তাঁহার বর্ণনার মধ্যেও বণিকদলের ঘটনার ভূমিকা উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সিরিয়ার সহিত মক্কাবাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ মদিনাবাসীগণ কর্ত্তৃক অবরোধ করার হুমকিও উল্লেখ হইয়াছে।

মোসলেম বাহিনী মক্কার সশস্ত্র বাহিনীর মুখামুখী ঃ

মোসলেমদের অন্তরের কামনা—নিরস্ত্র বণিক দলের লাগ পাওয়া, আর আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা—মক্কার সশস্ত্র বাহিনীর সহিত যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়া আল্লার ইচ্ছাই প্রবল থাকিবে; তাহাই ঘটিল—

বদরের গিরি-পথই মক্কা ও সিরিয়ার সাধারণ পথ এবং বদর উপত্যকাই পথিক কাফেলাদের মঞ্জিল তথা বিশ্রাম-ষ্টেশন। অতএব মক্কা হইতে আগত সশস্ত্র বাহিনী বদর পানে ধাবমান; আর মোসলেম বাহিনীও বণিকদলের উদ্দেশ্যে বদর পানেই অগ্রসর। হযরত (দঃ) বদরে পৌঁছিবার অনেক পূর্ব্বেই দুইজন গোয়েন্দা বদরে পাঠাইয়াছিলেন; বদর এলাকায় আবু-সুফিয়ানের বাণিজ্য-কাফেলা পৌঁছিবার সম্ভাব্য দিনের খোঁজের জন্য।

কুদরতের লীলা—হযরতের এত সতর্কতামূলক ব্যবস্থাও আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার সম্মুখে ফেল হইল। গোয়েন্দাদ্বয় বদরে আসিয়া একটি পানির কূপের

নিকট বসিল এবং তথায় তাহাদের বাহন উট বাঁধিল। ইতিমধ্যে ঐ এলাকার দুইজন মহিলা কূপের পানি ভরিতে আসিয়া পরস্পর বলাবলি করিল, আগামী কাল বা তারপর দিনই সিরিয়া হইতে আগত আবু-সুফিয়ানের একটি বৃহৎ বাণিজ্য কাফেলা এস্থানে পৌছিবে; আমরা তাহাদের কাজ করিয়া পয়সা উপার্জ্জনের সুযোগ পাইব। হযরতের গোয়েন্দাদ্বয় মহিলাদ্বয়ের এই আলাপে নিজ উদ্দেশ্যের খোঁজ লাভ করিয়া দ্রুত তথা হইতে প্রস্থান করিল। এই ঘটনার সময় তথায় "মুজদী" নামক একজন পুরুষও উপস্থিত ছিল।

গোয়েন্দাদ্বয় দ্রুত আসিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)কে খবর পৌছাইল যে, বণিকদল আগামী দুই দিনের মধ্যেই বদরে পৌছিতেছে। সেমতে মোসলিম বাহিনী বদরপানে অগ্রসর হইতে লাগিল।

বণিকদল পূর্ব্বেই মোসলেম বাহিনীর সংবাদ অবগত ছিল; তাই তাহাদের দলপতি আবু-সুফিয়ান বিশেষ সতর্কতার সহিত পথ চলিতেছিল। তাহার কাফেলা বদর এলাকায় পৌছিবার পূর্ব্বে সে নিজে মোসলেম বাহিনীর গতিবিধি অবগতির জন্য গোপনে একা বদরে আসিল। হযরতের গোয়েন্দাদ্বয় বদর হইতে প্রস্থানের মূহূর্ত্ত পরেই আবু-সুফিয়ান তথায় পৌছিল এবং ঠিক ঐ কূপের নিকটই পৌছিল। সেও তথায় আসিয়া ঐ "মুজদী" নামক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইল এবং এস্থানে মদিনার দুইজন লোকের আগমন ও প্রস্থানের খোঁজ তাহার নিকট পাইল। এতদ্ভিন্ন তথায় উটের বিষ্ঠা দেখিল যাহাতে মদিনা এলাকার খেজুরের আঁটি ছিল যাহা আকারে ছোট হয়। আবু-সুফিয়ান বুঝিয়া ফেলিল, মোসলেম বাহিনীর গোয়েন্দা এস্থানে পৌছিয়াছিল; তাহারা বদর পথেই বণিকদলের পিছু নেওয়ার ব্যাবস্থা করিবে। এই ইঙ্গিত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবু-সুফিয়ান দ্রুত ছুটিয়া যাইয়া নিজ কাফেলাকে বদরের পথ হইতে ফিরাইয়া অন্য পথে পরিচালিত করিল। এই ঘটনা এবং বণিকদলের পথ পরিবর্ত্তনের কোন খোঁজই হযরতের নিকট নাই; তিনি তাঁহার গোয়েন্দাদ্বয়ের সংবাদ অনুসারে স্বীয় বাহিনী লইয়া বণিকদলের আশায় বদরপানে দ্রুত অগ্রসর হইয়াছেন, তথায় পৌছিয়া বণিকদলের উপস্থিতির অপেক্ষা করিবেন; অথচ বণিকদল অন্য পথে নির্ব্বিঘ্নে মক্কাপানে ছুটিয়া চলিয়াছে।

আবু-সুফিয়ান তাহার নিরাপত্তার এই ঘটনা এবং সংবাদও মক্কায় প্রেরণ করিয়াছে। সেই সংবাদ মক্কা হইতে আগত সশস্ত্র বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক

আবুজহলের নিকট পৌঁছিয়াছে এবং তাহাদের অভিযান অব্যাহত রাখা সম্পর্কে মতভেদও হইয়াছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহারা সাব্যস্ত করিয়াছে, তাহাদের বাহিনী বদর পর্য্যন্ত পৌঁছিবে, আবু-সুফিয়ানের নিরাপত্তা চাতুর্য্যের জন্য আনন্দ উৎসব করিবে—বদর উপত্যাকায় উট জবেহ করিয়া এলাকাবাসীদেরে ভোজন করাইবে ; ইহাতে সমগ্র এলাকায় কোরায়েশদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইবে। মক্কার সশস্ত্র বাহিনী বদর এলাকায় পৌঁছিয়া গিয়াছে। সেই মুহূর্ত্তেই মোসলেম বাহিনী বদরের উপকণ্ঠে উপস্থিত হইয়াছে। বিকাল বেলা হযরত (দঃ) কতিপয় ছাহাবীকে পাঠাইয়াছেন—বদর এলাকায় ঘোরা-ফেরা করিয়া খোঁজ-খবর সংগ্রহ করার জন্য। তাঁহারা একটি কূপের নিকট হইতে দুইটি ভৃত্যকে ধরিয়া নিয়া আসিয়াছেন ; হযরত (দঃ) তখন নামায পড়িতেছিলেন। ছাহাবীগণ ভৃত্যদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাহাদের সঙ্গে আসিয়াছ ? ভৃত্যদ্বয় বলিল, কোরায়েশদের সঙ্গে আসিয়াছি—তাহাদের পানি সংগ্রহের জন্য। মোসলেম বাহিনীর লক্ষ্যে এখনও আবু-সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলার স্বপ্ন ; তাঁহারা ভাবিলেন, ভৃত্যদ্বয় সত্য গোপন করিতেছে, তাই তাদেরকে তাঁহারা মারধর করিলেন। ভৃত্যদ্বয় এইবার বলিল, আবুসুফিয়ানের কাফেলার সঙ্গে আসিয়াছে, এখন তাহারা নিস্তার পাইল। হযরত (দঃ) মূল ঘটনার অবগতি পাইয়া ফেলিয়াছেন ; হয়ত আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে কোন ইঙ্গিত আসিয়াছে। নামায শেষে হযরত (দঃ) বলিলেন, ভৃত্যদ্বয় যখন সত্য কথা বলিয়াছে তখন তাহাদেরকে তোমরা মারিয়াছ, যখন মিথ্যা বলিয়াছে তখন রেহায়ী দিয়াছ। অতঃপর স্বয়ং হযরত (দঃ) ভৃত্যদ্বয়ের সঙ্গে কথা বলিয়া মক্কার সশস্ত্র বাহিনীর বিস্তারিত তথ্য অবগত হইলেন—তাহারা কোন স্থানে অবস্থান করিয়াছে, এমনকি মক্কার কোন কোন বিশিষ্ট লোক এই বাহিনীতে রহিয়াছে তাহাও অবগত হইলেন। ঐ লোকদের সকলের নাম শ্রবণান্তে হযরত (দঃ) ছাহাবীদেরে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, মক্কা তাঁহার কলিজার টুকরা সমূহের সবই তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দিয়াছে। (আছাহ-হুস্-সিয়ার)

মক্কার সশস্ত্র বাহিনীর সহিত মুসলিমদের যুদ্ধ বাঁধিয়া যাওয়াই আল্লার ইচ্ছা ছিল ঃ

আল্লাহ তায়ালা রহমানুর-রহীম, তিনি অসীম সহিষ্ণু ; তাঁহার ধৈর্য্য সীমাহীন। আল্লাহ তায়ালার এই গুণাবলীর প্রতিবিম্বেই রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কায় দীর্ঘ তের

বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কাফেররা চরম গোড়ামী এবং উশৃঙ্খল বিদ্রোহের দ্বারা সেই ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতার ব্যবস্থাকে নিষ্ফল ও ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে।

সর্ব্বশক্তিমত্তাও আল্লাহ তায়ালার একটি গুণ ; এখন আল্লাহ তায়ালা তাঁহার সেই গুণের বিকাশে দ্বীন-ইসলামের প্রাবল্য প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা করিলেন। অবশ্য মুসলিমদের ত্যাগ, কোরবানী এবং বিপদের ঝুকি নিয়া অগ্রগামী হওয়ার ধারা-প্রবাহের উপরই আল্লার সর্ব্বশক্তিমত্তা গুণ বিকাশের বর্ষণ বর্ষিবে—জগতের বুকে আল্লাহ তায়ালার সাধারণ নিয়ম ইহাই। সেমতে আলোচ্য ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা হইল—মক্কার দূর্দ্ধর্ষ সশস্ত্র বাহিনীর সহিত সম্ল সম্বলের নগণ্য সংখ্যক মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধ বাঁধিয়া যাউক ; এই অবস্থায় মুসলিমদের চরম ত্যাগ ও কোরবানী উপস্থিত করার উপর আল্লাহ তায়ালা তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা গুণের বিকাশ সাধন করিবেন। আল্লার ইচ্ছার প্রতিফলন অবধারিত ; তদুপরি এক্ষেত্রে যুদ্ধ বানচাল না হইয়া যায় তাহার বাহ্যিক ব্যবস্থাও আল্লাহ তায়ালা করিলেন ; যাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে বর্ণিত রহিয়াছে।

যুদ্ধ প্রস্তুতির পূর্ব্বে হযরত (দঃ) আসন্ন যুদ্ধের একটা স্বপ্ন দেখিলেন। সেই স্বপ্নে শত্রু পক্ষ হযরতের দৃষ্টিতে কম ও স্বল্প বোধ হইল। যাহার ব্যাখ্যা এই ছিল যে, বস্তুতঃ শত্রু সৈন্য অধিক হইলেও তাহারা নগণ্য সংখ্যকের ন্যায়ই মোসলেম বাহিনীর হাতে পর্য্যুদস্ত হইবে। এই স্বপ্নের ফলে হযরতের মনে কিছুটা স্বস্তির ভাব আসিল এবং ছাহাবীদের নিকট হযরত (দঃ) ঐ স্বপ্ন ব্যক্ত করিলে তাঁহাদের মনেও স্বস্তির ভাব আসিল ; ইহাতে মোসলেম বাহিনী যুদ্ধের প্রতি এক ধাপ অগ্রসর হইল। এই বিষয়টা পবিত্র কোরআনের ভাষায়—

وَاِذْ يُرِيْكَهُمُ اللّٰهُ فِىْ مَنَامِكَ قَلِيْلًا وَّلَوْ اَرٰكَهُمْ كَثِيْرًا لَّفَشِلْتُمْ...

একটি স্মরণীয় ঘটনা—আল্লাহ তায়ালা আপনাকে স্বপ্নে শত্রু পক্ষ কম দেখাইলেন। যদি তাহাদিগকে বেশী দেখাইতেন তবে অবশ্যই (স্বপ্ন শুনিয়া মোসলেম বাহিনী) তোমরা সাহস হারা হইয়া পড়িতে এবং যুদ্ধের ব্যাপারে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়িতে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে এইসব গ্লানি হইতে বাঁচাইয়া নিয়াছেন" (১০ পাঃ ১ রুঃ)। ইহা ত হইল যুদ্ধ আরম্ভের পূর্ব্বে এবং স্বপ্নের ঘটনা ; মোসলেম বাহিনী যাহা শুনিয়া মনে সাহস বোধ করিল। অতঃপর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে রণক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরতের আরও একটি লীলা প্রকাশ পাইল—উহার বিবরণও পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে—

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ

"হে মোসলেম বাহিনী! আরও একটি স্মরণীয় ঘটনা—যখন তোমরা রণে অবতীর্ণ হইলে তখন আল্লাহ তায়ালা শত্রু পক্ষকে তোমাদের চাক্ষুস দৃষ্টিতে কম ও স্বল্প দেখাইলেন, আর তাহাদের দৃষ্টিতেও তোমাদিগকে কম ও স্বল্প দেখাইলেন; যেন উভয় পক্ষের মনে সাহসের সঞ্চার হয় ফলে পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধ চলিয়া পড়ে এবং ঐ কাজ আল্লাহ বাস্তবায়িত করেন যাহা পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত রহিয়াছে"। (ঐ)

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন—মোসলমানদের হাতে মক্কার কাফের সর্দ্দারদের বিনাশ সাধন করা এবং মোসলমানদের সংগ্রামের মাধ্যমে ইসলামের বিজয় প্রতিষ্ঠা করা। এই কার্য্য বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন, তাই যুদ্ধ বাঁধিয়া যাওয়াই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা হইল। সেমতে যুদ্ধ বানচাল না হইয়া পড়ে তাহার ব্যবস্থা স্বরূপ উভয় পক্ষের সাহস অটুট রাখার জন্য আল্লাহ তায়ালা এক কুদরতী কাজ করিলেন যে, কাফের পক্ষ ত মোসলেম বাহিনীকে স্বল্প দেখিলই যাহা প্রকৃত অবস্থা ছিল—হাযারের মোকাবিলায় তিনশত। কিন্তু আল্লার কুদরতে তিনশতের মোসলেম বাহিনীও হাজার সংখ্যার শত্রুপক্ষকে চাক্ষসরূপেই স্বল্প দেখিল, ফলে তাহারাও নির্ভীকভাবে অগ্রসর হইল এবং উভয় পক্ষে তীব্র যুদ্ধে পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত কাজ সম্পন্ন হইয়া গেল।

ছাহাবীগণের চরম কোরবাণী

এই অভিযানে রসুলুল্লাহ (দঃ) কোন সশস্ত্র বাহিনীর সহিত যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়া আসেন নাই—সেইরূপ সৈন্য সংখ্যাও নয়, অস্ত্রশস্ত্রও নয়। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় মোসলমানগণ মুখামুখী হইয়া পড়িল এমন এক দূর্দ্ধর্ষ শত্রু বাহিনীর যাহাদের সৈন্য সংখ্যা মোসলমান বাহিনীর তিন গুণের অধিক, অস্ত্রশস্ত্রের আধিক্যত বলারই নাই। এমতাবস্থায় মুসলিমদের মনের অবস্থা যে কিরূপ তাহা একটু চিন্তা করিলেই অনুমান করা যায়। অকস্মাৎ এমন পটপরিবর্ত্তন ঘটিবে, কে জানিত ? তাঁহারা আসিয়াছিলেন বণিক দলের নিরস্ত্র কাফেলাকে আক্রমন করিতে, আর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল দূর্দ্ধর্ষ শত্রুদের এক সশস্ত্র বাহিনী; তাহাদের মোকাবেলা করিতে মোসলমানগণ বাধ্য হইয়া পড়িয়াছেন। যুদ্ধ ছাড়া উপায় নাই; শত্রুত অস্ত্রহাতে ঘাড়ের উপর দণ্ডায়মান।

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রসুলুল্লাহ (দঃ)ও খুব চিন্তিত। তিনি ছাহাবীদিগের সহিত পুনরায় পরামর্শে বসিলেন। উক্ত সমাবেশে ছাহাবীগণের দৃঢ় মনোবল এবং সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া সারা দেওয়ার প্রতিজ্ঞা ও প্রস্তুতি দৃষ্টে রসুলুল্লাহ (দঃ) অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং উৎসাহ বোধ করিলেন।

১৪১৪। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, আমি মেক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাঃ)কে এমন একটি সুযোগ গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি যে, সেই সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণে আমি তাঁহার সাথী হইতে পারিলে দুনিয়ার যে কোন প্রকার ধন-সম্পদ লাভ করা অপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট হইতাম।

মেক্বাদাদ (রাঃ) বদর-জেহাদের দিন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সমীপে উপস্থিত হইলেন; তিনি মোশরেক শত্রুদের প্রতি আল্লার দরবারে বদদোয়া করিতেছিলেন। মেক্বদাদ রসুলুল্লাকে সান্ত্বনা দেওয়া উদ্দেশ্যে আরজ করিলেন, আমরা মূসা আলাইহেচ্ছালামের উম্মতের ন্যায় আপনাকে এইরূপ বলিব না যে, "আপনি স্বীয় প্রভু আল্লাকে সঙ্গে নিয়া উভয়ে রণাঙ্গণে যান এবং যুদ্ধ করুন, আমরা ত যাইতে পারিব না, আমরা এই স্থানেই বসিয়া থাকিব।"

আমরা আপনাকে ঐরূপ বলিব না, বরং আমরা আপনার ডানে বামে, সম্মুখে পেছনে—চতুষ্পার্শ্বে থাকিয়া যুদ্ধ চালাইব। (আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন.) তখন আমি দেখিলাম, তাঁহার এই উক্তি শ্রবণে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চেহারা মোবারক দ্বীপ্ত ও উজ্জল হইয়া উঠিল; তিনি উৎফুল্লিত হইলেন।

(আল্লার রসুলকে এইরূপ সন্তুষ্ট করার সুযোগ লাভ অতি বড় সৌভাগ্য, তাই আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) সেই সুযোগের সাথী হওয়ার অভিলাসী ছিলেন।)

ব্যাখ্যা ঃ—বদরের রণাঙ্গণেই প্রথম শত্রুর সঙ্গে মোসলমানদের যুদ্ধ ও লড়াই অনুষ্ঠিত হয়, ইতিপূর্ব্বে কোন অভিযানেই যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় নাই; তাই রণক্ষেত্রে মোসলমানগণের কার্য্যক্রম ও কার্য্যক্ষেত্রে তাহাদের মনোবল কিরূপ ও কতদূর দৃঢ় হইবে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার কোন সুযোগ এযাবৎ হইয়া ছিল না। বদরের জেহাদই উহার প্রথম সুযোগ এবং এই উপলক্ষে অবস্থার ভয়াবহতাও ছিল অত্যধিক। এতদ্দৃষ্টে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছাহাবিগণের পক্ষ হইতে সুস্পষ্ট আশ্বাস প্রাপ্তির আগ্রহ পোষণ করিতেছিলেন। বিশেষতঃ বদরের জেহাদেই মদিনাবাসি মোসলমান—আনছারগণের যোগদানের সর্ব্বপ্রথম জেহাদ ছিল এবং তথায় তাঁহাদের সংখ্যাই তিন চতুর্থাংশ ছিল; মাত্র

এক চতুর্থাংশ ছিলেন মোহাজের ছাহাবীগণ। হযরত (দঃ) সর্ব্বাধিক আগ্রহান্বিত ছিলেন—মদিনাবাসি আনছারগণের পক্ষ হইতে আশ্বাস পাইবার প্রতি।

পরামর্শ সভায় সর্ব্বপ্রথম আবুবকর (রাঃ) অতঃপর ওমর (রাঃ) বক্তৃতা প্রদান করিলেন, কিন্তু তাঁহারা ত পূর্ব্ব হইতেই সর্বোৎসর্গকারীরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অতঃপর আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত মেক্দাদ (রাঃ) স্বীয় বক্তব্য পেশ করিলেন, যাহাতে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) অত্যধিক উৎফুল্লিত হইলেন, কিন্তু এখনও তাঁহার মনের বাসনা পূর্ণ হইল না। কারণ, মদিনাবাসি আনছারগণ যাহাদের বক্তব্য শ্রবণের বিশেষ প্রতীক্ষায় তিনি ছিলেন, এখনও তাহাদের পক্ষ হইতে কিছু বলা হইয়াছিল না। তাই হযরত (দঃ) পুনরায় ঐরূপ আহ্বান জানাইলেন, তখন সকলেই অনুভব করিতে পারিলেন, তিনি আনছারগণের বক্তব্য শুনিতে চাহেন।

এইবার মদিনাবাসী সর্দ্দার সায়াদ ইবনে মোয়াজ (রাঃ) দাঁড়াইলেন, তিনি ঘোষণা করিলেন—امض يا رسول الله لما امرت به فنحن معك

"ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি আল্লার আদেশ পূরণে অগ্রসর হউন, নিশ্চয় নিশ্চয় আমরা সকলে আপনার সঙ্গে আছি।" এমনকি বিশেষ আনুগত্যের স্বীকৃতি ও প্রতিশ্রুতি দানার্থে তিনি ঘোষণা করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! (সুদূর ইয়ামান দেশ বা তৎনিকটস্থ—) বরকুলগেমাদ নামক স্থান পর্য্যন্ত পথ অতিক্রম করিতে আপনি আমাদিগকে আদেশ করিলে আমরা তাহাতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইব না। আপনি আমাদিগকে সমুদ্রে ঝাপাইয়া পড়িতে আদেশ করিলেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিব না। ইহা সত্য যে, আপনি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়া মদিনা হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু ঘটনাক্রমে পথিমধ্যে ভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। আপনি স্বীয় স্বাধীন মতে অগ্রসর হউন, সর্ব্বক্ষেত্রে আপনার সিদ্ধান্তই অনুসারিত হইবে। আমাদের ধন-সম্পদ হইতে যে পরিমাণ ইচ্ছা হয় আপনি কাজে লাগাইতে পারেন। আপনার গৃহীত অংশকে আমরা আমাদের নিকট অবশিষ্টাংশ অপেক্ষা অধিক মঙ্গলজনক গণ্য করিব।

অতঃপর সমস্ত সঙ্গী ছাহাবিগণই একবাক্যে বলিলেন—

لا نقول كما قالت بنو اسرائيل ولكن انطلق انت وربك انا معكم

বনী ইস্রাইলরা মুছা (আঃ)কে যেরূপ বলিয়াছিল—"আপনি ও আপনার খোদা দুই জনে যাইয়া যুদ্ধ করুন, আমরা এই স্থানেই বসিয়া থাকিব।" আমরা

আপনাকে ঐরূপ বলিব না। আমরা বলিব, আপনি স্বীয় প্রভুর সাহায্য লইয়া অগ্রসর হউন, আমরা সমবেত ভাবে আপনাদের সঙ্গে আছি। (ফতহুলবারী)

উল্লিখিত বাক্যে এবং আলোচ্য হাদীছে বনী ইস্রাঈলগণের যেই উক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, সেই উক্তির ঘটনা কোরআন শরীফে বর্ণিত আছে। হযরত মুছা (আঃ) ছয় লক্ষ বনী ইস্রাঈলকে লইয়া আল্লাহ তায়ালার আদেশে বায়তুল-মোকাদ্দাস শহর জয় করার উদ্দেশ্যে জেহাদ করার জন্য যাত্রা করিলেন। উক্ত শহরের অনতিদূরে যাইয়া বনী ইস্রাঈলরা সেই শহরবাসীদের শক্তি ও বীরত্বের কথা শুনিতে পাইল এবং মনোবল হারা হইয়া বসিয়া পড়িল, সম্মুখে অগ্রসর হইতে অস্বীকৃত হইল। এমনকি অনেক বুঝ-প্রবোধ দেওয়া হইলে তাহারা দৃঢ়তার সহিত অস্বীকৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ গোস্তাখী ও বে-আদবী সূচক উক্তিও করিল যে, হে মূসা। আপনি স্বীয় প্রভুকে লইয়া অগ্রসর হউন এবং উভয়ে যাইয়া যুদ্ধ করুন; আমরা ত এই স্থানেই বসিয়া পড়িলাম। এইরূপ অশোভন উক্তির ফলে তাহাদের প্রতি সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার গজব নাযেল হইয়াছিল। তাহারা যেই স্থানে পৌঁছিয়া এই কুকাণ্ড ও কু-উক্তি করিয়াছিল দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত সেই এলাকার মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া জীবন কাটাইতে তাহারা বাধ্য হইয়াছিল, চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে তথা হইতে বাহির হইয়া আসিতে সক্ষম হয় নাই। এই ঘটনার নানারূপ বিবরণ কোরআন শরীফের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

জেহাদের প্রারম্ভে আল্লার দরবারে রসুলুল্লার কাকুতি-মিনতির করুণ দৃশ্য

১৪১৫। হাদীছঃ— عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ اَللّٰهُمَّ اَنْشُدُكَ عَهْدَكَ

وَوَعْدَكَ اَللّٰهُمَّ اِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ فَاَخَذَ اَبُوْ بَكْرٍ بِيَدِهٖ فَقَالَ

حَسْبُكَ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُوْلُ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ-

অর্থঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বদর-জেহাদের দিন (তাঁহার জন্য তৈরী শিবিরে বসিয়া) দোয়া করিতে

ছিলেন—হে আল্লাহ। আমার সাহায্য সহায়তা সম্পর্কে অতীতে যে সব আশা-ভরসা দিয়াছ অদ্য উহা বাস্তবে পরিণত কর। হে আল্লাহ! তুমি ইচ্ছা করিলে (আমি এবং আমার সঙ্গী মোসলেম দলকে নিঃশেষ করিয়া দিতে পার, কিন্তু তাহা হইলে) তোমার বন্দেগীকারীর অস্তিত্ব ভূপৃষ্ঠ হইতে বিলীন হইয়া যাইবে।

এমতাবস্থায় আবু বকর (রাঃ) আসিয়া হযতের হাত ধরিলেন এবং বলিলেন, আপনি ক্ষান্ত হউন; যথেষ্ট দোয়া করিয়াছেন। তখন নবী (দঃ) এই আয়াত উচ্চারণ করিতে করিতে বাহিরে আসিলেন سيهزم الجمع و يولون الدبر "অচীরেই শত্রুদল পরাজিত হইবে এবং পশ্চাদপদ হইয়া পলায়ন করিবে।"

ব্যাখ্যা ঃ—বদরের রণাঙ্গণ সম্মুখে, যাহা ইসলামের জীবনে প্রথম রণাঙ্গণ; এত বড় শত্রু সেনাদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত শক্তিও মোসলমানদের নাই। মোসলমানগণ ভয়ঙ্কর অবস্থার সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছে; উহার জন্য পূর্ব্ব প্রস্তুতি ছাড়া বরং অনিচ্ছা সত্ত্বে উহার সহিত তাহারা জড়িত হইয়া পড়িয়াছে।

রণাঙ্গণের এক প্রান্তে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য একটি শিবির তৈরী করা হইয়াছে, তিনি তথায় বসিয়া এসব ভয়াবহ অবস্থার চিন্তায় মগ্ন। তিনি রণাঙ্গণের শুধু সর্বাধিনায়কই ছিলেন না বরং সর্বোৎসর্গকারী সঙ্গী দলটি একমাত্র তাঁহারই ইঙ্গিত ইশারা ও আদেশে ঘর-বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সুদূর পথের মধ্যে এই বিপদাবস্থার সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছে। ইহা সত্য যে, তিনি আল্লার সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল, তিনি আল্লাহ তায়ালার অতি প্রিয় পাত্র। কিন্তু ইহাও বাস্তব যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ বে-নিয়াজ, তাঁহার ইচ্ছাই ইচ্ছা, সেই মহান দরবারে বাধ্যবাধকতার প্রশ্ন নাই। তদুপরি ইহাও বাস্তব কথা যে, "مقربين را بيش بود حيرانى" নৈকট্য প্রাপ্তদের আতঙ্ক অধিক হইয়া থাকে। এই সব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রসুলুল্লাহ (দঃ) বিচল ও বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু বিচলতা তাঁহাকে তাঁহার প্রভু আল্লাহ তায়ালার দরবারেই উপস্থিত করিল, তিনি সাধারণ অবস্থার বিপরীত—দাঁড়াইয়া দোয়া করা আরম্ভ করিলেন এবং দোয়া করাকালীন হস্তদ্বয় এত অধিক উত্তোলন করিলেন যে, কাঁধ হইতে তাঁহার চাদর পিছলিয়া পড়িয়া গেল। তিনি নগ্ন বদনে হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া দোয়া করিতে লাগিলেন এবং ঘন ঘন اللهم—হে আল্লাহ। اللهم—হে আল্লাহ। বলিয়া দয়ার সমুদ্রে বাণ সৃষ্টি করার চেষ্টা করিলেন। প্রাণের সকল আবেগ মিশাইয়া উচ্চৈঃস্বরে মোনাজাত করিতে লাগিলেন—

اَللّٰهُمَّ اَنْجِزْلِىْ مَا وَعَدْتَنِىْ

হে আল্লাহ! আমাকে প্রদত্ত সমস্ত ওয়াদা আজ বাস্তবে পরিণত কর। اللهم ات ما وعدتنى হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যে সমস্ত ওয়াদা ও আশা দিয়াছ আজ বাস্তব জগতে তুমি আমাকে তাহা দান কর—ফলাফল আজ আমাকে প্রদান কর। اللهم لا تخذلنى হে আল্লাহ! আমাকে আশ্রয়চ্যুত করিও না।

এতদ্ভিন্ন হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) উপস্থিত সঙ্কট মুহূর্ত্তের ভয়াবহ অবস্থার চিত্রকে তুলিয়া ধরিয়া চরম ব্যাকুলতার সহিত আল্লাহকে ডাকিলেন—

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ قُرَيْشٌ اَتَتْ بِخُيَلَائِهَا وَفَخْرِهَا تُجَادِلُ وَتُكَذِّبُ

رَسُوْلَكَ اَللّٰهُمَّ فَنَصْرَكَ الَّذِىْ وَعَدْتَنِىْ -

"হে আল্লাহ! কোরায়েশ শত্রু সেনাদল গর্ব্ব, অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতায় পরিপূর্ণ হইয়া তোমার সত্য ধর্ম্মকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য আসিয়াছে, তাহারা তোমার প্রেরিত রসুলকে অস্বীকার করতঃ তাঁহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামিয়াছে; হে আল্লাহ! তোমার প্রতিশ্রুত সাহায্য প্রার্থনা করি।"

এইরূপে বিভিন্ন প্রকারে তিনি দোয়া করিতে লাগিলেন, এমনকি তিনি অতি কাতর স্বরে কাকুতি মিনতি করিয়া ইহাও বলিলেন—হে আল্লাহ! এই মুষ্টিমেয় মুসলিম জামাতকে যদি আজ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়া না লও, তবে ভূপৃষ্ঠ হইতে তোমার এবাদৎ-বন্দেগীকারীদের নাম-নেশান নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। হে আল্লাহ! ভাগ্যের পরিহাসে এই নগণ্য দলটির বিলুপ্তি যদি তোমার ইচ্ছা হইয়া পড়ে তবে দুনিয়ার বুকে তোমার গোলামী বন্ধ হইয়া যাইবে।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এরূপ অস্বাভাবিক অস্বস্তির অবস্থা দৃষ্টে আবু বকর (রাঃ) স্থির থাকিতে পারিলেন না; শান্তনা ও প্রবোধ দানে তাঁহাকে বারণ করিতে চেষ্টা করিলেন, এমনকি তিনি তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, আপনি স্বীয় পরওয়ারদেগার সমীপে যতদূর বলিয়াছেন অধিক বলিয়াছেন—ইহাই যথেষ্ট। রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় স্কন্ধে যেই দায়িত্বের বোঝা অনুভব করিতেছিলেন আবু বকর সিদ্দিকের উপর উহার এক শতাংশ বোঝাও ছিল না। তাই আবু বকর(রাঃ) স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার সুযোগ পাইতেছিলেন।

অতঃপর হয়ত আল্লার পক্ষ হইতে সান্ত্বনার কোন ইঙ্গিত পাইয়া হযরত (দঃ) পবিত্র কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণীর একটি আয়াত উৎফুল্লকণ্ঠে তেলাওয়াত করিতে করিতে শিবির হইতে বাহির হইলেন— سيهزم الجمع ويولون الدبر "অচিরেই শত্রুদল পরাজিত হইবে এবং পশ্চাৎপদ হইয়া পলায়নে বাধ্য হইবে।"*

এইসব ব্যবস্থায় তাঁহার অস্বস্তির লাঘব ঘটিল বটে, কিন্তু অবস্থার ভয়াবহতা দৃষ্টে এখনও তিনি আল্লার দরবারে ফরিয়াদ করা হইতে ক্ষান্ত হইলেন না। আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করিয়াছেন, বদরের জেহাদের দিন যুদ্ধ চলাকালীন আমি যুদ্ধ করিয়া মধ্যভাগে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অবস্থান স্থানে উপস্থিত হইলাম; দেখিতে পাইলাম, তিনি সেজদায় পতিত আছেন— يا حى يا قيوم হে চীর জীবন্ত! হে সর্ব্ববিষয়ের সংস্থাপক ও ব্যবস্থাপক! এইরূপে তিনি আল্লাহ তায়ালাকে ডাকিতেছিলেন। আমি পুনরায় উপস্থিত হইলাম এইবারও তাঁহাকে সেজদারতই দেখিতে পাইলাম।

বদর-জেহাদে আল্লার বিশেষ সাহায্য

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ -

অর্থ—নিশ্চয় তোমাদের স্মরণ আছে, বদর-জেহাদে তোমরা নিতান্ত দুর্ব্বল, শক্তি-সামর্থহীন ছিলে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি বিশেষ বিশেষ সাহায্য

---

* জেহাদের বিধান প্রবর্ত্তনের, বরং হিজরতেরও বহু পূর্ব্বে মক্কায় অবস্থান কালে মোসলমানদিগকে শান্তনা দান পূর্ব্বক ভবিষ্যদ্বাণী রূপে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই আয়াতের মর্ম্ম ও সংবাদটি তখন মোসলমানদের নিকট খুবই আশ্চার্য্যজনক ছিল। এমনকি এই আয়াত শুনিয়া তখন ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! কোন, লোকদের পরাজিত হওয়ার ও পশ্চাদপদে পলায়ন করার সংবাদ ইহা? তখন মোসলমানগণ ভাবিতেও পারে নাই যে, মক্কার দুর্দ্ধর্ষ পাষণ্ডরা মোসলমানদের হাতে পরাজিত হইবে এবং পশ্চাদপদে পলায়ন করিবে—এইরূপ অলৌকিক ঘটনাও কোন সময় ঘটিবে।

বদরের দিন আল্লাহ তায়ালার দরবারে কান্নাকাটি করিয়া শিবির হইতে বাহির হইয়া আসার প্রাক্কালে উৎফুল্ল কণ্ঠে উক্ত আয়াত তেলাওয়াত পূর্ব্বক হযরত (দঃ) পুরাতন ভবিষ্যদ্বাণী মোসলমানদের স্মরণে আনিয়া দিলেন। ইহাতে ইঙ্গিত ছিল যে, সেই আশাতীত ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হওয়ার দিন উপস্থিত হইয়া গিয়াছে।

দান করিয়াছিলেন। অতএব তোমরা আল্লাহ্ তায়ালার ভয় ও ভক্তি সঞ্চয় কর তবেই তোমরা কৃতজ্ঞ গণ্য হইবে। (৪ পাঃ ৫ রুঃ)

সর্ব্বপ্রথমে সাহায্য ছিল ফেরেশতা বাহিনীর অবতরণ। প্রথমে এক হাজার ফেরেশ্‌তা প্রেরণের সুসংবাদ জ্ঞাত করান হয়, অতঃপর তিন হাজার ফেরেশতা প্রেরণের প্রস্তাব দান করা হয়, অতঃপর একটি বিশেষ সংবাদ বাস্তবে পরিণত হওয়ার ভিত্তিতে পাঁচ হাজার ফেরেশতার সাহায্যের ঘোষণা করা হয়।

ফেরেশতা বাহিনী অবতরণ প্রসঙ্গটি আধুনিক পরিবেশে সমর্থিত হওয়া সহজ বা কঠিন, সেই বিতর্ক হইতে অব্যাহতি পাওয়া গিয়াছে, যেহেতু এই প্রসঙ্গটি স্পষ্টরূপে বিস্তারিত ভাবে কোরআন শরীফে উল্লেখিত আছে।

(১)......فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِيْنَ

অর্থ—বদরের জেহাদ উপলক্ষে যখন তোমরা স্বীয় পালনকর্ত্তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছিলে তখন তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়া এই সুসংবাদ জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, আমি তোমাদিগকে সাহায্য করিব—এক সহস্র ফেরেশতা পাঠাইয়া, যাঁহারা সারিবদ্ধরূপে অবতরণ করিবে। (৯ পাঃ ১৫ রুঃ)

(২)......اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ

অর্থ—ঐ সময়টি চিরস্মরণীয়; যখন আপনি মোসলমানগণকে (সান্ত্বনা দানে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে জ্ঞাত হইয়া) বলিতেছিলেন, তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নহে যে, তোমাদের প্রভু তোমাদিগকে তিন সহস্র ফেরেশতা প্রেরণে সাহায্য করিবেন যাঁহারা এই কার্য্যের জন্যই অবতারিত হইবেন।

(৩)......يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ -

অর্থ—তিন সহস্র ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যের জন্য যথেষ্ট, তবুও যদি তোমরা আপদ-বিপদে দৃঢ় মনোবল লইয়া কাজ করিতে থাক আল্লাহ তায়ালার ভয় ও ভক্তির উপর স্থির থাক এবং শত্রু পক্ষের অধিক সাহায্য এই মুহূর্ত্তে আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে তোমাদের প্রভু তোমাদের সাহায্য করিবেন—পাঁচ হাজার পদকধারী ফেরেশতা বাহিনী দ্বারা। (উভয় আয়াত ৪ পাঃ ৪ রুঃ)

কুরজ্ ইবনে জাবের নামক কাফের সর্দ্দারের পরিচালনাধীনে একটি বাহিনী শত্রু পক্ষের সাহায্যার্থে আসিবার সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। যদ্দরুন মোসলমানগণের মধ্যে বিচলতা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা স্বাভাবিক ছিল, তাই সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে ঐ অবস্থায় অধিক সাহায্যের আশ্বাস প্রদান করা হয়। শেষ পর্য্যন্ত শত্রু পক্ষের ঐ সাহায্য আসে নাই।

ফেরেশতা বাহিনীর অবতরণের উদ্দেশ্য এই ছিল না যে, তাঁহারা সরাসরি যুদ্ধ করিয়া কাফেরদেরকে পরাজিত করিবেন। নতুবা তাঁহারা যেরূপ শক্তিবান, তাঁহাদের একজনই ঐ উদ্দেশ্যের জন্য যথেষ্ট। এক জিব্রাঈল (আঃ) দ্বারা আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্ত্তী বহু শক্তিশালী উম্মতকে ধ্বংস করিয়াছেন। যদি প্রত্যক্ষরূপে ঐশ্বরিক শক্তির দ্বারাই কাফেরদেরকে ধ্বংস করা উদ্দেশ্য হইত তবে আল্লাহ তায়ালা যে কোন মুহূর্ত্তে সারা বিশ্বের কাফেরকে ধ্বংস করিতে পারেন।

বস্তুতঃ এখানেও প্রত্যক্ষরূপে মোসলমানদের সংগ্রামের মাধ্যমেই কাফেরদিগকে পরাজিত করার উদ্দেশ্য ছিল। অবশ্য জাগতিক অন্যান্য কার্য্যাবলীর ন্যায় এই উপলক্ষেও পরোক্ষভাবে আল্লাহ তায়ালা মোসলমানগণকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। ফেরেশতা অবতরণ সংবাদে মোসলমানদের মনোবল সুদৃঢ় হইয়া ছিল; বিপদকালে মনোবল সুদৃঢ় রাখার ব্যবস্থাও একটি অতি বড় সাহায্য।

সাধারণতঃ ফেরেশতাগণ যুদ্ধে লিপ্ত হন নাই বরং তাঁহাদের আগমন বার্ত্তায় এবং তাঁহাদের আধ্যাত্মিক আকর্ষণের প্রতিক্রিয়ায় মোসলমানদের মনোবল দৃঢ় রহিয়াছে। এই কারণেই সংখ্যার আধিক্য অবলম্বিত হইয়াছিল, কারণ সংখ্যার আধিক্যের দ্বারা মনোবলের উপর প্রতিক্রিয়া হওয়া সাধারণ ও স্বভাবগত সত্য।

উল্লেখিত বিষয়টি একাধিক স্থানে কোরআন শরীফে স্পষ্ট উল্লেখ হইয়াছে। দুই একটি শব্দের সামান্য পরিবর্ত্তনে দুই স্থানে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ إِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ -

অর্থ—ফেরেশতা প্রেরণ প্রসঙ্গটি আল্লাহ তায়ালা একমাত্র এই উদ্দেশ্যে অবলম্বন করিয়াছিলেন যেন তোমরা ইহাকে একটি সুসংবাদরূপে গ্রহণ কর এবং ইহা দ্বারা তোমাদের মনোবল সুদৃঢ় হয়। (৪পাঃ ৪ রুঃ এবং ৯ পাঃ ১৫ রুঃ)

ফেরেশতাগণ প্রত্যক্ষ যুদ্ধের জন্য অবতীর্ণ হন নাই বটে, কিন্তু স্থান বিশেষে কাফেরকে আঘাত করার ঘটনা হাদীছে বর্ণিত আছে এবং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতেও ইহার আদেশ ছিল। কোরআন শরীফে উল্লেখ আছে—

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَٰئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا

سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ......

অর্থ—আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাগণের প্রতি নির্দ্দেশ পাঠাইতে ছিলেন যে, (মোমেনদের সাহায্যে) আমিও তোমাদের সঙ্গে আছি। তোমরা মোমেনগণের মনোবল দৃঢ় রাখিতে সচেষ্ট হও, আমি শত্রুপক্ষ কাফেরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করিয়া দিতেছি। তোমরা প্রয়োজন ক্ষেত্রে কাফেরদের গর্দ্দানের উপর এবং অঙ্গ সমূহের প্রতিটি জোড়-স্থলে আঘাত করিও। কাফেরদের বিরুদ্ধে এইসব ব্যবস্থা এই জন্য যে, তাহারা আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে ; যাহারা আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে ভীষণ শাস্তি প্রদান করিবেন। (৯ পাঃ ১৬ রুঃ)

মোছলেম শরীফে এই শ্রেণীর একটি প্রত্যক্ষ ঘটনা বর্ণিত আছে—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বদরের রণাঙ্গনে মোসলমান এক ব্যক্তি কোন এক মোশরেক ব্যক্তির পিছনে ধাওয়া করিতেছিল, হঠাৎ তিনি চাবুকাঘাতের শব্দ শুনিতে পাইলেন এবং কোন একজন অশ্বারোহীর শব্দও শুনিতে পাইলেন—اقدم حيزوم "চল হায়যুম।" বলিয়া ঘোড়া হাঁকাইতেছেন, ("হায়যুম" ঘোড়ার নাম)। সঙ্গে সঙ্গে মোসলমান ব্যক্তি দেখিতে পাইলেন মোশরেক ব্যক্তি ভূলুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। অতঃপর দেখিতে পাইলেন কোড়াঘাতের ন্যায় তাহার নাকের উপর আঘাতের চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে এবং তাহার চেহারার চামড়া বিদীর্ণ হইয়া সম্পূর্ণ স্থানটি বিষাক্ত রং ধারণ করিয়াছে। এতদ্দৃষ্টে মোসলমান ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, ইহা সত্য ঘটনা ; তৃতীয় আকাশ হইতে প্রেরিত একজন ফেরেশতার দ্বারা এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে।

১৪১৬। হাদীছ :— عن رفاعة بن رافع جاء جبرئيل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون اهل بدر فيكم قال من افضل المسلمين قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة -

অর্থ—রেফাআ (রাঃ)এর বর্ণনা, একদা জিব্রাঈল (আঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা বদরের জেহাদে যোগদানকারী মোসলমানগণকে কিরূপ গণ্য করেন ? নবী (দঃ) বলিলেন, তাঁহারা সর্ব্বোত্তম মোসলমান গণ্য হইয়া থাকেন। জিব্রাঈল (আঃ) বলিলেন, তদ্রূপ ফেরেশতাগণের মধ্যেও বদর-জেহাদে যোগদানকারী ফেরেশতা, ফেরেশতাগণের মধ্যে সর্ব্বোত্তম গণ্য হইয়া থাকেন।

১৪১৭। হাদীছ :— عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر هذا جبرائيل اخذ برأس فرسه عليه اداة الحرب -

অর্থ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বদর-রণাঙ্গনে সুসংবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন—ঐ দেখ, জিব্রীল (আঃ) (তোমাদের সঙ্গে) রণ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া আছেন।

(২) বদরের জেহাদ উপলক্ষে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে মোসলমানদের প্রতি আরও একটি বিশেষ রহমত নাযেল হইয়াছিল। বদর এলাকার যে প্রান্ত মদিনার বিপরীত দিক ছিল, উহা ছিল উত্তম—উহার জমীন ছিল বসবাস ও চলাফেরার উপযোগী ; প্রস্তরময়ও নহে বালুকাময়ও নহে এবং তাহার সংলগ্ন স্থানে কূপ আকারের একটি ঝরণা ছিল, তাই সেই প্রান্তে পানির অভাবও ছিল না। পক্ষান্তরে মদীনার দিকে যেই প্রান্ত ছিল উহা ছিল বালুকাময় চলাফেরার অনুপযোগী এবং তথায় পানিরও কোন ব্যবস্থা ছিল না।

শত্রু সেনাদল মদিনার বিপরীত দিক হইতে অর্থাৎ মক্কার দিক হইতে আগন্তুক এবং তাহারা পূর্ব্বাহ্নেই সেই এলাকায় উপস্থিত হইয়াছে তাই তাহারা উত্তম প্রান্ত দখল করিয়া বসিয়াছে। মোসলমানগণ বাধ্য হইয়া দ্বিতীয় প্রান্তে অবস্থানরত হন। সেই প্রান্তে সকল রকমেরই অসুবিধা ও কষ্ট-ক্লেশ। তদুপরি অজুর জন্যও পানি পাওয়া যাইতেছিল না, কাহারও ফরজ গোসলের

আবশ্যক হইলে গোসলের পানিও পাওয়া যাইতেছিল না। এইসব কারণে সকলের মনেই বিষণ্ণতার ভাব, তদুপরি শয়তান কোন কোন ব্যক্তির মনে এরূপ অছ্‌অছার সৃষ্টি করিল যে, তোমরাই যদি সত্য পথের পথিক ও আল্লাহ তায়ালার প্রিয়পাত্র হইতে তবে আজ তোমাদের ভাগ্যে এই দুর্ভোগ কেন? অথচ তোমাদের শত্রুপক্ষ পানি ইত্যাদির কারণে সচ্ছলতার স্ফুর্ত্তি ও আনন্দে রহিয়াছে। তাহারা অপেক্ষায় আছে যে, তোমরা পিপাসায় মৃত্যুবরণ করিতে বাধ্য হইবে।

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে অতি সহজে এই কষ্ট লাঘবের সুব্যবস্থা করা হইল। রাত্রি বেলায় প্রবল বারিপাত হইল। যদ্দরুন মোসলমানগণের বালুকাময় অবস্থান-ভূমির বালুকারাশি জমাট বাঁধিয়া আরামের সহিত চলাফেরার উপযোগী হইয়া গেল। পক্ষান্তরে শত্রু সেনার অবস্থান-ভূমি যাহা সাধারণ মাটির এলাকা ছিল এবং নীচু ছিল তথায় প্রবল বারিপাতের পানি জমিয়া যাওয়ার দরুন ঐ এলাকা কর্দ্দমাক্ত ও পিচ্ছিলে পরিণত হইয়া চলাফেরার অনুপযোগী হইয়া দাঁড়াইল। তদুপরি শত্রুসেনার এই দুর্ভোগের সুযোগে মোসলমানগণ সেই এলাকার অভিজ্ঞ ছাহাবী হোবাব ইবনুল মোনজের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরামর্শে গভীর রাত্রে শত্রু সেনার নিকটস্থ পানির প্রধান কেন্দ্রকে নিজ দখলে আনিয়া অন্যান্য পানির কূপগুলিকে নষ্ট করিয়া দিতে সক্ষম হইলেন।

এই ব্যবস্থায় শত্রুদের সকল সুযোগ-সুবিধা নষ্ট হইল এবং মোসলমানগণ সমস্ত কষ্ট-ক্লেশ হইতে রক্ষা পাইয়া সুখ ভোগের অধিকারী হইলেন। এই প্রসঙ্গটি আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন।

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ......

অর্থ—আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিতেছিলেন তোমাদিগকে পবিত্র করার জন্য এবং শয়তানের কু-অছ্‌অছা তোমাদের হইতে দূরীভূত করার এবং তোমাদের মনোবল সুদৃঢ় করার জন্য এবং (বালুর উপর চলাফেরায় সুবিধা ও রণাঙ্গনে) তোমাদের পদস্থিতির ব্যবস্থার জন্য। (৯পাঃ ১৬রুঃ)

বদর যুদ্ধে ইবলিস শয়তানের ভূমিকা ঃ

ইসলামের ক্ষতি সাধন বেলায় অনেক ক্ষেত্রে ইবলিস-শয়তান মানুষ আকৃতিতে ইসলামদ্রোহীদের মধ্যে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে প্ররোচিত করার

এবং প্রত্যক্ষ পরামর্শ দানের বিভিন্ন ঘটনা ইতিহাসে পাওয়া যায়। যেমন, যেই ঘটনা উপলক্ষে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হিজরত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল সেই ঘটনায় ইবলিস-শয়তানের ঐরূপ ভূমিকার ইতিহাস রহিয়াছে।

ইসলামের অগ্রগতিতে ক্ষুব্ধ হইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিরুদ্ধে কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যাপারে মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ রুদ্ধদারে গোপন পরামর্শের জন্য তাহাদের জাতীয় মিলনায়তনে একত্রিত হইল। সেই মুহূর্ত্তে ইবলিস-শয়তান আরবের প্রসিদ্ধ এলাকা "নজদ" নিবাসী সর্দ্দার মানুষের আকৃতিতে তথায় উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ সম্মেলন-প্রতিনিধীরা তাহাকে বাধা দিল; সে বলিল, আপনারা কি বিষয়ে পরামর্শ করিবেন তাহা আমি অবগত আছি এবং সে সম্পর্কে আমি আপনাদের উত্তম সাহায্যকারী হইব। এতদশ্রবণে তাহারা তাহাকে "শায়খে-নজ্‌দী" নজদনিবাসী মুরব্বি আখ্যাদানে স্বাদরে বরণ করিল এবং সে তাহাদের মধ্যে বিশিষ্ট আসন লাভ করিল। আলোচনায় প্রথম প্রস্তাব এই আসিল যে, মোহাম্মদকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) কোন নির্জ্জন কক্ষে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হউক। শায়খে-নজদী এই প্রস্তাবে বাধা দিয়া বলিল, এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে; তাহার বংশ বনু-হাসেমরা তাহাকে ছিনাইয়া নিয়া যাইবে। দ্বিতীয় প্রস্তাব আসিল যে, তাঁহাকে দেশান্তর করিয়া দেওয়া হউক। শায়খে-নজদী এই প্রস্তাবেও বাধা দিয়া বলিল, অন্য দেশে যাইয়া সে এই কাজই করিবে এবং শক্তি সঞ্চয় করিয়া তোমাদেরকে আক্রমণ করার ব্যবস্থা করিবে।

অতঃপর মক্কার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্দ্দার আবু-জহল প্রস্তাব করিল যে, তাঁহাকে হত্যা করা দরকার, কিন্তু যে কেহ একা তাঁহাকে হত্যা করিলে তাঁহার বংশধরেরা প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে। সুতরাং মক্কা এবং উহার পার্শ্ববর্ত্তী এলাকার সকল গোত্র হইতে এক একজন লোক সকলে একত্রিত এক সঙ্গে তাঁহার উপর আঘাত হানিয়া তাঁহাকে হত্যা করা হউক। এমতাবস্থায় এতগুলি গোত্র হইতে প্রতিশোধ নেওয়া কাহারও পক্ষে সম্ভব হইবে না; ক্ষতিপূরণ দিতে হইলে সম্মিলিত রূপে তাহা আদায় করাও সহজ হইবে। এই প্রস্তাবে ইবলিস-শয়তান শায়খে-নজদী সমর্থন ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করিল এবং উহা কার্য্যকরী করিতে সকলকে প্ররোচিত করিল। পবিত্র কোরআনে এই পরামর্শের উল্লেখেই বলা হইয়াছে—

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ -

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ -

"একটি স্মরণীয় মুহূর্ত্ত—যখন কাফেররা আপনার সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিতেছিল; আপনাকে অবরুদ্ধ করিবে বা হত্যা করিবে কিম্বা দেশান্তর করিবে। (হত্যা কার্য্যকরী করার) তদবির তাহারা করিতে লাগিল, আর আল্লাহ (তাহাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার) তদবির করিলেন। আল্লাহ সর্ব্বোত্তম তদবিরকারী।" (৯ পাঃ ১৮ রুঃ)

বদর-যুদ্ধ উপলক্ষেও ইবলিস-শয়তান মানুষ আকৃতিতে কাফেরদের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিল। কোরেশদের পড়শী কেনানা গোত্র; তাহারাও বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তিশালী। তাহাদের বিশিষ্ট সর্দ্দার "সোরাকা।" ইবলিস-শয়তান সেই সোরাকা সর্দ্দারের আকৃতিতে কোরেশ বাহিনীর মধ্যে উপস্থিত হইল এবং আবুজহল ও হারেছা নামীয় বিশিষ্ট দলপতিদের কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া হাত ধরাধরিরূপে তাহাদের সঙ্গে চলিতে লাগিল। আর তাহাদেরে উত্তেজিত ও উৎসাহ দান করিয়া যাইতে লাগিল। এমন কি রণাঙ্গনেও সে দলপতিদের সহিত ঐরূপে ছুটাছুটি করিতে এবং সৈন্যবাহিনীর উৎসাহ যোগাইতেছিল। মোসলমানদের পক্ষে যখন ফেরেশতাদের অবতরণ হইল এবং ইবলিস-শয়তান তাহার নিজ স্বাভাবিক দৃষ্টিতে ফেরেশতা দেখিতে পাইল তখন সে পলায়ন করিল। এই ঘটনার উল্লেখ পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে—

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ

النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ - فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ

وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ -

"একটি স্মরণীয় ঘটনা—শয়তান কোরেশ বাহিনীকে তাহাদের কার্য্যে প্রেরণা যোগাইতেছিল এবং তাহাদিগকে উৎসাহ দানে বলিতেছিল, আজ মোসলেম বাহিনী কেন কোন বাহিনীই তোমাদের উপর জয়ী হইতে পারিবে না;

(তোমাদের শক্তি অতুলনীয়।) আমি তোমাদের সাহায্য দানে উপস্থিত আছি। কোরেশ দলপতিরা তাহাকে কেনানা গোত্রীয় সর্দ্দার সোরাকা ভাবিতেছিল; তাই এই কথার মূল্য তাহাদের নিকট অনেক বেশী ছিল এবং ইহাতে তাহারা অত্যাধিক উৎসাহবোধ করিতেছিল। যখন রণাঙ্গনে উভয়ে মুখামুখী হইল তখন ইবলিস-শয়তান পশ্চাদমুখী পলায়ন করিল এবং বলিল, আমি তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ করিলাম। তোমারা যাহা দেখিতেছনা (তথা ফেরেশতা) আমি তাহা দেখিতেছি। (সে মিছামিছি ইহা বলিয়া তাহাদের সঙ্গ ত্যাগের জন্য ভান করিল যে,) আমি আল্লার ভয়ে ভীত; আল্লার আজাব অতি কঠিন। (১০ পাঃ ২ রুঃ)

বদরের জেহাদে মোসলমানদের সৈন্য সংখ্যা

১৪১৮। হাদীছ ঃ—ছাহাবী বরা ইবনে আজেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমাকে ও আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে বদরের জেহাদে যোগদানের অনুমতি প্রাপ্তির জন্য (রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে) উপস্থিত করা হইলে পর আমরা (জেহাদের অনুপযুক্ত) ছোট পরিগণিত হইলাম।

তিনি আরও বর্ণনা করিয়াছেন, বদরের জেহাদে যোগদানকারীদের মধ্যে ষাট জনের কিছু অধিক ছিলেন মোহাজের এবং বাকী দুইশত চল্লিশ জনের কিছু অধিক ছিলেন আনছার—মদিনাবাসী ছাহাবিগণ।

১৪১৯। হাদীছ ঃ—ছাহাবী বরা ইবনে আজেব (রাঃ) আরও বর্ণনা করিয়াছেন, বদরের জেহাদে মোসলমানদের সর্ব্বমোট সৈন্য সংখ্যা ঐ পরিমাণই ছিল, যে পরিমাণ "তালুৎ"-এর সৈন্য সংখ্যা ছিল। ইহা সর্ব্ববিদিত যে, তালুতের সঙ্গে শুধু খাঁটি মোমেনগণই যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সংখ্যা তিনশত দশের কিছু অধিক ছিল।

ব্যাখ্যা—"তালুৎ"-এর ঘটনাটি কোরআন শরীফে দ্বিতীয় পারার সর্ব্বশেষ দুইটি রুকুতে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত মূসা আলাইহেচ্ছালামের যুগের পরের ঘটনা। তখন শিমবীল আলাইহেচ্ছালাম নবীর যুগ। তাঁহার উম্মতগণের উপর জেহাদ ফরজ হইল এবং জেহাদ পরিচালনার জন্য তাহাদের মধ্য হইতে সৎ ও দৈহিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক দিক দিয়া উন্নত এবং এলম ও জ্ঞানে সুমহান "তালুৎ" নামক ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নির্দ্দেশে বাদশা নিয়োজিত হইলেন। অনেক বাক-বিতণ্ডার পর আল্লাহ তায়ালা দলিল প্রমাণে ঐ ব্যক্তির প্রাধান্য ও মহত্ব প্রমাণিত করিয়া সমস্ত লোককে তাহার আনুগত্যে বাধ্য করিলেন।

অতঃপর তিনি তৎকালীন "জালুৎ" নামক কাফের বাদশার বিরুদ্ধে জেহাদে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে সত্তর হাজার লোক ছিল। পথিমধ্যে আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে একটি ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন করিলেন। তখন অতিশয় গরমের মৌসুম ছিল এবং ভীষণ উত্তাপ ও প্রখর রৌদ্র ছিল ; দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া সকলেই পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। এমতাবস্থায় তাহাদের বাদশা তালুৎ আল্লাহ তায়ালার নির্দ্দেশ ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, অনতিদূরেই তোমাদের সম্মুখে একটি নদী উপস্থিত হইবে এবং আল্লাহ তায়ালা উহাকে তোমাদের পরীক্ষার বস্তু সাব্যস্ত করিয়াছেন। যে ব্যক্তি উহার পানিতে মুখ লাগাইবে না বা অতি সামান্য—মাত্র এক অঞ্জলি পান করিবে একমাত্র সেই ব্যক্তিই আমার সঙ্গে জেহাদে যাইবার উপযুক্ত ও খাঁটী মোমেন সাব্যস্ত হইবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অধিক পানি পান করিবে সে জেহাদে যোগদানের অনুপযুক্ত সাব্যস্ত হইবে এবং আমার সঙ্গে যাইতে পারিবে না।

সত্য সত্যই ঐ ভীষণ অবস্থায় তাহাদের সম্মুখে একটি নদী উপস্থিত হইল। তখন পূর্ব্ব সতর্ককরণ সত্ত্বেও সকলেই পেট পূরিয়া ঐ পানি পানে লিপ্ত হইল এবং সেখানেই ধরাশায়ী হইয়া পড়িয়া রহিল ; সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারিল না।

শুধু মাত্র তিন শত দশের কিছু অধিক— তিনশত তের সংখ্যক লোক ঐরূপ পানি পানে বিরত রহিলেন এবং একমাত্র তাঁহারাই স্বীয় বাদশাহ তালূতের সহিত ঐ নদী অতিক্রম করিয়া গন্তব্যস্থলে পৌছিতে সক্ষম হইলেন। কোথায় ছিল সত্তর হাজার আর কোথায় হইল তিন শত তের জন! কিন্তু যেহেতু তাঁহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া খাঁটি মোমেন প্রমাণিত হইয়াছিলেন, তাই তাঁহারা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত ও সাহায্য লাভ করিলেন। আল্লাহ তায়ালার কুদরতে অলৌকিকরূপে শত্রু পক্ষের স্বয়ং বাদশাহ জালূৎ রণাঙ্গনে নিহত হইল এবং মুষ্টিমেয় লোকের মোকাবেলায় বিরাট শত্রু সেনাদল পরাজিত হইল।

ছাহাবী বরা ইবনে আযেব (রাঃ) উল্লেখিত ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলেন, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবিগণের মধ্যে ইহা প্রসিদ্ধ ছিল যে, বদরের জেহাদে যোগদানকারী মোসলমানদের সংখ্যা ঠিক ঐ পরিমাণই ছিল যেই পরিমাণ লোক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ খাঁটি মোমেন সাব্যস্ত হইয়া তালুতের সঙ্গে জেহাদে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা সংখ্যায় তিনশত দশ জনের কিছু অধিক ছিলেন এবং খাঁটি মোমেন ছিলেন এবং আল্লাহ

তায়ালার বিশেষ রহমত ও সাহায্য লাভ করতঃ বিরাট শত্রু সেনাদলকে পরাজিত করিয়া জয় ও সাফল্য লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বদরের জেহাদে মোসলমানদের সংখ্যা এবং অবস্থাও ঠিক তদ্রূপই ছিল।

যুদ্ধ আরম্ভ

রমজান মাসের ১৭ তারিখ শুক্রবার দিন, আজ বদরের ময়দানে মোসলমান ও কাফেরদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। একটি উঁচু টিলার উপর একটি তাঁবু বা শিবির তৈয়ার হইয়াছে; তথা হইতে রণাঙ্গনের সমুদয় দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আবুবকর (রাঃ)কে সঙ্গে নিয়া সেই শিবিরে অবস্থানরত। মদিনার প্রধানতম সর্দ্দার সায়াদ ইবনে মোয়াজ (রাঃ) উন্মুক্ত তরবারি হস্তে সেই শিবির পাহারা দিতেছেন।

এদিকে রণাঙ্গনের দুই প্রান্তে উভয় পক্ষের সেনাবাহিনী সারিবদ্ধ রূপে রণাঙ্গনে অবতরণে প্রস্তুত। সর্ব্বপ্রথম কাফের শত্রু দলের মধ্যে হইতে রবিয়ার দুই পুত্র—(১) শায়বা ও (২) ওত্‌বা এবং ওত্‌বার পুত্র—(৩) অলীদ এই তিন ব্যক্তি উন্মুক্ত তরবারী হস্তে হুঙ্কার মারিয়া ময়দানের মধ্যস্থলে চলিয়া আসিল এবং মোসলমানদের প্রতি সংগ্রামে অবতরণের হাঁক দিল। তৎক্ষণাৎ মোসলমানদের পক্ষ হইতে আনছার—মদিনাবাসী তিন জন যুবক ছাহাবী তাহাদের প্রত্যুত্তরে অগ্রসর হইলেন—আফ্‌রা (রাঃ) নাম্নী ছাহাবীয়ার দুই পুত্র—(১) আউফ (রাঃ), (২) মোয়াজ (রাঃ) এবং (৩) আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)। কাফেররা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কাহারা? তাঁহারা গর্ব্বভরে স্বীয় পরিচয় দান করিলেন, আমরা মদিনার আনছার দল। কাফেররা বলিল, আমরা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য আসি নাই; এই বলিয়া তাহাদের একজন চীৎকার করিল, হে মোহাম্মদ! আমাদের সমকক্ষ ও স্ববংশধরগণকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করুন। তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় চাচা হামযা (রাঃ) ও চাচাত ভাই আলী (রাঃ) এবং ওবায়দা (রাঃ)কে অগ্রসর হইতে নির্দ্দেশ দিলেন।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নির্দ্দেশক্রমে তাঁহারা রণে ঝাপাইয়া পড়িলেন। ওবায়দা (রাঃ) ওত্‌বা ইবনে রবিয়ার প্রতি, হামযা (রাঃ) শায়বা ইবনে রবিয়ার প্রতি এবং আলী (রাঃ) অলীদ ইবনে ওতবার প্রতি আক্রমণ চালাইলেন। আল্লাহ তায়ালার দ্বীন—ইসলামের জন্য জেহাদের

সর্ব্বপ্রথম দৃশ্য ইহা এবং (বোধ হয়) এই তিন জনের মধ্যে আলী (রাঃ) প্রথম আক্রমণকারী ছিলেন। আলী (রাঃ) সেই দৃশ্যের প্রতিই ইঙ্গিত করিতেছেন।

১৪২০। হাদীছঃ— আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলিতেন, খোদাদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তায়ালার দরবারে নালিশ দায়ের করার সুযোগ হইবে তখন আমি (এই উম্মতের) সর্ব্বপ্রথম নালিশ দায়েরকারী হইব। (এই শ্রেণীর সংগ্রামের সর্ব্বপ্রথম যোদ্ধা তিনি।)

১৪২১। হাদীছঃ—বিশিষ্ট ছাহাবী আবু জর গেফারী (রাঃ) শপথ করিয়া বলিতেন, هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ "এই দুইটি সংগ্রামকারী দল তাহাদের বিরোধ হইতেছে—তাহাদের স্বীয় সৃষ্টিকর্ত্তা সম্পর্কে"। উক্ত আয়াতে যেই দুইটি দলের উল্লেখ হইয়াছে উহার একটি হইতেছে—(১) হাম্‌যা (রাঃ), (২) আলী (রাঃ), ও (৩) ওবায়দা ইবনুল হারেছ (রাঃ) এবং অপরটি হইতেছে তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী (১) ওত্‌বা, (২) শায়বা, ও (৩) অলীদ ইবনে ওত্‌বা; যাহারা বদরের রণাঙ্গনে সর্ব্বপ্রথম সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

উল্লেখিত ছয় জনের সংগ্রামে মুহূর্ত্তের মধ্যেই হাম্‌যা (রাঃ) স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বী শায়বা ইবনে রবিয়াকে এবং আলী (রাঃ) স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বী অলীদকে বধ করিতে সমর্থ হন। ওবায়দা (রাঃ) ও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ওত্‌বা তাহাদের আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ চলিতে থাকে এবং উভয়েই আহত হয়। হাম্‌যা (রাঃ) ও আলী (রাঃ) নিজ নিজ প্রতিদ্বন্দ্বীকে খতম করিয়া ওবায়দা রাজিয়াল্লাহু আনহুর সাহায্যে অগ্রসর হইলেন এবং ওতবাকে বধ করিয়া ফেলিলেন। ওবায়দা (রাঃ)কে মারাত্মকরূপে আহত অবস্থায় রণাঙ্গন হইতে নিয়া আসা হইল। তাঁহার পায়ের নলা কাটিয়া গিয়াছিল, হাড়ের ভিতরের মগজ বহিয়া পড়িতেছিল, এমতাবস্থায় তাঁহাকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত করা হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—اَشَهِيدٌ اَنَا يَا رَسُولَ اللهِ

ইয়া রসুলাল্লাহ। আমি কি শহীদ গণ্য হইব? হযরত (দঃ) বলিলেন—হাঁ নিশ্চয়ই। এই প্রসঙ্গে ওবায়দা (রাঃ) একটি বয়েতও বলিয়াছিলেন—

وَنُسْلِمُهُ حَتّٰى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ × وَنَذْهَلُ عَنْ اَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ

"আমরা নিজ নিজ পরিবার পরিজনকে, সন্তান সন্ততিকে এবং সব কিছুর মায়াকে অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিয়া নিজেকে আল্লার রসুলের চরণে বিলাইয়া

দিয়াও তাঁহার সমর্থন করিয়া যাইব—তাঁহাকে শত্রুর কবলে ফেলিয়া পশ্চাদপদ হইব না। অতঃপর তিনি আরও দুইটি বয়েত রচনা করতঃ আবৃত্ত করিলেন—

فان يقطعوا رجلى فانى مسلم × ارجى بة عيشا من الله عاليا

শত্রুপক্ষ আমার পা কাটিয়া ফেলিয়াছে বটে, কিন্তু (আমি তাহাতে মোটেই দুঃখিত নহি, কারণ) আমি মোসলমান (দ্বীন-ইসলামের পথে আমি এই আঘাত বরণ করিয়াছি,) আমি এই কার্য্যের অছিলায় আল্লাহ তায়ালার নিকট বহু উন্নত ও মর্য্যাদাসম্পন্ন জীবন লাভের আশা পোষণ করিতেছি।

والبسنى الرحمن من فضل منة - لباسا من الاسلام غطى المساويا

করুণাময় আল্লাহ তায়ালা আমাকে নিজ করুণাবলে ইসলামের ভূষণে ভূষিত করিয়াছেন, যদ্দ্বারা আমার পূর্ব্বকৃত সমুদয় পাপ মোচন হইয়া গিয়াছে।

পাঠকবর্গ! ওবায়দা (রাঃ) জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে যেই উদ্দেশ্য ও মনোভাবের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন উহার দ্বারাই জেহাদ-ফি-ছাবিলিল্লাহ্‌র তাৎপর্য্য অনুভূত হয় এবং জেহাদ ও জাগতিক স্বার্থের যুদ্ধ করার মধ্যে বিরাট পার্থক্য প্রমাণিত হয়।

যুদ্ধের প্রাথমিক পর্য্যায়টি এই দৃশ্য ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে উভয় দলের পরস্পর আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইল। শত্রু পক্ষ প্রতিশোধের মনোভাবে উন্মাদ হইয়া উঠিল। মোসলমানগণও বিজয়ের সূচনায় অনুপ্রাণিত হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত প্রতিরোধ ও শত্রু নিপাতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। এইরূপে উভয় পক্ষ দলবদ্ধরূপে সম্মিলিতভাবে পরস্পর তীব্র আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ চালাইতে লাগিল। এক হাজার শত্রুসেনা মুষ্টিমেয় তিন শত মোসলেম বাহিনীর উপর এক সঙ্গে হিংস্র পশুর ন্যায় লাফাইয়া পড়িল। রসুলুল্লাহ (দঃ) শিবিরে বসিয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া ও সাহায্য প্রার্থনা করিতেছিলেন। সময় সময় রণক্ষেত্রের আবশ্যকীয় আদেশাবলীও দিতে ছিলেন।

১৪২২। হাদীছঃ—আবু উসাইদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বদরের জেহাদের দিন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সকলকে এই নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন যে, শত্রুরা নিকটবর্ত্তী আসিয়া পৌঁছিলে (তথা তীরের পাল্লায় আসিলে পর) তীর নিক্ষেপ করিবে। (দূর হইতে তীর নিক্ষেপ করতঃ) তীরের অপচয় করিবে না।

যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইলে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক মুষ্টি ধূলিকঙ্কর উঠাইলেন এবং شاهت الوجوه —"চেহারা সমূহ ধ্বংস

হউক” বলিয়া শক্রদলের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। আল্লাহ তায়ালার কুদরতের শান—এক সহস্র শক্রর কোন একজনও রেহাই পাইল না যাহার চোখে পাথরের কঙ্কর প্রবেশ না করিল। আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে উক্ত ঘটনা সম্পর্কেই বলিয়াছেন— وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى আপনি যখন (ধূলিকঙ্কর) নিক্ষেপ করিয়াছিলেন তখন বস্তুতঃ আপনি নিক্ষেপ করিয়া ছিলেন না, বরং আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। (৯ পাঃ ১৬ রুঃ)

শক্র সেনারা চোখ কচ্‌লানোর মধ্যে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল ; ইত্যবসরে মোসলমানগণ তাহাদের উপর ভীষণ আক্রমণ চালাইয়া তাহাদিগকে হত্যা ও বন্দী করিতে লাগিলেন। মূল দলপতি আবু জহল এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ সহ সত্তর জন নিহত হইয়া গেল, সত্তর জন বন্দী হইল ; অবশিষ্টরা হতভম্ভ হইয়া পলায়নের চেষ্টায় লাগিয়া গেল। এইরূপে বিরাট শক্তিশালী শক্রদলের পরাজয়ের উপর বদর-জেহাদের সমাপ্তি ঘটিল।

যুদ্ধের ফলাফল :

বদরের জেহাদ উপলক্ষে মোসলমানের পক্ষে চৌদ্দজন লোক শহীদ হইয়া ছিলেন। তন্মধ্যে কতিপয় লোক এরূপও ছিলেন যাঁহারা রণক্ষেত্রে যুদ্ধাবস্থায় শহীদ হইয়াছিলেন না বরং অজ্ঞাত বা অপ্রস্তুতাবস্থায় শক্রর আকস্মিক আক্রমণের কবলে পতিত হইয়া শহীদ হইয়াছিলেন। আর কতক এরূপ ছিলেন যাঁহারা রণাঙ্গণে আহত হইয়াছিলেন অতঃপর সেই আঘাতেই প্রাণ ত্যাগ করেন, যেমন ওবায়দা (রাঃ)—তিনি প্রথমে আহত হইয়াছিলেন। যুদ্ধ অবসানের তিন দিন পর রণ এলাকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথিমধ্যে “ছাফরা” নামক স্থানে তিনি প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। উক্ত চৌদ্দ জনের মধ্যে ছয় জন ছিলেন মোহাজের এবং আট জন আনছার। মোসলমানগণের পক্ষে কেহ বন্দী হন নাই।

শক্র দল—মোশরেকদের পক্ষে রণাঙ্গণের মধ্যেই সত্তর জন নিহত হয়। তন্মধ্যে মক্কার অন্যতম প্রধান, ইসলামের সর্ব্বপ্রধান শক্র আবু জহল ও উমাইয়া ইবনে খলফ এবং মক্কার অন্যান্য সর্দ্দাররা ছিল। কারণ এই যুদ্ধে মক্কার সর্দ্দার সকলেই যোগদান করিয়াছিল এবং সকলেই নিহত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন সত্তর জন বন্দী হইয়াছিল, তন্মধ্যে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চাচা আব্বাস এবং জামাতা আবুল আছ্‌ও ছিলেন।

১৪২৩। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বাইতুল্লাহ শরীফের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কোরায়েশ গোত্রীয় অতিশয় দুষ্কৃতিকারী—শায়বা, ওতবা, অলীদ এবং আবু জহলের প্রতি অভিশাপ করিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, আমি শপথ পুর্ব্বক সাক্ষ্য দিতেছি—ঐ নামীয় ব্যক্তিদেরকে বদরের রণাঙ্গনে নিহত হইয়া বিকৃত অবস্থায় দেখিয়াছি। বদরের জেহাদের দিনটি ভীষণ উত্তপ্ত দিন ছিল, তাই মৃতদেহ গুলি অল্প সময়েই বিকৃত হইয়া গিয়াছিল।

আবু জহল নিহত হওয়ার ঘটনা ঃ

১৪২৪। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বদরের রণাঙ্গনে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আবুজহলের অবস্থা জ্ঞাত হওয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করতঃ বলিলেন, আবুজহলের কি অবস্থা তাহা কেহ তদন্ত করিয়া আসিতে পার কি? তখন ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) উহার খোঁজে বাহির হইলেন এবং একস্থানে তাহাকে পতিত দেখিতে পাইলেন। মদিনাবাসী আফরা (রাঃ) নাম্নী ছাহাবিয়ার যুবক পুত্রদ্বয় ভীষণ আঘাতে আহত করিয়া তাহাকে মুমূর্ষ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) নিকটে আসিলেন এবং তাহার দাড়ি ধরিয়া (তাহার চেতনা আনিলেন এবং গর্দ্দানের উপর পা রাখিয়া) বলিলেন, তুই-ইত সে আবুজহল? (হে আল্লার দুশমন আজ আল্লাহ তায়ালা তোকে সঠিকরূপে অপদস্থ করিয়াছেন।) আবুজহল উত্তর করিল, (আমি কি অপদস্থ হইয়াছি?) নিহতদের মধ্যে আমার তুল্য সর্দ্দার কেহ আছে কি? অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) তাহার মাথা কাটিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত করিলেন।

১৪২৫। হাদীছ ঃ—আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বদরের রণাঙ্গনে যখন সকলকে সারিবদ্ধাকারে প্রস্তুত করা হইল তখন আমি আমার ডানে বামে তাকাইলাম এবং উভয় পার্শ্বেই দুইটি যুবক--ছেলে বয়সের লোক দেখিতে পাইলাম। এতদ্দৃষ্টে আমি নিজেকে নিরাপদ ভাবিতে পারিলাম না, (কারণ রণাঙ্গনের মধ্যে শক্তিশালী লোকদের মধ্যে থাকা এক প্রকার নিরাপদ অবস্থা গণ্য হইয়া থাকে)। এমতাবস্থায় হঠাৎ তাহাদের মধ্য হইতে একজন অপরজন হইতে গোপন রাখিবার উদ্দেশ্যে আমাকে কানে কানে বলিল,

আবুজহল কোন্ লোকটি তাহা আমাকে দেখাইয়া দিবেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আবুজহলকে চিনিতে পারিয়া তুমি কি করিবে ? সে উত্তর করিল, আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট এই অঙ্গিকার করিয়াছি যে, সে আমার দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর আমি তাহাকে হত্যা করিব কিম্বা সেই চেষ্টায় নিজে মৃত্যুবরণ করিব। অতঃপর তাহাদের মধ্য হইতে দ্বিতীয় যুবকটিও ঐরূপে নিজ সঙ্গী হইতে গোপন রাখিবার উদ্দেশ্যে আমার কানে কানে ঐরূপ উক্তিই করিল; এতচ্ছ্রবনে আমি ঐ যুবকদ্বয়ের কারণে এত অধিক সন্তুষ্ট হইলাম যে, দুইজন প্রাপ্ত বয়স্ক বীর পুরুষের মধ্যস্থলে অবস্থানেও আমি ততটুকু সন্তুষ্ট হইতাম না। অতঃপর আমি আবুজহলকে দেখিতে পাইয়া ঐ যুবকদ্বয়কে তাহার প্রতি ইশারা করিয়া দেখাইলাম। যুবকদ্বয় তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি বাজের ন্যায় ক্ষিপ্রতার সহিত উড়িয়া ছুটিল। এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহাকে ভীষণ আঘাতে ধরাশায়ী করিল।

ঐ যুবকদ্বয় মদিনাবাসী আফরা (রাঃ) নাম্নী মহিলার দুই পুত্র মোয়ায এবং মোয়াওয়ায। (তাঁহার আরও পাঁচটি ছেলে—মোট সাতটি ছেলে বদরের রণাঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন।) আবুজহল মদিনাবাসী লোকের হাতে মৃত্যুতে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল, কৃষক ভিন্ন অন্য কাহারও হাতে মৃত্যু ঘটিলে ভাল হইত। (মদিনা কৃষি প্রধান দেশ তথাকার অধিকাংশ অধিবাসী কৃষক।)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আবুজহলের হত্যাকারীরূপে বিভিন্ন হাদীছে চার জনের নাম পাওয়া যায়—(১) আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (২) মোয়াজ ইবনে আফ্‌রা (৩) মোয়াওয়ায ইবনে আফ্‌রা (৪) মোয়াজ ইবনে আম্‌র-ইবনুল জমূহ। শেষোক্ত নামটি বোখারী শরীফ ৪৪৪ পৃষ্ঠার হাদীছে উল্লেখ আছে। সেই হাদীছে ইহাও বর্ণিত আছে, ২ এবং ৪নং যুবকদ্বয় আবুজহলকে ধরাশায়ী করিয়া উভয়ে সানন্দে হযরতের নিকট সুসংবাদ নিয়া ছুটিয়া আসিল। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে কে তাহাকে হত্যা করিয়াছে ? তাহারা উভয়ে দাবী করিল, আমি হত্যা করিয়াছি। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের তরবারি তাহার খুনের রক্ত হইতে পরিষ্কার করিয়াছ কি ? তাহারা বলিল, না। হযরত (দঃ) উভয়ের তরবারি দেখিয়া বলিলেন, তোমরা উভয়েই হত্যায় অংশগ্রহণকারী। অতঃপর আবুজহলের পরিধেয় মূল্যবান লৌহবর্ম, লৌহ শিরস্ত্রান ইত্যাদি ৪নং যুবককে পুরস্কার দিলেন। অতএব মনে হয়, ৪নং যুবকই আবুজহলকে ভূলুণ্ঠিতকারী মূল আঘাত করিয়াছিল; ২ ও ৩ নং

যুবকদ্বয়ও ছোটখাট আঘাত করায় অংশীদার ছিল, আর ১নং ছাহাবী আসিয়া ধরাশায়ী মুমূর্ষ আবুজহলের মাথা কাটিয়াছিলেন।

● নিহত আবুজহলের পরিধেয় চিজ-বস্তুগুলি হযরত (দঃ) হত্যাকারীকে পুরষ্কার দিয়াছিলেন; আর তাহার উটটি বিশিষ্ট উট ছিল, উহার নাকে রৌপ্যের কড়া ছিল; সেই উটটি হযরত (দঃ) নিজে গ্রহণ করিয়া উহাকে পোষিয়া রাখিয়াছিলেন। বদর যুদ্ধের চার বৎসর পর ষষ্ঠ হিজ্‌রী সনে হযরত (দঃ) যখন সর্ব্বপ্রথম মদিনা হইতে মক্কায় ওম্‌রাব্রত সমাপনে যাইতেছিলেন তখন ঐ উটটিকে মক্কায় আল্লার নামে কোরবানী করার জন্য নিয়াছিলেন।

আবুজহলের তরবারিটিও হযরত (দঃ) গ্রহণ করিয়াছিলেন। উহাই হযরতের প্রসিদ্ধ "জুল-ফাক্কার" নামীয় তরবারি। হযরত দুনিয়া ত্যাগের পূর্ব্বে উক্ত তরবারি আলী (রাঃ)কে দিয়াছিলেন। তাঁহার পরে উহা হোসায়ন রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ব্যবহারে ছিল। ঐতিহাসিক কারবালার জেহাদে উহা তাঁহার হস্তে ছিল। তিনি শহীদ হইলে পর ঐ তরবারিখানা তাঁহার নাবালক পুত্র জয়নুল আবেদীনের হস্তগত হইয়াছিল যাহার উল্লেখ নিম্নের হাদীছে রহিয়াছে।

১৪২৬। হাদীছ ঃ—হোসায়ন রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পুত্র আলী—জয়নুল আবেদীন (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহারা হোসায়ন রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শহীদ হওয়ার পর এযীদের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছিল; তথা হইতে যখন মদিনায় উপনীত হইলেন তখন বিশিষ্ট ছাহাবী মেসওয়ার (রাঃ) তাঁহার প্রতি অনুরক্তি প্রকাশে বলিলেন, আপনাদের কোন প্রয়োজন থাকিলে আমাকে আদেশ করিতে পারেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, এখন কোন প্রয়োজন নাই। অতঃপর তিনি বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তলোয়ারখানা আপনাদের নিকট রহিয়াছে, উহা আমার নিকট দিয়া দিন; আমার ভয় হয়, লোকেরা উহা আপনার হাত হইতে ছিনাইয়া নিয়া যাইবে। কসম খোদার উহা আমার নিকট থাকিলে যাবৎ আমার জান থাকিবে কেহ উহার নিকটে আসার প্রয়াস পাইবে না। (৪৩৮ পৃঃ)

উমাইয়া ইবনে খলফের মৃত্যু ঃ

উমাইয়া-ইবনে-খলফও মক্কার একজন সর্দ্দার ছিল। বেলাল রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু পূর্ব্বে তাহারই ক্রীতদাস ছিলেন। বেলাল রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উপর যে সকল অমানুষিক অত্যাচার হইয়াছিল সেই সব অত্যাচারের

পরিচালক ছিল এই উমাইয়া-ইবনে-খলফ। তাহার মর্ম্মান্তিক অত্যাচারে জর্জ্জরিত ও হৃদয়বিদারক অবস্থায় পতিত বেলাল (রাঃ)কে অতঃপর আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ) তাহার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া আযাদ ও মুক্ত করিয়াছিলেন।

১৪২৭। হাদীছঃ—আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, উমাইয়া ইবনে খলফের সঙ্গে আমি এইরূপ একটি চুক্তি স্থির করিয়াছিলাম যে, আমার মক্কাস্থিত ধন-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ সে করিবে এবং মদিনাস্থিত তাহার ধন-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ আমি করিব। যখন এই চুক্তিপত্র লিখিত হইতেছিল তখন আমার ইসলামী নাম আবদুর রহমান লিখিতে সে আপত্তি উত্থাপন করিল এবং বলিল, আমরা "রহমান" কে জানি না। আপনাকে পূর্ব্বের নাম লিখিতে হইবে। আমি বাধ্য হইয়া আমার পূর্ব্ব নাম "আবদু আমর" লিখিলাম।

(তাহার সঙ্গে আমার একটি চুক্তি থাকায় আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল।) বদর রণাঙ্গনে শত্রু পক্ষের দলে সেও উপস্থিত ছিল। (রণাঙ্গনের ফলাফল দৃষ্টে তাহার প্রাণ রক্ষার্থে) তাহাকে লুকাইয়া রাখার উদ্দেশ্যে রাত্রি বেলা যখন সকলে নিদ্রামগ্ন ছিল তখন তাহাকে লইয়া আমি পর্ব্বতমালার দিকে যাইতে লাগিলাম। হঠাৎ বেলাল (রাঃ) তাহাকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া ফেলিলেন এবং তিনি দ্রুত একদল মদিনাবাসী ছাহাবির নিকট পৌঁছিয়া তাহাদিগকে উত্তেজিত করিলেন যে, উমাইয়া ইবনে-খলফের দিকে ছুটিয়া চলুন; উমাইয়া-ইবনে-খলফের ন্যায় দুষ্কৃতিকারী আজিকার দিনে রক্ষা পাইলে আমার জীবন বৃথা। বেলাল রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ডাকে একদল আনছার ছাহাবী সাড়া দিলেন এবং তাঁহারা আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন।

আমি যখন দেখিলাম—তাহারা আমাদের নিকটবর্ত্তী আসিয়া পৌঁছিয়াছেন তখন আমি আমাদের তৃতীয় সঙ্গী উমাইয়া ইবনে-খলফের পুত্রকে পিছনে ছাড়িয়া দিলাম। ভাবিলাম, তাঁহারা ইহাকে হত্যা করিয়া ক্ষান্ত হইবে, কিন্তু তাঁহারা উহাকে হত্যা করিয়া পুনঃ আমাদের দিকে অগ্রসর হইলেন। উমাইয়া অতিশয় মোটা ছিল; দ্রুতবেগে চলিতে পারিত না। অবশেষে তাঁহারা আমাদিগকে পাইয়া ফেলিলেন। আমি কোন গতিক না দেখিয়া উমাইয়াকে বলিল'ম, তুমি হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়। অতঃপর আমি নিজ দেহ দ্বারা তাহাকে আবৃত করিয়া লইলাম, যেন তাঁহারা তাহাকে আঘাত করার সুযোগ না পায়, কিন্তু তাঁহারা তলদেশে তরবারি ঢুকাইয়া তাহাকে আঘাত করতঃ মারিয়া ফেলিলেন।

নিহত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ঃ

মোছলেম শরীফে বর্ণিত আছে, ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বক্ষণে রাত্রিবেলা রণাঙ্গণের বিভিন্ন স্থানকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া আমাদিগকে দেখাইলেন এবং বলিলেন, هذا مصرع فلان غدا ان شاء الله ইনশা আল্লাহ ইহা আগামীকল্য অমুকের নিহত হওয়ার স্থান هذا مصرع فلان ইহা অমুকের নিহত হওয়ার স্থান। এইরূপে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের প্রত্যেকের নামে এক একটি স্থান দেখাইয়া ছিলেন।

ওমর (রাঃ) শপথ করিয়া বলিয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নির্দ্দেশিত স্থান সমূহের মধ্যে কিঞ্চিৎমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

যুদ্ধের পর ঃ

১৪২৮। হাদীছ ঃ—আবু তালহা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যুদ্ধ শেষে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শত্রুদলের নিহতদের মধ্য হইতে সরদার শ্রেণীর চৌদ্দ জন লোকের লাশকে নিকটস্থিত গর্ত্তাকারের একটি কদর্য কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করার আদেশ দিলেন। সেমতে উক্ত লাশ সমূহ কূপে নিক্ষিপ্ত হইল। অতঃপর হযরত (দঃ) তথায় তিন দিন অবস্থান করিলেন; সাধারণতঃ যুদ্ধ জয়ের পর রণক্ষেত্রে হযরত (দঃ) তিন দিন অবস্থান করিতেন।

তৃতীয় দিন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় হানবাহনকে প্রস্তুত করার আদেশ করিলেন, এবং পদব্রজে অগ্রসর হইলেন; ছাহাবিগণ তাঁহার সঙ্গেই আছেন। সকলেরই ধারণা, তিনি কোন উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি ঐ কূপের কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইলেন যেই কূপের মধ্যে কাফেরদের লাশ স্তুপকৃত ছিল। অতঃপর তিনি ঐ সকল ব্যক্তির নাম ও তাহাদের পিতার মাম উল্লেখ পূর্ব্বক এক একজন করিয়া এইরূপে ডাকিলেন—

يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ اَيَسُرُّكُمْ اَنَّكُمْ اَطَعْتُمُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا -

"হে অমুকের পুত্র অমুক! এখনত নিশ্চয় অনুভব করিতেছ যে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলের ফরমাবদারী ও আনুগত্য তোমাদের জন্য চরম ও পরম সন্তুষ্টি

লাভের বস্তু ছিল। আমরা অকুণ্ঠ চিত্তে বলিতেছি, আমাদের সম্পর্কে প্রভু পরওয়ারদেগারের সমুদয় প্রতিশ্রুতি আমরা বাস্তবায়িত পাইয়াছি। তোমাদের সম্পর্কে প্রভু-পরওয়ারদেগারের যেসব ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, তাহা কি তোমরা বাস্তবে রূপায়িত পাইয়াছ?" ওমর (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ!

مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ لَهَا

"আত্মাহীন দেহ সমূহকে আপনি কি অর্থে সম্বোধন করিতেছেন?

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ

لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ لَكِنْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُجِيبُونَ -

যেই সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার হস্তে আমি মোহাম্মদের প্রাণ তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার বক্তব্যকে তোমাদের তুলনায় তাহারা কম শ্রবণ করিতেছে না। অবশ্য তাহারা উত্তর দানে অক্ষম।

ব্যাখ্যা ঃ—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) মৃত কাফের সরদারগণকে যে প্রশ্নবোধক উক্তি দ্বারা সম্বোধন করিয়াছিলেন উহা কোরআন শরীফ হইতে উদ্ধৃত। ছুরা আ'রাফের মধ্যে উহা বেহেশত ও দোযখবাসীদের প্রশ্নোত্তররূপে বর্ণিত হইয়াছে—

وَنَادَى أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ أَصْحٰبَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا

رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا - قَالُوْا نَعَمْ......

অর্থ—বেহেশতবাসিগণ দোযখীদিগকে ডাকিয়া বলিবেন, আমরা আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের প্রতিশ্রুতি সমূহকে বাস্তবে রূপায়িত পাইয়াছি, তোমরাও প্রভু-পরওয়ারদেগারের ভীতিজনক ভবিষ্যদ্বাণী সমূহকে বাস্তবে রূপায়িত পাইয়াছ কিনা? তাহারা উত্তর করিবে, হাঁ—সব কিছুই বাস্তবে রূপায়িত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে এক চীৎকারকারী (ফেরেশতা) চীৎকার করিয়া বলিবে, আল্লার অভিশাপ স্বৈরাচারীদের উপর যাহারা আল্লার দীনের রাস্তা হইতে লোকদিগকে বিরত রাখিবার চেষ্টা করিয়া থাকিত এবং উহার মধ্যে দোষ-ত্রুটি আবিষ্কারের সন্ধানে থাকিত এবং তাহারা আখেরাতকে অস্বীকার করিত। (৮ পাঃ ১২ রুঃ)

মৃত ব্যক্তি শ্রবণ করিতে পারে কি না, সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। আয়েশা (রাঃ) এবং বহু বিশিষ্ট তাবেয়িগণের মত এই যে, মৃত ব্যক্তি শ্রবণশক্তি রাখে না, তাই সে শুনিতে পারে না। ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রশ্নের উত্তরে মৃত কাফেরগণের শ্রবণ করা সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (দঃ) যাহা বলিয়াছেন সেই সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) এই স্থানে দুইটি কথা উল্লেখ করিয়াছেন; (১) বিশিষ্ট তাবেয়ী কাতাদা (রঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উক্ত ঘটনায় সম্বোধিত কাফেররা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উক্তি শ্রবণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু ইহা সাধারণ নিয়ম নহে, একমাত্র ঐ ঘটনার একটি বিশেষত্ব। আল্লাহ তায়ালা নিহত কাফেরগণকে অপদস্থ, লাঞ্ছিত ও ভৎ‍র্সিত করার জন্য রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উক্তি শ্রবনের শক্তি তাহাদিগকে সাময়িকরূপে দান করিয়াছিলেন। (২) আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই স্থানে শ্রবণ করা অর্থ অনুভব ও উপলব্ধি করা।

মদিনা প্রত্যাবর্ত্তনের পথে ঃ

অতঃপর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিজয়ীরূপে গণিমতের মাল তথা রণক্ষেত্রে প্রাপ্ত ধন-সম্পদ এবং বন্দিগণ সহ মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য যাত্রা করিলেন। বন্দীদের মধ্যে দুই ব্যক্তি ইসলামের ও হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এরূপ ঘোর শত্রু এবং প্রকাশ্যে কুৎসা রটনাকারী ছিল যে, তাহাদের সংশোধনের সম্ভাবনা মোটেই ছিল না। পথিমধ্যেই তাহাদের উভয়কে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইল। এতদ্ভিন্ন পথিমধ্যেই গণিমতের মালকে আল্লাহ তায়ালার আদেশানুসারে রসুলুল্লাহ (দঃ) বণ্টন করিলেন। প্রত্যেক অশ্বারোহী সৈনিককে পদাতিকের দ্বিগুণ দেওয়া হইল এবং যাঁহারা এরূপ ছিলেন যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নির্দ্দেশে কোন কার্য্যে নিয়োজিত থাকায় রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না, যেমন—ওসমান (রাঃ), এইরূপ লোকদিগকেও গণিমতের অংশ দেওয়া হইল।

১৪২৯। হাদীছ ঃ—যোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বদরের জেহাদ উপলক্ষে মোহাজেরগণের পক্ষে গণিমতের মাল সর্ব্ব মোট একশত ভাগ ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—গণিমতের মাল সমূহকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে মোহাজের যোদ্ধাগণের জন্য একশত ভাগ গণ্য করা হয়। গণিমতের মাল হইতে জাতীয় ধন ভাণ্ডার—বায়তুল মালের জন্য এক পঞ্চমাংশ রাখার

বিধানানুসারে ঐ একশত ভাগ হইতে কুড়ি ভাগ বায়তুল মালের জন্য থাকে। রণক্ষেত্রে শুধুমাত্র তিনটি ঘোড়া ছিল যাহা একমাত্র মোহাজেরগণেরই ছিল, সেই অশ্বারোহী সৈনিকগণকে ঘোড়া বাবদ অতিরিক্ত তিন অংশ দেওয়া হয়। রণক্ষেত্রে উপস্থিত মোহাজেরগণের সংখ্যা ছিল ষাটের ঊর্দ্ধে এবং কতেকজন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নির্দ্দেশক্রমে অন্য কার্য্যে নিয়োজিত থাকায় রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না, উভয় রকমের সর্ব্ব মোট সংখ্যা ছিল সাতাত্তর,* তাঁহাদের প্রত্যেককে এক এক অংশ দেওয়া হয়, এইরূপে মোহাজের-গণের পক্ষে একশত ভাগ পরিগণিত হয়। (৭৭+২০+৩=১০০)

১৪৩০। হাদীছ ঃ— আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বদর জেহাদের গণিমতের মাল হইতে আমার অংশে আমি একটি উট পাইয়াছিলাম। এতদ্ভিন্ন (আমার অত্যন্ত জরুরত ছিল বলিয়া) সাধারণ জাতীয় ধন-ভাণ্ডারের অংশ হইতে আমাকে অপর একটি উটও দেওয়া হয়। বদর-জেহাদের পরই নবী-কন্যা ফাতেমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার সঙ্গে আমার শুভ পরিণয়ের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল; বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য আমি এক ইহুদী কর্ম্মকারের সঙ্গে এই চুক্তিতে শরীক হইলাম যে, আমরা উভয়ে জঙ্গল হইতে এজ্‌খের (এক প্রকার উদ্ভিদ যাহা কর্ম্মকারগণ জ্বালানীরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে) বহন করিয়া আনিব এবং উহা কর্ম্মকারগণের নিকট বিক্রি করিব। আমার উদ্দেশ্য এই যে, ঐ আয়ের দ্বারাই আমি বিবাহের অলিমার ব্যবস্থা করিব।

একদা ঐ কার্য্যে যাত্রা করিবার জন্য স্বীয় উটদ্বয়কে অন্য এক মদিনাবাসী ছাহাবীর গৃহের পার্শ্বে বাঁধিয়া আমি দড়ি, বস্তা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে ছিলাম। ঐ সবের ব্যবস্থা করিয়া উটদ্বয়ের নিকট আসিয়া দেখিলাম, উটদ্বয় মৃত; কে বা কাহারা উহাদের পিঠের কুঁজ কাটিয়া ফেলিয়াছে এবং উহাদের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া কলিজা ইত্যাদি বাহির করিয়া ফেলিয়াছে।

এই দৃশ্য দেখিয়া আমি আমার চোখের পানি থামলাইতে পারিলাম না, দর দর করিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইল। আমি নিকটস্থিত লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই কার্য্য কে করিয়াছে? সকলেই উত্তর করিল, হামযা (রাঃ) করিয়াছেন, তিনি ঐ নিকটবর্ত্তী ঘরের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। ঐ ঘরের মধ্যে একদল

---

* আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কর্ত্তৃক এই সংখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। (ফৎহুল বারী)

মদিনাবাসী ছাহাবীর সঙ্গে তিনি মদ্য পান করিতেছিলেন* তিনি জ্ঞানহীন অবস্থায় এক গায়িকার উস্কানিতে উত্তেজিত হইয়া এই কার্য্য করিয়াছেন।

আলী (রাঃ) বলেন, এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার নিকট তাঁহার পোষ্য যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ) ছিলেন। আমার বাহ্যিক বিষণ্ণতা দৃষ্টে হযরত (দঃ) আমার আন্তরিক দুঃখের কিছুটা উপলব্ধি করিতে পারিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ঘটিয়াছে? আমি উত্তরে বলিলাম, আজিকার ন্যায় বেদনাদায়ক ঘটনার সম্মুখীন আমি কখনও হই নাই; এই বলিয়া হামযার কার্য্যের বিবরণ দিলাম এবং বলিলাম, তিনি নিকটবর্ত্তী একটি গৃহেই আছেন।

রসুলুল্লাহ(দঃ) তৎক্ষণাৎ স্বগৃহ হইতে একটি চাদর আনাইলেন এবং উহা গায়ে দিয়া হামযার (রাঃ) অবস্থানের দিকে চলিলেন। যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ) এবং আমি তাঁহার পশ্চাতে চলিলাম। উক্ত গৃহের দ্বারে পৌঁছিয়া হযরত প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। অনুমতি পাইয়া তিনি ভিতরে গেলেন এবং হামযা (রাঃ)কে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। হামযা (রাঃ) কিন্তু তখনও জ্ঞানশূন্য, তাই তিনি রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিলেন, তোমরা সকলেই ত আমার পিতার আমলের চাকর! হযরত (দঃ) অনুভব করিতে পারিলেন, হামযা এখনও জ্ঞানশূন্য; তাই তিনি চলিয়া আসিলেন, আমরাও চলিয়া আসিলাম।

বিজয়ের সংবাদ মদিনায়ঃ

হযরত (দঃ) এবং মোসলেম বাহিনীর জন্য মদিনায় নিশ্চয় উৎকণ্ঠা ছিল; তাই হযরত (দঃ) বিজয় সংবাদ মদিনায় দ্রুত পৌঁছাইবার জন্য স্বীয় পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)কে হযরতের নিজস্ব বাহন "আল-কাছোয়া" দিয়া এবং কবি ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)কে সঙ্গে দিয়া বার্ত্তাবাহী অগ্রদূতরূপে পাঠাইয়া দিলেন। মদিনার সর্ব্বত্র যথাসম্ভব সত্তর সুসংবাদ ছড়াইবার উদ্দেশ্যে দূতদ্বয় মদিনার নিকটবর্ত্তী পৌঁছিয়া দুইজনে দুই প্রান্তের পথ ধরিলেন। আবদুল্লা মদিনার উপকণ্ঠ কোবার পথ ধরিলেন; আর যায়েদ সোজা মদিনার প্রাণকেন্দ্রের পথে অগ্রসর হইলেন।

* ঘটনাটি ইসলামের প্রাথমিক যুগের, তখনও মদ্যপান, গান-বাদ্য, বেপর্দ্দা মেলামেশা হারাম হইয়াছিল না, তাই তখন মোসলমানগণও মদ্য পান করিতেন এবং গায়িকার গান শুনিতেন।

হযরতের ব্যক্তিগত যানবাহনের উপর যায়েদ উপবিষ্ট—হযরত নহেন; দূর হইতে ইহুদী ও মোনাফেকরা এই দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিল যে, মোসলমানদের দফারফা—তাহাদের নবী নিহত হইয়াছেন, নতুবা তাঁহার যানবাহন তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য লোককে নিয়া আসিবে কেন ? কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তাহাদের মিথ্যা আনন্দ হাওয়ায় মিশিয়া গেল ; যায়েদ (রাঃ) উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা দিলেন, হে মদিনাবাসী মোসলমানগণ। সুসংবাদ শ্রবণ কর—কোরায়েশ-দিগকে আল্লাহ তায়ালা মোসলমানদের হাতে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়াছেন।

যায়েদ পুত্র উসামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ঐ সময় আমি আব্বার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, লোকেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছেন ; আর তিনি বয়ান দিতেছেন, ওত্‌বা, শায়বা, ওলীদ, আবুজহল, উমাইয়া ইবনে খলফ তাহারা সকলেই নিহত হইয়াছে। এই কথা আমি আমার মনকে বিশ্বাস করাইতে পারিতেছিলাম না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আব্বা! ইহা কি বাস্তবিকই ? তিনি বলিলেন, বৎস! নিশ্চয় ইহা সত্য সংবাদ।

বন্দীদের সম্পর্কে ব্যবস্থাবলম্বন ঃ

রণাঙ্গনে মোসলমানদের বিজয়ের সংবাদ পুর্ব্বাহ্নেই হযরত (দঃ) যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) ছাহাবীদ্বয় মারফৎ মদিনায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর মুজাহেদ ছাহাবীগণ বন্দীদেরকে লইয়া মদিনায় পৌঁছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) আরও একদিন পর মদিনায় পৌঁছিলেন। তিনি মদিনায় পৌঁছিয়া বন্দীদের সাময়িক সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্য এক একজন ছাহাবির দায়িত্বে ২।৩ জন করিয়া বন্দী বণ্টন করিয়া দিলেন। অতঃপর ছাহাবিগণের সঙ্গে বন্দীদের সম্পর্কে চুড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য পরামর্শ করিলেন।

আবুবকর সিদ্দিক(রাঃ) বলিলেন, বন্দীরা আমাদেরই ভাই-বন্ধু আত্মীয়-স্বজন; আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে সৎপথের পথিক করিয়া আমাদের সহায়তাকারী বানাইয়া দিতে পারেন। এদিকে কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদের শক্তি সঞ্চয়ের জন্য ধনের প্রয়োজন, তাই আমি ভাল মনে করি, তাহাদের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া অর্থের বিনিময়ে তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হউক। ওমর ফারুক (রাঃ) বলিলেন, যাহা আবুবকর (রাঃ) বলিয়াছেন আমি কিন্তু উহা উত্তম মনে করি না। আমি উত্তম মনে করি এই যে, তাহাদের সকলকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হউক ; এইরূপে যে, আমি আমার আত্মীয় অমুককে নিজ হস্তে হত্যা করিব।

আলী (রাঃ) স্বীয় ভ্রাতা আকীলকে নিজ হস্তে কতল করিবেন। হামযা (রাঃ) স্বীয় ভ্রাতাকে কতল করিবেন। এইরূপে প্রত্যেকে নিজ নিজ আত্মীয়কে নিজ হস্তে কতল করিয়া প্রকাশ্যে দেখাইয়া দিবে যে, যাহারা আল্লাদ্রোহী আত্মীয় হইলেও তাহাদের প্রতি আমাদের অন্তরে মায়া-মমতা নাই (যোরকানী)। শেষ পর্য্যন্ত হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সিদ্ধান্ত আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মতের অনুকুল হইল এবং সাধারণতঃ প্রত্যেক বন্দীর বিনিময় হার চারি হাজার দেরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) নির্দ্ধারিত করা হইল। অবশ্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বেশী-কমও করা হইল, এমন কি অক্ষমের জন্য এই ব্যবস্থা করিলেন যে, দশজন মোসলমানকে লেখা শিক্ষা দিবে অতঃপর সে মুক্ত হইতে পারিবে।

এইরূপে বন্দীদের মুক্তির বিনিময়ে অর্থ আদায় করতঃ উহা ভোগ করা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার নিকট নির্দ্ধারিত ছিল যে, এই উম্মতের জন্য ইহা হালাল করা হইবে, কিন্তু তখনও আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে কোন সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ আসিয়াছিল না। সেই জন্য অর্থের বিনিময়ে বন্দীকে মুক্তি দেওয়া এবং সেই অর্থ ভোগ করার রীতি অবলম্বনের কারণে আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া কোরআনের আয়াত নাযেল হইল—

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ......

অর্থ—প্রাথমিক পর্য্যায়ে রক্ত প্রবাহিত করতঃ শত্রুর মূল উচ্ছেদ এবং ইস্‌লামের শক্তি প্রতিষ্ঠা করার পূর্ব্বে বন্দীদেরকে মুক্তিদানের পন্থা অবলম্বন করা নবীর জন্য সমীচীন হয় নাই। তোমরা দুনিয়ার আশু ফলের দিকে এবং ক্ষণস্থায়ী টাকা পয়সার দিকে দৃষ্টি করিয়াছ, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টি সব সময় স্থায়ী ফলের দিকে এবং পরিণাম ফলের দিকে অর্থাৎ আখেরাতের উন্নতির দিকে। আল্লাহ তায়ালা (স্বীয় কুদরতের দ্বারা মুহূর্ত্তের মধ্যে) সব কিছুই করিয়া ফেলিতে পারেন, (কিন্তু সাধারণতঃ তিনি তাহা করেন না, কারণ) তিনি অতি সূক্ষ্মদর্শী (তাই তিনি কার্য্য-কারণযুক্ত জগতে আখেরাতের উন্নতিও কার্য্য-কারণের পথে মোসলমানদের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা করিতে চান।)

তোমরা যেই নীতি অনুসারে (বন্দীদের নিকট হইতে) ধন হাসিল করিয়াছ এই উম্মতের জন্য উহা হালাল করা হইবে বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই আল্লাহ

তায়ালার নিকট নির্দ্ধারিত না থাকিলে এইরূপে অর্থ গ্রহণ করায় তোমাদের উপর ভীষণ আজাব নামিয়া আসিত। (এখন তোমাদের জন্য ঐ অর্থকে গণিমতের মাল গণ্য করতঃ উহা তোমাদের জন্য হালাল ঘোষণা করা হইতেছে ;) অতএব তোমরা গণিমতরূপে যাহা লাভ করিয়াছ উহা পবিত্র ও হালালরূপে ব্যবহার করিতে পার, এখন অনুমতি দেওয়া হইতেছে। (১০ পাঃ ৫ রুঃ)

উক্ত আয়াত নাযেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ও আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কাঁদিতে লাগিলেন।

রসুলুল্লাহ (দঃ) ইহাও বলিলেন যে, আজাব নিকটবর্ত্তী আসিয়া পৌঁছিয়াছিল ; আজাব নামিয়া আসিলে ওমর ভিন্ন আর কেহ আজাব হইতে রেহাই পাইত না।

উল্লেখিত আয়াতের মর্ম্ম :—হে মোসলমানগণ ! তোমাদের জেহাদের উদ্দেশ্য দুনিয়ার হীন স্বার্থ উদ্ধার করা নয় বরং একমাত্র আল্লার দ্বীন-ইসলামের প্রাধান্য দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করা। আর তোমরা যাহাদিগকে কতল করিবে তাহাদের কতল দুনিয়ার কোন প্রতিহিংসা গ্রহণের কারণে হইবে না বরং যেহেতু তাহারা কতলের যোগ্য, মানবদেহের ফোঁড়াকে অপারেশন করিয়া কাটিয়া দেওয়ার মত ; সেইজন্য তাহাদিগকে কতল করিবে। অতএব টাকা খাইয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়ার অর্থ হইবে যেমন ডাক্তার যদি টাকা খাইয়া রুগীর ফোঁড়ার অপারেশন করা ছাড়িয়া দেয় তদ্রূপ, সুতরাং যাবৎ পর্য্যন্ত না ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যাবৎ পর্য্যন্ত না ইসলামদ্রোহীদের রক্তপাত করিয়া তাহাদিগকে ভয় বিহ্বল এবং দুর্ব্বল করিয়া না দেওয়া হয় তাবৎ পর্য্যন্ত নবীর পক্ষে এইটা সমীচীন নয়—যে তাহার কয়েদী জীবিত থাকিয়া যায়। কারণ, তাহাতে প্রমাণ হইবে যে, তোমাদের উদ্দেশ্য দুনিয়ার হীন স্বার্থ—টাকা, কিন্তু আল্লার উদ্দেশ্য তাহা নয়, আল্লার উদ্দেশ্য তোমাদের দ্বারা তোমাদের চিরস্থায়ী স্বার্থ উদ্ধার করান। তোমরা ইহা চিন্তা করিও না, যে তোমাদের টাকার অভাব আছে, টাকা লইয়া ছাড়িয়া দিলে অভাব পূরণ হইবে বা তাহারা বাঁচিয়া থাকিলে তাহারা কিম্বা তাহাদের সন্তান সন্ততি হয়ত মোসলমান হইয়া ইসলামের সাহায্য করিতে পারে—এক্ষেত্রে এরূপ চিন্তা তোমরা করিও না। কারণ, আল্লাহ সর্ব্বক্ষম এবং সর্ব্বজ্ঞ, তিনি সব কিছু জানেন এবং সব কিছু পারেন। কয়েদিগণকে কতল করিয়া ফেলিলে এই মুহূর্ত্তেই ইসলামের জয়ডঙ্কা সারা আরবদেশে বাজিয়া যাইত কাফেররা চিরতরে দুর্ব্বল ও ভয়-বিহ্বল হইয়া পড়িত।

রসুলুল্লার চাচা বন্দীরূপে ঃ

বন্দীদের মধ্যে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চাচা আব্বাস (রাঃ)ও ছিলেন। হযরতের অন্তরে স্বীয় চাচার প্রতি মমতা ছিল না এমন নহে ; রণক্ষেত্র হইতে বন্দীরূপে মদীনায় স্থানান্তরিত হওয়াকালীন পথিমধ্যে একদা রাত্রিবেলায় তিনি বন্ধনীর ব্যথায় আর্তনাদ করিতেছিলেন। হযরত (দঃ) চাচার আর্তনাদ শুনিয়া বিচলিত হইলেন ; আব্বাসের বন্ধন শিথিল করিয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত হযরতের নিদ্রা আসিল না।

এতদ্‌সত্ত্বেও যখন বন্দীগণের উপর টাকা দেওয়ার হুকুম প্রবর্ত্তিত হইল তখন আব্বাস (রাঃ)ও রেহাই পাইলেন না। তাঁহাকেও অর্থ প্রদ.ন করিতে হইল, বরং তিনি ধনাঢ্য হওয়ায় তাঁহার উপর সাধারণ পরিমাণ চার হাজার দেরহামের অধিক প্রবর্ত্তিত হইল। তদুপরি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় আকীল ও নওফল্ এবং তাঁহার বন্ধু ওতবা ইবনে আম্‌র এই তিনজনের পক্ষে তাঁহাকেই অর্থ প্রদান করিতেহইল।

এমনকি আব্বাস (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি ত অন্তরে ইসলামের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস পোষণ করিতাম, মক্কাবাসীরা আমাকে জবরদস্তিমূলক রণক্ষেত্রে উপস্থিত করিয়াছে, (তাই আমার উপর অর্থ-দণ্ড হইতে পারে না)। আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহুর এই উক্তি বাস্তব সত্যও ছিল। এই জন্যই রসুলুল্লাহ (দঃ) যুদ্ধ চলাকালীন সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন, আব্বাস কাহারও সম্মুখে পড়িলে তাহাকে কতল করিবে না ; তাঁহাকে জবরদস্তিমূলক রণে উপস্থিত করা হইয়াছে।

এতদসত্ত্বেও মুক্তি-পণ আদায়ের বেলায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই বলিয়া তাঁহার ঐ উক্তি খণ্ডন করিলেন যে, আপনার আন্তরিক অবস্থা আল্লাহ তায়ালা ভালরূপে জ্ঞাত আছেন, যদি আপনার উক্তি সত্য হয় তবে আল্লাহ তায়ালা আপনাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করিবেন। আমরা ইহাই দেখিব ও বলিব যে, আপনি আমাদের শত্রু পক্ষে ছিলেন।

এমনকি আব্বাস (রাঃ)কে বিনা শর্ত্তে মুক্তি দেওয়ার প্রতি ছাহাবীগণের পক্ষ হইতে প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করা সত্ত্বেও হযরত (দঃ) উহা গ্রাহ্য করিলেন না। যেহেতু এইরূপ না করিলে হযরতের উপর স্বজন তোষণের দোষারূপ আসিতে পারিত যে, তিনি জনগণের অর্থের বেলায় নিজের চাচার খাতির করিয়াছেন।

বোখারী শরীফ ৩য় খণ্ড—২৮

১৪৩১। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মদীনাবাসী কতিপয় ছাহাবী নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, আমরা আমাদের ভাগিনা আব্বাসকে অর্থ দণ্ড হইতে রেহাই দিতে ইচ্ছা করি। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তাঁহার পক্ষের একটি দেরহামও ছাড়িতে পারিবে না।

ব্যাখ্যা ঃ—আব্বাসের দাদী—আবদুল মোত্তালেবের মাতা মদীনা বংশীয়া ছিলেন। এই সূত্রে আব্বাসকে মদীনাবাসীদের ভাগিনা বলা হইয়াছে। যেন হযরতের প্রতি এহসান প্রদর্শন প্রকাশ না পায়।

রসুলুল্লার জামাতা বন্দীরূপে ঃ

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কতিপয় কন্যার বিবাহ মক্কাবাসী মোশরেকদের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

অতঃপর ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন শুধু আকিদা—আন্তরিক বিশ্বাস ও স্বীকারোক্তি সম্পর্কীয় কতিপয় মোটামুটি বিষয় ভিন্ন ইসলামের অন্যান্য বিধি-নিষেধ বলবৎ হইয়াছিল না, তখন মোসলেম ও অমোসলেমের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের নির্দ্দেশ ছিল না। নবী-কন্যা যয়নব রাজিয়াল্লাহু আনহার বিবাহ ইসলামের পূর্বে স্বীয় মাতা খাদিজা রাজিয়াল্লাহু আনহার ভাগিনা আবুল আছের সঙ্গে হইয়াছিল, তিনি তাহার বিবাহেই ছিলেন। এমনকি হযরত (দঃ) হিজরত করিয়া মক্কা পরিত্যাগ করার পরও যয়নব (রাঃ) মক্কায়ই ছিলেন।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সেই জামাতা আবুল-আছ বদরের রণক্ষেত্রে শত্রুপক্ষে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও মোসলমানদের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। যখন অর্থের বিনিময়ে বন্দীগণকে মুক্তি দেওয়া সাব্যস্ত হইল এবং প্রত্যেক বন্দীর আত্মীয়-স্বজনগণ মদীনায় অর্থ প্রেরণ করিতে লাগিল তখন নবী-কন্যা যয়নব (রাঃ) স্বীয় স্বামীর মুক্তির সম্পূর্ণ অর্থ জোটাইতে না পারিয়া স্বীয় গলার হারটিও পাঠাইয়া দিলেন। এই হারটি ছিল সেই হার যেই হারটি তাঁহার মাতা উম্মুল-মোমেনীন খাদিজা (রাঃ) তাঁহাকে পরাইয়া স্বামীর বাড়ী প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাই এই হারটি একটি পুরাতন স্মৃতির নিদর্শন ছিল।

ঐ হারটি দেখিয়া হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি এইরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন যে, যয়নবের বন্দীকে মুক্তি প্রদান করতঃ তাঁহার এই হারটি ও অর্থ ফেরৎ দেওয়া হউক। ছাহাবীগণ স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠে সমর্থন জানাইলেন এবং আবুল-আছকে ঐ হার ও অর্থ সহ

মুক্তি দান করা হইল। কিন্তু হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার প্রতি এই শর্ত্ত আরোপ করিলেন যে, আমার কন্যাকে মক্কার সীমান্ত পার করিয়া মদীনায় আসিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। আবুল-আছ শর্ত্ত স্বীকার করতঃ অঙ্গীকার করিলেন এবং মক্কায় যাইয়া স্বীয় অঙ্গীকার পূরণে সচেষ্ট রহিলেন। নির্দ্ধারিত তারিখ মতে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দুইজন ছাহাবীকে মক্কা-মদীনার সীমান্তে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। আবুল-আছও নবী-কন্যা যয়নব (রাঃ)কে স্বীয় ভ্রাতা মারফৎ ঐ স্থানে পৌঁছাইয়া দিলেন। এইরূপে যয়নব (রাঃ) মদীনায় আসিয়া পৌঁছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) আবুল-আছের অঙ্গীকার পূরণের তৎপরতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। আবুল-আছ তখনও মক্কায় অবস্থানরত অমোসলেম। দীর্ঘ ছয় বৎসর পর আবুল-আছ ইসলাম গ্রহণ করতঃ মদীনায় উপস্থিত হইলেন। এখনও যয়নব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার বিবাহ অন্য কোন স্থানে হইয়াছিল না। রসুলুল্লাহ (দঃ) আবুল-আছের সঙ্গে তাঁহার পূর্ব সম্পর্ক লক্ষ্য করিয়া পুনরায় তাঁহাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দিলেন।

বদর-জেহাদের বৈশিষ্ট্য ঃ

বদর-জেহাদের দিনকে আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে—يوم الفرقان "ইয়াওমুল-ফোরক্কান"—সত্য-অসত্যের মীমাংসা ও সত্যকে পৃথকরূপে উদ্ভাসিত করার এবং সত্যের জয় অসত্যের ক্ষয়-এর দিন নামে উল্লেখ করিয়াছেন। দীর্ঘ তের বৎসরের অধিককাল অত্যাচারে জর্জ্জরিত এবং স্বদেশ হইতে বিতাড়িত মোসলেম জাতির একটি দল নিরস্ত্র ধরণের মুষ্টিমেয় সংখ্যক হইয়াও অত্যাচারী ও বিতাড়ণকারী পরাক্রমশালী শত্রুর সুসজ্জিত বিরাট সেনাবাহিনীকে শুধু পরাজিত নহে, বরং শীর্ষ স্থানীয় সর্দ্দারগণকে হত্যা করিতে সমর্থ হয়। এইসব কার্য্য এতই অস্বাভাবিকরূপে সমাধা হয় এবং এই উপলক্ষে মোসলমানদের প্রতি আল্লহ তায়ালার পক্ষ হইতে ধারাবাহিকরূপে সাহায্য সহায়তার এত এত ঘটনা সংঘটিত হয় যে, ইহাকে শুধুমাত্র সাময়িক জয় পরাজয় বলা যাইতে পারে না, বরং ইহা ইসলামের সত্যতার ও মোসলমানগণ আল্লার সৈনিক হওয়ার প্রকৃষ্ট নিদর্শন ছিল।

বাস্তবিকই বদর যুদ্ধের গুরুত্ব ও গৌরব অপরিসীম। ইসলামের ইতিহাসের এখান হইতেই মোড় ফিরিয়াছে। এত দিন সে ছিল নিরীহ ; এখন হইতে সে

হইল নির্ভীক। এত দিন তাহাকে গণ্য করা হইত দুর্বল; আজ সে প্রমান করিয়াদিল, সে দুর্বার দুর্জয়। দীর্ঘ দিন যাবৎ বিধর্ম্মীরা ইসলামকে শৃংখলিত রাখার কত শত চেষ্টাই না করিয়া আসিয়াছে; আজ ইসলাম সকল বন্ধন ছিন্ন করতঃ বিজয়ীর বেশে বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাই বদর যুদ্ধের ঘটনা শুধু একটি সাধারণ ইতিহাস নহে, বরং "সত্যের জয় অসত্যের ক্ষয়"-এর প্রকৃষ্ট ঘটনা।

বদর যুদ্ধের বিজয়ে ইসলাম বাঁচিয়া থাকার অবকাশ পাইয়াছে; ইসলামকে বাধা দানের শক্তি নিশ্চিহ্ন হওয়ার সূচনা হইয়াছে, তাই এই দিনটি ইসলামের পক্ষে আত্ম-বিকাশের দিন ছিল। সুতরাং বদরের দিনটি "يوم الفرقان য়্যাওমুল-ফোরকান" তথা সত্য ও অসত্যকে চিনিবার দিন, সত্যের জয় অসত্যের ক্ষয়ের দিন, সত্যের বিকাশ ও অসত্যের বিলুপ্তির দিন।

বদরের জেহাদে অংশগ্রহণকারিগণের বিশেষ ফজিলত ও মর্তবা ঃ

১৪৩২। হাদীছ ঃ—আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) আবু মারছাদ, যোবায়ের ও আমাকে, কোথাও পাঠাইবেন স্থির করিলেন। আমরা প্রত্যেকেই অশ্বারোহী ছিলাম। তিনি আমাদিগকে বলিলেন, তোমরা সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকিবে, (মদিনা হইতে বার মাইল দূরে অবস্থিত) "রওজা খাখ্" নামক স্থানে পৌঁছিয়া অমোসলেম একটি পথিক নারী দেখিতে পাইবে। তাহার নিকট একটি লিপি আছে। হাতেব-ইবনে-আবী বালতায়া নামক ছাহাবী মক্কাস্থিত মোশরেকদের প্রতি ঐ লিপিখানা (গোপনে) লিখিয়াছে।

আলী (রাঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যেই স্থানের কথা বলিয়াছেন তথায় পৌঁছিয়া আমরা দেখিতে পাইলাম বাস্তবিকই ঐরূপ একটি নারি সেখান দিয়া যাইতেছে। আমরা তাহাকে বলিলাম, লিপিখানা আমাদিগকে অর্পণ কর। সে বলিল, আমার নিকট কোন লিপি নাই। আমরা তাহাকে থামাইলাম অগ্রসর হইতে দিলাম না এবং তাহার তল্লাশী চালাইলাম, কিন্তু লিপির কোন খোঁজ পাইলাম না। তখন আমরা তাহাকে বলিলাম, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উক্তি অবাস্তব হইতে পারে না, (নিশ্চয় তোমার নিকট লিপি আছে, নতুবা তিনি ঐরূপ বলিতেন না)। তোমাকে লিপি বাহির করিতেই হইবে, নতুবা (তল্লাশী চালাইয়া) তোমাকে উলঙ্গ করিয়া ফেলিব। সে যখন দেখিল যে, আমরা নাছোড়বান্দা তখন স্বীয় কমরের মধ্যে হাত প্রবেশ করিয়া (পরিধেয় ঘাগরার আড়াল হইতে) লিপি বাহির করিল।

আমরা লিপিসহ তাহাকে লইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) সমীপে উপস্থিত হইলাম। লিপি পড়িয়া দেখা গেল—বাস্তবিকই উহা হাতেব ইবনে আবু বালতায়ার পক্ষ হইতে মক্কাস্থিত মোশরেকদের প্রতি লিখিত হইয়াছে। রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কা আক্রমনের যেসব গোপন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন ঐ লিপিতে সেই বিষয় প্রকাশ করা হইয়াছে। হযরত (দঃ) হাতেব ইবনে আবু বালতায়াকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি কাণ্ড? হাতেব (রাঃ) আরজ করিলেন, আমার প্রতি দ্রুত কোন সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিবেন না, ইয়া রসুলুলাল্লাহ। আমি অপরাধী, কিন্তু আমি যাহা করিয়াছি উহার মূল কারণ এই যে, মক্কা হইতে আগত মোহাজেরগণের প্রত্যেকের আত্মীয় স্বজন মক্কায় বিদ্যমান রহিয়াছে যাহারা তাহার স্ত্রী-পুত্র ও ধন সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু আমার এমন কোন আত্মীয় মক্কাতে নাই, যে আমার পক্ষে ঐ কার্য্য সমাধা করিবে, কারণ আমি মক্কার আসল বাসিন্দা ছিলাম না, বরং আমি অন্য দেশ হইতে মক্কায় আসিয়া বসতি অবলম্বন করিয়া ছিলাম। তাই আমি ভাবিলাম, মক্কাবাসীদের এই গোপন সঙ্কটের সময়ে তাহাদের কোন একটা উপকার মূলক কাজ করিয়া দিতে পারিলে তাহার প্রত্যুপকার স্বরূপ তাহারা নিশ্চয়ই মক্কাস্থিত আমার ধন সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। (এই অছিলায় আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে, অথচ আল্লার রসুলের কোন ক্ষতি হইবে না; আল্লাহ ত স্বীয় রসুলকে জয়ী করিবেন ইহা স্থিরকৃত সত্য, এ বিশ্বাস আমার আছে।) আমি ইসলাম পরিত্যাগ করি নাই বা ইসলামের বিরোধিতার ইচ্ছায় ইহা করি নাই। ইসলামের প্রতি আমার মহব্বৎ ও অনুরাগ বিন্দুমাত্রও শিথিল হয় নাই, আল্লাহ ও আল্লার রসুলের প্রতি ঈমানে বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তন আসে নাই। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, সে সত্য বলিয়াছে, তাহাকে তোমরা মন্দ বলিও না। ওমর (রাঃ) (বেশামাল হইয়া) বলিয়া উঠিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ। সে আল্লাহ, আল্লার রসুল ও মোসলমানদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে; আমাকে অনুমতি দিন এই মোনাফেক বেটার গর্দ্দান আমি উড়াইয়া দেই। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—

أَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ لَعَلَّ اللّٰهَ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ -

"আল-বেদায়াতো-ওয়ান্-নেহায়া" নামক প্রসিদ্ধ ইতিহাসের কিতাবে বিশেষ তৎপরতার সহিত সম্পূর্ণ ৩১৩ জনের নাম সংরক্ষণ করিয়াছেন। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ) কর্তৃক সংগৃহীত অজিফা "মোনাজাতে মক্বুলের" সঙ্গেও ঐসব নামের তালিকা সংযোজিত করা হইয়াছে।

ইমাম বোখারী (রঃ) স্বীয় গ্রন্থের মর্য্যাদানুপাতিক ছনদ দ্বারা প্রমাণিত কতিপয় নাম একত্রিত করিয়াছেন। এই পরিচ্ছেদে তাহাই উল্লেখ করা হইতেছে।

(১) ছায়্যেদোল-মোরছালীন খাতেমোন্নাবীয়্যীন হযরত আহমদ মোজতাবা মোহাম্মদ মোস্তফা ইবনে আবদুল্লাহ আল-হাশেমী আল-কোরায়শী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম, (২) এয়াস ইবনে বোকায়ের (রাঃ), (৩) বেলাল ইবনে রাবাহ (রাঃ), (৪) হামযা ইবনে আবদুল মোত্তালেব আল-হাশেমী (রাঃ), (৫) হাতেব ইবনে আবি বাল্‌তায়া (রাঃ), (৬) আবু হোযায়ফা (রাঃ), (৭) হারেছা ইবনুর-রবী আনছারী (রাঃ), (৮) খোবায়েব ইবনে আদী আন্‌ছারী (রাঃ), (৯) খোনায়েছ ইবনে হোজাফা (রাঃ), (১০) রেফায়াহ ইবনে রাফে আনছারী (রাঃ), (১১) আবু লোবাবা আনছারী (রাঃ), (১২) যোবায়ের ইবনে আওওয়াম আল কোরায়শী (রাঃ), (১৩) আবু তালহা আনছারী (রাঃ), (১৪) আবু যায়েদ আনছারী (রাঃ), (১৫) সায়াদ ইবনে মালেক (রাঃ), (১৬) সায়াদ ইবনে খাওলাহ (রাঃ), (১৭) সায়ীদ ইবনে যায়েদ (রাঃ), (১৮) সাহল ইবনে হোনায়েফ আনছারী (রাঃ), (১৯) যোহায়ের ইবনে রাফে আনছারী (রাঃ), (২০) মোযহের ইবনে রাফে আনছারী (রাঃ), (২১) আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ), (২২) আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ), (২৩) আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) (২৪) ওবায়দা ইবনুল হারেছ (রাঃ), (২৫) ওবাদা ইবনে ছামেৎ আনছারী (রাঃ), (২৬) ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ), (২৭) ওসমান ইবনে আফ্‌ফান (রাঃ), তিনি প্রত্যক্ষরূপে রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না, বরং মদিনায়ই ছিলেন বটে, কিন্তু ইহা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশ ক্রমে ছিল—তিনি স্বীয় স্ত্রী নবী-কন্যার সেবা শশ্রুষার কার্য্যে আবদ্ধ ছিলেন। অতএব তাঁহাকে বদরের জেহাদে অংশ গ্রহণকারী গণ্য করা হইয়াছে, এমন কি অন্যান্য প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণকারীদের ন্যায় তাঁহাকেও গণিমতের অংশ প্রদান করা হইয়াছিল। (২৮) আলী ইবনে আবু তালেব (রাঃ), ২৯) আমর ইবনে আউফ (রাঃ), (৩০) ওক্বা ইবনে আমর আনছারী (রাঃ), (৩১) আমের ইবনে রবিয়া (রাঃ), (৩২) আছেম

ইবনে সাবেত আনছারী (রাঃ), (৩৩) ওয়ায়েম ইবনে সায়েদা আনছারী (রাঃ), (৩৪) এতবান ইবনু-মালেক আনছারী (রাঃ) (৩৫) ক্বোদামা ইবনে মজউন (রাঃ), (৩৬) কাতাদা ইবনে নোমান আনছারী (রাঃ), (২৭) মোয়াজ ইবনে আমর (রাঃ), (৩৮) মোয়াওওয়াজ ইবনে আফরা (রাঃ), (৩৯) মোয়াজ ইবনে আফরা (রাঃ) (৪০) মালেক ইবনে রবিয়া আনছারী (রাঃ), (৪১) মোরারাহ ইবনে রবী আনছারী (রাঃ), (৪২) মাআন ইবনে আদী আনছারী (রাঃ), (৪৩) মেসতাহ ইবনে উছাছা (রাঃ), (৪৪) মেক্বদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ), (৪৫) হেলাল ইবনে উমাইয়া আনছারী (রাঃ)।

হে আল্লাহ! তোমার এইসব নেক বান্দাগণের নামের বরকতে আমাদের এই দোয়া কবুল কর—হে আল্লাহ। আমাদের, আমাদের মাতা-পিতার এবং সকল মোসলমান নর-নারীর গোনাহ মাফ করিয়া দাও। রাব্বানা আতেনা ফিদ-ছুনিয়া হাছানাতান ওয়া ফিল-আখেরাতে হাছানাতান ওয়াকেনা আজাবান নারে ওয়া আজাবাল ক্ববরে।

বদর যুদ্ধের ফলাফলের প্রতিক্রিয়া ঃ

বদরের যুদ্ধে আবুজহল সহ মক্কার অধিকাংশ সরদার নিহত হইয়া যাওয়ায় ইসলাম ও মোসলমানদের প্রধানতম শত্রু শিবিরে ফাটল ধরিয়া গেল, মক্কাবাসীরা কোমর-ভাঙ্গা হইয়া পড়িল এবং সমগ্র আরবের কোণায় কোণায় মোসলমানদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। এমনকি মদিনাবাসী আবদুল্লাহ-ইবনে-উবাই-ইবনে-সলুল যাহাকে মদিনার সমগ্র এলাকায় প্রধান নেতারূপে নির্ব্বাচিত করা হইতেছিল অচিরেই তাহার অভিষেক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণ করা হইতেছিল। এমতাবস্থায় মদিনাতে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শুভ আগমনে ঐ নির্ব্বাচন শুধু স্থগিতই থাকে নাই, বরং রহিত হইয়া যায়। এই কারণে আবদুল্লাহ-ইবনে-উবাই-ইবনে-সলুল হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। এতদিন সে প্রকাশ্যে ইসলাম বিরোধী কাফের থাকিয়া ইসলামের বিরুদ্ধে সর্ব্বশক্তি ব্যয়ে লিপ্ত রহিয়াছে। বদরের যুদ্ধে মোসলমানদের অস্বাভাবিক বিজয়ের দরুন তাহার ন্যায় শত্রুও শিথিল হইতে বাধ্য হইয়া পড়ে; সে স্বীয় দলবল সহ বাহ্যিক স্বীকারোক্তির দ্বারা মোসলেম দলভুক্ত হইয়া যায়। সে ইসলামের শত্রুতায় এতই বিভোর ছিল যে, সুবিধাবাদী

হিসাবে প্রকাশ্যভাবে মোসলমান দলভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও খাঁটি ঈমান তাহার নছিবে হয় নাই। তাহারই পুত্র "আবদুল্লাহ" তিনি খাঁটি মোসলমান হইয়া বিশিষ্ট ছাহাবীরূপে পরিগণিত হন, কিন্তু পিতা আবদুল্লাহ-ইবনে-উবাই চিরকাল মোনাফেক থাকে এবং মোনাফেক অবস্থায় তাহার মৃত্যু হয়।

বদরের যুদ্ধের ফলাফলে মক্কার ঘরে ঘরে শোকের ছায়া নামিয়া আসে, মোসলমানদের শক্তি ও মনোবল প্রখর হয়, মক্কাবাসীদের পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত লাগে, কিন্তু তাহারা কমর-ভাঙ্গা সর্পের ন্যায় প্রতিশোধ গ্রহণে মাতাল হইয়া উঠে।

আবু-জহল নিহত হওয়ায় আবু-সুফিয়ান মক্কার প্রধান নেতা নির্ব্বাচিত হইল। সে শপথ করিল—যাবৎ মোসলমানদের হইতে বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণ না করিতে পারিবে তাবৎ গোসল করিবে না, মাথার চুল কাটিবে না, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এবং যেই বাণিজ্য দল উপলক্ষে বদরের যুদ্ধ হইয়াছিল সেই বাণিজ্যদলের লভ্যাংশ এই কার্য্যের জন্য রক্ষিত রহিল। এমনকি দুই মাস পরেই আবু-সুফিয়ান দুইশত সৈন্য সহ মদিনার শহরতলীতে একটি চোরা আক্রমণ পরিচালিত করে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। এক বৎসর পর মহাসমারোহে আবু-সুফিয়ান মোসলেম জাতীর মূলচ্ছেদার্থে মদিনা আক্রমণ করে। এই যুদ্ধই ইতিহাসে ওহোদ যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। ওহোদ যুদ্ধের বর্ণনা পরে আসিতেছে।

বদরের জেহাদের ফলাফল যেরূপ মক্কাবাসীদের শক্তি শিবিরে আঘাত হানিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মধ্যে প্রতিশোধ গ্রহণের অগ্নিময় উত্তেজনার সৃষ্টি করে এবং কাঁটা ঘায়ে নিমকের ক্রিয়া করে; তদ্রূপ অন্যান্য আরব অধিবাসীদের বিশেষতঃ মদিনার পার্শ্ববর্ত্তী এলাকাবাসীদের মধ্যেও প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শত্রুতা ও আক্রমণাত্মক ভাবধারার ঝড় সৃষ্টি করিয়া দেয়। আর মদিনার ধনাঢ্য ও সংখ্যাগুরু জাতি ইহুদী জাতিত একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠে।

ফলে ভীমরুলের বাসায় ঢিল মারিলে যে অবস্থা হয়—বদর বিজয়ের পর মোসলমানদের প্রতি মদিনার ভিতর বাহির হইতে শত্রুতার তদ্রূপ অবস্থাই সৃষ্টি হইল। বদর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর রসুলুল্লাহ (দঃ)কে যে ভাবে ঘন ঘন অভিযানে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় সেই ইতিহাসই উক্ত অবস্থা সৃষ্টির উজ্জ্বল প্রমাণ।

বদর যুদ্ধের এক বৎসর পরেই দ্বিতীয় ইতিহাস প্রসিদ্ধ ওহদের যুদ্ধ; মধ্যবর্ত্তী এক বৎসরের মধ্যেও ছয়টি অভিযানের প্রয়োজন হয়। চারটি মদিনার বাহিরে বিভিন্ন পৌত্তলিকদের মোকাবিলায়, দুইটি মদিনার ভিতরে ইহুদীদের

মোকাবিলায়। ইহার প্রত্যেকটি অভিযানেই স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ)কে নেতৃত্ব দিতে হয়। বদর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের মাত্র সাতদিনের মধ্যে হযরত (দঃ) সংবাদ পাইলেন, মদিনার অনতিদূরের বনু-সোলায়েম গোত্রীয়রা মদিনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিতেছে। হযরত (দঃ) উহা প্রতিরোধের জন্য দ্রুত সেইদিকে অভিযান চালান এবং শত্রু বস্তির অদূরে "মাউল-কাদের" নামক স্থানে তিনদিন অবস্থান করেন। আশঙ্কা কাটিয়া গেলে মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই অভিযান "গযওয়া বনী-সোলায়েম" নামে প্রসিদ্ধ।

এই অভিযানের ১৫।২০ দিন পরেই মদিনার অভ্যন্তরে মদিনার নাগরিক ইহুদী গোত্র বনী-কাইনুকা বিদ্রোহ এবং উস্কানীমূলক কার্য্য আরম্ভ করিল।

মদিনার সংখ্যাগুরু অধিবাসী ইহুদী জাতির বিভিন্ন গোত্র মদিনায় বসবাস করিত—(১) বনু-কাইনুকা, (২) বনু-নজীর (৩) বনু-হারেছা (৪) বনু-কোরায়জা। রসুলুল্লাহ (দঃ) এই সব ইহুদীদের সহিত সহঅবস্থানের মৈত্রীচুক্তি করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহুদীরা সেই চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল।

ইহুদীরা জাতিগত ভাবেই বিশ্বাসঘাতক ষড়যন্ত্রকারী। বদর-জেহাদের বিজয়ে মোসলমানদের শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিয়া ইহুদীদের অন্তরে হিংসার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। মোসলমানদের সহিত মৈত্রীচুক্তিকে জলাঞ্জলি দিয়া মোসলমানদের ক্ষতিসাধন ও মূলউচ্ছেদে তাহারা সক্রিয় হইয়া উঠিল।

ইহুদীদের মধ্যে বনু-কাইনুকা গোত্র অর্থে সামর্থে সর্ব্বাধিক বলবান ছিল; তাহারাই সর্ব্বপ্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। বদর যুদ্ধের মাত্র এক মাস পরেই তাহারা সহঅবস্থান ও মৈত্রীচুক্তির অবসান ঘোষণা করিয়া উস্কানীমূলক কার্য্যকলাপ আরম্ভ করিয়া দিল। হযরত (দঃ) তাহাদিগকে সতর্ক করিলেন; প্রতিউত্তরে তাহারা হযরতের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করিল। হযরত (দঃ) তাহাদের প্রতি অভিযান চালাইলেন। তাহারা আত্মসমর্পণে বাধ্য হইল। সুপারিশে হযরত (দঃ) তাহাদের প্রাণভিক্ষা দিলেন, কিন্তু সর্পকে ঘরে স্থান দেওয়া যায় না বিধায় তাহাদিগকে মদিনা ত্যাগের নির্দ্দেশ দিলেন।

বনু-কাইনুকার বিদ্রোহ ও তাহাদের পতন ঃ

বনু-কাইনুকা গোত্রের উস্কানীমূলক উপদ্রব এবং বিদ্রোহ ঘোষণার উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা—

একদা একটি মোসলেম নারী তাহাদের এক দোকানদারের নিকট কোন কার্য্যে আসিল। কতেক জন গুণ্ডা প্রকৃতির ইহুদী তথায় একত্র হইল এবং বাহুল্য ছুতানাতার অছিলায় নারীটির চেহারা উন্মুক্ত করিতে বলিল; কিন্তু সে কোন প্রকারেই সম্মত হইল না। নারীটি বসা অবস্থায় ছিল, দুষ্ট ইহুদী দোকানদার বেটা চুপে চুপে পিছন দিক দিয়া আসিয়া নারীটির পরিধেয় ঘাগড়ার নিম্ন কিনারা তাহার পৃষ্ঠের কাপড়ের সঙ্গে কাঁটা দ্বারা জড়াইয়া দিল। মহিলাটি যখন হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল তখন সে উলঙ্গ হইয়া গেল। এইরূপে একটি মোসলেম নারীকে জঘন্যভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করতঃ তামাশা করিয়া তাহারা খুব হাসি-ঠাট্টা উড়াইতে লাগিল। নারীটি নিরুপায় হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। একজন মোসলমান ব্যক্তি এইসব ঘটনা দৃষ্টে অধির হইয়া উহাতে হস্তক্ষেপ করায় ঐ দুষ্ট দোকানদারের সঙ্গে তাহার সংঘর্ষ বাঁধিয়া গেল, শেষ পর্য্যন্ত ঐ দুষ্ট দোকানকার মোসলমান ব্যক্তির হস্তে নিহত হইলে পর উপস্থিত বনু-ক্বাইনুক্বা গোত্রীয় ইহুদীগণ সেই মোসলমান ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া ফেলিল। অতঃপর তথায় উভয় দলের লোকই সমবেত হইল এবং ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিলেন। ঘটনার আসল সূত্রের অপরাধী ইহুদীগণকে সংযত হওয়ার জন্য তিনি নরমে-গরমে নানাপ্রকার উপদেশ দান করিলেন এবং সদ্য সংঘটিত বদরের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, মোসলমানগণকে দুর্বল ভাবিয়া এইরূপ উৎপীড়নের ফলাফল ভয়াবহ হইতে পারে—তোমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ভয় কর, তিনি বদরের ন্যায় ঘটনা আরও ঘটাইতে পারেন।

বনু-ক্বাইনুক্বা গোত্রীয় ইহুদীরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কথার প্রতি কর্ণপাত না করিয়া উত্তেজিত হইল এবং ভীতি-প্রদর্শন মূলক উত্তরে বলিল, আপনি বদরের যুদ্ধের জয়ের দ্বারা ভুল বুঝের বশীভূত হইবেন না। বদরের যুদ্ধে বিপক্ষ দল কোরায়েশ আপনাদেরই স্বজাতি লোক ছিল, যাহারা মোটেই যোদ্ধা ছিল না; তাই আপনি তাহাদিগকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন, আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধিলে বুঝিতে পারিবেন যুদ্ধের কি মজা!

বনু-ক্বাইনুক্বা গোত্র পূর্বেই সহঅবস্থান ও মৈত্রী চুক্তির অবসান ঘোষণা করিয়া দিয়াছিল, তদুপরি তাহাদের নানাপ্রকার উৎপীড়নমূলক আচার-ব্যবহার এবং আলোচ্য ঘটনার দ্বারা রসুলুল্লাহ (দঃ) নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করিতে

পারিলেন যে, তাহারা ত ঘরের শত্রু পকেটের সর্প হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অচিরেই তাহাদের শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ না করিলে মদীনায় অবস্থান মোসলমানদের জন্য অসম্ভব হইয়া পড়িবে, তাই তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিলেন।

তাহারা কিল্লার আশ্রয় নিল। মোসলমানগণ তাহাদের কিল্লা ঘেরাও করিলেন ; পনর দিন তাহারা অবরুদ্ধ অবস্থায় কাটাইল। তাহারা এতই ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া গিয়াছিল যে, কিল্লার বাহিরে আসিয়া আক্রমণ প্রতিরোধের সাহসও তাহাদের ছিল না। অতএব তাহারা আত্মসমর্পণে বাধ্য হইল।

বিশিষ্ট ছাহাবী ওবাদা ইবনে ছামেতের সহিত তাহাদের বন্ধুত্ব ছিল, তিনি তাহাদের প্রাণ রক্ষার সুপারিশ করিলেন। রসুল (দঃ) সুপারিশ গ্রহণ করিলেন। অবশেষে বিতাড়িত হইয়া তাহারা সিরিয়াস্থ "আজরোয়াত" শহরে চলিয়া গেল।

এই অভিযানের মাত্র এক মাস পর তথা বদরের মাত্র দুই মাস পরেই মক্কার নব নির্বাচিত সর্দার আবু সুফিয়ান দুইশত লোক সহ মদিনার উপকণ্ঠে চোরা-আক্রমণে একজন মোসলমানকে শহীদ করে এবং বাগানের গাছ-পালা বিনষ্ট করে। হযরত (দঃ) দ্রুত তাহাদের পিছু ধাওয়া করেন ; তাহারা পালাইয়া যায়। এই অভিযান "গযওয়া সবীক" নামে প্রসিদ্ধ। ইহার এক মাস পরেই নজ্‌দ এলাকার বনু-গাতাফান গোত্রের আক্রমণমূলক মনোভাবের সংবাদে হযরত (দঃ) নজ্‌দ পর্য্যন্ত ছুটিয়া যান এবং তথায় পূর্ণ ছফর মাস অবস্থান করিয়া মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই অভিযান "গযওয়া বনী-গাতাফান" নামে প্রসিদ্ধ।

ইহার এক মাস পরেই আবার মক্কার কোরায়েশদের আক্রমণ আশঙ্কার খবর পান এবং অগ্রগামী হইয়া প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে হযরত (দঃ) "বোহ্‌রান" এলাকা পর্য্যন্ত পৌঁছেন। দীর্ঘ দিন তথায় অবস্থান করিয়া মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই অভিযান "গযওয়া বোহ্‌রান" নামে প্রসিদ্ধ। যেই সব অভিযান বহির্শত্রুর মোকাবিলায় ছিল হযরত (দঃ) সেই সব অভিযানে শুধু প্রতিরোধ উদ্দেশ্যের উপর ক্ষান্ত থাকেন। প্রভাব বিস্তার দ্বারা প্রতিপক্ষের অগ্রসর হওয়া প্রতিহত হইলেই হযরত (দঃ) প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন ; অগ্রাসনের ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই।

উল্লেখিত অভিযানগুলির সময়ের মধ্যেই শেষ দিকে কোন এক মাসে—বদর বিজয়ের মাত্র ছয় মাস পরে মদিনার অভ্যন্তরে ইহুদীদের দ্বিতীয় বিদ্রোহ এবং মৈত্রীচুক্তি ভঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়। ইহুদীদের অন্যতম গোত্র বনু-নজীর ; তাহাদের সহিতও রসুলুল্লাহ (দঃ) সহঅবস্থান ও মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করিয়া রাখিয়াছিলেন।

বদর-বিজয়ে মোসলমানদের প্রতি তাহাদের ভিতরে হিংসার আগুন জ্বলিয়া উঠে এবং সেই আগুনেই সহঅবস্থান ও মৈত্রী চুক্তির সমুদয় ওয়াদা-অঙ্গীকার ভস্মিভুত হইয়া যায়। তাহারা শুধু মোসলমানদের ক্ষয়ক্ষতির ষড়যন্ত্রেই লিপ্ত হয় নাই, মোসলমানদিগকে হত্যা করার, এমনকি স্বয়ং নবীজীর প্রাণনাশেরও চেষ্টা চালাইতে থাকে। হযরত (দঃ) তাহাদের কুকির্ত্তী দমন করিতে উদ্যত হইলে তাহারা বিদ্রোহ ও চুক্তিভঙ্গের ঘোষণা দিয়া বসে। হযরত (দঃ) তাহাদের প্রতি অভিযান পরিচালিত করেন। তাহারা আত্মসমর্পনে বাধ্য হয়। হযরত (দঃ) তাহাদের প্রাণ-ভিক্ষা দানে ক্ষমা করেন, কিন্তু তাহাদের ন্যায় হিংসুক বিশ্বাস-ঘাতককে নবজাত মোসলেম রাষ্ট্রের রাজধানী মদিনার অভ্যন্তরে রাখা সমীচীন নয় বলিয়া তাহাদিগকে মদিনা ত্যাগের নির্দ্দেশ দেন।

বনু-নজীর ইহুদিদের বিদ্রোহ এবং তাহাদের পতন ঃ

বনু-নজীর অন্যান্য ইহুদিদের ন্যায় সর্ব্বদাই বিশ্বাসঘাতকতায় ও ষড়যন্ত্রে সচেষ্ট থাকিত। তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া সম্পর্কে দুইটি বিশেষ ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনা বর্ণিত আছে।

(১) এক মোসলমান ব্যক্তি দুই জন অমোসলেমকে পথিমধ্যে সুযোগ পাইয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল। অমোসলেম হইলেও তাহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হইতে জান-মাল রক্ষিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত ছিল, ঐ মোসলমান ব্যক্তি এই বিষয় অবগত ছিলেন না। শরীয়তের বিধানানুসারে ঐ নিহত ব্যক্তিদ্বয়ের দিয়াত অর্থাৎ শরীয়ত নির্দ্ধারিত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হয়।

ইহুদী বনু-নজীরগণের সঙ্গে মোসলমানদের সন্ধিচুক্তি অনুসারে সেই ক্ষতি পূরণ আদায়ের অংশীদার বনু নজীরগণও ছিল। এইজন্য রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের সঙ্গে এই বিষয় অ লোচনা করার জন্য আবু বকর, ওমর, আলী ইত্যাদি কতিপয় ছাহাবী সমভিব্যাহারে তাহাদের বস্তিতে আগমন করিয়াছিলেন। ইহুদিগণ প্রকাশ্যে তাঁহাদিগকে সাদর আহ্বান জানাইল এবং খাতির-তাওয়াজু ও বন্ধুত্বের পরিচয় দিল; কিন্তু ভিতরে ভিতরে অন্যরূপ দুরভিসন্ধি করিল যে, তাঁহাদিগকে সাদরে একটি কুঠির দেয়ালের সংলগ্নে বসিবার স্থান করিয়া দিল এবং এইরূপ পরামর্শ করিল যে, কোন এক ব্যক্তি উপরে উঠিয়া গোপনে দেয়ালের উপর হইতে একটি বড় পাথর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর ফেলিয়া দিয়া তাঁহাকে প্রাণে বধ করিয়া ফেলিবে। তাহারা এইরূপে তাঁহার

প্রাণ নাশ করার ষড়যন্ত্র করিল, এমন কি আমর ইবনে জাহ্‌হাশ নামক এক ব্যক্তি ঐ উদ্দেশ্য সাধনে দেয়ালের উপর চড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ওহীর মারফৎ রসুলুল্লাহ (দঃ)কে সমস্ত ষড়যন্ত্র জ্ঞাত করাইয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তথা হইতে উঠিয়া আসিলেন, তাঁহার সঙ্গী ছাহাবিগণও চলিয়া আসিলেন।

(২) একদা বনু-নজীর গোত্রীয় ইহুদিগণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট সংবাদ পাঠাইল যে, আপনি আমাদিগকে সর্ব্বদাই ইসলামের আহ্বান জানাইয়া থাকেন। আমরা সমস্ত বিতর্ক অবসানের ব্যবস্থা স্থির করিয়াছি যে, আপনি স্বীয় সঙ্গিগণ সহ—তিনজন আমাদের বস্তিতে আসুন, আমাদের পক্ষ হইতে আমরা তিন জন আলেম উপস্থিত করিব। যদি আপনারা আমাদের আলেমগণকে আপনাদের দাবী মানাইতে পারেন তবে আমরা সকলে মোসলমান হইয়া যাইব। প্রকাশ্যে এইরূপে রসুলুল্লাহ (দঃ)কে আমন্ত্রণ জানাইয়া তাহাদের আলেম নামীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে গুপ্তভাবে ছোরা দিয়া দিল; এইরূপে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রাণ নাশের ষড়যন্ত্র করিল। তাহাদেরই এক ব্যক্তির মারফৎ রসুলুল্লাহ (দঃ) সমস্ত ষড়যন্ত্র জ্ঞাত হইয়া গেলেন। (ফতহুল-বারী)

এইরূপ ঘটনায় যখন তাহারা হাতে নাতে ধরা পড়িয়া সন্ধিচুক্তি ভঙ্গকারী বিশ্বাসঘাতক প্রমাণিত হইয়া গেল তখন রসুলুল্লাহ(দঃ) তাহাদিগকে দেশ ত্যাগের আদেশ দিলেন। তাহাদিগকে নির্দ্দেশ পৌঁছাইয়া দেওয়া হইল যে, দশ দিনের মধ্যে তোমাদের এই দেশ ত্যাগ করিতে হইবে। দশ দিন পর তোমাদের যে কোন ব্যক্তিকে পাওয়া যাইবে তাহাকেই হত্যা করা হইবে। বনু-নজীরগণ এই নির্দ্দেশ শ্রবণে ভীত হইয়া পড়িল, তাহারা দেশ ত্যাগের প্রস্তুতি আরম্ভ করিবে এমতাবস্থায় মোনাফেকদের গুরু—আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল এই খবর পাঠাইয়া তাহাদিগকে সাহস প্রদান করিল যে, তোমরা দেশ ত্যাগ করিও না, আমি দুই সহস্র লোক লইয়া প্রস্তুত আছি এবং তোমাদের সাহায্যে তৈয়ার আছি। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ইহুদী গোত্রগণও তোমাদের সাহায্যে আগাইয়া আসিবে। এই কথায় বনু-নজীরগণ আশাবাদী হইয়া মনোভাব পরিবর্ত্তন করিল এবং রসুলুল্লাহ (দঃ)কে উত্তর পাঠাইল, আমরা দেশ ত্যাগ করিব না, আপনার যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।

এই উত্তর পাইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে শায়েস্তা করার মনস্থ করিলেন এবং বনু-নজীরের বস্তির প্রতি অভিযান চালাইলেন। বনু-নজীরগণের আশ্রয়স্থল সুদৃঢ় কিল্লা ছিল, তাহারা কিল্লায় প্রবেশ করিয়া গেট বন্ধ করিয়া রহিল।

তাহাদের সাহায্য সহায়তার আশা ভরসা সবই অবান্তর প্রমাণিত হইল, মোনাফেক দল বা ইহুদীদের অন্য কোন গোত্র কেহই তাহাদের প্রতি তাকাইয়াও দেখিল না। রসুলুল্লাহ (দঃ) আছহাবগণ সহ দীর্ঘ পনর দিন তাহাদের কিল্লা ঘেরাও করিয়া রাখিলেন এবং তাহাদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করার জন্য তাহাদের বাগ-বাগিচায় অগ্নি সংযোগ করিলেন এবং বাগ-বাগিচার বৃক্ষাদি কাটিতে লাগিলেন। যুদ্ধের সময় সাময়িকভাবে শত্রু দলের ধন-সম্পদের ক্ষতি সাধন, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এবং ত্রাসের সঞ্চার করা যুদ্ধের একটি অতি সাধারণ ও স্বাভাবিক নিয়ম। রসুলুল্লাহ (দঃ) সেই ব্যবস্থাই অবলম্বন করিলেন। এমনকি শেষ পর্য্যন্ত বনু-নজীররা সুদৃঢ় কিল্লার ভিতর আবদ্ধ থাকাকেও নিরাপদ মনে করিল না এবং আত্মসমর্পন করিতে বাধ্য হইল এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নির্দ্দেশ—দেশ ত্যাগ করাকে নতশিরে বরণ করিয়া লইতে সম্মত হইল। এইবার রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের প্রতি শর্ত আরোপ করিলেন যে, তোমাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত হইবে, তোমরা নিজ সঙ্গে যাহা কিছু ধন-সম্পদ লইয়া যাইতে সমর্থ হইবে ততটুকুই তোমাদের হইবে, বাকি অস্থাবর এবং সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত গণ্য হইবে। তাহারা এতই ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল যে, এইসব শর্ত্তেই তাহারা দেশ ত্যাগে প্রস্তুত হইল। তাহাদের সুরক্ষিত ইমারত ও সুসজ্জিত মহল সমূহের কড়ি-বরগা, দরওয়াজা-জানালা ইত্যাদি পর্য্যন্ত খুলিয়া নিবার জন্য নিজ নিজ হস্তে ঐ সবকে ভাঙ্গা-চুরা আরম্ভ করিল। এমন কি এই ব্যাপারে বিরোধী পার্টি মোসলমানগণের সাহায্যের প্রত্যাশী হইল। এইরূপে তাহারা মদীনা ত্যাগ করতঃ ২০০ মাইল দূরে অবস্থিত ইহুদী বস্তি খয়বরে চলিয়া গেল। এই ঘটনাকে মোসলমানদের প্রতি একটি বিশেষ কৃপা ও দানরূপে আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে উল্লেখ করিয়াছেন—

هُوَ الَّذِىْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ......

অর্থ—(মোসলমানদের প্রতি আল্লার কি অসীম কৃপা যে,) তিনি কিতাবধারী কাফেরদের একটি (বৃহৎ শক্তিশালী) দলকে তাহাদের দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছেন, প্রথমবার সমষ্টিগতভাবে; (এইরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে বিতাড়িত করিয়াছেন যে, হে মোসলমানগণ।) তোমরাও ভাবিতে পারিতেছিলে না যে, তাহারা দেশ-ত্যাগ বরণ করিবে এবং স্বয়ং তাহারাও এইরূপ দৃঢ় আশা পোষণ

করিতেছিল যে, তাহাদের সুদৃঢ় কিল্লাসমূহ তাহাদিগকে আল্লাহ (তথা মোসলমানদের আক্রমণ) হইতে হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন যাহা তাহারা ভাবিতেও পারে নাই— আল্লাহ তায়ালা তাহাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করিয়া দিলেন, তাহারা নিজ হস্তে এবং মোসলমানদের সাহায্যে তাহাদের অট্টালিকা সমূহ ভাঙ্গিতে লাগিল। বুদ্ধিমান মাত্রেরই এইরূপ ঘটনার দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করা চাই। (২৮ পাঃ ৪ রুঃ)

১৪৩৫। হাদীছঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনাবাসী বনু-নজীর, বনু-কোরায়জা ইত্যাদি ইহুদ গোত্রসমূহের সহিত মৈত্রি ও সহঅবস্থানের চুক্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু) বনু-নজীর, বনু-কোরায়জা প্রত্যেকেই চুক্তি ভঙ্গ, বিশ্বাসঘাতকতা করে ও বিদ্রোহে লিপ্ত হয়। রসুলুল্লাহ (দঃ) বনু-নজীরগণকে দেশ ত্যাগের আদেশ দেন ; আর বনু-কোরায়জাকে তাহাদের আবাস ভূমিতেই অবস্থিত রাখেন এবং তাহাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন। অতঃপর এই বনু-কোরায়জাও এক অস্বাভাবিক ও অতিশয় জঘন্যরূপ বিশ্বাস ভঙ্গে লিপ্ত হয় এবং বিদ্রোহ করে। ফলে (যখন তাহারা পরাজিত হয় তখন তাহাদেরই প্রস্তাবিত সালিসের রায় অনুসারে) তাহাদের বয়স্ক (যোদ্ধা) ব্যক্তিগণকে প্রাণদণ্ড প্রদান করা হয় এবং নারী, শিশু ও ধন-সম্পদকে মোসলমানদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হয়। অবশ্য যাহারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দলভুক্ত হইয়া গিয়াছিল তাহাদিগকে রেহাই দেওয়া হয় এবং তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে।

(এইরূপে চুক্তি ভঙ্গের অপরাধ ও বিদ্রোহের অভিযোগে) মদীনাবাসী আরও কতিপয় ইহুদী গোত্রকে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত করা হয়। প্রসিদ্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বংশ—বনু-কায়নুকা' এবং বনু-হারেছা ইত্যাদি বিদ্রোহী ইহুদীগণকে মদীনা হইতে বহিষ্কৃত করা হয়।

ব্যাখ্যাঃ—বনু-নজীরের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, বনু-কোরায়জার ঘটনা পঞ্চম হিজরী সনে ঘটিয়াছিল, উহা যথাস্থানে বিশেষরূপে বর্ণিত হইবে। বনু-কাইনুকার ঘটনা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

১৪৩৬। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, প্রথম অবস্থায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জায়গা জমি কিছুই ছিল না।

ছাহাবিগণ এক একজন এক-দুইটি খেজুর গাছ তাঁহাকে প্রদান করিতেন, উহা দ্বারা তাঁহার পারিবারিক খরচ নির্ব্বাহ হইত। বনু-নজীর ও বনু-ক্বোরায়জা গোত্রদ্বয়ের পতনের পর তাহাদের জায়গা-জমি বাগ-বাগিচা সব মোসলমানদের মধ্যে বন্টিত হয়। হযরতের জন্যও একটি অংশ থাকে। তখন তিনি অন্যান্যদের খেজুর গাছ সমূহ ফেরৎ দিয়া দেন।

কায়া'ব ইবনে আশরাফের হত্যা

ইহুদিদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির ছিল। তাহারা প্রকাশ্যে ধরা পড়িত না; কিন্তু ইহুদিদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ও শত্রুতামূলক কার্য্যকলাপের মূল উৎস তাহারাই ছিল। তাহাদেরই আর্থিক সমর্থনে এবং তাহাদেরই প্ররোচনায় সব ষড়যন্ত্রের পত্তন হইত এবং সব ঘটনা অনুষ্ঠিত হইত। অধিকন্তু তাহারা সমগ্র আরবদেশে মোসলমানদের বিরুদ্ধে বিষ ছড়াইয়া বেড়াইত। তন্মধ্যে মদিনা এলাকায় বসবাসকারী কায়াব ইবনে আশরাফ এবং খায়বর এলাকার বাসিন্দা আবু রাফে অন্যতম ছিল। বদর-জেহাদের ফলাফলে ইহাদের শত্রুতা ও বিষ ছড়ান বহুগুণে বাড়িয়া গিয়াছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) এইসবের মূল উৎপাটনেও আগ্রহান্বিত হইলেন। ছাহাবিগণ তাঁহার মনোভাব উপলব্ধি করিয়া ঐ ব্যক্তিদের এক এককে হত্যা করার ব্যবস্থা করিলেন।

বদর জেহাদের পর ছয় মাসের মধ্যে ইহুদিদের অন্যতম দুইটি গোত্র—বনু কাইনুকা ও বনু-নজীর মদিনা হইতে বহিস্কৃত হইয়াছিল। তৃতীয় অন্যতম গোত্র বনু-কোরায়জা তাহারা পুনঃ মোসলমানদের সহিত সহঅবস্থান ও মৈত্রীচুক্তি করিয়া নিজেদের বস্তী মদিনা এলাকায়ই থাকিয়া গিয়াছিল। এই বনু-কোরায়জা গোত্রেরই এক ধনাঢ্য ও সুপণ্ডিত কবি ব্যক্তি ছিল কায়া'ব ইবনে আশরাফ। মোসলমানদের সহিত একাধিকবার তাহার গোত্রের সহঅবস্থান ও মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন সত্ত্বেও সে মৈত্রীচুক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত কার্য্যাবলী সর্ব্বদা করিতেছিল। তাহার ন্যায় বিশ্বাসঘাতক চুক্তিভঙ্গকারী অপরাধীকে নিপাত করা ন্যায়সঙ্গত, বরং অপরিহার্য্য কর্ত্তব্যই বটে। তাহাকে প্রকাশ্যে হত্যা করা মোসলমানদের পক্ষে মোটেই অসাধ্য ছিল না। মোসলেম শক্তি ত তখন মদিনায় স্বীয় প্রাবল্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিয়াছিল; অধিক সংখ্যক ইহুদী—বনু-কাইনুকা ও বনু-নজীরকে মদিনা হইতে মোসলমানগণ বহিস্কৃত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু কায়া'ব

ইবনে আশরাফের ন্যায় তদ্রূপ দ্বিতীয় ব্যক্তি আবু রাফের ন্যায় অভিজাত ব্যক্তিদিগকে প্রকাশ্যে হত্যা করিতে গেলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই সংঘর্ষ বাধিত এবং তথায় অতিরিক্ত রক্তপাত হইত। দুইটি মাত্র মানুষকে নিপাত করার ন্যায় মামুলী উদ্দেশ্য সাধনে রক্তস্রোত প্রবাহের পথ অবলম্বন করা মোটেই বিজ্ঞোচিত হইবে না, তাই উভয় ক্ষেত্রে এমন কৌশল অবলম্বন করা হয় যাহাতে বিনা রক্তপাতে দস্যুর ধ্বংস সাধিত হয়।

বদর জেহাদের এক বৎসরকাল পর কায়াব ইবনে আশরাফের হত্যা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কায়াব ইবনে আশরাফকে হত্যা করার অসংখ্য কারণ সমুহের মধ্যে অন্যতম কয়েকটি কারণ এই ছিল :—(১) কায়াব ইবনে আশরাফ ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল, সে স্বজাতীয় সকল পণ্ডিতগণকে বেতনভোগী করিয়া রাখিয়াছিল ; তাহারা সর্ব্বসাধারণ ইহুদিদের মধ্যে মোসলমান ও ইসলামদ্রোহিতার বিষ ছড়াইয়া বেড়াইত। (২) বর্ত্তমানেও দেখা যায় যে তেজস্বী বক্তৃতাকারী এক একজন নেতার বক্তৃতায় দেশময় আন্দোলন পড়িয়া উঠে ; এইজন্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এইরূপ নেতাকে অতিশয় আশঙ্কার দৃষ্টিতে দেখা হইয়া থাকে এবং তাহাদিগকে বিদ্রোহীদের প্রথম নম্বরে গণ্য করা হইয়া থাকে। আরববাসীগণ কাব্যের অনুগত ও অভ্যস্ত ছিল, কবিতা তাহাদের মধ্যে তেজস্বী বক্তৃতা হইতেপ বহুগুণ অধিক এই ক্রিয়া করিয়া থাকিত। কায়াব ইবনে আশরাফ আরবের বিখ্যাত কবি ছিল এবং তিলকে তাল বানাইতে বেশ পটু ছিল। সে তাহার খ্যাতি-সম্পন্ন কাব্য রচনা ও কাব্য আবৃত্তির শক্তি মোসলমানদের বিরুদ্ধে সমগ্র আরবকে ক্ষেপাইয়া তোলার মধ্যে ব্যয় করিয়া থাকিত। (৩) বদরের যুদ্ধে মক্কার সর্দ্দারগণ নিহত হইয়াছে, মক্কার ঘরে ঘরে শোকের ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। কায়াব ইবনে আশরাফ এই সুযোগকে কাজে লাগাইবার নিমিত্ত মক্কায় পৌঁছিল এবং নিহতদের নামে শোকগাথা গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল যাহার মধ্যে প্রতিশোধ গ্রহণের উস্কানীমূলক বাক্যসমূহ এবং মোসলমানদের প্রতি আরবগণকে লেলাইয়া দেওয়ার বিষয়বস্তু পরিপূর্ণ ছিল। বিশেষ বিশেষ সভা-সমিতি ও অনুষ্ঠানাদি করিয়া সে ঐসব শোকগাথা হৃদয়গ্রাহী সুরে গাহিয়া গাহিয়া লোকদিগকে মাতাইয়া তুলিত। (৪) বিখ্যাত কবি হিসাবে সাধারণ্যে তাহার কাব্যের বিশেষ মর্য্যাদা ও প্রতিক্রিয়া ছিল, সে রসুলুল্লাহ (দঃ)কে লোকদের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করিতে তাঁহার প্রতিপত্তি নষ্ট করিতে সর্ব্বদা তাঁহার নিন্দায় কবিতা গাহিয়া এবং

কাব্যে তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ প্রচার করিয়া বেড়াইত। এমনকি মোসলমানদের শ্রদ্ধেয় মাতৃজাতির উপর মিথ্যা অপবাদ পর্য্যন্ত প্রচার করিত। এইরূপ শত্রু ও অপরাধীর প্রতি ব্যবস্থাবলম্বন না করার কি যুক্তি থাকিতে পারে?

১৪৩৭। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, কায়াব·ইবনে আশরাফ হইতে ইসলাম ও মুসলিম জাতিকে মুক্তি দিতে কেহ প্রস্তুত হইতে পারে কি? সে ইসলাম-দ্রোহিতায় এবং আল্লার রসুলকে যাতনা প্রদানে চরমে পৌছিয়া গিয়াছে। মোহাম্মদ ইবনে মাছলামা (রাঃ) নামক মদিনাবাসী ছাহাবী প্রস্তুত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনি কি সত্যই চান যে, এই দুরাচার পাপিষ্ঠকে আমি শেষ করিয়া ফেলি? হযরত (দঃ) বলিলেন—হাঁ। তখন ঐ ছাহাবী আরজ করিলেন, আপনার সম্বন্ধে কিছু কৃত্রিম অভিযোগ প্রকাশে অনুমতি দান করুন। হযরত (দঃ) তাহাকে সেই অনুমতি প্রদান করিলেন।

অতঃপর ঐ ছাহাবী কায়াব ইবনে আশরাফের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, হে বন্ধু। ঐ লোকটা (রসুলুল্লাহ (দঃ)) সর্ব্বদা আমাদেরে দান খয়রাতের জন্য উৎপীড়ন করিতে থাকে, আমাদিগকে মস্তবড় চাপের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে, বাধ্য হইয়া আমি আপনার নিকট কিছু ধার নেওয়ার উদ্দেশ্যে আসিয়াছি।

কায়াব ইবনে আশরাফ বলিল, তোমাদিগকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে, এমনকি তোমরা বিতৃষ্ণ হইতে বাধ্য হইবে। ঐ ছাহাবী উত্তর করিলেন, একবার যেহেতু তাঁহার দলভুক্ত হইয়াছি, এখন শেষ ফল না দেখিয়া উহাকে হঠাৎ ত্যাগ করাও ভাল মনে করি না। সাময়িকভাবে আপনি আমাকে কিছু ধার প্রদান করুন। (এই কথাগুলিই কৃত্রিম, যে কৃত্রিম কথার অনুমতি নিয়াছিলেন।)

কায়াব ইবনে আশরাফ ঐ ছাহাবীর কথাবার্ত্তায় তাঁহার মত্ পরিবর্ত্তনের আশাবাদী হইয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং ধার দিতে স্বীকৃত হইল। অবশ্য সে বলিল, ধার আমি দিব, কিন্তু কোন বস্তু বন্ধক রাখিতে হইবে। ছাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বস্তু রাখিব? সে বলিল, স্ত্রীকে রাখুন। ছাহাবী বলিলেন, আপনার ন্যায় সুন্দর পুরুষের নিকট স্ত্রীলোক রাখা যায় কি? সে বলিল, তবে পুত্রগণকে রাখুন। ছাহাবী বলিলেন, তাহা করিলে আজীবন আমার বংশধরকে নিন্দা করা হইবে। তাই এই সবের পরিবর্ত্তে আমি আপনার

নিকট আমার অস্ত্রশস্ত্র বন্ধক রাখিব। শেষ পর্য্যন্ত ইহাই সাব্যস্ত হইল। (অন্ধকার যুগে স্ত্রী-পুত্র রেহেন রাখার প্রথা ছিল; সেমতেই সে ঐরূপ বলিয়াছিল।)

অতঃপর ঐ ছাহাবী—মোহাম্মদ ইবনে মাছলামা (রাঃ) দ্বিতীয় একজন ছাহাবী আবু নায়েলা (রাঃ) যিনি কায়াব ইবনে আশরাফের দুধ ভাইও ছিলেন তাহাকে সঙ্গে লইয়া অস্ত্রশস্ত্র সহ রাত্রিবেলা তাহার বাড়ী উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে ডাকিলেন। কায়াব ইবনে আশরাফ একটি সুদৃঢ় কিল্লার ভিতর থাকিত। ঐ ছাহাবিদ্বয়কে কিল্লার ভিতর ডাকিয়া আনিল এবং সে উপর তলা হইতে নামিয়া আসার জন্য প্রস্তুত হইল। তাহার স্ত্রী বাধা দিয়া বলিল, এই রাত্রিবেলা আপনি কোথায় যাইতেছেন? আগন্তুকের ডাকের মধ্যে আমি যেন রক্তের ফোটা অনুভব করিতেছি। সে বলিল, না—না, কোন ভয়ের কারণ নাই; আগন্তুক আমারই বন্ধু মোহাম্মদ ইবনে মাছলামা এবং আমার দুধ-ভাই আবু নায়েলা। কাহারও ডাকে সাড়া না দেওয়া ভদ্রলোকের কার্য্য নহে, যদিও বিপদের আশঙ্কা থাকে।

মোহাম্মদ ইবনে মাছলামা (রাঃ) নিজ সঙ্গে আরও দুই ব্যক্তি সহ তাহার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। ঐ ব্যক্তিদ্বয়কে তিনি পূর্ব্বেই বলিয়া দিয়াছিলেন যে, কায়াব ইবনে আশরাফ আমার নিকট আসিলে কোন অজুহাতে আমি তাহার মাথার লম্বা চুল শক্তভাবে ধরিবার চেষ্টা করিব; আমি ভালরূপে তাহাকে কাবু করিয়াছি দেখিলে তোমরা তাহার গর্দ্দান কাটিয়া ফেলিও।

কায়াব ইবনে আশরাফ নীচের তলায় নামিয়া আসিল। ঐ ছাহাবী তাহাকে বলিলেন, আপনি যেরূপ সুগন্ধি ব্যবহার করিয়াছেন এইরূপ সুগন্ধি আমি জীবনে কখনও দেখি নাই। সে বলিল, আমার রূপশী স্ত্রী সুগন্ধির অনুরাগিনী অধিক। ছাহাবী বলিলেন, আপনার মাথা হইতে একটু সুঘ্রাণ লাভ করিতে পারি কি? সে বলিল—হাঁ। এই সুযোগে ঐ ছাহাবী তাহার মাথার চুল শক্তভাবে ধরিয়া ফেলিতে সমর্থ হইলেন এবং সঙ্গিদ্বয়কে এশারায় বলিলেন, তোমাদের কার্য্য তোমরা করিয়া ফেল। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহার গর্দ্দান কাটিয়া ফেলিলেন। অতঃপর তাঁহারা সোজা রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট চলিয়া আসিলেন।

আবু-রাফে ইহুদীর হত্যা

আবু-রাফে ইহুদীদের মধ্যে অতি বড় ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল; আরবের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিল; "তাজেরুল-হেজাজ"—হেজাজের প্রধানতম ব্যবসায়ী নামে

আখ্যায়িত ছিল। ব্যবসার অছিলায় সমগ্র আরবে তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। ইসলাম ও মোসলমানদের ধ্বংস চেষ্টায় সে কায়াব ইবনে আশরাফ হইতে কম ছিল না। আবু-রাফে কায়াব ইবনে আশরাফেরই নানা ছিল। কায়াব ইবনে আশরাফের হত্যার পর আবু-রাফের হত্যার প্রতি মোসলমানগণ সচেষ্ট হইলেন। তাহার হত্যার তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ আছে ; এক দল ঐতিহাসিকের মতে পঞ্চম বা ষষ্ঠ হিজরী সনে তাহাকে হত্যা করা হয়। অন্য এক দলের মতে তৃতীয় সনে কায়াব ইবনে আশরাফের হত্যার পরই এই হত্যা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইমাম বোখারীর দৃষ্টিতে এই মতের প্রাধান্য দেখা যায়। মদিনা হইতে ২০০ মাইল দূরে অবস্থিত খায়বর এলাকার শেষ সীমায়—হেজাজের সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত তাহার বাড়ীতেই তাহাকে হত্যা করা হয়। ঘটনার বিবরণ এই—

১৪৩৮। হাদীছ :—বরা ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কতিপয় মদিনাবাসী ছাহাবীকে বিশেষরূপে আবু রাফে ইহুদীর হত্যার জন্য প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে আতীক্ (রাঃ)কে আমীর করিয়া দিলেন। আবু-রাফে সর্ব্বদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিরোধিতা ও ক্ষতি সাধনে সচেষ্ট থাকিত এবং তাঁহার প্রতি আক্রমণ পরিচালনার জন্য লোকদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করিত। সে মদিনা হইতে বহু দূরে হেজাজ (সংলগ্ন) এলাকায় অবস্থিত এক সুরক্ষিত কিল্লার মধ্যে বসবাস করিত। তাহার হত্যার জন্য প্রেরিত ছাহাবিগণ তাহার গৃহের নিকটবর্ত্তী পৌছিলে পর যখন সূর্য্যাস্ত হইল এবং গরু-ঘোড়া ইত্যাদি পশুপালসমূহ গৃহে প্রবেশ করান হইতেছিল তখন ঐ ছাহাবী দলের আমীর আবদুল্লাহ ইবনে আতীক (রাঃ) সঙ্গীগণকে বলিলেন, তোমরা কিল্লার বাহিরেই অবস্থান কর, আমি ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য কোন কৌশল অবলম্বন করিব। এই বলিয়া তিনি কিল্লার গেটের নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং নাক-মুখ কাপড় দ্বারা পেঁচাইয়া এইরূপে বসিয়া রহিলেন যেন তিনি মল-মূত্র ত্যাগে রত হইয়াছেন। তখন কিল্লার ভিতরে প্রবেশকারী সকলেই ভিতরে চলিয়া গিয়াছে এবং দারোয়ান গেট বন্ধ করার জন্য আসিয়াছে। দারোয়ান ঐ ছাহাবীকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া মনে ভাবিল যে, এই ব্যক্তি এই বাড়ীই কোন লোক মল ত্যাগের জন্য বসিয়া আছে। এই ভাবিয়া দারোয়ান তাহাকে ডাকিয়া বলিল, হে আল্লার বন্দা। ভিতরে আসিতে হইলে চলিয়া আসুন, এখনই গেট বন্ধ করিয়া দিব।

(ঐ ছাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন—) আমি তৎক্ষণাৎ কিল্লার ভিতর ঢুকিয়া পড়িলাম এবং লুকাইয়া রহিলাম। অতঃপর সমস্ত লোক ভিতরে প্রবেশ করার পর দারোয়ান গেট বন্ধ করিয়া দিল, গেট বন্ধ করিয়া দারোয়ান গেটের চাবি একটি পেরেকের সহিত লটকাইয়া রাখিল। আবু-রাফে উপর তলায় বাস করিত এবং সে গল্প-গুজারী করায় অভ্যস্ত ছিল। তাহার মোছাহেবগণ যখন চলিয়া গেল (এবং বাতি নিবাইয়া) সকলেই শুইয়া পড়িল তখন আমি আবু-রাফের অবস্থান কক্ষের প্রতি উঠিতে উদ্যত হইলাম। প্রথমেই আমি গেটের চাবি লইয়া আসিলাম এবং গেট খুলিয়া রাখিলাম, অতঃপর এক একটি কক্ষের দরওয়াজা খুলিয়া অন্দর মহলের ভিতরে প্রবেশ করা আরম্ভ করিলাম। আমি প্রত্যেকটি দরওরাজাই ভিতর দিকে বন্ধ করিয়া যাইতে লাগিলাম এই উদ্দেশ্যে যে, আন্দর মহলের উপর তলায় যাইয়া যখন আবু রাফের উপর আক্রমণ চালাইব তখন তাহার চীৎকার শুনিয়া যেন বাহির বাড়ী হইতে লোকজন তাহার সাহায্যার্থে আসিতে না পারে এবং সুষ্ঠুরূপে তাহার হত্যাকার্য্য সমাধা করা যায়।

এইরূপে আমি তাহার শয়নকক্ষে উপস্থিত হইলাম। কক্ষটি অন্ধকারময় এবং আবু-রাফে স্বীয় পরিবারবর্গের মধ্যস্থলে শুইয়া ছিল। আমি আবু-রাফেকে নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিতেছিলাম না ; তাই আমি আকস্মিকভাবে আবু-রাফে নাম ধরিয়া ডাক দিলাম। সে বলিয়া উঠিল, কে আমাকে ডাকিল ? আমি তাহার শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তরবারি দ্বারা ভীষণ আঘাত করিলাম। আমি যেহেতু সন্ত্রস্ত ছিলাম, তাই আঘাত পূর্ণরূপে কার্য্যকরী হইল না এবং সে চীৎকার করিয়া উঠিল। আমি কিছুক্ষণের জন্য ঐ কক্ষ হইতে চলিয়া আসিলাম এবং অনতিবিলম্বেই পুনরায় কক্ষের ভিতর যাইয়া আমি স্বীয় কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তন করতঃ তাহার আপন লোকের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আবু-রাফে! আপনি চীৎকার করিলেন কেন ? সে বলিল, তোমাদের সর্ব্বনাশ হউক—এই মাত্র কেহ আমাকে তরবারির আঘাত করিয়াছে। এইবার আমি তাহার শব্দের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য করিয়া এমন ভীষণ আঘাত করিলাম যে, তাহার শব্দ করার শক্তি রহিল না। কিন্তু তাহার মৃত্যুও ঘটিল না, তাই আমি আমার তরবারির ধারাল দিকটি তাহার পেটের উপর রাখিয়া অতি জোরে চাপ দিলাম, এমনকি অনুভব করিলাম যে, আমার তরবারি তাহার মেরুদণ্ডের হাড়কে স্পর্শ করিয়াছে। তখন আমি নিশ্চিতরূপে ধারণা করিলাম, আমি তাহার হত্যাকার্য্য সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছি।

অতঃপর আমি কক্ষসমূহের দরওয়াজা খুলিয়া বাহিরে আসিতে লাগিলাম। আমি একটি সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া নামিতে ছিলাম, পূর্ণিমার রাত্র ছিল চাঁদের আলোতে তাড়াহুড়ার মধ্যে আমি সঠিকরূপে অনুধাবন করিতে না পারিয়া আমি ভাবিলাম যে, আমি সম্পূর্ণ সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া মাটির নিকটবর্ত্তী আসিয়া পড়িয়াছি এবং সেই অনুপাতেই আমি পা রাখিলাম, কিন্তু বস্তুতঃ ঐরূপ ছিল না, মাটি এখনও আমার ধারণা হইতে অধিক নিম্নে ছিল তাই আমি আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেলাম, এমন কি আমার পায়ের নলা ভাঙ্গিয়া গেল। তাড়াহুড়ার মধ্যে স্বীয় পাগড়ি দ্বারা ভাঙ্গা পা-টি বাঁধিয়া লইলাম এবং কিল্লার গেটের নিকট আসিয়া বসিয়া রহিলাম। ইচ্ছা করিলাম যে, আবু রাফের মৃত্যু সম্পর্কে সন্দেহহীন না হইয়া কিল্লার বাহিরে যাইব না। রাত্রি প্রভাতে যখন মোরগের ডাক আরম্ভ হইল তখন আবু রাফের মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত হইল। অতঃপর আমি কিল্লার বাহিরে চলিয়া আসিলাম এবং অপেক্ষমান সঙ্গিগণকে বলিলাম, আল্লাহ তায়ালা আবু রাফেকে ধ্বংস করিয়াছেন, এখন দ্রুত এই এলাকা পরিত্যাগ কর। আমরা দ্রুত তথা হইতে চলিয়া আসিলাম এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, তোমার পা-টি লম্বা করিয়া দাও, আমি তাহাই করিলাম। তিনি উহার উপর স্বীয় হাত বুলাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমি এরূপ আরোগ্য লাভ করিলাম যে, কখনও আমার এই পা ভাঙ্গিয়াছিল বলিয়া ধারণাও করা যাইত না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—উল্লেখিত ব্যক্তিদ্বয়ের হত্যাকার্য্য, বিশেষতঃ কায়াব ইবনে আশরাফের হত্যা যেই কৌশলে সমাধা করা হইয়াছে, উহা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট সমর্থনীয় হওয়ার প্রধানতম কারণ এই ছিল যে, তিনি সর্ব্বদা রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এড়াইয়া চলার পক্ষপাতি ছিলেন। তাই গোপন ব্যবস্থায় তাহাদের হত্যাকার্য্য সমাধা করা হয় ; যেন সংঘর্ষ বাধিয়া অধিক রক্তপাত না ঘটে।

ওহোদের জেহাদ

ওহোদ একটি পর্ব্বতের নাম, বর্ত্তমানে উহা পবিত্র মদিনার শহরতলীতে পরিণত হইয়াছে। উহা শহরের কেন্দ্রস্থল হইতে ২×২। মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। ঐ পর্ব্বতের সম্মুখে বিরাট ময়দান রহিয়াছে, সে স্থানেই এই জেহাদ

অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে "ওহোদের জেহাদ" বলা হয়। এই জেহাদটি রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত জেহাদ সমূহের বড় কয়েকটি জেহাদের অন্যতম। এই জেহাদে মোসলমানগণ যে পরিমাণ ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হইয়া আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে পরীক্ষিত হইয়াছিলেন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়কালে অন্য কোন জেহাদেই এইরূপ হয় নাই, তাই ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ জেহাদ। কোরআন শরীফের বহু আয়াত এই জেহাদ সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে। বোখারী (রঃ) কতিপয় আয়াত উল্লেখ করিয়াছেন। ঘটনার ধারাবাহিক বর্ণনায় ঐ আয়াত সমূহ এবং উহার তরজমা উল্লেখ করা হইবে।

মূল ঘটনার প্রাথমিক বয়ান ঃ—

বদর-যুদ্ধে মক্কাবাসী কোরেশরা যে আঘাত পায়, তাহাদের পক্ষে উহা ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাহারা উহার প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর ছিল। প্রতিশোধ গ্রহণের সেই অগ্নিময় মনোবৃত্তিই ওহোদের যুদ্ধের মূল কারণ। বদর-যুদ্ধের পূর্ণ বারমাস পর—তৃতীয় হিজরী শাওয়াল মাসের সাত তারিখ কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে পনর তারিখ শনিবার দিন এই জেহাদ হইয়াছিল। কাফের সৈন্য ছিল তিন হাযার, তন্মধ্যে দুই শত অশ্বারোহী। মোসলমানদের সৈন্য ছিল মাত্র সাত শত ; সকলেই পদাতিক, ঘোড়া কাহারও নিকট ছিল না।

কাফেররা পূর্ণ সাজসজ্জার সহিত মোসলেম জাতিকে ভূ-পৃষ্ঠ হইতে নির্মূল করিয়া দেওয়ার দৃঢ় মনোভাব লইয়া মক্কা হইতে মদিনার প্রতি যাত্রা করিল। এমন কি তাহাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ স্ত্রীদেরে সঙ্গে নিয়া আসিল। আরব দেশের দস্তুর ছিল, চরম ক্ষিপ্রতার সহিত সংগ্রামে যাত্রা করিলে নারীগণকে সঙ্গে নেওয়া হইত। নারীগণ সঙ্গে থাকিলে রণাঙ্গন হইতে পলায়নে বাধার সৃষ্টি হইবে, কারণ পলায়নের ইচ্ছা হইলেই মনে এই কথা জাগিয়া উঠিবে যে, আমরা পলায়ন করিলে আমাদের নারীগণ শত্রুহস্তে লাঞ্ছনা ভোগ করিবে, এতদ্ভিন্ন আরবের নারিগণ সিংহী প্রকৃতির তেজস্বিনী হইত, রণাঙ্গনে আপন লোকদের মধ্যে দুর্বলতা দেখিলে তাহাদিগকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করিতে থাকিত ; বীর ও বাহাদুর স্বভাবের আরব পুরুষগণ নারীদের ভর্ৎসনা ও তিরস্কার মৃত্যুবরণ অপেক্ষা অধিক জঘন্য বোধ করিত। এতদ্ভিন্ন নারীরা নানা রকম উত্তেজনার গীত ও উস্কানীর কথা দ্বারা দলীয় লোকদেরকে ক্ষেপাইয়া তুলিত।

শত্রুপক্ষ কোরায়েশ কাফেররা মক্কা হইতে যাত্রা করিয়া দীর্ঘ পথ-- প্রায় ৩০০ মাইল অতিক্রম করতঃ মদিনা সংলগ্ন ওহোদ পাহাড়ের সম্মুখস্থ ময়দানে ক্যাম্প করিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের সংবাদ জ্ঞাত ছিলেন। তাহারা শাওয়াল মাসের চার তারিখ বুধবার মদিনার নিকটে পৌছিল। হযরত (দঃ) বিভিন্ন লোক পাঠাইয়া শত্রুদলের সম্পুর্ণ খবর পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইলেন, এবং শাওয়াল মাসের পঞ্চম দিন বৃহস্পতিবার ছাহাবীগণকে একত্রিত করিয়া পরামর্শ করিলেন। কিছু সংখ্যক ছাহাবী, এমন কি প্রকাশ্যে মোসলমান দলভুক্ত মোনাফেকদের সর্দ্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনু সলুল এইরূপ মত প্রকাশ করিল যে, আমরা মদিনা শহরের বাহিরে যাইয়া সংগ্রামে লিপ্ত হইব না, বরং আমরা শহরের রক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিয়া শহরেই অবস্থান করিব। শত্রুদল শহরের উপর আক্রমণ করিলে তখন তাহাদের আক্রমণ প্রতিহত করা সহজ সাধ্য হইবে, কারণ ঐ অবস্থায় আমাদের পুরুষগণ মুখামুখী আক্রমণ চালাইবে এবং নারীগণ নিজ নিজ বাড়ীর ছাদ হইতে শত্রুদলের প্রতি প্রস্তর বর্ষণ করিবে। শত্রুসেনা সংখ্যায় অধিক হইলেও এই পন্থায় সহজেই কাবু হইয়া পড়িবে।

রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজেও উল্লেখিত ব্যবস্থা অবলম্বনে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু অন্যান্য ছাহাবীগণ ঐ ব্যবস্থার বিরোধী হইলেন, তাঁহাদের বীরত্ব তাঁহাদিগকে ঐরূপ বাড়ী বসিয়া থাকিতে সম্মত হইতে দিল না। মদিনার প্রধান সরদার সায়াদ ইবনে ওবাদা (রাঃ) এবং শেরে-খোদা হামযা (রাঃ) তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন, এমন কি হামযা (রাঃ) শপথ করিয়া বলিলেন, অদ্যই মদীনা হইতে বাহির হইয়া কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা না করিয়া খাদ্য গ্রহণ করিব না। এতদ্ভিন্ন যে সমস্ত ছাহাবীগণ বদর-জেহাদে শরীক হইয়াছিলেন না এবং তাঁহারা বদর-জেহাদে অংশ গ্রহণকারীগণের ফজিলত ও মর্ত্তবার বয়ান শুনিতে পাইয়া জেহাদের সুযোগের প্রতিক্ষায় ছিলেন, তাঁহারা এক বাক্যে বলিয়া উঠিলেন, আমরা মনোবাঞ্ছা পূরণের সুযোগ পাইয়াছি ; আমরা এখন বসিয়া থাকিতে পারি না। এইরূপে মদীনার বাহিরে যাইয়া সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার মতামতের প্রাবল্যতায় রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ মতই গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিলেন এবং স্বীয় গৃহে গমন পূর্ব্বক যুদ্ধের বিশেষ পোষাক লৌহ বর্ম্ম পরিধান করতঃ রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া বাহির হইলেন। এদিকে যাহাদের পীড়াপীড়িতে হযরত (দঃ) সংগ্রামের জন্য মদীনার বাহিরে যাইতে সম্মত হইয়াছেন তাঁহারা অনুতপ্ত হইতে লাগিলেন

যে, আমাদের কারণে রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজ মতের বিরুদ্ধে কাজ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই ভাবিয়া তাঁহারা হযরতের নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন যে, আপনার মনোভাবকেই আমরা সকলে গ্রহণ করিতেছি—মদিনার শহরে থাকিয়াই আমরা আক্রমণের প্রতীক্ষা করিব।

রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং বলিলেন, নবী যখন যুদ্ধের পোষাক পরিধান করিয়া নেয় তখন শেষ ফল না দেখিয়া উহা পরিত্যাগ করে না। এই বলিয়া তিনি বাহিরে অবস্থানরত শত্রুদলের উপর আক্রমণ উদ্দেশ্যে মদীনা হইতে বাহিরে যাওয়ার উপরই দৃঢ় রহিলেন। ৬ই শাওয়াল শুক্রবার জুমার নামাজের অনেক পর ওহোদ পানে যাত্রা করিলেন।

● আজ ইসলাম তথা শান্তির ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক আল্লার রসুলের এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি—তাঁহার অঙ্গে একটির উপর আর একটি লৌহবর্ম, হস্তে ঢাল, কোমরে জোল-ফাকার তরবারি, মাথায় লৌহশিরস্ত্রান। রসুলুল্লার আজ বীরবেশ রণমূর্ত্তি।

বদর-জেহাদে হযরত (দঃ) রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন; শিবিরে থাকিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিলেন। আজ তিনি প্রত্যক্ষভাবে রণে অবতীর্ণ হইবেন; সৈনিকদের মধ্যে থাকিয়া সেনাপতির দায়িত্ব পরিচালনা করিবেন। মোসলমান দ্বীনের খাতিরে সকল ক্ষেত্রেই ঝাঁপাইয়া পড়িতে সদা প্রস্তুত—হযরত (দঃ) আজ এই আদর্শ ও এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবেন। ধর্ম্ম ও কর্ম্ম, দ্বীন ও দুনিয়া উভয়কে সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হওয়াই ইসলামের শিক্ষা। ধর্ম্মহীন কর্ম্ম তাহার লক্ষ্য নয়, কর্ম্মহীন ধর্ম্মও তাহার আদর্শ নয়। ভোগের সুযোগে বসিয়া ত্যাগের সাধনা, উচ্চাসনের অধিকারী হইয়া কর্ম্মীস্তরে নামিয়া আসার শিক্ষা সর্ব্বদাই হযরত (দঃ) স্বীয় জীবনে রূপায়িত করিতেন; আজ ভয়াবহ বিপদসঙ্কুল অস্ত্র ঝঙ্কারের ময়দানেও হযরত (দঃ) সেই রূপেরই রূপী। পুরা দস্তুর যোদ্ধার সাজে সজ্জিত সেনাপতির রূপে হযরত (দঃ) চলিয়াছেন নিজ দল অপেক্ষা চার গুণের অধিক বেশী সংখ্যার শত্রুকে আক্রমণ করিতে। ইসলামের নামকে মুছিয়া ফেলার উদ্দেশ্যে শত্রু ঘাড়ের উপরে আসিয়া গিয়াছে; এইরূপ মুহূর্ত্তে উচ্চ-নিচ প্রতিটি মোসলমানকেই এই ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে—নবীজী আজ হাতে-কলমে এই শিক্ষাই দিতে চলিয়াছেন কর্ম্মক্ষেত্রে।

সৈন্য দলের যাচাই ঃ

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসল্লামের রীতি ছিল, তিনি নিজ শহর হইতে কিছু দূর পথ অতিক্রম করার পরই সৈন্য দলের যাচাই করিতেন। তৎকালীন মোসলমানগণের মধ্যে দীনের খেদমত ও আল্লার রাস্তায় জেহাদ করার অপূর্ব্ব আকাঙ্খা স্পৃহা ছিল ; অনেক অনেক রুগ্ন এবং কম বয়স্ক ছেলেগণও সৈন্যদলের সঙ্গে রণাঙ্গনে ছুটিয়া চলিতেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) সৈন্যদলের যাচাইএর সময় রণাঙ্গনের অনুপযোগী লোকগণকে বুঝ-প্রবোধ দানে বাড়ী ফিরাইয়া দিতেন। বদর-জেহাদেও তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন ; ওমর-পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ)কে এবং বরা ইবনে আযেব (রাঃ)কে কম বয়স্ক হওয়ার দরুন ফিরাইয়া দিয়াছিলেন।

ওহোদের জেহাদের সময়ও তিনি ঐরূপ করিলেন। শুক্রবার জুমার নামায ইত্যাদি কার্য্য হইতে অবসর হইয়া তিনি সৈন্যদল সহ মদীনা শহর হইতে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে "শায়খাইন" নামক এক স্থানে রাত্রি যাপন করিলেন এবং তথায় সৈন্যদলের যাচাই করিলেন ; এইবার তিনি ১৫ জন কম বয়স্ক ছাহাবীকে ফিরাইয়া দিলেন। ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) এবং বরা ইবনে আযেব (রাঃ) যাঁহারা বদরের জেহাদে বাছাইয়ের মধ্যে বাদ পড়িয়াছিলেন এইবারও তাঁহারা ঐরূপ কম বয়স্ক হওয়ার দরুন বাদ পড়িলেন। এতদ্ভিন্ন আরও দুইজন—রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) ও ছামুরা (রাঃ) ছোট গণ্য হইয়া বাদ পড়িয়াছিলেন, কিন্তু রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) চাতুরী করিলেন— তিনি নিজকে বড় দেখাইবার জন্য পায়ের অঙ্গুলির উপর ভর করিয়া দাঁড়াইলেন এবং তীর ছুড়িতে বিশেষ পটু বলিয়া সকলে তাঁহার প্রশংসা করিল। তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে জেহাদে অংশ গ্রহণ করার অনুমতি প্রদান করিলেন। তাহার সঙ্গী ছামুরা (রাঃ) এই সংবাদ শুনিয়া স্বীয় মুরব্বির নিকট বলিলেন, রাফে ইবনে খাদীজ জেহাদে যাইবার অনুমতি পাইয়াছে, আমি কেন অনুমতি পাইব না ? অথচ পাছাড় ধরিলে আমি তাহাকে পরাজিত করিতে পারি। রসুলুল্লাহ (দঃ) এই সংবাদে (কৌতুক স্বরূপ) তাঁহাদের মধ্যে পাছাড় ধরাইলেন, সত্য সত্যই ছামুরা (রাঃ) রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ)কে পরাজিত করিয়া দিলেন।

এতদ্দৃষ্টে হযরত (দঃ) তাঁহাকেও জেহাদে যাইবার অনুমতি দিলেন। ছোবহানাল্লাহ! সেই যমানায় জেহাদের প্রতি মোসলমানদের কিরূপ উৎসাহ ছিল।

মোনাফেকদলের যোগদান বর্জ্জন ঃ

মদিনা হইতে যাত্রাকালে তাঁহার সঙ্গে এক সহস্র যোদ্ধা ছিল। তন্মধ্যে তিন শত ছিল মোনাফেক, তাহাদের সর্দ্দার ছিল আবদুল্লাহ ইবনে-উবাই-ইবনে সলুল। মোনাফেকরা বস্তুতঃ মোসলমানদের পরম শত্রু, কিন্তু এই ক্ষেত্রে মোসলমানদের সঙ্গে না থাকিলে তাহাদের মোনাফেকী প্রকাশ পাইয়া যাওয়ার আশঙ্কা, তাই তাহারাও মোসলমানদের সঙ্গে যাত্রা করিল, কিন্তু মদিনা হইতে কিছুদুর অগ্রসর হওয়ার পরই তাহারা স্বীয় আভ্যন্তরীণ ভাব প্রকাশ করিয়া দিল। তাহাদের সর্দ্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুলের মতামত যেহেতু মদিনা হইতে বাহির না হওয়ার অনুকুলে ছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উহার বিপরীত মদিনার বাহিরে যাইয়া সংগ্রাম পরিচালনা করাই সাব্যস্ত হয়, তাই তাহারা ছুতা ধরিল যে, যখন আমাদের পরামর্শের প্রতি লক্ষ্য করা হয় না তখন আমরা কেন প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে যাইব? এই বলিয়া আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল স্বীয় তিন শত মোনাফেকের দল লইয়া মোসলমানদের সঙ্গ ত্যাগ পূর্ব্বক ফেরত চলিয়া আসিল। এমন কি তাহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইলে তাহারা এই উত্তর দিল—

لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنٰكُمْ - هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ......

"যদি আমরা এই ব্যবস্থাকে যুদ্ধ মনে করিতাম তবে তোমাদের সংগে থাকিতাম, (কিন্তু এইরূপ অধিক শক্তিশালী শত্রুর মোকাবিলায় রণাঙ্গনে যাওয়া নিছক প্রাণ দিতে উদ্যত হওয়ার সামিল, তাই আমরা তোমাদের সঙ্গে থাকিব না। আল্লাহ তায়ালা বলেন—) এতদিন তাহারা বাহ্যিকরূপে ঈমানের যতটুকু নিকট-বর্ত্তী মনে হইতেছিল ঐ দিন তাহাদের কার্য্যকলাপ প্রকাশ্যেও কুফুরীর নিকটবর্ত্তী সেই তুলনায় অধিক দেখা গেল। তাহারা মুখে যতটুকু বলিয়াছে (যে, যুদ্ধ মনে করিলে তোমাদের সঙ্গে থাকিতাম) উহাও তাহাদের অন্তরে নাই।" (৪পাঃ ৭রুঃ)

১৪৩৯। হাদীছ ঃ—যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ওহোদ পানে যাত্রা করিলেন তখন মধ্যপথ হইতে তাঁহার সঙ্গস্থ কিছু লোক (মোনাফেক) ফিরিয়া আসিল। তাহাদের সম্পর্কে ছাহাবিগণের মধ্যে মতবিরোধ ঘটিল। একদল বলিলেন, তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তথা শত্রুর ন্যায় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হউক। অপর দল

বলিলেন, তাহাদের বিরুদ্ধে ঐরূপ ব্যবস্থাবলম্বন করা যাইবে না। (কারণ তাহারা ত মোসলেম দলভুক্ত।) এই মত বিরোধের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া কোরআন শরীফের আয়াত নাযেল হইল—

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا -

"তোমরা মোনাফেকদের সম্পর্কে বিভিন্ন মতে বিভক্ত হইয়াছ কেন? অথচ আল্লাহ তায়ালা তাহাদের কার্য্য কলাপের দ্বারা পূর্ব্বাবস্থা তথা প্রকাশ্যে কুফুরীর প্রতি তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তন স্পষ্ট দেখাইয়া দিয়াছেন।" (৪ পাঃ ৮ রুঃ)

এতদ্ভিন্ন তাহাদের সম্পর্কে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, মদিনার অপর নাম "তায়বাহ্" (= পবিত্র কারক) সে দোষী ও অপরাধীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয় যেরূপ অগ্নি রৌপ্যের ময়লা সমূহকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়।

ব্যাখ্যা ঃ—মোনাফেকদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করা তখনকার জন্য সাময়িক সঠিক মতামতই ছিল; বস্তুতঃ ঐ মোনাফেকদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাবলম্বিত হইয়াও ছিল না, বরং তখন কোন মোনাফেকের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইত না। এতদসত্ত্বেও ঐ মত পোষণকারীদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে কটাক্ষপাত করার কারণ—ঐ মোনাফেকদের প্রতি অসহনীয় ক্রোধ প্রকাশ করা এবং মোসলমানদিগকে একটি বাস্তব তথ্যের ইঙ্গিত দেওয়া যে, মোনাফেকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাবলম্বিত না হওয়া শুধু মাত্র সাময়িক কারণাধীন; বস্তুতঃ তাহারা কঠোর ব্যবস্থার উপযোগী। মোসলমান দলভুক্ত হওয়ার ভিত্তিতে তাহাদিগকে খাতিরের পাত্র গণ্য করা নিছক ভুল।

মোনাফেকদের কার্য্যের অশুভ প্রতিক্রিয়া ঃ

মোনাফেকগণ প্রথম হইতেই যোগদান না করিত তাহা ভাল ছিল, কিন্তু প্রথমে যোগদান করিয়া মধ্যপথ হইতে ফিরিয়া আসার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কোন কোন মোসলমান উপদলের উপর একটু দুর্ব্বলতার ভাব পরিলক্ষিত হইল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার রহমতে সেই মুহূর্ত্তেই তাহাদের মনোবল দৃঢ় হইয়া গেল এবং ঐ অশুভ প্রতিক্রিয়া দূরীভূত হইয়া গেল। সেই উপদলদ্বয় ছিল বনু-সালেমা গোত্র ও বনু-হারেছা গোত্র। কোরআন শরীফেও এই ঘটনার উল্লেখ হইয়াছে!

إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا......

"(মোসলমানদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার কি বিশেষ করুণা তাহা উপলব্ধি করার জন্য স্মরণ কর—) যখন তোমাদের মধ্য হইতে দুইটি উপদল দুর্ব্বলতার ভাবধারায় পতিত হওয়ার উপক্রম হইল (তখন আল্লাহ তাহাদের মনোবলকে দৃঢ় করিয়া দিলেন, এই অশুভ ভাবধারা তাহাদের ক্ষতিসাধন কিরূপে করিবে ?) অথচ আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সাহায্যকারী বন্ধু। মোমেনগণকে সর্ব্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা স্থাপনকারী হওয়া আবশ্যক। (৪ পাঃ ৩ রুঃ)

জাবের (রাঃ) (বনু-সালেমা গোত্রের ছিলেন, তিনি) উক্ত আয়াতের উল্লেখ করিয়া বলেন, যদিও এই আয়াতের মধ্যে আমাদের একটু কলঙ্কের উল্লেখ রহিয়াছে তবুও আমরা এই আয়াতের অভিলাষী, কারণ এই আয়াতের শেষের দিকে আল্লাহ তায়ালা আমাদের গোত্রদ্বয়কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন, আল্লাহ তাহাদের সাহায্যকারী বন্ধু ; ইহা আমাদের জন্য চরম ও পরম সৌভাগ্য।

রণাঙ্গনের দৃশ্য ঃ

২-২॥ মাইল উচ্চ মূল ওহোদ পর্ব্বতের পাদদেশের বিস্তীর্ণ ময়দান মধ্যে অর্দ্ধ মাইল অপেক্ষা কম উচ্চ ক্ষুদ্র আয়তনের "আইনাইন" নামক একটি ছোট পাহাড় আছে। এই পাহাড়টির দৈর্ঘের এক দিক ওহোদ পর্ব্বতের দিকে, কিন্তু উহা ওহোদের সঙ্গে মিলিত নহে—মধ্যভাগে বিরাট ফাঁকা। উহার অপর দিক মদীনা নগরীর দিকে ; উহা ঘেঁষিয়া একটি অপ্রশস্ত পথ ; ঐ পথের পার্শ্বেই (তৎকালে একটি) পার্বত্য প্রণালী বা খাল-বিশেষ ছিল। সেই প্রণালীটিই উক্ত এলাকাকে মদীনার মূল ভূ-খণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। এই আইনাইন পাহাড়টির উভয় পার্শ্বে বিস্তীর্ণ ময়দান। এক পার্শ্বের ময়দানে তিন হাযার কাফের বাহিনী দিন কয়েক পূর্ব্ব হইতেই অবস্থান গাড়িয়া রহিয়াছিল। তাহাদের বামে ওহোদ পর্ব্বত, ডানে পার্ব্বত্য প্রণালী ও মদীনার দিক, পেছনে মক্কা দিকের পথের এলাকা, সম্মুখে আইনাইন পাহাড়। মোসলেম বাহিনী উক্ত পাহাড়ের অপর পার্শ্বস্থ ময়দানে উপস্থিত হইল ; তাহাদের সম্মুখে ঐ পাহাড়, ডানে ওহোদ পর্বত, বামে পার্বত্য প্রণালী।

এই আইনাইন পাহাড়ের দৈর্ঘের পূর্ব মাথা এবং ওহোদ পর্বতের মধ্যবর্ত্তী যে সুপ্রশস্ত ফাঁকা রহিয়াছে এই ফাঁকা পথেই মোসলেম বাহিনী অগ্রসর হইয়া আইনাইন পাহাড়ের অপর পার্শ্বে অবস্থানরত কাফের বাহিনীর উপর আক্রমণ

চালাইবে—এই পরিকল্পনা হযরত (দঃ) স্থির করিলেন। কারণ, পাহাড়টির অপরদিকে ত অপ্রশস্ত পথ এবং পথের সংলগ্নেই প্রণালী বা খালের খাত। কাফের বাহিনীর সম্মুখেও এই একই পরিকল্পনা, অতএব আইনাইন পাহাড়ের পূর্ব মাথায় সুপ্রশস্ত ফাঁকা জায়গাটিই হইবে যুদ্ধের মূল ক্ষেত্র। প্রত্যেক পক্ষই ঐ পথে অগ্রসর হইয়া অপর পক্ষের উপর আক্রমণ করিতে চাহিবে; সুতরাং উভয় পক্ষের আক্রমণ ও প্রতিরোধ ঐ জায়গায়ই হইবে।

আইনাইন পাহাড়ের অপর তথা পশ্চিম মাথায়ও উহার উভয় পার্শ্বের যোগ-সূত্র পথ রহিয়াছে, অবশ্য তাহা প্রণালীর গর্ত্তের দরুন অপ্রশস্ত। এই পথটি কাফের বাহিনীর জন্য বিশেষ সুযোগের বস্তু; কারণ তাহাদের সংখ্যা অনেক; তাহারা মূল যুদ্ধক্ষেত্রে পুরাদমে যুদ্ধ চালাইয়াও বাহিনীর বিশেষ অংশকে এই পথে অগ্রসর হইয়া পাহাড়ের অপর পার্শ্বস্থ মোসলেম বাহিনীর উপর পেছন দিক হইতে আক্রমণের জন্য নিয়োগ করিতে পারে। মোসলমানদের জন্য এই পথের উক্ত সুযোগ বর্ত্তমান, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অল্প—তিন হাযারের সম্মুখে মাত্র সাত শত। তাহারা বিভক্ত হইয়া যুদ্ধ চালাইতে সক্ষম হইবে না, কিন্তু এই দিকের আক্রমণ রোধের ব্যবস্থা তাহাদিগকে অবশ্যই করিতে হইবে। নতুবা মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহারা সম্মুখ ও পেছন উভয় দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া পড়িবে। সুতরাং এই পথে কাফেরদের জন্য আক্রমণের সুযোগ, আর মোসলেম বাহিনীর জন্য আত্মরক্ষায় প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রয়োজন।

কাফেররা তাহাদের সুযোগ হইতে বেখবর ছিলনা, তাই তাহারা বীরবর খালেদ ইবনে ওলীদের (তিনি তখন মোসলমান ছিলেন না) অধীনে দুইশত অশ্বারোহী বীর সেনানী ঐ পথে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ অপেক্ষায় মোতায়েন রাখিয়া মূল ক্ষেত্রে যুদ্ধ আরম্ভের প্রস্তুতি নিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) আত্মরক্ষার প্রয়োজন হইতে অচেতন ছিলেন না, তাই তিনি আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অধীনে পঞ্চাশ জনের একটি তীরন্দাজ—ধানুকী বাহিনী ঐ পাহাড়ের মাথায় এই পথে নিয়োগ করিলেন। ধানুকী বাহিনীকে আরবী ভাষায় "রোমাত" বলা হয়, এই সূত্রেই বর্ত্তমানে আইনাইন পাহাড়কে "জাবালে রোমাত"—ধানুকীদের পাহাড় বলা হয়। ঐ পথটি মোসলেম বাহিনীর পক্ষে অতি ভয়াবহ বিপদের বাহনরূপে থাকিলেও পূর্ব্বেই উল্লেখ হইয়াছে যে, পথটি অপ্রশস্ত ছিল; অতএব ঐ পথে অল্প সংখ্যক লোকের পক্ষে অধিক

সংখ্যককে প্রতিরোধ করা সহজ সাধ্য ছিল। তাই দুইশত শত্রু সেনার প্রতিরোধে পঞ্চাশ জন যথেষ্ট ছিল। ঐ ধানুকী বাহিনীর প্রতি হযরতের এই কঠোর আদেশ রহিল যে, আমরা তথা মূল বাহিনী জয়ী হই বা পরাজিত হই কোন অবস্থাতেই আমার ভিন্ন নির্দ্দেশ ছাড়া তোমরা এই স্থান ত্যাগ করিবে না।

এইরূপে সামান্য সংখ্যক লোক দ্বারা পেছন দিকের পথটি বন্ধ করিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) পেছন দিক হইতে নিশ্চিন্ত অবস্থায় সম্মুখ দিকে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া অগ্রসর হইলেন। তাঁহার এই বিচক্ষণতাপূর্ণ সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাকে উল্লেখযোগ্যরূপে কোরআন শরীফের নিম্ন আয়াতে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ....

"আপনি স্বীয় পরিবারবর্গ ছাড়িয়া প্রভাত বেলায় যখন মোসলেম সৈন্যদলের জন্য বিশেষ বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট করিতে লাগিলেন (তখনকার দৃশ্যটি একটি স্মরণীয় দৃশ্য।) আল্লাহ তায়ালা সব কিছুই শোনেন এবং জানেন।" (৪পাঃ ৩রুঃ)

উভয় পক্ষের সৈন্য সংখ্যা ঃ

মোসলমানদের পক্ষে মদীনা হইতে এক সহস্র সৈন্য যাত্রা করিয়াছিল, মধ্যপথ হইতে মোনাফেক তিন শত চলিয়া আসিয়াছিল, তাই মোসলমানদের সৈন্য ছিল সাত শত ; তন্মধ্যে নগণ্য সংখ্যক ছাড়া কাহারও সঙ্গে ঘোড়া ছিল না। কাফেরদের সৈন্য ছিল তিন হাজার ; তন্মধ্যে দুই শত অশ্বারোহী ছিল।

যুদ্ধ আরম্ভ ও মোসলমানদের বিজয় দৃশ্য ঃ

সর্ব্ব প্রথম কাফেরদের পক্ষে তালহা নামক পতাকাবাহী ব্যক্তি অগ্রগামী হইল এবং মোসলমানদের প্রতি উপহাস স্বরূপ এই বলিয়া কটাক্ষ করিল যে, তোমাদের মধ্যে কে আছে যে আমাকে (হত্যা করিয়া সত্বর আমাকে) নরকে পৌছাইয়া দেয় বা আমার হাতে (নিহত হইয়া) সত্বর স্বর্গে পৌছিয়া যায়? তাহার এই আহ্বানে আলী (রাঃ) ময়দানে অবতরণ করিলেন এবং বলিলেন, আমি আছি। এই বলিয়া তিনি তরবারির এক আঘাতে তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর নিহত তালহার পুত্র ওসমান পতাকা হাতে লইয়া অগ্রসর হইল। হামযা (রাঃ) তৎক্ষণাৎ অগ্রগামী হইয়া তাহার কাঁধের উপর তরবারির এরূপ আঘাত করিলেন যে, তরবারি তাহার কোমর পর্য্যন্ত নামিয়া আসিল।

অতঃপর উভয় পক্ষ হইতে ব্যাপক আক্রমণ আরম্ভ হইল, মোসলমানগণ বীরত্বের সহিত অগ্রসর হইতে ছিলেন। কাফেরদের পক্ষে পর পর লাশ পড়িতেছিল, এমনকি তাহারা পশ্চাদপদ হইতে বাধ্য হইল। যেই নারীগণ সৈন্য দলকে অগ্রগামী হওয়ায় উৎসাহিত করিতেছিল তাহারা পর্য্যন্ত পলায়নে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। এইরূপে মোসলমানগণ স্বীয় অবস্থান ঘাটি হইতে অগ্রসর হইয়া শত্রু সেনার অবস্থান ঘাটিতে আসিয়া পড়িলেন ; শত্রুপক্ষ সকলেই পলায়নে ব্যস্ত, কিন্তু তাহাদের অশ্বারোহী দল খালেদ ইবনে অলীদের অধীনে সুযোগের সন্ধানে ছিল—তাহারা মোসলমানদের পেছনের পথ বাধামুক্ত হওয়ার অপেক্ষায় ছিল। হঠাৎ যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়া গেল ; জয়-পরাজয়ে পরিবর্ত্তন ঘটিল।

মোসলমানদের পক্ষে পরাজয়ের দৃশ্য ও উহার কারণঃ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে রসুলুল্লাহ (দঃ) পেছন দিক হইতে আক্রমণের সুযোগ পাওয়ার পথের উপর আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অধিনায়কত্বে পঞ্চাশ জন তীরন্দাজ সৈন্য মোতায়েন করিয়া ছিলেন এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাহাদের প্রতি তাঁহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ ছিল যে, আমরা জয়ী হই বা পরাজিত তোমরা কোন অবস্থাতেই এই স্থান ত্যাগ করিবে না। এই ব্যবস্থার পর রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং রণাঙ্গনে উপস্থিত থাকিয়া সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইলেন। মোসলমানদের পক্ষে স্পষ্টরূপে জয় পরিলক্ষিত হইতেছিল, তাঁহারা পেছন দিক হইতে সম্পুর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলেন এবং শত্রু সেনাদলকে তাড়া করিয়া যাইতে ছিলেন।

পেছন দিকে অবস্থিত তীরন্দাজ বাহিনী ভাবিলেন, যুদ্ধের অবসান প্রায় শত্রুদল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া রণাঙ্গন হইতে পলায়নে বাধ্য হইয়াছে। আমাদের সৈন্যগণ তাহাদিগকে তাড়া করিতে ব্যস্ত রহিয়াছেন। আমরা এখন পর্য্যন্ত কোন কাজ করার সুযোগ পাই নাই। এখন আমাদের সম্মুখে একটি কাজের সুযোগ দেখা যাইতেছে, উহা হইল গণিমতের মাল তথা শত্রুগণ কর্ত্তৃক রণাঙ্গনে পরিত্যক্ত ধন-সম্পদ, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি যাহা বাইতুল-মাল তথা জাতীয়-ধন-ভাণ্ডারের সম্পদ হইবে, এই সবকে একত্রিত করিয়া উহার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা ; ইহাও একটি জাতীয় খেদমত, তাই আমরা বর্ত্তমান সুযোগে এই কার্য্যটি সমাধা করি। এই ভাবিয়া তাঁহারা গণিমতের মাল সংগ্রহ ও সংরক্ষণে গেলেন।

পাঠকবর্গ! এখানে একটি বিষয় বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবেন যে, গণিমতের মাল কোন অবস্থাতেই কাহারও ব্যক্তিগত সম্পদ পরিগণিত হয় না। যে বা

যাহারা উহা হস্তগত করিবে, উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে তাহার ব্যক্তিগত কোন প্রকার অধিকার উহার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে না। এমনকি ঐ ব্যক্তি অন্যান্য মোজাহেদগণের তুলনায় কোন প্রকার আধিক্যের ভাগী হইবে না। ইহা শরীয়তের একটি সুস্পষ্ট বিধান। এমতাবস্থায় ঐ ছাহাবীগণের উক্ত কার্য্যকে জাতীয় খেদমতে অংশগ্রহণ করা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? এই কার্য্যকে উক্ত ছাহাবীগণের পক্ষে লালসা বা ধন-সম্পদের স্পৃহা গণ্য করা যাইতে পারে না। কারণ, একমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির স্থলেই লালসা ও স্পৃহার উৎপত্তি বলা যায়, অথচ এইস্থলে ব্যক্তিগত বিশেষ স্বার্থের কোন সম্পর্ক ও সুযোগ ছিলই না।

অবশ্য এইস্থলে তাঁহাদের অন্য একটি মারাত্মক ভুল হইতেছিল যে, তাঁহারা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ধারণার বশীভূত হইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি সুস্পষ্ট নির্দেশ বিরোধী কার্য্য করিতে উদ্যত হইলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, আমরা জয়ী হই বা পরাজিত হই আমার পুনঃ আদেশ ব্যতিরেকে তোমরা এই স্থান ত্যাগ করিবে না। কিন্তু তাহারা নিজ বিবেকে যুদ্ধের অবসান ধারণা করিয়া হযরতের পুনঃ আদেশ ব্যতিরেকেই ঐ স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। এমনকি তাঁহাদের অধিনায়ক আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ)-এর মতের বিরুদ্ধে তাঁহারা উহা করিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) তাহাদিগকে হযরতের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ স্মরণও করাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা নিজ বিবেকের যুক্তি দেখাইয়া বলিলেন, সেই নির্দ্দেশ প্রবর্তিত থাকার পরিস্থিতির অবসান ঘটিয়াছে।

এইরূপে নিজস্ব ধারণার বশে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ বিরোধী কার্য্য করা মারাত্মক ভুল ছিল এবং এই ভুলের সূচনায় আল্লার রসুলের বিরূদ্ধাচরণ মনোভাব বা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির মনোবৃত্তি ছিল না, ছিল একমাত্র জাতীয় খেদমতে অংশ-গ্রহণ করার অভিলাস, অবশ্য গণিমতের মাল তথা জাগতিক বস্তু সম্পর্কীয় ছিল।

জাতীয় খেদমতে অংশগ্রহণ করার মনোবৃত্তি একটি উত্তম বস্তু, কিন্তু যেহেতু এস্থলে এই মনোবৃত্তি আল্লার রসুলের নির্দ্দেশের পরিপন্থি কার্য্য টানিয়া আনে তাই ইহা আল্লাহ তায়ালার নিকট অসন্তুষ্টি ও ক্রোধের কারণ হইয়া দাঁড়ায়, যদ্দরুন আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফের একটি আয়াতে এই ভুল ও ত্রুটি সংঘটক ছাহাবিগণকে তাহাদের কার্য্যের বাহ্যিক দিক তথা জাগতিক বস্তু—গণিমতের মালের সম্পর্ক উল্লেখ করিয়া তাহাদের প্রতি কটাক্ষপাত করণ পুর্ব্বক

বলিয়াছেন—"তোমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও ইচ্ছা ও ধাবন দুনিয়ার প্রতি হইল।" অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্বার্থ ও লালসায় না হইয়া জাতীয় স্বার্থে হইলেও তাহারা দুনিয়া তথা জাগতিক বস্তুর প্রতি ধাবমান হইল। এই কার্যটা তত বড় অপরাধমূলক না হইলেও ঐ ক্ষেত্রে তাঁহারা অন্য একটা বড় অপরাধ করিয়াছিলেন যে, রসূলের স্পষ্ট আদেশ বিদ্যমান থাকাবস্থায় নিজ বিবেক খাটাইয়া উহার বিপরীত কাজ তাঁহারা করিয়াছিলেন। ক্ষেত্র বিশেষে কোন ছাহাবীর দ্বারা এই শ্রেণীর অপরাধ হওয়া বিচিত্র নহে; কারণ তাঁহারা নিষ্পাপ ছিলেন না। তাঁহাদের এই অপরাধটি নিতান্তই গুরুতর ছিল যদ্দরুণ তাঁহাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার ভয়ঙ্কর ক্রোধ সাময়িকরূপে সৃষ্টি হইয়াছিল। পবিত্র কোরআনে এই গুরুতর অপরাধটির বর্ণনার সংলগ্নেই ঐ জাগতিক বস্তুর প্রতি ধাবমান হওয়ার বিষয়টাও উল্লেখ হইয়াছে। এই উল্লেখের তাৎপর্য্য এই যে, অনেক ক্ষেত্রে ক্রোধের প্রবাহে বর্ণিত বর্ণনায় গুরুতর অপরাধের সহিত লঘু অপরাধ, এমন কি বস্তুতঃ যাহা অপরাধ নয় শুধু বাহ্যিক দৃশ্যের মামুলী সূত্র ধরিয়া উহাকেও অপরাধ গণনার মধ্যে শামিল করিয়া দেওয়া হয়। বিশেষতঃ অপরাধকারী যদি এরূপ মর্য্যাদাবান হন যে, ক্রোধজনিত কাজ তাহার দ্বারা না হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল; সে যদি তাহা করে তবে সে ক্ষেত্রে রাগ ও ক্রোধের বিকাশে ক্ষুদ্র অপরাধও বড় রূপে ব্যক্ত হইয়া থাকে। পবিত্র কোরআনে এইরূপ বর্ণনার নজীর বিদ্যমান আছে। যেমন—আদম আলায়হেচ্ছালামের গন্দম খাওয়ার ঘটনায় রাগ প্রকাশে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, وعصى ادم ربه فغوى যাহার শাব্দিক অর্থ হইল—"আদম আল্লার নাফরমানী করিয়াছেন ফলে ভ্রষ্ট হইয়াছেন।" অথচ নবী নিঃষ্পাপ হইয়া থাকেন। তদ্রূপ ইউনুস আলাইহেচ্ছালাম সম্পর্কে আছে—

وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ

"মাছের ঘটনার নবী—যখন তিনি (তাঁহার জন্য নির্দ্ধারিত কর্ম্মস্থল হইতে) রাগ হইয়া চলিয়া গেলেন; তাঁহার যেন ধারণা ছিল—আমি তাহাকে ধরিতে সক্ষম হইব না।" অথচ আল্লাহ সম্পর্কে এইরূপ ধারণা নিঃষ্পাপ নবীর দ্বারা হইতে পারে না। কিন্তু আল্লার অনুমতি ব্যতিরেকে লোকদের প্রতি রাগ বশতঃ কর্ম্মস্থল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়াতে আল্লাহ তায়ালা ক্রোধান্বিত হইয়া উক্ত ভাষা ও বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন।

পাত্র ও ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষুদ্র অন্যায় বড় অন্যায়রূপে গণ্য হওয়া এবং সেই রাগে কঠোর ভাষা ব্যবহৃত হওয়া একটি সাধারণ নিয়ম। আদম আলাইহেচ্ছালামের ঘটনায় উপরোল্লেখিত আয়াতের কঠোর ভাষা প্রয়োগ সম্পর্কে মাওলানা রুমী এই তথ্যই একটি সুন্দর দৃষ্টান্তে বুঝাইয়াছেন।

گرچه یک مو بود گناه کو جسته بود + لیک آن مو در دو دیده رسته بود

بود آدم دیده نور قدیم + موئے در دیده بود کوه عظیم

অর্থ—যদিও আদম আলাইহেচ্ছালামের অন্যায়টা চুল পরিমাণ মাত্র ছিল* কিন্তু সেই চুল চোখে পতিত হইয়াছিল। আদম আলাইহেচ্ছালামের মর্য্যাদা আল্লাহ তায়ালার নিকট চোখতুল্য ; চোখে চুলও বড় পাহাড় বোধ হইয়া থাকে।

ওহোদ জেহাদের আলোচ্য ঘটনায় গণিমতের মাল সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রতি কতিপয় ছাহাবীর ছুটিয়া যাওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা যে মন্তব্য ও কটাক্ষ করিয়াছেন তাহাও উল্লেখিত দর্শন দৃষ্টিতেই দেখিতে হইবে। প্রকৃত প্রস্তাবে জেহাদ ক্ষেত্রে ইসলামের বিজয় অপেক্ষা ধন-দৌলতের লিপ্সা ও লালসা অধিক হওয়া—এই গ্লানি কোন একজন ছাহাবীর মধ্যেও বিন্দুমাত্র পাওয়া যাইত না। মোসলমানদের ঈমান ও বিশ্বাস ইহাই এবং ইহাই বাস্তব ও সত্য।

সতর্কবাণী :—কোন কোন প্রসংশনীয় লেখক নবীজীর ইতিহাস রচনায় অতুলনীয় সাফল্য অর্জন করিরাছেন। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীন ইসলামী জ্ঞানের অভাবে অনেক আছাড়ও খাইয়াছেন। যেমন—ওহোদ জেহাদের আলোচ্য ঘটনায় উক্ত ছাহাবীগণের প্রতি এমন একটা কদর্য্য উক্তি করিয়াছেন যাহার উদ্ধৃতিতেও কলম থামিয়া যায়। উল্লেখিত ঘটনায় জড়িত ৩৭।৩৮ জন ছাহাবীর ঐ ক্ষেত্রে ত্রুটি অবশ্যই হইয়াছিল ; যেই ত্রুটির মাশুল সকলকে ভুগিতে হইয়াছিল এবং আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত তাঁহাদের ত্রুটির বর্ণনাও দিয়াছেন ; অবশ্য তাঁহাদের প্রতি প্রীতি প্রকাশে বলিয়াও দিয়াছেন—ولقد عفا عنكم "শপথ করিয়া বলিতেছি, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন"।

কিন্তু তাঁহাদের ত্রুটি ঐ গ্লানি ছিল না যাহা উক্ত লেখক আবিষ্কার করিয়াছেন। লেখকের ভাষায়—"যুদ্ধ জয় অপেক্ষা লুণ্ঠনের লোভই ছিল অনেকের মধ্যে প্রবল। হযরতের কড়া হুকুম সত্বেও তীরন্দাজদিগের স্থান ত্যাগই তাহার

---

* কারণ, আল্লাহ তায়ালাই বলিয়াছেন, আদম ভুলিয়া গিয়াছিল ; ইচ্ছাকৃত সে নাফরমানী করিয়াছিল না (ছুরা তা,হা দ্রষ্টব্য)। আর ভুল-চুক ত ক্ষমার্হ।

প্রমাণ।” কি জঘন্য উক্তি! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ছাহাবীগণ নিষ্পাপ ছিলেন না বটে, কিন্তু এই গ্লানি কোন একজন ছাহাবীর চরিত্রেও ছিল না—ইহাই বাস্তব ইহাই সত্য; সত্যকে প্রকাশ করিয়া দেওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য।

একটি ভুল :—ইসলামী জেহাদে গণিমত অর্জন ও গণিমতের মাল সংগ্রহকে বাঙ্গালী পণ্ডিতগণ "লুণ্ঠন" শব্দে ব্যক্ত করেন; ইহা বিশ্রী ও কুৎসিত ভাষান্তর। "লুণ্ঠন" শব্দটির আভিধানিক অর্থের প্রশস্ততার পরিমাপের প্রয়োজন নাই; সাধারণ্যে এই শব্দটি যে কাজকে বুঝায় উহা যে, একটা মন্দ ও অবৈধ কাজ তাহা সুস্পষ্ট। অথচ গণিমত অর্জন ও সংগ্রহকরণ একটি বৈধ কাজ। পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণের শরীয়তেও ইহা বৈধ ছিল। অবশ্য তাঁহাদের শরীয়তে উহা ভোগ করার অনুমতি ছিল না; বিধান এই ছিল যে, গণিমতের সমস্ত মাল একত্রিত করিয়া রাখা হইবে, উক্ত জেহাদ আল্লাহ তায়ালার নিকট কবুল হইলে আসমান হইতে অগ্নিশিখা আসিয়া ঐ মাল ভস্ম করিয়া যাইবে, কবুল না হইলে আগুন আসিবে না। তখন কর্ম্মকর্ত্তা খোঁজ করিবেন যে, জেহাদ কি দোষে কবুল হইল না।

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—احلت لى الغنائم। "আমার উম্মতের বৈশিষ্ট্য যে, গণিমতের মাল তাহাদিগকে ভোগ করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে"। স্বয়ং হযরত (দঃ) গণিমতের অংশগ্রহণ করিয়া থাকিতেন। নবী (দঃ) কি লুটের মাল গ্রহণকারী ছিলেন? গণিমতের মালের ভাগ-বণ্টন এবং উহা ব্যয়ের পাত্র নির্দ্ধারণের বিধান পবিত্র কোরআনে বর্ণিত রহিয়াছে : দশম পারার আরম্ভ এবং নবম পারার ছুরা আনফালের আরম্ভ দ্রষ্টব্য।

অবশ্য গণিমতের কোন প্রতিশব্দ বাংলা ভাষায় নাই। কারণ, গণিমত হইল ইসলামের একটি বিশেষ বস্তু, আর ইসলামের ভাষা আরবী। এই ক্ষেত্রে গণিমত শব্দের ভাষান্তর না করিয়া উহার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিবে যে, ইসলামী জেহাদে শরীয়তের অধীনে শত্রুপক্ষের যে ধন-সম্পদ হস্তগত হয় উহাকে গণিমত বলে।

তীরন্দাজ বাহিনীর সৈন্যগণ যখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নির্দ্দেশিত স্থান ত্যাগ করায় উদ্যত হইলেন তখন তাঁহাদের অধিনায়ক আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) তাহাদিগকে রসুলুল্লার নির্দেশ স্মরণ করাইয়া বাধা দিলেন কিন্তু তাহাদের অধিক সংখ্যক পূর্ব্বালোচিত যুক্তি বলে সেই বাধা খণ্ডন পূর্ব্বক তথা হইতে চলিয়া গেলেন। শুধুমাত্র অধিনায়ক আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) এবং তাঁহার সঙ্গে ১১।১২ জন ছাহাবী তথায় অবস্থিত রহিলেন।

অদৃষ্টের পরিহাস! মুহূর্তের মধ্যে উহাই ঘটিয়া বসিল যাহার আশঙ্কায় হযরত (দঃ) এই স্থানে তীরন্দাজ বাহিনী মোতায়েন করিয়াছিলেন। শত্রুদলের অন্যতম বীর পুরুষ অশ্বারোহী বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক খালেদ ইবনে অলীদ মোসলমানদের পেছন দিকের ঐ রাস্তার সুযোগ লাভের অপেক্ষায় ছিল, ঐ রাস্তায় মোসলমানদের শক্তির স্বল্পতা এবং সৈন্য সংখ্যার নগণ্যতা লক্ষ্য করার সঙ্গে সঙ্গে দুই শত অশ্বারোহী সৈন্য তৎসঙ্গে আরও এক শত সৈন্য লইয়া অতি দ্রুতবেগে ঐ দিকে ধাবিত হইল এবং হঠাৎ ভীষণ ভাবে আক্রমণ চালাইয়া দিল। তিন শত শত্রু সেনার মোকাবিলায় ১১।১২ জন সৈন্য কি করিতে পারে? তাঁহারা আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পশ্চাদপদ হইলেন না, কিন্তু ঐ দুর্ধর্ষ বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইল না। অধিনায়ক আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) সহ তাঁহার সঙ্গীগণ সকলেই তথায় শাহাদৎ বরণ করিলেন।

খালেদ বাহিনীর সম্মুখের বাধার অবসান হইল, তাহারা সরাসরি মোসলমানদের মূলবাহিনীর উপর পেছন দিক হইতে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইল। মোসলমানগণ পেছন দিকের অপ্রত্যাশিত আক্রমণে এমন বিশৃঙ্খলায় পতিত হইলেন যে, অস্থিরতার মধ্যে নিজেদের হাতে নিজেদের লোক শহীদ হওয়ার ঘটনা পর্য্যন্ত ঘটিল। হোজায়ফা (রাঃ) ছাহাবীর পিতা ইয়ামান (রাঃ) সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যে মোসলমানদের হাতেই শহীদ হইলেন। হোজায়ফা (রাঃ) "আমার পিতা, আমার পিতা" চীৎকার করিলেন, কিন্তু চীৎকার কার্য্যকরীর সুযোগ ছিল না।

মোসলমানদের পেছন দিকে খালেদ বাহিনীর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে পলায়নরত শত্রুদলের মূলবাহিনী ফিরিয়া দাঁড়াইল। এখন মোসলমানগণ শত্রুদের কবলে বেষ্টিত হইয়া পড়িলেন এবং চতুর্দ্দিক হইতে আক্রান্ত হইলেন। শত্রু পক্ষের লক্ষ্য রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি নিবদ্ধ ছিল, তাহারা সাধারণ সৈন্য দলকে ভেদ করিয়া রসুলুল্লার দিকে অগ্রসর হইতে সচেষ্ট ছিল। উপস্থিত ছাহাবীগণ তাঁহার সম্মুখে সুদৃঢ় রক্ষাব্যূহ সৃষ্টি করিলেন। আবু দুজানা (রাঃ) স্বীয় পৃষ্ঠকে, তালহা (রাঃ) স্বীয় বাহুকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিরাপত্তার জন্য ঢালরূপে ব্যবহার করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) অতি অল্প সংখ্যক ছাহাবীগণের সঙ্গে ছিলেন; শত্রুদের প্রবল আক্রমণ একমাত্র তাঁহার প্রতি—এমতাবস্থায় রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, من يرد هم عني و هو

رفيقى فى الجنة "আমার হইতে শত্রুগণকে প্রতিহত করিয়া বেহেশতের মধ্যে আমার সঙ্গ লাভের প্রয়াসী কে আছে? মদিনাবাসী সাত জন ছাহাবী তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই হযরতের নিরাপত্তার জন্য স্বীয় জীবন উৎসর্গ করতঃ শাহাদৎ বরণ করিলেন। (মোসলেম শরীফ)

তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সাড়া দিয়া ছিলেন যিয়াদ ইবনে ছাকান (রাঃ); তিনি ভীষণ আহত—এমতাবস্থায় হযরত (দঃ) তাঁহাকে উঠাইয়া আনার আদেশ করিলেন। তাঁহাকে হযরতেয় সম্মুখে ধরাশায়ী অবস্থায় রাখা হইলে তিনি স্বীয় মুখমণ্ডল রসুলুল্লার চরণে রাখিয়া দিলেন এবং চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন।

যুদ্ধের এই স্তরে হাম্যা (রাঃ) এবং কতিপয় বড় বড় ছাহাবীসহ সত্তর জন ছাহাবী শাহাদৎ বরণ করিলেন। তন্মধ্যে দশজন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিরাপত্তার জন্য তাঁহার নিকটবর্ত্তী শাহাদৎ বরণ করেন। এতদসত্বেও হযরত (দঃ) ঐ সময় ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হন, এমন কি তিনি একটি গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। যদ্দরুন তিনি দৃষ্টির আড়াল হইয়া গেলেন। এদিকে হযরতের নিকটবর্ত্তী যে দশজন ছাহাবী শহীদ হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে পতাকাবাহী মোছ্য়া'ব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) ছিলেন। আমর ইবনে কমিয়া নামক কাফের তাঁহাকে শহীদ করিয়াছিল। তাঁহার আকৃতি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আকৃতির সদৃশ ছিল; তাই ঐ কাফের মনে করিল, সে হযরত (দঃ)কে শহীদ করিয়াছে। লোকদের মধ্যেও সে এই ভুল কথাই প্রচার করিয়া বেড়াইল, এতদ্ভিন্ন ইবলিশ শয়তানও চিৎকার করিয়া এই মিথ্যা খবর প্রচার করিল যে, قتل محمد "মোহাম্মদ নিহত হইয়াছেন।"

পরিস্থিতির ভয়াবহতা, তদুপরি এই দুঃসংবাদ মোসলমানগণকে হতাশ ও হুশহারা করিয়া ফেলিল। তাঁহারা দিশাহারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ন্যায় লৌহ মানব পর্য্যন্ত হাত পা ছাড়িয়া হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। কেহ কেহ পাহাড়ী এলাকার দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) গর্ত্তে পতিতাবস্থায় الى عباد الله "আল্লার বন্দাগণ! আমার নিকট আস" বলিয়া ডাকিতে ছিলেন, কিন্তু সন্ত্রস্ততার অবস্থায় মোসলমানদের কর্ণ পর্য্যন্ত এই শব্দ পৌঁছার সম্ভাবনা ছিল না। মোসলমানদের মধ্যে কাহারও কাহারও অবস্থা ইহার বিপরীতও ছিল। রসুলুল্লার শহীদ হওয়ার গুজবে তাঁহারা শত্রুর মোকাবিলায় অধিক

তৎপর হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা ভাবিলেন এবং প্রকাশও করিলেন যে, রসুলুল্লার পরে আমাদের জীবিত থাকার আবশ্যক কি? তিনি যেই পথে প্রাণ দিয়াছেন আমরাও সেই পথেই চলিয়া যাই। আনাছ ইবনে নজর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নাম তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তিনি ওমর (রাঃ)কে পর্য্যন্ত তিরস্কার করতঃ ঐ কথা বলিয়া শত্রু সেনার ভিতরে প্রবেশ পূর্ব্বক জেহাদে শহীদ হইলেন। তাঁহার শরীরে আশীটির অধিক আঘাত লাগিয়াছিল, এমনকি তাঁহার সেনাক্ত করা অসম্ভব ছিল। তাঁহার ভগ্নি তাঁহার অঙ্গুলির একটি নিদর্শন দেখিয়া সেনাক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এই অবস্থার পর কায়া'ব ইবনে মালেক (রাঃ) নামক ছাহাবী রসুলুল্লাহ (দঃ)কে জীবিতাবস্থায় সর্ব্বাগ্রে দেখিতে পান। দেখামাত্র তিনি "এইত রসুলুল্লাহ" বলিয়া চীৎকার করিলেন। তাঁহার এই চীৎকার ছাহাবীদের মধ্যে বিজলীর ন্যায় দ্রুত ছড়াইয়া পড়িল। হুশহারা বিক্ষিপ্ত মোসলমানগণ চতুর্দিক হইতে দৌড়িয়া আসিলেন যেরূপ মাতৃহারা গোশাবক মায়ের ডাকে ছুটিয়া আসে।

অতঃপর কাফেররা রসুলুল্লাহ (দঃ)কে লক্ষ্য করিয়া আক্রমণ চালায় বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কাফের শত্রু সৈন্য অগ্রসর না হইয়া রণাঙ্গন হইতে স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনে যাত্রা করিল। রণাঙ্গন পরিত্যাগের প্রাক্কালে তাহাদের দলপতি আবু সুফিয়ান শুধু এতটুকু বলিয়া গেল, আজিকার দিন বদরের দিনের বিনিময়ে।

অতঃপর রণাঙ্গনে শুধু মোসলমানগণই থাকিলেন, শত্রু সেনা কাফেররা রণাঙ্গন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। উল্লিখিত ঘটনা প্রবাহের বিভিন্ন বিষয়ের আয়াত ও হাদীছ যাহা বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন উহার অনুবাদ এই—

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗۤ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ حَتّٰۤى اِذَا فَشِلْتُمْ......

অর্থ—নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা স্বীয় প্রতিশ্রুতি (যে, তিনি মোসলমানদিগকে সাহায্য দান করিবেন উহা ওহোদের রণাঙ্গনেও) কার্য্যকরী ও বাস্তবে রূপায়িত করিয়াছিলেন, যখন তোমরা আল্লাহ তায়ালার সাহায্য সহায়তায় শত্রু সেনা কাফেরদের বিলুপ্তি সাধন করিয়া যাইতেছিলে। অতঃপর যখন তোমাদের মধ্যে (রসুলুল্লার আদেশ ও ব্যবস্থার উপর দৃঢ় থাকা সম্পর্কে) শিথিলতা আসিয়া গেল এবং (রসুলুল্লার আদেশ সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে মত বিরোধের সৃষ্টি হইল

এবং তোমরা (তথা তোমাদের অধিকাংশ রসুলুল্লার) আদেশ বিরোধী কার্য্যে লিপ্ত হইলে (তখন আর ঐ অবস্থা স্থায়ী রহিল না, বরং অবস্থা বিপরীত রূপ ধারণ করিল।) অথচ এইমাত্র আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে তোমাদের মনোবাঞ্ছা-পূরণ দৃশ্য দেখাইয়া ছিলেন। তোমাদের মধ্যে একদল লোকের কার্য্যধারা জাগতিক বস্তু সম্পর্কীয় ছিল (যদ্দরুন তাহারা মারাত্মক ভুলে পতিত হইয়াছিল)। পক্ষান্তরে তোমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক এইরূপও ছিলেন যাঁহারা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আখেরাতের (উন্নতি তথা রসুলের আদেশের) প্রতি লক্ষ্য ও দৃষ্টি নিবদ্ধকারী ছিলেন। (বস্তুতঃ সকলেরই ঐরূপ করা কর্ত্তব্য ছিল ; এই কর্ত্তব্যের ত্রুটিই বিপদের মূল কারণ। তোমাদের উক্ত ত্রুটিজনিত কার্য্যের) পরেই আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে শত্রু বাহিনীর দিক হইতে ফিরাইয়া দিলেন। (তোমরা শত্রুর) পেছনে ধাওয়া করিয়া শত্রুদেরকে তাড়া করিয়া নিয়া যাইতেছিলে ; শত্রুদল পরাজিতরূপে পলায়নরত ছিল এখন উহার বিপরীত শত্রুদল তোমাদিগকে ধাওয়া করিয়া তাড়াইয়া আনার প্রয়াস পাইল, তোমরা পরাজিতরূপে প্রাণ রক্ষায় ছুটিতে লাগিলে।) এই অবস্থা সৃষ্টির দ্বারা আল্লাহ তোমাদিগকে পরীক্ষা করিতে চাহিলেন—(কে পাকা মোমেন কে কাঁচা।) অবশ্য (যাহা ঘটিয়াছে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে (সেই ত্রুটির গোনাহ) ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন ; আল্লাহ তায়ালা মোমেনগণের প্রতি অতিশয় মেহেরবান। (৪ পাঃ ৬ রুঃ)

উল্লেখিত আয়াতে যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় মোসলমানদের সুস্পষ্ট বিজয় এবং শত্রু সেনাকে রণাঙ্গন হইতে উচ্ছেদ করা, অতঃপর তীরন্দাজ বাহিনীর লোকদের ভুল ধারণার বশীভূত হইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশ বিরোধী কার্য্যে লিপ্ত হওয়া তথা যুদ্ধের অবসান ধারণা করিয়া নির্দ্ধারিত ঘাটি ত্যাগ করা এবং তদ্দরুন অবস্থার অবনতি ঘটা ইত্যাদি বিষয়ের ইঙ্গিত রহিয়াছে।

১৪৪০। হাদীছঃ—বরা ইবনে আজেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওহোদের জেহাদের দিন আমরা কাফের শত্রু সেনার সম্মুখীন হইলাম। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তীরন্দাজ বাহিনীর একটি দলকে আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়েরের অধিনায়কত্বে একটি নির্দ্ধারিত স্থানে বসাইয়া দিলেন। তাহাদের প্রতি তাঁহার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ রহিল যে—আমাদিগকে বিজয়ী দেখিলেও তোমরা এই স্থান পরিত্যাগ করিও না এবং আমাদের উপর শত্রুর বিজয় দেখিতে পাইলেও

তোমরা এই স্থান ত্যাগ করিয়া আমাদের সাহায্যে আসিও না। এইরূপ ব্যবস্থাধীনে যখন আমরা যুদ্ধ আরম্ভ করিলাম তখন শত্রুগণ রণাঙ্গন হইতে পলায়ন করিতে লাগিল, এমন কি তাহারা যে বিশেষ দৃঢ়তা প্রদর্শনের জন্য নারীগণকে সঙ্গে আনিয়াছিল সেই নারীরাও দ্রুত দৌড়িবার জন্য পায়ের গোছা হইতে কাপড় টানিয়া ছুটাছুটি করিয়া পাহাড়ের আড়ালে যাইতেছিল।

এমতাবস্থায় তীরন্দাজ বাহিনীর লোকগণ বলিয়া উঠিলেন, শত্রুগণের ধন-সম্পদ তথা গণিমতের মালের সংরক্ষন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করা হউক। অধিনায়ক আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে এই নির্দ্দেশ দান করিয়াছেন যে, তোমরা এই স্থান ত্যাগ করিবে না। অধিকাংশ সঙ্গিগণ উপস্থিত পরিস্থিতিতেও সেই আদেশ বলবৎ আছে বলিয়া স্বীকার করিল না। সেই আদেশ বিরোধী কার্য্যে লিপ্ত হওয়ায় অবস্থার অবনতি ঘটিল, ফলে সত্তর জন ছাহাবী শহীদ হইলেন।

শত্রু সেনার দলপতি আবু সুফিয়ান মোসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের মধ্যে মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) জীবিত আছেন কি ? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, কোন উত্তর দিও না। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিল, ইবনে আবী কোহাফা (আবুবকর (রাঃ)) জীবিত আছেন কি ? হযরত (দঃ) উত্তর দানে নিষেধ করিলেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিল তোমাদের মধ্যে খাত্তাবের পুত্র (ওমর (রাঃ)) জীবিত আছেন কি ? এইবারও হযরত (দঃ) উত্তর প্রদানে নিষেধ করিলেন। ইহার উপর আবু সুফিয়ান মন্তব্য করিল যে, তাহারা সকলেই নিহত হইয়াছে, জীবিত থাকিলে নিশ্চয় উত্তর প্রদান করিতেন। তাহার এই মন্তব্য শ্রবণে ওমর (রাঃ) নিজকে বারণ রাখিতে পারিলেন না। তিনি ক্রোধ ভরে বলিয়া উঠিলেন, হে খোদার দুশমন। তুই মিথ্যা মন্তব্য করিতেছিস্ ; তোকে পদদলিতকারী তাঁহাদের সকলকেই আল্লাহ তায়ালা জীবিত রাখিয়াছেন।

অতঃপর আবু সুফিয়ান اعل هبل "হুবালের জয়" বলিয়া ধ্বনি দিল ("হুবাল" তাহাদের একটি দেবতার নাম)। রসুলুল্লাহ (দঃ) ছাহাবিগণকে এই ধ্বনির প্রতিউত্তর দানের আদেশ করিলেন এবং সমবেত স্বরে এই ধ্বনি দিতে বলিলেন الله اعلى و اجل "আল্লাহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও মহান "

অতঃপর আবু সুফিয়ান বলিল, لنا العزى و لا عزى لكم আমাদের 'ওজ্জা' (দেবতা) আছে, তোমাদের উহা নাই। হযরত (দঃ) ছাহাবিগণকে ইহার প্রতিউত্তর দানের আদেশ করিলেন, এবং সমবেত স্বরে এই ধ্বনি দিতে

বলিলেন الله مولانا ولا مولا لكم "আল্লাহ আমাদের সাহায্যকারী তোমাদের কেহ সাহায্যকারী নাই।" আবু সুফিয়ান (তাহার গর্ব্ব-ধ্বনির প্রত্যুত্তরে স্তব্ধ হইয়া) বলিল, আজিকার দিন বদরের দিনের বিনিময়ে; হারজিত পালাক্রমেই হইয়া থাকে। আবু সুফিয়ান আরও বলিল, নিহতদের নাক-কান কাটার ঘটনা ঘটিয়াছে বটে, উহা আমার আদেশে হয় নাই, অবশ্য আমি অসন্তুষ্টও নহি।

১৪৪১। হাদীছঃ—বরা ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওহোদের জেহাদকালীন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ)-এর অধীনে পদাতিক তীরন্দাজ বাহিনীকে এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে মোতায়েন করিয়া দিয়াছিলেন। সেই তীরন্দাজ বাহিনীর ত্রুটির দরুণ যখন মোসলমানগণ বেকায়দায় পতিত হইলেন এবং চতুর্দ্দিক হইতে শত্রুর কবলে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন তখন মোসলমান সৈন্য দলের শৃঙ্খলা বাকি থাকিল না; এক একজন এক একস্থানে আবদ্ধ রূপে লড়াই করিতে ছিলেন—কেহ বা শহীদ হইতেছিলেন কেহ বা শত্রু সেনা ভেদ করিয়া আসিতেছিলেন। এবং (কিছু সংখ্যক লোক) পরাজিত অবস্থায় ছুটাছুটি করিতেছিলেন। সেই পরিস্থিতিতেই রসুল (দঃ) তাহাদিগকে পেছন হইতে ডাকিতেছিলেন।

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا......

অর্থ—তোমাদের উপর যখন বিপদের করালছায়া নামিয়া আসিল, অবশ্য তোমরা ইতিপূর্ব্বে শত্রু পক্ষকে ইহার দ্বিগুণ বিপদে পতিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলে (সেই অবস্থার বিপরীত রূপ ধারণে) তোমরা স্তম্ভিত হইয়া বলিতে লাগিলে, আমাদের উপর এই বিপদ কোথা হইতে আসিল? আপনি তাহাদিগকে তদুত্তরে বলিয়া দিন, তোমাদের পক্ষ হইতেই তোমাদের উপর এই বিপদ আসিয়াছে। (অর্থাৎ তোমাদেরই ত্রুটির দরুণ তোমরা এই বিপদে পতিত হইয়াছ)। আল্লাহ তায়ালা সব কিছুই করিতে সক্ষম। (৪ পাঃ ৭ রুঃ)

১৪৪২। হাদীছঃ—সায়াদ ইবনে আবু অক্কাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওহোদের রণাঙ্গনে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় তীরদান হইতে সমুদয় তীর আমার সম্মুখে রাখিয়া দিয়া আমাকে (স্নেহভরে) বলিলেন, আমার মাতা-পিতা তোমার প্রতি উৎসর্গ; তুমি যথাসাধ্য তীর ছুড়িতে থাক।

১৪৪৩। হাদীছ ঃ—আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, একমাত্র সায়াদ ইবনে আবু অক্কাছ (রাঃ)-ই এইরূপ সৌভাগ্যশালী ছিলেন যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় মাতা-পিতা উৎসর্গ বলিয়া তাহার সম্পর্কে উক্তি করিয়াছিলেন অন্য কাহারও সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (দঃ)কে ঐরূপ উক্তি করিতে আমি শুনি নাই।

ব্যাখ্যা ঃ—বিশিষ্ট ছাহাবী ছায়াদ ইবনে আবু অক্কাছ (রাঃ) তীর ছুড়িতে খুবই পটু ছিলেন, তাঁহার প্রতিটি তীর কার্য্যকরী হইয়া থাকিত। রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় ছাহাবীগণের গুণাগুণের বিশেষ মর্য্যাদা দান করিয়া থাকিতেন। আলোচ্য ঘটনায় হযরতের সেই অমায়িক স্বভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

১৪৪৪। হাদীছ ঃ—আবু ওসমান (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওহোদের রণাঙ্গনে এমন সময়ও গিয়াছে যখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে একমাত্র ছায়াদ (রাঃ) এবং তাল্‌হা (রাঃ) ব্যতীত অন্য কোন লোক ছিলেন না।

ব্যাখ্যা ঃ—ওহোদ রণাঙ্গনে মোসলমানগণ শত্রুদল কর্তৃক সম্মুখ ও পশ্চাদ উভয় দিক হইতে আক্রান্ত হওয়ার পর যখন সৈন্য দলের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়া গেল তখন মোসলমানদের সৈন্যগণ বিভিন্ন স্থানে পরিবেষ্টিত আকারে লড়িতে লাগিলেন। সেই বিচ্ছিন্নতা ও বিশৃঙ্খলাবস্থায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গিগণের সংখ্যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঙ্কের ছিল।

১৪৪৫। হাদীছ ঃ—ক্বায়েস্ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি তাল্‌হা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হস্ত অবশ অবস্থায় দেখিয়াছি ; ওহোদের রণাঙ্গনে তিনি শত্রুগণ কর্ত্তৃক রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি নিক্ষিপ্ত সমুদয় তীর স্বীয় বাহু দ্বারা প্রতিহত করিয়াছিলেন।

১৪৪৬। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওহোদের রণাঙ্গনে যখন মোসলমান সৈন্যগণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল তখন আবু-তাল্‌হা (রাঃ) হযরতের নিকটে ছিলেন। তিনি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে একটি ঢালের আড়ালে আবৃত করিয়া রাখিলেন। আবু তাল্‌হা (রাঃ) বিশিষ্ট তীরন্দাজ ছিলেন, ওহোদের রণাঙ্গনে তিনি ২।৩টি ধনু ভাঙ্গিয়া ছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) কোন ব্যক্তিকে তীর লইয়া যাইতে দেখিলেই বলিতেন, তীর সমূহ আবু তাল্‌হার সম্মুখে রাখিয়া যাও। হযরত (দঃ) ঐ ঢালের আড়াল হইতে সময় সময় মাথা উচু করিয়া শত্রু পক্ষের প্রতি তাকাইতেন।

আবু তাল্‌হা (রাঃ) কাতর স্বরে নিবেদন করিতেন, আপনার জন্য আমার জীবন উৎসর্গ-- আপনি মাথা উঠাইবেন না, হঠাৎ শত্রু পক্ষের তীর আপনার শরীরে লাগিয়া যাইতে পারে।

আনাছ (রাঃ) ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, আয়েশা (রাঃ) এবং উম্মে ছোলায়েম রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার ন্যায় ব্যক্তিবর্গকে ঐ দিন দেখিয়াছি, বিশেষ তৎপরতার সহিত নিজ নিজ পৃষ্ঠে বহন করতঃ মশক ভরিয়া ভরিয়া পানি আনিতেন এবং আহত ব্যক্তিবর্গের মুখে ঢালিয়া দিতেন।

১৪৪৭। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওহোদের রণাঙ্গনে প্রথম অবস্থায় শত্রুপক্ষ মোশরেকগণ পরাজিত হইল। (অতঃপর যখন মোসলমান সৈন্যদের পশ্চাৎদিকের পথ বাধামুক্ত পাইয়া খালেদ বাহিনী ঐ পথে মোসলমানদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালাইল) তখন (মোসলমান সৈন্যগণের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি তরান্বিত করার উদ্দেশ্যে) ইবলিস শয়তান চীৎকার করিয়া বলিল, হে মোসলমানগণ! তোমাদের পেছনে দেখ। তখন তাড়াহুড়ার মধ্যে মোসলমান সৈন্যদেরই অগ্রভাগ ও পশ্চাদ ভাগের মধ্যে সংঘর্ষ হইল। সেই পরিস্থিতিতে হোজায়ফা (রাঃ) দেখিলেন, তাহার পিতা ইয়ামন (রাঃ) মোসলমান সৈন্যদের দ্বারাই আক্রান্ত হইতেছেন, তখন হে আল্লার বান্দাগণ! আমার পিতা আমার পিতা—বলিয়া হোজায়ফা (রাঃ) চীৎকার করিলেন। কিন্তু তখন তরবারি সংবরণ সম্ভব হইল না, ইয়ামন (রাঃ) নিহত হইলেন। হোজায়ফা (রাঃ) মর্ম্মাহত হইলেন বটে, কিন্তু অবস্থা দৃষ্টে কাহারও প্রতি কোন দাবী-দাওয়া রাখিলেন না, বরং অনিচ্ছাকৃত হত্যাকারীদের জন্য আল্লাহ তায়ালার দরবারে ক্ষমা চাহিলেন। অবশ্য হোজায়ফা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অন্তরে এই ঘটনার অনুতাপ চিরজীবন বাকি রহিল।

১৪৪৮। হাদীছ ঃ—ছা'লাবা ইবনে মালেক (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওমর (রাঃ) (স্বীয় খেলাফত কালে একদা) কতকগুলি চাদর কতিপয় মদিনাবাসী নারীর মধ্যে বণ্টন করিলেন; একটি উত্তম চাদর অবশিষ্ট রহিয়া গেল। সকলেই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন যে, আপনার সহ ধর্ম্মিনী—আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কন্যা উম্মে-কুলছুমকে এই চাদরটি প্রদান করুন। ওমর (রাঃ) বলিলেন, না, না; মদীনাবাসিনী উম্মে ছালীৎ (রাঃ) ইহা লাভের অগ্রাধিকারিণী; তিনি ওহোদ রণাঙ্গনে আমাদের জন্য মশক ভরিয়া পানি আনিয়াছিলেন।

হাম্‌যা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শাহাদত—

১৪৪৯। হাদীছ ঃ—জাফর ইবনে আম্‌র (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ওবায়তুল্লাহ ইবনে আদী রহমতুল্লাহে আলাইহের সঙ্গে ভ্রমণরত ছিলাম ; আমরা যখন "হেম্‌ছ" নামক স্থানে পৌঁছিলাম তখন তিনি আমাকে বলিলেন, ওয়াহ্‌শী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট উপস্থিত হওয়ার আগ্রহ হয় কি ? তিনি ওহোদ রণাঙ্গনে কাফের দলভুক্ত ছিলেন, তাহার অতর্কিত আক্রমণেই হামযা (রাঃ) শাহাদৎ বরণ করিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, হাঁ—তাহার নিকট উপস্থিত হইব। ওয়াহ্‌শী "হেম্‌ছ" শহরেই বসবাস করিতেন, আমরা লোকদের নিকট তাঁহার খোঁজ জিজ্ঞাসা করিলাম। আমাদিগকে তাঁহার খোঁজ দেওয়া হইল। আমরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সালাম করিলাম। আমার সঙ্গী ওবায়তুল্লাহ ইবনে আদী (রঃ) কাপড় চোপড়ে এরূপ আবৃত হইলেন যে, তাহার পা ও চক্ষুদ্বয় ভিন্ন আর কোন অংশ যেন দৃষ্টিগোচর না হয়। ওবায়তুল্লাহ ইবনে আদী (রঃ) এই অবস্থায় ওয়াহ্‌শী (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাকে চিনেন কি ?

ওয়াহ্‌শী (রাঃ) তাহার প্রতি তাকাইলেন এবং একটু রহস্যাকারে বলিলেন, না—চিনি না, তবে কিন্তু আমার স্মরণ আছে যে, আদী ইবনে খেয়ার (রাঃ) "উম্মে কেতাল" নাম্নী একটি নারী বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই ঘরে একটি ছেলে জন্মিয়াছিল এবং সেই ছেলের জন্য দাই বা ধাত্রী আমিই খোঁজ করিয়া আনিয়া দিয়াছিলাম ; তোমার পা দুইটি দেখিয়া সেই ছেলের ন্যায় মনে হয়। ওবায়তুল্লাহ (রঃ) যখন দেখিলেন যে, ওয়াহ্‌শী (রাঃ) তাহাকে পূর্ণরূপে চিনিতে পারিয়াছেন তখন স্বীয় চেহারা উন্মুক্ত করিলেন। অতঃপর বলিলেন, আপনি হামযা (রাঃ)-এর শাহাদতের ঘটনা আমাদিগকে শুনাইবেন কি ? তিনি বলিলেন—হাঁ।

বদরের রণাঙ্গনে হাম্‌যা (রাঃ) তোয়ায়মা ইবনে আদী ইবনে খেয়ারকে হত্যা করিয়াছিলেন। তাহার ভাতিজা—আমার মনীব জোবায়ের ইবনে মোতয়েম সেই আক্রোশে আমাকে বলিল, যদি আমার চাচার বিনিময়ে হাম্‌যাকে তুমি হত্যা করিতে পার তবে তোমাকে আমি (আমার দাসত্ব হইতে) মুক্তি দান করিব।

ওহোদ সংলগ্ন আইনাইন পাহাড়ের নিকটস্থ যেই যুদ্ধ হইয়াছিল সেই যুদ্ধের জন্য যখন মক্কাবাসীরা যাত্রা করিল তখন আমিও তাহাদের সহযাত্রী হইলাম। রণক্ষেত্রে যখন উভয় পক্ষের সৈন্যদল প্রস্তুত হইয়া সারিবদ্ধরূপে দাঁড়াইল, তখন (কাফের সৈন্যদলের মধ্য হইতে) 'সেবা' নামক বাহাদুর ময়দানে অবতরণ

করিয়া মোসলমানদের প্রতি প্রতিদ্বন্দিতার আহ্বান জানাইল। হাম্‌যা (রাঃ) তৎক্ষাণাৎ তাহার প্রতি লাফাইয়া পড়িলেন এবং হে খত্‌নাকারিণীর পুত্র সেবা! তুই আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের বিরুদ্ধে শত্রুতা বাঁধিয়াছিস্? এই বলিয়া তরবারির এমন আঘাত করিল যে, সেবার অস্তিত্ব বিলীন হইয়া গেল। (হাম্‌যা (রাঃ) যেই দিকেই ধাওয়া করিতেন সেই দিকেই বিপক্ষ সেনাদল শুষ্ক পাতার স্তুপ ছড়াইয়া যাওয়ার ন্যায় বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইত।)

ওয়াহ্‌শী (রাঃ) বলেন, আমি হাম্‌যা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উদ্দেশ্যে একটি বড় পাথরের আড়ালে লুকাইয়া রহিলাম। যখন তিনি আমার বরাবরে আসিলেন তখন আমি আমার (বিযাক্তরূপে প্রস্তুত) বর্শাটি তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিলাম। বর্শাটি তাহার নাভির তলদেশে বিদ্ধ হইয়া পিছন দিকে বাহির হইয়া গেল। এই ঘটনার উপরই তাঁহার জীবনের অবসান ঘটিল।

ওয়াহ্‌শী (রাঃ) বলেন, সেই যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর আমি মক্কায় অবস্থান করিতে লাগিলাম। অতঃপর যখন মক্কা মোসলমানদের করতলগত হইয়া গেল তখন আমি 'তায়েফ' শহরে চলিয়া গেলাম। কিছু দিনের মধ্যেই তায়েফবাসিগণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেছিল। আমি শুনিতে পাইলাম, হযরত (দঃ) প্রতিনিধি দলকে কোন প্রকারেই বিব্রত করেন না। তাই আমি এই সুযোগকে সযত্নে গ্রহণ করিলাম এবং প্রতিনিধি দলের সদস্য রূপে রসুলুল্লাহ (দঃ) সমীপে উপস্থিত হইলাম (এবং ইসলামের কালেমা পাঠ করিলাম।) হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমিই ওয়াহ্‌শী? আমি আরজ করিলাম, হাঁ। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি হাম্‌যা (রাঃ)কে শহীদ করিয়াছিলে? আমি আরজ করিলাম, আপনি যাহা শুনিয়াছেন তাহা সত্য। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তুমি কি ইহা করিতে পার যে, তুমি আমার দৃষ্টিগোচরে না আস?

অতঃপর আমি চলিয়া আসিলাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) ইহজগৎ ত্যাগের পর নবুয়তের মিথ্যাদাবীদার মিথ্যাবাদী মোসায়লামাহ্‌ মোসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। আমি সেই যুদ্ধে যোগদানের ইচ্ছা করিলাম। আমি ভাবিলাম, যদি মিথ্যাবাদী মোসায়লামার ন্যায় ইসলামের শত্রুকে ধ্বংস করিতে পারি তবে হাম্‌যা (রাঃ)কে শহীদ করার কিছুটা বিনিময় সাধন সম্ভব হইবে। এই ভাবিয়া আমি রণে যাত্রা করিলাম। রণক্ষেত্রে যাইয়া (আমি একটি দেওয়ালের আড়ালে

বর্শা হাতে লইয়া অপেক্ষমান রহিলাম)। দেওয়ালের একটি স্থান ভগ্ন ছিল সেই পথে আমি মোসায়লামাকে দেখিতে পাইলাম, সে উষ্ট্রের ন্যায় বিরাট দেহাকারের ছিল। যুদ্ধে লিপ্ততায় তাহার মাথার চুলগুলো এলোমেলো হইয়া গিয়াছিল। তাহাকে দেখামাত্র আমি তাহার প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করিলাম এবং উহা বুকের মধ্যে বিদ্ধ হইয়া পৃষ্ঠের দিকে বাহির হইয়া আসিল। তৎক্ষণাৎ একজন মদিনাবাসী ছাহাবী ছুটিয়া আসিয়া তাহার শিরচ্ছেদ করিয়া ফেলিলেন।

ওয়াহ্শী (রাঃ)ই যে, সেই মিথ্যাবাদী মোসায়লামার হত্যাকারী ছিলেন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই ঘটনার মধ্যেও পাওয়া যায় যে, মোসায়লামার দলীয় একটি নারী তাহার শোক প্রকাশে বলিয়াছিল। আ—হ্! আমাদের আমীর, তিনি একটি অতি সাধারণ ব্যক্তি হাবশী গোলামের হাতে নিহত হইয়াছেন।

ওহোদের জেহাদে হযরতের আঘাতসমূহ ঃ

ওহোদ-জেহাদে রসুলুল্লাহ (দঃ) মূল যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। যখন বিপদের ছায়া নামিয়া আসিল, তখন মোসলমানগণ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেন, বড় বড় বাহাদুরগণ বিভিন্ন স্থানে বেষ্টিতাকারে লড়িতেছিলেন, কিছু সংখ্যক ভীষণ আহত হইয়া রহিলেন, কিছু সংখ্যক হতাশ হইয়া ছুটাছুটি করিতেছিলেন; তখন হযরতের প্রতি শত্রুদের তীব্র আক্রমণ হয়। হযরত (দঃ) বহু সংখ্যক আঘাতে আহত হন। কতিপয় আঘাত ভয়ঙ্কর ছিল। (১) নীচের সারীর ডান দিকস্থ চোখা দাঁতের বাম দিক সংলগ্ন দাঁতটির অংশবিশেষ প্রস্তরের আঘাতে ভাঙ্গিয়া ছিল। (২) নীচের ঠোঁটটি ভিতর দিকে যখমী হইয়া গিয়াছিল। (৩) লৌহ শিরস্ত্রাণের কড়া চোয়ালের হাড় ভাঙ্গিয়া এইরূপে বিদ্ধ হইয়াছিল যে, ওবায়দাতুবনুল জাররাহ (রাঃ) কর্তৃক উহা কামড় দিয়া বাহির করিতে তাঁহার দুইটি দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়।

১৪৫০। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (ওহোদের যুদ্ধে আহত অবস্থায় অনুতপ্ত হইয়া) বলিয়াছিলেন, ঐ জাতির প্রতি আল্লাহ তায়ালা ভীষণ ক্রুদ্ধ যাহারা স্বীয় পয়গাম্বরের সঙ্গে এই ব্যবহার করিয়াছে—এই বলিয়া তিনি স্বীয় ভাঙ্গা দাঁতের প্রতি ইশারা করিলেন। তিনি আরও বলিলেন, যে ব্যক্তি জেহাদাবস্থায় আল্লার রসুলের হাতে নিহত হয় সে আল্লাহ তায়ালার ভীষণ ক্রোধের পাত্র।

ব্যাখ্যা :—ওহোদের যুদ্ধেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আঘাতে উবাই ইবনে খলফ নামক কাফেরের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। সে দম্ভভরে হযরতের প্রতি ছুটিয়া আসিয়াছিল। হযরত (দঃ) একটি ছোট বর্শা হাতে লইয়া তাহার গর্দ্দানের উপর মারিলেন, সামান্য একটু যখম হইল, কিন্তু সে উহাতেই অস্থির হইয়া পড়িল, এমন কি শেষ পর্য্যন্ত সে ঐ যখমেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

১৪৫১। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার অতি ক্রোধের পাত্র যাহার মৃত্যু আল্লার রসুলের হাতে ঘটিয়া থাকে।

ঐ জাতির প্রতি আল্লাহ তায়ালার ভীষণ ক্রোধ যাহারা আল্লার নবীর চেহারাকে রক্তাক্ত করিয়াছে।

১৪৫২। হাদীছ :—ছাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি জ্ঞাত আছি কোন্ ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ক্ষত ধৌত করিতেছিলেন এবং কোন্ ব্যক্তি পানি ঢালিয়া দিতেছিলেন এবং কি বস্তু ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, ফাতেমা (রাঃ) ধৌত করিতেছিলেন, আলী (রাঃ) পানি ঢালিতেছিলেন। ফাতেমা (রাঃ) যখন দেখিলেন, পানি দ্বারা রক্ত বন্ধ হইতেছে না তখন তিনি চাটাই ভাঙ্গা টুকরা আগুনে পুড়িয়া উহার ভস্ম দ্বারা যখমের মুখ ভরিয়া দিলেন, উহাতে রক্ত বন্ধ হইয়া গেল।

এতদ্ভিন্ন হযরতের একটি দাঁতও ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল এবং তাঁহার চেহারার উপর বিভিন্ন জখম হইয়াছিল এবং লৌহশিরস্ত্রাণ ভাঙ্গিয়া মাথায় বিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

১৪৫৩। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (ওহোদ-জেহাদের ঘটনার পর) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে ফজরের নামাযের মধ্যে দ্বিতীয় রাকাতের রুকু হইতে দাঁড়াইয়া ছামেয়াল্লাহু লেমান হামেদাহ, রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ বলিয়া এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি—

اَللّٰهُمَّ الْعَنْ صَفْوَانَ بْنَ اُمَيَّةَ وَسُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو وَالْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ -

অর্থ—হে আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ কর ছাফ্‌ওয়ান ইবনে উমাইয়ার উপর, সোহায়েল ইবনে আম্‌রের উপর এবং হারেছ ইবনে হেসামের উপর। ৫৮২ পৃঃ

হযরতের এই অভিশাপের প্রতিবাদে কোরআন শরীফের আয়াত নাযেল হয়।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْيَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْيُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ -

অর্থ—(আপনি কাফেরদের প্রতি আল্লার গজব তথা তাহাদের ধ্বংস কামনা করেন বা তাহাদের সৎপথ অবলম্বন করা হইতে নিরাশ হইয়া ব্যথিত হন, এইসব আপনার পক্ষে সমীচীন বা ফলদায়ক নহে, কারণ) তাহাদের ধ্বংস হওয়া বা সৎপথের পথিক হওয়া সম্পর্কে আপনার কোন অধিকার বা স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের অবকাশ নাই। (এই সম্পর্কে সর্ব্বাধিকারের অধিকারী একমাত্র) আল্লাহ তায়ালা ; (তিনি) হয়ত তাহাদের প্রতি করুণার দৃষ্টি করিবেন (তথা সৎপথের পথিক বানাইবেন ; ইহা তাহাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত গণ্য হইবে।) কিম্বা তাহাদিগকে এইসব দুষ্কৃতির শাস্তি প্রদান করিবেন; কারণ তাহারা বাস্তবিকই দুষ্কৃতিকারী। (৪ পাঃ ৩ রুঃ)

● আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) ওহোদের ঘটনায় (মক্কাবাসী কাফেরগণ কর্ত্তৃক) ভীষণরূপে আঘাত পান। (তাঁহার দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়)। তিনি মুখমণ্ডলের রক্ত মুছিতেছিলেন এবং (অনুতপ্ত হইয়া অভিশাপ উদ্দেশ্যে) বলিলেন, كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ "ঐ জাতির মুক্তি ও উন্নতি কিরূপে সম্ভব হইবে যাহারা স্বীয় পয়গাম্বরকে এইরূপে যখমী করিয়াছে। (অথচ সেই পয়গাম্বর তাহাদিগকে তাহাদের সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি আহ্বান জানাইতেছেন।)" হযরতের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে কোরআনের আয়াত নাযেল হয়—

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ

ব্যাখ্যা ঃ—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কাবাসী কাফেরদের আচরণে অনুতপ্ত হইলেন, এমনকি তাহাদের প্রতি বদ-দোয়ার বাক্যও হযরতের মুখে উচ্চারিত হইল। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) দয়ার দরিয়া ধৈর্য্যের পাহাড় ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। তায়েফের ঘটনায় কাফেররা হযরতের উপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষিত করিয়াছিল, তাঁহার মাথার রক্ত পায়ের জুতাকে আটকাইয়া দিয়াছিল, তিনি আঘাতের অসহ্য যাতনায় চৈতণ্যহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। আল্লার তরফ হইতে ফেরেশতাগণ প্রতিশোধের অনুমতি চাহিতে ছিলেন এই অবস্থায়ও হযরত দয়া ভুলেন নাই ধৈর্য্য হারান নাই ; কষ্ট-যাতনা প্রদানকারীদের পক্ষে সৎপথ অবলম্বনের দোয়াই করিয়াছেন, বরং সেই আশাও পোষণ করিয়াছেন। তদ্রূপ আলোচ্য ওহোদের ঘটনায়ও হযরত তাঁহার ধৈর্য্য ও দয়া ছাড়িতে পারেন নাই। 'যোরকানী' নামক কিতাবে উল্লেখ আছে, এই ঘটনায়ও হযরত আহত

হইয়া রক্তের ফোটা মাটিতে পড়িতে দেন নাই ; তাঁহার রক্তের ফোটা মাটিতে পড়িলে ভূপৃষ্ঠে আল্লার গজব আসিবে, তাই তিনি স্বীয় রক্ত নিজ হাতে মুছিতে ছিলেন এবং বলিতে ছিলেন—اللهم اغفر لقومى فانهم لا يعلمون "হে আল্লাহ আমারই গোত্রীয় লোকদের কার্য্য তুমি ক্ষমা কর; তাহারা নির্বোধ।"

এতদসত্ত্বেও ওহোদের ঘটনায় কাফেরদের নিষ্ঠুরতা ও বর্ব্বরতা এইরূপ চরমে পৌঁছিয়াছিল যে, সেই অবস্থায় অনুতাপ ও বিরক্তি প্রতিরোধ করা মানুষ হিসাবে হযরতের জন্য সম্ভব হইল না।

এখানেই আল্লাহ পাকের অসীম দয়া ও সহিষ্ণুতার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বিদ্রোহীগণ কর্তৃক স্বীয় প্রতিনিধি মাহবুবের এইরূপ অত্যাচারিত হওয়াকে ধৈর্য্য সহকারে শুধু নিবিড় নিরীক্ষণই করিতে ছিলেন না বরং এইরূপ নিষ্ঠুর আচরণের সম্মুখীন রক্তাক্তাবস্থায় পতিত স্বীয় মাহবুবের মুখে অনুতাপের বাক্যও বরদাশ্‌ত করিলেন না। ইহাকেই বলা হয় যে—"আমার পথে কষ্ট যাতনা সহ্যই করিয়া যাইবে উহ্‌ও করিতে পারিবে না।"

ওহোদের রণাঙ্গণে আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত ঃ

ওহোদের রণাঙ্গনে মোসলমানদের অনেক ক্ষয় ক্ষতিই হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই অবস্থায়ও আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত মোসলমানদের পক্ষে থাকার কতিপয় নিদর্শন পরিলক্ষিত হইয়াছিল। আল্লাহ তায়ালা সর্ব্বশক্তিমান ; মুহূর্ত্তের মধ্যে তিনি সব কিছু ঘটাইতে পারেন, কিন্তু ইহজগৎ মানবের পরীক্ষা-কেন্দ্র ও কর্ম্মস্থল ; সাধারণতঃ ও স্বাভাবিকরূপে ইহজগতে আল্লাহ তায়ালা মানবের কার্য্যের মাধ্যমেই ফলাফল প্রকাশিত করিয়া থাকেন। তখন স্বাভাবিক অবস্থার উর্দ্ধে কোন ফল লাভ হইলে উহা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত। সেই বিশেষ রহমত কদাচিত মানবের কার্য্যধারার প্রতিক্রিয়া ও ফলাফলের বিপরীত বা বহু গুণ উর্দ্ধে হইয়া থাকে, সেইরূপ হইলে উহা আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরতের নিদর্শন। আল্লাহ তায়ালা সর্ব্বশক্তিমান, তাঁহার কুদরত অসীম ; কিন্তু উহার নিদর্শন সর্ব্বাবস্থায় প্রকাশিত হওয়ার বাধ্য-বাধকতা নাই। স্বাভাবিক ও সাধারণরূপে মানবের কার্য্যধারার প্রতিক্রিয়া ও ফলাফলের ভিতর দিয়াই কিছুটা কৃপা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইহাই আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত ; এই ধরণের রহমতই ওহোদের রণাঙ্গনে আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে ছিল।

মোসলমানদের স্বীয় কার্য্যধারার ফলাফল ও প্রতিক্রিয়ার ক্ষয়-ক্ষতির ভিতর দিয়াই কিছুটা কৃপার নিদর্শন পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

ওহোদ-রণাঙ্গনেও মোসলমানদের সাহায্যে ফেরেশতা পাঠাইয়াছিলেন।

১৪৫৪। হাদীছঃ—সায়াদ ইবনে আবু অক্কাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওহোদের রণাঙ্গনে আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে স্পষ্টরূপে দেখিয়াছি তাঁহার সঙ্গে দুইজন লোক তাঁহার পক্ষ হইয়া লড়াই করিতেছেন। তাঁহাদের পরিধানে সাদা পোষাক। ইতিপূর্ব্বেও তাঁহাদিগকে দেখি নাই যুদ্ধের পরেও আর তাঁহাদিগকে দেখিতে পাই নাই। (৫৮০ পৃঃ)

ব্যাখ্যাঃ—মোসলেম শরীফে উল্লেখ আছে যে, এই দুইজন ছিলেন মানুষ বেশে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) ও হযরত মিকাঈল (আঃ)। আল্লাহ তায়ালা এই ভীষণ অবস্থায় ফেরেশতাগণের দ্বারা হযরতের রক্ষা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আঘাত হইতে রক্ষা করেন নাই; এই ধরণের ঘটনা সমূহ আল্লাহ তায়ালার বেনেয়াজির অজেয় এবং অনাবিষ্কৃত ভেদ রহস্য।

এতদ্ভিন্ন কোরআন শরীফে আরও একটি বিশেষ রহমতের উল্লেখ আছে—

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ -

অর্থ— তোমরা কষ্টক্লিষ্ট চিন্তামগ্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের চিন্তা দূরীভূত করিয়া প্রসন্নতা ও শান্তি আনায়নের জন্য তোমাদের উপর নিদ্রাভার চাপাইয়া দিলেন। সেই নিদ্রা তোমাদের একটি দল (তথা খাঁটী মোমেনগণকে) পরিবেষ্টিত করিয়া লইয়াছিল। (পক্ষান্তরে রণাঙ্গনের মধ্যেও যে কতকজন মোনাফেক ছিল তাহারা এই নেয়ামত হইতে বঞ্চিত থাকিয়া নানা কুচিন্তায় মগ্ন হইল।) (৪ পাঃ ৬ রুঃ)

১৪৫৫। হাদীছঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) ওহোদ-জেহাদের দিন বলিয়াছেন, ঐ যে, জিব্রাইল (আঃ) স্বীয় ঘোড়ার লাগাম হাতে রণাঙ্গনে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার পরিধানে সমরাস্ত্র রহিয়াছে। ৫৭৮ পৃঃ

১৪৫৬। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবু তাল্‌হা (রাঃ) নিজের অবস্থা বয়ান করিয়াছেন যে, আমিও ঐ দলে ছিলাম ওহোদের রণাঙ্গনে যাহাদিগকে নিদ্রা পরিবেষ্টিত করিয়াছিল। এমনকি নিদ্রাভারে আমার হাত হইতে তরবারি বার বার পতিত হইতেছিল—বার বার আমি উহাকে উঠাইতাম।

ব্যাখ্যা ঃ—ক্ষয় ক্ষতি যখম ইত্যাদি পীড়াদায়ক ও যাতনাদায়ক—ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐ সবের চিন্তায় মগ্ন ও জর্জ্জরিত থাকা অধিক পীড়া ও যাতনাদায়ক। পক্ষান্তরে এইরূপ অবস্থায় চিন্তামগ্ন না থাকিয়া নিদ্রামগ্ন হওয়া শান্তি আনয়নে অধিক সহায়ক হয়। সেই হিসাবেই আল্লাহ তায়ালা মোসলমানদের মধ্যে দ্রুত শান্তি আনয়নের জন্য এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যেরূপ কেহ আছাড় খাইয়া হাত-পা বিকল হইয়া পড়িলে ডাক্তার উহার উপর অস্ত্রপাচার করেন, কিন্তু উহা সত্বর শুষ্ক হওয়ার জন্য ব্যাণ্ডিজের ব্যবস্থাও করেন।

মোসলমান সৈনিকদের ত্রুটি মার্জ্জনার ঘোষণা ঃ

মোসলমানদের যে ত্রুটি হইয়াছিল, উহার বিষময় ফল ভোগ হইতে মোসলমানগণ নিস্তার পাইলেন না, বরং উহাতে সকলেরই অংশীদার হইতে হইল—

چوں از قومے یکے بیدا نشی کرد × نہ کہ را منزلت باشد نہ مہ را

"দলের মধ্যে একজন মানুষের অসতর্কতার দরুনও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে যে, ছোট-বড় সকলকেই উহার তিক্ততা ভোগ করিতে হয়।"

কিন্তু যেহেতু তাহাদের ঐ ত্রুটি ইচ্ছাকৃত তথা কোন প্রকার বিরোধী মনোভাবযুক্ত ছিল না, বরং একটি ভুল ধারণা প্রসূত ছিল মাত্র, তাই আল্লাহ তায়ালা কোরআন পাকের একাধিক আয়াতে বারংবার স্পষ্ট ভাষায় তাহাদের ত্রুটি মার্জ্জনা ও ক্ষমার ঘোষণা দিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, বরং যেহেতু মোসলমানদের পক্ষে এই ধরণের অতর্কিত বিপদ ও ক্ষয় ক্ষতি ইহাই সর্ব্বপ্রথম ছিল, তাই আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে বিভিন্ন রকমে বুঝ-প্রবোধ দিয়াছেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ...

অর্থ—যাহারা (ওহোদের রণাঙ্গনে) শত্রু সেনাদলের সম্মুখীন হওয়ার দিন ছিন্ন-বিচ্ছিন্নরূপে ছুটাছুটি করিয়াছিল তাহাদের স্বীয়কৃত নানাপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতির* দরুন শয়তান তাহাদের পদস্খলন ঘটাইতে প্রয়াস পাইয়াছিল।

---

* এই আয়াতে যে ত্রুটি বিচ্যুতির উল্লেখ করা হইয়াছে উহার উদ্দেশ্য সাধারণ ত্রুটি বিচ্যুতি যাহা বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ঐ রণাঙ্গনে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নির্দ্দেশ-বিরোধী কার্য্য—নির্দ্দিষ্ট স্থান পরিত্যাগ করার ত্রুটিও তন্মধ্যে

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

আল্লাহ তাহাদের সব কিছু ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন ; (তাহাদের প্রতি কেহ কটাক্ষ করিবে না।) আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাকারী, অতিশয় ধৈর্য্যশীল। (৪ পাঃ ৬ রুঃ)

এই আয়াতেরই একটু পূর্ব্বে অপর আয়াতেও আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ "আল্লাহ তোমাদের কৃত ত্রুটি ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন।

মোসলমানদেরে বুঝ-প্রবোধ দান এবং ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে সুফল দানের বয়ান

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ -

অর্থ—নিরুৎসাহ হইও না, চিন্তিত হইও না এবং বিশ্বাস রাখিও যে, তোমরাই প্রাবল্য ও প্রাধান্য লাভ করিবে যদি তোমরা খাঁটী মোমেন প্রতিপন্ন হও। (আজ) তোমরা ঘায়েল হইয়াছ বটে, (কিন্তু ইহা শত্রুপক্ষ কাফেরদের প্রাধান্যের প্রমাণ হইতে পারে না, কারণ পূর্ব্বে—বদরের রণাঙ্গনে) শত্রুপক্ষও এইরূপ ঘায়েল হইয়াছিল। (জাগতিক জীবনে) বিভিন্ন দলের মধ্যে পালাক্রমে জয়-পরাজয়ের সুযোগদান করা আমার একটি সাধারণ রীতি। এতদ্ভিন্ন (এই জয়-পরাজয়ের মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ্যে দেখিয়া নিতে চান—তোমাদের দলের মধ্যে খাঁটী মোমেন কে কে ? এবং তোমাদের হইতে কতিপয় ব্যক্তিবর্গকে শাহাদৎ লাভের সুযোগ দিতে চান এবং খাঁটী মোমেনগণকে গোনাহ মাফ করিয়া পরিচ্ছন্ন করিতে এবং কাফেরদের মূল উচ্ছেদ করিতে চান।

তোমরা কি ভাবিয়াছ—তোমরা বেহেশত লাভের অধিকারী হইয়া বসিবে এইরূপ পরিস্থিতির পূর্ব্বেই যদ্দারা আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ্যে দেখিয়া লইবেন, তোমাদের দলের মধ্যে কে কে (দীনের জন্য) সংগ্রামকারী ও ধৈর্য্যশীল ?

তোমরা ত পূর্ব্বে (জেহাদের সুযোগ লাভে) মৃত্যু (বরণ করতঃ শাহাদৎ) লাভের আকাঙ্খা পোষণ করিয়া থাকিতে। এখন সেই আকাঙ্খার বস্তু প্রকাশ্যে দেখিতে পাইয়াছ। (৪ পাঃ ৫ রুঃ)

একটি। ইহা একটি স্বাভাবিক বাস্তব তথ্য যে, এক গোনাহ অন্য গোনাহের প্রতি টানিয়া লইয়া যায়। এই সূত্রেই তাহাদের ঐ গোনাহ তাহাদিগকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া ছুটাছুটি করার গোনাহে লিপ্ত করিয়াছে, যেরূপ এক ব্যাধি অন্য ব্যাধিকে, এক উপসর্গ অন্য উপসর্গকে টানিয়া আনিয়া থাকে। এমন কি একই দলের কতিপয় ব্যক্তির কোন ত্রুটি বিচ্যুতির ফলে যখন অন্য ত্রুটির সৃষ্টি হয় তখন উহাতে ঐ দলীয় অন্য লোকও সামিল হইয়া পড়ে।

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ..

অর্থ—(ওহোদের রণাঙ্গনে) শত্রু সেনাদলের সম্মুখীন হওয়ার দিন তোমাদের উপর যাহা কিছু ঘটিয়াছিল তাহা আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায়ই ঘটিয়াছিল; (যাহাতে বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিহিত ছিল এবং) এই উদ্দেশ্যও ছিল যে, কে খাঁটী মোমেন ও কে মোনাফেক তাহা প্রকাশ পাইয়া যায়। (৪ পাঃ ৮ রুঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—ওহোদের জেহাদে মোসলমানগণ অনেক ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছিলেন। মোসলানগণকে এই ক্ষয়-ক্ষতির মধ্যে পতিত করার কতিপয় সুফলের বর্ণনা ও ইঙ্গিত উক্ত আয়াতদ্বয়ে করা হইয়াছে। যথা—

(১) আপদ-বিপদ, দুঃখ-কষ্ট ও ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমেই খাঁটী ভক্ত ও স্বার্থ শিকারীর পরিচয় প্রকাশ পাইয়া থাকে ; এস্থলেও খাঁটী মোমেন ও মোনাফেকের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছিল। যাহারা খাঁটী মোমেন ছিলেন তাঁহারা দল ত্যাগীও হন নাই বা বিপদ দেখিয়া কোন সংশয়ের সম্মুখীনও হন নাই। পক্ষান্তরে যাহারা মোনাফেক ছিল তাহাদের অধিকাংশ পথিমধ্য হইতেই দলত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। আর যাহারা স্বীয় মোনাফেকীকে গোপন রাখায় যত্নবান ছিল তাহারা ঐ সময় দল ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া যায় নাই, বরং শেষ পর্য্যন্ত রণাঙ্গনে উপস্থিত ছিল, কিন্তু আপদ-বিপদের দরুন তাহারা নানাপ্রকার সংশয়ে পতিত হয় এবং দোষারোপের উক্তি করে। দলত্যাগী মোনাফেকদের বর্ণনার আয়াত পুর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর মোনাফেকদের বর্ণনার আয়াত এই—

وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ......

অর্থ—তোমাদের সঙ্গে অপর একটি দল আছে যাহাদের মনে স্বীয় জান বাঁচাইবার চিন্তা ভিন্ন আর কোন চিন্তাই নাই। তাহারা আল্লাহ সম্পর্কেও ভিত্তি-হীন নির্বুদ্ধিতাসূচক ধারণা জন্মাইতেছে (যে, রসুল ও মোসলমানদের সব কিছুর এখানেই পরিসমাপ্তি ; আল্লাহ তাহাদের সহায়ক হওয়ার আশা ভরসার অসারতা প্রতিপন্ন হইয়াছে, আল্লাহ তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন না ইত্যাদি ইত্যাদি। এমন কি) তাহারা এইরূপ উক্তিও করিয়া থাকে যে, আমাদের কথা কে শোনে ? আমাদের কথা শোনা হইলে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হইত না। (৪ পাঃ ৬ রুঃ)

(২) "কতিপয় মোসলমানকে শাহাদৎ লাভের সুযোগ প্রদান করা।" শাহাদৎ যে কি অমূল্য রত্ন তাহার বর্ণনা সম্মুখে রহিয়াছে।

(৩) "আপদ-বিপদ, ক্ষয়-ক্ষতির দ্বারা মোসলমানদের গোনা-খাতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করতঃ তাহাদিগকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করা"। হাদীছ শরীফে আছে মোসলমানের প্রতিটি কষ্ট ক্লেশেই তাহার গোনাহ মাফ হয়, এমন কি তাহার পায়ে কাঁটা বিধিয়া যে কষ্ট হয় সেই কষ্টটুকু দ্বারাও তাহার গোনাহ মাফ হয়।

(৪) "কাফেরদের ধ্বংস সাধন করা।" আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা কাফেরদেরকে মোসলমানদের সংগ্রামের মাধ্যমে ধ্বংস করা। এমতাবস্থায় যদি প্রত্যেক ঘটনায়ই কাফেররা পরাজিত হইতে থাকে তবে ২।৪টি ঘটনার পর কাফেররা সম্মুখে আসিবে না, দূরে দূরে থাকিয়া মোসলমানদের ক্ষতি সাধনে লিপ্ত থাকিবে। ইহাতে তাহাদের মূলউচ্ছেদ কঠিন হইবে। সময় সময় তাহারা স্বীয় বিজয়রূপ দেখিলে তাহারা সম্মুখে আসিতে উৎসাহিত হইবে এবং ধীরে ধীরে তাহারা নিঃশেষ হইতে থাকিবে, যেরূপ মক্কাবাসী কাফের শত্রুদের অবস্থা ঘটিয়াছিল।

(৫) সংগ্রাম ও ধৈর্য্যের পরিচয় দানে বেহেশত লাভের উপযোগী হওয়া; কারণ, কষ্ট বিনে মিষ্ট লাভ হয় না।

(৬) মোসলমানগণ পূর্ব্বাহ্নে যেই জিনিসের আকাঙ্খা করিতে ছিলেন তথা শাহাদতের মৃত্যু, সেই বস্তু তাহাদের সম্মুখে আনিয়া দেওয়া।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা জেহাদে শহীদ হওয়ার ফজিলত বর্ণনা করিয়াছেন—

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا - بَلْ اَحْيَاءٌ......

অর্থ—যাঁহারা আল্লার রাস্তায় প্রাণ দান করিয়াছেন তাঁহাদিগকে মৃত্যু গণ্য করিও না, তাঁহারা জীবিত, আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভকারী, তাঁহারা (বিশেষ রূপে নানারকম) নেয়ামত উপভোগ করিয়াথাকেন। তাঁহারা আল্লার প্রতিদানের উপর অতিব সন্তুষ্ট, এমনকি যে সমস্ত ভাই-বেরাদর (জাগতিক জীবনে রহিয়া গিয়াছে—) তাঁহাদের সঙ্গে এখনও মিলিত হন নাই তাহাদের সম্পর্কে তাঁহারা এই ভাবিয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন যে, (আমাদের ন্যায় তাহারাও শাহাদৎ বরণ করিলে) তাহাদের জন্য কোন ভয় ও চিন্তার কারণ থাকিবে না। (৪পাঃ ৭রুঃ)

(৭) রসুলের আদেশ-নিষেধ লঙ্ঘনে যে কি অমঙ্গল নামিয়া আসে তাহার প্রত্যক্ষ নমুনা দেখাইয়া এবং ফল ভোগাইয়া মোসলেম জাতিকে চিরকালের জন্য সতর্কতা শিক্ষা দেওয়া। ওহোদ রণাঙ্গনে বিজয় ত মোসলমানদের করতলে আসিয়া গিয়াছিল, কিন্তু রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করার ফলেই সেই বিজয় তাঁহাদের হইতে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। আল্লাহ তায়ালার কালামে এই বিষয়টির প্রতিও ইঙ্গিত রহিয়াছে—

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هٰذَا - قُلْ هُوَ

مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ - إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -

"যখন তোমাদের উপর আঘাত লাগিল যে আঘাতের দ্বিগুণ আঘাত তোমরা শত্রুকে লাগাইতে সক্ষম হইয়াছিলে তখন উৎকণ্ঠিত স্বরে তোমরা বলিতে লাগিলে, এই বিপদ আমাদের উপর কোথা হইতে—কেন আসিল ? (আমরা ত মোসলমান বেদীনদের হাতে আমরা কেন আঘাত খাইলাম।) আপনি বলিয়া দিন, এই আঘাত তোমাদের উপর তোমাদের পক্ষ হইতেই—তোমাদের কারণেই লাগিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা সব রকম শক্তিই রাখেন।" (৪ পাঃ ৮ রুঃ)

ওহোদ রণাঙ্গনে মক্কার কাফের বাহিনীর হাতে মোসলমান সত্তর জন শহীদ হইয়া ছিলেন ; তাহাদের হাতে কেহ বন্দী হইয়া ছিলেন না। ইতিপূর্ব্বে বদর রণাঙ্গনে মোসলমানদের হাতে ঐ কাফের বাহিনীর শত্তর জন নিহত হইয়াছিল এবং শত্তর জন বন্দী হইয়াছিল।

ক্ষয়-ক্ষতির উক্ত অনুপাত স্মরণ করাইয়া আল্লাহ তায়ালা বুঝাইতেছেন—বদর রণাঙ্গনেও রণসম্ভার ও সৈন্য সংখ্যা শত্রু বাহিনীর তুলনায় নগণ্যই ছিল, তবুও তোমরা শত্রুকে দ্বিগুণ আঘাত হানিতে এবং পর্য্যুদস্ত করিতে সক্ষম হইয়া ছিলে। আর সেই শত্রুর হাতেই তোমরা আজ তোমাদের বাড়ীর নিকটে ওহোদ রণাঙ্গনে আঘাত খাইয়া গেলে। এখন নিজেরাই স্তম্ভিত হইতেছ, উৎকণ্ঠিত হইতেছ যে, আমাদের উপর আঘাত কেন লাগিল ? শুনিয়া রাখ—তোমাদের উপর আঘাত তোমদেরই ত্রুটির দরুণ লাগিয়াছে। তোমরা রসুলের আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছিলে, ফলে মুহূর্ত্তের মধ্যে বিপরিত অবস্থা সৃষ্টি হইয়া এই আঘাতের সূচনা হইয়াছে।

এই সতর্ককরণ বিশ্ব মোসলেমের প্রতি কেয়ামত পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

(৮) মোসলমানদেরকে অতি প্রয়োজনীয় একটি ট্রেনিং ও শিক্ষা দেওয়া।

বদর যুদ্ধে মোসলমানগণ আশাতীত বিজয় লাভ করিয়াছিল। নিরবিচ্ছিন্ন বিজয় কোন মানুষের বা কোন জাতির ভাগ্যেই ঘটে না। জয়-পরাজয়, সুখ-দুঃখ বিপদ-সম্পদ ও উত্থান-পতন উভয়ই জাগতিক জীবনে অবশ্যম্ভাবী—ইহাই ইহ-জগতের স্বভাব ; সুতরাং উভয়ের মধ্য দিয়াই মানুষ বা জাতির গঠন সম্পূর্ণ হয়।

দুঃখ-দুর্দিনে, পরাজয় ও ভাগ্যবিপর্যয়ের দিনে হুসহারা হইয়া হাত-পা ছাড়িয়া দিলে চলিবে না, আত্মস্থ থাকিতে হইবে। বিপদে অধীর ও ব্যাকুল হইলে চলিবে না, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত বিপদ কাটাইয়া উঠায় অগ্রসর হইতে হইবে। পতনের সম্মুখে উত্থানের প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখিতে হইবে—এই সব ট্রেনিং ও শিক্ষা মানুষ বা জাতি গঠনের জন্য কতইনা প্রয়োজন। মোসলেম জাতির জন্য এই প্রয়োজনই ওহোদের রণাঙ্গনে নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এই বিষয়ে ইঙ্গিত দানে বলিয়াছেন—

فَاَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا اَصَابَكُمْ

"(ওহোদ রণাঙ্গনে তোমরা ত্রুটি করিলে ;) যদ্দরুন আল্লাহ তোমাদিগকে প্রতিফল ভোগাইলেন—দুঃখের উপর দুঃখ, ভাবনার উপর ভাবনা ; তোমরা যেন সম্মুখ জীবনে হতাশ ও নিরাশ না হও—না লাভ ছুটিয়া যাওয়ায়, না বিপদ আসিয়া যাওয়ায়।" (৪ পাঃ ৭ রুঃ)

ওহোদ রণাঙ্গনে মোসলমানগণ বিপদগ্রস্ত হইয়া ছিল, দুঃখ দুর্দশায় বেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছিল। তদুপরি বিজয় তাহাদের হাতের মুঠার মধ্যে আসিয়া যাওয়ার পর তাহারা উহা হইতে বঞ্চিত হইয়া বিপর্যয়ের বানে ডুবিয়া ছিল—এই দুর্ভাবনা এবং মনোব্যাথাও ছিল পাহাড় তুল্য। উল্লেখিত আয়াতে এই সব অবস্থাকেই "দুঃখের উপর দুঃখ, ভাবনার উপর ভাবনা" বলিয়া মোসলমানগণকে এই সবের সম্মুখীন করার উদ্দেশ্যরূপে আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন, দুঃখ-দুর্দ্দশা, ভাবনা-চিন্তা ও শোক-বিয়োগে ভাজা করিয়া তোমাদিগকে পাকা-পোক্তা করা উদ্দেশ্য ছিল। একবার ভোগ করিয়া সম্মুখ জীবনে শত বার সহ্য করার সাহস ও বল তোমাদের অর্জ্জিত হয় এই উদ্দেশ্যেই তোমাদিগকে ঐ সব অবস্থার সম্মুখীন করা হইয়াছিল। গঠনোন্মুখ জাতির মধ্যে উক্ত সাহস ও বলের সঞ্চার বিশেষ প্রয়োজন ; যেন বিপদ সঙ্কুল পথে শত ভয় ভীতিকে পদদলিত করিয়া

অগ্রাভিযানে দৃঢ়পদ থাকিতে পারে। এই শ্রেণীর শিক্ষা মোসলমানগণ সর্ব্বপ্রথম ওহোদ ক্ষেত্রেই লাভ করিয়া ছিলেন।

উক্ত শিক্ষার অতি সুন্দর নমুনা ও দৃষ্টান্ত স্থাপন কয়িয়াছিলেন নবীজী এই ওহোদ রণাঙ্গনে। সঙ্কট মুহূর্ত্তে বিচলিত না হইয়া দৃঢ়পদ থাকা, মৃত্যুর মুখামুখী দাঁড়াইয়াও কর্ত্তব্যরত থাকা, মৃত্যুকে শুধু ইঞ্চি ব্যবধানে দেখিয়াও উদ্দেশ্যের অঙ্গন ত্যাগ না করা—ইত্যাদি গুণাবলীর অতুলনীয় আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন নবীজী ঐ দিন। মৃত্যুর বাহন শত শত তীর বর্শা বেষ্টনকারীরূপে নবীজীর প্রতি ছুটিয়া আসিতেছিল, দাঁত ভাঙ্গা মুখ হইতে এবং হাড় ভাঙ্গা মাথা হইতে রক্ত ঝরিতেছিল, আঘাত জনিত দেহের উপর আঘাত লাগিতেছিল, নবীজীর জীবন রক্ষায় ভক্তগণ তাঁহার সম্মুখে ভূলুণ্ঠিত হইতেছিলেন এই অবস্থায়ও মৃত্যুর পরওয়া না করিয়া নবীজী রণাঙ্গন আঁকড়াইয়া রহিয়াছেন, মুহুর্ত্তের জন্যও রণাঙ্গন হইতে পশ্চাদপদ হন নাই। মৃত্যুর বেষ্টনীতে থাকিয়াও হযরত (দঃ) বিক্ষিপ্ত মোসলেম সৈনিকদিগকে একত্রিত করার ডাক ছাড়িতে ছিলেন; পবিত্র কোরআনের ভাষায় এই দৃশ্যের বর্ণনা—

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ

"ঐ ভয়াবহ মুহুর্ত্ত স্মরণ রাখ যখন তোমরা ছিন্ন ভিন্নরূপে ছুটাছুটি করিতে ছিলে, কেউ কাহারও প্রতি ফিরিয়া তাকাইতেও ছিলে না; আর রসুল (দঃ) পেছন হইতে তোমাদিগকে ডাকিতেছিলেন।" (৪ পাঃ ৭ রুঃ)

আদর্শকে জয়যুক্ত করার চেষ্টায় মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়াইয়াও কিরূপ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে হয়, দ্বীন-ইসলামের জন্য জীবন-মরণ সংগ্রামে কি পরিমাণ ত্যাগ-তিতিক্ষার এবং আল্লার উপর ভরসা বিশ্বাস ও ঈমানের প্রয়োজন হয় তাহারই চাক্ষুস দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন নবীজী ঐদিন মোসলেম জাতিকে।

(৯) ছাহাবীগণের ন্যায় অতুলনীয় ভক্তবৃন্দকে একটি বিশেষ সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইবে একদিন; সেই দিনে তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি হইবে সেই কর্ত্তব্য পালন করিয়া দেখাইবার বা উহার শিক্ষা লওয়ার সুযোগ হইয়াছিল ওহোদ ঘটনার অংশ বিশেষে।

নবীজী অমর হইয়া দুনিয়াতে আসিয়াছিলেন না, ছাহাবীগণের ন্যায় ভক্তবৃন্দের উপর দ্বীন-ইসলামের বোঝা ন্যস্ত করিয়া তাঁহাদের সামনে তাঁহার তিরোধান

হইবে একদিন। এই দিনটি অবশ্যই ছাহাবীগণের সম্মুখে আসিবে। এই দুর্বিষহ শোককে তাঁহারা কোন্ আলোকে গ্রহণ করিবেন—বিহ্বলরূপে হাত-পা ছাড়িয়া অসাড়-অচেতন হইয়া পড়িবেন বা উদভ্রান্ত হইয়া পথত্যাগী হইবেন, না—অক্ষুণ্ণ মনোবলের সহিত তাঁহারই পথে অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখিবেন? এই পরীক্ষাও দিতে হইয়াছিল ছাহাবীগণকে ওহোদ প্রাঙ্গণে।

হঠাৎ গুজব—قُتِلَ مُحَمَّدٌ "মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) নিহত হইয়াছেন।" কিছু সংখ্যক ছাহাবী এই দুঃসংবাদেও কর্ত্তব্যচ্যুত না হইয়া, বরং অধিক দুর্ব্বার গতিতে অগ্রাভিষান অব্যাহত রাখিলেন—যেমন, আনাছ ইবনে নজর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। আর কিছু সংখ্যক, এমনকি লৌহ মানব ওমর (রাঃ) পর্য্যন্ত শোকে বিহ্বল হইয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহাদের শিক্ষা দানে কোরআনের সুদীর্ঘ কটাক্ষপাতের আয়াত নাযেল হইল—

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ - قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ......

"মোহাম্মদ ত একজন রসুলই; (খোদা নহেন যে, অমর হইবেন।) তাঁহার পূর্ব্বে অনেক রসুলের মৃত্যু ঘটিয়াছে। তাঁহারও যদি মৃত্যু ঘটিয়া যায় অথবা নিহতই হইয়া যান তোমরা কি তবে পশ্চাদ পথে ফিরিয়া যাইবে? পশ্চাদ পথে যে ফিরিয়া যাইবে সে (নিজেরই ক্ষতি করিবে;) আল্লার কোন ক্ষতি করিবে না। আল্লাহ কৃতজ্ঞদিগকে অচিরেই প্রতিদান দিবেন। কোন প্রাণীর মৃত্যু হয় না আল্লার হুকুম ছাড়া, আল্লাহ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত সময় ছাড়া।" (৪ পাঃ ৬ রুঃ)

এই শিক্ষার কি স্বর্ণ ফল যে ফলিয়াছিল তাহার নমুনা ইতিহাসে পাওয়া যায়। যেদিন সত্যিই নবীজীর মৃত্যু ঘটিল ঐদিন ছাহাবীগণের উপর বিহ্বলতার যে কাল ছায়া নামিয়া আসিয়াছিল উহা বর্ণনাতীত। সকলেই অসাড়-অচেতন। আবুবকর (রাঃ) নবীজীর মসজিদে সকলকে একত্রিত করিয়া নবীজীর মৃত্যু ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখিত আয়াত পাঠ করিলেন। উক্ত আয়াত শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে সকলের মধ্যে নব চেতনার উদয় হইল। এমন কি উক্ত আয়াত মুখে লইয়া সকলে মসজিদ হইতে বাহির হইলেন এবং মদিনার গলিতে গলিতে ছড়াইয়া পড়িলেন; সারা মদিনা শহর উক্ত আয়াতের শব্দে গুঞ্জরিত হইয়া উঠিল। শোকাভিভূত বিহ্বল অচেতন মদিনার মোসলেম সমাজ উক্ত আয়াতের শিক্ষা ও আদর্শে নূতন প্রেরণা লাভ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কর্ম্মতৎপরতার নবরূপ

উদ্যম উৎসাহ পরিলক্ষিত হইল ; ফলে আভ্যন্তরীণ মোনাফেক শত্রু এবং বিভিন্ন দিকের বহির্শত্রুরা হযরতের তিরোধানে যেই সুযোগের আশা করিতেছিল তাহাদের সেই আশার উপর ছাই পড়িয়া গেল। মোসলমানগণ আবুবকর (রাঃ) খলীফার নেতৃত্বে ভিতর বাহিরের শত্রু দমনে পুরাদমে উৎসাহ উদ্দীপনার সহিত অভিযান চালাইলেন। অচিরেই হযরতের তিরোধান লগ্নে সৃষ্ট সমুদয় গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটিল। বিস্তারিত বিবরণ পঞ্চম খণ্ডে রহিয়াছে।

ঐ স্বাভাবিক অবধারিত সঙ্কট সময়ে এই স্বর্ণফল ওহোদ ঘটনায় প্রদত্ত শিক্ষা ও কোরআনের বাণীর দ্বারাই লাভ হওয়া সম্ভব হইয়াছিল।

জয়, না—পরাজয় ?

মোসলমানগণ ক্ষয় ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহাকে পরাজয় বলা যায় না, বরং বে-কায়দার পতিত হওয়ায় সত্তর জন সৈনিকের জীবন ক্ষয় হইয়াছিল মাত্র। কাফেরদের আটাশ জন বরং আরও অধিক নিহত হইয়াছিল।

বদরের যুদ্ধেও মোসলমানদের চৌদ্দজনের মোকাবিলায় কাফেরদের সত্তরজন নিহত হইয়াছিল। কিন্তু বদরের যুদ্ধে শত্রু সেনা কাফেরগণের সত্তর জন বন্দিও হইয়াছিল। ওহোদের যুদ্ধে কোন মোসলমান কাফেরদের হস্তে বন্দী হন নাই। আবু সুফিয়ান মক্কায় পৌঁছিয়া জয়ের দম্ভ করিলে পর তাহার জাতীয় লোকদের মধ্য হইতেই কেহ কেহ তাহার প্রতি এই তিরস্কার করিয়াছিল যে, তোমরা জয়ী হইয়া থাকিলে তোমাদের হস্তে কোন বন্দী নাই কেন ?

সর্ব্বোপরি জয়-পরাজয়ের মূল নিদর্শন—এক পক্ষের রণাঙ্গন পরিত্যাগ করা—ইহা বদরের যুদ্ধে কাফেরদের পক্ষে স্পষ্টতর বিদ্যমান ছিল ; কারণ তখন অবশিষ্ট কাফেররা রণাঙ্গন হইতে পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদের পলায়নের পরও হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় দলবল সহ বিজয় গৌরবের সহিত তথায় তিন দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে ওহোদের যুদ্ধে মোসলমানগণ মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও প্রথমে রণাঙ্গন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন না, বরং মোসলমানদের দলপতি রসুলুল্লাহ (দঃ) রণাঙ্গনে স্বয়ং বিদ্যমান ছিলেন এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট ছাহাবীগণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ চালাইতে ছিলেন, কতিপয় ছাহাবী যাহারা বিহ্বল অবস্থায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া ছিলেন তাঁহারাও হযরত জীবিত আছেন এই সুসংবাদ শুনা মাত্র বিজলী গতিতে ছুটিয়া আসিয়া হযরতের নিকট একত্রিত হইয়াছিলেন। যে যেখানে ছিলেন সকলেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলেন।

হাদীছে বর্ণিত আছে, কায়া'ব ইবনে মালেক (রাঃ) ছাহাবী সর্ব্বপ্রথম রসুলুল্লাহ (দঃ)কে দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন,—

يا معشر المسلمين ابشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم -

"হে মোসলমানগণ! সুসংবাদ গ্রহণ কর—ঐ দেখ, রসুলুল্লাহ (দঃ)।" মোসলমানদের কানে এই শব্দ পৌঁছা মাত্র বিজলী গতিতে ছুটিয়া আসিয়া তাহারা সমবেত হইলেন; যেরূপ গাভীর বাছুর মায়ের ডাকে ছুটিয়া আসে।

এইরূপে মোসলমানগণ একত্রিত হইয়া সমবেতভাবে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতঃ আক্রমণ প্রতিহত করাই নয় শুধু, বরং নব উদ্যমে আক্রমণ চালাইবার প্রস্তুতি করিতে লাগিলেন। তখন মোসলমানদের কিরূপ দৃঢ় মনোবলের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় ১৪৪০ নং হাদীছে বর্ণিত কাফের দলপতি আবু সুফিয়ানের মন্তব্যের প্রতিউত্তরে ওমর (রাঃ) যে কঠোর উক্তি করিয়াছিলেন এবং তাহার মুখের উপর যে সব শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন উহার দ্বারা পাওয়া যায়। পরাজিত দলের পক্ষে বিজয়ী দলের দলপতির প্রতি এইরূপ উক্তি প্রয়োগ সম্ভব হয় না এবং কোন বিজয়ী দল তাহা সহ্যও করিতে পারে না। সেই পরিস্থিতিতে আবু সুফিয়ান নানা প্রকার বিজয় ধ্বনি দিয়াছিল, কিন্তু মোসলমাগণ প্রতিউত্তরে স্বতঃস্ফূর্ত বিজয় ধ্বনি দ্বারা তাহাদের ধ্বনিকে বিলীন করিয়া দেন। আবু সুফিয়ান মোসলমানদের মনোবল দেখিয়া স্বীয় বিজয়ের ভুল ধারণার অসাড়তা উপলব্ধি করিতে পারিল এবং উপস্থিত মুখ রক্ষার জন্য আগামী বৎসর বদরের ময়দানে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ দিল। মোসলমানগণ বীরত্বের সহিত তাহার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিলেন। আবু সুফিয়ান দলবল সহ রণাঙ্গন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

রসুলুল্লাহ (দঃ) এখনও স্বদলবলে রণাঙ্গনে বিদ্যমান। বরং বহু সময় তথায় অতিবাহিত করিলেন, সমস্ত শহীদানের দাফন-কাফন তথায়ই সমাধা করা হইল।

মোসলমানগণ যদি পরাজিতই হইবে তবে কোরেশরা মদিনা শহর আক্রমণ করিল না কেন? মদিনার শহরতলী ওহোদ প্রান্ত হইতে মক্কায় ফিরিয়া গেল কেন? সর্ব্বপরি কথা এইযে, পর বৎসর বদর প্রান্তরে আবার যুদ্ধ হইবে—আবু সুফিয়ানের এই আস্ফালন কার্য্যে পরিণত হইল না কেন?

শহীদানের কাফন-দাফন ঃ

১৪৫৭। হাদীছ ঃ— জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ওহোদের জেহাদের দিন দুই দুই ব্যক্তিকে এক

একটি চাদরের নীচে রাখিয়া দাফন করিয়াছিলেন। তিনি দুই দুই জন একত্র করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, ইহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি অধিক পরিমাণ কোরআন শরীফের শিক্ষালাভ করিয়াছিল? যখন সেই অনুযায়ী একজন নির্দ্দিষ্ট করা হইত, তখন তিনি তাহাকেই প্রথমে কবরে রাখিতেন। (এইরূপে নিজ তত্ত্বাবধানে সকলকে সেই ময়দানেই সমাহিত করিয়া) রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এই সকল ব্যক্তিবর্গের জন্য আমি কেয়ামতের দিন (আল্লার দরবারে) সাক্ষ্য প্রদান করিব।

রসূলুল্লাহ (দঃ) ঐ সকল শহীদানকে রক্তাক্তাবস্থায় দাফন করিলেন। তাঁহাদের উপর জানাযার নামায পড়িলেন না এবং তাঁহাদিগকে গোসলও দিলেন না।

ব্যাখ্যা ঃ—শবদেহের আধিক্য; সত্তরটি শবদেহ ছিল। এতগুলি কবর খনন করা বিশেষতঃ যখন সকলেই শ্রান্ত ও ক্লান্ত ছিলেন সহজ কার্য্য ছিল না। তাই এক একটি কবর অধিক প্রশস্ত করিয়া উহাতে একাধিক শবদেহ দাফন করা হয়।

কাফনের কাপড়ের সল্পতা ছিল, তাই নিয়মিত কাফন দান সম্ভব হয় নাই—এক একটি চাদরে একাধিক শবদেহ আবৃত করিয়া দেওয়া হয়।

সকল ইমামগণের ঐক্যমতপূর্ণ মাছআলা এই যে, আল্লার রাস্তায় জেহাদে শাহাদৎ বরণকারীকে তাঁহার রক্তাক্তদেহে ও রক্তাক্ত কাপড়-চোপড়ে দাফন করিতে হইবে তাঁহাকে গোসল প্রদান করা হইবে না। সেমতে খুন-রঙ্গীন লেবাছে বীর শহীদানগণ শেষ শয়ন গ্রহণ করিলেন।

শহীদের প্রতি জানাযার নামায সম্পর্কে কোন কোন ইমামের মত এই যে, শহীদের প্রতি নামায পড়িতে হইবে না। তাঁহারা আলোচ্য হাদীছকে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করিয়া থাকেন। ইমাম আবু হানিফার মত এই যে, শহীদের প্রতি জানাযার নামায পড়া হইবে। রসুলুল্লাহ (দঃ) ওহোদের জেহাদে শহীদানের উপর জানাযার নামায পড়িয়াছিলেন বলিয়া কতিপয় হাদীছ অন্যান্য ভাবে বর্ণিত আছে। অবশ্য সংক্ষেপ করণার্থে সাত সাত জনের জানাযা একত্রে পড়িয়াছিলেন; প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নামায পড়িয়াছিলেন না; সেই বিষয়টিকেই আলোচ্য হাদীছে জানাযার নামায পড়েন নাই বলা হইয়াছে।

১৪৫৮। হাদীছ ঃ— খাববাব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে হিজরত করতঃ স্বীয় দেশ-খেশ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করি। আল্লাহ তায়ালার নিকট আমাদের এই মহান ত্যাগের ছওয়াব স্থির ও সাব্যস্ত হয়। অতঃপর আমাদের

মধ্যে কেহ কেহ দুনিয়া হইতে এইরূপ অবস্থায় বিদায় গ্রহণ করেন যে, ইহজগতে কোন প্রতিফলই ভোগ করেন নাই। মোছয়া'ব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি ওহোদের যুদ্ধে শাহাদৎ বরণ করিয়াছিলেন। একটি মাত্র সাধারণ কম্বল ব্যতীত আর কোন কিছু পরিত্যক্ত সম্পদ স্বরূপ ছাড়িয়া যান নাই, এমন কি কাফনের জন্য আর কোন ব্যবস্থা না থাকায় ঐ কম্বল দ্বারাই তাঁহার কাফন দেওয়া হয়। কম্বলটির দৈর্ঘ্য কম ছিল উহার দ্বারা মাথা ঢাকিলে পা খুলিয়া যাইত এবং পা ঢাকিলে মাথা খুলিয়া যাইত। হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তখন বলিলেন, কম্বল দ্বারা মাথা ঢাকিয়া দাও এবং এজখের (নামক ঘাস) দ্বারা পা আবৃত করিয়া দাও।

আমাদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক এমনও আছেন যাহারা (ইহজগতেই) স্বীয় আমলের বৃক্ষে ফল পাকিবার সুযোগ পাইয়াছেন ; উহা ভোগ করিতেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ—ইসলাম শক্তিশালী ও উন্নত হওয়ার যুগে ছাহাবীগণ ইসলাম ও হিজরতের অছিলায় সচ্ছলতা ও সুখ-শান্তি লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন, সেই সুযোগকেই বৃক্ষের ফল পাকিবার সুযোগপ্রাপ্তি বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। অবশ্য এই সুযোগ দ্বারা ইসলামের ও হিজরতের ছওয়াব কম হইয়া যাইবে না, কিন্তু যাঁহারা এই সুযোগ পান নাই, বরং দুনিয়াকে অস্থায়ী মনে করতঃ নিছক অস্থায়ীরূপেই স্বেচ্ছায় কিম্বা সুযোগ না পাইয়া কষ্ট-ক্লেশের জেন্দেগী অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট তাঁহারা কষ্ট-ক্লেশের প্রতিদান ও প্রতিফল নিশ্চয় লাভ করিবেন। উল্লেখিত হাদীছে উহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে।

মোসলমানগণের অক্ষুণ্ন মনোবল—

ওহোদের ঘটনায় মোসলমানগণ ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মনোবল অক্ষুণ্ন ছিল। তাঁহাদের অন্তরে বিন্দুমাত্র দুর্ব্বলতা আসিয়াছিল না এবং তাঁহাদের সাহসিকতারও কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

১৪৫৯। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) এই আয়াতটি তেলাওয়াত করিলেন—

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ....

"যাহারা ক্ষত-বিক্ষত হইয়াও আল্লাহ এবং রসুলের আহ্বানে সাড়া দিলেন তাঁহাদের ন্যায় খাঁটী ও মোত্তাকীদের জন্য বড় প্রতিদান রহিয়াছে।" (৪পাঃ ৯রুঃ)

আয়েশা (রাঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করতঃ স্বীয় ভাগিনা ওর্ওয়া (রাঃ)কে বলিলেন, তোমার পিতা যোবায়ের (রাঃ) এবং নানা আবুবকর (রাঃ) উল্লেখিত লোকদের মধ্যে ছিলেন।

রসুলুল্লাহ (দঃ) ওহোদের রণাঙ্গনে বহু ক্ষয়ক্ষতি ও দুঃখ-যাতনার সম্মুখীন হইলেন। শত্রুসেনা মোশরেকরা রণাঙ্গন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) (নানাপ্রকার সংবাদের দরুণ) আশঙ্কা করিলেন যে, শত্রুদল পুনঃ আক্রমণ চালাইতে পারে। শত্রুদলের সম্ভাব্য পুনঃ আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য হযরত (দঃ) আহ্বান জানাইলেন। তৎক্ষণাৎ সত্তর জন ছাহাবী সেই আহ্বানে সাড়া দিলেন, তন্মধ্যে আবু বকর (রাঃ) এবং যোবায়ের (রাঃ)ও ছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—ইহা একটি ভিন্ন অভিযান ছিল; শনিবার দিন ওহোদের জেহাদ হইল, শেষ বেলা হযরত (দঃ) মদীনা শহরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রবিবার দিন ফজর নামাযের পূর্ব্বেই হযরত (দঃ) সংবাদ পাইলেন, ওহোদ হইতে প্রস্থানকারী শত্রুদল পুনঃ মদিনার উপর আক্রমণে মোসলমান জাতিকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করা সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছে। হযরত (দঃ) আবু বকর(রাঃ) ও ওমর (রাঃ)কে ঐ সংবাদ জ্ঞাত করিলেন। তাঁহারা এই পরামর্শই দিলেন যে, সম্মুখে অগ্রসর হইয়া শত্রুদের প্রতিরোধ করা আবশ্যক। ফজর নামাযান্তে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সকলকে আহ্বান জানাইলেন এবং ইহাও প্রচার করিয়া দিলেন যে, গতকল্য ওহোদের রণাঙ্গনে যাহারা অংশগ্রহণ করিয়াছিল একমাত্র তাহারাই এই অভিযানে যাইবে।

উপস্থিত ঐ মজলিসেই সত্তর জন প্রস্তুত হইলেন, এতদ্ভিন্ন ওহোদের জেহাদে অংশগ্রহণকারী অবশিষ্ট সকলেই প্রস্তুত হইলেন। হযরত রসূলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং তাঁহাদেরে নেতৃত্ব দানে যাত্রা করিলেন এবং মদীনা হইতে আট মাইল দূরে অবস্থিত "হাম্রাউল আসাদ" নামক স্থানে যাইয়া অবস্থান করিলেন। তথায় তিনি সোম, মঙ্গল, বুধ পূর্ণ তিন দিন অবস্থান করতঃ বৃহস্পতিবার তথা হইতে যাত্রা করিয়া শুক্রবার মদীনায় পৌঁছিলেন। কাফের শত্রুদল পুনঃ আক্রমণের শুধু আলাপ-আলোচনাই করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে অনেকে বিপরীত পরামর্শও দান করিল, এতদ্ভিন্ন তাহারা মোসলমানদের অক্ষুণ্ণ মনোবল এবং উৎসাহ উদ্দীপনাময় অভিযানের সংবাদে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া স্বদেশে চলিল।

ওহোদ রণাঙ্গনের ক্ষয়-ক্ষতির শোকে সদ্য শোকাভিভূত এবং রক্তাক্ত ও আঘাতে জর্জ্জরিত অবস্থায় ছাহাবীগণ পুনঃ জেহাদের যে উৎসাহ উদ্দীপনার শুধু পরিচয়ই দিলেন না বরং কার্য্যক্ষেত্রে ঝাপাইয়া পড়িলেন সেই অপরূপ দৃশ্যের প্রেক্ষিতেই ছাহাবীগণের গুণগান ও সুসংবাদ দানে উক্ত আয়াত নাযেল হইয়াছিল।

ওহোদের জেহাদের ফলাফল সম্পর্কে রসুলুল্লার স্বপ্ন ঃ

১৪৬০। হাদীছ ঃ—আবু মূছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি স্বপ্নের মধ্যে দেখিয়াছিলাম যে, আমি আমার তরবারিটি নাড়া দিলাম, উহা মধ্যস্থলে ভাঙ্গিয়া গেল; (এখন আমি বুঝিতে পারিলাম,) উহা ওহোদ রণাঙ্গনে মোসলমানদের উপর আগত বিপদের প্রতিচ্ছবি ছিল। (আমি আরও দেখিয়াছিলাম যে,) অতঃপর আমি তরবারিটিকে পুনঃ নাড়া দিলাম, উহা অতি সুন্দর সুশ্রী হইয়া গেল; মোসলমানগণ যে পরমুহূর্ত্তে একত্রিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইল এবং জয় তাহাদেরই রহিল তাহাই উহার অর্থ ছিল।

আমি স্বপ্নের মধ্যে ইহাও দেখিয়াছিলাম যে, একটি গরু জবেহ করা হইল এবং স্বপ্নের মধ্যেই ইহাও জ্ঞাত হইলাম যে, আল্লাহ তায়ালার প্রতিদান অতি উত্তম। গরু জবেহ হওয়ার অর্থ ছিল—মোসলমানগণের শাহাদৎবরণ করা এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতিদান উত্তম হওয়ার অর্থ ছিল—পরবর্ত্তীকালে মোসলমানদের খাঁটী ও নিষ্ঠাবানরূপে কার্য্য করার যে শুভ প্রতিদান আল্লাহ তায়ালা দান করিয়াছেন, বিশেষতঃ দ্বিতীয় বদরের অভিযান উপলক্ষে।

ব্যাখ্যা ঃ—দ্বিতীয় বদরের অভিযান ওহোদের জেহাদের পরবর্ত্তী বৎসর ৪র্থ হিজরী সনে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, ওহোদের ময়দান পরিত্যাগের পুর্ব্বে কাফের দলপতি আবু সুফিয়ান গর্ব্বভরে এই বলিয়া গিয়াছিল যে বদরের ময়দানে আগামী বৎসর পুনরায় যুদ্ধের জন্য তোমাদিগকে তারিখ দিয়া যাইতেছি। তখন মোসলমানগণ স্বতঃস্ফুর্ত্ত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, আমরা সেই তারিখ আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলাম।

নির্দ্ধারিত সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিলে পর মক্কাবাসী কাফেরগণ মোসলমানদের মনোবল নষ্ট করার জন্য তদবীর করিয়াছিল, কিন্তু তাহা কার্য্যকরী হয় নাই। "নোয়ায়েম ইবনে মসউদ" নামক এক সওদাগর বাণিজ্য উপলক্ষে মক্কায় আসিয়াছিল, আবু সুফিয়ান তাহাকে উৎকোচ প্রদান করিয়া বলিল, তুমি

মদীনায় যাইয়া মোসলমানদিগকে এই প্রোপাগাণ্ডার দ্বারা আতঙ্কিত করিও যে, মক্কাবাসীরা তোমাদের বিরুদ্ধে বহু সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র একত্র করিয়াছে। ঐ ব্যক্তি মদীনায় পৌঁছিয়া ঐরূপ প্রোপাগাণ্ডা ছড়াইল, কিন্তু কাফেরদের উদ্দেশ্যের বিপরীত মোসলমানগণ দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দানে বলিলেন حسبنا الله ونعم الوكيل "আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং অতি উত্তম কার্য নির্বাহক"।

রসুলুল্লাহ (দঃ) পনর শত ছাহাবী সঙ্গে লইয়া নির্দ্ধারিত স্থান—বদরের ময়দানাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং তথায় পৌঁছিয়া আট দিন মক্কাবাসীদের অপেক্ষায় রহিলেন। আবু সুফিয়ান পঁচিশ শত সৈন্য সহ মক্কা হইতে যাত্রা করিল, কিন্তু মোসলমানদের দৃঢ় মনোবলের সংবাদে ভীত হইয়া পথিমধ্য হইতে ফিরিয়া গেল। যুদ্ধ হইল না; মোসলমানগণ বিনা রক্তপাতে ছওয়াবের ভাগী হইলেন, এতদ্ভিন্ন তথায় একটি বাণিজ্য মেলার উপলক্ষ ছিল, সেই মেলায় মোসলমানগণ ব্যবসা করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জনের সুযোগ পাইলেন, এইরূপে মোসলমানগণ দ্বীন ও দুনিয়া উভয় রকমের দৌলত সঞ্চয় করতঃ মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কোরআন শরীফে এই ঘটনার প্রতি নিম্ন আয়াতে ইঙ্গিত রহিয়াছে—

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا...... فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ -

অর্থ—(আল্লাহ তায়ালা মোসলমানদের প্রশংসা করিয়া বলেন,) যখন তাহাদিগকে এই সংবাদ দেওয়া হইল যে, (মক্কার) লোকগণ তোমাদের বিরুদ্ধে বহু সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র সমাবেশ করিয়াছে তোমরা তাহাদিগকে ভয় কর; তখন এই সংবাদ তাহাদের ঈমানকে অধিক দৃঢ় করিয়া দিল এবং তাঁহারা বলিলেন, আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট ও উত্তম কার্য্যনির্বাহক। ফলে তাহারা বিনা কষ্টে আল্লার নেয়ামত ও করুণা লাভ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। (৪ পাঃ ৯ রুঃ)

ওহোদের জেহাদে আনছারগণের বিশেষ ভুমিকা

১৪৬১। হাদীছ ঃ—কাতাদাহ (রঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন শহীদরূপে আনছার—মদিনাবাসী ছাহাবীগণ অপেক্ষা কোন সম্প্রদায় সম্মানী হইবে না।

কাতাদাহ (রঃ) বলেন, ছাহাবী আনাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, ওহোদ-জেহাদে সত্তর জন (শহীদের অধিকাংশ) তাঁহারাই ছিলেন, বীরে-মউনার ঘটনায় সত্তর

জন শহীদ তাঁহারাই ছিলেন। ইয়ামামার জেহাদেও সত্তর জন শহীদ তাঁহারাই ছিলেন; এই যুদ্ধ খলীফা আবু বকরের আমলে মিথ্যা নবী মোসায়লামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে হইয়াছিল। (৫৮৪ পৃঃ)

১৪৬২। হাদীছঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওহোদ-জেহাদের দিন এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, সুনির্দ্দিষ্টরূপে বলুনত—জেহাদে যদি আমি শহীদ হইয়া যাই তবে আমার স্থান কোথায় হইবে? নবী (দঃ) বলিলেন, বেহেশতে। ঐ সময় ঐ ব্যক্তির হাতে খুরমা ছিল যাহা সে খাইতে ছিল। উত্তর শুনা মাত্র সে হাতের খুরমাগুলি ফেলিয়া দিয়া জেহাদে অবতরণ করিল এবং শহীদ হইয়া গেল। (৫৭৯ পৃঃ)

১৪৬৩। হাদীছঃ—আনাছ ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার চাচা আনাছ ইবনে নজর (রাঃ) বদর-জেহাদে অনুপস্থিত ছিলেন; ইহাতে তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া বলিলেন, কাফের-মোশরেকদের সঙ্গে আপনার সর্ব্বপ্রথম যে জেহাদ হইল আমি উহাতে অনুপস্থিত থাকিলাম। পুনঃবার কাফের-মোশরেকদের সহিত জেহাদে যদি আল্লাহ তায়ালা উপস্থিতির সুযোগ দান করেন তবে আমি কি করি তাহা আল্লাহই দেখিবেন।

ওহোদের জেহাদে তিনি উপস্থিত ছিলেন; যখন মোসলমানদের শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া পড়িল, তখন তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ মোসলমানগণ যে ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে উহার জন্য আমি অনুতাপ প্রকাশ করিতেছি, আর মোশরেকরা যে, সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে—উহার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই। এই কথা বলিয়া তিনি তরবারি নিয়া একাই সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। বিশিষ্ট ছাহাবী সায়াদ ইবনে মোয়াজ (রাঃ) তাঁহার সম্মুখে পড়িলেন। আনাছ ইবনে নজর (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, হে সায়াদ কোথায় যাইতেছেন? বেহেশতের দিকে চলুন না কেন? আমি ত ওহোদ পর্ব্বতের অদূরে বেহেশতের সুবাস পাইতেছি। এই কথা বলিয়া তিনি শত্রুদের উপর ঝাপাইয়া পড়িলেন। সায়াদ (রাঃ) বলিয়াছেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তিনি যেরূপ করিলেন, সেরূপ করা আমার জন্য সম্ভবই হইল না।

আনাছ ইবনে মালেক (রাঃ) বলিয়াছেন, ঐ অবস্থায় তিনি শহীদ হইলেন। তাঁহার শরীরে তীর, বর্শা ও তরবারির আঘাত আশি সংখ্যার অধিক ছিল এবং

মোশরেকরা তাঁহার নাক-কান ইত্যাদি অঙ্গ সমূহ কাটিয়া ফেলিয়াছিল। তাঁহার দেহ এরূপ ক্ষতবিক্ষত ছিল যে, তাঁহাকে সনাক্ত করা যাইতেছিল না; তাঁহার ভগ্নি তাঁহার আঙ্গুলের একটি বিশেষ চিহ্ন দেখিয়া সনাক্ত করিতে পারিয়াছিলেন।

আনাছ ইবনে মালেক (রাঃ) আরও বলিয়াছেন, আমরা ছাহাবীগণ তাঁহার এবং তাঁহার শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কেই এই আয়াতের অবতরণ ধারণা করিয়া থাকিতাম—من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه "মোমেনদের মধ্যে এমন লোকগণ আছেন যাঁহারা আল্লাহকে দেওয়া ওয়াদা পূর্ণ করায় সত্যবাদী প্রমাণিত হইয়াছেন।" (৫৭৯ পৃঃ)

এই হাদীছের সহিত আরও একখানা হাদীছ উল্লেখিত রহিয়াছে উহার অনুবাদ পঞ্চম খণ্ডে "ছাহাবীগণের ফজিলত" পরিচ্ছেদে আনাছ ইবনে নজর (রাঃ)-এর বর্ণনায় আসিবে।

মৃত্যুকালে ওহোদের শহীদগণ হইতে রসুলুল্লার বিদায় গ্রহণ

প্রথম খণ্ডের ৬৯৯ নং হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে, নবী (দঃ) মৃত্যু-শয্যার রোগ অবস্থায় একদা ওহোদের শহীদগণের সমাধিস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করিয়া মসজিদে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক মিম্বারে আরোহণ করিলেন এবং জীবিত মৃত সকল হইতে চির বিদায় গ্রহণ স্বরূপ একটি ভাষণ দান করিলেন। বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ডে রহিয়াছে।

ওহোদের জেহাদের পর দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে—প্রথমটি "রাজী"-এর যুদ্ধ যাহাকে "আজ্‌ল" ও "কারা" গোত্রের ঘটনা বলা হয়, দ্বিতীয়টি বিরে-মউনার যুদ্ধ যাহাকে "রেয়েল" ও "জাকওয়ান" গোত্রের ঘটনা বলা হয়।

রাজীর ঘটনা

তৃতীয় হিজরী সনের শেষ ভাগের ঘটনা—আজল ও কারা গোত্রদ্বয়ের কতিপয় ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া আরজ করিল, আমাদের এলাকায় অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে এবং অনেকে ইসলামের প্রতি আগ্রহান্বিত, তাই আপনার ছাহাবীগণের মধ্য হইতে কিছু সংখ্যক লোক তথায় দ্বীন-ইসলাম প্রচার ও শিক্ষাদানের জন্য প্রেরণ করুন। এদিকে পূর্ব্ব হইতেই রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কাবাসী কোরায়েশ শত্রুদের গতিবিধি ও কার্য্যকলাপের গোপন খবর জ্ঞাত হওয়ার জন্য ঐ এলাকায় স্বীয় লোক প্রেরণের

ইচ্ছাও করিতেছিলেন। এমতাবস্থায় ঐ এলাকার লোকদের পক্ষ হইতে উক্ত আগ্রহ প্রকাশ পাওয়া একটি শুভ সুযোগ ছিল, তাই হযরত (দঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী আছেম ইবনে ছাবেত রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অধিনায়কত্বে ছয় জন ছাহাবীকে ঐ ব্যক্তিদের সঙ্গেই প্রেরণ করিলেন—(১) আছেম (রাঃ), (২) মার্‌ছাদ (রাঃ), (৩) খোবায়েব (রাঃ), (৪) যায়েদ ইবনে দাছেনা (রাঃ), (৫) আবদুল্লাহ ইবনে তারেক (রাঃ) (৬) খালেদ ইবনে বকর (রাঃ), এতদ্ভিন্ন আরও চার জনকে তাঁহাদের সহচররূপে পাঠাইলেন, যাঁহাদের মধ্যে মোয়াত্তাব ইবনে ওবায়েদ (রাঃ) ও ছিলেন। সর্ব্বমোট দশজন ছাহাবিকে তথায় প্রেরণ করিলেন।

মক্কার নিকটস্থ "রাজী" নামক এলাকায় তাঁহারা পৌঁছিলে পর ঐ আহ্বানকারী প্রতিনিধি দলই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ছাহাবিগণের প্রাণ নাশের ষড়যন্ত্র করিল এবং ঐ এলাকাস্থিত "বনু হোজায়েল" গোত্রের শাখা বনু লেহ্‌ইয়ান গোত্রের লোকদিগকে লেলাইয়া দিল। তাহারা একশত তীরন্দাজ বাহিনীর সমভিব্যহার দুইশত লোক ছাহাবিগণের প্রতি ধাওয়া করিল। মুষ্টিমেয় দশজন ছাহাবী ঐ দুইশত লোকের মোকাবিলায় সংগ্রাম চালাইলেন, কিন্তু তাঁহারা পরাস্ত হইলেন। বিস্তারিত ঘটনা নিম্নের হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

১৪৬৪। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আছেম ইবনে ছাবেত রাজিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে একটি গোপন খবর সরবরাহকারীদল এক এলাকায় প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা যখন মক্কা ও ওস্‌ফান নামক এলাকাদ্বয়ের মধ্যস্থিত স্থানে পৌঁছিলেন তখন উক্ত এলাকাস্থিত বনু হোজায়েল গোত্রের শাখা বনু লেহ্‌ইয়ান গোত্রের লোকদের নিকট তাঁহাদের সংবাদ প্রদান করা হইল। ঐ গোত্রীয় লোকগণ প্রায় শতাধিক তীরন্দাজ বাহিনীর সমভিব্যহারে তাঁহাদের প্রতি ধাওয়া করিল। পথিমধ্যে যে স্থানে ছাহাবিগণ খেজুর খাইয়াছিলেন শত্রুদল তথায় পৌঁছিয়া পতিত খেজুরের দানাগুলিকে মদিনার খেজুরের দানারূপে লক্ষ্য করতঃ সন্ধান লাভ করিল যে, মোসলমানগণ এই পথেই গিয়াছে। তাহারা ঐ পথ ধরিয়া ছাহাবীগণের নিকটবর্ত্তী আসিয়া পৌঁছিল। ছাহাবিগণ একটি টিলার উপর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শত্রুদল ঐ টিলাকে ঘেরাও করিয়া ফেলিল এবং ছাহাবীগণকে বলিল, আমরা তোমাদিগকে ওয়াদা ও অঙ্গিকার প্রদান করিতেছি, যদি তোমরা স্বেচ্ছায় নামিয়া আস তবে আমরা তোমাদের কাহাকেও হত্যা করিব না।

দলপতি আছেম (রাঃ) বলিলেন, আমি কোন কাফেরের অঙ্গিকারে নির্ভর করিয়া অবতরণ করিব না; এই বলিয়া তিনি দোয়া করিলেন, اَللّٰهُمَّ اَخْبِرْ عَنَّا رَسُوْلَكَ "হে আল্লাহ তোমার রসুলকে আমাদের অবস্থার সংবাদ পৌঁছাইয়া দাও।" অতঃপর ছাহাবীগণ শত্রুদের প্রতি আক্রমণ চালাইলেন। শত্রুদল তাঁহাদের উপর তীরবৃষ্টি বর্ষণ করিল; দলপতি আছেম (রাঃ) সহ তাঁহাদের সাতজন শাহাদত বরণ করিলেন, অবশিষ্ট তিনজন জীবিত রহিলেন—খোবায়েব (রাঃ), যায়েদ ইবনে দাছেনা (রাঃ) এবং তৃতীয় একজন (আবদুল্লাহ ইবনে তারেক (রাঃ); তাঁহারা পরীক্ষামূলক ভাবে) শত্রুদলের অঙ্গিকার গ্রহণ করতঃ নীচে অবতরণ করিয়া আসিলেন। শত্রুগণ যখন তাঁহাদের উপর কাবু করিয়া লইল তখন তাহারা স্বীয় ধনুকের তার দ্বারা তাঁহাদিগকে বাঁধিয়া ফেলিল। আবদুল্লাহ ইবনে তারেক (রাঃ) বলিলেন, তোমরা প্রথমেই অঙ্গিকার ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছ; এই বলিয়া তিনি তাহাদের সঙ্গে যাইতে অস্বীকৃত হইলেন। তাহারা তাঁহাকে টানা-হেচরা করিল, কিন্তু সঙ্গে নিতে পারিল না। অবশেষে তাহারা তাঁহাকে শহীদ করিয়া ফেলিল। খোবায়েব (রাঃ) ও যায়েদ (রাঃ)কে বন্দীরূপে সঙ্গে লইয়া গেল। শত্রুদল তাঁহাদেরকে মক্কাবাসীদের হস্তে বিক্রি করিল।

খোবায়েব (রাঃ) বদরের জেহাদে হারেছ ইবনে আমের নামক মক্কাবাসী কাফেরকে হত্যা করিয়াছিলেন, সেই কাফেরের পুত্রগণ স্বীয় পিতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য খোবায়েব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে ক্রয় করিয়া নিল। খোবায়েব (রাঃ) তাহাদের নিকট বন্দীরূপে রহিলেন, অতঃপর তাহারা তাঁহাকে হত্যা করার দৃঢ় সঙ্কল্প করিল, তখন খোবায়েব (রাঃ) (স্বীয় প্রভুর প্রতি ছফরের প্রস্তুতি করিতে লাগিলেন—) তাহাদের নিকট হইতে একটি ক্ষৌর চাহিয়া লইলেন, সুন্নতরূপে পরিচ্ছন্নতা হাসিলের উদ্দেশ্যে। তাহাদের একটি স্ত্রীলোক বর্ণনা করিয়াছে যে, আমার একটি শিশু সন্তান আমার বে-খেয়ালিতে হাঁটিয়া খোবায়েবের নিকট চলিয়া গেল। খোবায়েব শিশুটিকে স্বীয় উরুর উপর বসাইয়া ক্ষৌর ধার দিতে ছিল; (আমি এই দৃশ্য দেখিয়া হতভম্ব হইয়া উঠিলাম —ভাবিলাম যে, খোবায়েব ভালরূপেই জানে, আমাদের হস্তে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। তাই সে আমাদের ক্ষতি করার জন্য যদি শিশুটিকে ঐ ক্ষৌর দ্বারা হত্যা করিয়া ফেলে! এই ভাবিয়া) আমি আতঙ্কিত হইলাম, এমন কি আমার

চেহারা দৃষ্টে খোবায়ের আমার আতঙ্ক অনুভব করিতে পারিল। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি ভয় করিতেছ, আমি শিশুটিকে মারিয়া ফেলিব? ইনশা আল্লাহ্ আমি কখনও তাহা করিব না।

ঐ স্ত্রীলোকটি আরও বর্ণনা করিয়াছে খোবায়েবের ন্যায় এইরূপ সৌভাগ্যশীল বন্দী আমি আর কখনও দেখি নাই। তাঁহাকে আমি দেখিয়াছি, তাজা আঙ্গুরের ছড়া হাতে লইয়া আঙ্গুর খাইতেছেন, অথচ তখন মক্কার এলাকায় কোন প্রকার ফলের মৌসুমই নহে, তদোপরি তিনি শৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছেন। ঐ আঙ্গুর একমাত্র আল্লার বিশেষ দান ছিল যাহা খোবায়েবকে তিনি দান করিয়াছিলেন।

অবশেষে একদিন শত্রুগণ খোবায়েব (রাঃ)কে শহীদ করার জন্য হরম শরীফের এলাকার বাহিরে লইয়া গেল। হত্যাস্থলে পৌঁছিবার পর খোবায়েব (রাঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, আমাকে দুই রাকাত নামায পড়িবার সময় দান কর। তিনি দুই রাকাত নফল নামায পড়িলেন এবং শত্রুদলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা ভাবিতে পার, আমি মৃত্যুর ভয়ে ঘাবরাইয়া গিয়াছি, নতুবা আরও দীর্ঘ সময় নামায পড়িতাম। খোবায়েব (রাঃ)ই সর্ব্বপ্রথম এই সুন্দর সুন্নতটি জারি করিলেন যে, বন্দী অবস্থায় ধীর-স্থিরে মৃত্যু আসিলে দুই রাকাত নামায পড়িবে। অতঃপর খোবায়েব (রাঃ) শত্রুদের প্রতি বদ-দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ اَحْصِهِمْ عَدَدًا وَاقْتُلْهُمْ بِدَدًا وَلَا تُبْقِ مِنْهُمْ اَحَدًا

"হে আল্লাহ! ইসলামের এইসব শত্রুগণকে এক এক করিয়া গণনা করিয়া রাখ এবং প্রত্যেককে ধ্বংস কর, তাহাদের একজনকেও জীবিত রাখিও না।" অতঃপর তিনি একটি পদ্য পাঠ করিলেন। (বোখারী শরীফে ঐ পদ্যের দুইটি মাত্র পংক্তি উল্লেখ আছে পূর্ণ পদ্যটি এই—)

لَقَدْ جَمَعَ الْاَحْزَابُ حَوْلِيْ وَاَلَّبُوْا + قَبَائِلَهُمْ وَاسْتَجْمَعُوْا كُلَّ مَجْمَعٍ

শত্রুদল তাহাদের বংশধরকে তামাশা দেখিবার জন্য আমার চতুষ্পার্শ্বে একত্র করিয়াছে এবং প্রতিটি দলকে ডাকিয়া আনিয়াছে।

وَكُلُّهُمْ مُبْدِي الْعَدَاوَةِ جَاهِدٌ + عَلَيَّ لِاَنِّيْ فِيْ وَثَاقٍ مُضَيَّعٍ

তাহাদের প্রত্যেকেই আমার প্রতি শত্রুতা প্রকাশকারী, আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র-কারী, (তাহারা এতদূর সুযোগ পাইয়াছে শুধু) এই কারণে যে, আমি শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

وَقَدْ جَمَعُوْا اَبْنَاءَهُمْ وَنِسَائَهُمْ + وَقُرِّبْتُ مِنْ جِذْعٍ طَوِيْلٍ مُمَنَّعٍ

তাহারা তামাশা দেখিতে স্ত্রী-পুত্রগণকে একত্র করিয়াছে এবং আমাকে শূলি দিবার জন্য সুরক্ষিত দীর্ঘ ফাঁসি কাষ্ঠের নিকটবর্ত্তী উপস্থিত করা হইয়াছে।

اِلَى اللّٰهِ اَشْكُوْا غُرْبَتِىْ ثُمَّ كُرْبَتِىْ

وَمَا اَرْصَدَ الْاَحْزَابُ لِىْ عِنْدَ مَصْرَعِىْ

আমার সমুদয় অভিযোগ আল্লার দরবারে—স্বদেশ হইতে দূরে হওয়ার অভিযোগ, কষ্ট-ক্লেশ সমূহের অভিযোগ এবং শত্রুদল আমার হত্যাস্থলে যেসব ব্যবস্থা করিয়াছে সেই সবের অভিযোগ।

فَذَا الْعَرْشِ صَبِّرْنِىْ عَلَى مَا يُرَادُ بِىْ

فَقَدْ بَضَّعُوْا لَحْمِىْ وَقَدْ يَاسَ مَطْمَعِىْ

হে মহান আরশের মালিক। আমার জন্য যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে সেইসব সহ্য করতঃ ধৈর্য্যধারণের ক্ষমতা আমাকে দান কর, শত্রুগণ আমার মাংস টুকরা টুকরা করার ব্যবস্থা করিয়াছে এবং আমার জীবনের আশা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

وَذٰلِكَ فِىْ ذَاتِ الْاِلٰهِ وَاِنْ يَّشَاْ × يُبَارِكْ عَلَى اَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ

আমার এই আপদ-বিপদ একমাত্র আল্লার (সন্তুষ্টির) জন্য। তিনি ইচ্ছা করিলে আমার বিচ্ছিন্ন দেহের অঙ্গ সমূহে বরকত, মঙ্গল ও সৌভাগ্য দান করিতে পারেন।

وَقَدْ خَيَّرُوْنِىْ الْكُفْرَ وَالْمَوْتُ دُوْنَهٗ

وَقَدْ هَمَلَتْ عَيْنَاىَ مِنْ غَيْرِ مَجْزَعٍ

শত্রুগণ মৃত্যুকে আমার সম্মুখে রাখিয়া কুফর—ইসলাম দ্রোহিতা অবলম্বন করতঃ পরিত্রাণ পাওয়ার সুযোগ আমাকে প্রদান করিয়াছিল, তখন দর দর করিয়া আমার চক্ষুদ্বয় (হইতে অশ্রু) বাহিয়া পড়িল ; মৃত্যু-চিন্তায় নহে।

وَمَا بِيْ حِذَارُ الْمَوْتِ اِنِّيْ لَمَيِّتٌ × وَلٰكِنْ حِذَارِيْ جَحْمُ نَارٍ مُلَفَّعِ

মৃত্যুর দরুণ আমার কোন চিন্তা নাই, একদিন আমাকে মরিতে হইবেই ; আমার একমাত্র চিন্তার কারণ—শিখাযুক্ত অগ্নিকুণ্ড জাহান্নাম।

وَلَسْتُ اُبَالِيْ حِيْنَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا

عَلٰى اَيِّ جَنْبٍ كَانَ فِي اللّٰهِ مَضْجَعِيْ

আমি যখন মোসলমান অবস্থায় মৃত্যু বরণ করিতেছি তখন আমার কোনই ভয় নাই ; আল্লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে কোন অবস্থাতেই আমার মৃত্যু হউক।

فَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِلْعَدُوِّ تَخَشُّعًا × وَلَا جَزَمًا اِنِّيْ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعِيْ

আমি শত্রুর নিকট কস্মিনকালেও অনুনয়-বিনয় করিব না বা বিহ্বলতা প্রকাশ করিব না, কারণ আমি আল্লার নিকটই পৌঁছিতেছি।

শত্রুরা খোবায়েব (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি পছন্দ কর, মোহাম্মদকে তোমার স্থলে দণ্ডায়মান করা হউক? তিনি বলিলেন, আমার প্রাণ বিসর্জ্জনের পরিবর্ত্তে তাঁহার পায়ে সামান্য কাঁটা বিদ্ধ হউক তাহাও আমি পছন্দ করি না।) অতঃপর বদরের জেহাদে নিহত হারেছের পুত্র ওক্‌বা তাঁহাকে শহীদ করিল।

ছাহাবিগণের দলনেতা আছেম (রাঃ)ও বদরের জেহাদে মক্কাবাসী কাফেরদের কোন এক প্রধানকে হত্যা করিয়াছিলেন, সেই নিহত ব্যক্তির আত্মীয়গণ আছেম রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিহত হওয়ার প্রমাণ চাক্ষুসরূপে দেখিয়া প্রাণ ঠাণ্ডা করিবার জন্য তাঁহার নিহত দেহের কোন একটি অংশ কাটিয়া আনিবার জন্য লোক পাঠাইল। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার লাশকে কাফেরদের হস্ত হইতে পবিত্র রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন ; মেঘ খণ্ডের ন্যায় মৌমাছির একটি বিরাট দল প্রেরণ করিলেন। মৌমাছিগুলি আছেম রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দেহকে ঘিরিয়া রাখিল, শত্রুগণ তাঁহার নিকটেও আসিতে পারিল না।

ব্যাখ্যা ঃ—খোবায়েব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরবর্ত্তী ঘটনা সম্পর্কে ইসলামী ইতিহাসের কিতাব সমূহে বর্ণিত আছে—বিশিষ্ট ছাহাবী যোবায়ের(রাঃ) এবং মেক্ক্‌দাদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (কাফেরগণ খোবায়েব (রাঃ)কে শহীদ করতঃ শূলীকাষ্ঠের উপর লটকাইয়া রাখিয়াছিল।) রসুলুল্লাহ (দঃ) উক্ত ছাহাবী-দ্বয়কে প্রেরণ করিলেন, গোপনে নিহত খোবায়েব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর লাশ নিয়া আসিবার জন্য। তাঁহারা ঘটনাস্থলে পৌঁছিলেন—তখন হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার চল্লিশ দিন। এই দীর্ঘ চল্লিশ দিন পরেও খোবায়েব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর লাশ তাজা ছিল; কোন প্রকারেই বিকৃত হইয়াছিল না এবং তাঁহার শরীরের প্রবাহিত রক্ত বর্ণে রক্ত ছিল বটে, কিন্তু সুগন্ধে ছিল কস্তুরী। যোবায়ের (রাঃ ঐ লাশ নামাইয়া আনিলেন এবং মদিনা পানে যাত্রা করিলেন। এদিকে কাফেররা এই ঘটনার খোঁজ পাইয়া সত্তরজন লোক তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল। যোবায়ের (রাঃ) অগত্যা ঐ লাশ মাটির উপর রাখিয়া দিলেন। খোদার কুদরতের লীলা—তৎক্ষাণাৎ জমিন লাশকে গিলিয়া ফেলিল; এই সূত্রেই খোবায়েব (রাঃ)কে "বালীউল আর্‌জ—জমিনের গলাধঃকৃত বলা হইয়া থাকে।

খোবায়ের রাজিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গী যায়েদ ইবনে দাহেনা (রাঃ) তিনিও বদরের জেহাদে এক কাফের প্রধানকে হত্যা করিয়াছিলেন। শত্রুগণ তাঁহাকেও ঐ নিহত কাফেরের আত্মীয়দের নিকট বিক্রি করিয়া ফেলিল। তাহারা তাঁহাকেও খোবায়েব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ন্যায় শহীদ করিয়া ফেলিয়াছিল।

পাঠকবর্গ! বর্ত্তমান লাগামহীন তর্কের যুগের নব্য উৎপাদিত অনেক লোকের যুক্তি তর্কে হয়ত এই তর্কের মীমাংসা কঠিন বোধ হইবে যে, এইসব ছাহাবিগণকে আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের আক্রমণের সময় রক্ষা করতঃ জীবন বাঁচাইবার কোন ব্যবস্থা করিলেন না, অথচ এস্থলে দেখান হইয়াছে যে, আছেম রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মৃত লাশকে শত্রুদের স্পর্শ হইতে মৌমাছি দল পাঠাইয়া রক্ষা করিয়াছেন এবং খোবায়েব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর লাশকে জমিনে গলাধঃকরণ করাইয়া কাফের শত্রুদের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার স্বাধীন ইচ্ছা ও বিচিত্রময় অসীম কুদরতের লীলার প্রতি যাহাদের শ্রদ্ধা আছে তাহাদের জন্য এইসব প্রশ্নের মীমাংসা সহজ। আল্লাহ তায়ালা فعال لما يريد যখন যাহা ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাঁহার কর্য্যাবলী তাঁহার হেকমত ও নৈপূণ্যতা সাপেক্ষ বটে, কিন্তু আমাদের

যুক্তি তর্কের কোন ধারও ধারে না বা উহার উপর নির্ভরও করে না। প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও কবি—শেখ সা'দী (রঃ) কোরআনে বর্ণিত ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ হযরত ইয়াকুব ও তাঁহার পুত্র ইউছুফ আলাইহেচ্ছালামের ঘটনার এইরূপ অসামঞ্জস্যজনক একটি অংশকে উল্লেখ করিয়া উহা যে আল্লাহ তায়ালার স্বাধীন ইচ্ছা ও অসীম কুদরতের বিচিত্র লীলা তাহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তিনি বলেন—

ز مصرش بوئے پیراہن شنیدی × چرا در چاہ کنعانش ندیدی

ইয়াকূব আলাইহেচ্ছালামের পুত্র ইউছুফ (আঃ)কে তদীয় ভ্রাতাগণ স্বীয় গ্রাম কেনানের এক কূপে ফেলিয়া দিয়া তাঁহাকে বাঘে খাইয়া ফেলিয়াছে বলিয়া ভান করিয়াছিল। অতঃপর কোন এক পথিক বণিকদল সেই কূপের পানি আনিতে গেলে তিনি তাহাদের হস্তগত হইয়া মিশর দেশে পৌছিলেন এবং তথায় তাঁহার জীবনের উপর নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন আসিল; বহুকাল ক্রীতদাস রহিলেন, দশ বৎসর কারাগারে জীবন কাটাইলেন। অবশেষে তিনিই আবার মিশরের অধিপতি হইলেন। ইউছুফ (আঃ) স্বীয় পিতা ইয়াকুব (আঃ)-এর বিশেষ আদরণীয় ছিলেন; পিতা পুত্রকে হারাইয়া শোকে বিহ্বল হইয়া গিয়াছিলেন, এমন কি তাঁহার দৃষ্টিশক্তিও লোপ পাইয়া গিয়াছিল।

ইউছুফ (আঃ) মিশরাধিপতি হওয়ার পর দেশে দুর্ভিক্ষের দরুন তাঁহার শত্রু ভাইগণ পরপর দুইবার তাঁহার নিকট সাহায্যের জন্য উপস্থিত হন; এই সময়ও বহু ঘটনা ঘটে। অতঃপর ইউছুফ (আঃ) স্বীয় হাল অবস্থার সুসংবাদ-বাহক এক ব্যক্তিকে সুদূর মিশর হইতে কেনান দেশে পিতা ইয়াকুব (আঃ)-এর প্রতি প্রেরণ করিলেন এবং তাহার হস্তে স্বীয় জামা নিদর্শন স্বরূপ প্রেরণ করিলেন। খোদার কুদরতের বিচিত্র লীলা—জামা-বাহক লোকটি এখনও সুদূর মিশরেই রহিয়াছে তথা হইতে যাত্রাও করে নাই, এমতাবস্থায় শোক-বিহ্বল দৃষ্টিশক্তি হারা পিতা ইয়াকুব (আঃ) কেনান দেশে থাকিয়া ঐ জামার মধ্য হইতে পুত্র ইউছুফের সুঘ্রাণ অনুভব করিতে পারিয়া সকলকে হযরত ইউছুফের সংবাদ প্রদান করিলেন।

শেখ সা'দী (রঃ) বলেন, ঘরের কোণে, স্বগ্রামের কূপে যখন ইউছুফ পতিত ছিলেন, পিতা ইয়াকুব (আঃ) তখন তাঁহার কোন খোঁজ পাইলেন না, আর এখন দীর্ঘকাল পর সুদূর মিশর হইতে জামার সুঘ্রাণ অনুভব করিতে সক্ষম হইলেন। এ সবই হইল আল্লাহ তায়ালার স্বাধীন ইচ্ছা ও অসীম কুদরতের বিচিত্র লীলা; এখানে কোন তর্ক ও প্রশ্নের মীমাংসা নাই; প্রশ্ন উত্থাপনও নিছক অবান্তর।

বিরে-মউনার ঘটনা

চতুর্থ হিজরী সনের আরম্ভেই এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। "বীরে-মউনা" একটি স্থানের নাম; তথায় এই মর্ম্মান্তিক ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাই উক্ত ঘটনা এই নামে প্রসিদ্ধ। ঘটনার বিবরণ এই যে, মক্কার নিকটস্থ নজদ এলাকা হইতে বনু আমের গোত্রীয় সর্দ্দার আবুবরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাইলেন, সেই সম্পর্কে সে কোন হাঁ-না করিল না, বরং অনুরোধ জ্ঞাপন করিল যে, আমাদের এলাকার লোকদের ইসলামের প্রতি আকর্ষণ আছে, আপনি কিছু সংখ্যক মোবাল্লেগ তথায় প্রেরণ করুন। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, নজদ এলাকায় লোক প্রেরণ করিতে আমার আশঙ্কা বোধ হয়। আবুবরা বলিল, আমি তাহাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব লইলাম। (আরব দেশে এইরূপ দায়িত্ব গ্রহণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইত, বিশেষতঃ এলাকার সর্দ্দারের পক্ষ হইতে, তাই) রসুলুল্লাহ (দঃ) সত্তর জন বিশিষ্ট ছাহাবীকে তথায় প্রেরণ করিলেন। ঐ ছাহাবিগণ অতি উচ্চ মর্ত্তবার ছিলেন; তাঁহারা এরূপ খোদাভক্ত ছিলেন যে, দিন ভর লাক্‌ড়ি সংগ্রহ করিয়া উপার্জ্জিত অর্থ দান-খয়রাত করিতেন এবং রাত্রিভর কোরআন শিক্ষা দিতেন ও নামাযরত থাকিতেন।

নজদ এলাকায় আরও একজন প্রধান ছিল, তাহার নাম ছিল আমের ইবনে তোফায়েল, সে আবুবরা সর্দ্দারের ভাতিজা ছিল; সে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষী ছিল; পূর্ব্বে একবার সে কতিপয় দাবী লইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়াছিল। সে এই দাবী জানাইয়াছিল যে, আপনার ও আমার মধ্যে তিনটি বিষয়ের কোন একটি নির্দ্ধারিত করিতে হইবে —(১) আপনি গ্রাম্য এলাকার প্রধান থাকিবেন, আমি শহর এলাকার প্রধান থাকিব, কিম্বা (২) আমি আপনার পর আপনার স্থলাভিষিক্ত নির্দ্ধারিত হইব, নচেৎ (৩) আমি হাযার হাযার লোক লইয়া আপনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইব। হযরত (দঃ) তাহার বিরুদ্ধে আল্লার সাহায্য প্রার্থনা করতঃ দোয়া করিলেন— اللهم اكفنى عامرا "হে আল্লাহ! আমেরের মোকাবিলায় তুমি আমার পক্ষে যথেষ্ট হইয়া যাও।" এরূপ বিদ্বেষমূলক কথাবার্ত্তা কিছুদিন পূর্বে তাহার সঙ্গে হইয়াছিল। এখন যখন তাহার এলাকায় তাহারই চাচার দায়িত্বে রসুলুল্লাহ (দঃ)

লোক পাঠাইলেন তখন হযরত (দঃ) তাহার প্রতি একটি লিপি লিখিয়া স্বীয় প্রেরিত লোকদের হস্তে দিয়া দিলেন। তাহার বস্তির অদূরে "বিরে-মউনা" নামক স্থানে ছাহাবী দল পৌঁছিয়া স্বীয় দলের বিশিষ্ট ছাহাবী হারাম ইবনে মেলহান (রাঃ)কে পত্র বাহকরূপে আমেরের নিকট পাঠাইয়া অন্যান্য ছাহাবিগণ সেই স্থানে অপেক্ষমান রহিলেন। ঐ ছাহাবী পত্র লইয়া পৌঁছিলে আমের ঐ পত্রের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করিল না, বরং তাহার ইঙ্গিতে অন্য এক ব্যক্তি ঐ ছাহাবির প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করিল, তিনি তথায় শহীদ হইয়া গেলেন। অতঃপর আমের কতিপয় গোত্রের লোকগণকে একত্র করিয়া অবশিষ্ট ছাহাবিগণকে ঘেরাও করিয়া ফেলিল। ছাহাবিগণ হঠাৎ আক্রমণের মোকাবিলায় অস্ত্রধারণ করিয়া সকলেই তথায় শাহাদৎ বরণ করিলেন, মাত্র একজন প্রাণে বাঁচিয়া রহিলেন।

রাজীর ঘটনা ও বিরে মউনার ঘটনা—এই মর্ম্মান্তিক ঘটনাদ্বয় নিকটবর্ত্তী সময়ের মধ্যেই সংঘটিত হয়, এমন কি প্রায় এক সঙ্গেই হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঘটনাদ্বয়ের সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) এই ঘটনায় এতদূর মর্ম্মাহত ও শোকাবিষ্ট হইলেন যে, এরূপ আর কখনও হন নাই, এমন কি ঐ সকল গোত্র সমূহের প্রতি দীর্ঘ এক মাসের অধিক কাল ফজরের নামাযের মধ্যে বদ-দোয়া করতঃ "কুনূতে-নাযেলা" পড়িলেন। যোরকানী কিতাবে বর্ণিত আছে, জ্বরের মহামারীতে ঐ গোত্রগুলির সাত শত লোক মরিল। ঘটনার মূল আমের ইবনে তোফায়েলও প্লেগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

১৪৬৫। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সত্তর জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে এক মহৎ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিলেন, যাঁহারা কোরআন-বিশেষজ্ঞরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বিরে মউনা নামক স্থানে তাঁহারা রেয়েল ও জাকওয়ান গোত্রদ্বয় কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন, আমরা তোমাদিগকে কিছু বলিবার জন্য আসি নাই, আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নির্দ্দেশিত একটি কার্য্যের উদ্দেশ্যে এই পথ অতিক্রম করিতেছি মাত্র। শত্রুরা তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাদিগকে শহীদ করিয়া ফেলিল। হযরত (দঃ) হত্যাকারী গোত্র সমূহের প্রতি অভিশাপ করতঃ দীর্ঘ এক মাস "কুনূতে-নাযেলা" পড়িলেন। ইতিপূর্ব্বে আর কখনও আমরা "কুনূতে-নাযেলা" পড়ি নাই।

১৪৬৬। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—রেয়েল, জাক্‌ওয়ান ও ওছাইয়া গোত্রত্রয় (হইতে তাহাদের প্রতিনিধি আবুবরা) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট (ইসলামের প্রতি স্বীয় এলাকার লোকদের আকৃষ্টতার কথা উল্লেখ করিয়া ইসলামের শিক্ষা ও তবলীগের দ্বারা) বিরোধী পার্টির মোকাবিলায় সাহায্য প্রার্থনা করিল। রসুলুল্লাহ(দঃ) মদিনাবাসীদের হইতে সত্তর জন ছাহাবীকে তাহাদের সাহায্যে পাঠালেন। ঐ ছাহাবিগণ কোরআন-বিশেষজ্ঞরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা (জীবিকানির্ব্বাহ ও দান-খয়রাতের জন্য) সমস্ত দিন লাকড়ি কুড়াইতেন এবং সারা রাত্র নফল নামাযে কাটাইতেন।

ছাহাবী দল যখন "বিরে মউনা" নামক এলাকায় পৌঁছিলেন তখন (দুষ্ট আমের ইবনে তোফায়লের আহ্বানে) ঐ গোত্র ত্রয়ের লোকগণই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ছাহাবিগণাক মারিয়া ফেলিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ সংবাদ পাইয়া রেয়েল, জাক্‌ওয়ান, ওছাইয়া ও বনী লেহ্‌ইয়ান গোত্র সমূহের প্রতি বদ-দোয়া করিয়া দীর্ঘ এক মাস পর্য্যন্ত ফজরের নামাযের মধ্যে "কুনূতে নাযেলা" পড়িলেন।

আনাছ (রাঃ) আরও বলিয়াছেন, ঐ ঘটনায় শহীদানের পক্ষে কোরআন শরীফে একটি আয়াত নাযেল হইয়াছিল ; পরে উহার তেলাওয়াত রহিত হইয়াছে।

بَلِّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا -

"আমাদের গোত্রীয় সকলকে জানাইয়া দাও, আমরা প্রভু-পরওয়ারদেগারের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি, তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন।"

১৪৬৭। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার মাতুল (হারাম ইবনে মেলহান (রাঃ)কে) সত্তর জন সহযাত্রির সঙ্গে হযরত (দঃ) এক এলাকায় প্রেরণ করিলেন। তথাকার অমোসলেমদের এক সরদার—আমের ইবনে তোফায়েল ইতিপূর্বে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া তিনটি দাবীর কোন একটি গ্রহণ করিতে বলিয়াছিল—সে বলিয়াছিল, আপনি পল্লী এলাকার প্রধান থাকিবেন, আমি শহর এলাকার প্রধান হইব কিম্বা আমি আপনার স্থলাভিষিক্তরূপে নির্দ্ধারিত থাকিব, নচেৎ আমি স্বীয় গোত্রের হাযার হাযার সৈন্য লইয়া আপনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইব। কিছুকাল পরে সে একস্থানে প্লেগাক্রান্ত হইয়া পড়ে এবং তথা হইতে

বাড়ী আসিবার জন্য ঘোড়ায় আরোহণ করিলে অশ্ব পৃষ্ঠেই তাহার মৃত্যু ঘটে।

আমের ইবনে তোফায়েল যতদিন জীবিত ছিল ইসলাম বিদ্বেষী ছিল। তাহার এলাকায় উপস্থিত হইতে ছাহাবী দল আশঙ্কা বোধ করিতেছিলেন, তাই দলের সকলে একত্রে তথায় উপস্থিত না হইয়া দলের দুই ব্যক্তি—হারাম ইবনে মেলহান (রাঃ) ও অপর আর একজন সেই এলাকার প্রতি যাত্রা করিলেন, অন্যান্য সকলকে পথিমধ্যে নিকটবর্ত্তী একস্থানে অপেক্ষমান রাখিয়া গেলেন এবং বলিয়া গেলেন যে, আপনারা এই স্থানেই থাকুন যাবৎ না আমরা দুইজন ফিরিয়া আসি। যদি ঐ এলাকাস্থ লোকগণ আমাদিগকে নিরাপত্তা প্রদান করে তবে আপনারা সকলেই মূল উদ্দেশ্যের উপর স্থির থাকিবেন এবং সকলে সমবেতভাবে নির্দ্ধারিত এলাকায় উপস্থিত হইয়া ইসলাম প্রচার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিব, আর যদি তাহারা আমাদিগকে মারিয়া ফেলে তবে আপনারা এস্থান হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিজ দেশের লোকদের সঙ্গে যাইয়া মিশিবেন।

হারাম ইবনে মেলহান (রাঃ) ঐ এলাকায় উপস্থিত হইয়া তথাকার লোকদিগকে বলিলেন, আল্লার রসুলের প্রেরিত বাণী প্রচারে তোমরা আমাকে নিরাপত্তা দিবে কি? তিনি তাহাদের সঙ্গে এই সম্পর্কে আলাপ করিতেছিলেন হঠাৎ তাহারা এক ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করিল, সে ঐ ছাহাবীকে পেছন হইতে বর্শাঘাত করিল। বর্শা তাঁহার দেহ ভেদ করিয়া গেল। দ্বীনের জন্য এই আঘাতকে তিনি ধন্য মনে করিলেন এবং প্রবাহিত রক্ত কোশ ভরিয়া স্বীয় নাকে-মুখে মাখিলেন এবং বলিলেন, فزت ورب الكعبة "মহান কা'বার প্রভুর শপথ—আমি সফলকাম হইয়াছি।"

অতঃপর তাঁহার সঙ্গী দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষমান সহযাত্রীগণের সঙ্গে মিলিত হইলেন, কিন্তু তাঁহারা শত্রুগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া সকলেই শাহাদৎ বরণ করিলেন, শুধুমাত্র একজন পাহাড়ের উপর উঠিয়াছিলেন তিনি রক্ষা পাইলেন।

১৪৬৮। হাদীছঃ—ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিরে মউনার ঘটনায় ছাহাবীদল যখন শহীদ হইলেন এবং তাঁহাদের দলীয় আম্র ইবনে উমাইয়া (রাঃ) শত্রু হস্তে বন্দী হইলেন তখন শত্রু পক্ষের সরদার আমের ইবনে তোফায়েল আম্র ইবনে উমাইয়া (রাঃ)কে একটি শব দেহের প্রতি ইশারা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইনি কে? আম্র ইবনে উমাইয়া (রাঃ) বলিলেন, ইনি

আমের ইবনে ফোহায়রা (রাঃ)। আমের ইবনে তোফায়েল বলিল, আমি দেখিয়াছি, তিনি নিহত হওয়ার পর তাঁহাকে আসমানের প্রতি উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে, অতঃপর জমিনে রাখা হইয়াছে, এমন কি তাঁহাকে আসমানে উঠাইবার দৃশ্য এখনও আমার নজরে ভাসিতেছে।

ছাহাবী দলের শহীদ হওয়ার সংবাদ নবী (দঃ) প্রাপ্ত হইলেন এবং সকলকে তাঁহাদের মৃত্যু সংবাদ প্রদান করতঃ ইহাও বলিলেন, তাঁহারা আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা যেন তাঁহাদের অন্যান্য ভাই বন্ধুগণকে জ্ঞাত করিয়া দেন যে, তাঁহারা প্রভুর দানে সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং প্রভুও তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ—আমের ইবনে ফোহায়রা (রাঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী। রসুলুল্লাহ (দঃ) আবু বকর (রাঃ)কে সঙ্গে লইয়া মক্কা হইতে মদীনায় হিজরতকালে তিন দিন ছওর পর্ব্বতের গুহায় লুক্কায়িত ছিলেন; আমের ইবনে ফোহায়রা (রাঃ)ই রাত্রি বেলা গোপনে তাঁহাদের খাদ্য যোগাইতেন, ঐ সময় তিনি আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার কোন এক আত্মীয়ের ক্রীতদাস ছিলেন।

১৪৬৯। **হাদীছ ঃ**—আছেম-আহ্‌ওয়াল (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আনাছ (রাঃ)কে নামাযের মধ্যে দোয়া-কুনুত পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, হাঁ পড়া চাই। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, দোয়া-কুনুত রুকুর পূর্ব্বে না পরে পড়া হইবে? আনাছ (রাঃ) বলিলেন, রুকুর পূর্বে। আমি বলিলাম, এক ব্যক্তি আপনার তরফ হইতেই বর্ণনা করিয়াছে যে, উহা রুকুর পরে। আনাছ (রাঃ) বলিলেন, সে ভুল বুঝিয়াছে। (ঐ নিয়ম কুনূত নাযেলা সম্পর্কে, সাময়িক ছিল;) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সত্তর জন কোরআন বিশেষজ্ঞ বিশিষ্ট ছাহাবীকে এক এলাকায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। তথাকার কাফেররা তাঁহাদিগকে শহীদ করিয়া ফেলিয়াছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সেই কাফেরগণের প্রতি অভিশাপ করিয়া দীর্ঘ এক মাস (ফজরের নামাযে) কুনূত পড়িয়াছিলেন, সেই কুনূত রুকুর পরে ছিল।

খন্দকের জেহাদ

"খন্দক" আরবী শব্দ উহার অর্থ পরিখা। এই যুদ্ধে শত্রু দল অসংখ্য সৈন্য সমাবেশ করতঃ মদিনা শহরকে পরিবেষ্টিতাকারে আক্রমণ চালাইবার ব্যবস্থা

করিয়াছিল। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনা শহর রক্ষার্থে শহরের প্রবেশ পথের বিস্তৃত এলাকায় পরিখা খনন করিয়াছিলেন, তাই এই জেহাদকে খন্দকের জেহাদ বলা হয়। এই জেহাদে শত্রুপক্ষ আরবের বিভিন্ন দলকে একত্র করিয়া বিরাট আকারে অভিযান চালাইয়াছিল বলিয়া ইহাকে আহ্‌যাবের জেহাদও বলা হয়। "আহ্‌যাব" শব্দের অর্থ বিভিন্ন দল।

এই জেহাদ সম্পর্কে একদল ঐতিহাসিকের মত এই যে, উহা পঞ্চম হিজরী সনে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইমাম বোখারী (রঃ) অন্য এক দলের মত সমর্থন করতঃ বলেন যে, উহা চতুর্থ হিজরী সনের শাওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সূত্রে উহা ওহোদের জেহাদের পরবর্ত্তী বৎসরই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মূল ঘটনার বিবরণ এই যে, ইহুদীরা মোসলমানদের বিরুদ্ধে বিষময় বিদ্বেষ পোষণ করিতেছিল, বিশেষতঃ বনু-নজীর ইহুদী গোত্র। কারণ, তাহাদিগকে মদিনা হইতে বহিস্কৃত করা হইয়াছিল, যাহার বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। মোসলমানদের বিরুদ্ধে তাহাদের বিদ্বেষ চরমে পৌঁছিল, কিন্তু প্রত্যক্ষরূপে কিছু করিবার সাহস তাহাদের ছিল না।

ওহোদ যুদ্ধে মক্কার কোরেশরা মোসলমানদের বিরাট ক্ষতি সাধনের সুযোগ পাইয়াছিল। কিন্তু মোসলমানদের বীরত্ব, তাঁহাদের আত্মত্যাগ এবং তাঁহাদের ধর্ম্ম ও আদর্শের জন্য তাঁহারা যে কত বড় সুকঠিন– যুদ্ধ ক্ষেত্রে যে, তাঁহারা কি ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়ায় সেই অভিজ্ঞতা কোরেশরা বদরে ত ভালরূপেই লাভ করিয়াছিল ওহোদ প্রাঙ্গণেও সেই অভিজ্ঞতা তাহাদের কম লাভ হইয়াছিল না। যদ্দরুন ওহোদের অঙ্গন ত্যাগকালে দলপতি আবু সুফিয়ানের আস্ফালন—পর বৎসর বদর ময়দানে আবার যুদ্ধ হইবে—উহা কার্য্যে পরিণত করা দূরের কথা অন্ততঃ মুখ রক্ষার্থে বদর প্রান্তের ধারে-কাছেও তাহারা আসে নাই। অথচ মোসলমানগণ স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নেতৃত্বে নির্দ্ধারিত সময়ে বদর প্রান্তরে পৌঁছিয়া আট দিন কোরেশদের অপেক্ষায় অবস্থান করিয়াছিল।

কোরেশ কাফেররা ভালরূপেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল যে, যেমন-তেমন যুদ্ধে মোসলমানদেরে কাবু করা সম্ভব নহে। অতএব নূতন কোন প্রচেষ্টা নিতে হইলে পূর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও অধিক শক্তিশালী অভিযানের প্রয়োজন। এই ভাবিয়া কোরেশ অধিপতি আবু সুফিয়ান সমগ্র আরবময় একটা আলোড়ন সৃষ্টি এবং ব্যাপক আয়োজন চালাইবার চেষ্টায় লাগিয়া যাওয়া স্থির করিল।

এদিকে মদিনা হইতে নির্বাসিত ইহুদী গোত্র বনু-নজীর—ওহোদের যুদ্ধে মক্কাবাসী কাফেরগণ কর্তৃক মোসলমানগণ ঘায়েল হইয়াছে, এই সংবাদ শ্রবণে তাহারা বিশেষ তৎপর হইল। তাহাদের মধ্যে একটি বিশেষ পরিকল্পনা দানা বাঁধিয়া উঠিল—মক্কাবাসীদের সঙ্গে এক যোগে সংগ্রাম চালাইয়া মোসলমান-গণকে নিশ্চিহ্ন করার একটি সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করিল। কোরায়েশরা এই সুযোগকে মুল্যবান গণ্য করিয়া স্বীয় জোটের সমুদয় গোত্রবর্গকে লইয়া যোগদান করার উৎসাহ প্রদর্শন করিল। ইহুদীরা অতঃপর আরবের বিশিষ্ট গোত্র মোসলমানদের বিদ্বেষপূর্ণ "গাতাফান" গোত্রের নিকটও উপস্থিত হইল। তাহারাও স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া সাড়া দিল। এইরূপে ইহুদীদের প্ররোচনায় সমগ্র আরবের মধ্যে মোসলমানগণকে নিশ্চিহ্ন করার বিরাট পরিকল্পনা গৃহীত হইল।

এই পরিকল্পনা অনুসারে কোরায়েশ, বেদুইন ও অন্যান্য পৌত্তলিক—বনু-আসাদ, বনু-মোর্‌রা, বনু-আশ্‌জা ও গাতাফান গোত্র সমূহের সমন্বয়ে একটি বিরাট বাহিনী গঠিত হইল। আর ইহুদীরা ত তাহাদের সাহায্যে আছেই। প্রত্যেক গোত্রের এক একজন অধিনায়ক ছিল, মূল বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কোরেশ দলপতি আবু সুফিয়ান নির্বাচিত হইল। এই বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা দশ হইতে পনর হাযারের মধ্যে ছিল, একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সৈন্য সংখ্যা চব্বিশ হাজারেরও অধিক উল্লেখ করিয়াছেন। এই বিরাট বাহিনী মদিনার প্রতি অগ্রসর হইল, তখন মদিনায় মোসলমান যোদ্ধাদের সংখ্যা মাত্র তিন হাজার।

মদিনার প্রতি বিরাট শত্রু সেনার অভিযান যাত্রার সংবাদ হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) জ্ঞাত হইলেন এবং ছাহাবীগণকে লইয়া পরামর্শ করিলেন। পারস্যবাসী অতি প্রবীণ ছাহাবী সাল্‌মান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরামর্শক্রমে শত্রুর সম্ভাব্য প্রবেশ পথে পরিখা খননের পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) সহ সমস্ত ছাহাবীগণের বিশ হইতে পঁচিশ দিন বা সুদীর্ঘ এক মাসের বিরামহীন ও আপ্রাণ চেষ্টায় পরিখা খনন কার্য্য সমাপ্ত হইল। ইহা ছিল যুদ্ধের এক নূতন পদ্ধতি যাহা আরবরা পুর্ব্বে কখনও দেখে নাই।

শত্রুবাহিনী পৌঁছিবার পূর্ব্বক্ষণেই খনন কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছিল। তাহারা মদীনায় প্রবেশ করিতে পরিখা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া পরিখার অপর পারে অবস্থান করিল। মোসলমানগণের সর্ব্বমোট সংখ্যা তিন হাজার ছিল, তাঁহারাও পরিখার অপর কিনারায় সারিবদ্ধরূপে উপস্থিত রহিলেন। শত্রুবাহিনী

সর্ব্বদাই পরিখা অতিক্রম করার চেষ্টায় নিমগ্ন, মোসলমানগণ এক পলকের জন্যও ঐ দিক হইতে লক্ষ্য ফিরাইতে পারেন না। এমনকি কোন কোন দিন শুধু ফরজ নামায আদায় করিতেও সমর্থ হইতেন না; অথচ যুদ্ধক্ষেত্রে নামায আদায় করা সম্পর্কে অনেক অনেক বিধি বিধানকে শিথীল করা হইয়াছে; এতদসত্ত্বেও পরিস্থিতির ভয়াবহতার দরুণ কোন উপায়েই নামায আদায় করা সম্ভব হইয়া উঠে নাই, বরং এক একদিন কতিপয় নামায কাজা হইয়া যাইত।

পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করিতে ইহাই যথেষ্ট যে ঐ সময়ের বিভীষিকা-পূর্ণ অবস্থার বিবরণে কোরআন শরীফে নিম্নরূপ বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا - هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا - وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ...

অর্থ—হে মোসলমানগণ! তোমাদের প্রতি আল্লার বিশেষ একটি নেয়ামত স্মরণ কর—যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের চতুর্দ্দিক ঘেরাও করিয়া আসিল, যখন ভয় ভীতি ও আতঙ্কের দরুণ তোমাদের চক্ষু অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল এবং তোমাদের কলিজা বাহির হইয়া আসার উপক্রম হইয়াছিল এবং তোমাদের ভিতরে আল্লার (রহমতের দৃঢ় বিশ্বাস শিথিল হইয়া তাঁহার) সম্পর্কে নানাপ্রকার বাজে ধারণার উৎপত্তি হইতেছিল। বাস্তবিকই এই সময় মোসলমানগণকে ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল এবং গোটা মোসলেম জাতির উপর যেন ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প বহিতে ছিল। যখন মোনাফেক ও আত্মার রোগে রুগ্নরা বলিতেছিল, মোসলমানগণকে সাহায্য সহায়তা করার যে সব ওয়াদা, অঙ্গীকার আল্লাহ ও আল্লার রসুলের পক্ষ হইতে দেওয়া হইয়াছিল সবই অবাস্তব ও ধোকা ছিল মাত্র। এমনকি তাহাদের একটি দল মোসলমানগণকে প্রকাশ্যে বলিতে লাগিল, তোমাদের এস্থানে টিকিয়া থাকিবার সাধ্য হইবে না; বাড়ী চলিয়া যাও। (২১ পাঃ ১৭ রুঃ)

মোসলমানগণ এইরূপ অবর্ণনীয় বিপদের সম্মুখীন এবং নিজেদের অপেক্ষা বহু বহু গুণ অধিক শক্রবাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত; এমতাবস্থায় মদীনার অভ্যন্তরে অবস্থিত ইহুদী গোত্র বনু-ক্বোরায়জা যাহারা মোসলমানদের সঙ্গে সহ-অবস্থান এবং মৈত্রি ও শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল; ঠিক এই বিপদ মুহূর্ত্তে তাহারাও চুক্তি ভঙ্গের ঘোষণা দিয়া শত্রুপক্ষের সহিত হাত মিলাইয়া বসিল। এখন আর বিপদের সীমা রহিল না, এতদিন শত্রু ছিল বাহিরের, যাহাদিগকে পরিখার সাহায্যে ঠেকাইয়া রাখা হইয়াছিল, এখন মদিনার অভ্যন্তরও মোসলমানদের জন্য শত্রুর দেশ হইল। মোসলমান পুরুষগণ সকলেই পরিখার নিকট অবস্থানরত; তাই মদিনার অভ্যন্তরে মোসলমান নারী ও শিশুগণ আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা হইল।

পরিখার নিকটস্থ শত্রুসেনার মোকাবিলার জন্য মোসলমানদের সর্ব্বশক্তিও নেহাৎ অপর্য্যাপ্ত ছিল, এমতাবস্থায় নারী ও শিশুগণকে বরং ঘর-বাড়ী রক্ষা করার কি ব্যবস্থা হইতে পারে? হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) নারী ও শিশুগণকে একটি কিল্লার ভিতর রক্ষিত করিয়া তথায় প্রহরী স্বরূপ দুই শত যোদ্ধাকে নিয়োগ করিয়া দিলেন। এইরূপ ভয়াবহ বিপদ ও বিভীষিকাপূর্ণ আতঙ্কের মধ্যে মোসলমানদের দিবা-রাত্রি কাটিতে লাগিল, প্রায় দীর্ঘ এক মাস কাল এই অবরোধ অবস্থা চলিল। অবশেষে মোসলমানদের জন্য আল্লাহ তায়ালার বিশেষ সাহায্য নামিয়া আসিল; শত্রু পক্ষের অবস্থান এলাকায় ভীষণ হীমবায়ু প্রবাহিত হইল, শত্রু বাহিনীর তাবু ইত্যাদি ছিন্নভিন্ন হইয়া সমুদয় আশ্রয়স্থল বাতাসে উড়িয়া গেল। আসবাব-পত্র, রসদ ইত্যাদি লণ্ড ভণ্ড হইয়া গেল। শীতের প্রকোপে তাহারা কাবু হইয়া পড়িল; তাহাদের দুর্গতির সীমা রহিল না। এতদ্ভিন্ন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতা প্রেরণ করিয়া দিলেন যাঁহারা শত্রু সেনাদের মনোবল নষ্ট করিতে সাহায্য করিলেন। এইরূপে তাহারা প্রস্থান করিতে বাধ্য হইল। ভীত সন্ত্রস্ত ও দিশাহারা হইয়া তাহারা রাত্রির অন্ধকারে মক্কার পথ ধরিল। কোরআন শরীফে এই বিষয়টিরও উল্লেখ আছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا - وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তায়ালার ঐ বিশেষ নেয়ামতকে স্মরণ কর যাহা তোমাদের লাভ হইয়াছিল তখন, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদিগকে বেষ্টিত করিয়া আসিয়াছিল; তখন আমি তাহাদের উপর হীমবায়ু প্রবাহিত করিলাম এবং এমন এক বাহিনী প্রেরণ করিলাম যাঁহারা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কার্য্যাবলী নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। (২১ পাঃ ১৭ রুঃ)

এই ঘটনায় উভয় পক্ষের মধ্যস্থলে পরিখা বিদ্যমান থাকায় কোন উল্লেখযোগ্য হাতাহাতি যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় নাই, উভয়পক্ষ হইতে শুধুমাত্র বিক্ষিপ্তাকারে তীর, বর্শা, ঢিল ইত্যাদি ছোড়াছুড়ি হইয়াছিল যাহাতে সর্ব্বমোট মোসলমানদের পক্ষে ছয়জন শহীদ হইয়াছিছেন এবং কাফেরদের পক্ষে তিনজন নিহত হইয়াছিল।

মূল ঘটনা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছসমূহ উল্লেখ করা হইতেছে।

১৪৭০। হাদীছঃ—সাহ্‌ল ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খন্দক খননকালে আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। কতক লোক খনন কার্য্য করিতেছিলেন এবং আমরা কাঁধে করিয়া মাটি বহন করিতেছিলাম। এতদ্দৃষ্টে রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাদের জন্য দোয়া করতঃ বলিলেন—

اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشُ الْاٰخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ

“হে আল্লাহ আখেরাতের জিন্দেগী ভিন্ন আর কোন জিন্দেগী নাই; মোহাজের ও আনছারগণকে ক্ষমা কর।” (যেন তাহারা সেই জিন্দেগীর সুখ-শান্তি লাভ করিতে পারে।)

১৪৭১। হাদীহঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পরিখা-খনন কার্য্যস্থলে উপস্থিত হইলেন, তখন মোহাজের ও আনছারগণ ভীষণ শীতের প্রকোপের মধ্যে ভোর বেলা খনন কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন; তাঁহাদের কোন চাকরবাকর ছিল না যাহাদের দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছাহাবিগণের অনাহার, উপবাস ও কষ্ট-ক্লেশ অনুধাবন করিতে পারিয়া দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْاٰخِرَةِ - فَاغْفِرْ لِلْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ

“হে আল্লাহ আখেরাতের জিন্দেগীই একমাত্র জিন্দেগী; আনছার ও মোহাজেরগণের সমস্ত গোনাহ-খাতা মাফ করিয়া দাও।”

ছাহাবিগণ উত্তরে নিজেদের পণ-প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা ঘোষণা করিলেন—

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا - عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا

"আমরা মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হস্তে অঙ্গিকারাবদ্ধ হইয়াছি, জেহাদে আত্মনিয়োগ করার উপর, সর্ব্বদার জন্য—জীবনের সর্ব্বশেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত।"

১৪৭২। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মোহাজের ও আনছারগণ মদিনার প্রবেশ পথে পরিখা খনন করিতে এবং নিজ নিজ পৃষ্ঠে মাটি বহন করিতে ছিলেন। তাঁহারা আনন্দ কণ্ঠে গাহিতে ছিলেন—

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا - عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا

"হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাদের উৎসর্গতার প্রতিউত্তরে এই বলিতেন"—

اَللّٰهُمَّ لَا خَيْرَ اِلَّا خَيْرُ الْاٰخِرَةِ - فَبَارِكْ فِى الْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ

"হে আল্লাহ! আখেরাতের সাফল্য ব্যতীত আর কোন সাফল্য নাই, আনছার ও মোহাজেরগণের কার্য্যে বরকত দান করুন।"

আনাছ (রাঃ) আরও বর্ণনা করিরাছেন, কার্য্যরত ছাহাবিগণের ক্ষুধার তাড়না ও দরিদ্রতার অবস্থা এই ছিল যে, কেহ এক আঁজল পরিমাণ সামান্য যবের আটা বাসি চর্বি মিশ্রিত করতঃ খাদ্য তৈরী করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে রাখিত, ক্ষুধার্ত্ত ছাহাবিগণ উহার উপরই তুষ্ট হইতেন, অথচ উহা বদমজা বিশ্রী ও গন্ধময় হইত।

১৪৭৩। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খন্দক খনন করা কালীন খননস্থলে একটি পাথর আমাদের সম্মুখে পড়িল যাহা বিধ্বস্ত হইতে ছিল না। তখন সকলে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ সংবাদ দিলেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, আমি তথায় উপস্থিত হইব, এই বলিয়া তিনি দাঁড়াইলেন, তাঁহার পেটের সঙ্গে পাথর বাঁধা ছিল; আমরা তিন দিন হইতে অনাহারী ছিলাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) তথায় উপস্থিত হইয়া খননাস্ত্র হস্তে লইলেন এবং পাথরের উপর মারিলেন; তৎক্ষণাৎ উহা বালুকারাশিতে পরিণত হইয়া গেল।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে অনাহারী দেখিতে পাইয়া আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমাকে স্বগৃহে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করুণ। আমি গৃহে আসিয়া স্ত্রীকে বলিলাম, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে আমি এইরূপ অবস্থায় দেখিয়াছি যাহা আমি সহ্য করিতে পারি না; তোমার নিকট খাওয়ার কিছু আছে কি? সে বলিল, আমার নিকট কিছু যবের আটা ও একটি বকরির ছোট বাচ্চা আছে। ঐ আটা গোলাইবার ও বকরির বাচ্চাটি জবেহ করিয়া পাকাইবার ব্যবস্থা করিয়া হযরতের নিকটে উপস্থিত হওয়ার জন্য রওয়ানা হইলাম। স্ত্রী আমাকে হুসিয়ার করিয়া দিল যে, আমাকে রসুলুল্লাহ (দঃ) ও তাঁহার সঙ্গিদের নিকট লজ্জিত করিবেন না (তথা খাদ্যের পরিমাণের অধিক লোককে দাওয়াত করিবেন না)। আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট চুপি চুপি বলিলাম, আমরা একটি ছোট বকরি জবেহ করিয়াছি এবং সামান্য কিছু যবের আটা তৈরী করিয়াছি; আপনি এক বা দুইজন সঙ্গিসহ আমার গৃহে তশরিফ লইয়া চলুন।

রসুলুল্লাহ (দঃ) খাদ্যের পরিমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি উহা ব্যক্ত করিলাম। তিনি বলিলেন, ইহা প্রচুর ও উত্তম। অতঃপর নবী (দঃ) উচ্চৈঃস্বরে সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, হে খনন কার্য্যে উপস্থিতবর্গ। জাবের দাওয়াতের ব্যবস্থা করিয়াছে, তোমরা সকলে চল! রসুল (দঃ) আমাকে বলিলেন, তরকারির ডেগ চুলা হইতে নামাইবে না এবং আমি পৌঁছিবার পূর্ব্বে রুটি তৈরী আরম্ভ করিবে না। আমি গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। রসুল (দঃ) এবং তাঁহার পেছনে বহু লোক আমার গৃহ পানে রওয়ানা হইলেন। আমি আমার স্ত্রীর নিকট ঘটনা ব্যক্ত করিলাম, সে আমার উপর চটিয়া নানারকম উক্তি করিল। আমি তাহাকে বলিলাম, আমি ত তোমার কথা অনুযায়ীই কাজ করিয়াছিলাম। সে বলিল, রসুল (দঃ) আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া (খাদ্যের পরিমাণ অবগত হইয়া) ছিলেন কি? আমি বলিলাম, হাঁ। সে বলিল, আল্লাহ ও আল্লার রসুলই জানেন। আমরা ত আমাদের অবস্থা জ্ঞাত করিয়া দিয়াছি। স্ত্রীর এই উক্তিতে আমিও দুশ্চিন্তা হইতে অব্যাহতি পাইলাম। নবী (দঃ) আমার গৃহে পৌঁছিলেন, আমি রুটি তৈরীর খামীর তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। তিনি উহার উপর ফুৎকার করিলেন এবং বরকতের দোয়া করিলেন। অতঃপর ডেগেও ঐরূপ করিলেন এবং

বলিলেন, রুটি প্রস্তুতকারিনীকে ডাক, তোমার সঙ্গে রুটি তৈরী আরম্ভ করুক এবং ডেগ হইতে পেয়ালা ভরিয়া তরকারী আনিতে থাক, ডেগ নামাইবে না।

আগন্তুক মেহমানের সংখ্যা এক হাজার ছিল; হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তাহাদিগকে দলে দলে ডাকিয়া আন। তাহারা যেন একত্রে ভীড় না করে। দলে দলে তাহাদের সম্মুখে রুটি ও তরকারী উপস্থিত করা যাইতে লাগিল। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তাঁহারা সকলে পেট পুরিয়া খাইয়া তৃপ্তি লাভে চলিয়া গেলেন, অথচ আমাদের ডেগ টগবগ করতঃ পূর্ব্বের ন্যায়ই শব্দ করিতেছিল এবং খামীর হইতে রুটি তৈরী হইতেছিল। হযরত (দঃ) বলিলেন, অবশিষ্টাংশ তোমরা খাও এবং অন্যান্যকে দান কর, অনেক লোকই অনাহারে আছে।

১৪৭৪। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) (খন্দকের ঘটনা সমাপ্তে) বলিয়াছেন, পূর্ব্ব দিক হইতে প্রবাহমান বাতাস দ্বারা আমার সাহায্য করা হইয়াছে। আমার পূর্ব্ববর্তী "আদ" গোত্র (হুদ (আঃ) নবীর উম্মৎ)কে পশ্চিমদিক হইতে প্রবাহমান বাতাস দ্বারা ধ্বংস করা হইয়াছিল।

১৪৭৫। হাদীছ ঃ—ছোলায়মান ইবনে ছোরাদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খন্দকের জেহাদকালে শত্রুপক্ষ পশ্চাদপদ হইয়া যাওয়ার পর নবী (দঃ) বলিয়াছিলেন, এখন হইতে তাহারা (মক্কার কাফেররা) আমাদের প্রতি আক্রমণ করিতে সাহসী হইবে না, বরং আমরাই তাহাদের প্রতি অভিযান চালাইব।

১৪৭৬। হাদীছ ঃ—আলী (রাঃ)-এর বর্ণনা—নবী (দঃ) খন্দকের ঘটনায় এক দিন কাফেরদের প্রতি বদদোয়া করিলেন, আল্লাহ তাহাদের কবর আগুনে ভরিয়া দিন ; তাহারা আমাদিগকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত আছর নামাযের অবকাশ দেয় নাই।

১৪৭৭। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা—রসুলুল্লাহ (দঃ) খন্দকের ঘটনায় প্রাপ্ত আল্লার সাহায্যের স্মরণে শুকরিয়ারূপে অনেক সময় বলিতেন—

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَعَزَّ جُنْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَغَلَبَ

الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ

'আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই, তিনি এক অদ্বিতীয়, তিনি নিজের সৈনিক-দেরকে জয়ী করিয়াছেন, তাঁহার বিশিষ্ট-বন্দাকে সাহায্য করিয়াছেন, তিনি একাই শত্রুদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাস্ত করিয়াছেন; এরপর আর ভয়ের কারণ নাই।'

১৪৭৮। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (খন্দকের জেহাদে শত্রুপক্ষ পশ্চাদপদ হওয়ার পর) তাহাদের সঠিক অবস্থা জ্ঞাত হওয়ার জন্য বলিলেন, শত্রুদের সঠিক খবর আনিয়া দিতে পারে কে ? (ইহা বড়ই কঠিন কাজ ছিল, কারণ শত্রুদের সঠিক খবর জ্ঞাত হওয়ার জন্য তাহাদের পশ্চাতে যাইতে হইবে ; কোন প্রকারে যদি তাহারা টের পাইয়া বসে তবে তৎক্ষণাৎ জীবনের অবসান। তাই কেহ সাহস করিতেছিল না, কিন্তু) যোবায়ের (রাঃ) দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, আমি। রসুলুল্লাহ (দঃ) পুনরায় ঐরূপ আহ্বান জানাইলেন, এইবারও যোবায়ের (রাঃ) দণ্ডায়মান হইলেন। তৃতীয় বার হযরত (দঃ) আহ্বান জানাইলেন। এইবারও যোযায়ের (রাঃ) দাঁড়াইলেন। (দ্বীনের জন্য জীবন উৎসর্গে এইরূপ সাহস ও উৎসাহ দেখিয়া তাঁহার প্রশংসায়) রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, পুর্ব্ববর্ত্তী নবীগণের জন্য কোন কোন ব্যক্তি বিশেষ সাহায্যকারীরূপে থাকিতেন, আমার জন্য ঐরূপ বিশেষ সাহায্যকারী হইলেন যোবায়ের।

বনু-কোরায়জার প্রতি অভিযান

মদিনার প্রতিপত্তিশালী অধিবাসী—ইহুদী জাতির বিভিন্ন গোত্র সমূহের প্রত্যেকের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন রূপে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সহ-অবস্থান ও শান্তি চুক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে "বনু-কাইনুকা" গোত্র চুক্তি ভঙ্গ করতঃ মোসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলে হযরত (দঃ) তাহাদিগকে মদিনার এলাকা হইতে বহিষ্কৃত করেন। তদ্রূপ অন্যতম ইহুদী গোত্র বনু-নজীরকে চুক্তি ভঙ্গ ও বিদ্রোহের অপরাধে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন। প্রত্যেকের ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

"বনু-কোরায়জা" ইহুদিদের বিশিষ্ট গোত্রসমূহের অন্যতম ধনেজনে বলবান গোত্র ছিল। এযাবৎ তাহারা শান্তি চুক্তির কোন ব্যাঘাত ঘটাইয়া ছিল না, মোসলমানদের কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া মদিনার এলাকায় বসবাস করিতেছিল। কিন্তু খন্দকের জেহাদের বিভীষিকাপূর্ণ বিপদ যখন মোসলমানদের মাথার উপর আসিয়া দাঁড়াইল ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই বনু-কোরায়জা গোত্র শুধু বিশ্বাসঘাতকতাই নহে বরং প্রকাশ্য বিদ্রোহের ঢোল বাজান আরম্ভ করিয়া দিল এবং খন্দকের ঘটনার মূল কারণ—বনু-নজীর গোত্রের সর্দ্দার হোয়ায় ইবনে আখতাব ইহুদির

প্ররোচনায় তাহারাও মোসলমানদের শত্রুপক্ষের সঙ্গে একযোগে মোসসমানগণকে নিশ্চিহ্ন করার কার্য্যে ঝাপাইয়া পড়িল ; যাহার উল্লেখ শুধু ইতিহাসেই নহে ; কোরআন শরীফেও আছে। এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহিতা মোসলমানদের পক্ষে এত ভীষণ দুঃখজনক ও ক্ষতিকারক হইল যে, মূল ঘটনার চব্বিশ হাজার শত্রুবাহিনী দ্বারাও তাহা হইয়াছিল না। কারণ, মূল শত্রু বাহিনী যতই অধিক ছিল না কেন তাহারা বাহিরে ছিল, পরিখার সাহায্যে তাহাদিগকে ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু বনু-কোরায়জা যখন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল তখন তাহারা ঘরের শত্রু পকেটের সাপ হইয়া দাঁড়াইল।

বনু-কোরায়জা গোত্র এমন মুহূর্ত্ত ও পরিস্থিতিতে বিশ্বাসঘাতকা করিল যে, তাহাদের এহেন কার্য্য দুনিয়ার কোন সভ্য জাতির নিকটই মার্জ্জনীয় হইতে পারে না। এইরূপ পরিস্থিতিতে বিশ্বাসঘাতকতা মানবতার প্রতি চরম আঘাতই নহে শুধু বরং মনুষ্যত্বের উপর আস্থা বিনষ্টকারী অপরাধ ছিল। তাহাদের এই অমার্জ্জনীয় অপরাধের শাস্তি বিধানে কোন প্রকার বিলম্ব না করাই স্বয়ং বিধাতা আল্লাহ তায়ালার মর্জ্জি ছিল, তাই খন্দকের ঘটনার মূল শত্রু বাহিনী প্রতিহত হওয়ার পর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করার সঙ্গে সঙ্গেই ফেরেশতা জিব্রিল (আঃ) তাঁহার সম্মুখে যুদ্ধ পোষাক পরিহিত উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি যুদ্ধ পোষাক খুলিয়া ফেলিয়াছেন ? আমরা কিন্তু তাহা করি নাই ; এই বলিয়া জিব্রিল ফেরেশতা বিশ্বাসঘাতক বনু-কোরায়জার বস্তির প্রতি ইশারা করিলেন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইলেন। খন্দকের জেহাদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকারী তিন হাযার মোজাহেদ বাহিনীকে অভিযান পরিচালনার আদেশ দেওয়া হইল। তখন আছরের নামাযের সময় নিকটবর্ত্তী ছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) ভাবিলেন, মোজাহেদগণ মদিনায় আমার মসজিদে আছরের নামায অড়িয়া তৎপর রওয়ানা হওয়ার অপেক্ষায় বিলম্ব করিতে পারে, তাই তিনি সকলকে বিশেষ তাকিদের সহিত আদেশ করিলেন, বনু-কোরায়জার বস্তিতে না পৌঁছিয়া কেহ যেন আছরের নামায না পড়ে। ছাহাবিগণ তৎক্ষণাৎ বনু-কোরায়জার বস্তির প্রতি যাত্রা করিলেন, এমনকি পথিমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হওয়া সত্বেও অনেকে পথিমধ্যে নামায না পড়িয়া বনু-কোরায়জার বস্তিতে পৌঁছিয়া আছরের নামায কাজা পড়িলেন।

বনু-কোরায়জার লোকগণ প্রথমে বিশেষরূপে রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শানে নানাপ্রকার কুৎসিত গালিগালাজ করতঃ উত্তেজনার সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল বটে, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া তাহাদের কিল্লার ভিতর আবদ্ধ হইয়া রহিল। রসুল (দঃ) স্বীয় মোজাহেদ বাহিনীকে কিল্লা ঘেরাও করিবার আদেশ দিলেন। প্রায় এক মাস এই অবরোধ অবস্থা চলিল। অবশেষে তাহারাই সালিশের প্রস্তাব পেশ করিল।

ইহজগতে স্বীয় কৃতকর্ম্মের শাস্তিভোগ তাহাদের অদৃষ্টে ছিল, নতুবা তাহারা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতঃ অতি সহজে সব কিছু মুছিয়া ফেলিতে পারিত। তাহাদের কিছু সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করতঃ সেই সুযোগ লাভ করিয়াছিল, কিন্তু অধিকাংশ লোকেরা তাহা না করিয়া স্বীয় বন্ধুভাবাপন্ন "আউস্" গোত্রের সরদার—ছাহাবী সায়াদ ইবনে মোয়াজ (রাঃ)কে সালিশরূপে মনোনীত করিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের এই মনোনয়নে সম্মতি দিলেন। সায়াদ (রাঃ) অসুস্থ ছিলেন, তাঁহাকে ঘটনাস্থলে লইয়া আসা হইল।

বনু-কোরায়জার অপরাধ এই ধরণের ছিল ঃ

মদিনায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অন্যান্য ইহুদী গোত্রের ন্যায় বনু-কোরায়জা গোত্রের সঙ্গেও সহ-অবস্থান ও শান্তি চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন। অতঃপর যখন বনু-নজীর গোত্র চুক্তি ভঙ্গ করার অপরাধে মদিনা হইতে বহিস্কৃত হইল, তখন এই বনু-কোরায়জা বিশেষ দৃঢ়তা প্রকাশ করতঃ পুনরায় নূতন করিয়া চুক্তিবদ্ধ হইল।

সেইরূপ দৃঢ় চুক্তি তাহারা ভঙ্গ করিয়া মোসলমানদের জীবনের সর্ব্বাধিক সঙ্কটময় মুহূর্ত্ত—পূর্ব্ব বর্ণিত খন্দকের জেহাদকালে এইরূপে বিদ্রোহ করিল যে, তাহাদের দ্বারা সৃষ্ট বিপদ মূল বিপদ হইতে অধিক আশঙ্কাময় হইয়া দাঁড়াইল।

এমনকি রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের সঠিক অবস্থা জ্ঞাত হওয়ার জন্য কতিপয় ছাহাবীকে তাহাদের বস্তিতে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা তাহাদিগকে এমন বিদ্রোহীরূপে পাইলেন যেরূপ ধারণাও করা হইয়াছিল না। তাহারা ঐ ছাহাবীগণের সাক্ষাতে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শানে বে-আদবী করিল। তাহারা পরিস্কার ভাষায় বলিল, لا عهد بيننا و بين محمد 'মোহাম্মদের সঙ্গে আমাদের কোন সন্ধি নাই।' ঐ অনুসন্ধানকারী ছাহাবিগণ তাহাদেরে পূর্ব্বে বর্ণিত "রাজীর" ঘটনার বিশ্বাসঘাতকদের সমতুল্য বলিয়া রিপোর্ট দিলেন।

তাহাদের বিদ্রোহের সংবাদে হযরত (দঃ) মোসলমান নারী ও শিশুগণকে একটি কিল্লায় একত্র করিয়া দিয়াছিলেন, সেখানে হযরতের বিবিগণও ছিলেন। বিদ্রোহী বনু-কোরায়জা সেই কিল্লার উপর আক্রমণের প্রস্তুতি করিয়াছিল।

সুধী পাঠক! বিচার করুণ, এই শ্রেণীর বিদ্রোহী শত্রুদলকে প্রাণদণ্ড দেওয়া রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য নয় কি? কোন জাতি কি এই শ্রেণীর বিদ্রোহীকে বরদাশ্ত করিতে পারে? এতদ্ভিন্ন ইহুদিদের অনুসরণীয় আসমানী কিতাব তৌরিতেও এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি আল্লাহ তায়ালা কর্ত্তৃক নিম্নরূপ নির্দ্ধারিত ছিল।

(১) যোদ্ধা—প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষগণকে প্রাণদণ্ড দান।

(২) বালক ও নারীগণকে এবং স্থাবর অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তিকে গণিমতের মাল তথা অধিকৃত সম্পদে পরিণত করা। (সীরাতুন-নবী ১ম খণ্ড ৩১৯ পৃঃ)

সায়াদ (রাঃ) বনু-কোরায়জার অপরাধ দৃষ্টে যেরূপ শাস্তির রায়দানে বাধ্য ছিলেন তাহা হইতে বিচ্যুত হইলেন না। ন্যায় ও হক ইনসাফের উপর দৃঢ় থাকিয়া তিনি এই রায় দিলেন যে, বিদ্রোহী বনু-কোরায়জার যোদ্ধা পুরুষগণকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হউক। তাহাদের ধন-সম্পদকে গণিমত তথা বিজিত মাল গণ্য করা হউক। নারী ও নাবালকগণকে (তাহাদেরই মঙ্গল ও কল্যাণ তথা রক্ষণাবেক্ষণের সহজ ব্যবস্থার বিধানমতে) মোসলমানদের হস্তগত গণ্য করারও রায় দিলেন।

সায়াদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর রায় ও সুপারিশসমূহ বনু-কোরায়জার দুষ্কৃতির সমুচিত ইনসাফ ছিল, যাহা আল্লাহ তায়ালার নির্দ্ধারিত বিধান মোতাবেক ছিল। তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার রায় শ্রবণে বলিলেন, তুমি আল্লার ফয়সালা মোতাবেক রায় দিয়াছ।

অদৃষ্টের পরিহাস—বনু-কোরায়জা স্বীয় দুষ্কৃতির শাস্তি ভোগ করিবে ইহাই বিধাতার বিধান ও ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত ছিল; সায়াদ (রাঃ) যদিও বনু-কোরায়জার বন্ধু গোত্রীয় ছিলেন, কিন্তু তিনি একজন বিশেষ সম্মানিত সরদার স্বীয় গোত্রের প্রধান ছিলেন। ইনসাফ ও ন্যায় বিরোধী রায় দানের কলঙ্ককে তিনি বরণ করিতে পারেন না, তাই বনু-কোরায়জা কর্ত্তৃক সালিশ মনোনীত হইলেও কিন্তু তিনি ন্যায়ের বিরুদ্ধে তাহাদের পক্ষপাতিত্ব করিলেন না। তিনি দৃঢ়তার সহিত নিরপেক্ষ ও ন্যায় বিচারের রায় দিলেন। তিনি বনু-কোরায়জারই মনোনীত সালিশ; তাই তাঁহার রায় অস্বীকার করার উপায় তাহাদের ছিল না। তাঁহার

রায় ও ফয়সালা কার্য্যকরী করা হইল ; চার হইতে ছয় শত বিদ্রোহীকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইল ; এইরূপে বনু-কোরায়জার বিদ্রোহের ঘটনার সমাপ্তি ঘটিল।

১৪৭৯। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খন্দকের জেহাদ সমাপনান্তে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক অস্ত্রশস্ত্র খুলিয়া গোসল করিলেন, এমতাবস্থায় জিব্রাইল (আঃ) উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আপনি অস্ত্রশস্ত্র খুলিয়া ফেলিয়াছেন, আমরা এখনও তাহা করি নাই। এখনই যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত হউন। রসুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন কোন দিকে যাত্রা করিব ? জিব্রাইল (আঃ) বনু-কোরায়জার বস্তির প্রতি ইশারা করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তখন তাহাদের প্রতি অভিযানের প্রস্তুতি করিলেন।

১৪৮০। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন বনু-কোরায়জার বস্তির প্রতি যাইতে ছিলেন তখন (জিব্রাইল আলাইহেচ্ছালামের অধীন ফেরেশতা বাহিনীও তাঁহার সঙ্গে যাইতে-ছিলেন, এমন কি পথিমধ্যে) বনী-গন্‌ম্ গোত্রীয় বস্তির গলিতে জিব্রাইল বাহিনীর গমনে ধূলা উড়িবার দৃশ্য এখনও যেন আমার চোখে ভাসে।

১৪৮১। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খন্দকের জেহাদ হইতে যেই দিন প্রত্যাবর্ত্তন করা হইল সেই দিনই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সকলকে এই আদেশ করিলেন যে, বনু-কোরায়জার বস্তিতে না পৌঁছিয়া কেহ যেন আছরের নামায না পড়ে।

একদল লোক পথিমধ্যে এইরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইলেন যে, পথিমধ্যেই আছরের নামায পড়িতে হয় (নতুবা নামাজ কাজা হইয়া যায়, তখন) তাহাদের মধ্যে মতানৈক্য হইল ; কতিপয় লোক এই কথার উপর দৃঢ় রহিলেন যে, (রসুলুল্লাহ (দঃ) বনু-কোরায়জার বস্তিতে না পৌঁছিয়া আছরের নামাজ পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন ;) আমরা তথায় না পৌঁছিয়া আছরের নামায পড়িব না।

অন্য কতিপয় লোক বলিলেন, ঐ নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য এই ছিল না (যে, নামায কাজা করিয়া দেওয়া হউক ; উদ্দেশ্য ছিল, যথাসত্বর তথায় পৌঁছা ; এই বলিয়া তাঁহারা নামায পড়িলেন, কিন্তু প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণ তথায় নামায পড়িলেন না ; নামায কাজা হইল, বনু-কোরায়জার বস্তিতে পৌঁছিয়া আছরের নামায কাজা পড়িলেন।) উভয় পক্ষের কার্য্যক্রম নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ব্যক্ত করা হইল, তিনি কোন পক্ষকেই তিরস্কার করিলেন না।

ব্যাখ্যা ঃ—যাহারা পথিমধ্যে নামাজ পড়িলেন না তাহাদের ধারণা ভিত্তিহীন ছিল না, জেহাদের কার্যে বিশেষ লিপ্ততায় নামায কাজা করা যায়—যাহার নজীর ইতিপূর্ব্বে খন্দকের জেহাদে দেখা গিয়াছে; সেই দিক লক্ষ্যে তাঁহারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিষেধাজ্ঞার বাহ্যিক দিকের উপর দৃষ্টি করিলেন।

যাহারা নামায পড়িলেন তাহাদের কার্য্যক্রমও শরীয়তের বিধান মোতাবেক ছিল, কারণ উপস্থিত নিষেধাজ্ঞাটি একটি সাময়িক বিষয় ছিল এবং তাঁহারা স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে থাকিয়া তাঁহার আদেশের অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া নামাযের ওয়াক্তের পাবন্দী সম্পর্কে কোরআন ও হাদীছের যে সব স্পষ্ট নির্দ্দেশ ও বিধান রহিয়াছে ঐ সবের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেন। যদি কোরআন-হাদীছের ঐ সব স্পষ্ট নির্দ্দেশ বিদ্যমান না থাকিত তবে তাঁহারা উপস্থিত নিষেধাজ্ঞার উপরই আমল করিতেন। অর্থ ও উদ্দেশ্যের বিশ্লেষণের কোন অবকাশ থাকিত না এবং আবশ্যকও হইত না।

পাঠকবর্গ! এই ঘটনায় একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, কোন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন দলীল ও সূত্র দৃষ্টে কার্য্যাবলম্বনের বিভিন্নতা সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু উভয় পক্ষেই হাদীছ-কোরআনের স্পষ্ট নজীর, নির্দ্দেশ বা বিধান বিদ্যমান থাকিতে হইবে; যেরূপ এই স্থলে ছিল। এক পক্ষে উপস্থিত নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে খন্দকের জেহাদ কালে জেহাদে লিপ্ততার দরুণ নামায সঠিক ওয়াক্ত হইতে বিলম্ব করার নজীরও বিদ্যমান ছিল। অপর পক্ষে কোরআনের স্পষ্ট বিধান— ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا "নির্দ্ধারিত ওয়াক্তে নামায পড়া মোসলমানদের উপর ফরজ" এবং ছহীহ হাদীছের স্পষ্ট উক্তি— من فاتته صلوة العصر فكانما وتر اهله وماله "কাহারও আছরের নামায বিলম্ব হইয়া গেলে তাহার এতদূর ক্ষতি হয় যেন তাহার ধন-জন সর্ব্বস্ব ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।" এই সমস্ত স্পষ্ট বিধান ও নির্দ্দেশাবলী দৃষ্টে উপস্থিত নিষেধাজ্ঞার মূল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ স্পষ্ট প্রমাণাদি ব্যতিরেকে শুধু যুক্তির ভাওতা ধরিয়া কোরআন-হাদীছের অর্থ ত্যাগ করা ভ্রষ্টতা ও গোমরাহী।

১৪৮২। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বনু-কোরায়জার লোকগণ সায়াদ ইবনে মোয়াজ (রাঃ) ছাহাবীর সালিশ ও ফয়সালা মানিয়া লইবে এই শর্ত্তে কিল্লা হইতে বাহির হইয়া আসিল। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সায়াদ (রাঃ)কে খবর পাঠাইয়া দিলেন। তিনি গাধায়

আরোহণ করিয়া ঘটনাস্থলে পৌঁছিলেন। নবী (দঃ) ঐ এলাকায় নামাযের জন্য একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া ছিলেন ; সায়াদ (রাঃ) তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। সায়াদ (রাঃ) স্বীয় গোত্রের সরদার ছিলেন, যখন তিনি সালিশ-স্থলের নিকটবর্ত্তী পৌঁছিলেন তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) উপস্থিত মদীনাবাসী ছাহাবীগণকে বলিলেন, তোমাদের সরদারের প্রতি অগ্রসর হও (এবং তাহাকে নামাইয়া আন।)

অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন, বনু-কোরায়জাগণ আপনার সালিশ ও ফয়সালার উপর আত্মসমর্পণ করিয়াছে। সায়াদ (রাঃ) রায় দান করিলেন, তাহাদের যোদ্ধাগণকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হউক এবং শিশু ও নারীগণকে বন্দী বা হস্তগত গণ্য করা হউক। তাঁহার এই রায় শ্রবণে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আপনি আল্লাহ তায়ালার মর্জ্জি মোয়াফিক রায় দান করিয়াছেন।

১৪৮৩। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খন্দকের জেহাদে সায়াদ (রাঃ) স্বীয় হস্তের শিরা নাড়ীতে তীর বিদ্ধ হইয়া আহত হইলেন। কোরায়েশ গোত্রীয় হেব্বান নামক এক ব্যক্তি ঐ তীর নিক্ষেপ করিয়াছিল।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার দেখাশুনা করার উদ্দেশ্যে নিকটবর্ত্তী নামায-স্থানে একটি তাঁবু টানাইয়া তথায় তাঁহাকে রাখিলেন।

খন্দকের জেহাদ হইতে অবসর হইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং হাতিয়ার পত্র খুলিয়া গোসল করিলেন। এমন সময় জিব্রাইল (আঃ) মাথার ধুলা-বালু ঝাড়িতে ঝাড়িতে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, আপনি হাতিয়ার খুলিয়া ফেলিয়াছেন, আমি এখনও হাতিয়ার খুলি নাই ; চলুন ওদের প্রতি। রসুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন দিকে যাত্রা করিব ? জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন, বনু-কোরায়জাগণের বস্তির প্রতি। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাই করিলেন। (বনু-কোরায়জাগণ কিল্লার ভিতর আশ্রয় নিল। তাহাদিগকে ঘেরাও করিয়া আবদ্ধ রাখা হইল ;) অতঃপর তাহারা প্রথমে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ফয়সালার উপর আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সায়াদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ফয়সালার উপর আত্মসমর্পণ করিল।

সায়াদ (রাঃ) তাহাদের অপরাধ দৃষ্টে এই রায় দিলেন যে, তাহাদের যোদ্ধাগণকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হউক এবং নারী ও শিশুগণকে হস্তগত করা হউক এবং ধন-সম্পত্তি গণিমতরূপে বণ্টন করা হউক।

আয়েশা (রাঃ) ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন, সায়াদ (রাঃ) বন্থ-কোরায়জার ঘটনার পর আল্লাহ তায়ালার দরবারে এই দোয়া করিয়াছিলেন—হে আল্লাহ। তুমি জান, যেই দলীয় লোকগণ তোমার রসুলকে মিথ্যাবাদী বলিয়া দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছে (অর্থাৎ মক্কাবাসী কোরায়েশ) তাহাদের বিরুদ্ধে তোমার সন্তুষ্টির জন্য জেহাদ করাই আমার নিকট সর্ব্বাধিক প্রিয়। (খন্দকের ঘটনার পর মক্কাবাসী কোরায়েশদের যেহেতু আর কোন সময় আক্রমণ করার সাহস হইবে না বলিয়া স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, তাই) আমার মনে হয়, আমাদের ও তাহাদের মধ্যে যুদ্ধের অবসান হইয়াছে। যদি এখনও কোরায়েশদের আক্রমণের সম্ভাবনা থাকিয়া থাকে তবে আমাকে রোগমুক্ত করিয়া জেন্দেগী দান কর যেন আমি তোমার রাস্তায় তাহাদের মোকাবিলায় জেহাদ করিতে পারি। আর যদি বাস্তবিকই তাহাদের মোকাবিলায় জেহাদের অবসান হইয়া থাকে তবে (তাহাদের মোকাবিলায় সর্ব্বশেষ জেহাদে প্রাপ্ত আমার) এই আঘাতের রক্ত প্রবাহিত করিয়া এই সূত্রে আমার মৃত্যু ঘটাও। (যেন জেহাদে প্রাণ দেওয়ার মর্ত্তবা লাভ হয়।) এই দোয়া করার পর তাঁহার ঐ ঘা হঠাৎ প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া পড়িল এবং হৃৎপিণ্ডের সমস্ত রক্ত নিঃশেষ হওয়ায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন "রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।"

ব্যাখ্যা ঃ—সায়াদ (রাঃ) আল্লাহ তায়ালার নিকট কত পেয়ারা ছিলেন! রসুলুল্লাহ (দঃ) খবর দিয়াছেন, তাঁহার জানাযায় সত্তর হাজার ফেরেশতা যোগদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুতে আল্লাহ তায়ালার মহান আরশ পর্য্যন্ত শোক বিহ্বল হইয়াছিল।

১৪৮৪। হাদীছ ঃ—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বন্থ-কোরায়জার ঘটনার দিন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কবি ছাহাবী হাচ্ছান (রাঃ)কে বলিয়াছিলেন, বিধর্ম্মীদের নিন্দা করিয়া কবিতা রচনা কর; জিব্রিল ফেরেশতা তোমার সাহায্যে থাকিবেন।

জাতুর-রেক্কার জেহাদ

এই জেহাদ অনুষ্ঠিত হওয়ার সন ও তারিখ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের অনেক মতভেদ আছে। নজ্‌দ এলাকায় গাতাফান বংশীয় কতিপয় শাখা গোত্র ছিল, হযরত (দঃ) এই মর্ম্মে এক সংবাদ পাইলেন যে, ঐ গোত্রসমূহ একতাবদ্ধ হইয়া

মোসলমানদের বিরুদ্ধে সেনা বাহিনী গঠন করিতেছে। এই সংবাদ পাইয়া হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) পূর্ব্বাহ্নেই তাহাদের শক্তি নষ্ট করার জন্য পাঁচ-সাত শত মোজাহেদ বাহিনী সঙ্গে লইয়া স্বয়ং তাহাদের প্রতি অভিযান পরিচালিত করিলেন। মদিনা হইতে দুই দিনের পথ দূরে অবস্থিত "নখ্‌ল" নামক স্থান পর্য্যন্ত পৌঁছিলেন। উভয় পক্ষ পরস্পর ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিল মাত্র; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত শত্রুপক্ষ পাহাড় পর্ব্বত এলাকায় ছত্র ভঙ্গ হইয়া যাওয়ায় যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় নাই। পনর দিন পর হযরত (দঃ) মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

১৪৮৫। হাদীছঃ—আবু মূছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা এক জেহাদ উপলক্ষে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে যাত্রা করিলাম। (আমাদের যানবাহনের সংখ্যা-স্বল্পতার দরুণ কতিপয় ব্যক্তি এক একটি যানবাহনে একের পর অন্যে আরোহণ করিয়া পথ অতিক্রম করিতেছিল।) আমাদের প্রত্যেক ছয় জনের মধ্যে একটি মাত্র যানবাহন ছিল। পাহাড়ীয় রাস্তায় পায়ে হাটার দরুণ আমাদের পা ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল, এমনকি পাথরের সঙ্গে আঘাত খাইয়া খাইয়া আমাদের পায়ের নখ সমূহ ঝরিয়া গিয়াছিল। যদ্দরুণ আমরা সকলেই পায়ে নেকড়া পেঁচাইয়া রাখিয়া ছিলাম। সেই সূত্রেই এই জেহাদকে "জাতুররেক্কা" নামে নামকরণ করা হইয়াছে। ("রেক্কা" বহুবচন "রোক্‌আতুন"-এর; অর্থ নেকড়া; জাতুর-রেক্কা অর্থ নেকড়াওয়ালা।)

আবু মুছা (রাঃ) উক্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া অনুতপ্ত হইলেন যে, স্বীয় নেক আমল লোক সম্মুখে প্রকাশ করিলেন যাহাতে রিয়া—খ্যাতি লাভের স্পৃহা বুঝায়।

১৪৮৬। হাদীছঃ—ঘটনাস্থলে উপস্থিত কোন একজন ছাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসল্লাম জাতুর-রেক্কার জেহাদের দিন রণাঙ্গনের জন্য বিশেষ কায়দারূপে নামায পড়িয়াছিলেন। সকলে হযরতের পেছনে নামায আদায় করার এই পন্থা অবলম্বন করিলেন যে, একদল শত্রুর আশঙ্কা দিকে দণ্ডায়মান রহিলেন, আর একদল হযরতের সঙ্গে একতেদা করিয়া নামায আরম্ভ করিলেন; এক রাকাত নামায হইলে পর রসুলুল্লাহ (দঃ) দ্বিতীয় রাকাতকে অতি দীর্ঘ করিলেন; তিনি এই দ্বিতীয় রাকাত পড়িতে লাগিলেন এবং এই অবসরে মোক্তাদীগণ নিজ নিজ দ্বিতীয় রাকাত সমাপ্ত করতঃ সালাম ফিরিয়া শত্রুর আশঙ্কা দিকে যাইয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং প্রথমে যেই দল তথায় ছিলেন তাঁহারা আসিয়া হযরতের সঙ্গে দ্বিতীয় রাকাতে শামিল হইলেন;

হযরত এখনও দ্বিতীয় রাকাত পড়িতেছিলেন। অতঃপর রুকু সেজদা করিয়া রাকাত পুরা করিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) আত্তাহিয়্যাত পড়ার জন্য বসিলেন এবং দীর্ঘ সময় বসিলেন ; এই অবসরে মোক্তাদীগণ না বসিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন এবং দ্বিতীয় রাকাত পড়িয়া বসিলেন এবং আত্তাহিয়্যাত পড়িলেন, অতঃপর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাদের সহ সালাম ফিরিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—সাধারণ অবস্থায় ইমামের সঙ্গে নামায পড়িলে ঐরূপ কার্য্যকলাপ নামায বিনষ্টকারী গণ্য হয়, কিন্তু রণাঙ্গনে যখন সকলে একত্রে নামায আরম্ভ করিলে শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা থাকে তখন নামায এবং এক জামাত কায়েম রাখার জন্য শরীয়তে বিশেষ ব্যবস্থা স্বরূপ ঐরূপ পন্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছে ; এমনকি অবস্থা দৃষ্টে অন্যান্য কায়দা অবলম্বন করাও বিভিন্ন হাদীছে উল্লেখ আছে ; তবুও যেন নামায এবং এক জমাত কায়েম থাকে।

১৪৮৭। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নজ্‌দ এলাকার প্রতি এক অভিযানে তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গী ছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে একদা সকলেই দুপুর বেলা কোন এক ময়দানে বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। সেই ময়দানে "য়েজা" নামক এক প্রকার কাঁটাযুক্ত গাছের আধিক্য ছিল। সকলে বিভিন্ন স্থানে ঐ গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিলেন, হযরত (দঃ) একা একটি বাবুল গাছের ছায়া গ্রহণ করিলেন। হযরত (দঃ) স্বীয় তরবারী ঐ গাছের সঙ্গে লটকাইয়া রাখিয়া আরাম করিলেন।

জাবের (রাঃ) বলেন, আমরা সকলেই নিদ্রামগ্ন ছিলাম হঠাৎ আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ডাক শুনিলাম; সকলেই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম ; আমরা তথায় এক বেদুইনকে বসা অবস্থায় দেখিতে পাইলাম।

রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক তাহার প্রতি ইশারা করিরা বলিলেন, আমি নিদ্রিত ছিলাম ; এই লোকটি আমার তরবারী হস্তগত করতঃ উহা উন্মুক্ত অবস্থায় আমার উপর ধরে, আমি নিদ্রাভঙ্গ হইয়া তাহাকে এই অবস্থায় দেখিতে পাই। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি আমাকে ভয় করেন কি ? আমি বলিলাম না। সে বলিল, এই অবস্থায় আমার হাত হইতে আপনাকে কে রক্ষা করিবে ? সে একাধিকবার এইরূপ বলিল। আমি উত্তরে বলিলাম— আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ। (ইহা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাত হইতে তরবারী পড়িয়া গেল, অতঃপর এইরূপও হইল যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ তরবারী খানা

নিজ হস্তে উত্তোলন করতঃ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার হাত হইতে তোমাকে কে রক্ষা করিবে ? সে বলিল, কেহ নাই ; আপনি স্বীয় উদারতা প্রকাশ করুন।) এই দেখ, সে এখানে বসিয়া আছে। ছাহাবিগণ ঐ ব্যক্তিকে ধম্‌কাইলেন; রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহার প্রতি কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন না। (হযরত (দঃ) তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন, সে নিজ বস্তিতে আসিয়া সকলকে বলিল, আমি এক অদ্বিতীয় ব্যক্তিবিশেষের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া আসিয়াছি। অতঃপর সে নিজেও ইসলাম গ্রহণ করিল এবং বহু লোককে ইসলামে দীক্ষিত করিল।)

১৪৮৮। হাদীছঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে আন্‌মার জেহাদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে দেখিয়াছি। তখন নবী (দঃ) স্বীয় বাহনের উপর নফল নামায পড়িতেছিলেন। তাঁহার বাহন পূর্ব্বদিকে ছিল ; তিনি সেই দিকেই নামায পড়িতেছিলেন।

ব্যাখ্যাঃ—ভ্রমণ অবস্থায় বাহনের উপর নফল নামায পড়ার জন্য প্রয়োজন ক্ষেত্রে কেব্‌লামুখী না হইলেও চলে ; অবশ্য ফরজ বা ওয়াজেব নামায ঐরূপে শুদ্ধ হয় না।

হোদায়বিয়ার জেহাদ

মক্কা হইতে প্রায় দশ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত একটি এলাকার নাম হোদায়বিয়া। ঐ স্থানে একটি কূপ ও বিরাট একটি ময়দান আছে। বর্ত্তমানে ঐ এলাকাকে "শোমায়ছিয়া" নামে অভিহিত করা হয়। এই ঘটনায় হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কোন প্রকার আক্রমণ বা লড়াই-জেহাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিলেন না, বরং বিশেষরূপে এই সবকে পরিহার করিয়া শুধু মাত্র ওমরা (হজ্জের ন্যায় একটি বিশেষ এবাদত) আদায় করার উদ্দেশ্যে মদিনা হইতে মক্কাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। মক্কার নিকটবর্ত্তী হোদায়বিয়া এলাকায় পৌঁছিয়া মোসলমানগণ মক্কার কাফেরগণ কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইলেন। অবশেষে উভয় পক্ষে ছোলাহ বা সন্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কারণেই ঐতিহাসিকগণ এই ঘটনাকে "ছোলেহ্‌-হোদায়বিয়া—হোদায়বিয়ার সন্ধি নামে ব্যক্ত করিয়া থাকেন।

অবশ্য বাধাদানের প্রাথমিক অবস্থায় সংঘর্ষের পরিস্থিতি দেখিয়া মোসলমানগণ জেহাদের জন্য শুধু প্রস্তুতই হইয়াছিলেন না, বরং বিশেষ উত্তেজনার মধ্যে রসুলুল্লাহ (দঃ) উপস্থিত প্রত্যেক মোসলমানের নিকট হইতে হাতে হাত দিয়া এইরূপ দৃঢ় অঙ্গীকার লইয়াছিলেন যে, "হয় মক্কা জয় না হয় জীবন ক্ষয়।"

জেহাদের জন্য এইরূপ প্রস্তুতি অনুষ্ঠিত হওয়ায় এই ঘটনাকে হোদায়বিয়ার জেহাদও বলা হয়। যদিও অবশেষে জেহাদ না হইয়া ছোলাহ বা সন্ধি হইয়াছিল।

চতুর্থ হিজরীর শেষের দিকে বা পঞ্চম হিজরীতে খন্দকের যুদ্ধে কাফেরদের চূড়ান্ত অভিযান এবং সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ার পর মোসলমানদের বিরুদ্ধশক্তি বিশেষতঃ কোরেশ ও ইহুদীদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাহাদের উপর মোসলমানদের প্রভাব বসিয়া যায়। পক্ষান্তরে মোসলমানদের বুকে নব বলের সঞ্চার হয়, পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহারা অধিক নির্ভীক হইয়া ওঠেন। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে ইঙ্গিত পাইয়া হযরত (দঃ) ভবিষ্যদ্বানীরূপে উক্ত অবস্থার সংবাদও মোসলমানদের মধ্যে ঘোষণা করেন, যেমন ১৪৭৫ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

ঘটনার পূর্ণ বিবরণ এই ঃ

ষষ্ঠ হিঃ সনে একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বপ্ন দেখিলেন যে, তিনি নির্বিঘ্নে ছাহাবিগণ সহ মক্কায় হরম শরীফের মসজিদে প্রবেশ করিয়াছেন এবং কেহ মাথার চুল কাটিয়াছেন কেহ মুণ্ডন করিয়াছেন। (যাহা হজ্জ-ওমরা সমাধা করার একটি বিশেষ কার্য্য।)

হযরত (দঃ) তাঁহার এই স্বপ্ন ছাহাবিগণের নিকট প্রকাশ করিলেন এবং জিলকদ মাসে ওমরা করার জন্য মক্কা রওয়ানা হইবেন স্থির করিলেন।* নবিগণের স্বপ্ন অহী—উহাতে অবাস্তবের কোন অবকাশ নাই, কিন্তু ঐ স্বপ্নের মধ্যে মক্কায় নির্বিঘ্নে প্রবেশের দিন-তারিখ নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল না। অবশ্য স্বপ্ন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক ওমরায় গমনের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ছাহাবিগণ এই ধারণা করিলেন যে, ঐ স্বপ্নের বাস্তবতা এই বৎসরই প্রকাশ পাইবে—মোসলমানগণ নির্বিঘ্নে মক্কায় যাইয়া ওমরা সমাধা করিতে পারিবে। এই পরিস্থিতিতে ছাহাবিগণের মধ্যে ওমরায় যোগদানের বিশেষ সাড়া পড়িয়া গেল। প্রায় দেড় হাযার ছাহাবী রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গী হইলেন। জিলকদ মাসে রসুলুল্লাহ (দঃ) মদিনা হইতে মক্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। হরম শরীফে আল্লার নামে জবেহ করার জন্য যেই জানোয়ার সঙ্গে লওয়া হয় উহাকে 'হাদী' বলা হয়; এইরূপ সত্তরটি উট হযরতের সঙ্গে ছিল,

* এই ঘটনাকে হজ্জের নামে ব্যক্ত করা নিছক ভুল।

যাহার মধ্যে ঐ উটটিও ছিল যেইটি বদরের জেহাদে নিহত মক্কার সরদার আবু জহলের ছিল ; মোসলমানগণ উহাকে হস্তগত করেন এবং গণীমতের মালামাল বণ্টনে উহা হযরতের মালিকানায় আসে।

মদিনা হইতে অনতিদূরে—জোলহোলায়ফা নামক স্থানে পৌছিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) ও ছাহাবীগণ ওমরার এহ্‌রাম বাঁধিলেন এবং তথা হইতে গোপন খবর সরবরাহকারী একজন লোককে অগ্রগামী করিয়া পাঠাইয়া দিলেন ; মক্কাবাসিদের অবস্থা ও মনোভাবের সংবাদ সরবরাহ করার জন্য। এইসব ব্যবস্থার পর রসুলুল্লাহ (দঃ) অগ্রসর হইতে লাগিলেন ; "ওস্‌ফান" নামক বস্তির নিকটবর্ত্তী পৌছিলে পর গুপ্তচর তথায় উপস্থিত হইয়া এই সংবাদ দিল, মক্কাবাসী কোরায়েশ এবং তাহাদের কতিপয় বন্ধু গোত্র একত্রিত হইয়াছে এবং স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, তাহারা আপনাকে মক্কায় পৌছিতে দিবে না ; আপনাকে নিশ্চয় বাধা দিবে এবং আবশ্যক হইলে যুদ্ধ করিবে।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ছাহাবিগণের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরামর্শক্রমে ইহাই স্থির হইল যে, আমারা যেই উদ্দেশ্যে আসিয়াছি শান্তিপূর্ণভাবে সেই উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইব ; যদি কেহ বাধা দেয় তবে প্রয়োজন হইলে আক্রমণ প্রতিহত করিতে জেহাদ করিব। অথচ মোসলমানগণ এত দূর শান্তিপূর্ণ মনোভাব নিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যুদ্ধের নিয়মিত অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে আনেন নাই, শুধু মাত্র পথিকের সম্বল তরবারী সঙ্গে ছিল, কিন্তু তাঁহাদের মনোবল অতি উচ্চ ও সুদৃঢ় ছিল।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) সকলকে আদেশ করিলেন আল্লার নাম লইয়া অগ্রসর হও। কতদূর অগ্রসর হওয়ার পর রসুলুল্লাহ (দঃ) জানিতে পারিলেন, মক্কা যাতায়াতের সাধারণ পথে খালেদ ইবনে অলীদ (তিনি তখনও মোসলমান হন নাই) একটি বিশেষ বাহিনী লইয়া প্রতীক্ষমান আছে, তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) ভিন্ন রাস্তা অবলম্বন করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) যখন পাহাড়ীয় রাস্তার ঐ মোড়ে পৌছিলেন যেই মোড়ের সম্মুখেই মক্কার সন্নিকটস্থ এলাকা হোদায়বিয়ার ময়দান অবস্থিত, তখন তাঁহার যানবাহন হঠাৎ বসিয়া পড়িল। উহাকে দাঁড় করাইবার জন্য চেষ্টা করা হইল, কিন্তু সে দাঁড়াইল না। হযরত (দঃ) স্বীয় যানবাহনের এই অস্বাভাবিক ব্যাপারকে বিশেষ কোন ঘটনা সম্পর্কে আল্লার পক্ষ হইতে ইঙ্গিত দান বলিয়া ব্যক্ত করিলেন। অতঃপর যানবাহনকে পুনঃ তাড়া করা

হইলে সে দাঁড়াইয়া পড়িল। রসুলুল্লাহ মক্কার পথে অগ্রসর না হইয়া সম্মুখস্থ হোদায়বিয়ার ময়দানে অবতরণ করিলেন এবং প্রতীক্ষায় রহিলেন যে, মক্কাবাসীদের পক্ষ হইতে কি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়! রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ মনোভাব অবলম্বনের সিদ্ধান্তও ঘোষণা করিলেন।

এমন কি রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজ পক্ষ হইতে বিশিষ্ট দূত হিসাবে ওসমান (রাঃ)কে মক্কাবাসীদের নিকট প্রেরণ করিলেন, এই সম্পর্কে নিশ্চয়তা দান করিবার জন্য যে, আমরা শুধু ওমরা আদায় করার নিয়্যতে আসিয়াছি, আমরা ওমরার কার্য্যাবলি সমাপণ করিয়া চলিয়া যাইব। মক্কাবাসীরা এতই বর্ব্বরতার পরিচয় দিল যে, ঐরূপ শান্তিপূর্ণ মনোভাবের মোকাবিলায় তাহারা দূত ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করার উদারতাটুকুও দেখাইতে পারিল না। তিনি স্বীয় এক আত্মীয়—বিশিষ্ট ব্যক্তির আশ্রিতরূপে মক্কায় প্রবেশ করিতে পারিলেন বটে এবং সেই সূত্রে তিনি অক্ষতও রহিলেন, কিন্তু মক্কাবাসীগণ হযরতের প্রেরিত কথার প্রতি কর্ণপাতও করিল না বরং ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে তাহারা এমন ব্যবহার করিল যদ্দরুন এই খবর ছড়াইয়া পড়িল যে, ওসমান (রাঃ)কে শহীদ করিয়া ফেলা হইয়াছে। এই খবর মোসলমানদের মধ্যে বিজলী গতিতে ছড়াইয়া পড়িল। রসুলুল্লাহ (দঃ) এই সংবাদে ভীষণ মর্ম্মাহত হইলেন, তৎক্ষণাৎ মোসলমানগণকে একত্রিত করিলেন এবং হাতে হাত দিয়া প্রত্যেকের নিকট হইতে এই দৃঢ় অঙ্গীকার লইলেন যে, "হয় মক্কা বিজয় না হয় জীবন ক্ষয়।"

ছাহাবীগণ সকলেই তখন বিশেষ একনিষ্ঠতা ও পূর্ণ উৎসাহ উদ্দীপনার সহিত এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইলেন; ইহাকেই "বায়রা'তে-রেজ্‌ওয়ান" বলা হয়; যাহার ফজিলত বর্ণনার্থে কোরআন শরীফের কতিপয় আয়াত নাযেল হয়। যথা—

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ - يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ

فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ وَمَنْ اَوْفٰى ......

"যাহারা আপনার হাতে হাত দিয়া অঙ্গীকারবদ্ধ হইতেছে; তাহাদের হাতের উপর (বাহ্যিক রূপে আপনার হাত, কিন্তু বস্তুতঃ যেন—) আল্লার হাত। অতএব যে কেহ এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবে সে উহার কুফল নিশ্চয় ভোগ করিবে

এবং যে ব্যক্তি আল্লার নিকট প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করিয়া চলিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অতি বড় প্রতিফল দান করিবেন। (২৬ পাঃ ৯ রুঃ)

আল্লাহ তায়ালা আরও সুসংবাদ দান করিলেন—

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ -

"যে সকল মোমেনগণ বাবুল গাছের তলায় আপনার নিকট (ইসলামের খেদমতে জীবন উৎসর্গ করার) অঙ্গীকার করিতেছিল, আল্লাহ তায়ালা (ঘোষণা দিতেছেন যে, তিনি) তাঁহাদের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। (২৬পাঃ ১০রুঃ)

"বায়য়া'তে-রেজ্‌ওয়ান" নামের উৎসও ইহাই। "বায়য়া'ত" অর্থ অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া এবং "রেজ্‌ওান" অর্থ সন্তুষ্টি ; এই অঙ্গীকারের উপর আল্লাহ তায়ালা স্বীয় সন্তুষ্টির ঘোষণা প্রদান করিয়াছেন, তাই ইহাকে ঐ নামে ব্যক্ত করা হয়।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ওসমান (রাঃ) প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন প্রকাশ হইয়া গেল যে, তাঁহার শহীদ হওয়ার সংবাদ সঠিক ছিল না। কিন্তু মক্কাবাসী কোরায়েশদের উপর এই সুদৃঢ় প্রস্তুতির ঘটনার প্রতিক্রিয়া নিশ্চয় হইল। তাহাদের গোড়ামির উপর কিঞ্চিৎ পানির ছিটা পড়িল। ইতিমধ্যে মক্কার নিকটস্থ অধিবাসী "খোযায়া" গোত্র মোসলমানদের সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক ভাল ছিল, সেই গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল বোদায়েল ইবনে অরাক্বা নামক সর্দ্দারের নেতৃত্বে হযরতের নিকট উপস্থিত হইল। সে রসুলুল্লাহ (দঃ)কে কোরায়েশদের যুদ্ধংদেহী মনোভাবের বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাত করিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহার নিকট স্বীয় শান্তিপূর্ণ মনোভাবেরই পুনরাবৃত্তি করিলেন এবং ইহাও বলিলেন, কোরায়েশরা ইচ্ছা করিলে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য তাহাদের সঙ্গে সন্ধি চুক্তি প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। ইত্যবসরে যদি আমি আরবের অন্যান্য লোকদের দ্বারা নিঃশেষ হইয়া যাই তবে কোরায়েশরা বিনা কষ্টে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিবে, আর যদি আমি সকলের উপর প্রবল হইয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হই তবে কোরায়েশরা ধীর স্থিরতার সহিত চিন্তা করিয়া স্বীয় কর্ম্ম পন্থা নির্দ্ধারণের সুযোগ পাইবে। এই সব প্রস্তাবে কর্ণপাত না করিয়া যদি তাহারা যুদ্ধের হুঙ্কারই ছাড়িতে থাকে তবে তাহারা জানিয়া রাখুক যে, আমি মহান আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, দ্বীন

ইসলামের জন্য সর্ব্বশেষ রক্ত-বিন্দু দান করিতেও কুণ্ঠিত হইব না, তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ চালাইয়া যাইব।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই প্রস্তাব ও দৃঢ় মনোভাব কোরায়েশগণকে অবগত করার অনুমতি লইয়া বোদায়েল ইবনে অরাক্কা মক্কা-বাসীদের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহাদের সম্মুখে প্রকাশ করিল যে, আমি মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম)-এর নিকট হইতে কতকগুলি কথা শুনিয়া আসিয়াছি যাহা তোমাদের সম্মুখে ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করি। তাহাদের মধ্যে যুবক দল ঐরূপ কোন কথা শ্রবণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল, কিন্তু মুরব্বি শ্রেণীর লোকগণ উহাতে সম্মত হইল। যখন হযরতের প্রস্তাব সমূহ তাহাদের সম্মুখে রাখা হইল তখন তাহাদের প্রভাবশালী এক বিশিষ্ট ব্যক্তি—ওর্ওয়া ইবনে মসউদ দাঁড়াইয়া বলিল, এইসব প্রস্তাব যুক্তি সঙ্গত, আমার উপর যদি তোমাদের পূর্ণ আস্থা থাকিয়া থাকে, তবে মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের) সঙ্গে সরাসরি কথাবার্ত্তা বলিবার আমাকে সম্মতি দিতে পার।

ওরওয়ার প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইল। ওরওয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)-সমীপে উপস্থিত হইয়া কোন মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্য তাঁহাকে বুঝ-প্রবোধ দান করতঃ ছাহাবিগণ সম্পর্কে একটি জঘন্য মন্তব্য করিল। আবুবকর (রাঃ) তিক্ত ভাষায় প্রতিউত্তর করিলেন। এতদ্ভিন্ন হযরতের সঙ্গে অশোভনীয় ব্যবহারের দরুণও তাহাকে নাজেহাল হইতে হইল। এই সমস্ত ঘটনার মাধ্যমে এবং দীর্ঘ সময় ছাহাবীদের মধ্যে অবস্থানের সুযোগে সে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি ছাহাবিগণের অসীম শ্রদ্ধা, ভক্তি ও চরম উৎসর্গতার দৃশ্য দেখিয়া অত্যধিক মুগ্ধ হইল। কোরায়েশদের নিকট প্রত্যাবর্ত্তনে সে ঐ দৃশ্যের বর্ণনা দান পূর্ব্বক তাহাদিগকে হযরতের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার পরামর্শ দিল।

অতঃপর কোরায়েশ বংশের বন্ধু "কেনানা" গোত্রের "হোলায়েস" নামক এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, আমি এই ঘটনায় মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম)-এর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলার অনুমতি চাই। কোরায়েশরা সম্মত হইল। হোলায়েস আসিতেছিল, ছাহাবিগণ কোরবানীর জানোয়ার সমূহকে লইয়া "লাব্বাইকা—" পড়িতে পড়িতে তাহার অভ্যর্থনায় অগ্রসর হইয়া আসিলেন। ছাহাবিগণের এই অকৃত্রিম দৃশ্য দেখিয়া মধ্য পথ হইতেই হোলায়েস প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং মোসলমানদের মক্কা প্রবেশে বাধা দান হইতে বিরত

থাকার জন্য কোরায়েশগণকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিল। তাহারা তাহার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করায় সে তাহাদিগকে এই বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করিল যে, আমরা তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ করতঃ সকলকে লইয়া ছিন্ন হইয়া যাইব। কোরায়েশরা বেগতিক দেখিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য এই সম্পর্কে অধিক আলাপ-আলোচনার দ্বারা মীমাংসায় উপনীত হওয়ার প্রতি অগ্রসর হইল এবং মেকরায ইবনে হাফছ নামক এক ব্যক্তিকে মীমাংসার কথাবার্ত্তা চালাইবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিল। সে ছিল দুষ্ট প্রকৃতির, সে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছিল এমতাবস্থায় সোহায়েল ইবনে আমর নামক দ্বিতীয় এক ব্যক্তি কোরায়েশগণের পক্ষ হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, মনে হয় কোরায়েশরা বাস্তবিকই মীমাংসার ইচ্ছা করিয়াছে। সোহায়েলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতঃ বলিলেন, আমাদের একমাত্র দাবী এই যে, আল্লার ঘরে পৌঁছিতে আমাদিগকে বাধা প্রদান করা না হউক। সোহায়েল বলিল, এই পরিস্থিতিতে আপনাকে মক্কার পথ ছাড়িয়া দিলে সমগ্র আরববাসী এই বলিয়া আমাদের প্রতি কটাক্ষপাত করিবে যে, আমরা মোসলমানদের ভয়ে ভীত হইয়া তাহাদের পথ ছাড়িয়া দিয়াছি। এই কলঙ্ক আমরা বরণ করিতে পারি না। অতএব আপনাকে এই বৎসর ফেরৎ যাইতে হইবেই, অবশ্য কতিপয় শর্ত্তে আপনার সঙ্গে আমাদের সন্ধি হইতে পারে এবং সেই সূত্রে আপনি আগামী বৎসর স্বীয় উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে পারিবেন।

শর্ত্ত সমূহ নিম্নরূপ ছিল ঃ

(১) এই বৎসর অবশ্যই ফেরৎ যাইতে হইবে।

(২) আগামী বৎসর মক্কায় তিন দিনের অধিক অবস্থান করা যাইবে না।

(৩) মক্কায় প্রবেশ করিতে উন্মুক্ত অস্ত্রশস্ত্র বহন করা যাইবে না।

(৪) মক্কার কোন ব্যক্তি মোসলমান দলভুক্ত হইয়া যাইতে চাহিলে মোসলমানগণ তাহাকে সঙ্গে নিতে পারিবে না, পক্ষান্তরে মোসলমান দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেহ মক্কায় থাকিতে চাহিলে তাহাকে বাধা দেওয়া যাইবে না।

(৫) কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করতঃ মদিনায় চলিয়া গেলে তাহাকে আমাদের হস্তে প্রত্যার্পণ করিতে হইবে। কিন্তু কোন মোসলমান ইসলাম ত্যাগ করতঃ মক্কায় চলিয়া আসিলে তাহাকে প্রত্যার্পণ করা হইবে না।

(৬) উক্ত শর্ত্ত সমূহের ভিত্তিতে দশ বৎসরের জন্য সন্ধি করা হইতেছে, এই সময়ের মধ্যে উভয় পক্ষ একে অন্যের উপর আক্রমণ করিতে পারিবে না এবং অন্য কোন আক্রমণকারীকে কোন প্রকার সাহায্য-সমর্থনও দিতে পারিবে না। আরবের অন্য যে কোন গোত্র উভয় পক্ষের যে কোন পক্ষের সঙ্গে মিত্রতা করিতে পারিবে এবং উভয় পক্ষ অপর পক্ষের মিত্র সম্পর্কে বাধ্যতামূলক ঐরূপ অনাক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ থাকিবে—ঐ মিত্রের উপর আক্রমণও করা যাইবে না এবং তাহদের উপর আক্রমণকারীকে সাহায্য সমর্থনও দেওয়া যাইবে না।

সন্ধির কথাবার্ত্তা চলিতেছিল এমতাবস্থায় মোসলমানগণের সম্মুখে এক হৃদয় বিদারক ঘটনা উপস্থিত হইল যদ্দারা তাঁহারা ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন হইলেন। সন্ধি-চুক্তির আলাপ আলোচনায় বিপক্ষের মুখপাত্র—সোহায়েল-এর পুত্র আবু জন্দল যিনি মোসলমান হইয়া যাওয়ায় দীর্ঘকাল হইতে শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে মার-পিটের মধ্যে কালাতিপাত করিতেছিলেন—তিনি কোন প্রকারে মোসলমানদের নিকট আসিয়া পড়িতে সক্ষম হইলেন, কিন্তু সন্ধির চতুর্থ ও পঞ্চম শর্ত্তানুযায়ী তাহাকে প্রত্যার্পণের দাবী করা হইল। মোসলমানগণ বিশেষতঃ ওমর (রাঃ) কিছুতেই ঐ দাবী সহ্য করিতে পারিতে ছিলেন না। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে প্রত্যার্পণ না করার সর্ব্বপ্রকার চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া দাবী মানিয়া লইতে অটল রহিলেন। তিনি আল্লার রসুল; প্রতিটি ঘটনার শেষ বাস্তব ফলাফল তিনি অবহিত হইতে ছিলেন যাহা অন্য কাহারও জন্য সম্ভব ছিল না। রসুলুল্লাহ (দঃ) আবু জন্দলের অবস্থা আল্লার হাওয়ালা করতঃ তাহার অভিভাবকদের হস্তে প্রত্যার্পণ করিলেন।

চতুর্থ ও পঞ্চম শর্ত্তের উপর মোসলমানদের অন্তর বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল, ওমর (রাঃ) ধৈর্য্যহারা হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নির্দ্দেশে সাধারণ রীতি বিরুদ্ধ ঐ শর্ত্তকে রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ স্থলে মানিতে সম্মত হইলেন; শরীয়তের সাধারণ বিধানে কোন মোসলমানকে আশ্রয় দান না করা বা শত্রুর হস্তে সমর্পণ করা যাইতে পারে না। কিন্তু রসুলুল্লাহ (দঃ) অহীর মারফৎ অনেক কিছু জ্ঞাত হইতে পারিতেন যাহা অন্য কেহ পারিত না, অদূর ভবিষ্যতে এই শর্ত্তের ফলাফল কি হইবে তাহা রসুলুল্লাহ (দঃ) অহী মারফৎ জ্ঞাত হইতেন এবং ইহা যে—নিছক সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী তাহা স্পষ্টরূপে জ্ঞাত ছিলেন। তাই তিনি শর্ত্তের প্রতি কোন গুরুত্ব দিলেন না; চুক্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্ববুকে মোসলেম জাতির শক্তি প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত হওয়ার প্রতি লক্ষ্য করিলেন।

আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমুদয় বিষয় স্থির হওয়ার পর চুক্তি-নামা লিখিত ও স্বাক্ষরিত হওয়ার ব্যবস্থা হইল। আলী (রাঃ) লিখক হইলেন, প্রথমে ইসলামী রীতিতে বিসমিল্লাহের-রাহমানের-রাহীম লেখায় আপত্তি উঠিল অতঃপর হযরতের নামের সঙ্গে "রসুলুল্লাহ" লেখার বিরোধীতায় প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি হইল। কিন্তু রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ চুক্তি সম্পাদনকে এত অধিক গুরুত্ব দান করিলেন যে, উহার খাতিরে ঐ সব বিতর্কে আত্মপক্ষ বিসর্জ্জন দিতে তিনি কুণ্ঠিত হইলেন না। সন্ধিনামা লিখিত ও উভয় পক্ষের স্বাক্ষরে স্বাক্ষরিত হইয়া, সমস্ত বিতর্কের সমাপ্তি ঘটিল। এইরূপে সেই অগ্নিময় পরীক্ষার ঘটনার সমাপ্তি হইল।

অতঃপর তথায় ক্বোরবাণীর জানোয়ার সমূহ আল্লার নামে জবেহ করিলেন এবং মাথা কামাইয়া এহরাম খুলিয়া ফেলিয়া মদিনা পানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। চুক্তি অনুসারে পরবর্ত্তী বৎসর মক্কায় আসিয়া শান্ত পরিবেশে ওমরা করা হইল— এইরূপে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হইল।

আল্লার কুদরতের লীলা—রসুলুল্লাহ (দঃ) সন্ধিনামার তিক্ত শর্ত্ত সমূহের শেষ ফল যাহা পূর্ব্ব হইতে জ্ঞাত ছিলেন অচিরেই তাহা আত্মপ্রকাশ করিল। আবু বছীর (রাঃ) নামক একজন মোসলমান যিনি সন্ধি চুক্তির পর ইসলাম গ্রহণ করতঃ মদীনায় আসিলেন এবং শর্ত্ত অনুসারে মক্কাবাসীদের দাবী পূরণে রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে মক্কা হইতে আগত দুই ব্যক্তির হস্তে প্রত্যার্পণ করিলেন, কিন্তু আবু বছীর (রাঃ) মধ্যপথে তাহাদের একজনকে খুন করিয়া অপর জনকে ভাগাইয়া দিতে সমর্থ হইলেন এবং মক্কাবাসীদের সিরিয়ায় বাণিজ্য পথের কোন এক পর্ব্বত গুহায় ঘাটি স্থাপন করতঃ ঐ পথে মক্কাবাসী বাণিজ্যদলীয় যাত্রীগণের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালাইতে লাগিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই আবু বছীরের কার্য্যকলাপের সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল, এখন মক্কায় আবদ্ধ ইসলাম অনুরাগী সকলেই, এমনকি পূর্ব্বোল্লেখিত আবু জন্দল (রাঃ)ও আবু বছীরের সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইলেন, তাহাদের একটি দল সৃষ্টি হইল, তাঁহাদের দ্বারা মক্কাবাসীদের বাণিজ্য পথ বন্ধ হইয়া গেল। মক্কাবাসীরা বাধ্য হইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট দরখাস্ত করিল, আমরা ইসলামে দীক্ষিত ব্যক্তিকে প্রত্যার্পণের শর্ত্ত ছাড়িয়া দিতেছি, আপনি আবু বছীর বাহিনীকে মদিনায় ডাকিয়া লউন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাই করিলেন, এইরূপে ঐ সব শর্ত্তের সমাপ্তি ঘটিল।

সন্ধি চুক্তির বাকী শর্ত্ত সমূহ প্রতিপালিত হইতেছিল, সন্ধি চুক্তির মাত্র দুই বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে, এখনও আট বৎসর অবশিষ্ট রহিয়াছে এমতাবস্থায় মক্কাবাসীরা গোপনে অনাক্রমণ চুক্তি ভঙ্গ করিয়া বসিল। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) চুক্তি ভঙ্গের খবর অবগত হইয়া গেলেন, তিনি দশ সহস্র ছাহাবী লইয়া মক্কা অধিকারে যাত্রা করিলেন। মক্কাবাসিরা মোসলমানদের অভিযান যাত্রার খবরে বিহ্বল হইয়া পড়িল, ছোট খাট দুই একটি সামান্য সংঘর্ষের ঘটনা ব্যতীত বিশেষ রকমের যুদ্ধ ব্যতিরেকেই হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কা অধিকারে সক্ষম হইলেন। নগরীর প্রধান সরদার আবু সুফিয়ান স্বীয় পরিবারবর্গ সহ ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কাবাসীদের প্রতি ব্যাপক আকারে ক্ষমার ঘোষণা জারি করিলেন, সমস্ত নগরী ইসলামের কলেমা-ভূষিত হইয়া গেল। অতঃপর হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কাবাসীদের সমন্বয়ে "তায়েফ" এবং "হোনায়েন" জয় করিয়া মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং উনিশ দিন তথায় অবস্থান করিয়া সমুদয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করতঃ মক্কায় স্বীয় শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিয়া মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যাঁহারা কোন কালে ইসলামের জন্য নিজ আবাসভূমি মক্কা ত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহাদের কেহই মক্কায় অবস্থান অবলম্বন করিলেন না, সকলেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করতঃ মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইহা হিজরী সনের অষ্টম বৎসর—হযরতের দুনিয়া ত্যাগের দুই বৎসর বাকী রহিয়াছে মাত্র।

উল্লেখিত ঘটনা সম্পর্কে নিম্নের হাদীছ সমূহ বর্ণিত হইয়াছেঃ

১৪৮৯। হাদীছঃ—মেস্ওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হোদায়বিয়ার ঘটনা উপলক্ষে এক হাযারের অনেক অধিক ছাহাবিগণকে সঙ্গে লইয়া মদিনা হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। মদিনার অনতিদূরে জুল-হোলায়ফা নামক স্থানে পৌছিয়া তিনি কোরবানীর জানোয়ার সমূহকে নিদর্শন যুক্ত করিয়া ওমরার এহরাম বাঁধিলেন এবং "খোযায়া" গোত্রের একজন লোককে স্বীয় গুপ্তচর রূপে প্রেরণ করতঃ মক্কার দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি যখন "গাদীরে-আশতাত" নামক স্থানে পৌছিলেন তখন তাঁহার গুপ্তচর তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া এই সংবাদ ব্যক্ত করিল যে, কোরায়েশরা বহু সৈন্য-সামন্ত একত্রিত করিয়াছে এবং বন্ধু ও জোটের সমস্ত

গোত্র সমূহকে একত্রিত করিয়াছে। তাহারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় এবং আপনাকে মক্কায় পৌছিতে বাধাদানে বদ্ধপরিকর।

এতদশ্রবণে রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় সঙ্গিগণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও—যে সমস্ত গোত্রের লোকগণ কোরায়েশদের সঙ্গে একত্রিত হইয়াছে আমি তাহাদের পরিবারবর্গের উপর আক্রমণ করিয়া দেই; যদি তাহারা এই আক্রমণের সংবাদে ছুটিয়া চলিয়া আসে তবে মক্কাবাসীদের শক্তি হ্রাস পাইল, আর যদি তাহারা তথা হইতে না আসিল তবে তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইবে; এই ব্যবস্থা অবলম্বন করাকে তোমরা সমিচীন মনে কর কি? আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আপনি বাইতুল্লাহ শরীফ জেয়ারতের উদ্দেশ্য নিয়া যাত্রা করিয়াছেন। কাহারও উপর আক্রমণ বা যুদ্ধ পরিচালনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন নাই। আপনি স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হউন, যে কেহ উদ্দেশ্য সাধনে প্রতিবন্ধক হইবে তাহার বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম চালাইব। রসুলুল্লাহ (দঃ) (এই পরামর্শ গ্রহণ করিলেন এবং) সকলকে আদেশ করিলেন, তোমরা আল্লার নাম লইয়া অগ্রসর হইতে থাক। (৬০০ পৃঃ)

১৪৯০। হাদীছ ঃ—মেস্ওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হোদায়বিয়ার ঘটনা উপলক্ষে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদিনা হইতে যাত্রা করিয়া পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে তিনি একস্থানে পৌছিয়া সকলকে এই সংবাদ জ্ঞাত করিলেন যে, (আমাদের অবলম্বিত পথের সম্মুখে) "গোমায়েম" নামক স্থানে খালেদ ইবনে ওলীদ (তিনি তখনও মোসলমান হন নাই) অশ্বারোহী একটি বাহিনী লইয়া কোরায়েশদের পক্ষে অগ্রবর্ত্তী দলরূপে মোতায়েন রহিয়াছে; তাই তোমরা ডানদিকের পথ অবলম্বন কর। এই ব্যবস্থা অবলম্বনে খালেদ বাহিনী মোসলমানদের গমনাগমন জ্ঞাত হইতে পারিল না, কিন্তু হঠাৎ তাহারা দূর হইতে ধুলা-বালু উড়িতে দেখিয়া বুঝিতে পারিল যে, ঐ পথে মোসলমানগণ অগ্রসর হইতেছে। তৎক্ষণাৎ খালেদ বাহিনী দ্রুত কোরায়েশদের নিকট যাইয়া তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিল।

নবী (দঃ) মক্কাপানে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যখন তিনি ঐ বাঁকে পৌছিলেন যেই বাঁক অতিক্রম করিলেই মক্কার এলাকা সম্মুখে থাকে হঠাৎ তাঁহার "কাছওয়া" নামক যানবাহন বসিয়া পড়িল। সকলে তাহাকে হাঁকাইল কিন্তু সে বসিয়াই রহিল। সকলেই বলিতে লাগিল, কাছওয়া হঠকারী হইয়া

গিয়াছে। নবী (দঃ) বলিলেন, কাছওয়া হঠকারী হয় নাই, হঠকারিতা তাহার অভ্যাসও নহে, ঐ মহান শক্তি তাহার গতিরোধ করিয়াছেন যিনি হাতীওয়ালা আবরাহা বাদশার গতিরোধ করিয়াছিলেন। (অর্থাৎ আমাদের কোন মঙ্গলের জন্য সর্ব্ব শক্তিমান আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কুদরতে ইহার গতিরোধ করিয়া দিয়াছেন ; নিশ্চয় কোন ঘটনা ঘটিবে এবং কি ঘটনা ঘটিবে তাহারও ইঙ্গিত হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে, মক্কাবাসীদের পক্ষ হইতে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হইতে হইবে ; তাই তিনি স্বীয় শান্তিপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করতঃ ঘোষণা করিলেন,) শপথ করিয়া বলিতেছি, মক্কাবাসীরা আল্লার সম্মানিত চিজবস্তু সমূহের সম্মান রক্ষাপোযোগী যে কোন শর্ত্ত আরোপ করিবে আমি উহা গ্রহণ করিব। অতঃপর কাছওয়া যানবাহনকে পুনঃ হাঁকান হইল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কার পথ ত্যাগ করিয়া হোদায়বিয়া নামক ময়দানের এক প্রান্তে অবতরণ করিলেন। তথায় একটি কূপের মধ্যে যৎসামান্য পানি ছিল যাহা এতবড় কাফেলার হাতে হাতেই শেষ হইয়া গেল। অতঃপর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে পিপাসার অভিযোগ পেশ করা হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় তীরদান হইতে একটি তীর ঐ কূপের মধ্যে নিক্ষেপের আদেশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ কূপ উথলিয়া উঠিল এবং পূর্ণ কাফেলা উহার পানি পান করিয়া তৃষ্ণামুক্ত হইল।

কিছুক্ষণের মধ্যে বোদায়েল ইবনে অরাকা নামক খোযায়া গোত্রের এক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল ; খোযায়া গোত্রটি মোসলমানদের প্রতি মিত্র ভাবাপন্ন ছিল। ঐ ব্যক্তি রসুলুল্লাহ (দঃ) সমীপে সংবাদ জ্ঞাত করিল যে, আমি দেখিয়া আসিয়াছি কোরায়েশরা হোদায়বিয়া ময়দানের ঐ প্রান্তে অবস্থান অবলম্বন করিয়াছে যথায় প্রচুর পানির ব্যবস্থা বিদ্যমান, তাহাদের সঙ্গে দুগ্ধ দানকারী জানোয়ার সমূহও আছে। অর্থাৎ তাহাদের সঙ্গে পানাহারের সমুদয় ব্যবস্থা আছে, আপনাকে কা'বা শরীফে পৌঁছিতে না দেওয়ায় তাহারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে বলিলেন, আমরা ত কাহারও সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার জন্য আসি নাই, আমরা ত শুধু ওমরা আদায় করার উদ্দেশ্যে আসিয়াছি। কোরায়েশরা ত যুদ্ধ বিগ্রহের দ্বারা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাহারা যদি ইচ্ছা করে তবে আমি নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য তাহাদের সঙ্গে "যুদ্ধ নয়" ঘোষণা প্রদান করিতে পারি। এই সময়ের মধ্যে তাহারা দেখিয়া

লউক, অন্যান্য আরববাসীদের মোকাবিলায় আমার কি অবস্থা দাঁড়ায় ; যদি আমি সকলের উপর প্রাধান্য লাভ করিতে পারি (সকলকে আমার স্বমতে আনিতে সক্ষম হই) তবে ইচ্ছা করিলে তাহারাও আমার দলভুক্ত হওয়ার সু-যোগ পাইবে, আর যদি অন্য রকম অবস্থা দাঁড়ায় (তথা আমি পর্যুদস্ত হই) তবে তাহারা শান্তি লাভ করিবে। অতঃপর রসূলুল্লাহ (দঃ) তেজদীপ্ত ভাষায় বলিলেন—

وَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلٰى أَمْرِىْ هٰذَا

حَتّٰى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِىْ وَلَيُنْفِذَنَّ اللّٰهُ أَمْرَهٗ -

“যদি তাহারা আমার সব কথাই উড়াইয়া দেয় তবে যেই মহান আল্লার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, এই দ্বীন-ইসলামের জন্য আমি তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যাইব যাবৎ আমার গর্দ্দান ছিন্ন হইয়া না যায়, এবং আমি আশাকরি আল্লাহ নিশ্চয় নিশ্চয় স্বীয় দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।”

বোদায়েল বলিল, আপনার এই উক্তি আমি কোরায়েশগণের সম্মুখে ব্যক্ত করিব। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল এবং কোরায়েশগণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আমি (তোমাদের বিপক্ষ পার্টির) ঐ লোকটির নিকট হইতে আসিলাম। আমি তাহার মুখে একটি উত্তম উক্তি শুনিয়া আসিয়াছি, যদি তোমরা শুনিতে ইচ্ছা কর তবে আমি উহা ব্যক্ত করিতে পারি। তাহাদের মধ্যে যাহারা স্বল্প বুদ্ধিওয়ালা ছিল তাহারা বলিল, কোন কথা ব্যক্ত করার আবশ্যক আমাদের নাই, কিন্তু জ্ঞানীগণ বলিল, তুমি যাহা শুনিয়াছ তাহা ব্যক্ত কর। তখন বোদায়েল নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পূর্ণ উক্তি কোরায়েশদের সম্মুখে ব্যক্ত করিল।

এতশ্রবণে ওরওয়া ইবনে মসউদ নামক এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, হে আমার বন্ধুগণ! আমি কি তোমাদের পিতৃতুল্য নহি ? সকলেই উত্তর করিল, হাঁ। তোমরা কি আমার সন্তান-সন্ততি তুল্য নও ? সকলেই উত্তর করিল, হাঁ। আমার প্রতি কি তোমাদের কোন সন্দেহ আছে ? সকলেই উত্তর করিল, না। আমি আমার দেশ—“ওকাজ”বাসী সকলকে তোমাদের সাহায্যের প্রতি আহ্বান করিয়া ব্যর্থ হইলে পর আমি পরিবারবর্গ, পুত্র পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবগণকে লইয়া তোমাদের সাহায্যে উপস্থিত হইয়াছি ; নয় কি ? সকলেই উত্তর করিল, হাঁ।

এইরূপে উপস্থিত সকলের মনকে আকৃষ্ট করতঃ সে বলিল, ঐ ব্যক্তি তোমাদের সম্মুখে অতি উত্তম প্রস্তাব পেশ করিয়ছে, তোমরা গ্রহণ কর এবং আমাকে তাহার সঙ্গে সাক্ষাত করার অনুমতি দাও। উপস্থিত সকলেই এই কথায় সম্মত হইল।

ওরওয়া ইবনে মসউদ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইল। প্রথমে নবী (দঃ)ই কথা আরম্ভ করিলেন এবং প্রথম ব্যক্তি বোদায়েল ইবনে অরাকার সম্মুখে যাহা বলিয়াছিলেন এই ব্যক্তির সম্মুখেও তাহাই বলিলেন। ওরওয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)কে সম্বোধন করিয়া বলিল, আপনি যদি নিজ বংশকে ধ্বংস করার জন্য উদ্যত হইয়া থাকেন তবে বলুন ত, ইতিপূর্ব্বে কোন আরববাসী সম্পর্কে শুয়িয়াছেন কি যে, সে নিজ উৎসকে ধ্বংস করিয়াছে? এতদ্ভিন্ন আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীদল ধ্বংস না হইয়া বিপরীত অবস্থাও ত হইতে পারে এবং আমি উহার সম্ভাবনাই অধিক মনে করি। কেননা, আপনার সঙ্গে যে সব চেহারা দেখিতেছি এবং বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন গোত্রের মিশাল মানুষ দেখিতেছি হয়ত তাহারা আপনাকে একা ছাড়িয়া পলায়ন করিতে দ্বিধা করিবে না।

তাহার এই অশোভনীয় উক্তি শুনিয়া আবুবকর (রাঃ) ক্রোধে বেশামাল হইয়া তাহার প্রতি ঘৃণা ভর্ৎসনা স্বরূপ বলিলেন, তুই তোর "লাত" দেবীর জননাঙ্গ চাটিতে থাক! (অর্থাৎ তুই তোর ধর্ম্ম আঁকড়াইয়া থাক, আমাদের সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য করার তোর কি অধিকার আছে? আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লহে আলাইহে অসাল্লামকে ছাড়িয়া পলায়ন করিব ইহার সম্ভাব্যতা তোর মনে জাগিল কিরূপে?) ওরওয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই ব্যক্তি কে? সকলে উত্তর করিল, আবুবকর (রাঃ)। তখন ওরওয়া বলিল, আমি যদি তোমার একটি বিশেষ উপকারে ঋণী না থাকিতাম তবে তোমার কথার উত্তর প্রদান করিতাম।

আরও একটি ঘটনায় ওরওয়া অপদস্ত হইল—সে কথাবার্ত্তা বলিবার সময় সমকক্ষ সাধারণ লোকদের বেলায় প্রচলিত আরবের রীতি অনুসারে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দাঁড়ি মোবারকে হাত লাগাইত, ঐ সময় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে তাঁহার দেহরক্ষীরূপে মুগিরা ইবনে শো'বা (রাঃ) দ ায়মান ছিলেন তাঁহার মাথায় লৌহ শিরস্ত্রাণ ও হাতে তরবারি ছিল। ওরওয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দাঁড়ি মোবারকের প্রতি হাত বাড়াইলে প্রত্যেকবারই মুগিরা (রাঃ) তরবারির খাপের মাথা দ্বারা তাহার হাতে আঘাত করিতেন এবং বলিতেন, আল্লার রসুলের দাঁড়ি মোবারক হইতে

তোমার হাত দূরে রাখ। ওরওয়া মুগিরা ইবনে শো'বা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ কোন ব্যক্তি? উপস্থিত সকলে উত্তর করিল, মুগিরা ইবনে শো'বা (রাঃ)। তখন সে তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া কহিল, হে নিমক-হারাম! আমি তোমার এক বিশ্বাসঘতকতার ঘটনায় কত চেষ্টা তদবীরই না করিয়াছিলাম?

ঘটনা এই ছিল যে, মুগিরা (রাঃ) ইসলামের পূর্ব্বে কোন এক সময় কোন এক পরিবারের সঙ্গে কিছু দিন বসবাস করিয়া হঠাৎ একদিন ঐ পরিবারের লোকজনকে খুন করিয়া তাহাদের ধন সম্পদ লইয়া পলায়ন করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন এবং মোসলমান হওয়ার জন্য নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে বলিয়াছিলেন, তোমার ইসলাম আমি গ্রহণ করিলাম, কিন্তু এই ধন-সম্পদ সম্পর্কে তোমার সমর্থন করিতে পারি না। এই ঘটনায় নিহত পরিবারের গোত্র ও মুগিরার গোত্রের মধ্যে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল সেই উত্তেজনা উপশমে ওরওয়া অনেক চেষ্টা করিয়াছিল। ঐ ঘটনার প্রতিই সে এস্থলে ইঙ্গিত করিয়াছে।

এতদ্ভিন্ন ওরওয়া এই বিষয়ের প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছিল যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের থুথু বা শ্লেষ্মা মাটিতে পতিত হইতে পারিত না, বরং উহাকে ছাহাবীগণ নিজ হস্তে লইয়া লইতেন এবং তাঁহারা উহাকে তৎক্ষণাৎ স্বীয় চেহারা ও শরীরে মলিয়া ফেলিতেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) কোন আদেশ করা মাত্র ছাহাবীগণ সেই আদেশ পালনে দ্রুত ছুটিয়া যাইতেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) যখন অজু করিতেন তখন ছাহাবিগণ তাঁহার ব্যবহৃত পানি হাসিল করার জন্য ভীষণ ভীড় করিতেন, মনে হইত যেন তাঁহারা রণে লিপ্ত হইবেন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কোন কথা বলা আরম্ভ করিলে তৎক্ষণাৎ তথায় নিস্তব্ধতা নামিয়া আসিত, কেহ কোন প্রকার শব্দ করিতেন না। ছাহাবীগণের অন্তরে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এত গভীর শ্রদ্ধা, সম্মান ও মান্যতা ছিল যে, তাঁহার প্রতি চক্ষু তুলিয়া তাকাইতেন না।

ওরওয়া এইসব অবস্থা দৃষ্টে অতিশয় অভিভূত হইয়াছিল, সে কোরায়েশদের নিকট আসিয়া বলিল, বন্ধুগণ! আমি বড় বড় বাদশাদের দরবারে প্রতিনিধিত্ব করিয়াছি, আমি রোম সম্রাট, পারশ্য সম্রাট, আবিসিনিয়ার সম্রাটগণের দরবারে পৌছিয়াছি; কোন সম্রাটকে তাহার অনুচরগণ এত শ্রদ্ধা করিতে দেখি নাই

যতদূর শ্রদ্ধা মোহাম্মদের অনুচরগণ মোহাম্মদকে করিয়া থাকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম)। সে ছাহাবীগণের উপরোল্লিখিত বিষয়গুলি বর্ণনা করিয়া বলিল, এমন ব্যক্তি তোমাদের নিকট একটি উত্তম প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন, তোমরা উহা গ্রহণ কর।

অতঃপর বনু-কেনানা গোত্রের এক ব্যক্তি বলিল, আমাকে তাঁহার নিকট যাইবার অনুমতি প্রদান কর। কোরায়েশরা তাহাকে অনুমতি প্রদান করিল। ঐ ব্যক্তি তখনও পথিমধ্যেই ছিল; তাহার সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এই ব্যক্তির বংশধরগণ বিশেষরূপে কোরবানীর জানোয়ারকে সম্মান করিয়া থাকে, তাই তোমরা আমাদের সঙ্গীয় কোরবানীর জানোয়ার সমূহকে তাহার সম্মুখে তুলিয়া ধর। ছাহাবীগণ কোরবানীর জানোয়ার সমূহকে সম্মুখে রাখিয়া "লাব্বাইকা" ধ্বনিতে তাহাকে অভ্যর্থনা করিল। ঐ ব্যক্তি এই দৃশ্য দেখিয়া আশ্চার্য্যান্বিত হইল এবং বলিল, এমন ব্যক্তিবর্গকে বাইতুল্লাহ শরীফে উপস্থিত হইতে বাধা দেওয়া কোন প্রকারেই সমিচীন হইতে পারে না। সে কোরায়েশ-গণের নিকট আসিয়াও ঐ দৃশ্য ব্যক্ত করিল এবং ঐ মন্তব্যই প্রকাশ করিল।

অতঃপর মেকরায ইবনে হাফ্ছ্ নামক এক ব্যক্তি দাঁড়াইল এবং বলিল, আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে দাও। কোরায়েশগণ তাহাকে অনুমতি প্রদান করিল। সে যখন হযরতের নিকটবর্ত্তী হইতেছিল তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহার সম্পর্কে মন্তব্য করিলেন, এই ব্যক্তির নাম মেক্‌রায, সে দুষ্ট প্রকৃতির লোক। সে আসিল এবং রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন।

এই পর্য্যন্ত যত লোকই আসিয়াছে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অভিপ্রায়ে আসিয়াছে। এইবার স্বয়ং কোরায়েশরা নিজস্ব প্রতিনিধিরূপে সোহায়েল ইবনে আম্‌রকে পাঠাইল এবং তাহাকে স্পষ্ট নির্দ্দেশ দান করিল যে, সন্ধি চুক্তির ব্যবস্থা কর। সোহায়েল উপস্থিত হইল। সোহায়েলের আগমনে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এখন সন্ধির পথ প্রশস্থ হইবে। সোহায়েল উপস্থিত হইয়া পরস্পর সন্ধির চুক্তিপত্র লিখিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) লিখককে ডাকিলেন (লিখক ছিলেন আলী (রাঃ)। রসুলুল্লাহ (দঃ) লিখককে "বিসমিল্লাহের-রাহমানের রাহীম" লিখিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু সোহায়েল আপত্তি করিয়া বলিল, "রাহমান" শব্দের সঙ্গে আমরা পরিচিত নহি, তাই ঐরূপ না লিখিয়া আমাদের পূর্ব্ব রীতি অনুযায়ী "বিস্‌মেকাল্লাহুম্মা" লিখুন।

মোসলমানগণ এক বাক্যে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল যে, "বিস্‌মিল্লাহের-রাহমানের-রাহীম" ব্যতীত অন্য কোন কিছু আমরা লিখিব না। রসুলুল্লাহ (দঃ) "বিস্‌মেকাল্লাহুম্মা" লিখিবার আদেশ করিলেন। অতঃপর হযরত (দঃ) এইরূপ লিখিতে বলিলেন, "ইহা আল্লার রসুল মোহাম্মদের সঙ্গে চুক্তি-পত্র।" সোহায়েল এস্থলেও আপত্তি করিল যে, আমরা আপনাকে "আল্লার রসুল" বলিয়া স্বীকার করিলে আপনাকে বাইতুল্লাহ শরীফে যাইতে বাধা প্রদান করিতাম না এবং আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধও করিতাম না, কারণেই "মোহাম্মদ ইবনে আবহুল্লাহ" লিখুন।* রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, নিঃসন্দেহে আমি আল্লার রসুল যদিও তোমরা অস্বীকার কর ; আচ্ছা—"মোহাম্মদ ইবনে আবহুল্লাহ" লিখ। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের এইসব গোঁড়ামী সহ্য করিয়া লইতে ছিলেন শুধু মাত্র ঐ কথার খাতিরে যাহার ঘোষণা তিনি পূর্ব্বে দিয়াছিলেন যে, আল্লার নির্দ্ধারিত সম্মানিত বস্তু সমূহের সম্মান বিনষ্ট না করিয়া যে কোন শর্ত্ত তাহারা আরোপ করিবে আমি মানিয়া লইব—এই ঘোষণাই তিনি রক্ষা করিতেছিলেন।

অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, চুক্তিপত্র এই শর্ত্তে লেখা হইতেছে যে, আমাদিগকে বাইতুল্লাহ শরীফে যাইতে ও তওয়াফ করিতে তোমরা বাধা প্রদান করিবে না। এই কথার উপর সোহায়েল বলিল, ইহা কখনও হইতে পারিবে না যে, আরববাসীদের মধ্যে এইরূপ চর্চ্চা হয় যে, এই ব্যাপারে বল-পূর্ব্বক আমাদিগকে বাধ্য করা হইয়াছে ; হাঁ—এতটুকু হইতে পারে যে, আপনারা আগামী বৎসর এই কার্য্য সমাধা করিতে পারিবেন। চুক্তিপত্রে ইহাই লেখা হইল। সোহায়েল বলিল, এই শর্ত্তও লিখিতে হইবে যে, আমাদের কোন ব্যক্তি আপনার নিকট চলিয়া আসিলে যদিও সে আপনার দ্বীন অবলম্বন করে তবুও তাহাকে প্রত্যার্পণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। এই শর্ত্তের প্রতিবাদে মোসলমানগণ উত্তেজনার সহিত বলিয়া উঠিলেন, কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিলে পর তাহাকে আমরা মোশরেকদের হাতে কিরূপে প্রত্যার্পণ করিতে

---

* বর্ণিত আছে যে, চুক্তি পত্রের লিখক আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে হযরত (দঃ) "রসুলুল্লাহ" শব্দ মুছিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। আলী (রাঃ) আরজ করিলেন, হে আল্লার নবী! আমি আমার হস্তে "রসুলুল্লাহ" শব্দ মুছিতে পারিব না। অতঃপর হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং নিজ হস্তে রসুলুল্লাহ শব্দ মুছিয়া দিলেন এবং তদস্থলে ইবনে আবহুল্লাহ লিখিতে আদেশ করিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, আমি রসুলুল্লাহও এবং আবহুল্লার পুত্রও।

পারি ? যাই হউক এইরূপ বাক-বিতণ্ডার ভিতর দিয়া চুক্তি-পত্র লেখা হইতেছিল, তখন সোহায়েলের পুত্র আবু জন্দল (রাঃ) শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় কোন প্রকারে মক্কা হইতে ছুটিয়া আসিয়া নিজকে মোসলমানদের জমাতে ফেলিয়া দিলেন। তখন সোহায়েল বলিয়া উঠিল, এই ঘটনাই আমাদের চুক্তি-পত্র প্রতিপালিত হওয়ার প্রথমস্থল, উহার শর্ত্ত অনুসারে আবু জন্দলকে প্রত্যার্পণে আপনি বাধ্য। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এখনও ত চুক্তি-পত্র সম্পূর্ণ হইয়া স্বাক্ষরিত হয় নাই, কিন্তু সোহায়েল শপথ করিয়া বসিল, আবু জন্দলকে প্রত্যার্পণ না করিলে কোন অবস্থাতেই সন্ধি হইবে না। রসুলুল্লাহ (দঃ) বিশেষ অনুরোধের স্বরে বলিলেন, আমার খাতিরে তুমি আবু জন্দলের পক্ষে ঐ শর্ত্ত স্থগিত রাখ। সোহায়েল বলিল, আমি তাহা কখনও করিব না। রসুলুল্লাহ (দঃ) পুনঃ অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সে উহাও প্রত্যাখ্যান করিল। এমনকি হযরতের অনুরোধে মেকরাযের ন্যায় দুষ্ট প্রকৃতির লোকের দিলও নরম হইয়া গেল এবং সে বলিল, আচ্ছা আবু জন্দলের ব্যাপারে আমরা আপনার কথা রক্ষা করিলাম, (কিন্তু সোহায়েল এই ব্যাপারে কঠিন হইয়া গেল।) আবু জন্দল করুণস্বরে মোসলমানগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমাকে মোশরেকদের হস্তে সমর্পণ করা হইবে ? অথচ আমি মোসলমান হইয়া আসিয়াছি। তোমরা কি লক্ষ্য করিতেছ না যে, আমি আল্লার দ্বীনের জন্য কত কঠোর শাস্তি ভোগ করিয়া আসিতেছি ?

এই দৃশ্য দেখিয়া ওমর (রাঃ) ধৈর্য্যহারা হইয়া পড়িলেন, তিনি বলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম এবং আরজ করিলাম, আপনি কি আল্লার সত্য নবী নন ? নবী (দঃ) উত্তর করিলেন, নিশ্চয়। আমি বলিলাম, আমরা সত্যের উপর এবং অপর পক্ষ মিথ্যার উপর নয় কি ? নবী (দঃ) উত্তর করিলেন, নিশ্চয়। আমি বলিলাম, তবে কেন আমরা আমাদের দ্বীন সম্পর্কে এত অপদস্থতা স্বীকার করিব ? নবী (দঃ) তদুত্তরে বলিলেন, আমি আল্লার রসুল, আমি তাঁহার নাফরমান নহি, আল্লাহ আমার সাহায্যকারী। আমি আরজ করিলাম, আপনি বলিয়া ছিলেন, আমরা বাইতুল্লাহ শরীফে পৌঁছিব এবং তওয়াফ করিব। নবী (দঃ) বলিলেন, হাঁ—বলিয়াছি, কিন্তু আমি কি বলিয়াছিলাম যে, এই বৎসরই উহা অনুষ্ঠিত হইবে ? আমি বলিলাম, না। নবী (দঃ) বলিলেন, নিশ্চয় তুমি কা'বা শরীফে পৌঁছিবে এবং তওয়াফ করিবে।

ওমর (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট আসিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাদের রসূল কি আল্লার সত্য নবী নহেন? তিনি উত্তর করিলেন, নিশ্চয়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কি নির্দ্দিষ্ট নহে যে, আমরা সত্যের উপর এবং অপর পক্ষ মিথ্যার উপর? তিনি উত্তর করিলেন, নিশ্চয়। তখন আমি বলিলাম, এমতাবস্থায় আমাদের দ্বীন সম্পর্কে কেন আমরা অপদস্থতা স্বীকার করিব? তিনি বলিলেন, দেখুন। তিনি আল্লার রসুল, তিনি সৃষ্টিকর্ত্তার না:ফরমানী করিবেন না। এইরূপে বাইতুল্লাহ শরীফে পৌছিবার সংবাদ দান সম্পর্কেও পূর্ব্বের ন্যায় প্রশ্নোত্তর হইল।

ওমর (রাঃ) ঘটনার বর্ণনা দানকালে বলেন, ঐ সময় ত মনের আবেগে উল্লেখিত প্রশ্নোত্তর লইয়া ছুটাছুটি করিয়াছি, কিন্তু অতঃপর এই সব প্রশ্নের অবতারণার উপর কত অনুতপ্তই না হইয়াছি। এমনকি আল্লাহ তায়ালার নিকট এই সব প্রশ্ন সম্পর্কে ক্ষমা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য কত কত নেক আমল (—নফল নামায, রোযা, দান-খয়রাত ইত্যাদি) করিয়াছি।

মূল ঘটনার বর্ণনা দানে ওমর (রাঃ) বলেন, অতঃপর যখন সন্ধির চুক্তি-পত্র সমাপ্ত ও স্বাক্ষরিত হইল তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় সঙ্গীগণকে আদেশ করিলেন, তোমরা নিজ নিজ কোরবানীর জানোয়ার জবেহ করিয়া দাও এবং মাথা মুণ্ডাইয়া এহরাম খুলিয়া ফেল। ছাহাবীগণ (উদ্দেশ্য সফলের দ্বারে পৌঁছিয়া উদ্দেশ্য ভঙ্গের) এই ব্যবস্থায় সাড়া দিলেন না, (অন্য কোন ব্যবস্থার সুযোগ প্রাপ্তির অপেক্ষায় রহিলেন।) এমনকি হযরত (দঃ) তিনবার তাহাদিগকে আহ্বান জানাইলেন। অতঃপর তিনি উম্মুল-মোমেনীন উম্মে-সালামাহ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট তশরীফ নিলেন এবং উক্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। তখন উম্মুল-মোমেনীন (বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দান করিলেন—তিনি) বলিলেন, আপনি যদি চান যে, তাহারা এহরাম ভঙ্গ তরান্বিত করুক তবে আপনি কাহাকেও মুখে কিছু না বলিয়া স্বীয় জানোয়ার কোরবানী করিয়া ফেলুন এবং ক্ষৌরকারকে ডাকিয়া স্বীয় মাথা মুণ্ডাইয়া এহরাম ভঙ্গ করিয়া ফেলুন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাই করিলেন। যখন ছাহাবীগণ হযরতকে এহরাম ভাঙ্গিতে দেখিলেন তখন তাহাদের অপেক্ষার অবকাশ রহিল না, তাঁহারা সমবেতভাবে কোরবানীর জানোয়ার জবেহ করিলেন, পরস্পর মাথা মুণ্ডাইতে লাগিলেন, এমনকি এই কার্য্য সমাধা তরান্বিত করিতে হাঙ্গামা সৃষ্টির ন্যায় ভীড় হইল। সন্ধি প্রতিষ্ঠার পর হোদায়বিয়ার ময়দানে তিন দিন অবস্থান করিয়া নবী (দঃ) মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তনে যাত্রা করিলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই কোরায়েশ গোত্রীয় আবু বছীর নামক এক ব্যাক্তি ইসলাম গ্রহণ করতঃ হযরতের খেদমতে মদিনায় উপস্থিত হইলেন। চুক্তিপত্রের শর্ত্ত অনুসারে মক্কাবাসীগণ দুই ব্যক্তিকে মদিনায় প্রেরণ করিল এবং এই সংবাদ পাঠাইল যে, আমাদের শর্ত্ত পূর্ণ করা হউক। রসুলুল্লাহ (দঃ) শর্ত্ত অনুযায়ী আবু বছীর (রাঃ)কে ঐ ব্যক্তিদ্বয়ের হাওয়ালা করিয়া দিলেন। তাহারা আবু বছীর (রাঃ)কে লইয়া মদিনা ত্যাগ করতঃ জুলহোলায়ফা নামক স্থানে পৌছিয়া পানাহারের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করিল। তখন আবু বছীর (রাঃ) সঙ্গীদ্বয়ের একজনকে ভান করিয়া বলিল, ওহে। আপনার তরবারীখানা অতি সুন্দর মনে হয় ত। ঐ ব্যক্তি তরবারীখানা উন্মুক্ত করিয়া বলিল, হাঁ—বাস্তবিক ইহা সুন্দর ; আমি অনেক স্থানে ইহার গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়াছি। আবু বছীর (রাঃ) বলিলেন, তরবারীখানা আমার হাতে দেন ত দেখি! ঐ ব্যক্তি তরবারী তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। আবু বছীর (রাঃ) তরবারী খানা ভালরূপে স্বহস্তে আনিতে সক্ষম হইয়া তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যক্তির উপর ভীষণ আঘাত করিলেন, সে নিহত হইল। অপর সঙ্গী দৌড়াইয়া পলাইতে গিয়া মদিনা পানে ধাবিত হইল, এমন কি হযরতের মসজিদে আসিয়া শ্বাস ফেলিল। হযরত (দঃ) তাহাকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া বলিলেন, সে নিশ্চয় কোন ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে। সে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিল, আমার সঙ্গী নিহত হইয়াছে আমিও সেই অবস্থার সম্মূখীন।

ইতিমধ্যে আবু বছীর (রাঃ) উপস্থিত হইলেন, তিনি আরজ করিলেন, হে অাল্লার নবী! আপনি স্বীয় শর্ত্ত পূর্ণ করিয়াছেন—আমাকে তাহাদের হস্তে প্রত্যার্পণ করিয়া দিয়াছেন ; অতঃপর আল্লাহ আমাকে তাহাদের কবল হইতে পরিত্রাণ দান করিয়াছেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এই ঘটনার ফলে যুদ্ধের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে! কেহ যদি আবু বছীরকে বুঝ প্রবোধ দান করিত! আবু বছীর (রাঃ) এইসব শ্রবণে বুঝিতে পারিলেন যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে পুনঃ প্রত্যার্পণ করিবেন, তাই তিনি মদিনা হইতে চলিয়া আসিয়া সমুদ্র কুলবর্ত্তী এক এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আবু বছীর (রাঃ)-এর এই ঘটনার সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল, পুর্ব্বোল্লেখিত বেদনাদায়ক ঘটনার বাহক আবু জন্দল (রাঃ) কোন প্রকারে মক্কার নর-পিশাচদের কবল হইতে ছুটিয়া আসিয়া আবু বছীরের সঙ্গে মিলিত হইলেন। (মক্কার মধ্যে যত ইসলামানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু

এযাবৎ তাঁহারা ভয়ে উহা প্রকাশ করিতে পারেন নাই এরূপ) অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করতঃ আবু বছীর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইতে লাগিলেন। (কোরায়েশ গোত্র ভিন্ন অন্যান্য গোত্রের ইসলামানুরাগী ব্যক্তিগণও মিলিত হইলেন,) এমন কি তাঁহাদের একটি শক্তিশালী দল গড়িয়া উঠিল; (কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁহাদের সংখ্যা তিনশত বর্ণনা করিয়াছেন; তাঁহারা তথায় ঘাটি স্থাপন করিয়া কোরায়েশদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হইলেন। প্রথমেই তাহাদের উপর অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টির ব্যবস্থা করিলেন, বরং শুধু অর্থনৈতিক অবরোধই নহে, সমস্ত মক্কাবাসীর খাদ্য সংগ্রহেও অবরোধ সৃষ্টির ব্যবস্থা করিলেন। অর্থনৈতিক ও খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে সিরিয়ার বাণিজ্যই ছিল কোরায়েশদের প্রধান অবলম্বন। আবু বছীর বাহিনীর ঘাটি সেই বাণিজ্য পথের এলাকায়ই অবস্থিত ছিল, তাই অতি সহজেই তাঁহারা ঐ অবরোধ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইলেন।) কোরায়েশদের যে কোন বাণিজ্য দলই ঐ পথ অতিক্রম করিত তাহাদের উপরই আবু বছীর বাহিনী আক্রমণ চালাইয়া তাহাদিগকে হত্যা করিত এবং মাল-ছামান হস্তগত করিত। এইরূপে সল্পকালের মধ্যেই কোরায়েশরা রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় পতিত হইল, বেগতিক হইয়া তাহারা মদিনায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এই দরখাস্ত করিয়া এক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করিল যে, আমরা আপনাকে আল্লার কসম দিয়া এবং আপনার সঙ্গে আমাদের যে বংশীয় সম্পর্ক আছে সেই সম্পর্কের প্রাপ্য সদ্ভাবের দোহাই দিয়া বলিতেছি, আপনি নিশ্চয় আবু বছীর বাহিনীকে মদিনায় ডাকিয়া লইবেন, আমরা চুক্তি-পত্রের শর্ত্ত পরিত্যাগ করিলাম— যে কোন ব্যক্তি মোসলমান হইয়া আপনার নিকট যাইবে তাহার প্রতি আমাদের কোন দাবী থাকিবে না, তাহাকে প্রত্যার্পন করিতে হইবে না।*

---

* "বোরকানী" নামক কেতাবে বর্ণিত আছে যে, মক্কাবাসীদের অনুরোধে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আবু বছীরের নিকট পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। অদৃষ্টের লীলা—হযরতের পত্র যখন আবু বছীরের নিকট পৌছিল তখন আবু বছীর (রাঃ) মুমুর্ষু অবস্থায় পতিত। প্রিয় হাবীব রসুলুল্লার পত্রখানা আবু বছীরের হস্তে প্রদান করা হইল; সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সর্ব্বশেষ মুহূর্ত্তটি তাঁহার নিকটে দাঁড়াইল। লিপিখানা মুঠের ভিতর করিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন (রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ও আরজাহু)। আবু জন্দল (রাঃ) সেই স্থানেই তাঁহাকে দাফন করিলেন, অতঃপর সঙ্গীগণ সহ মদিনায় পৌছিলেন।

কাফেররা চুক্তিপত্র সম্পর্কে যে সব অন্যায় দাবী আঁকড়াইয়া বসিয়াছিল এবং যে সব অন্যায় শর্ত্ত আরোপ করিয়াছিল বাস্তবিকই উহা মানবতার সীমাহীন অবমাননার দৃষ্টান্তরূপে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে, কোরআন শরীফের নিম্ন আয়াতে সেই বিষয়টির প্রতিই ইঙ্গিত দান করা হইয়াছে।

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ

اللّٰهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ......

অর্থ—চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে ঐ সময়টি—যখন কাফেররা তাহাদের অন্তরকে অমানুষিক জেদ ও গোঁড়ামীতে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল; তখন আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসুল ও মোমেনগণকে ধৈর্য্যাবলম্বনের শক্তি দান করিয়াছিলেন এবং খোদা-ভক্তির উপর সুদৃঢ়তা বজায় রাখার তৌফিকও তাঁহাদিগকে দান করিয়াছিলেন; বাস্তবিক পক্ষে তাঁহারা উহার সুযোগ্য পাত্রও ছিলেন বটে। আল্লাহ তায়ালা পূর্ব্ব হইতেই সব কিছু জ্ঞাত আছেন। (২৬ পাঃ ১০ রুঃ)

উল্লেখিত আয়াতে কাফেরদের অমানুষিক জেদ ও গোঁড়ামী বলিতে নিম্নলিখিত কার্য্যাবলী উদ্দেশ্য করা হইয়াছে।

(১) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামের সঙ্গে "আল্লার রসুল" সংযোজিত করিতে না দেওয়া এবং তাঁহাকে আল্লার রসুল স্বীকার না করা।

(২) বিসমিল্লাহের রাহমানের রাহীম লিখিতে সম্মত না হওয়া।

(৩) দীর্ঘ সাড়ে তিন শত মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নিকটবর্ত্তী হওয়ার পর মোসলমানগণকে বাইতুল্লাহ শরীফে পৌছিতে বাধাপ্রদান করা ইত্যাদি। ৩৭৭পৃঃ

(৪) এতদ্ভিন্ন কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ পূর্ব্বক মোসলমানদের নিকট পৌছিলে তাঁহাকে প্রত্যার্পণ করার শর্ত্ত।

বায়আতে রেজওয়ান ঃ

১৪৯১। হাদীছ ঃ—এযীদ ইবনে আবু ওবায়েদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি সালামাতুবনুল-আক্ওয়া (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা হোদায়বিয়ার ঘটনায় কি বিষয়ের উপর রসুলুল্লার হাতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, মৃত্যুর উপর; অর্থাৎ মৃত্যু বরণ করিব তবুও মক্কা জয় না করিয়া ফিরিব না।

১৪৯২। হাদীছ—নাফে (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মানুষে বলাবলি করিয়া থাকে যে, ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে আবদুল্লাহ (রাঃ) স্বীয় পিতার পূর্ব্বে ইসলামে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বস্তুতঃ ঘটনা এই ছিল যে, হোদায়বিয়ার ময়দানে মোসলমানগণ ছায়া লাভের জন্য বিচ্ছিন্নাকারে বিভিন্ন বৃক্ষের ছায়াতলে ছিলেন ; হঠাৎ দেখা গেল অনেক লোক নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। এতদৃষ্টে ওমর (রাঃ) স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহকে বলিলেন, লোক-গণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে কেন ঘিরিয়া রহিয়াছে দেখিয়া আস এবং ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর একটি ঘোড়া কোন একজন ছাহাবীর নিকট ছিল ঐ ঘোড়াটিও নিয়া আসিবার জন্য আদেশ করিলেন। আবদুল্লাহ (রাঃ) এখানে আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) একটি বাবুল গাছের ছায়ায় বসিয়া লোকদের নিকট হইতে (প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া জেহাদ করার) বায়আ'ত ও অঙ্গীকার গ্রহণ করিতেছেন। আবদুল্লাহ (রাঃ) ইহা দেখিতে পাইয়া তখনই বায়আ'ত ও অঙ্গীকার করিলেন। ওমর (রাঃ) তখনও এই সংবাদ জ্ঞাত নহেন ; অতঃপর আবদুল্লাহ (রাঃ) ঘোড়ার নিকট যাইয়া উহা লইয়া ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট উপস্থিত হইলেন, তিনি তখন জেহাদের প্রস্তুতি করিতে ছিলেন। আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁহাকে ঐ সংবাদ দিলেন যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) গাছের ছায়ায় বসিয়া লোকগণের নিকট হইতে (প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া জেহাদ করার) বায়আ'ত ও বিশেষ অঙ্গীকার গ্রহণ করিতেছেন। তৎক্ষণাৎ ওমর (রাঃ) স্বীয় পুত্র আবদুল্লার সঙ্গে তথায় উপস্থিত হইয়া তিনিও বায়আ'ত ও অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইলেন।

এই বায়আ'ত ও অঙ্গীকার গ্রহণের ঘটনায় যে আবদুল্লাহ (রাঃ) স্বীয় পিতার অগ্রগামী ছিলেন উহা হইতেই সাধারণ্যে এই ভুল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে, আবদুল্লাহ (রাঃ) স্বীয় পিতা ওমরের পূর্ব্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৪৯৩। হাদীছ ঃ—তারেক ইবনে আবদুর রহমান (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হজ্জ করিতে মক্কা শরীফ যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে একস্থানে লোকদিগকে বিশেষরূপে নামায পড়িতে দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা নামাযের স্থানে পরিণত হইল কিরূপে ? সকলে উত্তর করিল, এস্থানে ঐ বৃক্ষটি অছে যাহার তলে হযরত (দঃ) বায়আ'তে রেজওয়ান গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারেক (রঃ) বলেন, এতশ্রবণে আমি সায়ীদ ইবনে মোছাইয়েব (রঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া

এই ঘটনা ব্যক্ত করিলাম; তিনি হাসিলেন এবং স্বীয় পিতা সম্পর্কে বর্ণনা করিলেন যে, তিনি স্বয়ং ঐ বায়আ'তে উপস্থিত ছিলেন—তিনি বলিয়াছেন, আমি ঐ বৃক্ষটিকে দেখিয়াছিলাম যাহার তলায় বসিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) বায়আ'তে রেজওয়ান গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক বৎসর পর যখন আমি তথায় পুনঃ উপস্থিত হইলাম তখন আর ঐ বৃক্ষটিকে নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিলাম না, আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

(পরবর্ত্তী সময়ে সাধারণ লোকগণ কর্ত্তৃক ঐ বৃক্ষটিকে নির্দ্দিষ্ট করা সম্পর্কে মন্তব্য করিতে যাইয়া) সায়ীদ (রঃ) বলেন, মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণ ঐ বৃক্ষটিকে পর বৎসর নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন নাই, তোমরা উহা পারিয়াছ, তবে কি তোমরা ঐ ছাহাবীগণ অপেক্ষা বিজ্ঞ হইয়াছ?

১৪৯৪। হাদীছঃ—প্রসিদ্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হোদায়বিয়ার ঘটনার পরবর্ত্তী বৎসর পুনঃ ঐ ময়দানে আমরা উপস্থিত হইলাম; যেই বৃক্ষের তলায় বসিয়া বায়আ'ত গ্রহণ করা হইয়াছিল ঐ বৃক্ষটি নির্দ্দিষ্ট করা সম্পর্কে আমাদের দুইজন লোকও একমত হইতে পারিলেন না।

বৃক্ষটি এইরূপে অনির্দ্দিষ্ট হইয়া যাওয়ার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার মস্তবড় রহমত নিহিত ছিল, (নতুবা সাধারণ লোকগণ ঐ বৃক্ষটির প্রতি সম্মান দেখাইতে যাইয়া নানাপ্রকার বেদা'ৎ কার্য্য ও কুসংস্কারে লিপ্ত হইত)। ৪১৫ পৃঃ

ব্যাখ্যাঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর এবং মোছাইয়েব রাজিয়াল্লাহু আনহুমার ন্যায় ছাহাবী যাঁহারা স্বয়ং ঐ ঘটনায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের বর্ণনা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইল যে, ঐ বৃক্ষটি পরবর্ত্তীকালে নির্দ্দিষ্ট করা যায় নাই; বিশেষতঃ আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের বর্ণনা ত অত্যন্ত স্পষ্ট। কারণ, পরবর্ত্তী বৎসর তথায় উপস্থিত হওয়া নিশ্চয় ওম্‌রাতুল-কাজা উপলক্ষে ছিল—যে উপলক্ষে প্রথম বৎসর অংশগ্রহণকারী সমুদয় ছাহাবিগণই অনিবার্য্যতঃ তথায় উপস্থিত ছিলেন, এমতাবস্থায় কোন দুইজন লোকও ঐ বৃক্ষটি নির্দ্দিষ্ট করা সম্পর্কে একমত হইতে না পারা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ এবং এমতাবস্থায় পরবর্ত্তী লোকগণ কর্ত্তৃক ঐ বৃক্ষের নামে কোন একটি বৃক্ষকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া নেওয়া এবং উহার প্রতি ঐরূপ সম্মান প্রদর্শন করা কুসংস্কার বই কি হইতে পারে? বস্তুতঃ এইরূপ হইয়াও ছিল—পরবর্ত্তী লোকগণ একটি বৃক্ষকে ঐ নামে নির্দ্দিষ্ট করিয়া উহার সম্মান ও উহার দ্বারা বরকত হাসিল করা আরম্ভ করিয়াছিল। খলীফা ওমর (রাঃ)

ঐ গর্হিত বৃক্ষটির মূলোচ্ছেদ করিয়া ছিলেন; অবশ্য যদি ঐ বৃক্ষটি বাস্তবিকই নির্দ্দিষ্ট থাকিত ভবে উহা সম্মানের উপযুক্ত ও বরকত হাসিলের বস্তু গণ্য হইত।

হোদায়বিয়ার ঘটনার বিভিন্ন বর্ণনা ঃ

১৪৯৫। হাদীছ ঃ—যায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা হোদায়বিয়ার ঘটনাকালে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে যাত্রা করিলাম। একদা রাত্রে বৃষ্টি হইল; রসুলুল্লাহ (দঃ) ফজরের নামাযান্তে আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, রাত্রিকালে যে বৃষ্টি হইয়াছে তৎসম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা আমাকে একটি বিশেষ তথ্য জ্ঞাত করিয়াছেন—উহা তোমরা জান কি? আমরা আরজ করিলাম, আল্লাহ এবং আল্লার রসুলই তাহা জানেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, ঐ বৃষ্টি সম্পর্কে একদল লোক আমার প্রতি ঈমানের উক্তি ও পরিচয় দানে প্রভাত করিয়াছে, আর একদল লোক উহা সম্পর্কে আমার প্রতি কুফরী ঈমানহীনতার উক্তি ও পরিচয় দানে প্রভাত করিয়াছে। যাহারা বলিয়াছে—আল্লার রহমতে, আল্লার দানে ও আল্লার কৃপায় বৃষ্টি হইয়াছে তাহারা আমার প্রতি ঈমানের উক্তি ও পরিচয় দিয়াছে, নক্ষত্র পূজারী-রূপ উক্তি করে নাই। পক্ষান্তরে যাহারা বলে যে, অমুক নক্ষত্রের দরুণ বৃষ্টি হইয়াছে, তাহারা বস্তুত নক্ষত্রের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপনকারী, আমার প্রতি কুফরী ও ঈমানহীনতার পরিচয় দানকারী সাব্যস্ত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ—জগতের বুকে প্রবাহমান কার্য্যাবলী ও ঘটনাবলী সাধারণতঃ কার্য্যকারণের মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়া সৃষ্টিকর্ত্তারই বিধান। কিন্তু ইহা অবধারিত যে, ঐসব কার্য্যাবলী ও ঘটনাবলীর মূলস্রষ্টা হইলেন বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা এবং ঐ কার্য্যকারণের স্রষ্টাও তিনিই। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় আদরণীয় সৃষ্টি—মানবজাতির উপকারার্থে ঐসব কার্য্যকারণ ও কার্য্যাবলীকে সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিয়া থাকেন। এমতাবস্থায় যদি মানব ঐসব কার্য্যাবলী ও ঘটনাবলী সম্পর্কে সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কার্য্যকারণের প্রতি দৃষ্টি করে তবে নিশ্চয় উহা তাহার পক্ষে মস্তবড় নিমকহারামী, অকৃতজ্ঞতা ও কুফরী গণ্য হইবে। কার্য্যকারণ যাহা শুধুমাত্র বাহ্যিকবাহক ও মাধ্যম উহার আবরণে অন্ধ না হইয়া স্বীয় দৃষ্টি সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি নিবদ্ধ রাখাই মানবের কর্ত্তব্য এবং ইহাই ইসলামের শিক্ষা। ঐ কার্য্যকারণের মাধ্যম আল্লাহ তায়ালাই রাখিয়াছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং

আল্লাহ তায়ালাই এই তথ্যও প্রকাশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, সৃষ্টিকর্ত্তা আমি, তোমাদের দৃষ্টি আমার প্রতিই নিবদ্ধ রাখিও ; কার্য্যকারণের প্রতি দৃষ্টি রাখিও না। এমতাবস্থায় যে হতভাগা সৃষ্টিকর্ত্তার সেই আদেশ লঙ্ঘন পূর্ব্বক বাহ্যিক আবরণে অন্ধ হইয়া থাকিবে সে নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করিবে।

পাঠকবর্গ! আলোচ্য হাদীছে উল্লেখিত দুই প্রকার উক্তি এবং অন্যান্য জাগতিক কার্য্যাবলী সম্পর্কে এই ধরণের দুই প্রকার উক্তির পার্থক্যকে শুধু কেবল বাক্য গ্রথনি ও বাক্যের কায়দা-কানুনের পার্থক্য এবং ক্রিয়া পদের কর্ত্তা ও উপকর্ত্তা উল্লেখের পার্থক্য গণ্য করিবেন না।

অন্ধকারে নিমজ্জমান ব্যক্তিগণ ঐ বাহ্যিক কার্য্যকারণকে বাস্তব কার্য্যকারক ও মূল প্রতিক্রিয়া-সৃষ্টিকারী গণ্য করিয়া থাকে, এই সূত্রেই তাহারা ঐসব কার্য্যকারণের পূজক ও উপাসক হইয়া বসে। যদি শুধু বাক্যের মধ্যে উপকর্ত্তাপদ হিসাবে ঐসব কার্য্যকারণকে উল্লেখ করিত তবে কস্মিনকালেও উহার উপাসক হইত না। সূর্য-পূজক, চন্দ্র-পূজক, নক্ষত্র-পূজক, গাভী-পূজক, নদ-নদী পূজক এবং মহামণীষীগণের মূর্ত্তি পূজক ইত্যাদি যত গায়রুল্লাহ—আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর পূজক আছে তাহাদের এই পূজা ও উপাসনায় এই তথ্যই রহিয়াছে।

অশিক্ষিত ব্যক্তি ও জাতিকে ত শয়তান নমস্কার দান, সেজদা দান, ভোগ দান এবাদত উপাসনা ইত্যাদি পুরাতন ধরণের পূজায় পতিত করে। বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত জাতি ও ব্যক্তিগণ যাহারা স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তার সেজদা, এবাদৎ ও বন্দেগী করিতে রাজি নহে তাহাদিগকে শয়তান অন্য ধরণের পূজায় পতিত করিতেছে ; তাহারা ঐসব কার্য্যকারণের প্রতি স্বীয় দৃষ্টিকে এত গাঢ়ভাবে নিবদ্ধ করিয়াছে যে, শুধু বাক্যের মধ্যে উহাকে কর্ত্তা নির্দ্ধারণ করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, বরং বাস্তবেও উহাকেই কার্য্যকর্ত্তা ভাবিয়াছে, তাই তাহারা সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি ধাবিত না হইয়া সর্ব্বদা ঐ কার্য্যকারণ সমূহের প্রতিই ধাবিত হইয়া থাকে। এই সূত্রেই তাহারা (Godless theory) "খোদা নাই" মতের মতাবলম্বী হইয়াছে।

যদি কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র উপকর্ত্তা হিসাবে ঐরূপ কার্য্যকারণকে বাক্যে উল্লেখ করে, উহাকে বাস্তব কার্য্যকারক ও মূল প্রতিক্রিয়াশীল গণ্য না করে এবং "খোদা নাই" মতাবলম্বী না হয়, সেইরূপ হওয়ার বাহ্যিক আশঙ্কাও না থাকে— এমতাবস্থায় ঐরূপ উক্তি ও বাক্য প্রয়োগ ততটা দোষণীয় না হইলেও একেবারে দোষমুক্ত নহে এবং যথাসাধ্য ঐরূপ উক্তি পরিহার করিয়া চলা আবশ্যক। কারণ,

উহা "খোদা নাই" মতবাদের উক্তির সামঞ্জস্য। ঐরূপ উক্তির আধিক্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক ; কোন এক প্রকারের মৌখিক উক্তি যখন বারংবার মুখে আসে তখন আভ্যন্তরীণ ভাবধারার উপর প্রতিক্রিয়া ও ছাপ বসাইতে শয়তান উত্তম সুযোগ পাইয়া বসে, এবং ঐরূপ উক্তি সর্ব্বদা করিতে থাকিলে শয়তান সহজেই "খোদা নাই" মতের দিকে লইয়া যাইতে সক্ষম হয়।

এই সূত্রেই অন্য এক হাদীছে "لو—যদি" শব্দকে আল্লাহ ভিন্ন অন্যান্য অছিলা ও বাহ্যিক কার্য্যকারণ সম্পর্কে ব্যবহার করা হইতে এই বলিয়া সতর্ক করা হইয়াছে যে, "لو—যদি" শয়তানের প্রবেশ-দ্বার প্রশস্ত করিয়া থাকে। অর্থাৎ সর্ব্বদা বাহ্যিক অছিলা ও কার্য্যকারণ সমূহের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতঃ এইরূপ বলিতে থাকিলে যে, যদি এই ব্যবস্থা করিতাম তবে এই হইত, যদি অমুক ব্যবস্থা করিতাম তবে এই অবস্থা হইত না ইত্যাদি—এইরূপে মূল সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া সর্ব্বদা শুধু বাহ্যিক কার্য্যকারণ সমূহের জপনা জপিতে থাকিলে শয়তান উপরোল্লিখিত সুযোগ পাইয়া থাকে ; ইহাকেই শয়তানের দরওয়াজা প্রশস্ত হওয়া বলা হইয়াছে।

১৪৯৬। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম চারিটি ওম্‌রা করিয়াছিলেন। বিদায় হজ্জকালীন কৃত ওম্‌রাটি ব্যতীত অন্যান্য প্রত্যেকটিই জিল্‌কদ মাসে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। হোদায়বিয়ার (অসম্পূর্ণ) ওম্‌রাটি জিলকদ মাসে এবং পরবর্ত্তী বৎসর উহার কাজা ওম্‌রাটিও জিল্‌কদ মাসে এবং হোনায়েন জেহাদে জয় লাভের পর মক্কার অনতিদূরে অবস্থিত "জেয়েরুরাণা" নামক স্থান হইতে যেই ওম্‌রাটি করিয়াছিলেন উহাও জিল্‌কদ মাসে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

১৪৯৭। হাদীছ ঃ—বরা ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হোদায়বিয়ার ঘটনা উপলক্ষে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে তাঁহারা সংখ্যায় চৌদ্দশত বা আরও কিছু অধিক ছিলেন। এই অধিক সংখ্যক লোক যখন হোদায়বিয়া এলাকার কূপটির নিকট অবতরণ করিলেন তখন অল্প সময়ের মধ্যেই উহার পানি নিঃশেষ হইয়া গেল। সকলেই হযরত (দঃ)-এর নিকট পানির অভাবের অভিযোগ লইয়া উপস্থিত হইল। হযরত (দঃ) কূপটির নিকটবর্ত্তী বসিলেন এবং উহা হইতে সংগৃহীত কিছু পরিমাণ পানি উপস্থিত করিতে বলিলেন। তাহা করা হইল ; হযরত (দঃ) ঐ পানির মধ্যে স্বীয় থুৎনী দিলেন

এবং দোয়া করিয়া ঐ পানি কূপে ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, কিছুক্ষণের জন্য পানি উত্তোলন বন্ধ রাখ। অতঃপর কূপে এত অধিক পানি আসিতে লাগিল যে, উপস্থিত সকল মানুষ এবং তাহাদের যানবাহন পানি পানে তৃপ্ত হইল, এমনকি যত সময় তাহারা তথায় অবস্থানরত ছিলেন, ঐ পানি তাহাদের জন্য যথেষ্ট হইল।

১৪৯৮। হাদীছ ঃ—সালেম (রাঃ) জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হোদায়বিয়ার ঘটনা উপলক্ষে একদিন সকলেই পানির অভাবে পতিত হইল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে একটি পাত্রে পানি ছিল। হযরত (দঃ) উহা হইতে অজু করিলেন, এবং অতঃপর সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা অস্থির কেন? সকলেই আরজ করিলেন, আপনার সম্মুখের পাত্রে যে পানিটুকু আছে উহা ব্যতীত আমাদের পানীয় বা অজু করার আর কোন পানি নাই। তখন হযরত (দঃ) স্বীয় হস্ত ঐ পাত্রের মধ্যে রাখিলেন। তৎক্ষণাৎ হযরতের আঙ্গুল সমূহের মধ্য দিয়া ঝরণার ন্যায় পানি উথলাইয়া উঠিতে লাগিল। আমরা সকলে ঐ পানি পানে তৃপ্ত হইলাম এবং অজু করিলাম।

আমি জাবের (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন আপনাদের সংখ্যা কি ছিল? তিনি বলিলেন, আমাদের সংখ্যা প্রায় পনর শত ছিল; অবশ্য আমরা একলক্ষ হইলেও ঐ পানি আমাদের জন্য যথেষ্ট হইত।

১৪৯৯। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) মক্কার এলাকায় হাজ্জাজ ইবনে ইউছুফ কর্তৃক ইবনে যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালিত করার বৎসর বাইতুল্লাহ শরীফে যাওয়ার ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার পুত্রগণের মধ্য হইতে কেহ কেহ বলিলেন, এই বৎসর মক্কা শরীফ যাওয়া স্থগিত রাখিলেই উত্তম হইত। (তথায় যুদ্ধ বিরাজমান, তাই) আশঙ্কা হয়, আপনি বাইতুল্লাহ শরীফ পর্য্যন্ত পৌঁছিতেই সক্ষম হইবেন না।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তদুত্তরে বলিলেন, আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে (মক্কা শরীফ) যাইতেছিলাম। কোরায়েশ গোত্রীয় কাফেররা হোদাবিয়ার এলাকায় প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইল। তখন হযরত (দঃ) আল্লার নামে উৎসর্গকৃত জানোয়ার সমূহ জবেহ করিয়া দিলেন এবং ছাহাবীগণ মাথা মুণ্ডাইয়া বা চুল কাটিয়া এহ্‌রাম ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন। অতএব আমি তোমাদিগকে সাক্ষ্য রাখিয়া বলিতেছি, আমি ওমরা করার নিয়োতে যাত্রা করিলাম; যদি বাইতুল্লাহ শরীফ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে সক্ষম হই তবে ওমরার কার্য্যাদি

আদায় করিব, আর যদি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় তবে আমিও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ন্যায় (এহ্রাম ভঙ্গ করিয়া অন্য বৎসর কাজা) করিব। কতদূর পথ অতিক্রম করার পর তিনি বলিলেন, প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হইলে হজ্জ ও ওমরার মাছআলাহ সমপর্য্যায়ের, তাই আমি ওমরার সঙ্গে হজ্জেরও নিয়্যেত করিতেছি। অতঃপর তিনি এক তওয়াফ ও এক ছায়ী দ্বারা উভয় ব্রত সম্পন্ন করিলেন। তাঁহার সম্মুখে কোন বাধার সৃষ্টি হইল না।

হোদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির বিশেষ গুরুত্ব ঃ

বাহ্যিক দৃষ্টিতে এই সন্ধি চুক্তির শর্ত্ত সমূহ মোসলমানদের পক্ষে পরাজয় বরণ ও নতি স্বীকারের শামিল ছিল, যেরূপ অধিকাংশ ছাহাবীগণ বিশেষতঃ ওমর (রাঃ) উপস্থিত ক্ষেত্রে বুঝিতেছিলেন। কিন্তু উহার ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া ছিল মোসলমানদের পক্ষে অতি মঙ্গলময় এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিতে ছিল বিরাট সাফল্য। নিম্নে কতিপয় বিষয়ের ইঙ্গিত দান করা হইতেছে।

[১] এই সন্ধি সম্পাদনের দ্বারাই মোসলমান জাতি স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বী আরব দেশের সেরা মক্কাবাসী কোরায়েশগণ কর্ত্তৃক রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদার স্বীকৃতি লাভ করিয়া ছিল তথা বিশ্ব-শক্তির একটি অঙ্গরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। রাজনৈতিক দৃষ্টিতে ইহা একটি অতি মূল্যবান মর্য্যাদা। বর্ত্তমান যুগেও দেখা যায় কোন নূতন রাষ্ট্র বিশ্বশক্তির স্বীকৃতি লাভের জন্য কত চেষ্টাই না করিয়া থাকে।

[২] হযরত মোহাম্মদ (দঃ) শুধু মদিনা বা মক্কার নবী ছিলেন না, তিনি বিশ্ব নবী। কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত মোসলমানগণ স্বীয় দেশ ও জাতি কর্ত্তৃক শক্তি ও মর্য্যাদাবানরূপে স্বীকৃত হইয়া শান্তি, শৃঙ্খলা ও অবকাশ লাভের সুযোগ না পাওয়ায় বহির্জগতের সঙ্গে হযরত (দঃ) যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইতে ছিলেন না। সন্ধি সম্পাদন দ্বারা শান্তি ও অবকাশ লাভের সঙ্গে সঙ্গে রসুলুল্লাহ (দঃ) দ্রুত ঐ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইলেন। বিশ্ববাসীর জন্য বিশ্বনবী যে সত্যের সওগাত, মঙ্গল ও কল্যাণের ধর্ম্ম বহন করিয়া আনিলেন সর্ব্বজনে উহা পরিবেশন করিতে পারিলেই হইবে উহার সার্থকতা। হযরত (দঃ) তৎকালীন বৃহৎ শক্তিদ্বয়—রোম সম্রাট ও পারশ্য সম্রাট এবং অন্যান্য শাসন ক্ষমতাধিকারীগণ, এমন কি আরবের বিশিষ্ট গোত্রীয় সর্দ্দারগণের নিকট লিপি প্রেরণ করিলেন এবং প্রত্যেককে ইসলামের প্রতি আকুল আহ্বান জানাইলেন।

কতিপয় নাম যাহাদের নিকট রসুলুল্লাহ (দঃ) লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন—

(১) রোম সম্রাট—হেরাকল; তাহার নিকট দেহ্ইয়া কল্বী (রাঃ) মারফৎ লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন; বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ড ৬নং হাদীছে।

(২) পারস্য সম্রাট—খুসরুপরবেজ; তাহার নিকট আবদুল্লাহ ইবনে হোযাফা (রাঃ) মারফৎ লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন; সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

(৩) মিশর অধিপতি মোকাওকাস্; তাহার নিকট হাতেব ইবনে আবু বল্তায়া (রাঃ) মারফৎ লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। সে ইসলাম গ্রহণ করে নাই, কিন্তু আদবের সহিত পত্রের উত্তর প্রদান করিয়াছিল এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অস ল্লামের সম্মানার্থে হাদিয়া পাঠাইয়াছিল।

(৪) আবিসিনিয়া অধিপতি নাজ্জাশী; তাঁহার নিকট আম্র ইবনে উমাইয়া (রাঃ) মারফৎ লিপি পাঠাইয়াছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হোদায়বিয়ার সন্ধি দ্বারা শান্তি ও অবকাশ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে রসুলুল্লাহ (দঃ) এইরূপে সারা বিশ্বে ইসলামের দাওয়াত ও আহ্বান পৌঁছাইতে পারিয়াছিলেন।

[৩] হোদায়বিয়ার সন্ধির পূর্ব্বে মোসলমান ও মক্কাবাসী কোরায়েশদের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বিদ্যমান থাকায় পরস্পর মেলামেশার কোন সুযোগ ছিল না, তাই মোসলমানদের মূল উদ্দেশ্য—দ্বীন ইসলামকে প্রসারিত করা এবং উহার বাস্তব পন্থা—দ্বীন ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ সমূহের খাঁটীত্ব ও বাস্তবতা এবং মন মুগ্ধকর গুণাবলী ও মোসলমানদের অমায়িকতার দ্বারা মানুষের মন জয় করা; এই বাস্তব ও সহজ পন্থায় উদ্দেশ্যের সফলতা লাভ হইতেছিল না। মক্কাবাসী কোরায়েশরা মোসলমানদিগকে যাচাই করার এবং ইসলাম সম্পর্কে নীরব চিন্তা করার অবকাশ পাইতেছিল না। হোদায়বিয়ার সন্ধি দ্বারা শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপিত হওয়ায় মক্কাবাসিরা মোসলমানদের সঙ্গে মেলামেশার এবং ইসলামকে নীরব চিত্তে ভাবিয়া দেখার প্রয়াস পাইল, যাহার ফলে অনেকে ইসলামের ছায়াতলে ছুটিয়া আসিল, তাই হোদায়বিয়ার সন্ধি মোসলমানদের পক্ষে বাহ্যিক দৃষ্টিতে যাহাই হউক, কিন্তু মন ও অন্তর জয় করার পথে বিরাট সাফল্য ছিল।

কোরায়েশদের দক্ষিণ হস্ত ও গর্ব্বের পাত্র, ইতিহাস প্রসিদ্ধ বীর খালেদ ইবনে অলীদ এবং আরবের অদ্বিতীয় কূটনীতিবিদ আম্র ইবনুল আছ সন্ধিকালীন শান্ত পরিবেশে ইসলামের কোলে স্থান সংগ্রহ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এমনকি এই সুযোগে সকল মক্কাবাসিই ইসলামের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া ছিল।

সার কথা—এই সন্ধির সুযোগেই ইসলাম তাহার গুণবলে শত্রুতার দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করিয়া শত্রুর অন্তর্লোকে প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছিল।

[৪] হোদায়বিয়ার সন্ধি দ্বারা শান্তি ও অবকাশ সৃষ্টির সুযোগে মোসলমানগণ অর্থনৈতিক উন্নতি ও শক্তি সঞ্চয়ের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। দুই বৎসরের মধ্যে মোসলমানগণ এতদূর শক্তিশালী হইয়া ছিলেন যে, যেই মক্কাবাসিরা মোসলমানগণকে কোন কিছু গণ্য করিত না, সন্ধির দুই বৎসর পর যখন মক্কাবাসিগণ কর্তৃক গোপনে চুক্তি ভঙ্গের দরুন মোসলমানগণ মক্কা আক্রমণ করিলেন তখন সেই মক্কাবাসিরা নিজ বাড়ীতে থাকিয়া আত্মরক্ষা মূলক সংগ্রামেও মোসলমানদের মোকাবিলায় পূর্ণ অবতরণে সাহসী হইল না; একপ্রকার বিনাবাধায় মোসলমানগণ মক্কা অধিকার করিতে প্রয়াস পাইলেন। অতএব মক্কা বিজয় যাহা মোসলমানদের পক্ষে বিজয় লাভের চরম সীমা ছিল, কারণ মক্কা বিজয়ের পরেই আরবের বিভিন্ন বস্তি ও গোত্র সমূহ দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে সমবেত হইতে লাগিল—এই বিরাট সাফল্যের গোড়ায় নিহিত ছিল একমাত্র হোদায়বিয়ার সন্ধির বদৌলতে সঞ্চিত শক্তি।

হোদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তির উক্ত ফলাফল সমূহ দৃষ্টে সর্ব্বজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালা পূর্ব্বাহ্নেই এই সন্ধি-চুক্তিকে ইহার বাহ্যিক রূপের বিপরীত "فتح مبين—সুস্পষ্ট বা মহা বিজয়" নামে আখ্যায়িত করিয়া পবিত্র কোরআনের আয়াত রূপে নাযেল করেন, انا فتحنا لك فتحا مبينا—আমি আপনার জন্য মহা বিজয় প্রতিষ্ঠা করিয়া দিলাম। আল্লার রসুলও উহাকে মহা বিজয়রূপেই বরণ করিলেন; উক্ত আয়াত নাযেল হইলে পর হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ওমর (রাঃ)কে ডাকিয়া আনিলেন এবং এই আয়াত তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন। ওমর (রাঃ) চমকিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, اهذا هو الفتح المبين—ইহা কি মহা বিজয়? রসুলুল্লাহ (দঃ) গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, হাঁ—ইহা মহা বিজয়। পরবর্ত্তী প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল সকলের নজরেই উজ্জলরূপে প্রতীয়মান করিয়া দিল যে, বাস্তবিকই ঐ সন্ধি দ্বারা সুস্পষ্ট বিজয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

১৫০০। হাদীছঃ—বরা (রাঃ) একদা বলিলেন, তোমরা মক্কা বিজয়কে অতি বড় জয়লাভ গণ্য করিয়া থাক, অবশ্য ইহা সত্য যে মক্কা বিজয় অতি বড় জয়লাভ ছিল, কিন্তু আমরা হোদায়বিয়ার ঘটনা উপলক্ষে বায়আ'তে-রেজওয়ান (তথা উহার ফলাফল—মক্কাবাসিগণ কর্তৃক সন্ধি-চুক্তিতে সম্মত হওয়া)কে বড় জয়লাভ

গণ্য করিয়া থাকিতাম। আমরা চৌদ্দশত মোসলমান নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে সেই হোদায়বিয়ার ঘটনায় উপস্থিত ছিলাম।

হোদায়বিয়া বস্তুতঃ একটি কূপের নাম, আমরা এত লোক তথায় অবস্থানরত হইলে পর অল্প সময়ের মধ্যেই উহা শুষ্ক হইয়া যায়, উহার মধ্যে এক ফোটা পানিও থাকে না। হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই সংবাদ জ্ঞাত হইলেন। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাই অসাল্লাম ঐ কূপের কিনারায় আসিয়া বসিলেন, অতঃপর পানির একটি পাত্র আনাইলেন এবং অজু আরম্ভ করিয়া কুলির পানি কূপে ফেলিলেন এবং দোয়া করিলেন। আমরা অল্প সময় কূপের পানি উঠান হইতে বিরত থাকিলাম। অতঃপর আমাদের যানবাহনের জন্যও আমাদের ইচ্ছানুযায়ী পানি উহা হইতে বাহির করিলাম। ৫৯৮ পৃঃ

১৫০১। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, পবিত্র কোরআনের আয়াত انا فتحنا لك فتحا مبينا "আমি আপনার জন্য মহাবিজয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছি" এস্থলে হোদায়বিয়ার ঘটনাকে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। উক্ত আয়াত সংলগ্ন আরও আয়াত আছে—

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ......

অর্থ—(সেই জয়লাভ তথা হোদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির বদৌলতে) আল্লাহ তায়ালা আপনার আগে-পরের সমস্ত খাতা-কছুর মাফ করিবেন, আপনার প্রতি আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নেয়ামত সম্পূর্ণ করিবেন, আপনাকে সরল সত্য পথের (তথা দ্বীন-ইসলামের) উপর (বাধা মুক্তরূপে) অগ্রসর হইবার সুযোগ দিবেন এবং সম্মান ও মর্য্যাদাশীল প্রাধান্য দান করিবেন। (২৬ পাঃ ছুরা ফাতাহ্)

এই আয়াত নাযেল হইলে ছাহাবিগণ আরজ করিলেন, অতি সুন্দর সুসংবাদ ইহা, কিন্তু আমাদের সম্পর্কে সুসংবাদ কি? তখন এই আয়াত নাযেল হইল—

لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ......

অর্থ—(হোদায়বিয়ার ঘটনায় আল্লাহ তায়ালা মোসলমানগণকে ধৈর্য্য ধারণের শিক্ষা ও সুযোগ প্রদান করিয়াছেন), এই উদ্দেশ্যে যে মোমেন পুরুষ ও

নারীকে বেহেশতে পৌঁছাইবেন যাহার মনোরম বাগ-বাগিচার মধ্যে সুশীতল নহর প্রবাহমান থাকিবে এবং তাহাদের গোনাহ সমূহ মাফ করিয়া দিবেন। এইসব ব্যবস্থাই আল্লাহ তায়ালার নিকট অতি বড় উন্নতি ও সাফল্য গণ্য হয়। ৬০০ পৃঃ

ব্যাখ্যা ঃ— হোদায়বিয়ার ঘটনার বদৌলতে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সম্পর্কে চারিটি সুসংবাদ প্রদান করা হইয়াছে—

(১) আগে-পরের সমস্ত খাতা-কছুর মাফ করা; তাহা এইরূপে যে, উক্ত ঘটনার দ্বারা অধিক লোক মোসলমান হওয়ার পথ প্রশস্ত হইয়াছিল— ورايت الناس يدخلون فى دين الله افواجا —আপনি দেখিতে পাইবেন, দলে দলে লোক আল্লার দীনে দীক্ষিত হইতেছে। কাহারও অছিলায় কেহ ইসলাম গ্রহণ করিলে ঐ ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রাপ্ত ও মর্য্যাদাশীল গণ্য হইয়া থাকে; এই সূত্রে অধিক লোক মোসলমান হওয়ায় রসুলুল্লাহ (দঃ) সেই মান-মর্য্যাদা লাভ করিলেন।

(২) আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নেয়ামত সম্পূর্ণ করিবেন; তাহা এইরূপে যে, এই ঘটনার বদৌলতে ইসলামের পথ প্রশস্ত হওয়ায় অধিক লোক ইসলাম গ্রহণ করিবে এবং উহার বদৌলতে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) মান-মর্য্যাদা ও আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যের চরম সীমায় পৌঁছিবার সৌভাগ্য লাভ করিবেন।

(৩) সরল পথ তথা দ্বীন-ইসলামের উপর অগ্রসর হওয়ার সুযোগ লাভ; তাহা এইরূপে যে, এই ঘটনার বদৌলতে শান্তি ও অবকাশ পাইয়া মোসলমানগণ প্রচুর শক্তি সঞ্চয়ে সক্ষম হইবে যদ্বারা কাফেররা অতি সহজে পরাজিত হওয়ায় দ্বীম-ইসলামের পথ হইতে মস্ত বড় বাধা দূরীভূত হইবে।

(৪) সম্মান ও মর্য্যাদাশীল প্রাধান্য লাভ করা; তাহা এইরূপে যে, এই ঘটনার বদৌলতে সঞ্চিত শক্তির অছিলায় মক্কা জয় হইবে অতঃপর সমস্ত আরব ভূ-খণ্ডের উপর আধিপত্য স্থাপিত হওয়ার পথ সুগম হইবে।

ইতিহাস সাক্ষী যে, ষষ্ঠ হিজরী সনে হোদায়বিয়ার ঘটনায় সন্ধি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উল্লেখিত প্রত্যেকটি সুসংবাদই বাস্তবে রূপায়িত হইয়াছিল।

ছাহাবিগণের জন্য সুসংবাদ দান করা হইয়াছিল যে, তাঁহারা বেহেশত লাভ করিবেন এবং ক্ষমাপ্রাপ্ত হইবেন; তাহা এইরূপে যে, এই ঘটনা উপলক্ষে ছাহাবীগণ বিপরীত দুইটি গুণের পরিচয় দান কবিয়াছিলেন। প্রথম—আল্লার রসূলের আহ্বানে জান-মাল সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করতঃ জেহাদের জন্য বায়আ'ত ও

অঙ্গীকার করিলেন। দ্বিতীয়—সকল প্রকার উস্কানী মূলক ও অসংগত দাবীর উপর ধৈর্য্যধারণ করতঃ আল্লার রসুলের পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। দ্বীনের জন্য উৎসর্গতা এবং আল্লার রসুলের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। দ্বীনের জন্য উৎসর্গতা এবং আল্লার রসুলের আনুগত্য, দুনিয়া-আখেরাতের কামিয়াবী ও বেহেশত লাভ ইত্যাদির প্রধান অবলম্বন।

হোদায়বিয়ার ঘটনায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের ফজিলত ঃ

১৫০২। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হোদায়বিয়ার ঘটনা উপলক্ষে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, তোমরা ভূ-পৃষ্ঠের শ্রেষ্ঠতম মানুষ। ঐ ঘটনায় আমরা চৌদ্দশত সংখ্যক ছিলাম। তথায় যেই স্থানে গাছের তলায় বসিয়া আমরা বায়আ'তে-রেজওয়ান করিয়াছিলাম, বর্ত্তমানে আমার দৃষ্টিশক্তি বিদ্যমান থাকিলে আমি হয়ত তোমাদিগকে ঐ স্থানটি দেখাইতে সক্ষম হইতাম। ৫৯৮ পৃঃ

১৫০৩। হাদীছ ঃ—ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খাদেম আসলাম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি খলিফা ওমরের সঙ্গে যাইতে ছিলাম; একটি বয়স্কা রমণী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, হে আমীরুল-মোমেনীন! আমার স্বামী এন্তেকাল করিয়াছেন, কতিপয় শিশু সন্তান রাখিয়া গিয়াছেন। তাহাদের জন্য বকরীর পায়ের খুরা পাকাইয়া আহারের ব্যবস্থা করার সামর্থও নাই, কোন শস্য-ফসলের ব্যবস্থা বা গাভী ছাগলও নাই; অনাহারে তাহারা এইরূপ হইয়া গিয়াছে যে, আশঙ্কা হয়, মুর্দ্দারখোর জন্তু—বিজ্জু তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিবে। আমার পিতা খোফাফ্ ইবনে আইমা (রাঃ); তিনি হোদায়বিয়ার ঘটনায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গী ছিলেন।

খলীফা ওমর (রাঃ) স্বীয় উদ্দেশ্য পথে অগ্রসর না হইয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত ঐ রমণীটির অভিযোগ শ্রবণ করিলেন। অতঃপর রমণীটিকে ধন্যবাদ দান করতঃ স্বীয় বাড়ী আসিয়া একটি মোটা-তাজা উটের পৃষ্ঠে দুই বস্তা খাদ্য বস্তু, অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ এবং কাপড়-চোপড় রাখিয়া উটের নাকা-দড়িটি ঐ রমণীর হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, তুমি এইসব লইয়া যাও, ইহা শেষ হইতে হইতে আশাকরি আল্লাহ তায়ালা তোমার সুব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

এক ব্যক্তি বলিল, আমীরুল-মোমেনীন। রমণীটিকে অত্যধিক দিয়াছেন। ওমর (রাঃ) তাহাকে ভর্ৎসনা পুর্ব্বক বলিলেন, তাহার বাপ-ভাই যেই রাজত্ব জয় করিয়া গিয়াছেন সেই রাজত্বে তাঁহাদের অর্জিত সম্পদই আমরা ভোগ করিতেছি।

১৫০৪। হাদীছ ঃ—আসলাম (রঃ) ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, ওমর (রাঃ) (হোদায়বিয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের) ছফরে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। ঐ সময় ওমর (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে কোন একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ; রসুলুল্লাহ (দঃ) কোন কিছু উত্তর করিলেন না, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন এইবারও তিনি কোন উত্তর দিলেন না। তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতেও উত্তর পাইলেন না। ওমর (রাঃ) নিজকে নিজে তিরস্কার করিলেন যে, তিনবার রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বিরক্ত করিলেন, কিন্তু একবারও রসুলুল্লাহ (দঃ) উত্তর দিলেন না।

ওমর (রাঃ) বলেন, আমি ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িলাম যে, (রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বিরক্ত করার ফলে আমার প্রতি ভর্ৎসনা করিয়া) কোন আয়াত নাযেল হইয়া পড়ে না কি। এই ভয়ে আমি আমার উটকে হাঁকাইয়া সকলের অগ্রে চলিয়া গেলাম, (যেন আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নজরে না পড়ি।) কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই এক ব্যক্তি আমার নাম ধরিয়া ডাকিল। আমি মনে মনে বলিলাম, যাহা ভাবিয়াছিলাম যে, আমার বিরুদ্ধে কোরআনের আয়াত নাযেল হয় না কি ? (তাহাই হইয়াছে বুঝি।) এই ভাবনা লইয়া আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম এবং সালাম করিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, অদ্য আমার প্রতি একখানা আয়াত নাযেল হইয়াছে, উহা আমার নিকট দুনিয়ার সব ধন-দৌলত অপেক্ষা অধিক প্রিয়। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি তেলাওয়াত করিলেন— انا فتحنا لك فتحا مبينا। "আমি আপনার জন্য সুস্পষ্ট বিজয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।" ৬০০ পৃঃ

ব্যাখ্যা ঃ—সম্পূর্ণ আয়াতটি হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) সম্পর্কে এবং মোসলমানগণ সম্পর্কে কতিপয় সুসংবাদ সম্বলিত ছিল যাহার বিবরণ পুর্ব্বে উল্লেখ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন হোদায়বিয়ার সন্ধির বাহ্যিক নতি স্বীকারের আড়ালে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বিরাট বিজয় ও সাফল্যতার যে ছবি দেখিতে ছিলেন, এই আয়াত উহারই ঘোষণা দিতেছিল ; তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) এই আয়াতটিকে বিশেষ প্রিয় বস্তুরূপে

গ্রহণ করিলেন এবং ঐ সন্ধির বাহ্যিক অবস্থা দৃষ্টে ওমর (রাঃ) সর্ব্বাধিক মনক্ষুণ্ণ ছিলেন ; তাই তাঁহাকে ডাকিয়া হযরত (দঃ) ঐ আয়াতটি শুনাইয়া দিলেন।

১৫০৫। হাদীছ ঃ—মোছাইয়্যেব (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি বরা ইবনে আযেব (রাঃ) ছাহাবীর সাক্ষাতে উপস্থিত হইলাম এবং আরজ করিলাম, আপনার জন্য ত মস্ত বড় সুসংবাদ—আপনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবী হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন এবং হোদায়বিয়ার ঘটনা উপলক্ষে বায়আ'তে-রেজওয়ানের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। তিনি তদুত্তরে বলিলেন, হে ভ্রাতষ্পুত্র! তুমি ত অবগত নও—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ইহকাল ত্যাগের পর আমরা কি কি বিপরীত কার্য্য করিয়াছি। ৫৯৯ পৃঃ

ব্যাখ্যা ঃ—বরা ইবনে আযেব (রাঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী ছিলেন। কিন্তু স্বীয় গুণের প্রতি নজর না রাখা এবং আল্লার দরবারে নিজেকে অপরাধী গণ্য করাই মহত্বের পরিচয়।

ছোট একটি অভিযান

১৫০৬। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, "ওকল" এবং "ওরায়না" গোত্রদ্বয়ের কতিপয় লোক মদিনায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া বাহ্যিক ইসলামের স্বীকৃতি প্রকাশ করিল। মদিনার আবহওয়া তাহাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল না হওয়ায় তাহারা শোথাক্রান্ত হইয়া গেল। তাহারা হযরতের নিকট আরজ করিল যে, আমরা খোলা মাঠে থাকিতে ও দুগ্ধ পানে অভ্যস্ত, বস্তির মধ্যে থাকা এবং শাক-শব্জি খাওয়ায় আমরা অভ্যস্ত নহি, (আমাদের জন্য উন্মুক্ত স্থান ও দুধের ব্যবস্থা করিয়া দিন।)

মদিনা শহর হইতে বাহিরে একস্থানে হযরতের (এবং বায়তুল-মালের) কতকগুলি উট রক্ষিত ছিল ; হযরত (দঃ) তাহাদিগকে তথায় চলিয়া যাইতে এবং (তাহাদের ব্যাধি দৃষ্টে) তাহাদিগকে তথায় উটের দুগ্ধ ও চনা ব্যবহার করার পরামর্শ দান করিলেন। তাহারা তথায় যাইয়া যখন রোগমুক্ত হইল তখন তথায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যে রাখাল ছিল তাহাকে (পৈশাচিক-রূপে) হত্যা করিয়া ফেলিল এবং উট সমূহ লইয়া পলায়ন করিল।

হযরত (দঃ) সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন, তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে পাকড়াও করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। ঐ দিনই তাহাদিগকে বন্দী করিয়া উপস্থিত করা

হইল। হযরত (দঃ) তাহাদের প্রতি কঠোর দণ্ডাদেশ দান করিলেন যে, উত্তপ্ত শলাকা দ্বারা তাহাদের চক্ষু ঘায়েল করা হউক এবং এক হাত ও এক পা কাটিয়া রক্ত বন্ধের ব্যবস্থা ব্যতিরেকে ফেলিয়া রাখা হউক; তাহাই করা হইল এবং তাহাদিগকে রৌদ্রে ফেলিয়া রাখা হইল, তাহারা পানি চাহিল; পানি দেওয়া হইল না, (পিপাসায় তাহারা মাটি চাটিতে ছিল;) এইরূপে তাহাদের মৃত্যু হইল।

ব্যাখ্যা ঃ—তাহাদের শাস্তির কঠোরতা সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছে যত রকমের ব্যবস্থা উল্লেখ আছে অনুবাদের মধ্যে সবই একত্রে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এখন তাহাদের অপরাধ ও বর্ব্বরতার ফিরিস্তি শুনুন।

(১) হযরত (দঃ) তাহাদের অত্যন্ত উপকার করিয়াছিলেন যে, নিজের এবং বাইতুল মালের উট সমূহের দুগ্ধ বিনা মূল্যে পান করার সুযোগ দান করতঃ রোগ মুক্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন; কি পিশাচ তাহারা যে, রোগমুক্তির পর সেই উপকারের প্রতিদানে তাহারা হযরতের রাখালকে অমানুষিকতার সহিত অত্যন্ত নির্মম ও নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করিয়া ফেলে। "যোরক্কানী" নামক কেতাবে বর্ণিত আছে যে, তাহারা তাঁহার চোখে এবং জিহ্বায় বড় বড় কাঁটা বিদ্ধ করিয়া দেয়, তাঁহার অঙ্গ সমুহ কাটিয়া ফেলে অতঃপর তাঁহাকে জবাই করে।

সেই রাখাল ছিলেন অতি নিরীহ অতি সাধু প্রকৃতির, হযরতের ক্রীতদাস, তাঁহার নাম ছিল "ইয়াসার" তিনি অত্যাধিক নামাজ পড়িতেন; হযরত (দঃ) তাঁহার নামাযে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আজাদ ও মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন এবং ঐসব উটের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এমন মহৎ ব্যক্তিকে ঐ পিশাচগণ নির্মমভাবে হত্যা করিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে বরং কোন কোন হাদীছের ইঙ্গিতে একদল ঐতিহাসিকের মত এই যে, তথায় একাধিক রাখাল ছিল, ঐ নরপিশাচগণ তাহাদের সকলকেই নির্ম্মমভাবে হত্যা করিয়াছিল।

(২) মদিনায় মোনাফেক অনেকই ছিল, কিন্তু মনুষ্যত্বহীন ঐ নরপিশাচগণ মোনাফেকীর সঙ্গে সঙ্গে মোসলমানদের জান-মাল বিপন্ন করার এমন এক ভয়ঙ্কর পন্থার সূত্রপাত করিল যে, প্রকাশ্যে মোসলমানদের দলভুক্ত থাকিয়া সুযোগ প্রাপ্তে মোসলমানদের জান-মাল ক্ষতি করিয়া পলায়ন করিয়া যাওয়া।

(৩) ইসলামের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লওয়ার পর তাহারা ইসলাম ও মোসলমানদের বিদ্রোহী হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন নরহত্যা, লুণ্ঠনের অপরাধ ত ছিলই।

অপরাধীকে সমুচিত শাস্তি প্রদানে কোন প্রকার দয়া প্রদর্শন বস্তুতঃ শাস্তিকামী জনসাধারণের উপর অন্যায়-অত্যাচারের শামিল এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ঐরূপ করিলে তাহা তাহার কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব পালনে অবহেলা ও ত্রুটিই হইবে না শুধু, বরং জনসাধারণের জান-মাল বিপন্ন করার সহায়তা করার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইবে। এতদ্ভিন্ন ঐ নরপিশাচগণ উক্ত অপরাধ সমূহের সর্ব্বপ্রথম উদ্যোক্তা ছিল—ইতিপূর্ব্বে মোসলমানদের দলভুক্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা ঐরূপ কার্য্য হয় নাই। অঙ্কুরেই যদি আদর্শ শাস্তি প্রদান করিয়া এইরূপ পন্থাকে বন্ধ করার ব্যবস্থা করা না হইত, তবে জনসাধারণের নিরাপত্তা ব্যহত হইত এবং প্রতিটি সুযোগেই এইরূপ ঘটনা ঘটিতে থাকিত।

উল্লেখিত অপরাধ ও বিষয়াবলী দৃষ্টে রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। লুণ্ঠনের অপরাধে কোরআনে বর্ণিত হাত-পা কাটিবার আদেশ দিয়াছিলেন এবং নরহত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ড দিয়াছিলেন। নরহত্যায় পৈশাচিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা দৃষ্টে শাস্তিকে কঠোরতর করার জন্য গরম শলাকা দ্বারা চক্ষু ঘায়েল করার এবং পানি হইতে বঞ্চিত রাখার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মোসলেম শরীফে বর্ণিত আছে, মূল ঘটনার রাবী স্বয়ং আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহাদের চোখে গরম শলাকা দেওয়ার কারণ এই ছিল যে, তাহারা রাখালগণের চোখে গরম শলাকা দিয়াছিল।

ইমাম বোখারী (রঃ) এস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন যে, (ঐ ঘটনায় অপরাধীদের অপরাধ দৃষ্টে) হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (তাহাদের চক্ষু ঘায়েল করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু) অতঃপর তিনি এইরূপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

এক হাদীছে সাধারণ বিধি এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, নরহত্যার দায়ে প্রাণদণ্ড একমাত্র তরবারীর দ্বারাই সমাধা করিতে হইবে।

জী-ক্বারাদের অভিযান

"জী-ক্বারাদ" মদিনা হইতে দুই দিনের পথে অবস্থিত একটি ঝর্ণার নাম। এই অভিযানে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ এলাকা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন, তাই এই অভিযান ঐ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহ আলাইহের মতে এই অভিযানটি ষষ্ঠ হিজরীর শেষ বা সপ্তম হিজরীর প্রথমভাগে খয়বরের জেহাদের তিন দিন পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

১৫০৭। হাদীছ ঃ—সালামাতাবনুল-আকওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, জী-ক্বারাদের নিকটবর্ত্তী ("গাবাহ্" নামক স্থানে) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কতকগুলি উট চরিয়া বেড়াইত এবং তথায় রক্ষিত ছিল। আমি (ঘটনার দিন) শেষ রাতে ফজরের নামাজের আজানের পূর্ব্বে ঐদিকে যাইতেছিলাম। আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ক্রীতদাস আসিয়া আমাকে সংবাদ দিল, হযরতের উটগুলি লুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম লুণ্ঠনকারী কে ? সে বলিল, গাতাফান গোত্রীয় লোক।

সালামা (রাঃ) বলেন, তখন আমি যে স্থানে ছিলাম তথা হইতেই তিনবার চীৎকার করিয়া মদিনা শহরবাসী সকলকে সতর্ক করিতে এবং স্বীয় আওয়াজ পৌঁছাইতে সক্ষম হইলাম। অতঃপর আমি সম্মুখ পানে দ্রুত ছুটিলাম, এমন কি আমি লুণ্ঠনকারী দলকে পাইয়া ফেলিলাম ; তাহারা একস্থানে পানি পান করিতেছিল। আমি তাহাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। আমি তাহাদিগকে সন্ত্রস্ত করিবার জন্য প্রতিটি তীর নিক্ষেপের সময় বলিতাম, "আমি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আক্ওয়ার বেটা ; আজ কমীনা ও অসভ্য লোকদিগকে নিপাত করার দিন।" এইরূপে আমি তাহাদিগকে তীর বর্ষণের দ্বারা হাঁকাইতে লাগিলাম। তাহারা বেগতিক দেখিয়া আমার হাত হইতে রক্ষা পাইতে দ্রুত দৌড়িবার উদ্দেশ্যে হাল্কা-পাতলা হইবার জন্য লুণ্ঠিত উটগুলি এক এক করিয়া পেছনে ছাড়িতে আরম্ভ করিল। এইরূপে লুণ্ঠিত সমুদয় উট তাহাদের কবল হইতে উদ্ধার করিলাম, কিন্তু আমি ক্ষান্ত হইলাম না ; অতঃপর তাহারা স্বীয় কাপড়-চোপড় ইত্যাদি পেছনে ফেলিতে লাগিল। আমি তাহাদের হইতে ঐরূপে ত্রিশটি চাদর (এবং ত্রিশটি বর্ষা) লাভ করিলাম ; এই সবই তাহারা দ্রুত দৌড়িয়া পলাইবার জন্য পেছনে ফেলিয়াছে। আমি উহার প্রত্যেকটিকে পাথর ইত্যাদি রাখিয়া নিদর্শনযুক্ত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলাম।

(এদিকে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার প্রথম অবস্থার চীৎকার শুনিয়া পাঁচশত মোজাহেদের এক বাহিনী লইয়া যাত্রা করিয়াছিলেন।) হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং মোজাহেদ বাহিনী (সন্ধ্যাকালে) আমার সঙ্গে মিলিত হইলেন। আমি আরজ করিলাম যে, শত্রুদলকে আমি (সারাদিন তীর মারিয়া) পানি পান করা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছি, এখন পর্য্যন্ত তাহারা পিপাসায় কাতর ; আপনি এখনই সৈন্য বাহিনী

তাহাদের পশ্চাতে প্রেরণ করুন (সহজেই তাহারা ধরা পড়িবে)। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তুমি ত তাহাদের হইতে সব কিছু উদ্ধার ও হস্তগত করিয়াছ, এখন তাহাদিগকে মুক্তি দাও। অতঃপর আমরা মদিনা পানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম, রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে স্বীয় যানবাহনে বসাইলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—সালামাতুবনুল-আকওয়া (রাঃ) কতিপয় গুণে বিশেষ খ্যাতি সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার আওয়াজ অতি উচ্চ ছিল, তাই তিনি আলোচ্য ঘটনায় স্বীয় চীৎকার সমস্ত মদিনাবাসীকে শুনাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ তীরন্দাজ ছিলেন। সর্ব্বাধিক বিশিষ্ট গুণ তাঁহার মধ্যে ছিল দ্রুত দৌড়িবার অসীম শক্তি, আলোচ্য ঘটনায় তিনি ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এত দ্রুতবেগে দৌড়িয়াছিলেন যে, শত্রুদল যানবাহনের উপর থাকিয়াও তাঁহার হাত হইতে রক্ষা পাইতেছিল না। এমনকি মোছলেম শরীফের রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে যে, এই অবস্থায় মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তনকালে কোন এক ছাহাবী তাঁহার সঙ্গে দৌড়িবার পালা লাগাইল, এই দৌড়েও সালামা (রাঃ)ই অগ্রগামী হইলেন।

খয়বরের জেহাদ

মদিনা হইতে উত্তর দিকে এক শত মাইলেরও অধিক ব্যবধানে অবস্থিত একটি শহরের নাম "খয়বর"। তথায় ইহুদী জাতির বসবাস ছিল এবং ইহুদীদের সর্ব্ব প্রধান ও সর্ব্বাধিক শক্তিশালী কেন্দ্র উহাই ছিল। মদিনা হইতে বহিষ্কৃত বনু-নজীর, বনু-কাইনুকা ইহুদী গোত্রসমূহ তথায় বসতি করার পর সেখানে ইহুদীদের শক্তি আরও বাড়িয়া গিয়াছিল; মোসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা, ষড়যন্ত্র, এবং উত্তেজনাও বৃদ্ধি পাইয়া ছিল। তথাকার ইহুদীদের প্ররোচনা উৎসাহ দান ও উত্তেজনা সৃষ্টির কারণে মোসলমানদের উপর বড় বড় আক্রমণের সূচনা হইয়া থাকিত; খন্দকের যুদ্ধ, বনু-কোরায়জার ঘটনা এবং জি-ক্বারাদের ঘটনার ন্যায় বড় বড় ঘটনা ঐ ইহুদীদের কারসাজিরই প্রতিক্রিয়া ছিল। এই সূত্রে মক্কাবাসী কোরায়েশদের ন্যায় খয়বরবাসী ইহুদীরাও ইসলাম এবং মোসলমান গণের প্রধানতম শত্রু ছিল এবং নিকটতম শত্রু ছিল।

ষষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে মক্কাবাসী কোরায়েশদের সঙ্গে হোদায়বিয়ার ঘটনায় সন্ধি প্রতিষ্ঠা দ্বারা ঐদিক হইতে অবকাশ লাভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খয়বরের প্রতি দৃষ্টি দিলেন।

মাত্র বিশ-পঁচিশ দিন পরেই তথা ষষ্ঠ হিজরীর শেষ দিকে বা সপ্তম হিজরীর প্রারম্ভে হযরত (দঃ) খয়বর অভিযানে যাত্রা করিলেন। এই অভিযানে ষোল শত মোহাজেরদের এক বাহিনী তাঁহার সঙ্গে ছিল তন্মধ্যে দুই শত ছিলেন অশ্বারোহী।

খয়বর শহরটি বিভিন্ন দুর্গে বিভক্ত ছিল, ভিন্ন ভিন্ন নামের নয়টি দুর্গ ছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) রাত্রিবেলা খয়বরের নিকটবর্ত্তী পৌঁছিলেন এবং ভোরে অতর্কিতে শহরে প্রবেশ করিলেন। শহরবাসী কৃষকরা সর্ব্বপ্রথম মোসলমান সৈন্যগণকে দেখিয়া চিৎকার করিলে শহরবাসীরা দুর্গ ও কেল্লা সমূহে আশ্রয় নিল এবং দুর্গের ভিতরে থাকিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রহিল। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক একটি দুর্গের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিলেন। প্রথম দিকে নায়ে'ম দুর্গ ও ছা'ব দুর্গ জয় করা হইল। এই দুর্গদ্বয়ে খয়বরবাসীরা রসদ জমা করিয়াছিল, তাই উহা জয় হওয়ার দরুন মোসলমানদের শক্তি সঞ্চয় হইল। এতদ্ভিন্ন "নাতাৎ" নামক দুর্গও জয় হইল; এই দুর্গে বিশেষ রূপে শত্রুদের সৈন্যবাহিনী বিদ্যমান ছিল। এইরূপে দুর্গ সমূহ এক একটি জয় হইতে লাগিল। "কামুছ" নামক একটি দুর্গ ছিল, তথায় সর্ব্বাধিক সৈন্যের সমাবেশ ছিল এবং "মোরাহ্হাব" নামক আরব বিখ্যাত দুর্দ্দম পাহালওয়ান ঐ দুর্গবাসী ছিল। এই দুর্গেই ভীষণ যুদ্ধ হয়, মোসলমানগণ দুর্গটি ঘেরাও করিয়া অবরুদ্ধ রাখে, দীর্ঘ বিশ দিন পর্য্যন্ত এই অবরোধ অবস্থায় ভয়ানক যুদ্ধ চলিতে থাকে। এই সময় রসুলুল্লাহ (দঃ) মাথা ব্যাথায় আক্রান্ত ছিলেন, তাই তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারিতেন না। প্রথম আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নেতৃত্বে যুদ্ধ চলিল, কিন্তু দুর্গ জয় হইল না, অতঃপর ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নেতৃত্বে যুদ্ধ চলিল, এইবারও দুর্গ জয় হইল না, অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আগামীকল্য আমি এমন এক ব্যক্তিকে নেতৃত্ব দান করিব যাহার হস্তে (এই দুর্গ তথা সমগ্র) খয়বর জয় হইবে; এস্থলেই পুর্ব্বে বর্ণিত ১৩৪৭ নং হাদীছের বিষয়াবলী অনুষ্ঠিত হয় এবং হযরত (দঃ) আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হস্তে যুদ্ধ পতাকা দান করিয়া তাঁহার উপর যুদ্ধ পরিচালনার নেতৃত্ব অর্পন করেন। দুর্দ্ধর্ষ পাহালওয়ান মোরাহ্হাব দর্প ও গর্ব্বের সহিত দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসিল। আলী (রাঃ) প্রথম আঘাতেই তাহার দর্প চিরতরে খতম করিয়া দিলেন, সে নিহত হইল, এই যুদ্ধে আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিশেষ বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ পাইল, এমন কি তিনি দুর্গের গেটের

একটি কপাট ভাঙ্গিয়া উহাকে ঢালরূপে ব্যবহার করিলেন সেই ঘটনা সম্পর্কে নানাপ্রকার গুজব কথিত আছে; অনেক অনেক ঐতিহাসিক ঐসব গুজবকে বর্ণনা করিয়া সকলেই একবাক্যে ভিত্তিহীন বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। যাহাই হউক শেষ পর্য্যন্ত রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল—দীর্ঘ কুড়ি দিনের অজেয় দুর্গ আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হস্তে জয় হইল। এই দুর্গের পতনে সমস্ত খয়বরের পতন ঘটিল, তাই আলী (রাঃ) খয়বর বিজেতা রূপে খ্যাতি লাভ করিলেন।

এই দুর্গের পতনের পরেও কতিপর দুর্গ অবশিষ্ট ছিল এবং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লাম ঐগুলিও ঘেরাও করিয়া অবরোধ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু তথায় কোন সংঘর্ষ হয় নাই, বরং ইহুদীরা শুধু পরনের কাপড় লইয়া সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া খয়বর ত্যাগ করার শর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ইহুদীদের অনুরোধে রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে আধাভাগী হিসাবে বর্গাদাররূপে তথায় থাকিতে দেওয়ায় রাজি হইলেন; এইরূপে খয়বর অভিযানের সমাপ্তি ঘটিল।

১৫০৮। হাদীছঃ—সোয়ায়েদ ইবনে নোমান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে খয়বর অভিযানে যাত্রা করিয়াছিলেন। (তিনি বলেন,) যখন আমরা ছাহ্বা নামক স্থানে পৌছিলাম যেই স্থানটি খয়বরের নিকটবর্ত্তী ছিল, তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) আছরের নামায পড়িলেন, অতঃপর সকলকে খাদ্যবস্তু উপস্থিত করার আদেশ করিলেন। ছাতু ভিন্ন আর কিছুই উপস্থিত করার ছিল না। রসুলুল্লাহ (দঃ) উহাই তৈরী করার আদেশ করিলেন; তিনি এবং আমরা সকলেই উহা খাইলাম, অতঃপর তিনি এবং আমরা সকলেই কুল্লি করতঃ নূতন অজু ব্যতিরেকেই মগরেবের নামায পড়িলাম।

১৫০৯। হাদীছঃ—সালমাতুবনুল-আক্ওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে খয়বর অভিযানে যাত্রা করিলাম। রাত্রিবেলায় আমরা পথ চলিতেছিলাম, একব্যক্তি (আমার চাচা—) আ'মের ইবনুল আক্ওয়া (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি আমাদিগকে আপনার তারানা পাঠ করিয়া শুনান। আমের (রাঃ) কবি মানুষ ছিলেন; তিনি স্বীয় যানবাহন হইতে অবতরণ করিয়া সকলের আগে আগে তারানা গাহিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি এই তারানা গাহিতে লাগিলেন—

اَللّٰهُمَّ لَوْلَا اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا + وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

হে আল্লাহ! তোমার সাহায্য ও তৌফিক না হইলে আমরা সৎপথ পাইতাম না; দান-খয়রাত, নামায ইত্যাদি নেক আমলের সুযোগ পাইতাম না।

فَاغْفِرْ فِدًى لَكَ مَا اَقْتَفَيْنَا + وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لَاقَيْنَا

আমাদের সর্ব্বস্ব তোমার সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করতঃ নিবেদন করিতেছি, আমাদের কৃত সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দাও এবং ইসলামদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদিগকে পদস্থিতি ও দৃঢ়তা দান কর।

وَاَلْقِيَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا + اِنَّا اِذَا صِيْحَ بِنَا اَبَيْنَا + وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوْا عَلَيْنَا

আমাদের উপর শান্তি বর্ষণ কর। আমাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার কারণেই আমরা সংগ্রামে অগ্রসর হইয়াছি; ইসলামদ্রোহীগণ আমাদের বিরুদ্ধে ভীষণ কোলাহলের সৃষ্টি করিয়াছে।

(আমের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সুমধুর সুরে) রসুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তারানা গাহিয়া কাফেলা পরিচালনাকারী কে? সকলেই উত্তর কবিল, আমের ইবনুল আক্‌ওয়া। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, يرحمه الله আল্লাহ তাহার উপর রহম করুন! (এই সম্পর্কে সকলেরই অভিজ্ঞতা ছিল যে, যুদ্ধ উপলক্ষে রসুলুল্লাহ (দঃ) যাঁহার সম্পর্কে ইহা বলিতেন, তাঁহার আয়ু শেষ বলিয়া প্রমাণিত হইত; তাই) এক ব্যক্তি আরজ করিল, হে আল্লার নবী! আপনার বাক্যের প্রতিক্রিয়া ত অনড় অটল। এই ব্যক্তির দ্বারা উপকৃত হওয়ার আরও কিছু সুযোগ আমাদিগকে দান করিলেন না কেন?

অতঃপর আমরা খয়বর পৌঁছিলাম, আমরা খয়বরবাসীকে ঘেরাও করিলাম। দীর্ঘ দিন ঘেরাও করিয়া রাখিতে গিয়া আমরা ক্ষুধায় কাতর হইরা পড়িলাম। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে (একটি দুর্গের) জয়লাভ দান করিলেন। জয়লাভের দিন সন্ধ্যাবেলা খানা তৈরীর জন্য আগুন প্রজ্জলিত করা হইল যাহা অনেক অধিক ছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এইসব অগ্নি দ্বারা কি পাকান হইতেছে? সকলে উত্তর করিল, গোশ্‌ত। রসুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসের গোশ্‌ত? সকলে উত্তর করিল, গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত।

রসুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিলেন, গোশ্‌ত ফেলিয়া দাও এবং পাত্র সমূহ ভাঙ্গিয়া ফেল। এক ব্যক্তি আরজ করিল, গোশ্‌ত ফেলিয়া দিয়া পাত্রকে ধৌত করিয়া লইলে চলিবে কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, তাহাও করা যাইতে পারে।

যুদ্ধ চলাকালীন পূর্ব্বোল্লেখিত আমের (রাঃ) রণে অবতরণ করিলেন, তাঁহার তরবারীখানা দৈর্ঘ্যে ছোট ছিল, তিনি উহা দ্বারা এক ইহুদীর পায়ে আঘাত করিতে চাহিলেন, কিন্তু উহা (ছোট হওয়ার দরুন) ঐ ইহুদীর পায়ে না লাগিয়া আমের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর স্বীয় হাঁটুর উপর উহার আঘাত লাগিল; সেই আঘাতেই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

(ছালামা (রাঃ) বলেন,) যখন আমরা খয়বর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনে যাত্রা করিলাম তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে মনক্ষুণ্ণ দেখিতে পাইলেন। তিনি আমার হাত ধরিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি মনক্ষুণ্ণ কেন? আমি আরজ করিলাম, আপনার চরণে আমার মাতা-পিতা উৎসর্গ—সকলেই এইরূপ বলে যে, আমেরের নেক আমল সমূহ বরবাদ ও নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে (যেহেতু আত্মহত্যার ন্যায় সে নিজ হস্তে মারা গিয়াছে।) এতদশ্রবণে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, ঐরূপ কথা যে বলিয়াছে সে ভুল করিয়াছে; সে (আমের) ত দ্বিগুণ ছওয়াব লাভ করিয়াছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) দুই অঙ্গুলির দ্বারা ইশারা করিয়াও দেখাইলেন এবং বলিলেন, সে ত দ্বীনের জন্য কঠোর পরিশ্রমকারী মোজাহেদ ছিল, এমনকি সমগ্র আরবে তাহার ন্যায় ব্যক্তি কমই দেখা যায়।

১৫১০। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রাত্রিকালে খয়বর শহরের নিকটবর্ত্তী স্থানে পৌছিলেন। হযরতের অভ্যাস এই ছিল যে, রাত্রিবেলা কোন বস্তির নিকট পৌছিয়া ভোর হইবার পূর্ব্বে ঐ বস্তির উপর আক্রমণ শুরু করিতেন না, এইস্থলেও তাহাই করিলেন। যখন ভোর হইল এবং খয়বরবাসী ইহুদিরা ধামা, বেল্‌চা লইয়া বাগানের কার্য্যে বাহির হইল (ঠিক সেই সময় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শহরের উপর আক্রমণ করিলেন।) তাহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে দেখিয়া সন্ত্রস্ততার সহিত এই বলিয়া চীৎকার করিল যে, কসম খোদার! মোহাম্মদ এবং তাহার সৈন্যবাহিনী আসিয়া পড়িয়াছে। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তকবীর ধ্বনি দিলেন এবং বলিলেন; আমরা কোন বস্তির উপর আক্রমণ চালাইলে সেই বস্তিবাসিরা পর্য্যুদস্ত হইতে বাধ্য।

১৫১১। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া এই সংবাদ দিল যে, গাধা সমুহ খাইয়া ফেলা হইতেছে। হযরত (দঃ) চুপ রহিলেন—কিছু বলিলেন না। সংবাদদাতা দ্বিতীয়বার ঐ সংবাদ দিল, হযরত (দঃ) এইবারও চুপ রহিলেন। সংবাদদাতা তৃতীয়বার আসিয়া বলিল যে, গাধা সব শেষ হইয়া গেল। এইবার রসুলুল্লাহ (দঃ) এই ঘোষণা দিবার আদেশ করিলেন যে, 'আল্লাহ এবং আল্লার রসুল তোমাদিগকে গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত খাইতে নিষেধ করিতেছেন। তৎক্ষণাৎ ডেগ সমূহ উল্টাইয়া দেওয়া হইল, অথচ উহার মধ্যে গোশ্‌তের তরকারী টগবগ করিতেছিল। (ইহা খয়বর-জেহাদের সময়ের ঘটনা।)

১৫১২। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অন্ধকার থাকিতে খয়বরের নিকট ফজরের নামায পড়িলেন। অতঃপর (শহরে প্রবেশকালে) আল্লাহু-আকবর, খয়বর ধ্বংস হউক ধ্বনি দিলেন।

অতঃপর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শত্রুপক্ষীয় বিদ্রোহী যোদ্ধাগণকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন এবং নারী ও শিশুগণকে বন্দীরূপে (সকলের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়া তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের সুব্যবস্থা) করিলেন। বন্দীদের মধ্যে "ছফিয়া" নাম্নী একটি রমণী ছিলেন। তিনি প্রথমে দেহইয়া কলবী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হস্তগত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হইয়া গেলেন; রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে মুক্ত করিলেন এবং তাঁহাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করা সম্পর্কে তাঁহার মুক্তি দানকেই মহরানা স্বরূপ গণ্য করিলেন।

১৫১৩। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খয়বরের জেহাদে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় সঙ্গীগণের মধ্যে ইসলামের দাবীদার এক ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করিলেন যে, এই ব্যক্তি দোযখীদের একজন। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ঐ ব্যক্তি ভীষণ যুদ্ধ করিল, তাহার দেহে অত্যধিক আঘাত লাগিল। (ইসলামের জন্য তাহার পরিশ্রম ও উৎসর্গতা দেখিয়া) কোন কোন মানুষের অন্তরে তাহার দোযখী হওয়া সম্পর্কে সংশয়ের সৃষ্টি হইল।

ঐ ব্যক্তি স্বীয় আঘাত সমূহের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িল এবং তীরদান হইতে একটি তীর বাহির করিয়া স্বহস্তে নিজ গলগণ্ডে বিদ্ধ করিয়া দিল।

তৎক্ষণাৎ কতিপয় মোসলমান ব্যক্তি দৌড়িয়া আসিল এবং আরজ করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা আপনার উক্তিকে বাস্তবে রূপায়িত করিয়াছেন—অমুক ব্যক্তি স্বহস্তে নিজকে খুন করিয়া ফেলিয়াছে।

এতদশ্রবণে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ব্যক্তিকে আদেশ করিলেন।

قُمْ يَا فُلَانُ فَأَذِّنْ أَنْ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ إِنَّ اللّٰهَ يُؤَيِّدُ الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ -

"যাও এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়া দাও যে, খাঁটী ঈমানদার ব্যতীত কেহই বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না, অবশ্য আল্লাহ তায়ালা ফাছেক ফাজের মানুষ দ্বারাও দ্বীন-ইসলামের সাহায্য সহায়তা করিয়া থাকেন।"

১৫১৪। হাদীছ :—আবু মূছা আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খয়বর অভিযানে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন সহযাত্রীগণ পথিমধ্যে কোন এক নিম্ন ভূমির নিকটবর্ত্তী হইলে সকলে الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله বলিয়া ভীষণ জোরে চীৎকার করিয়া উঠিল। এতদ্দৃষ্টে হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমরা নিজের উপর রহম কর; (এইরূপ চীৎকার করিয়া স্বীয় জানকে কষ্ট ক্লেশে পতিত করার কি আবশ্যক ?) তোমরা যাঁহার নাম জপ করিতেছ তিনি শ্রবণশক্তিহীন বা তোমাদের হইতে দূরে নহেন, তোমরা যাঁহার নাম জপিতেছ তিনি সব কিছু শোনেন এবং তিনি তোমাদের অতি নিকটবর্ত্তী, এমন কি তিনি তোমাদের (সর্ব্বাবস্থা জ্ঞাত থাকা সূত্রে তোমাদের) সঙ্গেই আছেন।

এই সময় আমি হযরতের যানবাহনের পেছনেই ছিলাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে এই বাক্যগুলি বলিতে শুনিলেন— لا حول ولا قوة الا بالله "আপদ-বিপদ ও সব রকমের ক্ষয়ক্ষতি হইতে বাঁচিবার এবং সুখ-সুবিধা ও লাভজনক কার্য্য সমাধা করিবার শক্তি একমাত্র আল্লার নিকট হইতেই লাভ হইতে পারে।"

অতঃপর হযরত (দঃ) আমাকে ডাকিলেন, আমি তৎক্ষণাৎ জী—হুজুর বলিয়া পূর্ণ একাগ্রতার সহিত মনযোগ দিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমাকে এমন একটি বাক্য শিক্ষা দিব কি যাহা বেহেশত লাভের জন্য পরম সম্পদ ও অমূল্য রত্ন তুল্য ? আমি আরজ করিলাম, হাঁ—আমার মাতাপিতা, আপনার উপর উৎসর্গ। হযরত (দঃ) বলিলেন ঐ বাক্যটি এই— لا حول ولا قوة الا بالله

১৫১৫। হাদীছ ঃ—ইয়াযীদ ইবনে আবু ওবায়েদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ছালামা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পায়ের নলায় একটি তরবারীর অঘাতের চিহ্ন দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এই আঘাতটি কি ? তিনি বলিলেন, খয়বরের জেহাদের দিন এই আঘাতটি লাগিয়াছিল ; তখন সকলেই অনুতপ্ত হইয়া বলিতে লাগিল, ছালামা ভীষণ আঘাত পাইয়াছে। আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে আসিলাম তিনি আমার জখমে তিনবার থুথুনী দিলেন, তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত এইস্থানে আমি কখনও ব্যথা অনুভব করি নাই।

১৫১৬। হাদীছ ঃ—ছালামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খয়বর অভিযানে যাত্রাকালে আলী (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পেছনে (মদিনায়ই) থাকিয়া গিয়াছিলেন। কারণ, তাঁহার চোখে যাতনা ছিল। পরে তিনি ভাবিলেন, আমি নবী (দঃ) হইতে পেছনে থাকিব ! (ইহা ভাল মনে করিতে না পারিয়া) তিনি দ্রুত যাইয়া খয়বর এলাকায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সহিত মিলিত হইলেন। খয়বর-বিজয় সমাপ্তির দিনের পূর্ব্ব রাত্রে নবী (দঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন, আগামীকল্য এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা দিব যাহাকে আল্লাহ এবং আল্লার রসুল ভালবাসেন ; সেও আল্লাহ এবং আল্লার রসুলকে ভালবাসে ; খয়বরের চরম বিজয় তাহার দ্বারা হইবে। আমাদের মধ্যে অনেকে উক্ত পতাকা লাভে লালায়িত থাকিল ; কিন্তু অবশেষে নবী (দঃ) আলী (রাঃ)কে খোঁজ করিলেন এবং তাঁহাকে পতাকা দিলেন ; তাঁহার অধীনে খয়বরের চরম বিজয় সমাপ্ত হইল।

১৫১৭। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খয়বর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথিমধ্যে একস্থানে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তিন দিন অবস্থান করিলেন ; ঐ সময়ে তিনি উম্মুল-মোমেনীন ছফিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার সঙ্গে তাঁহার শাদি মোবারক সম্পন্ন করিতেছিলন। উপস্থিত সকল মোসলমানকে অলিমার দাওয়াত পৌঁছাইবার কার্য্যে আমিই নিযুক্ত ছিলাম। সেই দাওয়াতে রুটি-গোশতের কোন ব্যবস্থা ছিল না। রসুলুল্লাহ (দঃ) বেলাল (রাঃ)কে দস্তরখানা বিছাইবার আদেশ করিলেন ; উহা বিছান হইল ; উহার উপর খেজুর, পনির ও মাখন রাখা হইল। (ঐ সব মিশ্রিত করিয়া "হায়স্" এক প্রকার খাদ্যবস্তু তৈরী করা হইল,) উহাই ছিল সেই শাদীর অলিমা।

অতঃপর সর্ব্বসাধারণ মোসলমানগণ সঠিকরূপে জ্ঞাত হইতে চাহিলেন যে, ছফিয়া (রাঃ)কে রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় সহধর্ম্মিনী—উম্মুল-মোমেনীনরূপে গ্রহণ

করিয়াছেন, না—মালিকানা সত্বাধিকারভুক্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সকলেই ভাবিলেন, যদি রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার জন্য বিশেষরূপে পর্দ্দার ব্যবস্থা করেন তবে উম্মুল মোমেনীন বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, নতুবা মালিকানা সত্বাধিকার ভুক্ত গণ্য হইবেন। তথা হইতে যাত্রাকালে রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার জন্য স্বীয় বাহনের উপর বসিবার ব্যবস্থা করিলেন এবং পর্দ্দার বিশেষ ব্যবস্থা করিলেন।

(উম্মুল-মোমেনীন ছফিয়া (রাঃ) সম্পর্কে ১৩৩৫নং হাদীছে বিবরণ রহিয়াছে।)

১৫১৮। হাদীছ ঃ—আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করিয়াছেন, নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখিও, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খয়বর অভিযানের সময় দুইটি বিষয়কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন—মোতা-বিবাহ তথা নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বিবাহ করা এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া।

১৫১৯। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খয়বর-জেহাদকালে গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন।

১৫২০। হাদীছ ঃ—জাবের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করিয়াছেন, খয়বরের জেহাদকালে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গাধার গোশত নিষিদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অনুমতি দান করিলেন।

১৫২১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খয়বর-জেহাদকালে আমরা ক্ষুধাগ্রস্ত হইয়া গাধার গোশত রান্না করিতেছিলাম ; আমাদের ডেগ টগবগ করিতেছিল এবং কাহারও রান্না সমাপ্ত হইয়াছিল এমতাবস্থায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রচারক ঘোষণা জারি করিল— তোমরা গাধার গোশত মোটেই খাইবে না এবং ডেগ সমূহ উল্টাইয়া দাও।

১৫২২। হাদীছ ঃ—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খয়বর-জেহাদকালে নবী (দঃ) আমাদিগকে আদেশ করিলেন, গাধার গোশত রান্না করা এবং কাঁচা—সবই ফেলিয়া দেওয়ার। পরেও আর কোন সময় উহা খাওয়ার অনুমতি দেন নাই।

১৫২৩। হাদীছ ঃ—ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খয়বরের জেহাদে গণিমতের মাল বণ্টন কালে ঘোড়ার জন্য দুই অংশ এবং পদাতিক মোজাহেদের জন্য এক অংশ নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন।

১৫২৪। হাদীছ ঃ—আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা (হাবসা—আবিসিনিয়া হইতে) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে

উপস্থিত হইলাম—যখন তিনি খয়বর জয় করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি তথায় সংগৃহীত গণিমতের মাল হইতে আমাদিগকে অংশ দান করিলেন। আমাদিগকে ছাড়া জেহাদে উপস্থিত ছিল না এমন আর কাহাকেও উহার অংশ দেন নাই।

১৫২৫। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা খয়বর জয় করিলাম। তথায় গণিমতরূপে সোনা-চান্দি হাসিল হইল না, কেবল গরু, বকরি, উট, নানাপ্রকার বস্তু ও বাগ-বাগিচা হাসিল হইল।

খয়বর জয় করার পর আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে "ওয়াদিল-ক্বোরা" নামক এলাকার দিকে যাত্রা করিলাম। হযরতের সঙ্গে তাঁহার একজন ক্রীতদাস ছিল, তাহার নাম ছিল "মেদআম"। একদা সে হযরতের যানবাহনের জিন বা গদি ইত্যাদি খুলিতেছিল হঠাৎ একটি অজ্ঞাত তীর বিদ্ধ হইয়া সে প্রাণত্যাগ করিল। ইহাতে সকলেই তাহার প্রশংসা করিয়া বলিল, তাহার জন্য এই শাহাদাৎ লাভের সুযোগ বড় সৌভাগ্যময়।

এতদশ্রবণে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, সে দোজখে কেন যাইবে না? আমি ঐ আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ, নিশ্চয় ঐ চাদরটি যাহা সে খয়বর-জেহাদের গণিমত হইতে স্বীয় অংশে লাভ করে নাই (বরং উহা গোপনে লইয়াছিল;) সেই চাদরটি শিখাযুক্ত অগ্নি হইয়া তাহাকে দগ্ধ করিতেছে।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই কথা শুনিয়া এক ব্যক্তি একটি বা দুইটি সেণ্ডেল—জুতার দোয়াল উপস্থিত করিয়া বলিল, ইহা আমি রাখিয়া ছিলাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমার জন্য ইহা আগুনের দোয়াল ছিল।

১৫২৬। হাদীছঃ—ওমর (রাঃ) (স্বীয় খেলাফৎকালে) বলিয়াছেন, পরবর্ত্তী মোসলমানদের প্রতি লক্ষ্য করিতে না হইলে আমি প্রতিটি বিজিত দেশকেই মোজাহেদ বাহিনীর মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতাম, যেরূপ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খয়বরকে বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন। (কিন্তু আমি তাহা করিলাম না; পরবর্ত্তী মোসলমানদের জন্য বিজিত দেশ সমুহ রক্ষিত রাখিলাম।)

১৫২৭। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খয়বর জয়ের পর আমরা (মনে মনে) বলিয়াছি, এখন আমরা পেট পুরিয়া খেজুর খাইতে পারিব।

১৫২৮। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খয়বর জয় করার পূর্ব্বে পেট পুরিয়া খেজুর খাইবার সুযোগ আমাদের ছিল না।

রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বিষ প্রয়োগের ঘটনা

১৫২৯। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খয়বর জয় হইয়া যাওয়ার পর তথাকার কোন এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে একটি রন্ধিত বকরি হাদিয়া দিল, উহার মধ্যে বিষ মিশ্রিত ছিল।

ব্যাখ্যাঃ—খয়বরের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর যখন শান্ত পরিবেশের সৃষ্টি হইল এবং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় উদারতা প্রকাশ করিতে কোন প্রকার বাধা-বিপত্তি মনে করিলেন না তখন ছাল্লাম ইবনে মেশকাম নামক ইহুদীর স্ত্রী জয়নব হযরত (দঃ)কে দাওয়াত করিল। হযরত (দঃ) দাওয়াত কবুল করিলেন তাঁহাকে একটি রন্ধিত বকরি পেশ করা হইল, হযরতের সঙ্গে কতিপয় ছাহাবীও ছিলেন। জয়নব ঐ বকরির মধ্যে বিষ মিশ্রিত করিয়া দিল, বিশেষতঃ হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সম্মুখস্থ রানের গোশত অধিক পছন্দ করেন জানিতে পারিয়া ঐ রানের মধ্যে অত্যধিক বিষ মিশ্রিত করিয়া দিল। হযরত (দঃ) গোশত মুখে দিয়াই বিষ অনুভব করিতে পারিলেন এবং তৎক্ষাণাৎ মুখ হইতে উহা ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু ছাহাবীগণের মধ্য হইতে বেশর ইবনে বরা (রাঃ) নামক ছাহাবী কিছু অংশ খাইয়া ফেলিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) উপস্থিত ইহুদীগণকে ডাকাইয়া আনিলেন, তাহাদের উপর চাপ দিলে তাহারা স্বীকার করিল এবং বলিল, আমরা ভাবিয়াছি—যদি আপনি সত্য নবী হন তবে আপনি জানিতে পারিবেন, অন্যথায় সকলে মুক্তিলাভ করিবে।

রসুলুল্লাহ (দঃ) এই সম্পর্কে উপস্থিত কোন বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন না। ব্যক্তিগত ব্যাপার হিসাবে হযরত (দঃ) এত বড় ঘটনাকেও ক্ষমা করিয়া গেলেন। অতঃপর এই বিষের প্রতিক্রিয়ায় বেশ্‌র ইবনে বরা (রাঃ) ছাহাবীর মৃত্যু ঘটিল। কোন কোন ঐতিহাসিক উল্লেখ করিয়াছেন, উক্ত ছাহাবীর মৃত্যুতে হযরত (দঃ) খুনের অপরাধে ঐ ইহুদী নারীকে প্রাণদণ্ড দিলেন।

ঐ বিষের প্রতিক্রিয়া হযরতের উপরও হইয়াছিল। হযরত (দঃ) উহা সময় সময় অনুভব করিতেন; মৃত্যু শয্যায় স্বয়ং হযরত (দঃ) বলিয়াছেন যে, এইবার আমি সেই বিষের প্রতিক্রিয়া ভীষণরূপে অনুভব করিতেছি—মনে হয় যেন উহাতে আমার অন্তর-রগ ছিন্ন হইয়া যাইবে।

এই সূত্রেই বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা হযরত (দঃ)কে স্বীয় পছন্দনীয় কোন প্রকার মর্ত্তবা ও বৈশিষ্ট্য হইতেই বঞ্চিত রাখেন নাই। শহীদের মর্ত্তবা এবং ফজিলত লাভ করার সুযোগও তাঁহাকে দিয়াছেন; তিনি শেষ পর্য্যন্ত আল্লার দীনের উন্নতি বিধানে শত্রুর দেওয়া বিষের প্রতিক্রিয়ায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

মূতার জেহাদ

"মূতা" সিরিয়ার অন্তর্গত একটি এলাকার নাম, তথায় এই জেহাদ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ঘটনার পূর্ণ বিবরণ এই—

রোম সম্রাটের অধীনে "বোছরা" এলাকায় শারজীল ইবনে আমর নামক এক শাসনকর্ত্তা ছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) বিভিন্ন দেশের রাজ-রাজাদের নিকট ইসলামের প্রতি আহ্বান-লিপি প্রেরণের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন সেই অনুসারে ঐ শারজীলের নিকটও হারেছ ইবনে ওমায়ের (রাঃ) নামক ছাহাবী মারফৎ একখানা লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। উক্ত শাসনকর্ত্তা শারজীল লিপি বাহক দূত ছাহাবী হারেছ ইবনে ওমায়ের (রাঃ) কে শহীদ করিয়া ফেলিল। ইতিপূর্ব্বে কেহ কোনও দূতকে হত্যা করে নাই, শারজীলের এই কার্য্য আন্তর্জ্জাতিক বিধান বিরোধী ছিল এবং রসুলুল্লাহ (দঃ) ও মোসলমান জাতির প্রতি চরম অপমানজনক আঘাত ছিল, তাই হযরত (দঃ) ইহার প্রতিশোধ গ্রহণে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। তিন হাজার মোজাহেদের এক বাহিনী জেহাদের জন্য রওয়ানা করিলেন স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) এই অভিযানে শরীক ছিলেন না। হযরতের পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারেছা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অধিনায়কত্বে অষ্টম হিজরীর জোমাদালউলা মাসে এই অভিযান পরিচালিত হইল।

শারজীল মোজাহেদ বাহিনীর যাত্রার খবর জ্ঞাত হইয়া এক লক্ষ লোকের এক সৈন্য বাহিনী প্রস্তুত রাখিল, এতদ্ভিন্ন রোম সম্রাট হেরাক্লও তাহার সাহায্যের জন্য এক লক্ষ সৈন্য মোতায়েন রাখিল। মোসলমানগণ পথিমধ্যে এই খবর বিস্তারিতরূপে অবগত হইলেন। তাঁহারা দুই দিন পর্যন্ত পরামর্শ করিলেন যে, এত অধিক সৈন্যের মোকাবিলায় এই অল্প সংখ্যক সৈন্য অগ্রসর হওয়া সমীচীন হইবে কি? এইরূপ স্থির করা হইল যে, সম্পূর্ণ খবর লিখিয়া হযরতের নিকট প্রেরণ করা হউক; হযরত (দঃ) আরও সৈন্য প্রেরণ করিবেন কিম্বা অন্য কোন আদেশ দিবেন, সেই অনুপাতে কার্য্য করা হইবে। কিন্তু

দলের অন্যতম বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) সকলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা ত শহীদী মর্তবা লাভের উদ্দেশ্যে গৃহ হইতে বাহির হইয়াছ এখন উহাকে নাপছন্দ করার কারণ কি? আমরা ত শক্তি ও সংখ্যার বলে জেহাদ করি না; আমরা দ্বীনের জন্য জেহাদ করিব, তাই দুইটি মঙ্গলের কোন একটি আমাদের নিশ্চয় লাভ হইবে—বিজয় বা শাহাদৎ।

এই বক্তৃতায় মোসলমানদের মধ্যে উৎসাহ ও জেহাদের দৃঢ় মনোবল সৃষ্টি হইল এবং এই কথায় সাড়া দিয়া তাঁহারা সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। "মুতা" নামক স্থানে পৌঁছিলে পর উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পর পর তিনজন অধিনায়ক শহীদ হইলেন,—যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ), জাফর ইবনে আবু-তালেব (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)। পরে খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) পতাকা উঠাইলে তাঁহার নেতৃত্বে জয়লাভ হইল। (১৫৩২ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)

অবশ্য এই যুদ্ধে দেশ অধিকার হয় নাই বলিয়া সাধারণ্যে এইরূপ ধারণার সৃষ্টি হইল যে, তাঁহারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়া আসিয়াছেন, তাই কোন কোন ঐতিহাসিক পরাজয়ের মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু এত অধিক সংখ্যক শত্রু সৈন্যকে রণাঙ্গন ত্যাগে বাধ্য করিয়া স্বীয় সৈন্য বাহিনীকে বাঁচাইয়া লইয়া আসাও বড় সাফল্য ছিল। এক লক্ষ শত্রু সৈন্যের মোকাবিলায় সাত দিন যুদ্ধে মোসলমানদের পক্ষে মাত্র তের জন শহীদ হইয়াছিলেন। শত্রু পক্ষের নিহতদের সংখ্যা নির্ণয় সম্ভব না হইলেও উহার আধিক্য ইহার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, এক খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ)ই ঐ যুদ্ধে নয় খানা তরবারী ভাঙ্গিয়াছিলেন।

১৫৩০। হাদীছঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি মুতার জেহাদের দিন জা'ফর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মৃত দেহের নিকটে দাঁড়াইলেন। তিনি বলেন—আমি তাঁহার দেহে তরবারী ও বর্শার (বড় বড়) আঘাতগুলি গণনা করিলাম উহা সংখ্যায় পঞ্চাশ ছিল এবং উহার সবগুলিই তাঁহার সম্মুখ দিকে ছিল, একটি আঘাতও পেছন দিকে ছিল না।

১৫৩১। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মুতার জেহাদে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (স্বীয় পোষ্য পুত্র—) যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ)কে অধিনায়করূপে নিয়োগ করিলেন এবং বলিলেন, যদি যায়েদ শহীদ হইয়া যায় তবে জা'ফর অধিনায়ক হইবে, সেও যদি শহীদ হইয়া যায় তবে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা অধিনায়ক হইবে।

ঘটনা বর্ণনাকারী—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি সেই জেহাদে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে একজন ছিলাম। আমরা জা'ফর (রাঃ)কে তালাশ করিলাম—তাঁহাকে শহীদানদের মধ্যে পাইলাম এবং তাঁহার শরীরে সর্ব্বমোট নব্বইটির অধিক তীর ও বল্লমের আঘাত ছিল।

১৫৩২। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) যায়েদ (রাঃ), জা'ফর (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মৃত্যু সংবাদ (অহী মারফত জ্ঞাত হইয়া) তথা হইতে সংবাদ আসিবার পূর্ব্বেই সকলকে জ্ঞাত করিলেন। তিনি ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দানে বলিলেন, সর্ব্বপ্রথম যায়েদ ইবনে হারেছার হস্তে ঝাণ্ডা ছিল ; সে শহীদ হইয়াছে। অতঃপর জা'ফর ঝাণ্ডা লইয়াছে সেও শহীদ হইয়াছে, অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ঝাণ্ডা লইয়াছে সেও শহীদ হইয়াছে। হযরত (দঃ) এই বর্ণনা দান করিতেছিলেন এবং তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে দরদর করিয়া পানি বহিতেছিল। হযরত (দঃ) বলিলেন, অতঃপর একজন "আল্লার তলওয়ার" (—খালেদ ইবনে অলীদ) ঝাণ্ডা হাতে লইয়াছে এবং আল্লাহ তায়ালা তাহার হস্তে বিজয় দান করিয়াছেন।

১৫৩৩। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন যায়েদ ইবনে হারেছা, জা'ফর ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার মৃত্যু সংবাদ আসিল তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম চিন্তিত ও মলিন-মুখ অবস্থায় মসজিদে বসিয়া পড়িলেন। আমি দরওয়াজার ফাঁক দিয়া হযরতের প্রতি দেখিতে-ছিলাম ; এক ব্যক্তি আসিয়া জা'ফর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরিবারবর্গের ক্রন্দন সম্পর্কে অভিযোগ জানাইল। হযরত (দঃ) তাহাদের ক্রন্দন বারণ করিবার জন্য তাহাকে আদেশ করিলেন। ঐ ব্যক্তি আসিয়া অভিযোগ করিল যে, তাহারা আমার নিষেধ গ্রাহ্য করিল না। হযরত (দঃ) এইবারও ঐ আদেশই করিলেন ; সে পুনরায় আসিয়া ঐ অভিযোগই করিল যে, তাহারা আমার কথায় কর্ণপাত করে না। এইবার হযরত (দঃ) (তাহার পীড়াপীড়িতে বিরক্ত হইয়া) বলিলেন, তবে (সমর্থ হইলে) তাহাদের মুখে মাটি ভরিয়া দাও।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, তখন আমি বলিলাম—আল্লাহ তায়ালা তোমাকে অপদস্ত করুক ; তুমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশ পূরণ করিতেও সক্ষম হইলে না, অথচ তাঁহাকে বিরক্তি করা হইতে রেহাইও দিলে না।

১৫৩৪। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) জা'ফর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পুত্রকে দেখিলেই তাঁহাকে এইরূপে সম্বোধন করিয়া সালাম করিতেন—السلام عليك يا ابن ذى الجناحين । "হে দুই ডানা-বিশিষ্ট ব্যক্তির পুত্র আপনাকে সালাম।"

ব্যাখ্যা :—মোজাহেদ বাহিনীর প্রথম অধিনায়ক যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ) শহীদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জা'ফর (রাঃ) অধিনায়ক হইলেন এবং ঝাণ্ডা হাতে লইলেন। তখন শত্রুদের ভীষণ আক্রমণ জা'ফর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি হইল। ঝাণ্ডা তাঁহার দক্ষিণ হস্তে ছিল, শত্রুর আক্রমণে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া গেল, তখন তিনি বাম হস্তে ঝাণ্ডা ধরিলেন ; ঐ হাতও কাটিয়া গেল, তখন ঝাণ্ডাকে কোলে লইয়া উহা দণ্ডায়মান রাখিলেন। অবশেষে শাহাদাৎ বরণ করিলেন। বিভিন্ন হাদীছে বর্ণিত আছে, হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, জা'ফরের হস্তদ্বয় আল্লার রাস্তায় কাটা গিয়াছে, তাই আল্লাহ তায়ালা ঐ হস্তদ্বয়ের বিনিময়ে তাঁহাকে ফেরেশতাদের সঙ্গে ফেরেশতাদের ন্যায় উড়িয়া বেড়াইবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তিনি অবাধে বেহেশতের মধ্যে উড়িয়া বেড়াইতে থাকেন।

এই সূত্রেই জা'ফর (রাঃ)কে—ذو الجناحين—দুই ডানা বিশিষ্ট এবং جعفر طيار—উড়ন্ত জা'ফর নামে আখ্যায়িত করা হইয়া থাকে।

১৫৩৫। হাদীছ :—কায়স ইবনে আবু হাসেম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ)কে এই বলিতে শুনিয়াছি যে, মূতার জেহাদের দিন আমার হস্তে নয়টি তরবারি ভাঙ্গিয়াছে, শেষ পর্য্যন্ত একটি ইয়ামানী তরবারি বাকী রহিয়াছিল।

একটি ছোট অভিযান

১৫৩৬। হাদীছ :—উছামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে (জোহায়না গোত্রের শাখা গোত্র) হোরাক্বার প্রতি প্রেরণ করিলেন। আমরা প্রভাতে তাহাদের বস্তির উপর আক্রমণ করিলাম এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিলাম। আমি এবং মদীনাবাসী অন্য এক ব্যক্তি আমরা ঐ পক্ষের এক কাফের ব্যক্তিকে ঘেরাও করিলাম, তখন ঐ কাফের ব্যক্তি لا اله الا الله কালেমা তৌহিদের স্বীকারোক্তি প্রকাশ করিল, তাই আমার সঙ্গী তাহার হত্যা কার্য্য হইতে বিরত রহিল, কিন্তু আমি তাহাকে বর্শাঘাত করিলাম, উহাতে সে মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

আমরা যখন মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ ঘটনা জ্ঞাত হইলেন। হযরত (দঃ) আমাকে (ভর্ৎসনা স্বরে) বলিলেন ; তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে কলেমা তৌহীদের স্বীকারোক্তির পর হত্যা করিয়াছ ? আমি আরজ করিলাম, সে ত প্রাণ বাঁচাইবার জন্য উহা বলিয়াছিল। হযরত (দঃ) (এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া) বার বার ঐ কথা বলিতে লাগিলেন ; (যদ্দরুন আমি আমার ঐ কার্য্যকে অতি বড় পাপ গণ্য করিলাম,) এমন কি আমি মনে মনে এইরূপ আকাঙ্খা করিতে লাগিলাম যে, যদি আমি অদ্য ইসলাম গ্রহণ করিতাম। (অর্থাৎ এইরূপ বড় গোনাহের কার্য্য যদি ইসলাম গ্রহণের পূর্ব্বে হইত তবে ইসলামের বদৌলতে উহা ক্ষমা হওয়ার আশা ছিল।)

মক্কা-বিজয় অভিযান

হিজরী ৬ সালে হোদায়বিয়ার সন্ধি হইল, উহাতে মোসলমান ও মক্কাবাসীদের মধ্যে দশ বৎসরের জন্য অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হইল। উভয় পক্ষের মিত্রদের সম্পর্কেও এই শর্ত্ত করা হইল যে, কোন পক্ষই অপর পক্ষের কোন মিত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ বা আক্রমণে সহায়তা দান করিতে পারিবে না। মক্কার নিকটবর্ত্তী দুইটি গোত্র ছিল "বনু বকর" এবং "বনু খোযায়া"। এই গোত্রদ্বয়ের মধ্যে বহু পূর্ব্বকাল হইতে দাঙ্গা-ফছাদ, রক্তারক্তি চলিয়া আসিতেছিল। হোদায়বিয়ার ঘটনায় মোসলমান ও কোরায়েশদের মধ্যে সন্ধি হইল এবং নিকটবর্ত্তী বিভিন্ন গোত্র সমূহকে যে কোন পক্ষের সঙ্গে মিত্রতা প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেওয়া হইল। সেই সুযোগে বনু-বকর গোত্র কোরেশদের সঙ্গে এবং তাহাদের বিরুদ্ধ পক্ষ বনু-খোযায়া গোত্র মোসলমানদের সঙ্গে মিত্রতা বাঁধিল।

কিছুদিনের মধ্যেই পূর্ব্ব কলহ সূত্রে উক্ত গোত্রদ্বয়ের দাঙ্গা আরম্ভ হইল। যদিও বনু-বকর কোরায়েশদের মিত্র ছিল, কিন্তু হোদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির শর্ত্ত অনুসারে মোসলমানদের মিত্র বনু-খোযায়ার উপর আক্রমণ চালাইতে কোরায়েশগণ স্বীয় মিত্রের কোন প্রকার সাহায্য সহায়তা করিতে পারে না। কিন্তু কোরায়েশরা সেই শর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া গোপনে স্বীয় মিত্রগণকে ঐ দাঙ্গায় অস্ত্র সরবরাহ করিল এবং প্রত্যক্ষরূপে দাঙ্গায় যোগদান করিল। বনু-বকর কোরায়েশদের সাহায্য সমর্থন পাইয়া মোসলমানদের মিত্র বনু-খোযায়া গোত্রের উপর অকথ্য ও অমানুষিক অত্যাচার চালাইল।

অত্যাচারিত বনু-খোযায়া গোত্রের পক্ষ হইতে আমর ইবনে সালেম নামক এক ব্যক্তি মদিনায় উপস্থিত হইয়া আনুষ্ঠানিকভাবে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল; এতদ্ভিন্ন তাহারা এক প্রতিনিধি দলও মদিনায় প্রেরণ করিল। প্রতিনিধি দল কোরায়েশ ও বনু-বকরের সমস্ত অত্যাচারের করুণ কাহিনী ও হৃদয়বিদারক ঘটনা সমূহ বিস্তারিত-রূপে হযরতের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন।

কোরায়েশ সর্দ্দার আবু সুফিয়ান নিজ দুষ্কৃতির পরিণামের ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল; সে সন্ধি চুক্তিকে পুনর্জীবিত করার উদ্দেশ্যে মদিনায় উপস্থিত হইয়া স্বীয় উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) পূর্ব্বাহ্নেই ঘটনা অবগত হইয়াছিলেন। কোরেশদের অপরাধ শুধু একটা চুক্তি ভঙ্গই ছিল না; বরং এমন বিশ্বাসঘাতকতা ছিল যাহার অন্তরালে তাহারা মোসলমানদের মিত্র গোত্র বনু-খোযায়ার উপর অমানুষিক অত্যাচার ও নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড চালাইয়াছিল। কোরেশরাই এই অত্যাচারে মূলতঃ দোষী ছিল; তাহাদের স্বক্রিয় সাহায্য না হইলে একা বনু-বক্কর বনু-খোযায়াকে ঐরূপ অত্যাচার করিতে পারিত না। সুতরাং হযরত (দঃ) কোরেশদের প্রতি ভয়ঙ্কর ক্ষুব্ধ হইলেন এবং অত্যাচারীকে শায়েস্তা করা স্বীয় বিশেষ কর্ত্তব্য গণ্য করিলেন। অতএব হযরত (দঃ) আবু সুফিয়ানের অনুরোধের প্রতি মোটেই কর্ণপাত করিলেন না, কোন উত্তরই দিলেন না। আবু সুফিয়ান নেতৃস্থানীয় প্রত্যেক মোসলমানের নিকট সুপারিশের জন্য ধর্ণা দিল, কিন্তু কোন ফল হইল না, শেষ পর্য্যন্ত সে বিফল মনোরথ হইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি আরম্ভ করিলেন। হযরত (দঃ) যুদ্ধে সুযোগ সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে উহার সাধারণ নিয়ম—গোপনীয়তা রক্ষা করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে ১৪৩২ নং হাদীছে বর্ণিত ঘটনা ঘটিল। মক্কাবাসীরা সঠিকরূপে মোসলমানদের প্রস্তুতি ও অভিযানের পূর্ণ তথ্য জ্ঞাত হইতে পারিল না।

অষ্টম হিজরী সনের রমজান মাসের দশ তারিখ রসুলুল্লাহ (দঃ) মদিনা হইতে মক্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন; মোসলমানদের সৈন্য সংখ্যা দশ হাজার ছিল। মদিনার অদূরে জোহ্‌ফা এলাকায় পৌঁছিলে পর হযরতের চাচা আব্বাস (রাঃ) স্বীয় পরিবারবর্গ সহ মক্কা ত্যাগ করতঃ মদিনায় হিজরত করিয়া আসার পথে হযরতের সঙ্গে মিলিত হইলেন। তাঁহারা অনেক পূর্ব্বেই

ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মক্কা হইতে হিজরত করার সুযোগ সন্ধানে উহা গোপন রাখিয়াছিলেন। আব্বাস (রাঃ) তথা হইতে স্বীয় পরিবারবর্গকে মদিনায় পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং হযরতের সঙ্গে মক্কা অভিযানে যোগদান করিলেন। ৭।৮ দিন পথ চলার পর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম "মার্‌রুজ্জাহ্‌রান" * নামক স্থানে অবস্থান করিলেন। হযরত (দঃ) সঙ্গীগণকে আদেশ করিলেন যে, আবশ্যকীয় অগ্নি প্রজ্জলিত করিতে প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্নরূপে করিও। তাহাই করা হইল; এইরূপে ১০ হাজার লোকের ভিন্ন ভিন্ন অগ্নি তথায় এক বিভিষিকাপূর্ণ দৃশ্যের সৃষ্টি করিল।

এদিকে মক্কাবাসীরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অভিযান যাত্রার সঠিক তথ্য জ্ঞাত না থাকিলেও মোটামুটি কিছু আভাষ তাহারা জানিতে পারিয়াছিল। সেই সূত্রে মক্কার নেতা আবু সুফিয়ান দুই জন সঙ্গী সহ মোসলমানদের খোঁজে মক্কা হইতে বাহির হইল। তাহারা মার্‌রুজ্জাহ্‌রান এলাকার নিকট পৌঁছিয়া রাত্রিবেলা দূর হইতে তথায় প্রজ্জলিত অগ্নির দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহারা পরস্পর নানাপ্রকারের মন্তব্য করিতেছিল। আব্বাস (রাঃ) তথায় পৌঁছিলেন এবং আবু সুফিয়ানের কণ্ঠস্বর উপলব্ধি করিতে পারিলেন এবং সেও আব্বাস (রাঃ)কে চিনিতে পারিল; উভয়ের পরিচয়ের পর আবু সুফিয়ান আব্বাস (রাঃ)কে মূল ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিল। আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, এই দৃশ্য রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীগণের; এখন কোরায়েশদের আর রক্ষা নাই। আবু সুফিয়ান ভীত হইয়া কাকুতি-মিনতির সহিত জিজ্ঞাসা করিল, এখন উপায় কি? আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, মোসলমানগণ তোমার খোঁজ পাইলে এখনই তোমাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে। তুমি আমার যানবাহনে আরোহণ কর, আমি তোমার জন্য হযরতের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা চাহিব। ঐ যানবাহনটি বস্তুতঃ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যানবাহন ছিল। হযরতের যানবাহন এবং উহার উপর হযরতের চাচা আরোহিত, তাই কেউ উহার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন নাই এবং আবু সুফিয়ান সম্পর্কে জ্ঞাত হইতে পারেন নাই, কিন্তু ওমর (রাঃ) আবু সুফিয়ানকে উপলব্ধি করিতে পারিয়া

---

* আছাহহুস্‌সিয়ার নামক কিতাবের টিকায় লিখা আছে যে, "ইহা ঐ স্থানটি যাহাকে বর্তমানে ওয়াদি-ফাতেমা বলা হয়। উহা মক্কা হইতে প্রায় ১২।১৪ মাইল দূরে অবস্থিত। আমি তথায় উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি।

মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন যে, আল্লার দ্বীনের প্রধান শত্রুকে সুযোগ মতে পাওয়া গিয়াছে ; তিনি দ্রুত হযরতের প্রতি ছুটিয়া যাইতে লাগিলেন, আবু সুফিয়ানকে হত্যা করার অনুমতির জন্য। কিন্তু আব্বাস (রাঃ) অধিক দ্রুত হযরতের নিকট পৌঁছিলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ ! আমি আবু সুফিয়ানকে আশ্রয় দিয়াছি; তাই ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর কোন কথাই কাজে আসিল না।

হযরত (দঃ) আব্বাস (রাঃ)কে বলিলেন, এখন ইহাকে (আবু সুফিয়ানকে) লইয়া যান ; ভোরবেলা আসিবেন। ভোর হইতেই তাহাকে হযরতের নিকট উপস্থিত করা হইল, সে ইসলাম গ্রহণ করিল ; এখন তিনি আবু সুফিয়ান (রাঃ)।

অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) খালেদ বাহিনীকে মক্কার নিম্ন প্রান্ত পথে প্রবেশের আদেশ করিলেন এবং স্বয়ং উর্দ্ধ প্রান্তের পথে প্রবেশ করিলেন। কোথাও কোন সংঘর্ষ বাধিল না ; শুধু খালেদ বাহিনীর দুই ব্যক্তি একা একা ভিন্ন রাস্তায় চলাকালীন কতিপয় দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক শহীদ হইয়াছিলেন ; খালেদ (রাঃ) দুষ্কৃতিকারীদেরে আক্রমণ করিয়া তাহাদের বার জনকে হত্যা করিয়াছিলেন।

২০ রমজান রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কায় প্রবেশ করিলেন ; "হাজুন" নামক মহল্লায় তাঁহার ঝাণ্ডা উড্ডীন করা হইল।* স্বাভাবিক ধারণার বিপরীত হযরত (দঃ) মক্কাবাসীদের প্রতি করুণা ও অনুকম্পার ঘোষণা দান করিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন, যে ব্যক্তি অস্ত্র ত্যাগ করিবে তাহার জন্য নিরাপত্তা, যে ব্যক্তি গৃহদ্বার বন্ধ করিবে তাহার জন্য নিরাপত্তা, যে ব্যক্তি হরম শরীফে প্রবেশ করিবে তাহার জন্য নিরাপত্তা, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের গৃহে আশ্রয় লইবে তাহার জন্য নিরাপত্তা।

অতঃপর হযরত (দঃ) বিশিষ্ট সঙ্গিগণ সহ হরম শরীফে প্রবেশ করিলেন ; বাইতুল্লাহ শরীফের তওয়াফ করিলেন এবং বাইতুল্লাহ শরিফের মুর্ত্তিসমূহ অপসারণ করিলেন এবং বাইতুল্লাহ শরীফের ভিতরে নামায পড়িলেন। অতঃপর বাইতুল্লাহ শরীফের দরওয়াজায় দাঁড়াইয়া হযরত (দঃ) ভাষণদানে আল্লাহ তায়ালার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ স্বরূপ বলিলেন—

لا اله الا الله وحده لا شريك له صدق وعده

ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده

---

* বর্ত্তমানে সেই স্থানে একটি মসজিদ আছে উহাকে "মসজিদুর রায়াহ" বলা হয়, 'রায়াহ' অর্থ ঝাণ্ডা (আল্লাহ তায়ালা আমাকে তথায় নামায পড়ার সৌভাগ্য দান করিয়াছেন।)

"আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই, তিনি এক—তাঁহার কোন শরীক নাই ; তিনি স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছেন, স্বীয় বান্দাকে সাহায্য দান করিয়াছেন, বিদ্রোহী পক্ষের দল সমূহকে একাই পরাজিত করিয়াছেন।" হযরত (দঃ) স্বীয় ভাষণে অন্ধকার যুগের নানা কুসংস্কারের মূল উচ্ছেদেরও ঘোষণা করিলেন। হযরতের ভাষণকালে মক্কার নাগরিকরা ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় নিঃস্তব্ধরূপে দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা তাহাদের দীর্ঘদিনের অত্যাচার ও জুলুমের পরিণাম ভোগের প্রহর গণিতেছিল। এমতাবস্থায় হযরত (দঃ) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা আমার পক্ষ হইতে কিরূপ ব্যবহারের আশা পোষণ কর? সকলে উত্তর করিল, আপনি স্বয়ং উদার এবং উদারতাশীল বংশের, তাই আমরা আপনার অনুগ্রহের আশাই পোষণ করি। হযরত (দঃ) বলিলেন, ইউসুফ (আঃ) স্বীয় ভাইদের দ্বারা অত্যাচারিত ও দেশান্তরিত হইয়া নবুয়ত ও রাজত্বের অধিকারী হইবার পর যখন তাঁহার ভাইগণ কাতর স্বরে নিজেদের অন্যায় স্বীকার করিয়াছিল তখন ইউসুফ (আঃ) তাহাদের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, আমিও আজ তোমাদের প্রতি উহারই পুনরাবৃত্তি করিতেছি এবং ঘোষণা করিতেছি— لا تثريب عليكم اليوم انتم الطلقاء আজ তোমাদের প্রতি কোন প্রকার ভয়-ভীতি, তিরস্কার ভর্ৎসনা প্রয়োগ করা হইবে না, কাহারও উপর কোন অভিযোগ নাই ; তোমাদের সকলকেই ক্ষমা করা হইল।

হযরতের আদেশে বেলাল (রাঃ) কা'বা ঘরে আজান দিলেন ; অতঃপর হযরত (দঃ) স্বীয় চাচাত ভগ্নি উম্মেহানী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার ঘরে আসিয়া গোসল করিলেন এবং আট রাকাত নফল নামায পড়িয়া আল্লাহ তায়ালার শোকরিয়া আদায় করিলেন।

হযরত (দঃ) মক্কাবাসীদেরকে ক্ষমা করিলেন বটে, কিন্তু কতিপয় পুরুষ ও নারীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ জারি করিলেন, এমনকি তাহাদের সম্পর্কে এইরূপ কঠোর আদেশ ছিল যে, যে কোন স্থানে দেখা মাত্র তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে। কিন্তু দয়ার দরিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাদের মধ্য হইতেও অধিকাংশকে শেষ পর্য্যন্ত ক্ষমা করিয়াছেন—পুরুষদের মধ্যে (১) আবু জেহেলের পুত্র একরেমা (২) উমাইয়ার পুত্র ছাফ্ওয়ান (৩) হামযা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হত্যাকারী ওয়াহ্শী সহ সাত জন ক্ষমাপ্রাপ্ত হইলেন এবং চার জনের প্রাণদণ্ড কার্য্যকরী হইল। নারীদের মধ্যে

হামযা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কলিজা চর্ব্বনকারিণী, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হেন্দা সহ তিন জন ক্ষমাপ্রাপ্তা হইলেন এবং তিন জনকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইল।

অতঃপর হযরত (দঃ) মক্কার আশেপাশে অলিগলিস্থিত মূর্ত্তি সমূহ ধ্বংস করার প্রতি বিশেষ মনযোগ দিলেন, এমনকি ঘোষণা করিয়া দিলেন, কাহারও ঘরের ভিতরেও যেন কোন প্রকার মূর্ত্তি না থাকে। এইরূপে হযরত (দঃ) রমজানের অবশিষ্ট দশ দিন এবং শাওয়ালেরও কিছুদিন মোট ১৫ বা ১৯ দিন মক্কায় অবস্থান করিলেন। অতঃপর হযরত (দঃ) মক্কা হইতে হোনায়ন, আওতাস ও তায়েফ ইত্যাদি এলাকায় অভিযান চালাইলেন এবং দুই মাসের অধিককাল পরে জিলকদ মাসের শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই মহাবিজয় কালে হযরত (দঃ) কর্ত্তৃক সোনালী আদর্শ স্থাপন ঃ

মক্কা বিজয় মোসলেম জাতির জন্য মহাবিজয় ছিল এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবনের চরম বিজয় ছিল। এই মহাবিজয় লগ্নে রসুলুল্লাহ (দঃ) দুইটি বিষয়ে এমন দুইটি আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন যাহা মানব সমাজের মঙ্গল ও শান্তি আনয়নের দিশারীরূপে ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে চিরবিদ্যমান থাকিবে।

(১) এইরূপ মহাবিজয় ও চরম বিজয় লগ্নে সাধারণতঃ বিজয়ীর প্রতিটি কার্য্যে, প্রতিটি আদেশ-নিষেধে এবং প্রতিটি আচরণে সীমাহীন ঔদ্ধত্য, লাগামহীন দর্প ও দম্ভ ভাসিয়া উঠিবে। তাহার অসুরীয় উন্মাদনা ও দানবীয় বিজয়মত্তা বিজীতদের উপর টানিয়া আনিবে শত শত দুঃখ যাতনা। এই সব স্বভাবের স পূর্ণ বিপরীত আজ নবীজী সর্ব্বাধিক বিনয়ী, সর্ব্বাধিক বিনম্র। মক্কা হইতে মাত্র ১২।১৪ মাইল ব্যবধানে "মাররুজ-জাহ্‌রান" এলাকা; তথায় হযরত (দঃ) সমুদয় বাহিনী সহ রাত্রি যাপন করিলেন। প্রত্যুষেই নবীজী নগর প্রবেশের আয়োজন করিলেন। দশ সহস্রীয় সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়ের প্রত্যেক দলের দলপতির হাতে ভিন্ন ভিন্ন নিশান উড়াইয়া দিয়া নবীজী সকলকে মক্কা নগরীর প্রতি মার্চ্চ করার আদেশ দিলেন। একের পর এক কাতারে কাতারে সেনাদল চলিতে লাগিল। শেষের দিকে এবং অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে সর্বাধিক ছোট একটি দলে পরিবেষ্টিত নবীজী অগ্রসর হইলেন একটি উটের পিঠে চড়িয়া; তাহাও নিজ শিষ্য যায়েদ-পুত্র উসামাকে সম-আসনে সঙ্গে

বসাইয়া নিরবে চলিতে লাগিলেন—কোন হাঁকাহাঁকি নাই, দর্প নাই, দম্ভ নাই। কি মনোহারী দৃশ্য! মহাবিজয়ের বিজয়ী সম্রাট চরমবিজয়ের বিজয়ী সেনাপতি এই সাধারণ বেশে অনাড়ম্বর পরিবেশে নগর-প্রবেশ পর্ব্ব সম্পন্ন করিতেছেন।

নবীজীর পক্ষে এই অবস্থা সহজ হওয়ার গোড়ায় ছিল একটি মহান আদর্শ একটি পবিত্র অনুভূতি—তাহাই লক্ষ্যনীয় এবং সেই শিক্ষাই এস্থলে গ্রহণীয়। বিজয় ক্ষেত্রে এবং সাফল্যের ময়দানে এক মুহূর্ত্তের জন্যও যেন নিজের বাহাদুরী ও নিজের কৃতিত্বের প্রতি দৃষ্টি ও ধ্যান ধারণা না যায়। সবই প্রভু পরওয়ার-দেগারের দান তাঁহারই অনুগ্রহ বলিয়া শুধু বিবেচনা নয় বরং অন্তরের অন্তস্থল হইতে এই বিশ্বাস এই একীনই পোষণ করিবে এবং সেই বিশ্বাসকে অঙ্গে প্রত্যঙ্গে ফুটাইয়া তুলিবে। মনে, মুখে ও অষ্টাঙ্গে এই একই ভাব, একই ভঙ্গি। সেমতে সকল বিজয়ের মাঝখানে নবীজী একমাত্র আল্লাহ তায়ালার করুণা-স্পর্শ অনুভব করিতেছিলেন; তাঁহার মস্তক কৃতজ্ঞতায় সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে নত হইয়া পড়িতেছিল, এমনকি তাঁহার অবনত মস্তক বার বার তাঁহার উটের পিঠকে স্পর্শ করিতেছিল বলিয়া ইতিহাসে উল্লেখ রহিয়াছে। এই আদর্শ নবীজীর স্বভাবগতও ছিল আবার আল্লাহ তায়ালার নির্দ্দেশ হইতেও গ্রহণ করিয়াছিলেন। পবিত্র কোরআনের ছুরা নছর—যেই ছুরায় মহাবিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল উক্ত ছুরায় স্পষ্ট বর্ণনা আছে—"যখন আল্লার সাহায্য ও বিজয় আসিবে তখন তোমার প্রভুর তছবীহ—মহিমা জপ, হাম্‌দ-প্রশংসা জপ করিবে এবং অলক্ষ্যে ক্ষমা প্রার্থনায় রত থাকিবে।" উক্ত আদেশত্রয়ের রঙ্গে রঞ্জিত থাকিলে যে কোন বিজয়ে ঔদ্ধত্ব, দর্প ও দম্ভ স্থান পায় কোথায়? এই মহাবিজয়ের দিন নবীজীর দৃশ্যই উহার প্রমাণ। এমনকি নবীজী মক্কা বিজয়ের পরে সারা জীবন উক্ত আদেশত্রয়ের মৌখিক জপ নামাযেও করিয়া থাকিতেন—

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ

"হে আল্লাহ! হে আমাদের পরওয়ারদেগার! তোমার মহিমাই আমার জপনা এবং তোমার প্রসংশা আমার ভজনা; হে আল্লাহ! আমায় ক্ষমা কর।" রুকু অবস্থায় হযরত (দঃ) ইহা পড়িয়া থাকিতেন।

(২) মক্কা বিজয়ের দিনে হযরত (দঃ) আরও একটি অতুলনীয় আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই মক্কাবাসীরা হযরত (দঃ)কে এবং তাঁহার ভক্তবৃন্দকে মক্কায় থাকাকালে কি অত্যাচারই না করিয়াছিল! দীর্ঘ তের বৎসর অকথ্য অত্যাচার চালাইয়া তাঁহাদেরকে দেশান্তরিত করিয়াছিল। বাড়ী-ঘর ছাড়িয়া মদিনায় যাইয়াও হযরত (দঃ) শান্তিতে থাকিতে পারেন নাই; এই দুরাচাররা তথা হইতেও মোসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য কত আক্রমণ করিয়াছে। ওহোদ ও খন্দক যুদ্ধের ঘটনাবলী ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া যায় নাই। এই দীর্ঘ একুশ বৎসরের অত্যাচারী শত্রু আজ হযরতের পদানত, শত অত্যাচার ভোগ শেষে বন্ধুর ও কণ্টকাকীর্ণ পথ বহিয়া আজ হযরত (দঃ) ঐ শত্রুদের উপর সর্ব্বক্ষমতার অধিকারী হইয়াছেন। আজ হযরত (দঃ) এই শত্রুদের প্রতি কি ব্যবহার করেন তাহাই লক্ষ্যণীয়, তাহাই শিক্ষণীয়।

আজ মহাবিজয়, কিন্তু হযরতের উদারতা আজ মহাসমুদ্র অপেক্ষা অধিক প্রশস্ত—কি করুনা তাঁহার, কি মহিমা তাঁহার! অতীতের কোন আঘাত বা বেদনার কথা তাঁহার মনে নাই; তাঁহার অন্তর সমুদ্রে আজ শুধু ক্ষমার ঢেউ খেলিতেছে। ক্ষমা ও দয়ার কি অপূর্ব্ব দৃশ্য আজ মহাবিজয়ী হযরতের ভাব-ভঙ্গিতে। আজ নবীজীর প্রতিটি কথায় ক্ষমা ও শান্তি, প্রতিটি আদেশ-নিষেধে ক্ষমা ও শান্তি, প্রতিটি ঘোষণায় ক্ষমা ও শান্তি, প্রতিটি ভাষণে ক্ষমা ও শান্তি।

মক্কা প্রবেশের পূর্ব্বে রাত্রিবেলায়ই মর্ম্মান্তিক ঘটনাপ্রবাহের রণাঙ্গন—ওহোদ ও খন্দকের সেনানায়ক, দীর্ঘ সাত বৎসরের সকল আক্রমণ ও শত্রুতার নেতা আবু সুফিয়ান নবীজী সমীপে উপস্থিত; এহেন শত্রুকে হাতে পাইয়া তিনি কি করিলেন? হযরত তাহার সব অপরাধ ভুলিয়া গিয়া তাহাকে ইসলামের আহ্বান জানাইলেন। কোন জোর নাই, জবরদস্তি নাই, ধমক নাই, ভীতি প্রদর্শন নাই। করুণা-মধুর স্বরে তাহাকে আল্লার একত্ব ও রসুলের স্বীকৃতি মানিয়া লওয়ার প্রতি তাহার বিবেককে আকৃষ্ট করিলেন। অনতিবিলম্বে সে ইসলামের কালেমা পাঠ করিল। নবীজী আবু সুফিয়ানের পদমর্য্যাদার মূল্য দানেও কুণ্ঠিত হইলেন না। হযরত (দঃ) তাঁহার গৃহকে নিরাপত্তার স্থানরূপে ঘোষণা দিয়াদিলেন।

প্রত্যুষে যখন নবীজী দশ সহস্র বীর সেনানীকে মক্কা নগরীর প্রতি মার্চ্চ করার আদেশ করিলেন তখন কি মধুর বাণী তিনি সকলকে শুনাইলেন! যুদ্ধমত্ত

সৈনিকদেরকে বলিয়া দিলেন, আক্রান্ত না হইয়া কাহারও প্রতি আক্রমণ করিবে না। ফলে বিনা রক্তপাতে মোসলেম বাহিনীর হস্তে শত্রুদূর্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রের চিরপতন ঘটিল।

মোসলেম বাহিনী বিভিন্ন পথে নগরে প্রবেশ করিল। মক্কার সকল নরনারী আজ ভীত সন্ত্রস্ত ; দীর্ঘদিন নিঃসহায় মুসলিমদের উপর তাহারা যে অত্যাচার অবিচার করিয়াছিল সে সবের প্রতিশোধ ভোগের প্রহরি তাহারা গণিতেছিল। কিন্তু নবীজীর উদারতা নবীজীর সীমাহীন দয়া তাহাদেরকে সে মুহূর্ত্তেই রক্ষাকবচ প্রদান করিল। নবীজী তাহাদের সমুদয় আঘাত ভুলিয়া গিয়া উদার কণ্ঠে তাহাদের জন্য ব্যাপক নিরাপত্তার ঘোষণা দানে বলিলেন, যে ব্যক্তি অস্ত্র ত্যাগ করিবে তাহার জন্য নিরাপত্তা, যে ব্যক্তি গৃহ দ্বার বন্ধ করিবে তাহার জন্য নিরাপত্তা, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের গৃহে আশ্রয় নিবে তাহার জন্য নিরাপত্তা, যে ব্যক্তি হরম শরীফে আশ্রয় নিবে তাহার জন্য নিরাপত্তা। সার কথা—প্রতিটি নরনারী যাহাতে প্রাণ বাঁচাইবার উপায় পায় সেই ব্যবস্থা নবীজী করিয়া দিলেন। দীর্ঘ একুশ বৎসরের শত্রুদের প্রতি নবীজীর কি অপূর্ব্ব উদারতা!

নবীজীর উদারতা ও দয়ার সীমা রহিল না যখন বিজয়ের দিনেই আল্লার ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া মক্কাবাসীদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণাপুর্ব্বক বলিলেন, তোমাদের কাহারও প্রতি আজ কোন অভিযোগ নাই ; তোমরা মুক্ত, ক্ষমাপ্রাপ্ত।

এত বড় করুণা, এত বড় মহিমা কে কোথায় দেখিয়াছে ? এত বড় ক্ষমা কে কোথায় দেখিয়াছে? প্রতিশোধ নেওয়ার কোন কথা নাই, বিগত অপরাধের কোন অভিযোগ নাই। কত সুন্দর কত বিস্ময়কর এই বিজয়! রক্তপাত নাই, ধ্বংস-বিভীষিকা নাই ; আছে কেবল দয়া, ক্ষমা ও উদারতা। পৃথিবীর ইতিহাসে বহু বিজয় কাহিনীর বর্ণনা রহিয়াছে, বহু বীর সেনাপতি বহু দেশ জয় করিয়া অমর হইয়াছেন। কিন্তু এরূপ রক্তবিহীন মহাবিজয় কোথাও দেখা গিয়াছে কি ?

মক্কা বিজয়ের এই দৃশ্য পৃথিবীর ইতিহাসে অপূর্ব্ব ও অমর হইয়া থাকিবে।

এই অপরূপ ক্ষমা, দয়া উদারতা এবং উগ্রতার স্থলে নম্রতা বিনয়ীর বেশে বিজয়ী ইহাই শান্তির ধর্ম্ম ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষা ; ইসলামের প্রবর্ত্তক হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই সোনালী আদর্শ ও শিক্ষারই দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছিলেন মক্কা বিজয়ের দিন।

এই আদর্শ ও শিক্ষা গ্রহণ করিয়াই ধন্য হইতে পারিয়াছিলেন নবীজির ছাহাবিগণ। নবীজীর সঙ্গে মক্কা বিজয়ে দশ সহস্র সৈনিক ছিলেন; যাঁহারা সকলেই মক্কাবাসীদের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ মোহাজেরগণ তাঁহারা ত দেশ-খেস, ধন-সম্পদ সব কিছুই হারাইয়াছিলেন এই মক্কাবাসীদের অত্যাচারে। তাঁহাদের মধ্যে বেলাল (রাঃ) খাব্বাব (রাঃ)-এর ন্যায় কত শত জনই ছিলেন যাঁহাদের উপর মক্কাবাসীদের পৈশাচিক অত্যাচারের ইতিহাস প্রসিদ্ধ। এই সৈনিকগণ যদি নবীজীর উক্ত আদর্শ ও শিক্ষার আলো না পাইতেন তবে এই বিজয়ী সৈনিকদের দ্বারা মক্কার বুকে কত অঘটনই না ঘটিত। বর্ত্তমান বিভীষিকা পূর্ণ জগৎ যদি নবীজীর উক্ত আদর্শ ও শিক্ষা অনুসরণ করে তবে বিশ্ববাসীর জন্য কত মঙ্গল ও কল্যানই না নামিয়া আসে। মঙ্গল ও কল্যাণ বুলি আওড়াইলে বা সঙ্ঘ গঠনে আসে না; সত্যিকার মঙ্গল ও কল্যাণ আসিতে পারে আদর্শের মাধ্যমে। মক্কা বিজয় লগ্নে সেই আদর্শই স্থাপন করিয়া গিয়াছেন বিশ্ববাসীর জন্য বিশ্বনবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম।

মক্কা বিজয়ের দিন হযরতের ভাষণ ঃ

এই মহা বিজয় উপলক্ষে রসুলুল্লাহ (দঃ) দুই দিন দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। প্রথম ভাষণটি ছিল নবীজীর মক্কা প্রবেশের প্রথম দিন। এইদিন কা'বা শরীফের ভিতরে হযরত (দঃ) নামায পড়িয়াছেন।

মক্কার নাগরিকদের অন্তর আজ বিহ্বল। মক্কার বুকে তাহারা হযরতের আছহাবের উপর কিরূপ এবং কি কি অত্যাচার ও জুলুম করিয়াছিল—অক্ষরে অক্ষরে আজ তাহা তাহাদের স্মরণে আসিতেছে, তাই তাহারা নিজে নিজেই ভীত ও সন্ত্রস্ত। তাহাদের মুখে শব্দ নাই, চোখে আলো নাই; এমতাবস্থায় তাহারা কা'বা-সম্মুখে ভীড় জমাইয়াছে। সকলেই দণ্ডায়মান, আর হযরত কা'বা-ভিতরে নামায রত। নামায সমাপ্তে নবীজী কা'বার দ্বারে দাঁড়াইলেন। মক্কার নাগরিকরা অপররাধীর দৃষ্টিতে মহাবিজয়ী নবীজীর মুখপানে তাকাইয়া আছে—কি আদেশ, কি ফরমান তাঁহার মুখ হইতে নিসৃত হয়।

নবীজী ক'াবা দ্বারে দাঁড়াইয়া সমবেত নাগরিকদেরকে সম্বোধন পূর্ব্বক ভাষণ দিলেন। সেই ঐতিহাসিক ভাষণে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি প্রাধান্য লাভ করিল—

● সর্ব্বাগ্রে হযরত(দঃ) আল্লার একত্ববাদ ঘোষণায় কলেমা—লাইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করতঃ এই মহা বিজয়ের উপর প্রভুর দরবারে শুকরিয়া নিবেদন করিলেন।

● আভিজাত্যের গর্ব্ব সমগ্র আরবে এক অভিশাপ ছড়াইয়া রাখিয়াছিল। দুর্বলদের প্রতি অন্যায় অবিচার এই গর্ব্বের ভিত্তিতে স্বাভাবিক ও নির্দ্ধারিত নিয়ম ও নীতিরূপে প্রচলিত ছিল। এই আভিজাত্যে হযরতের নিজ বংশ কোরেশ গোত্র সর্ব্বাগ্রে ছিল। বিচার ও মানবাধিকার ক্ষেত্রে সাম্যের বিধান প্রবর্ত্তনে হযরত (দঃ) সর্ব্বাগ্রে নিজ বংশের উপর আঘাত হানিলেন। এই ঐতিহাসিক ভাষণে হযরত (দঃ) মানবাধিকার ও বিচার ক্ষেত্রে সকল মানুষকে সমান ঘোষণা করিলেন। আভিজাত্যের গর্ব্বে দুর্বলদেরকে ন্যায় বিচার ও প্রাপ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করার নীতি চিরতরে পদদলিত বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

● নরহত্যার বিচার বা ক্ষতিপূরণে অভিজাত ও অনভিজাতের পার্থক্যের নীতি প্রচলিত ছিল; উহার পরিবর্ত্তে সকলের জন্য সমান ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করিলেন।

● মক্কার নাগরিকদের জন্য তাহাদের কল্পনা ও আশার উর্দ্ধে অপ্রত্যাশিত ভাবে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করিলেন, এমনকি কাহারও প্রতি কোন অভিযোগ আনা হইবে না বলিয়াও তাহাদিগকে নিশ্চয়তা প্রদান করিলেন।

নবীজীর সংক্ষিপ্ত ভাষণটি ন্যায় ও উদারতার ঘোষণায় পরিপূর্ণ ছিল। উক্ত ভাষণের নিম্নোক্ত মূল বক্তব্য ইতিহাস হইতে উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে—

● لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

● আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই; তিনি এক, অদ্বিতীয়। তিনি তাঁহার কথা (যে, মোসলমানদের সাহায্য করিবেন) বাস্তবায়িত করিয়াছেন। তাঁহার বন্দা—আমাকে সাহায্য করিয়াছেন এবং সমবেত শত্রুদলকে তিনি একা পরাজিত করিয়াছেন।

● أَلَا كُلُّ مَأْثَرَةٍ أَوْ دَمٍ أَوْ مَالٍ يُدَّعٰى فَهُوَ تَحْتَ قَدَمَىَّ هَاتَيْنِ إِلَّا سِدَانَةَ الْبَيْتِ وَسِقَايَةَ الْحَاجِّ

● তোমরা শুনিয়া রাখ। পূর্ব্ববর্ত্তী সমুদয় প্রথা এবং খুনের বা মালের অন্যায় দাবী সবকে আমি পদদলিত করিলাম; অবশ্য কা'বা ঘরের খেদমত এবং হাজীদিগকে জমজমের পানি পান করাইবার যে প্রথা পূর্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহা বলবৎ থাকিবে।

● জানিয়া রাখ। নরহত্যা যদি অনিচ্ছাকৃতও হয়, কিম্বা হত্যার সাধারণ ও স্বাভাবিক অস্ত্র ভিন্ন—যেমন, লাঠি বা বেত্র-কোড়া দ্বারাও হয়; এইরূপ ক্ষেত্রেও শরীয়ত কর্ত্তৃক সুনির্দ্ধারিত কঠোর ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে হইবে। নিহতদের উত্তরাধিকারীকে বিভিন্ন বয়সের একশত উট দিতে হইবে যাহার মধ্যে চল্লিশটি হইতে হইবে গাভীন।

● أَلَا وَقَتِيلُ الْخَطَأِ مِثْلُ الْعَمْدِ السَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِمَا الدِّيَةُ مُغَلَّظَةٌ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا

● হে কোরায়েশ গোত্র! অন্ধকার যুগে প্রচলিত তোমাদের অহঙ্কার গর্ব এবং বাপ-দাদার নামের উপর আভিজাত্য ও অভিমানকে আল্লাহ তায়ালা নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। (মানবাধিকার এবং বিচারের বেলায় ঐ গর্ব ও আভি-জাত্যের দরুণ কোন পার্থক্য করা হইবে না; সকল মানুষের সঙ্গে তোমরা সমপর্য্যায়ের পরিগণিত হইবে।) সকল মানুষ এক আদমের সন্তান; আর আদম মাটির দ্বারা তৈরী; (অতএব কাহারও গর্বের কিছু নাই।) অতঃপর বংশের গর্ব এবং আভিজাত্যের কুপ্রথার অবসান ঘোষণাকল্পে রসুলুল্লাহ (দঃ) পবিত্র কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—"হে বিশ্ব মানব! একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা তথা আদম ও হাওয়া হইতে তোমাদের সকলকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি; গোত্র ও বংশে যে তোমাদিগকে বিভক্ত করিয়াছি তাহা

● يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ نَخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَظُّمَهَا بِالْآبَاءِ. اَلنَّاسُ مِنْ آدَمَ وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا

وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ

শুধু পরিচয়ের সুবিধার জন্য। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্ তায়ালার নিকট অধিক সম্মানী সে-ই হইবে যাহার মধ্যে আল্লার ভয়-ভক্তি অধিক থাকিবে।” (২৬ পাঃ রুঃ)

● يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ وَيَا اَهْلَ مَكَّةَ
مَا تَرَوْنَ اَنِّىْ فَاعِلٌ بِكُمْ قَالُوْا
خَيْرًا اَخٌ كَرِيْمٌ اِبْنُ اَخٍ كَرِيْمٍ
ثُمَّ قَالَ اِذْهَبُوْا لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ
الْيَوْمَ فَاَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ

● হে কোরায়েশগণ। হে মক্কার নাগরিকগণ! আমি তোমাদের সহিত কি করিব বলিয়া তোমরা ধারণা কর? তাহারা সমবেত কণ্ঠে উত্তর দিল— আমরা আপনার হইতে ভাল আশাই পোষণ করি; আপনি আমাদের ভাই এবং অতি ভদ্র ভাই, আপনার বংশও আমাদের সহোদর এবং ভদ্র। অতঃপর হযরত (দঃ) বলিলেন, যাও—তোমরা মুক্ত; তোমরা ক্ষমাপ্রাপ্ত; তোমাদের প্রতি কোন অভিযোগ নাই।

(তারীখ তবরী ২—৩৩৭)

পরবর্ত্তী দিন হযরত (দঃ) দ্বিতীয় ভাষণ দিলেন ছাফা পাহাড়ে দাঁড়াইয়া। এই ভাষণের বিষয়বস্তু ছিল পবিত্র মক্কা নগরীর সুনির্দ্দিষ্ট এলাকা—হরম শরীফের জন্য আল্লাহ কর্ত্তৃক বিশেষ বিধানাবলীর ঘোষণা। উক্ত ভাষণে উপস্থিত ছাহাবী আবু শোরায়হ (রাঃ) কর্ত্তৃক ভাষণের বর্ণনা দ্বিতীয় খণ্ডে ৯৩৭নং হাদীছে রহিয়াছে।

এই দ্বিতীয় ভাষণে রসুলুল্লাহ (দঃ) আরও একটি গুরুতর অন্যায়ের উচ্ছেদ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে—একজনের অপরাধের প্রতিশোধ তাহার আত্মীয়, গোত্রীয়, দেশীয় অন্য ব্যক্তি হইতে গ্রহণ করা যাইবে না। মোসলমানদের মিত্র গোত্র “খোযায়া” যাহাদের ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া মক্কা বিজয়ের অভিযান চলিয়াছিল—সেই খোযায়া গোত্রীয়রা মক্কা বিজয়ের সুযোগে ঐরূপ একটি প্রতিশোধ-মূলক হত্যা করিয়াছিল। সংবাদ প্রাপ্তে হযরত (দঃ) তৎক্ষণাৎ নিজ পক্ষ হইতে উক্ত হত্যার ক্ষতিপূরণ দান পূর্ব্বক উভয় পক্ষের বিবাদ মিটাইয়া ঘটনার সমাপ্তি সাধন করিলেন এবং স্বীয় ভাষণের মধ্যে সর্ব্ব সমক্ষে ঐরূপ

প্রতিশোধের উচ্ছেদ ঘোষণা পূর্ব্বক সকলকে সতর্ক করিয়াদিলেন যে, ঐরূপ অন্যায় প্রতিশোধ গ্রহণের নামে হত্যাকারীর উপর মানুষ হত্যার পূর্ণ শাস্তি প্রয়োগ করা হইবে।

এতদ্ভিন্ন আরও ছোট-খাট ভাষণ হইয়াছে কোন কোন বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে। যেমন— ১৫৪৯ নং হাদীছে একটি ঘটনা বর্ণিত হইবে।

১৫৩৭। হাদীছঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) রমজান মাসে মক্কা বিজয় অভিযানে যাত্রা করিয়াছিলেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) আরও বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত (দঃ) পথিমধ্যে রোযা রাখিয়াছিলেন। (তিনি প্রায় চতুর্থাংশের অধিক পথ অতিক্রম করার পর) যখন তিনি "কাদীদ" নামক স্থানে পৌঁছিলেন তখন রোযা ভঙ্গ করিলেন এবং (যেহেতু মুসাফির ছিলেন, তাই) মাসের শেষ পর্য্যন্ত রোযা রাখেন নাই।

১৫৩৮। হাদীছঃ— ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রমজান মাসে মদিনা হইতে মক্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন, তাঁহার সঙ্গে দশ সহস্র মোজাহেদ ছিলেন। এই ঘটনা হযরতের মদিনায় আসার অষ্টম বৎসরের মধ্যবর্ত্তী সময়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং ছাহাবীগণ মক্কার দিকে পথ অতিক্রম করিতে ছিলেন। তাঁহারা সকলেই রোযা রাখিয়াছিলেন। কাদীদ নামক স্থানে পৌঁছিয়া হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) রোযা ভঙ্গ করিলেন, ছাহাবীগণও রোযা ভঙ্গ করিলেন।

১৫৩৯। হাদীছঃ—ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদিনা হইতে যাত্রা করিলেন। কোরায়েশরা অভিযানের খবর জ্ঞাত হইল; আবু সুফিয়ান, হাকিম ইবনে হেযাম ও বোদায়েল ইবনে অরাকা সঠিক তথ্যের খোঁজে বাহির হইল। তাহারা অগ্রসর হইতে হইতে মার্‌রুজ-জাহরানের নিকটবর্ত্তী পৌঁছিয়া বহু সংখ্যক অগ্নি প্রজ্জলিত দেখিতে পাইল, যেরূপ আরাফার ময়দানে দেখা যায়। আবু সুফিয়ান সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিল, এইসব অগ্নি কিসের হইতে পারে? আরাফার ময়দানের ন্যায় বহু সংখ্যক অগ্নি দেখা যাইতেছে। সঙ্গীদ্বয় বলিল, বনী-আমর গোত্রের অগ্নি মনে হয়। আবু সুফিয়ান বলিল, ঐ গোত্র ত এত সংখ্যার নহে।

এমতাবস্থায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু অসাল্লামের নিযুক্ত প্রহরীগণ ঐ ব্যক্তিত্রয়কে দেখিয়া ফেলিলেন এবং তাহাদিগকে ধরিয়া হযরতের নিকট উপস্থিত করিলেন।

অতঃপর আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) যখন তথা হইতে মক্কা শহরপানে যাত্রা করিলেন তখন আব্বাস (রাঃ)কে বলিলেন, (যাত্রা পথে যে স্থানটি সরুপথ) যথায় যাত্রীগণের ভীড় হয় তথায় আবু সুফিয়ানকে দাঁড় করিয়া রাখ, মোসলমান মোজাহেদ বাহিনীর সঠিক সংখ্যা যেন সে দেখিতে পারে। আব্বাস (রাঃ) তাহাই করিলেন। বিভিন্ন গোত্র সমূহ আবু সুফিয়ানের সম্মুখ দিয়া এক একটি বাহিনী আকারে পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। তন্মধ্যে একটি বাহিনী পথ অতিক্রম করা কালে আবু সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আব্বাস। ইহা কোন্ গোত্র? তিনি উত্তর করিলেন, বনু-গেফার গোত্র। আবু সুফিয়ান বলিলেন, ইহাদের প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নাই। অতঃপর জোহায়না গোত্র, ছোলায়েম গোত্র, পথ অতিক্রম করাকালীনও এইরূপ বলিলেন। অতঃপর একটি বড় বাহিনী যাইতে লাগিল, অন্য কোন বাহিনী এত বড় ছিল না। আবু সুফিয়ান ঐ বাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইহা মদিনাবাসী আনছারগণের দল, তাঁহাদের অধিনায়ক ছিলেন সায়াদ ইবনে ওবাদা (রাঃ); তাঁহার হস্তে ঝাণ্ডা ছিল। সায়াদ (রাঃ) আবু সুফিয়ানকে বলিলেন, অদ্য (যুদ্ধের দরুন) কা'বা শরীফের সম্মানের লাঘব করা হইবে। আবু সুফিয়ান (বুঝিতে পারিল যে, অদ্য আবশ্যক হইলে কা'বা শরীফের নিকবর্ত্তী স্থানেও যুদ্ধ চলিবে, তাই তিনি ভীত হইয়া) বলিলেন, হে আব্বাস। অদ্যকার দিন আত্মীয়তার হক্ক আদায়ের উপযুক্ত দিন।

অতঃপর একটি ছোট বাহিনী অগ্রসর হইল; উহাতেই রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং তাঁহার বিশিষ্ট সঙ্গিগণ ছিলেন। হযরতের দলের পতাকা যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হস্তে ছিল। হযরত (দঃ) যখন আবু সুফিয়ানের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন তখন আবু সুফিয়ান হযরতকে অভিযোগ জানাইলেন যে, মদিনাবাসী সায়াদ ইবনে ওবাদা কি বলিয়াছেন তাহা শুনিয়াছেন কি?

রসুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বলিয়াছে? আবু সুফিয়ান বলিলেন, তিনি বলিয়াছেন, অদ্য কা'বা শরীফের সম্মানের লাঘব করা হইবে। হযরত (দঃ) বলিলেন, সায়াদ ভুল বলিয়াছে। আজ আল্লাহ তায়ালা কা'বা শরীফের সম্মান বর্দ্ধিত করিবেন; (আজ তথা হইতে গর্হিত মাবুদ সমূহের মূর্ত্তি অপসারিত হইবে তাহাদের উপাসনা রহিত হইবে, তথায় এক আল্লার এবাদৎ প্রতিষ্ঠিত হইবে।) এবং আজ নূতনভাবে কা'বা ঘরকে গেলাফ পরিধান করান হইবে। ৪৯—

ব্যাখ্যা ঃ—বিদায় হজ্জ কালীনও রসুলুল্লাহ (দঃ) এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডে ৯০৫ নং হাদীছের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে।

১৫৪৩। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মক্কা বিজয়ের দিন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম লৌহ শিরস্ত্রান পরিধেয় অবস্থায় মক্কা নগরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। (শান্তি প্রতিষ্ঠার পর) তিনি লৌহ-শিরস্ত্রাণ মাথা হইতে নামাইয়া ফেলিলেন, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি সংবাদ দিল, প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ইবনে-খাতাল কা'বা শরীফের গেলাফ আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। হযরত (দঃ) তাহার উপর প্রাণদণ্ড কার্য্যকরী করার আদেশ করিলেন।

হাদীছ বর্ণনাকারী ইমাম মালেক (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের ধারণা— ঐ দিন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন না।

ব্যাখ্যা ঃ—মক্কা নগরীতে হরম শরীফের বাহির হইতে প্রবেশকারীকে এহ্‌রাম অবস্থায় প্রবেশ করিতে হয়; হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিধানরত ছিলেন, এই সূত্রে বলিতে হয় যে, তিনি এহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন না, নতুবা মাথা আবৃত করিতেন না।

এই সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (দঃ) অন্য এক হাদীছে স্পষ্টরূপে বলিয়া দিয়াছেন যে, মক্কা নগরী সম্পর্কে যেসব বিশেষ বাধা নিষেধ বলবৎ আছে, এমন কি তথায় কাহাকেও হত্যা করা, যুদ্ধবিগ্রহ পরিচালনা করা ইত্যাদি; একমাত্র আমার জন্য আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে অনুমতি প্রদান করা হইয়াছিল, তাহাও শুধুমাত্র একদিন ভোরবেলা হইতে আসরের সময় পর্য্যন্ত। অতঃপর মক্কা নগরী সম্পর্কে সমস্ত বাধা নিষেধ পূর্ব্বের ন্যায় বহাল হইয়া গিয়াছে এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত উহা বহাল থাকিবে। আমার কার্য্য দেখাইয়া কেহই উহা ভঙ্গ করিতে পারিবে না।

ইবনে-খতল ঐ লোকদের একজন যাহাদের প্রাণদণ্ড সম্পর্কে হযরত (দঃ) ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইবনে-খতল ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক ছিল, সে পূর্ব্বে মোসলমান হইয়াছিল, পরে সে ইসলামদ্রোহী হইয়া পলাইয়া আসে এবং সর্ব্বদা হযরতের কুৎসা গাহিয়াত এবং গায়িকা নিয়োগ করিয়া রাখিয়াছিল।

১৫৪৪। হাদীছ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশ (করিয়া হরম শরীফে প্রবেশ) করিলেন, তখন কা'বা শরীফের চতুস্পার্শ্বে তিনশত ষাট টি

মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল; হযরতের হস্তে একটি খড়ি ছিল, তিনি উহার দ্বারা প্রত্যেকটি মূর্ত্তিকে এই বলিয়া খোঁচা দিতেছিলেন—

جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا

"সত্যের বিকাশ হইয়াছে, বাতেল ও অসত্যের ক্ষয় ও ধ্বংস অনিবার্য্য।" সঙ্গে সঙ্গে মুর্ত্তিগুলি উপুড় হইয়া পড়িতেছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐগুলি স্পর্শ করিতেন না।

১৫৪৫। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কা অধিকার করার পর তিনি বাইতুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করিলেন না, যাবৎ না তথা হইতে মূর্ত্তি সমূহ অপসারিত করা হইল। বাইতুল্লাহ শরীফ হইতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর প্রতিমূর্ত্তি দুইটি বাহির করা হইল; ঐ মূর্ত্তিদ্বয়ের হস্তে জুয়া খেলার তীর ছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উহা দৃষ্টে বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা এই কাফেরদিগকে ধ্বংস করুন—ইহাদের কার্য্যকলাপ সব মিথ্যার বেশাতি; ইহারা ভালরূপেই জানে যে, এই নবীদ্বয় কখনও জুয়ার তীর ব্যবহার করেন নাই, (তাহা সত্বেও তাঁহাদের হস্তে এই তীর রাখিয়া দিয়া লোকদিগকে ধোকা দিয়াছে যে, এই কার্য্যের সঙ্গে যেন তাঁহাদের সম্পর্ক ছিল।)

অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) বাইতুল্লাহ শরীফে দাখেল হইলেন এবং বাইতুল্লাহ শরীফের কোণ সমূহে "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি দ্বারা মহান আল্লার মহত্বের গুণগান করিলেন। অতঃপর হযরত (দঃ) বাইতুল্লাহ শরীফ হইতে বাহিরে আসিলেন। (এই হাদীছ বর্ণনাকারী স্বীয় অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বর্ণনা করিয়াছেন যে,) রসুলুল্লাহ (দঃ) বাইতুল্লাহ শরীফের ভিতরে নামায পড়েন নাই।

১৫৪৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কা অধিকারের দিন মক্কার উর্দ্ধ প্রান্ত হইতে বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে আসিতে লাগিলেন, একই যানবাহনে তাঁহার সঙ্গে উছামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) আরোহিত ছিলেন, বেলাল (রাঃ) এবং বাইতুল্লাহ শরীফের চাবীবাহক ওসমান ইবনে তাল্‌হা (রাঃ)ও হযরতের সঙ্গে ছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) হরম শরীফের মসজিদে আসিয়া স্বীয় যানবাহন বসাইয়া দিলেন এবং চাবীবাহককে চাবী আনিবার আদেশ করিলেন। অতঃপর হযরত (দঃ) বাইতুল্লাহ শরীফে দাখেল হইলেন, তাঁহার সঙ্গে উছামা (রাঃ), বেলাল (রাঃ) এবং

ওসমান ইবনে তাল্‌হা (রাঃ) ছিলেন। হযরত (দঃ) তথায় দীর্ঘ সময় অবস্থান করিলেন। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) বাইতুল্লাহ শরীফ হইতে বাহির হইলেন। সকলেই হযরতের প্রতি ধাবিত হইলেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুই সর্ব্বাগ্রে হযরতের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি বেলাল (রাঃ)কে দরওয়াজা হইতে ভিতর দিকে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হযরত (দঃ) কোন্ স্থানে নামায পড়িয়াছেন? বেলাল (রাঃ) তাঁহাকে ঐ স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেখাইলেন। আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, কত রাকাত নামায পড়িয়াছিলেন তাহা জিজ্ঞাসা করিতে আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

১৫৪৭। হাদীছ ঃ—উম্মে-হানী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন আমার গৃহে তশরীফ আনিয়া গোসল করিয়াছিলেন এবং আট রাকাত নামায পড়িয়াছিলেন। হযরত (দঃ)কে আমি আর কখনও ঐরূপ হাল্‌কা (ছোট কেরাতে) নামায পড়িতে দেখি নাই, অবশ্য তিনি রুকু সেজদা সুন্দররূপে পূর্ণতার সহিত আদায় করিয়াছিলেন।

১৫৪৮। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (মক্কা বিজয়কালে) মক্কায় উনিশ দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) নামায কছর পড়িয়া থাকিতেন।

ব্যাখ্যা ঃ—আলেমগণ এই সম্পর্কে বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) নির্দ্দিষ্টরূপে অবস্থানের দিন পনর বা ততোধিক স্থির করিয়াছিলেন না, তাই কছর পড়িতেন।

মক্কা বিজয় দিনে কতিপয় বিশেষ ঘোষণা ঃ

১৫৪৯। হাদীছ ঃ—ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একটি স্ত্রীলোক মক্কা বিজয়ের ঘটনাকালে চুরি করিল। তাহার বংশধররা এই ঘটনায় অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল, (এই ভাবনায় যে, এখন তাহার হাত কাটা যাইবে এবং চিরকালের জন্য কলঙ্ক-চিহ্ন থাকিয়া যাইবে।) তাহারা (হযরতের প্রিয়পাত্র) উছামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)কে এই সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য জড়াইয়া ধরিল। উছামা (রাঃ) এই সম্পর্কে যখন কথা উত্থাপন করিলেন তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চেহারা মোবারক রক্তবর্ণ হইয়া গেল। হযরত (দঃ) রাগতঃ স্বরে বলিলেন, আল্লার নির্দ্ধারিত আদেশ প্রবর্ত্তনের বিরুদ্ধে তুমি সুপারিশ করিতেছ? উছামা (রাঃ) স্বকাতরে আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমার জন্য ক্ষমার দোয়া করুন।

অতঃপর বৈকালবেলা রসুলুল্লাহ (দঃ) ভাষণদানে দাঁড়াইলেন, প্রথমে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও ছানা-ছিফৎ করিলেন এবং বলিলেন—

فَانَّمَا اَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ -

"তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক জাতি এই দরুন ধ্বংস হইয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে বড় বংশের কোন লোক চুরি করিলে (তাহার শাস্তি বিধান না করিয়া) তাহাকে ছাড়িয়া দিত এবং কোন দুর্ব্বল লোক চুরি করিলে তাহার শাস্তি বিধান করিত।" অতঃপর হযরত (দঃ) বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْاَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا -

"ঐ মহান আল্লার শপথ যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ—যদি মোহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) কন্যা ফাতেমার দ্বারাও চুরি সংঘটিত হয় তবে নিশ্চয় আমি মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহারও হাত কর্ত্তন করিব।"

অতঃপর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ স্ত্রীলোকটি সম্পর্কে হাত কর্ত্তনের আদেশ করিলেন। তাহার হাত কর্ত্তন করা হইল। অতঃপর সে খাঁটি তওবা করিল। তাহার বিবাহও হইয়াছিল।

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, পরবর্ত্তীকালেও ঐ রমণীটি বিভিন্ন আবশ্যকাদির জন্য আমার নিকট আসিয়া থাকিত, আমি তাহার অভিযোগ সমূহ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে পৌঁছাইয়া থাকিতাম।

১৫৫০। হাদীছ ঃ—মোজাশে' (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মক্কা বিজয়ের পর আমি আমার ভ্রাতাকে লইয়া উপস্থিত হইলাম এবং আরজ করিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমার ভ্রাতাকে লইয়া আসিয়াছি, তাহার নিকট হইতে (হিজরত করার) অঙ্গীকার ও বায়য়াত গ্রহণ করিবেন এই উদ্দেশ্যে।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, ذَهَبَ اَهْلُ الْهِجْرَةِ بِمَا فِيْهَا—হিজরতের মর্ত্তবা ও ফজিলত পূর্ব্বে হিজরতকারীগণ হাসিল করিয়া নিয়াছে। (অর্থাৎ মক্কা মোসলমানদের অধিকারে আসিবার পর উহা দারুল-ইসলাম হইয়া গিয়াছে, এখন মক্কা হইতে হিজরত করার প্রয়োজন নাই।)

হাদীছ বর্ণনাকারী বলেন, আমি আরজ করিলাম তবে এখন কি বিষয়ের উপর বায়য়া'ত ও অঙ্গীকার গ্রহণ করিবেন ? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, ইসলাম ও ঈমানের উপর দৃঢ় থাকা এবং জেহাদে আত্মনিয়োগ করার উপর।

১৫৫১। হাদীছ ঃ—মোজাহেদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ইবনে ওমর (রাঃ)কে বলিলাম, আমি সিরিয়ায় হিজরত করার ইচ্ছা করিয়াছি। তিনি বলিলেন, এখন তথায় হিজরত হইবে না ; (যেহেতু এখন উহা মোসলমানদের দেশ।) অবশ্য তোমার জন্য জেহাদের সুযোগ রহিয়াছে ; তুমি যাও— জেহাদের জন্য নিজকে পেশ কর। যদি জেহাদের সুযোগ পাও তবে জেহাদ করিও ; নতুবা প্রত্যাবর্ত্তন করিও।

১৫৫২। হাদীছ ঃ—আ'তা-ইবনে-আবু-রাবাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওবায়েদ-ইবনে-ওমায়ের (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)কে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, বর্ত্তমানে (মক্কা হইতে) হিজরতের আবশ্যক নাই ; পূর্ব্বে ঈমানদার ব্যক্তি স্বীয় দ্বীন-ঈমান লইয়া আল্লাহ ও রসুলের প্রতি পলায়ন করিত এই ভয়ে যে, (মক্কায় থাকিয়া) সে স্বীয় দ্বীন-ঈমান রক্ষায় সক্ষম হইবে না। বর্ত্তমানে আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে প্রাধান্য দান করিয়াছেন ; এখন প্রত্যেকে যথা ইচ্ছা তথা থাকিয়া স্বীয় সৃষ্টিকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তার বন্দেগী করিয়া যাইতে সক্ষম, (তাই মক্কা হইতে হিজরতের আবশ্যক বাকি নাই)। অবশ্য এখনও ইসলামের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ ও জেহাদের দৃঢ় সঙ্কল্প সর্ব্বদা বজায় রাখিতে হইবে।

মক্কা বিজয়ের প্রতিক্রিয়া ঃ

১৫৫৩। হাদীছ ঃ—আমর ইবনে সালেমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের নিবাস সাধারণ চলাচলের পথের ধারে ছিল। আমাদের নিকটবর্ত্তী পথে বিভিন্ন কাফেলার গমনাগমন হইত ; আমরা তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিতাম লোকদের কি অবস্থা এবং নবুয়তের দাবীদার লোকটির কি অবস্থা ? তাহারা বলিত, ঐ লোকটি বলিয়া থাকে আল্লাহ তাহাকে রসুলরূপে পাঠাইয়াছেন এবং তাঁহার প্রতি এই এই বাণী অবতীর্ণ করিয়াছেন।

বিভিন্ন কাফেলার সহিত এই শ্রেণীর আলাপে কোরআনের বহু আয়াত শুনিবার সুযোগ আমার হইত এবং ঐসব আয়াত আমার অন্তরে গ্রথিত হইয়া যাইত। (এইরূপে কোরআনের অনেক আয়াত আমার কণ্ঠস্থ হইয়াছিল।)

এদিকে আরবের সকল গোত্রই ইসলাম গ্রহণের জন্য মক্কা বিজয়ের অপেক্ষা করিতেছিল। তাহারা বলাবলি করিত, নবুয়তের দাবীদার লোকটিকে তাঁহার স্বজাতি মক্কাবাসীদের সহিত যুদ্ধে ছাড়িয়া দেওয়া হউক; তিনি যদি তাহাদের পরাস্ত করিতে সক্ষম হন তবে তিনি সত্য নবী। সেমতে যখন মক্কা বিজয়ের ঘটনা ঘটিয়া গেল তখন প্রত্যেক গোত্রই তাহাদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ দ্রুত পৌঁছাইতে লাগিল। আমার পিতাও আমাদের গোত্রের ইসলামের সংবাদ পৌঁছাইতে গেলেন। তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, আমি সত্য নবীর নিকট হইতে আসিলাম; তিনি অমুক নামায অমুক সময়ে, অমুক নামায অমুক সময়ে পড়িতে আদেশ করিয়াছেন। আরও আদেশ করিয়াছেন, নামাযের সময় উপস্থিত হইলে আজান দিবে এবং এমন ব্যক্তিকে ইমাম বানাইবে যাহার বেশী পরিমাণ কোরআন কণ্ঠস্থ আছে। এইরূপ লোক তালাশ করা হইলে আমার অপেক্ষা অধিক কোরআন কণ্ঠস্থওয়ালা কেহ পাওয়া গেল না; যেহেতু আমি গমণাগমনকারী কাফেলাদের নিকট হইতে কোরআনের আয়াত লাভ করিয়া থাকিতাম। তাই সকলে আমাকেই তাহাদের ইমামরূপে সন্মুখে দাঁড় করাইলেন। তখন আমার বয়স মাত্র ৬।৭ বৎসর। আমার পড়নে একটি খাট কাপড় ছিল; সেজদার সময় আমার পেছন দিক উলঙ্গ হইয়া যাইত। এক মহিলা আমাদের লোকদেরকে বলিল, তোমাদের ইমামের পাছা ঢাকিবার ব্যবস্থা কর। লোকগণ আমার পোশাক বানাইয়া দিল; সেই পোশাক পাইয়া আমি যেরূপ আনন্দ লাভ করিলাম অন্য কোন জিনিষে আমি কখনও ঐরূপ আনন্দলাভ করি নাই। ৬১৫ পৃঃ

ব্যাখ্যা ঃ—শরীয়তের বর্ত্তমান মছআলাহ মতে নাবালেগ ব্যক্তির ইমামতিতে নামায হয় না; শুধু খতমে-তারাবীহ সম্পর্কে অবকাশের কথা বলা হয়। উল্লেখিত হাদীছের ঘটনা ইসলামের প্রাথমিক যুগের। যেরূপ বর্ত্তমান মছআলাহ মতে পাছা উন্মুক্ত অবস্থায় নামায শুদ্ধ হইতে পারে না।

মক্কা এবং উহার সমগ্র এলাকা হইতে মূর্ত্তি ভাঙ্গার অভিযান

মক্কা নগরীতে বিজয়ীরূপে প্রবেশের দিনই রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কা নগরীর সমূদয় মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া চুরমার করিলেন। কা'বা শরীফের চপুষ্পার্শ্বে ৬০টি বিভিন্ন

দেব-দেবীর মূর্ত্তি ছিল। নবী (দঃ) কা'বা শরীফে প্রবেশলগ্নে স্বয়ং ঐগুলির উচ্ছেদ করেন। হযরতের হাতে তাঁহার ধনু ছিল উহার দ্বারা ইশারা করিলেই এক একটি মূর্ত্তি পতিত হইয়া চুরমার হইয়া যাইত (১৫৪৪ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)।

ছাফা পর্ব্বতের উপর পুরুষ মূর্ত্তি "এসাফ" এবং মারওয়া পর্ব্বতের উপর নারী মূর্ত্তি "নায়েলা" নামক অতি প্রাচীন দুইটি মূর্ত্তি ছিল। কথিত ছিল যে, এককালে ইহারা কা'বা শরীফের ভিতরে জেনা—ব্যভিচার করিয়াছিল ; আল্লাহ তায়ালা তৎক্ষণাৎ উভয়কে পাথর বানাইয়া দিয়াছিলেন। লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ উদ্দেশ্যে দুইটিকে ঐ দুই পর্ব্বতের উপর রাখিয়া দিয়াছিল। এই ইতিহাস জানা সত্ত্বেও মোশরেকরা উহাদের পূজা ও উপাসনা করিত। ঐ প্রথম দিনই রসুলুল্লাহ (দঃ) উক্ত মূর্ত্তিদ্বয়কে ভাঙ্গিয়া দিলেন।

মক্কায় আরও একটি প্রধান মূর্ত্তি ছিল "হুবল" ; এই দেবের উপর কোরেশদের গর্ব্ব ছিল। ওহোদ রণাঙ্গনে মোশরেক দলপতি ইহারই জয়ধ্বনি দিয়াছিল উহাকেও ভাঙ্গা হয়। কা'বা শরীফের দেওয়ালে অনেক উচ্চে আর একটি মূর্ত্তি গ্রথিত ছিল ; হযরত (দঃ) আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দ্বারা উহা ভাঙ্গাইলেন। এইভাবে বিজয়ের প্রথম দিনই মক্কা নগরীর অভ্যন্তরস্থিত সকল মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর সর্ব্বত্র ঘোষণা দেওয়া হইল, কাহারও ঘরের ভিতরেও যেন কোন মূর্ত্তি না থাকে।

মক্কায় শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কার্য্য সমাপনান্তে রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কা নগরীর বাহিরস্থ মূর্ত্তি সমূহ ভাঙ্গিবার অভিযান চালাইলেন। "লাত্", এবং "মানাত" নামক প্রসিদ্ধ দেবী মূর্ত্তি যাহার বয়ান পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে ঐ মূর্ত্তিদ্বয় ভাঙ্গিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। নখ্লা নামক বস্তীতে "ওজ্জা" নামক এক প্রধান দেবী মূর্ত্তি ছিল ; উহাকে ভাঙ্গিবার জন্য খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)কে ত্রিশজনের এক বাহিনীসহ পাঠাইয়া দিলেন। "সুয়া" নামক মূর্ত্তিকে ভাঙ্গিবার জন্য হযরত (দঃ) আমর ইবনুল আছ (রাঃ)কে পাঠাইলেন। তিনি উহার নিকটবর্ত্তী পৌছিয়া উহার সেবককে বলিলেন, আমরা ইহা ভাঙ্গিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছি। সে বলিল, ইহাকে ভাঙ্গিতে আসিলে সে নিশ্চয় তাহাতে বাধা দিবে। আমর (রাঃ) বলিলেন, এখনও তুমি এই অবাস্তব ধারণা পোষণ কর। এই বলিয়া তিনি উহাকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিলেন এবং সেবককে বলিলেন, দেখিলে ত। সে তৎক্ষণাৎ কলেমা পাঠে মোসলমান হইয়া গেল। (আছাহ্-হুস-সিয়ার)

মোসলমানদের জেহাদ ও রাজ্য বিস্তার রাজত্বের জন্য নহে, দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ; তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কা বিজয়ের সাথে সাথে ইসলামের অন্যতম মূলবস্তু তোহীদ—একত্ববাদকে কার্য্যতঃ প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই এই অভিযান চালাইলেন। দিল্লী বিজয়ী সোলতান কুতুবুদ্দিন এবং শোমনাথ বিজয়ী সোলতান মাহমুদ উক্ত আদর্শের অনুসরনে দ্বীন-দুনিয়ার সাফল্য অর্জ্জন করিয়া ছিলেন। উক্ত আদর্শের উপেক্ষাকারী বিজয়ীদের আমল হইতেই মোসলেম জাতি তাহাদের গৌরব ও প্রভাবকে হারাইয়াছে।

হোনায়নের জেহাদ

তায়েফের পথে মক্কা হইতে ১২।১৩ মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থানের নাম "হোনায়ন" ; তথায় "হাওয়াযেন" নামক গোত্রের সঙ্গে এই যুদ্ধ হইয়াছিল। মোসলমানগণ কর্ত্তৃক মক্কা বিজয়ের প্রতিক্রিয়া আরববাসীদের উপর এই হইয়াছিল যে, বিভিন্ন গোত্র ও বিভিন্ন বস্তির পক্ষ হইতে প্রতিনিধিদল মারফৎ দলে দলে ইসলাম গ্রহণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআনে ছুরা নছরের মধ্যেও হইয়াছে। কিন্তু মক্কার অনতিদূরে অবস্থানরত হাওয়াযেন গোত্র যাহারা যুদ্ধে বিশেষ পটু ও দক্ষতা সম্পন্ন ছিল, তাহারা স্বীয় যুদ্ধাভিজ্ঞতার উপর অতি গর্ব্বিত ছিল, তাই তাহাদের উপর মক্কা বিজয়ের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হইল। তাহারা মোসলমানদের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করিতে লাগিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) এই সংবাদ অবগত হইয়া রমজান মাসের শেষ ভাগে বা শাওয়াল মাসের প্রথম দিকে মক্কা হইতে হাওয়াযেন গোত্রের প্রতি অভিযান চালাইলেন।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে মূল মক্কা অভিযানে অংশ-গ্রহণকারী দশ সহস্র মোজাহেদের বাহিনীটি ছিল, এতদ্ভিন্ন মক্কা বিজয় উপলক্ষে ইসলামে নবদীক্ষিত এবং ক্ষমাপ্রাপ্ত অমোসলেমগণের মধ্য হইতেও দুই হাজার লোক ছিল। সর্ব্বমোট বার হাজার লোক লইয়া হযরত (দঃ) যাত্রা করিলেন।

শত্রু পক্ষ পূর্ব্বাহ্লেই হোনায়েন এলাকার বিভিন্ন গোপন ঘাটি সমূহে আত্ম-গোপন করিয়া রহিয়াছিল। মোসলমানগণ একটি সরু পথ অতিক্রম করা কালে হঠাৎ শত্রুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন এবং অতর্কিত আক্রমণের দরুণ শৃঙ্খলাহীন হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন—যাহা সাধারণতঃ পরাজিত দলের দৃশ্য হইয়া থাকে। অবশ্য ইহা শুধু সাময়িক অবস্থা ছিল,

বস্তুতঃ পরাজয় ছিল না, কারণ দলপতি হযরত (দঃ) কতিপয় বিশিষ্ট ছাহাবীসহ রণাঙ্গনে দৃঢ়তার সহিত বিদ্যমান ছিলেন। মোসলমানগণ পুনঃ একত্রিত হইয়া আক্রমণ চালাইলে পর শত্রু পক্ষ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। শত্রু পক্ষের বিভিন্ন দলসমূহ পলায়ন করিল, মাত্র একটি দল রণাঙ্গনে দৃঢ়তার সহিত লড়াই করিতেছিল তাহাদের দলপতি সহ সত্তর জন নিহত হইলে পর তাহারাও পলায়নে বাধ্য হইল। মোসলমানদের পক্ষে মাত্র পাঁচ জন শহীদ হইয়াছিলেন, তাহাও শুধু হোনায়নের রণাঙ্গনে নহে বরং নিকটবর্ত্তী আওতাসের রণাঙ্গনসহ, যেখানে পলায়নকারী শত্রুগণ দলবদ্ধাকার ধারণ করিলে তথায় খণ্ড যুদ্ধ হইয়াছিল।

হোনায়নের যুদ্ধে শত্রুপক্ষ স্ত্রী-পুত্র, সমুদয় ধন-সম্পদ লইয়া রণাঙ্গণে আসিয়াছিল, এই উদ্দেশ্যে যে, ঐ সবের মায়া-মমতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া যেন দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ চালনায় বাধ্য হয়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহারা সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া পলায়নে বাধ্য হইল এবং সমুদয় ধন-সম্পদ গণিমতরূপে মোসলমানদের হস্তগত হইল এবং সমস্ত নারী ও শিশু বন্দী হইল। এত অধিক পরিমাণ গণিমত এবং এত অধিক সংখ্যক বন্দী ইতিপূর্বে আর কোন জেহাদে হস্তগত হইয়াছিল না। শিশু ও নারী বন্দী ছিল ৬০০০, উট ছিল ২৪০০০, ভেড়ী-বকরী ছিল ৪০০০০ এর অধিক এবং রৌপ্য ছিল প্রায় ৪০০০০ তোলা।

পলায়নকারী শত্রুদল অধিকাংশ তায়েফে পৌঁছিয়া তথায় দলবদ্ধ হইয়াছিল, তাই উল্লেখিত গণিমতের ধন-সম্পদ সমূহকে মক্কা হইতে ১২।১৩ মাইল দূরে অবস্থিত "জেয়েররানা" নামক স্থানে রাখিয়া স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তায়েফের প্রতি অভিযান পরিচালিত করিলেন।

হোনায়নের জেহাদে প্রাথমিক অবস্থায় মোসলমানদের পক্ষের যে পরাজয় দৃশ্য পরিলক্ষিত হয় ঐতিহাসিকগণ উহার কতিপয় কারণ বর্ণনা করিয়াছেন।

(১) মোসলমান মোজাহেদ বাহিনীর অগ্রভাগে ছিল মক্কা বিজয় উপলক্ষে সদ্য ইসলামে দীক্ষিত নব-মোসলেমগণ বরং কিছু সংখ্যক ক্ষমাপ্রাপ্ত অমোসলেমও ছিল। যাত্রাকালে তাহারা স্ফুর্ত্তির সহিত অগ্রগামী হইয়া চলিল, কিন্তু অন্তরে এখনও ইসলামের মহব্বত দৃঢ় হয় নাই, তাই বিপদের সম্মুখে অটল থাকার অভাবও তাহাদের মধ্যে ছিল এবং তাহারা সংখ্যায় ২০০০০ ছিল। এত অধিক সংখ্যার লোকগণ শৃঙ্খলাহীনরূপে অগ্রভাগ হইতে বিশেষতঃ অপ্রশস্ত পথে পশ্চাদপদ হইতে লাগিলে দলের সকলেই উহার দরুণ শৃঙ্খলাহীন হইতে বাধ্য হয়।

(২) প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক, জাবের (রাঃ) ছাহাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নিশ্চিন্ত মনে পথ অতিক্রম করিতেছিলাম, একস্থানে পথটি অপ্রশস্ত ও সরু ছিল। কাফেররা তথায় গর্ত্তে, গুহায় পূর্বাহ্নেই আত্মগোপন করিয়াছিল, যখন আমরা ঐ সরু পথ অতিক্রম করিতে লাগিলাম তখন অতর্কিতে শত্রুগণ চতুর্দ্দিক হইতে আমাদের উপর তীর বৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিল, ফলে মোসলমান বাহিনী শৃঙ্খলাহীন হইয়া পড়িতে বাধ্য হইল।

কিন্তু ঐসব ছিল বাহ্যিক কারণ মাত্র; প্রকৃত প্রস্তাবে মূল কারণ ছিল মোসলমানদের একটি আভ্যন্তরীণ ত্রুটি, যদ্দরুন আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন উহারই কারণে মোসলমানগণ পরাজয় বরণ দুঃখে এবং বিপদে পতিত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কোরআন শরীফে সেই বিষয়টির উল্লেখ আছে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا......

"তোমাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ বিশেষ সাহায্য সহায়তা স্মরণার্থে হোনায়েনের ঘটনাকে স্মরণ কর—যেদিন তোমাদের আধিক্য দৃষ্টে তোমরা গর্ব্ব ও অহমিকায় লিপ্ত হইয়াছিলে, কিন্তু সংখ্যাধিক্যতা তোমাদিগকে কোন সাহায্যই করিতে পারিল না এবং প্রশস্ত জমিন তোমাদের সম্মুখে সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিল, ফলে তোমরা পশ্চাদপদ হইতে বাধ্য হইলে।" (১০ পাঃ ৩ রুকু)

১৫৫৪। হাদীছঃ—আবু ইসহাক (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বরা ইবনে আযেব (রাঃ)কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা কি হোনায়েনের ঘটনায় পশ্চাদপসারণ করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, আমি বিশেষ দৃঢ়তার সহিত সাক্ষ্য দিতেছি—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মুহূর্ত্তের জন্যও রণাঙ্গন ত্যাগ করিয়াছিলেন না। অবশ্য রণে যাত্রাকালে তাড়াহুড়াকারী যুবকদল অগ্রভাগে ছিল; শত্রুপক্ষ হাওয়াযেন গোত্র তাহাদের প্রতি তীর-বৃষ্টি বর্ষণ করিল। (বাধ্য হইয়া তাহারা পশ্চাৎপদ হইল, কিন্তু হযরত (দঃ) দৃঢ়তার সহিত রণাঙ্গণে শুধু বিদ্যমানই রহিলেন না, বরং তিনি সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একা একা হযরত (দঃ) শত্রুদলের বেষ্টনীতে চলিয়া যান না, কি এই ভয়ে) আবু সুফিয়ান-ইবনুল-হারেছ (রাঃ) হযরতের যানবাহনের মাথা তথা মুখের লাগাম টানিয়া ধরিয়া রাখিলেন। হযরত (দঃ) স্বীয় যানবাহন হইতে অবতরণ করতঃ পুর্ণ উদ্দমের সহিত বলিতে লাগিলেন—

اَنَا النَّبِىُّ لَا كَذِبَ + اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ -

"আমি খাঁটি ও সত্য নবী, মিথ্যার লেশ মাত্র আমার মধ্যে নাই, আমি আরব প্রসিদ্ধ আবদুল মোত্তালেবের বংশধর।"

১৫৫৫। হাদীছ ঃ—বরা (রাঃ)কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা কি হোনায়নের দিন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে ছিন্ন হইয়া পলায়ণ করিয়াছিলেন ? বরা (রাঃ) তদুত্তরে বলিলেন, কিন্তু রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রণাঙ্গণ ত্যাগ করিয়াছিলেন না।

মূল ব্যাপার এই ছিল যে, হাওয়াযেন গোত্রের লোকগণ তীর ছুড়িতে বিশেষ পটু ছিল। আমরা যখন তাহাদের উপর আক্রমণ চালাইলাম তখন প্রথম অবস্থায় তাহারা পলায়ন করিল ; এদিকে আমরা গণিমতের মাল একত্রিত করায় লিপ্ত হইলাম, হঠাৎ আমরা তাহাদের পক্ষ হইতে তীর বৃষ্টির সম্মুখীন হইলাম। সেই ভীষণ অবস্থায়ও আমি হযরত (দঃ)কে দেখিয়াছি, তিনি স্বীয় যানবাহন—শ্বেত বর্ণের খচ্চরের উপর আরোহিত ছিলেন। (তিনি সম্মুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু সতর্কতা স্বরূপ) আবু সুফিয়ান ইবনুল হারেছ (রাঃ) তাঁহার ঐ যানবাহনের লাগাম ধরিয়া (টানিয়া) রাখিতেছিলেন। হযরত (দঃ) পূর্ণ উৎসাহ উদ্দীপনার সহিত— انا النبى لا كذب × انا ابن عبد المطلب বলিতে বলিতে যানবাহন হইতে নামিয়া পড়িলেন।

১৫৫৬। হাদীছ ঃ—ওরওয়া (রাঃ) এবং মেসওয়ার (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হোনায়ন-জেহাদে পরাজিত হাওয়াযেন গোত্র রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইল এবং তাহাদের বন্দী পরিবার পরিজন ও ধন-সম্পদ তাহাদিগকে প্রত্যার্পনের দরখাস্ত পেশ করিল। তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, আমার সঙ্গে যে, আরও বহু লোক আছে তাহা তোমরাও দেখিতেছ ; (উভয় পক্ষের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কথা বলাই ন্যায় সঙ্গত এবং) যাহা বাস্তব মুখে তাহা বলাই আমার নিকট পছন্দনীয় ; তোমরা দুই শ্রেণীর বস্তু হইতে এক শ্রেণী অবলম্বন করিতে পার—বন্দী পরিবার পরিজন বা ধন-সম্পদ। আমি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলাম। হযরত (দঃ) তায়েফের জেহাদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াও দশদিনের অধিককাল অপেক্ষা করিয়াছিলেন—উক্ত গণিমতের মাল মোজাহেদগণের মধ্যে বণ্টন করিয়াছিলেন না। (কিন্তু তখনও

তাহারা ইসলাম গ্রহণ করতঃ অনুগত হইয়া না আসায় রসুলুল্লাহ (দঃ) বণ্টন কার্য্য সমাপ্ত করিয়া ফেলিলেন ; তখন ঐ বস্তু সমূহের সঙ্গে বহু লোকের সত্ব জড়িত হইয়া গেল।) প্রতিনিধিদল যখন উপলব্ধি করিতে পারিল, হযরত (দঃ) উভয় শ্রেণীর বস্তু প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না তখন তাঁহারা বলিলেন, আমরা স্বীয় পরিবার-পরিজন ফেরৎ পাওয়াকেই অবলম্বন করিলাম।

অতঃপর হযরত (দঃ) মোসলমানদের সমাবেশে ভাষণ দান করিলেন—প্রথম আল্লাহ তায়ালার ছানা-ছিফত বয়ান করিলেন। অতঃপর বলিলেন, তোমাদেরই ভাই (হাওয়াযেন গোত্র) তওবা করতঃ আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে, আমি তাহাদের পরিবার-পরিজন তাহাদিগকে প্রত্যার্পণ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছি। তোমাদের মধ্যে যাহারা সন্তুষ্টচিত্তে আমার এই সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করিতে প্রস্তুত তাহারা তাহা করিয়া ফেল। যে ব্যক্তি এইরূপ ইচ্ছা করে যে, অতঃপর সর্ব্বপ্রথম প্রাপ্ত গণিমতের মাল হইতে তাহাকে বিনিময় প্রদান না করা হইলে সে নিজ অংশকে ছাড়িবে না তাহাও করিতে পারে। এতদশ্রবণে সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ। আমরা সকলেই সন্তুষ্ট চিত্তে উহা করিতে প্রস্তুত আছি। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমাদের এত অধিক লোকের মধ্যে কে স্বীকারোক্তি করিল, কে না করিল তাহা পূর্ণ উপলব্ধি করা সম্ভব হয় নাই, তাই তোমরা এই সম্পর্কে নিজ নিজ দলীয় সরদারদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা কর, সরদারগণ প্রকৃত তথ্য আমাকে জ্ঞাত করিবে। তাহাই করা হইল এবং ঐরূপে সরদারগণ এই সংবাদই প্রদান করিলেন যে, তাহারা প্রত্যেকেই সন্তুষ্ট চিত্তে আপনার সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করিতে প্রস্তুত আছে।

১৫৫৭। হাদীছ ঃ—নাফে' (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওমর (রাঃ) হোনায়নের জেহাদে হাসিলকৃত বন্দীগণ হইতে দুইটি ক্রীতদাসী লাভ করিয়াছিলেন, তিনি উহাদেরকে মক্কা নগরীর কোন এক গৃহে রাখিয়াছিলেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলইহে অসাল্লাম হোনায়েন জেহাদের বন্দীদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিলেন, তাহারা মুক্তিলাভ করিয়া আমোদ উল্লাসে মক্কার রাস্তা সমূহে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ওমর (রাঃ) স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ)কে বলিলেন, দেখ ত ইহাদের ছুটাছুটি করার কারণ কি? তিনি বলিলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) বন্দীদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদিগকে মুক্তি দান করিয়াছেন। ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি অমুক গৃহে যাও এবং ক্রীতদাসীদ্বয়কে মুক্তি দিয়া আস।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—ইসলামী জেহাদে অধিকৃত বন্দী নর-নারী ও বালক-বালিকা সম্পর্কে শরীয়তে একটি সুনির্দ্ধারিত পদ্ধতি রহিয়াছে। সেই পদ্ধতি ও ব্যবস্থার মূল সূত্র এবং সুফল বুঝিবার জন্য কয়েকটি বিষয় উপলব্ধি করা প্রয়োজন। যথা—

ইসলামী জেহাদের উদ্দেশ্য দেশ জয় ও রাজ্য বিস্তার করা নহে, উহার একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইল—আল্লার সৃষ্ট জগতের প্রতি প্রান্তকে আল্লার মনোনীত ধর্ম্ম ইসলাম বিস্তারের জন্য ক্ষেত্র ও বাধামুক্ত করা।* সুতরাং এই জেহাদে যাহারা বন্দী হইবে তাহাদের মধ্যেও ইসলাম ধর্ম্ম বিস্তারই হইবে একমাত্র লক্ষ্য।⁑ এই জন্যই এই বন্দীদেরকে কোন মতেই ইসলামী আধিপত্যের বাহিরে ইসলামী শত্রু কাফেরদের আওতায় দেওয়ার কোন অবকাশ শরীয়তে নাই। এমনকি ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলিয়াছেন, কাফেরদের হইতে মুক্তিপণ লইয়া বা মোসলমান বন্দীদের সঙ্গে বিনিময় করিয়াও এই বন্দীদেরকে ইসলামী আধিপত্যের বহির্ভূত করা জায়েয নহে।× আর বন্দীশালায় তাহাদেরকে আবদ্ধ রাখিয়া তাহাদের মানবাধিকার ক্ষুণ্ণ করাকেও শরীয়ত অনুমোদন করে না। বলপূর্ব্বক তাহাদেরকে মোসলমান করিয়া নেওয়ার বিধান ত ইসলামে মোটেই নাই। অবশ্য ইসলাম এই বন্দীদের ক্ষেত্রে অবকাশ রাখিয়াছে যে, রাষ্ট্রপ্রধান যদি পূর্ণ আস্থাবান হইতে পারে যে, এই

---

* এই জন্যই কাফেরদের কোন এলাকা বা দুর্গ ঘেরাও বা অবরুদ্ধ করা অবস্থায়ও তাহাদিগকে আক্রমণের পূর্ব্বে ইসলামের আহ্বান জানাইবে। তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিলে বা ইসলামের অধীনতা স্বীকার করিলে তাহাদের উপর আক্রমণ করা যাইবে না। যেই এলাকায় ইসলামের ডাক পৌঁছে নাই সেই এলাকার লোকদেরকে ইসলামের আহ্বান না জানাইয়া তাহাদের প্রতি জেহাদ পরিচালনা জায়েয নহে (হেদায়াহ)।

⁑ এই জন্যই বন্দী হওয়ার পূর্ব্বে ইসলাম গ্রহণ করিলে তাহাকে দাসে পরিণত করার কোন অবকাশ ইসলামে নাই (হেদায়াহ)।

× কারণ, মোসলমান বন্দীগণ কাফেরদের হাতে বন্দী থাকিলে তাঁহাদের জানের আশঙ্কা আছে বটে, কিন্তু ইনশা আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদের ঈমানের ও ইসলামের আশঙ্কা নাই; পাকা-পোক্তা ইসলাম কোন ভয়-ভীতিতে নষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে অমোসলেম বন্দীদেরকে ইসলামের আওতার বাহিরে দেওয়া হইলে তাহাদের ইসলামের সুযোগ নষ্ট হইবে। এই বন্দীদের ইসলামের মূল্য মোসলমান বন্দীদের জানের মূল্য অপেক্ষাও বেশী; তাই মোসলমান বন্দীদের সঙ্গে বিনিময় করিয়াও এই বন্দীদেরকে ইসলামের আওতার বাহিরে দেওয়া হইবে না; ইহা ইমাম আবু হানিফার সুচিন্তিত মত, (হেদায়াহ)।

বন্দীদেরকে মুক্ত রাখিলে মোসলমান ও ইসলামের ক্ষতি সাধনের ষড়যন্ত্রে তাহাদের লিপ্ত হওয়ার কোন আশঙ্কা নাই, তবে রাষ্ট্রপ্রধান তাহাদিগকে ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত নাগরিকরূপে মুক্তি দানের আদেশ জারী করিতে পারেন*। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান উক্ত বন্দীদের প্রতি ঐরূপ আস্থাবান ও আশঙ্কামুক্ত হইতে না পারিলে যেহেতু মানবতা ক্ষুণ্নকারী দীর্ঘ কারারুদ্ধ রাখা ইসলামের নীতি নহে, তাই এখানে কতিপয় সমস্যার সৃষ্টি হয়। যথা—(১) বন্দীদের স্থায়ী আশ্রয়ের ব্যবস্থা (২) তাহাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা (৩) তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা (৪) ইসলামের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভের পরিবেশ তাহাদের জন্য সহজ সুলভ করা; যেন তাহারা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তায়ালার মনোনীত ধর্ম্মের ছায়াতলে স্বতঃস্ফূর্ত আসিতে পারে যাহার জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা হইয়াছিল (৫) তাহাদের সব সুযোগ-সুবিধার সহিত তাহাদের প্রতিটি লোকের প্রতি কড়া দৃষ্টিও রাখিয়া যাইতে হইবে যে, মোসলমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করার প্রয়াস না পায়। ব্যয়, যত্ন ও দায়িত্ব সাপেক্ষ এই পঞ্চ ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুরূপে বাস্তবায়িত করার জন্য ইসলাম এই শ্রেণীর বন্দীদের জন্য সর্ব্বাধিক মঙ্গলজনক ও কল্যাণকর পন্থা রাখিয়াছে যে, ঐ বন্দীদিগকে মোসলমানদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া হইবে। প্রত্যেক মোসলমান তাহার প্রাপ্ত বন্দীর ব্যাপারে উক্ত পাঁচটি দায়িত্ব স্বযত্নে পালন করিয়া যাইবে; ইহা শরীয়তের বিশেষ বিধান এবং এই সব ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা ও ব্যয়ভার বহনে জনগণকে আকৃষ্ট করার জন্য ঐ প্রাপ্ত বন্দীদের সম্পর্কে ব্যয়ভার বহনকারীকে শরীয়ত কতকগুলি সুযোগ প্রদান করিয়াছে যাহা সাধারণভাবে পরস্পর প্রতিষ্ঠিত হয় না। উহা দৃষ্টেই অত্র অবস্থায় বন্দীদেরকে দাস-দাসী আখ্যা দেওয়া হয়।

স্মরণ রাখিতে হইবে—বন্দীদেরকে মোসলমানদের মধ্যে বিতরণ করার উদ্দেশ্য শুধু বন্দীদের উপর মোসলমানদের ঐসব সুযোগ-সুবিধা প্রতিষ্ঠা করা কস্মিনকালেও নহে। বরং এই বিতরণের মুল উদ্দেশ্য হইল ঐ পাঁচটি মঙ্গলময় ও কল্যাণকর ব্যবস্থাকে সযত্নে ও সুষ্ঠুরূপে বাস্তবায়িত করা। এই জন্যই দাস-দাসী তথা ঐ বিতরিত বন্দীদের প্রতি দায়িত্ব পালনে মোসলমানদিগকে সীমাহীনরূপে

---

* উল্লেখিত হাদীছের ঘটনায় হাওয়াযেন গোত্রীয় বন্দীদেরকে হযরত (দঃ) এই সূত্রেই মুক্তি দান পূর্ব্বক তাহাদের আত্মীয়দের নিকট প্রত্যার্পণ করিয়াছিলেন। কারণ, সমুদয় গোত্র মোসলমান হইয়া গিয়াছিল।

সতর্ক ও কঠোরভাবে আদিষ্ট করা হইয়াছে যথা— হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে যখন তিনি উম্মত হইতে ইহজগতের চির বিদায় নিতেছিলেন তখন উম্মতকে দুইটি বিষয়ের তাকিদ দিয়া গিয়াছেন ; একটি "নামায" অপরটি দাস-দাসীদের ব্যাপারে দায়িত্ব পালন"। উম্মুল-মোমেনীন উম্মে-সালমাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) তাঁহার মৃত্যুশয্যায় বারবার এই কথা বলিতেন, الصلوة و ما ملكت ايمانكم "নামায এবং তোমাদের দাস-দাসী" (মেশকাত শঃ ২৯১)। অর্থাৎ এই দুইটি সম্পর্কে সর্ব্বদা বিশেষ সচেতন থাকিও। লক্ষ্য করুন ! দাস-দাসীর ব্যাপারে দায়িত্ত পালনকে রসুলুল্লাহ (দঃ) নামাযের সমদৃষ্টিতে প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন এই দাস-দাসীদের যত্ন নেওয়া সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, তাহারা তোমাদেরই ভাই ; আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে তোমাদের করতলগত করিয়াছেন। আল্লাহ যাহার করতলগত তাহার ভাইকে করিয়াছেন তাহার কর্ত্তব্য হইবে সেই ভাইকে উহাই খাওয়ানো যাহা সে নিজে খায়, উহাই পরানো যাহা সে নিজে পরে এবং তাহাকে তাহার সাধ্যের উর্দ্ধে না খাটায় (মেশকাত শঃ ২৯০)।

মোসলমানগণ বহু ক্ষেত্রেই শরীয়তের বিধান পালনে ধীরে ধীরে শিথিল হইয়াছে ; সেই রূপ এই ক্ষেত্রেও শিথিল হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু মোসলমানদের সোনালী যুগে এই দাস পদ্ধতির যে সোনালী ফল ফলিত তাহা অসংখ্য, অগণিত ও বাস্তব ইতিহাস। উহার এক দুইটি নজীর লক্ষ্য করুন—প্রসিদ্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের দাস ছিলেন নাফে' (রঃ)। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তাঁহার এই দাসকে এরূপ শিক্ষা দান করিয়াছিলেন যে, তিনি তৎকালীন সমস্ত আলেম ও ইমামগণের ওস্তাদ ও শিক্ষক হইয়াছিলেন ; তিনি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ছাহাবীর স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। মদীনার সুবিখ্যাত ইমাম মালেক (রঃ) যিনি চার মজহাবের এক ইমাম—তিনি ঐ নাফে' (রঃ) দাসেরই শাগের্দ ছিলেন।" আবদুল্লাহ ইবনে ওমর হইতে নাফে'—নাফে' হইতে মালেক এই সনদ বা সূত্রে বহু হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। বিশ্বের বর্ত্তমান হাদীস গ্রন্থাবলীর সর্ব্ব প্রথম গ্রন্থ ইমাম মালেকের "মোয়াত্তা" উক্ত সূত্রে প্রাপ্ত হাদীছ সমূহের উপরই স্থাপিত। এমনকি বিশুদ্ধতার দিক দিয়া এই সনদ বা সূত্রকে হাদীছ প্রাপ্তির سلسلة الذهب বা স্বর্ণধারা (Gold Chain) বলা হয়। আজও মদীনার কবরস্থান "জান্নাতুল-বাকী"—বাকীর-বেহেশতখানায় ইমাম মালেক

এবং তাঁহার ওস্তাদ নাফে' (রঃ) পাশাপাশি সমাহিত আছেন ; বিশ্ব-মোসলেম শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে তাঁহাদের জেয়ারত করে। লক্ষ্য করুন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবীর দাসত্ব নাফে' (রঃ)কে কত উচ্চে সমাসীন করিয়াছিল।

তদ্রূপ "এক্‌রেমা (রঃ)" ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের দাস ছিলেন। এক্‌রেমা (রঃ)কে স্বয়ং ইবনে আব্বাস (রাঃ) পায়ে শিকল দিয়া লেখা-পড়া শিক্ষা দিতেন। এক্‌রেমা (রঃ) অসংখ্য মোহাদ্দেছের ওস্তাদ ছিলেন ; তাঁহাকে এলেমের সিন্দুক-বলা হইত। বন্দীদের কল্যাণ ও মঙ্গলের উল্লেখিত সুব্যবস্থা সমুহের উদ্দেশ্যেই ইসলামের দাস পদ্ধতি। দাস-দাসীকে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত করিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করার প্রতিও ইসলাম বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিয়াছে ; যেমন— প্রথম খণ্ডে ৮০ নং হাদীছ এবং এই খণ্ডে ১২০৭ নং হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে ।

আওতাসের জেহাদ

১৫৫৮। হাদীছঃ— আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (হোনায়নের রণাঙ্গন হইতে পলায়নকারী শত্রুদলের এক অংশ তথা হইতে কিছু দূরে অবস্থিত "আওতাস" নামক স্থানে পৌঁছিল ; তাই) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হোনায়নের জেহাদ হইতে অবসর হইয়া আবু আ'মের (রাঃ) নামক ছাহাবীর নেতৃত্বে কয়েক হাজার মোহাজেরগণকে আওতাস এলাকায় প্রেরণ করিলেন। তথায় দোরায়দ-ইবনে-ছেম্মা নামক কাফের ও তাহার দলবলের সঙ্গে জেহাদ আরম্ভ হইল। দোরায়্‌দ নিহত হইল এবং তাহার দল পরাজিত হইল।

আবু মুসা (রাঃ) বলিয়াছেন, রসুল (দঃ) আমাকে আবু আমরের সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। আবু আমেরের হাঁটুর মধ্যে তীর বিদ্ধ হইল, জুশামী নামক ব্যক্তি তাঁহাকে তীর মারিয়াছিল। তীরটি অতি শক্তভাবে বিদ্ধ হইয়াছিল। আমি তাঁহার নিকট পৌঁছিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম—চাচাজান। আপনাকে তীর কে মারিয়াছে ? তিনি ইশারায় দেখাইলেন, ঐ ব্যক্তি আমাকে তীর মারিয়াছে। তৎক্ষণাৎ আমি ঐ ব্যক্তির প্রতি ধাবিত হইলাম। সে যখন আমাকে দেখিতে পাইল তখন সে দৌড়াইয়া পলাইতে লাগিল। আমি তাহার পেছনে ধাওয়া করিলাম এবং বলিতে লাগিলাম, পালাও কেন, লজ্জা হয় না, দাঁড়াও না কেন ? এইরূপ কটাক্ষপাতে সে দাঁড়াইয়া গেল। কিছু সময় উভয়ের তরবারী চলিল, কিন্তু আমি তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিলাম । অতঃপর আমি

আবু আ'মের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট আসিলাম এবং সুসংবাদ জানাইলাম যে, আপনার আঘাতকারীকে আল্লাহ তায়ালা হত্যা (করিবার সুযোগ দান) করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, বিদ্ধ তীরটি বাহির করিয়া ফেল, আমি তাহাই করিলাম ; যখম হইতে পানির ন্যায় পদার্থ বহিয়া পড়িল। তিনি আমাকে বলিলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র ! নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে আমার সালাম পেশ করিও এবং আরজ করিও, তিনি যেন আমার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করেন, অতঃপর তিনি স্বীয় নেতৃত্ব পদে আমাকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে তিনি প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

(রণাঙ্গনে জয়লাভ করিয়া) আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম এবং হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইলাম। হযরত (দঃ) স্বীয় অবস্থান স্থলে একটি দড়ির বুনান খাটিয়ার উপর শোয়া অবস্থায় ছিলেন, উহার উপর কোন বিছানা ছিল না, তাঁহার পিঠ ও বাহুর উপর খাটিয়ার বুননের রেখাগুলি দেখা যাইতেছিল। আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ জ্ঞাত করিলাম এবং আবু আ'মের রাজিয়াল্লাহু আনহুর ঐ কথাও জানাইলাম যে, হযরতের খেদমতে আরজ করিও, তিনি যেন আমার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করেন।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তৎক্ষণাৎ অজুর পানি চাহিলেন এবং অজু করিলেন অতঃপর উভয় হস্ত উত্তোলন করিয়া মোনাজাত করতঃ এই দোয়া করিলেন—

اللهم اغفر لعبيد ابى عامر

"হে আল্লাহ ! আবু আ'মেরকে ক্ষমা করুন।" মোনাজাতকালে অধিক কাকুতি-মিনতি প্রদর্শনে হযরত (দঃ) হস্তদ্বয় এত অধিক উত্তোলন করিলেন যে, তাঁহার নূরানী বগল দৃষ্ট হইল। অতঃপর আরও বলিলেন—

اللهم اجعله يوم القيمة فوق كثير من خلقك

"হে আল্লাহ। আবু আ'মেরকে কেয়ামতের দিন তোমার সৃষ্টির মধ্যে বহু সংখ্যকের উর্দ্ধের মর্ত্তবা ও আসন দান করিও।"

আবু মূসা (রাঃ) বলেন, তখন আমি আরজ করিলাম, আমার জন্যও মাগফেরাতের দোয়া করুন, তখন হযরত (দঃ) এই দোয়া করিলেন—

اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه و ادخله يوم القيمة مدخلا كريما

"হে আল্লাহ। আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস (আবু মূসা)কে তাহার গোনাহ মাফ করিয়া দিন, কেয়ামতের দিন তাহাকে শান্তি ও মর্য্যাদার স্থান দান করুন।"

তায়েফের জেহাদ

হোনায়ন হইতে পলায়নকারীদের অধিকাংশ তায়েফে চলিয়া গিয়াছিল; এতদ্ভিন্ন "আওতাস্" হইতে পলায়নকারীরাও তথায় যাইয়া একত্রিত হইল এবং একটি কেল্লার মধ্যে এক বৎসরের রসদ জমা করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি করিল।

এই সংবাদে রসুলুল্লাহ (দঃ) হোনায়নের জেহাদে হস্তগত গণিমতের মাল সমূহ মক্কা হইতে ১২।১৩ মাইল দূরে অবস্থিত "জেয়েরানা" স্থানে রাখিয়া মোজাহেদ বাহিনী সহ স্বয়ং তায়েফ যাত্রা করিলেন তখন অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাস।

শত্রুপক্ষ কেল্লার ভিতর আবদ্ধ হইয়া রহিল; রসুলুল্লাহ (দঃ) কেল্লা ঘেরাও করিলেন। প্রায় কুড়ি দিন কেল্লা ঘেরাও করিয়া রাখা হইল এবং জেহাদ পরিচালনা করা হইল; সর্ব্বমোট ১২ জন ছাহাবী শহীদ হইলেন, কিন্তু কেল্লা জয় হইল না। কেল্লা জয় হইল না বটে, কিন্তু শত্রুপক্ষ খুব হেস্তনেস্ত হইল, তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) আর অধিক সময় নষ্ট করার প্রয়োজন বোধ করিলেন না, তিনি তথা হইতে জেয়েরানায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই হোনায়ন, আওতাস ও তায়েফের জেহাদের মূল শত্রুপক্ষ হাওয়াযেন গোত্র ইসলাম গ্রহণ পূর্বক রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর খেদমতে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করিলেন।

১৫৫৯। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তায়েফ (নগরীর কেল্লা) ঘেরাও করিলেন, কিন্তু পূর্ণ বিজয় ছাড়াই হযরত (দঃ) বলিলেন, আমরা আগামীকল্য চলিয়া যাইব। হযরতের এই সিদ্ধান্ত ছাহাবীগণের মনঃপুত হইল না, তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—জয়লাভ না করিয়া চলিয়া যাইব?

হযরত (দঃ) ছাহাবীগণের মনোভাব দৃষ্টে পুনঃ আদেশ করিলেন, আগামীকল্য রণে অবতরণ করিব। সকলেই পর দিন রণে অবতীর্ণ হইলেন, এই দিন মোসলমানগণ ভীষণরূপে আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। এই দিন হযরত (দঃ) পুনরায় সিদ্ধান্ত করিলেন, আমরা ইন্‌শা আল্লাহ আগামীকল্য চলিয়া যাইব। অদ্য ছাহাবীগণ এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহাদের এই সন্তুষ্টি দৃষ্টে হযরত (দঃ) হাসিলেন। (এই কারণে যে, পূর্ব্ব দিন ছাহাবীগণ যেই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই আজ তাঁহারা আঘাত খাইয়া সেই সিদ্ধান্তেই কত সন্তুষ্ট হইলেন।)

১৫৬০। হাদীছ ঃ—আবু মূসা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকটে ছিলাম যখন হযরত (দঃ) জেয়েরানাতে

অবস্থানরত ছিলেন। হযরতের সঙ্গে বেলাল (রাঃ)ও ছিলেন; এক ব্যক্তি হযরতের নিকট আসিয়া বলিল, আপনি আমাকে যাহা দিবার অঙ্গীকার করিয়া ছিলেন তাহা এখন দিবেন কি? হযরত (দঃ) তাহাকে বলিলেন, আশা পুরণের সুসংবাদ গ্রহণ কর। ঐ ব্যক্তি বলিল, এইরূপ সুসংবাদ বহু দিয়াছেন। তখন হযরত (দঃ) আবু মূসা ও বেলালের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রাগতঃস্বরে বলিলেন, ঐ ব্যক্তি সুসংবাদ গ্রহণ করিল না; তোমরা গ্রহণ কর। তাঁহারা উভয়ে বলিলেন, আমরা গ্রহণ করিলাম। অতঃপর হযরত (দঃ) একটি পানির পাত্র চাহিলেন; উভয় হস্ত ও মুখমণ্ডলী ধৌত করিয়া উহার মধ্যে পানি ফেলিলেন, কুল্লিও উহার মধ্যেই ফেলিলেন এবং বলিলেন, তোমরা উভয়ে এই পানি পান কর, বুকের ও চেহারার উপর ঢাল এবং (দোন-জাহানের সাফল্যের) সুসংবাদ গ্রহণ কর। ছাহাবীদ্বয় তাহা করিতে উদ্যত হইলেন। পর্দ্দার আড়াল হইতে উম্মে-সালামা (রাঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের মাতার (আমার) জন্য কিছু অবশিষ্ট রাখিও। তাঁহারা কিছু অংশ রাখিয়া দিলেন।

১৫৬১। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আছেম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন হোনায়নের জেহাদে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসুলকে অধিক পরিমাণে গনিমতের মাল দান করিলেন তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ মাল (হইতে বাইতুল মালের অংশ) লোকদের মধ্যে বণ্টন করিলেন এবং বিশেষরূপে নব মোসলেমগণকে তাহাদের মনস্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অধিক পরিমান দান করিলেন। মদিনাবাসী ছাহাবী আনছারগণকে কিছুই দিলেন না। তাই তাঁহাদের (মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির) মনোভাব যেন এইরূপ দেখা যাইতেছিল যে, অন্যান্য লোকদের ন্যায় অংশ লাভ না হওয়ায় তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

অতএব হযরত (দঃ) বিশেষরূপে তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ভাষণদান করিলেন। তিনি বলিলেন, হে আনছারগণ! আমি কি তোমাদিগকে পথভ্রষ্ট পাইয়াছিলাম না, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আমার অছিলায় তোমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করিয়াছেন? তোমরা বিচ্ছিন্ন ছিলে আল্লাহ তায়ালা আমার অছিলায় তোমাদিগকে পরস্পর ভালবাসার বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়াছেন। তোমরা দরিদ্র ছিলে, আল্লাহ আমার অছিলায় তোমাদের দরিদ্রতা দূর করিয়াছেন।

হযরত (দঃ) তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া যে কয়টি কথা বলিলেন, উহার প্রত্যেকটির উত্তরেই ছাহাবিগণ বলিতেছিলেন, আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের

এহ্সান ও উপকার তদপেক্ষা অধিক। হযরত (দঃ) ইহাও বলিলেন যে, তোমরা ইচ্ছা করিলে আমার সম্বন্ধে নানা বিষয় উল্লেখ করিতে পার (যে, আমি বিদেশী ছিলাম, তোমরা আমাকে আশ্রয় দিয়াছ। আমাকে রসুলরূপে স্বীকার করা হইত না, তোমরা স্বীকার করিয়াছ, ইত্যাদি ইত্যাদি।)

হযরত (দঃ) আরও বলিলেন, তোমরা কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, অন্যান্য ব্যক্তিগণ উট, বকরি লইয়া বাড়ী যাইবে এবং তোমরা নবীকে লইয়া বাড়ী যাইবে? আমি বাস্তবে হিজরত করিয়াছি, নতুবা আমি নিজকে আনছারদের দলভুক্ত গণ্য করিতাম; (তবুও আনছারদের প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণ ও অনুরাগ আছে—) আনছারগণ যদি অন্যান্য লোকগণ হইতে পৃথক হইয়া ভিন্ন পথ ও ভিন্ন ময়দান অবলম্বন করে তবে আমি আনছারদের সঙ্গে তাহাদের পথ ও ময়দানকেই অবলম্বন করিব। আমার ঘনিষ্ঠতা দৃষ্টে আনছারগণ আমার শরীর স্পর্শনকারী জামার ন্যায়, পক্ষান্তরে অন্যান্য লোকগণ উপরে পরিধেয় চাদর ইত্যাদির ন্যায়। আমার ইহজগৎ ত্যাগের পরে তোমরা অন্যান্য লোকদের প্রাবল্যতা দেখিতে পাইবে তখন তোমরা ধৈর্য্যধারণ করিও এবং আমার সাক্ষাৎ লাভ (তথা কেয়ামত বা শেষ জীবন) পর্য্যন্ত ধৈর্য্যের উপরই দৃঢ় থাকিও।

১৫৬২। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আনছারগণের কতিপয় লোক একত্র করিয়া তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, কোরায়েশগণ (দীর্ঘকাল হইতে মোসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা ধনজন হারাইবার) আপদ-বিপদ এবং অন্ধকার হইতে এইমাত্র বাহির হইয়াছে; আমি তাহাদিগকে অধিক পরিমাণে দান করিয়া তাহাদের মনস্তুষ্টি সাধন করিতে চাহিয়াছি। তোমরা কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, অন্যান্য সকলে জাগতিক সামগ্রী লইয়া বাড়ী ফিরিবে; তোমরা আল্লার রসুলকে লইয়া বাড়ী ফিরিবে? উত্তরে সকলেই বলিলেন, নিশ্চয় আমরা সন্তুষ্ট আছি।

১৫৬৩। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হোনায়নের ঘটনা উপলক্ষে হাওয়াযেন ও গাতাফান গোত্রদ্বয় এবং তাহাদের অন্যান্য সঙ্গীগণ তাহাদের স্বীয় পরিজন ও পশুপাল সমূহকে লইয়া রণাঙ্গনে উপস্থিত ছিল, (উদ্দেশ্য এই ছিল যে, এইসবের মমতায় যেন রণাঙ্গনে দৃঢ় থাকিতে বাধ্য হয়।) হযরতের সঙ্গে মূল বাহিনী দশ হাযার ভিন্ন কিছু সংখ্যক (দুই হাযার) নব মোসলেমও ছিলেন (এবং তাহারাই অগ্রভাগে ছিলেন।)

শত্রুর প্রবল আক্রমণে ঐ নব মোসলেমগণ পশ্চাদপদ হইলেন (সরু পথ-বিশিষ্ট পার্ব্বত্য এলাকায় দলের অগ্রভাগ পশ্চাদপদ হইলে পর তাহাদের ভীড়ের দরুণ সম্পূর্ণ দলই শৃঙ্খলাহীন হইয়া পড়িল,) এমন কি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (নগণ্য সংখ্যক লোকসহ) রণাঙ্গণে একা রহিয়া গেলেন। এ অবস্থায় রসুলুল্লাহ (দঃ) ভিন্ন ভিন্ন রূপে দুইবার আহ্বান করিলেন—ডান দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে আনছার দল! তাঁহারা এই বলিয়া ছুটিয়া আসিলেন যে, আমরা উপস্থিত আছি, ইয়া রসুলুল্লাহ! আপনি নিশ্চিত থাকুন, আমরা আপনার সঙ্গে আছি। অতঃপর বামদিকেও ঐরূপ আহ্বান করিলেন, এইবারও আনছারগণ এইরূপেই আনুগত্য প্রকাশ করিলেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় যানবাহন সাদা রঙ্গের একটি খচ্চরের উপর আরোহিত ছিলেন, ঐ পরিস্থিতিতে তিনি যানবাহন হইতে অবতরণ করিলেন এবং বলিলেন, আমি আল্লার বান্দা ও আল্লার সত্য রসুল।

এইবার শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া শত্রু দলের প্রতি প্রবল আক্রমণ করা হইল; শত্রুপক্ষ পরাজিত হইল। এই অভিযানে অধিক পরিমাণ গণিমতের মাল হস্তগত হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ মাল সমূহ বিশেষরূপে মোহাজেরগণ এবং নব মোসলেমগণের মধ্যে বণ্টন করিলেন, আনছারগণকে দিলেন না। তাঁহাদের মধ্য হইতে কোন কোন ব্যক্তি এইরূপ মন্তব্য করিলেন যে, কষ্টের বেলায় আমাদিগকে ডাকা হয়, কিন্তু গণিমতের ধন অন্যদেরকে দেওয়া হয়। রসুলুল্লাহ (দঃ) এই মন্তব্য জ্ঞাত হইলেন এবং তাঁহাদের সকলকে একটি তাঁবুর মধ্যে একত্রিত করিলেন। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ সব কি কথা যাহা আমি শুনিতে পাইয়াছি? (তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ওজর করিলেন যে, আমাদের যুবক বুদ্ধিহীন কোন কোন ব্যক্তি ঐরূপ মন্তব্য করিয়াছে; গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ কিছুই বলেন নাই। অন্যান্য) সকলেই অনুতপ্ত হইয়া লজ্জায় চুপ রহিলেন।

অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) আনছারগণকে সম্বোধন করিয়া তাহাদের প্রতি স্বীয় অনুরাগ ও আকর্ষণ উল্লেখ পূর্ব্বক বলিলেন, তোমরা কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, অন্যান্য লোকগণ উট-বকরি লইয়া বাড়ী ফিরিবে, আর তোমরা আল্লার রসুলকে নিয়া বাড়ী ফিরিবে? তোমাদের প্রতি আমার আকর্ষণ এত অধিক যে, আনছারগণ যদি অন্য লোকদের হইতে পৃথক হইয়া ভিন্ন পথ ও ভিন্ন ময়দান লম্বন করে তবে আমি আনছারগণের পথ ও ময়দানই অবলম্বন করিব।

বিভিন্ন এলাকায় মোজাহেদ বাহিনী প্রেরণ

১৫৬৪। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নজদ এলাকার প্রতি একটি মোজাহেদ বাহিনী প্রেরণ করিলেন; আমিও সেই দলভুক্ত ছিলাম। তথায় আমরা জয়লাভ করিলাম এবং শত্রুপক্ষ হইতে গণিমতের মাল হস্তগত করিলাম। উহা বণ্টন করা হইল—আমাদের প্রত্যেকের অংশে বারটি উট আসিল; এতদ্ভিন্ন (বাইতুল মালের প্রাপ্য পঞ্চমাংশ হইতে) অতিরিক্ত এক একটি উট আমাদিগকে প্রদান করা হইল। আমরা প্রত্যেকে তেরটি করিয়া উট লাভ করতঃ বাড়ী ফিরিলাম।

১৫৬৫। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ)কে বনু-জযীমা গোত্রের প্রতি প্রেরণ করিলেন। তিনি তথায় পৌঁছিয়া তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইলেন। তাহারা (তাড়াহুড়া ও সন্ত্রস্ততার মধ্যে) ভালভাবে "أسلمنا আমরা ইসলাম গ্রহণ করিলাম।" বাক্যটির উক্তি করিতে না পারিয়া "صبأنا صبأنا আমরা নিজ ধর্ম্মত্যাগ করিলাম নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ করিলাম" বলিল।

(তাহারা স্পষ্টরূপে ইসলাম গ্রহণের স্বীকারোক্তি না করায়) খালেদ (রাঃ) বিদ্রোহীদের ন্যায় তাহাদিগকে প্রাণদণ্ড দান ও বন্দী করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বন্দীগণকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন। একদিন তিনি আদেশ করিলেন যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ বন্দীকে হত্যা করিয়া ফেলিবে। তখন আমি বলিলাম, আমি স্বীয় বন্দীকে হত্যা করিব না এবং আমার সঙ্গীগণের মধ্যেও কেহ কোন বন্দীকে হত্যা করিবে না।

আমরা যখন প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হযরতের নিকট পৌঁছিলাম তখন আমরা সম্পূর্ণ ঘটনা হযরতের গোচরীভূত করিলাম। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঘটনা শ্রবণে স্বীয় হস্ত উত্তোলন করতঃ বলিলেন, اللهم انى ابرأ اليك مما صنع خالد হে আল্লাহ! খালেদ যাহা করিয়াছে উহার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই। এইরূপে দুইবার বলিলেন।

১৫৬৬। হাদীছঃ—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ইয়ামানের প্রতি জেহাদে প্রথমে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খালেদ (রাঃ)কে পাঠাইলেন; আমাদিগকে তাঁহার অধীনে পাঠাইলেন। অতঃপর আলী (রাঃ)কে পাঠাইলেন

এবং তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, খালেদের সঙ্গীগণকে বলিও— যাহার ইচ্ছা, তোমার সঙ্গে জেহাদে যাইতে পারে এবং যাহার ইচ্ছা প্রত্যাবর্ত্তনও করিতে পারে।

বরা (রাঃ) বলেন, আমি জেহাদে গমনকারীদের দলে থাকিলাম এবং বিজয় লাভে গণিমতের অনেক ধন লাভ করিলাম।

১৫৬৭। হাদীছঃ—আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি মোজাহেদ বাহিনী প্রেরণ করিলেন, তাহাদের মধ্যে একজন আনছারী (আবতুল্লাহ ইবনে হোযাফা (রাঃ) ছাহাবীকে) তাহাদের অধিনায়ক মনোনীত করিলেন এবং সকলকে ঐ ব্যক্তির কথা মানিয়া চলার আদেশ করিলেন। (সৈনিকগণ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনে অত্যাধিক ব্যকুলতা দেখাইতে ছিল তাই (আছাহহুস্-সিয়ার ৩৫৬ পৃঃ) একদা ঐ অধিনায়ক ব্যক্তি রাগান্বিত হইয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদিগকে কি নবী (দঃ) আমার কথা মানিয়া চলার আদেশ করেন নাই ? সকলেই বলিলেন, হাঁ। ঐ ব্যক্তি বলিলেন, আমার আদেশ এই যে, কতকগুলি জ্বালানী কাষ্ঠ একত্রিত কর। তাহাই করা হইল। ঐ ব্যক্তি বলিলেন, ইহাতে আগুন জ্বালাইয়া দাও। তাহাই করা হইল। অতঃপর ঐ ব্যক্তি বলিলেন, তোমরা এই আগুনে প্রবেশ কর। কেহ কেহ ঐ কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু কেহ কেহ বিরত রহিলেন এবং বলিলেন, অগ্নি হইতে বাঁচিবার জন্যই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আশ্রয় লইয়াছি। তাহারা এই মতবিরোধের মধ্যেই রহিলেন; ইত্যবসরে আগুন নিভিয়া গেল, ঐ ব্যক্তির রাগও থামিয়া গেল।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই ঘটনা জ্ঞাত হইয়া বলিলেন, তাহারা যদি আগুনে প্রবেশ করিত তবে আজীবন আগুনের শাস্তিই ভোগ করিত; কাহারও কথা মানিয়া চলা বা অনুসরণ করা শরীয়ত সম্মত বিষয়ে সীমাবদ্ধ।

● এতদ্ভিন্ন আরও কতিপয় অভিযানের উল্লেখ ইমাম বোখারী(রঃ) করিয়াছেন। ইয়ামন এলাকায় "জুল-খালাছা" নামক একটি মন্দির ছিল; উহাকে ইয়ামানের কা'বা শরীফ বলা হইত। উহার বিলুপ্তি সাধনের জন্য রসুলুল্লাহ (দঃ) জরীর ইবনে আবতুল্লাহ (রাঃ)কে দেড় শত অশ্বারোহীর বাহিনী সহ পাঠাইয়াছিলেন। বিস্তারিত বিবরণ ১৩৭০ নং হাদীছে আছে।

গজওয়া-জাতুস্সালাসেলঃ—এই অভিযানে প্রথমতঃ আবতুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)কে তিন শত মোজাহেদ বাহিনীর সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি শত্রু এলাকার নিকটবর্ত্তী পৌঁছিয়া শত্রু সংখার আধিক্য অবগত হইলেন, তাই

সাহায্যের জন্য সংবাদ পাঠাইলেন। নবী (দঃ) আবু ওবায়দা (রাঃ)কে দুই শত মোজাহেদ বাহিনী সহ সাহায্যের জন্য পাঠাইয়া দিলেন।

এই অভিযান সম্পর্কে কথিত আছে যে, শত্রু বাহিনী তাহাদের বিভিন্ন লোক-জনকে রণাঙ্গন হইতে পলায়নে বিরত রাখার জন্য শিকলে আবদ্ধ করিয়া দিয়া ছিল। "জাতুস-সালাসেল" অর্থ শিকলওয়ালা বাহিনী; উক্ত তথ্য সূত্রেই অভিযানের এই নাম হইয়াছিল। শত্রু দল এইভাবে দৃঢ় পদ হইয়া যুদ্ধ করিয়া ছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহারা পরাজিত হইয়াছিল।

গজওয়া-সীফুল-বাহারঃ—এই অভিযানকে "খাবাত-অভিযান"ও বলা হয়; "খাবাত" অর্থ গাছের পাতা। এই অভিযানে মোসলেম বাহিনী খাদ্য অভাবে পতিত হইয়া গাছের পাতা খাইয়া ছিলেন বলিয়া এই নাম দেওয়া হইয়াছিল। এই অভিযানের তারিখ সম্পর্কে মতভেদ আছে; অগ্রগণ্য মত এই যে, কোরেশগণ কর্ত্তৃক সন্ধি ভঙ্গের পর মক্কা বিজয় অভিযানের কিছু পূর্ব্বে কোরেশদের একটি বণিক দলের উপর আক্রমণ উদ্দেশ্যে এই অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল। এই অভিযানে তিন শত লোকের বাহিনী ছিল; আমীর ছিলেন আবু ওবায়দা (রাঃ)।

এই অভিযানে একটি আকর্ষণীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল; ১২০২ নং হাদীছে উহার বর্ণনা রহিয়াছে।

তবুকের জেহাদ

ইতিহাস প্রসিদ্ধ জেহাদ সমূহের মধ্যে ইহা অন্যতম জেহাদ; এই জেহাদের একটি বিশেষত্ব ইহাও ছিল যে, পরিস্থিতির ভয়াবহতা দৃষ্টে এই জেহাদ উপলক্ষে "নফীর-আম" তথা ইসলামের দলভুক্ত প্রত্যেক মোজাহেদকে উহাতে অংশ গ্রহণের আদেশ করা হইয়াছিল, ঐ আদেশ লঙ্ঘনকারীদের প্রতি কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হইয়াছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নেতৃত্বে পরিচালিত জেহাদ সমূহের সর্ব্বশেষ জেহাদ ইহাই ছিল।

দামেস্কের পথে সিরিয়ার অন্তর্গত মদীনা হইতে প্রায় তিনশত মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থানের নাম "তবুক"। এই অভিযান ঐ স্থান পর্য্যন্ত পরিচালিত হইয়াছিল, কারণ শত্রুপক্ষ ঐ স্থানে একত্রিত হইবে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়া ছিল, শত্রুপক্ষ ভীত হইয়া পশ্চাদেই থাকিয়া যায়, অগ্রসর হওয়ায় সাহসী হয় নাই, তাই যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় নাই। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয়

মোজাহেদ বাহিনীসহ ঐ "তবুক" স্থানে অবস্থান করতঃ শত্রুর উপস্থিতির অপেক্ষা করিতেছিলেন। দীর্ঘ কুড়ি দিন অবস্থান করার পর মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন। এই অভিযানে রসুলুল্লাহ (দঃ) নবম হিজরীর রজব মাসে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং রমজান মাসে মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে দশ হাজার ঘোড়া সম্বলিত ত্রিশ হাজার সৈনিকের বিরাট বাহিনী ছিল (আসাহ-হুস-সিয়ার ৩৬৪)। হযরতের সমর জীবনের ইতিহাসে এত বড় অভিযান আর কখনও দেখা যায় নাই।

এই অভিযানের মুল কারণ ঃ

রোম সম্রাট হেরাকল যাহার সুদীর্ঘ ঘটনা প্রথম খণ্ডে ৬নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে; সে ঐ ঘটনায় ভাবাবেগের প্রভাবে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সম্পর্কে ভাল ভাল মন্তব্য ও হযরতের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিয়াছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে রাজত্বের মোহে উদীয়মান ভাবকে বিসর্জ্জন দিয়া ইসলামদ্রোহিতায়ই রহিয়া গিয়াছিল। সে মদিনা আক্রমণের ইচ্ছা পোষণ করিতেছিল, এদিকে আরবের নাছরানীগণ নবম হিজরী সনে তাহাকে এই মিথ্যা সংবাদ দিল যে, নবুয়তের দাবীদার ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে মদিনায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ, এই সুযোগে মদিনা অধিকার করা অতি সহজ হইবে।

রোম সম্রাটের সাহায্য-সহায়তা ও অনুগ্রহে গাচ্ছান বংশধররা সিরিয়ায় রাজত্ব করিতেছিল; হেরাক্‌ল তাহাদিগকেই মদিনা আক্রমণে উৎসাহিত করিল এবং সিরিয়ায় বহু সৈন্য সমাবেশ করিল। এমনকি হেরাক্‌ল মদিনা আক্রমণের জন্য উৎসাহদানে স্বীয় সৈন্যগণকে এক বৎসরের বেতন অগ্রিম দিল এবং বহু সৈন্য উপস্থিত রাখিয়া ৪০ হাজারের একটি বাহিনীকে মদিনা আক্রমণে প্রস্তুত করিল।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই সংবাদ অবগত হইলেন। তিনি মদিনার সমস্ত মোসলমান মোজাহেদগণকে প্রস্তুত হওয়ার আদেশ করিলেন এবং সকলকে যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য দানের আবেদন জানাইলেন।

আবু বকর (রাঃ) স্বীয় সমুদয় সম্পদ, ওমর (রাঃ) স্বীয় সম্পদের অর্দ্ধাংশ এবং ওসমান (রাঃ) তিন শত উট ও উহার বোঝা পরিমাণ মাল-আসবাব এবং এক হাযার স্বর্ণ মুদ্রা দান করিলেন। এতদ্ভিন্ন সাধারণ ছাহাবিগণ মজুরী করিয়া উপার্জ্জন করতঃ এই অভিযানে সাহায্য করিলেন; নারীগণ সাহায্য করার জন্য

স্বীয় অলঙ্কার বিক্রি করিলেন। এইরূপে মোসলমানগণের অপরিসীম ত্যাগের
ফলে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) নবম হিজরী সনের রজব মাসে দশ সহস্র ঘোড়া
সহ ত্রিশ সহস্র মোজাহেদ লইয়া স্বয়ং এই অভিযানে যাত্রা করিলেন।

এই জেহাদটি বড়ই কঠিন ছিল, কারণ প্রথমতঃ বহু দূরের ছফর অথচ
লোক সংখ্যানুপাতে যানবাহন অনেক কম ছিল, এমন কি কতেক জনের মধ্যে
এক একটি মাত্র যানবাহন ছিল। দ্বিতীয়তঃ ঐ সময়টি ভীষণ গরম ও উত্তাপের
সময় ছিল। তৃতীয়তঃ মদিনায় দুর্ভিক্ষের দরুন অত্যধিক চেষ্টা সত্বেও পথের
সম্বল যাহা সঞ্চিত হইয়াছিল তাহা লোকসংখ্যানুপাতে নেহাৎ অপর্য্যাপ্ত ছিল।
চতুর্থতঃ ঐ সময়টি খেজুর ইত্যাদি ফলফলাদি পাকিবার সময় ছিল যদ্দরুন
মদিনাবাসীদের ন্যায় বাগ-বাগিচার উপর জীবিকা নির্ব্বাহকারীদের জন্য বিদেশ
যাত্রা অত্যন্ত অসুবিধাজনক ছিল। এইসব অবস্থা সমূহ দৃষ্টেই এই অভিযানকে
"গযওয়াতুল-ওস্‌রাহ" কঠিন অভিযান নামে আখ্যায়িত করা হয়; কোরআন
শরীফেও উহাকে কঠিন পরিস্থিতির অভিযান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।
এই কঠিনত্বের কারণেই নফীর-আম তথা মোসলমান দলভুক্ত প্রত্যেক মোজা-
হেদের প্রতি যোগদানের আদেশ থাকা সত্বেও মোনাফেকরা ত যোগদানের
ইচ্ছাই করিল না, বরং উল্টা তাহারা গোপনে নানাপ্রকার প্রোপাগাণ্ডা করতঃ
মোসলমানদের মনোবল নষ্ট করিতেও চেষ্টা করিল। এতদ্ভিন্ন খাঁটি মোমেনগণের
মধ্য হইতেও তিনজন যোগদানের ইচ্ছা করা সত্বেও অলসতা ও অজুহাতের
দরুন অংশগ্রহণ হইতে বঞ্চিত রহিলেন।

অভিযান হইতে হযরত (দঃ) প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর মোনাফেকরা এই
স্থলেও তাহাদের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী মিথ্যা কসম করিয়া নানাপ্রকার
অবাস্তব ওজর পেশ করতঃ অব্যাহতি লাভ করিল, কিন্তু খাঁটি মোমেনগণ
সত্য ঘটনা প্রকাশে অন্যায় স্বীকার করিলেন। তাঁহাদিগকে বহু বিড়ম্বনার সম্মুখীন
হইতে হইল; অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদের তওবা কবুল করিলেন।

এই অভিযানে শত্রুপক্ষের অনুপস্থিতির দরুন যুদ্ধ হয় নাই বটে, কিন্তু
চতুষ্পার্শ্বের অমোসলেমদের উপর এই অভিযানের ভীষণ প্রভাব পড়িয়াছিল।
এমনকি "আইলা", "জার্‌বা", "আজরুহ" এবং "দওমাতুল জান্দাল" নামক এলাকা
সমূহ মোসলমানদের অধীনস্থ হইয়াছিল। এই সময়ই আইলার শাসনকর্ত্তা

নানাপ্রকার উপঢৌকনের মধ্যে শ্বেতবর্ণের একটি খচ্চরও নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সমিপে পেশ করিয়াছিল উহারই নাম ছিল "দুলদুল"।

১৫৬৮। হাদীছ ঃ—সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তবুক অভিযানে যাত্রাকালে আলী (রাঃ)কে (বাড়ী ঘরের) তত্ত্বাবধায়করূপে রাখিয়া গেলেন। আলী (রাঃ) (জেহাদে যাইতে না পারিয়া মর্ম্মাহত স্বরে) বলিলেন, আপনি আমাকে (জেহাদে যাইতে অক্ষম) নারী ও শিশুদের সঙ্গে রাখিয়া যাইতেছেন! হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে (শান্তনা দান পূর্ব্বক) বলিলেন, তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, মুছা আলাইহে-চ্ছালামের স্থলে তত্ত্বাবধায়ক হারুন আলাইহেচ্ছালামের ন্যায় আমার স্থলে তুমি তত্ত্বাবধায়করূপে থাকিবে ? অবশ্য আমার পরে কেহ নবুয়ত পাইবে সেই সম্ভাবনা নাই ; (তাই তুমি হারুন আলাইহেচ্ছালামের ন্যায় নবী হইতে পারিবে না।)

ব্যাখ্যা ঃ—মুছা (আঃ) তৌরীত কেতাব প্রাপ্তির জন্য আল্লার আদেশে ত্রিশ দিনের জন্য পর্ব্বতে চলিয়া যাইবেন ; যাত্রাকালে মুছা (আঃ) স্বীয় ভ্রাতা ও নবী হারুন (আঃ)কে তত্ত্বাবধায়করূপে রাখিয়া গেলেন, যাহার বিস্তারিত বর্ণনা পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে। আলোচ্য হাদীছে ঐ ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত রহিয়াছে।

তবুকের জেহাদে যাত্রা না করার দায়ে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

খাঁটী মোমেনদের মধ্যে তিন জন তবুক জেহাদে যোগ দিয়া ছিলেন না। তাঁহাদের একজন কায়া'ব ইবনে মালেক (রাঃ) ; তাঁহারই পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) যিনি স্বীয় পিতা কায়া'ব (রাঃ) দৃষ্টিহারা হওয়ার পর তাঁহার চালক ছিলেন, তিনি বর্ণনা করিয়াছেন—

১৫৬৯। হাদীছ ঃ—তবুকের জেহাদে যাত্রা না করার ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা দান করিতে যাইয়া কায়া'ব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত (দঃ) কর্ত্তৃক পরিচালিত কোন জেহাদেই আমি অনুপস্থিত থাকি নাই একমাত্র তবুকের জেহাদ ভিন্ন। অবশ্য আমি বদরের জেহাদেও অংশ গ্রহণ করিয়াছিলাম না, কিন্তু বদরের জেহাদে অনুপস্থিতর দরুন কাহাকেও ভর্ৎসনা করা হইয়াছিল না ; কারণ সেই উপলক্ষে হযরত (দঃ) (পূর্ব্ব হইতে যুদ্ধের জন্য তৈরী হইয়া সকলকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার আদেশ করিয়াছিলেন না, বরং তিনি কিছু সংখ্যক সহযাত্রী লইয়া) শুধু একটি বণিক দলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিলেন ; কিন্তু হঠাৎ শত্রুপক্ষের

মোকাবিলা হইতে হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন আমি আকাবার* ঘটনায় উপস্থিত ছিলাম যাহার পরিবর্ত্তে বদরের উপস্থিতিকে আমি অধিক মর্য্যাদাবান মনে করি না, যদিও আকাবার ঘটনা অপেক্ষা বদরের ঘটনা অধিক প্রসিদ্ধ।

তবুকের অভিযানে যাত্রা না করা সম্পর্কে আমার ঘটনার বিবরণ এই যে, ঐ অভিযান পরিচালিত হওয়া কালীন আমি অন্যান্য সময় অপেক্ষা অধিক শক্তি ও সামর্থশালী ছিলাম; ইতিপূর্ব্বে কখনও আমার নিকট দুইটি যানবাহন সঞ্চিত হয় নাই, কিন্তু ঐ সময় আমার নিকট দুইটি যানবাহন ছিল।

ইতিপূর্ব্বে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন অভিযানের ইচ্ছা করিলে পুর্ব্বাহ্নে উহার স্থান নির্দ্দিষ্টরূপে প্রকাশ করিতেন না, বরং গোপনীয়তা রক্ষার্থে অন্য কোন স্থানের (এলাকা বা দিকরূপে) নাম উল্লেখ করিতেন। কিন্তু তবুকের অভিযানে যেহেতু ভীষণ উত্তাপ, অধিক দূরের ছফর, বিশাল মরুভূমি এবং অধিক সংখ্যক শত্রু সেনার সম্মুখীন ছিলেন, তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) এই অভিযানে গন্তব্য স্থান ইত্যাদি সবকিছু সুস্পষ্টরূপে পূর্ব্বাহ্নেই প্রকাশ করিয়াছিলেন। যেন সকলেই পরিস্থিতি অনুযায়ী সম্বল সংগ্রহে সচেষ্ট হয়।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে বহু সংখ্যক লোক ছিল এবং তাঁহাদের নাম সমূহ কোন রেজিষ্টার ইত্যাদিতে লিখিত ছিল না। অতএব যে কোন ব্যক্তি অভিযান যাত্রা হইতে বারণ থাকিতে চাহিলে অতি সহজেই সে তাহা করিতে পারিত এবং অহী মারফৎ খবর জ্ঞাত না করান হইলে তাহার কার্য্য গোপন থাকিবে বলিয়াই ধারণা হইত।

ঐ অভিযানযাত্রার সময়টি এমন সময় ছিল যখন বাগ-বাগিচার ফল পাকিয়াছিল এবং গাছপালা ইত্যাদির ছায়ায় আরাম উপভোগের সময় ছিল।

---

* রসুলুল্লাহ (দঃ) হিজরত করার পূর্বে মদিনা হইতে হজ্জ সমাপনায় আগন্তুক কতিপয় মদিনাবাসী লোকের সঙ্গে মিনা এলাকার এক পর্বত বেষ্টিত স্থানে গোপনভাবে আলাপ আলোচনা করিয়াছিলেন। ঐ লোকগণ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মদিনায় ইসলামের প্রভাব ও কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হওয়ার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন; ইহাই আকাবার ঘটনা। যেহেতু এই ঘটনা ইসলামের সমুদয় উন্নতির মূল ভিত্তিস্বরূপ ছিল, তাই উহার ফজিলত অনেক বেশী। ঐ ঘটনাস্থলটি "আকাবা" নামে প্রসিদ্ধ, বর্ত্তমানে তথায় একটি মসজিদ আছে। আমি নরাধমকে একাধিকবার তথায় উপস্থিত হওয়ার সুযোগ আল্লাহ তায়ালা দান করিয়াছেন।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলইহে অসাল্লাম স্বীয় সঙ্গিগণসহ সকলেই অভিযান যাত্রার সমুদয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া নিলেন, আমি প্রতিদিন স্থির করি, যাত্রার ব্যবস্থা করিব, কিন্তু তাহা করি না। এই ভাবি যে, যখন ইচ্ছা তখনই করিয়া লইতে পারিব। এইরূপে আমার সময় কাটিতে লাগিল; অন্যান্য লোকগণ কার্য্য সমাধা করিয়া লইয়াছে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং সকল মোসলমানগণ সম্পূর্ণ প্রস্তুতি করিয়া লইয়াছেন, অথচ আমি কিছুই করি নাই। তখন আমি মনে মনে ভাবিলাম, এক দুই দিনে ব্যবস্থা করিয়া পরে দ্রুতবেগে যাইয়া সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া যাইব। এইরূপে সকলে মদিনা ত্যাগ করতঃ যাত্রা করিয়া গেল, কিন্তু আমি এখনও সেই ভাব নিয়াই আছি—প্রতিদিন বাড়ী হইতে এই ইচ্ছা করিয়া বাহির হই যে, অদ্য সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করিব, কিন্তু কিছুই করি না; এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল, এমনকি অভিযাত্রী দল অনেক দূর পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। তখনও আমি ইচ্ছা পোষণ করি যে, আমি দ্রুত চলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইব। যদি সেই ইচ্ছা বাস্তবে রূপায়িত করিতাম তবে মঙ্গলই ছিল, কিন্তু তাহা আমার ভাগ্যে জোটে নাই—শেষ পর্য্যন্ত আমার আর যাত্রা করা হইল না।

রসুলুল্লাহ (দঃ) মদীনা হইতে চলিয়া যাওয়ার পর এই বিষয়টি আমার মনে বড় অস্বস্তি সৃষ্টি করিত যে, সারা মদীনা ঘুরিয়া একমাত্র ঐ ব্যক্তিদেরকেই দেখিতে পাই যাহারা মোনাফেক পরিচিত ছিল বা অক্ষম—মাজুর ছিলেন।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার সম্বন্ধে কিছুই জিজ্ঞাসাবাদ করেন নাই, কিন্তু তবুকে পৌছিয়া একদা তিনি অন্যান্য লোকদের মধ্যে বসিয়া ছিলেন; ঐ দিন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কায়া'ব ইবনে মালেক কি করিল? বনু-ছালামা গোত্রের এক বক্তি বলিল, ইয়া রাসুলুল্লাহ। তাহার ধন-দৌলত এবং আত্ম-গর্ব্ব তাহাকে আসিতে দেয় নাই। তদুত্তরে মোয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) বলিলেন, তুমি ভাল কথা বল নাই। ইয়া রসুলুল্লাহ! খোদার কসম—আমরা তাঁহাকে উত্তম ও খাঁটীই জানি। এই মন্তব্যের উপর রসুলুল্লাহ (দঃ) চুপ রহিলেন।

কায়া'ব (রাঃ) বলেন, আমি যখন সংবাদ পাইলাম যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তনে যাত্রা করিয়াছেন তখন অন্তরে ভাবনা-চিন্তার ভীড় জমিতে লাগিল এবং আমি নানাপ্রকার মিথ্যা সাজাইতে লাগিলাম।

মনে মনে ইহাই ভাবিতে লাগিলাম যে, কি বলিয়া আমি হযরতের অসন্তুষ্টি হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিব ? এই সম্পর্কে আমি আমার পরিবারের প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিকট হইতে পরামর্শও গ্রহণ করিতে লাগিলাম। যখন এই সংবাদ প্রচারিত হইল যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন তখন সব মিথ্যা আমার হৃদয়পট হইতে মুছিয়া গেল এবং আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিল যে, এমন কোন ব্যবস্থার দ্বারা আমি হযরতের অসন্তুষ্টি হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিব না যাহার মধ্যে মিথ্যার লেশ থাকিবে। এই ভাবিয়া আমি দৃঢ় পণ করিলাম যে, হযরতের সম্মুখে আমি সত্যই প্রকাশ করিব।

রসুলুল্লাহ (দঃ) ভোর বেলা মদীনায় উপস্থিত হইলেন। তিনি ছফর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সর্ব্বপ্রথম মসজিদে যাইতেন এবং দুই রাকাত নামায পড়িতেন অতঃপর লোকদের প্রতি ফিরিয়া বসিতেন। এই ছফর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যখন রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐরূপ করিলেন তখন এমন ব্যক্তিগণ সকলেই উপস্থিত হইতে লাগিল যাহারা এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল না। ঐ শ্রেণীভুক্ত মোনাফেক ব্যক্তিরা নানাপ্রকার মিছামিছি ওজর আপত্তি পেশ করতঃ মিথ্যা কসম খাইতে লাগিল। ঐরূপ ব্যক্তিদের সংখ্যা আশির উর্দ্ধে ছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের ওজর গ্রহণ করিয়া নিলেন এবং পুনঃ বাহ্যিক বায়আ'ত গ্রহণ করিলেন, তাহাদের মাগফেরাতের দোয়াও করিলেন, কিন্তু ইহাও বলিলেন যে, তোমাদের আভ্যন্তরীন অবস্থা আল্লার হাওয়ালা।

কায়া'ব (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি হযরতের নিকট উপস্থিত হইলাম এবং সালাম করিলাম। হযরত (দঃ) অন্তরে রাগ পোষণকারী ব্যক্তির ন্যায় (কড়া দৃষ্টির সহিত) সামান্য মুচ্‌কি হাসি হাসিলেন এবং অধিক নিকটবর্ত্তী হওয়ার আদেশ করিলেন। আমি অগ্রসর হইয়া হযরতের সম্মুখে বসিলাম। হযরত আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কারণে তুমি যাত্রা কর নাই ? তুমি কি যানবাহন ক্রয় করিয়া ছিলে না ? আমি আরজ করিলাম, হাঁ—করিয়াছিলাম ; কসম খোদার—আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আমি যদি আপনি ভিন্ন কোন দুনিয়াদার মানুষের সম্মুখে বসিতাম তবে আমি আশা করিতে পারিতাম যে, মিথ্যা ওজর দেখাইয়া অব্যাহতি লাভ করিতে পারিব, আমি তর্কে বিশেষ পটু, কিন্তু ইহাও আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, অদ্য যদি আমি মিথ্যার আশ্রয় লইয়া আপনাকে সন্তুষ্টও

করি তবুও আল্লাহ তায়ালা অল্প সময়ের মধ্যেই আপনাকে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট করিয়া দিতে পারেন। আর অন্য যদি আমি সত্য বলি যদ্দরুন আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন তবুও আমি আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে ক্ষমার আশা করি।

অতএব আমি বাস্তব ঘটনা প্রকাশ করিতেছি ; আমার কোন ওজর বা বাধা-বিঘ্নই ছিল না। ঐ অভিযানে আমি সর্ব্বাধিক শক্তি ও সামর্থশালী ছিলাম।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সব কিছু শ্রবণান্তে বলিলেন, সে সব কিছু সত্য বলিয়াছে। তুমি এখন চলিয়া যাও, যাবৎ না স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তোমরা এই অপরাধ সম্পর্কে কোন কিছু ফয়ছালা করেন (তাবৎ তোমাকে অপরাধী গণ্য করা হইবে)। আমি তথা হইতে চলিয়া আসিলাম। বনু সালেমা গোত্রের কতিপয় ব্যক্তি আমার প্রতি ছুটিয়া আসিল এবং আমাকে বুঝ দিতে লাগিল যে, আমরা যতটুকু জানি ইতিপূর্ব্বে তুমি আর কোন গোনাহ কর নাই ; তুমি কি অন্যান্যদের ন্যায় কোন একটি ওজর পেশ করিয়া দিতে পারিলে না ? ইহাতে যদি তোমার গোনাহ হইত তবে হযরতের ক্ষমা প্রার্থনা দ্বারা উহা মাফ হইয়া যাইত। এইরূপে তাহারা আমাকে বুঝ প্রবোধ দিতে আরম্ভ করিল এবং তিরস্কার করিতে লাগিল, এমন কি আমি পূর্ব্বেকার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করার কল্পনা করিতে লাগিলাম। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার ন্যায় আরও কেহ এইরূপ করিয়াছে কি ? তাহারা বলিল, হাঁ—আরও দুইজন তোমার ন্যায়ই বলিয়াছেন এবং তাহাদের সম্পর্কেও রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐরূপই বলিয়াছেন যাহা তোমার জন্য বলিয়াছেন। আমি তাহাদিগকে ঐ ব্যক্তিদ্বয়ের নাম জিজ্ঞাসা করিলাম, তদুত্তরে তাহারা বলিল, একজন মুরারাতুবনুর-রবী, অপরজন হেলাল ইবনে উমাইয়া। তাহারা এমন দুই ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিল যাঁহারা অতি মহৎ ও বিশিষ্ট ছিলেন এবং বদর-জেহাদের মোজাহেদ ছিলেন ; এমন ব্যক্তিদ্বয়কে আদর্শরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাই ঐ ব্যক্তিদ্বয়ের নাম উল্লেখ করার পর আমি স্বীয় পূর্ব্ব মতের উপরই দৃঢ় হইয়া গেলাম।

রসুলুল্লাহ (দঃ) সকল মোসলমানকে আমাদের তিনজনের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার কথাবার্ত্তা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। আমরা ভিন্ন অন্য (যাহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছিল না, কিন্তু তাহারা মোনাফেক ; মিথ্যা শপথ করিয়া ওজর পেশ করিয়াছিল তাহাদের) কাহারও প্রতি এইরূপ কোন ব্যবস্থা হযরতের পক্ষ হইতে গৃহিত হইল না যেরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আমাদের জন্য হইল।

হযরতের আদেশ অনুসারে সমস্ত মোসলমানগণ আমাদের সঙ্গে সকল প্রকার আচার অনুষ্ঠান কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া দিল। সমস্ত লোকের সম্পর্কই আমাদের সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, এমনকি আমাদের দেশ যেন বিদেশে পরিণত হইয়া গেল—এই দেশ যেন আমাদের পরিচিত দেশই নহে। এই অবস্থায়ই আমাদের তিন জনের দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হইয়াছিল।

আমার সঙ্গীদ্বয় ত একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, গৃহে আবদ্ধ জীবন কাটাইতে লাগিলেন এবং দিবা-রাত্রি কাঁদিতে লাগিলেন। আমি যেহেতু যৌবন বয়সের শক্তিবান ও সাহসী ছিলাম তাই আমি বাহিরে আসিতাম, সকল মোসলমানের সঙ্গে জামাতে নামায পড়িতাম, বাজারে চলাফেরা করিতাম, কিন্তু আমার সঙ্গে কেহই কথাবার্ত্তা বলিতেন না। আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতেও উপস্থিত হইতাম এবং সালাম করিতাম—যখন তিনি নামাযান্তে সকলকে নিয়া মজলিস করিতেন। আমি সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করিতাম যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) আমার সালামের উত্তর দানে ঠোঁট নাড়িয়াছেন কি? আমি হযরতের নিকটবর্ত্তীস্থানে নামায পড়িতে দাঁড়াইতাম এবং গোপন দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিতাম। আমি তাঁহাকে দেখিতাম যে, আমি যখন নামাযের প্রতি ধ্যান মগ্ন থাকি তখন তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং যখন আমি তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করি তখন তিনি স্বীয় দৃষ্টি ফিরাইয়া নেন।

এইরূপে লোকদের কঠোর ব্যবহার আমার সঙ্গে দীর্ঘকাল চলিতে লাগিল। একদা আমি আবু কাতাদা (রাঃ) নামক ব্যক্তির বাগানের দেয়াল টপকিয়া প্রবেশ করিলাম; ঐ ব্যক্তি আমার চাচাত ভাই ছিলেন এবং বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। আমি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে সালাম করিলাম। তিনি সালামের উত্তর দিলেন না। আমি বলিলাম, হে আবু কাতাদা! আপনাকে আল্লার কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি কি জ্ঞাত নহেন যে, আমি আল্লাহ এবং আল্লার রসুলকে খাঁটী ভাবে ভালবাসি ও ভক্তি করি; আমি খাঁটী মোসলমান? তিনি এই কথার উত্তর দিলেন না; চুপ রহিলেন। আমি পুনরায় ঐ প্রশ্ন করিলাম এবং আল্লার কসম দিলাম। এইবার তিনি এতটুকু বলিলেন, আল্লাহ এবং আল্লার রসুল সর্ব্বজ্ঞ। এতদৃষ্টে আমার চক্ষুদ্বয় দর দর করিয়া বহিতে লাগিল; আমি পুনঃ দেয়াল টপকিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

কায়া'ব (রাঃ) বলেন, একদা আমি মদীনার বাজারে চলাফেরা করিতে ছিলাম হঠাৎ দেখিতে পাইলাম সিরিয়া হইতে আগন্তুক এক কৃষক বণিক যে মদীনার বাজারে স্বীয় পণ্য বিক্রি করিতে আসিয়াছিল সে বলিতেছে, আমাকে কায়া'ব ইবনে মালেকের পরিচয় করাইয়া দিবার কেহ আছেন কি? সকলেই তাহাকে আমার প্রতি ইশারা করিয়া দেখাইয়া দিতেছিলেন। সে আমার নিকট আসিয়া একখানা লিপি আমাকে দিল; লিপিখানা তবুক অভিযানের বিপক্ষ পার্টি গাচ্ছান গোত্রীয় রাজার লিখিত ছিল। ঐ রাজা লিখিয়াছিলেন—

اما بعد فانه قد بلغنى ان صاحبك قد جفاك ولم يجعلك
الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسيك -

"শ্রদ্ধা নিবেদনের পর—আমি জানিতে পারিলাম, আপনার দলীয় প্রধান আপনার প্রতি অন্যায় আচরণ করিয়াছে। আপনি মর্য্যাদাহীন আশ্রয়হীন মানুষ নহেন, আপনি আমাদের দেশে আসুন আমরা আপনার সাহায্য সহায়তা করিব।"

লিপিখানা পাঠ করিয়া মনে মনে ভাবিলাম, আমার পক্ষে ইহাও আর একটি পরীক্ষা; আমি লিপিখানাকে চুলার মধ্যে দিয়া ভস্ম করিয়া ফেলিলাম, তখন আমাদের সর্ব্বমোট পঞ্চাশ দিনের চল্লিশ দিন অতিবাহিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তরফ হইতে সংবাদবাহক এক ব্যক্তি আমার নিকট পৌঁছিলেন এবং বলিলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন, আপনার স্ত্রীও আপনার হইতে পৃথক থাকিবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তালাক দিয়া দিব কি—না অন্য কিছু করিব? তিনি বলিলেন, তালাক দিতে হইবে না, তবে আপনাকে পৃথক থাকিতে হইবে এবং তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারিবেন না। আমার অপর সঙ্গিদ্বয়ের প্রতিও এই আদেশ পৌঁছান হইল। আমি আমার স্ত্রীকে বলিলাম, তুমি তোমার বাপের বাড়ী চলিয়া যাও; যাবৎ আল্লাহ তায়ালা আমার কোন ফয়সালা না করেন তথায়ই থাকিও।

কায়া'ব (রাঃ) বলেন, আমার সঙ্গি হেলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী এই আদেশ পাইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইল এবং আরজ করিল, ইয়া রসুলুল্লাহ! হেলাল ইবনে উমাইয়া বৃদ্ধ, এমন বৃদ্ধ যে, যে কোন সময় সে আকস্মিক কোন বিপদে পতিত হইতে পারে, তাহার কোন চাকর-নওকর নাই, আমি তাহার খেদমত করিয়া দিব ইহাও কি নিষিদ্ধ?

হযরত)দঃ) বলিলেন, এতটুকু করিতে পার, কিন্তু সে তোমার বিছানায় আসিতে পারিবে না। স্ত্রী বলিলেন, এই সম্পর্কে তাঁহার কোন অনুভূতিই নাই, তিনি ত ঘটনার প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত দিবা-রাত্র কাঁদিয়াই কাটাইতেছেন।

কায়া'ব (রাঃ) বলেন, আমাকে কেহ কেহ এই পরামর্শ দিলেন যে, আপনিও যদি স্বীয় স্ত্রী সম্পর্কে অনুমতি চাহিতেন যেরূপ হেলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী অনুমতি লইয়াছে। আমি বলিলাম, আমি কখনও ঐরূপ অনুমতি চাহিব না, আমি যুবক মানুষ; আমার সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (দঃ) কি বলেন তাহা কে বলিতে পারে? এই অবস্থায় আরও দশদিন অতিবাহিত হইয়া পঞ্চাশ দিন পূর্ণ হইল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সর্ব্বদা আমার সর্ব্বাধিক চিন্তা এই ছিল যে, এই অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হয় তবে রসুলুল্লাহ (দঃ) আমার জানাযার নামায পড়িবেন না, কিম্বা আমি এই অবস্থায় থাকাকালীন রসুলুল্লাহ (দঃ) যদি ইহজগৎ ত্যাগ করিয়া যান তবে চিরদিনের জন্য আমি এই অবস্থায় থাকিয়া যাইব—কেহই আমার সঙ্গে কথা বলিবেন না এবং আমার জানাযার নামায পড়িবেন না।

পঞ্চাশতম দিনের রাত্রি শেষে ফজরের নামাযান্তে আমি আমার গৃহের ছাদের উপর বসিয়া ছিলাম, আমার অবস্থা ঐ ছিল যাহা পবিত্র কোরআনেই বর্ণিত হইয়াছে যে, আমার নিজের জান—প্রাণ যেন আমার জন্য জঞ্জাল হইয়া পড়িয়া ছিল এবং সমগ্র জগৎ যেন আমার জন্য সঙ্কীর্ণ ছিল। এমতাবস্থায় হঠাৎ শুনিতে পাইলাম, এক চীৎকারকারী সালা' পাহাড়ের উপর চড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেছে, হে কায়া'ব ইবনে মালেক! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। এই শব্দ আমার কানে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে আমি সেজদায় পড়িয়া গেলাম; আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আমার সুদিন আসিয়াছে।

ঘটনা এই ছিল যে, ঐ রাত্রিতে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উম্মুল-মোমেনীন উম্মে-সালামা রাজিয়াল্লা তায়ালা আনহার গৃহে ছিলেন; রাত্রি যখন এক তৃতীয়াংশ বাকী রহিয়াছে এমন সময় রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, হে উম্মে-সালামা। কায়া'ব ইবনে মালেকের তওবা কবুল হইয়াছে তাহার অপরাধ ক্ষমা করা সম্পর্কে কোরআন শরীফের আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। উম্মে-সালামা (রাঃ) বলিলেন, এখনই তাহার নিকট লোক পাঠাইয়া তাহাকে এই সংবাদ জ্ঞাত করিব কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এইরূপ করিলে লোকের ভীষণ ভীড় হইবে (এবং সকলেরই নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিবে।) হযরত

রসুলুল্লাহ (দঃ) যখন ফজরের নামায হইতে অবসর হইলেন তখন আল্লাহ তায়ালা কর্ত্তৃক আমার তওবা কবুল হওয়ার সংবাদ সকলের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন। তখন আমার প্রতি এবং আমার সঙ্গিদ্বয়ের প্রতি বহু লোক সংবাদ দানের জন্য ছুটিয়া আসিতে লাগিল। এক ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়িয়া দ্রুত ছুটিল, আসলাম গোত্রের অপর এক ব্যক্তি পাহাড়ের উপর আরোহণ করিয়া চীৎকার করিল, তাহার চীৎকারের শব্দ ঘোড়া অপেক্ষা দ্রুত পৌঁছিল। চীৎকারকারী যখন সুসংবাদ দানের জন্য আমার নিকটে পৌঁছিলেন তখন আমি (অপর এক ব্যক্তির নিকট হইতে কাপড় ধার করতঃ) আমার নিজের পরিধেয় কাপড় তাহাকে সুসংবাদ দানের প্রতিদান স্বরূপ প্রদান করিলাম। ঐ সময় ঐ দুইটি কাপড় ভিন্ন আর কোন কাপড় আমার ছিল না, আমি ধার করিয়া কাপড় পরিলাম।

আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে রওয়ানা হইলাম; মানুষ দলে দলে আমাকে মোবারকবাদ জানাইবার জন্য আসিতে লাগিল। তাহারা সকলেই বলিতেছিল—لیهنك توبة الله علیك তোমার জন্য মোবারক ও মঙ্গল হউক যে আল্লাহ তায়ালা তোমার তওবা কবুল করিয়াছেন।

কা'য়াব (রাঃ) বলেন, আমি এইরূপ মোবারকবাদ ধ্বনির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম এবং মসজিদে প্রবেশ করিলাম। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তথায় উপবিষ্ট ছিলেন এবং চতুষ্পার্শ্বে অনেক লোক জমা ছিলেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে তাল্‌হা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) দ্রুত আমার প্রতি ছুটিয়া আসিলেন এবং মোবারকবাদ দান করতঃ মোছাফাহা করিলেন, তিনি ব্যতীত মোহাজেরগণ হইতে অন্য আর কেহই আমার প্রতি এইরূপ আসেন নাই; আমি তাঁহার এই ভালবাসা-পূর্ণ ব্যবহার কখনও ভুলিতে পারিব না।

কায়া'ব (রাঃ) বলেন, আমি যখন রসুলুল্লাহ (দঃ) সমীপে উপস্থিত হইয়া সালাম করিলাম তখন তাঁহার চেহারা মোবারক ঝক ঝকে ছিল, তিনি আমাকে বলিলেন—

أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ

"তোমার জন্ম দিন হইতে এই পর্য্যন্ত সর্ব্বাধিক উত্তম দিন অদ্যকার দিনটির সুসংবাদ তুমি গ্রহণ কর।" আমি আরজ করিলাম, এই সুসংবাদ কি আপনার নিজ পক্ষ হইতে, না—আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমার নিজ পক্ষ হইতে নহে, বরং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে। রসুলুল্লাহ

ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন কোন ঘটনায় সন্তুষ্ট হইতেন তখন তাঁহার চেহারা মোবারক পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় ঝকঝক করিত যাহা আমরা উপলব্ধি করিয়া থাকিতাম।

আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে বসিয়া আরজ করিলাম, আমার তওবার সম্পূর্ণতা স্বরূপ ইহাও ইচ্ছা করিতেছি যে, আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের সন্তুষ্টির জন্য আমার সমুদয় ধন-সম্পদ ছদকা করিয়া দিব। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, কিছু পরিমাণ ধন তুমি নিজের জন্যও রাখ; ইহাই উত্তম। আমি আরজ করিলাম খয়বর এলাকায় যে সম্পত্তির অংশ আমার আছে উহা আমার নিজের জন্য রাখিলাম, অন্য সব সম্পত্তি ছদকাহ করিয়া দিলাম।

আমি আরও আরজ করিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা একমাত্র সত্যের বদৌলতে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, তাই আমার দৃঢ় অঙ্গিকার এই যে, চিরজীবন সত্যের উপরই থাকিব; আল্লাহ তায়ালা সত্যের প্রতিদানে যে নেয়ামত আমাকে দান করিয়াছেন এইরূপ আর কাহাকেও দান করেন নাই।

কায়া'ব (রাঃ) বলেন, যেই দিন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে এই অঙ্গিকারের উল্লেখ করিয়াছি সেই দিন হইতে অদ্য (বর্ণনার সময়) পর্য্যন্ত সত্যের বিপরীত শব্দ মুখেও আমি আনি নাই, আশা করি বাকী জীবনেও আল্লাহ তায়ালা আমাকে মিথ্যা হইতে এইরূপ হেফাযতই করিবেন।

আল্লাহ আমাদের সম্পর্কে যেই আয়াত নাযেল করিয়াছেন তাহা এই—

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِىْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ... ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا - اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ -

অর্থ—আল্লাহ তায়ালার বিশেষ করুণা ও অনুগ্রহ দৃষ্টি ছিল নবীজীর উপর এবং মোহাজের ও আনছারগণের উপর যাহারা ভীষণ কষ্টের মুহূর্ত্তেও অনুগত রহিয়াছে অথচ একদল লোকের মনোভাব ভিন্ন ধরণের হইয়া যাইতেছিল, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ দৃষ্টি তাহাদের প্রতিও হইয়াছিল; আল্লাহ তায়ালা তাহাদের প্রতি স্নেহশীল দয়ালু। এতদ্ভিন্ন ঐ তিন ব্যক্তির প্রতিও বিশেষ করুণা ও অনুগ্রহের দৃষ্টি হইয়াছে (তথা তাহাদের তওবা কবুল হইয়াছে এবং অপরাধ ক্ষমা হইয়াছে) যাহাদের সম্পর্কে ফয়ছালাহ্‌ মুলতবী রাখা হইয়াছিল,

এমন কি জগৎ তাহাদের জন্য সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিল, তাহাদের নিজের জান নিজের উপর জঞ্জাল মনে হইতে লাগিল এবং তাহারা ইহা উপলব্ধি করিয়া নিল যে, আল্লাহকে ছাড়িয়া অন্য কোন আশ্রয়স্থল নাই ; অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ দৃষ্টি করিলেন যেন তাহারা আল্লাহ তায়ালার প্রতি ধাবিত হইতে পারে ; আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহশীল দয়ালু। হে ঈমানদারগণ! নিজের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার ভয় ভক্তি সৃষ্টি কর এবং (উহা লাভের জন্য) সত্য ও খাঁটী লোকদের সংসর্গ অবলম্বন কর। (১১ পাঃ ৩ রুঃ)

কায়া'ব (রাঃ) বলেন, আমি আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, ইসলাম গ্রহণের পর ইহার তুল্য কোন নেয়ামত আমার উপর হয় নাই—আমি যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট সত্য বলিতে পারিয়াছি, আমি যে, তাঁহার নিকট মিথ্যা বলি নাই যদ্দরুন আমিও ঐরূপ ধ্বংস হইতাম যেরূপ অন্যান্য মিথ্যা ওজর প্রকাশকারীগণ ধ্বংস হইয়াছে। সেই মিথ্যাবাদীগণ সম্পর্কে যখন অহী নাযেল হইয়াছে তখন তাহাদিগকে অত্যন্ত জঘন্য মন্তব্যের সহিত উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

سَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ - فَاَعْرِضُوا

عَنْهُمْ . اِنَّهُمْ رِجْسٌ - وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ......

অর্থ—(মোনাফেকরা নানাপ্রকার অজুহাত ও মিথ্যা ওজর দেখাইয়া তবুকের অভিযানে অংশ গ্রহণ হইতে বিরত রহিয়াছে) যখন তোমরা প্রত্যাবর্ত্তন করিবে তখন তাহারা পুনঃ মিথ্যা কসম করিয়া নানাপ্রকার উক্তি করিবে যেন তোমরা তাহাদের প্রতি কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থাবলম্বন না কর ; আচ্ছা—তাহাদের ব্যাপারে তাহাই কর। ইহারা অপবিত্র, ইহাদের অবস্থান স্থল হইবে জাহান্নাম— ইহা তাহাদের কর্ম্মের ফল। তাহারা মিথ্যা কসমের আশ্রয় লইবে তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য। যদিও তোমরা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এইসব নাফরমান দলের প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হইবে না। (১১ পাঃ ১ রুঃ)

তবুক অভিযানের পথে পূর্ব্ববর্ত্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তি

১৫৭০। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন "হেজর" বস্তির নিকটবর্ত্তী পৌঁছিলেন

তখন তিনি সঙ্গীগণকে বলিলেন, যাহারা আল্লাহদ্রোহিতা করিয়া নিজের উপর অত্যাচার করতঃ ধ্বংস হইয়াছে তাহাদের বস্তিতে প্রবেশ করিও না যাবৎ না তোমাদের মধ্যে (আল্লার ভয়ে) ক্রন্দনের সৃষ্টি হয়। (যদি ক্রন্দনের বা ক্রন্দনাবস্থার সৃষ্টি না হয় তবে তথায় প্রবেশ করিও না;) নতুবা ভয় হয়, তোমাদের উপরও ঐরূপ আজাব আসিয়া পড়ে নাকি যেইরূপ এই বস্তিবাসীদের উপর আসিয়াছিল। অতঃপর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় চাদরে আবৃত হইয়া দ্রুতবেগে ঐ এলাকা অতিক্রম করিলেন।

১৫৭১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লাম (তবুকের পথে) যখন "হেজর" এলাকায় পৌঁছিলেন তখন সকলকে এই নির্দেশ দিলেন যে, কেহ যেন এই এলাকার কূপ সমূহ হইতে পানি পান না করে এবং পান করার জন্য পানি সংগ্রহ না করে। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, আমরা ত এই পানি দ্বারা আটা তৈরী করিয়াছি এবং পানের জন্য পানি সংগ্রহ করিয়াছি। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, ঐ আটা ফেলিয়া দাও এবং পানিও ফেলিয়া দাও। ৪৭৮ পৃঃ

১৫৭২। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (তবুকের পথে) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গী লোকগণ যখন ছমুদ জাতির বস্তি "হেজর" এলাকায় পৌঁছিলেন তখন তাহারা তথাকার কূপ সমূহ হইতে পানীয় পানি সংগ্রহ করিলেন এবং ঐ পানি দ্বারা আটা তৈরী করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে আদেশ করিলেন যে, সংগৃহীত পানি ফেলিয়া দাও এবং ঐ পানি দ্বারা তৈরী আটা উটকে খাওয়াইয়া ফেল।

ছালেহ্ আলাইহেচ্ছালামের মো'জেযার উটটি যেই কূপ হইতে পানি পান করিত সকলকে সেই কূপ হইতে পানি পান করার আদেশ করিলেন। ৪৭৮ পৃঃ

ব্যাখ্যা ঃ—পয়গাম্বর হযরত ছালেহ্ আলাইহেচ্ছালামের বংশধর ছিল ছমূদ জাতি, তাহাদের বাসস্থান ছিল "হেজর" নামক এলাকায়। তাহারা স্বীয় পয়গম্বারকে অস্বীকার করিল। অবশেষে তাহারা একটি বড় পাথর বা সম্মুখস্থ পাহাড় দেখাইয়া ছালেহ্ (আঃ)কে বলিল, আপনি যদি এই পাথর বা পাহাড় হইতে একটি উট বাহির করিয়া দিতে পারেন তবে আমরা আপনাকে সত্য নবী বলিয়া স্বীকার ও গ্রহণ করিব। ছালেহ্ (আঃ) তাহাদিগকে এইরূপে আল্লার রসুলকে

চ্যালেঞ্জ করার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিলেন, কিন্তু তাহারা সেইদিকে কর্ণপাত না করিয়া নিজেদের উক্তির উপর দৃঢ় রহিল। ছালেহ্ (আঃ) আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিলেন তৎক্ষণাৎ সকলের চাক্ষুস দৃষ্টিতে পাথরটি প্রসবিনীর ন্যায় থর থর করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে উহা ফাটিয়া একটি বয়স্কা মাদি উট বাহির হইয়া আসিল। এতদ্দৃষ্টেও ঐ সমস্ত লোকেরা ছালেহ্ আলাইহেচ্ছালামের প্রতি ঈমান আনিল না।

সেই উটটি ছিল বিরাট দেহবিশিষ্ট, উহার পানাহার ছিল সাধারণ নিয়ম হইতে অধিক। সেই দেশে পানির সল্পতা ছিল, তথায় একটি বিশেষ কুপ উহা হইতে সাধারণতঃ বস্তিবাসিরা পানি সংগ্রহ করিয়া থাকিত; ঐ উট সেই কুপের সমুদয় পানি একাই পান করিয়া ফেলিত, ইহাতে বস্তিবাসিরা ভয়ানক বিরক্ত হইয়া উঠিল। ছালেহ্ (আঃ) আল্লাহ তায়ালার আদেশ অনুসারে এইরূপ মীমাংসা করিয়া দিলেন যে, এক দিনের পানি বস্তিবাসিগণ নিবে আর এক দিনের পানি ঐ উট পান করিবে। বস্তিবাসিরা নিজেরাই ঐ উট চাহিয়া লইয়াছিল, তাই তাহাদিগকে উহার ব্যয় বহনে বিরক্ত হওয়া উচিৎ ছিল না, কিন্তু তাহারা ঐ উটকে হত্যা কবিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। ছালেহ্ (আঃ) তাহাদিগকে সতর্ক করিলেন এবং ঐরূপ কার্য্যের ফলে তাহাদের উপর আল্লাহ্ তায়ালার আজাব নামিয়া আসিবে বলিয়া সংবাদ দিলেন, কিন্তু তাহারা কোন কথাই গ্রাহ্য করিল না। সকলে মিলিয়া একজন লোককে উহার হত্যাকার্য্য সম্পন্ন করার জন্য সাব্যস্ত করিল এবং সকলে তাহার সাহায্য সমর্থন করিল। একদা সে ঐ উটকে হত্যা করিয়া ফেলিল। তাহাদের উপর আল্লাহতায়ালার আজাব নামিয়া আসিল—এক বিকট শব্দের গর্জ্জনে সমুদয় বস্তিবাসি মুহূর্ত্তের মধ্যে ধ্বংস হইয়া গেল। পবিত্র কোরআনের বহু যায়গায় এই ঘটনার উল্লেখ আছে (চতুর্থ খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

মদিনা হইতে তবুকের পথে ঐ বস্তি অবস্থিত; রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তবুকের অভিযানে ঐ বস্তি অতিক্রম করা কালে পূর্ব্বোল্লেখিত হাদীছ সমূহের নির্দ্দেশাবলী প্রদান করিয়াছিলেন।

আল্লার গজবের স্থানে উপস্থিত হইয়াও অন্তরে আল্লার ভয় সঞ্চারিত না হওয়া মস্তবড় কুলক্ষণ; এইরূপ নির্ভীকতার পরিণামে আল্লাহ তায়ালার গজব নামিয়া আসা বিচিত্র নহে, তাই নবী (দঃ) ছামুদ জাতির বস্তিতে পৌছিয়া

নিজেও ভয়াক্রান্ত হইয়া আল্লার হুজুরে কাতরতা অবলম্বন করিলেন এবং সঙ্গিগণকে ঐ অবস্থা সঞ্চারের আদেশ করিলেন, এমন কি এক হাদীছে বর্ণিত আছে যে, নবী (দঃ) সকলকে ক্রন্দন সৃষ্টির আদেশ করিলেন এবং বলিলেন, ক্রন্দন না আসিলে ক্রন্দনের ভাব ও অবস্থা নিশ্চয়ই অবলম্বন করিবে।

ঐ এলাকার কূপ সমূহের পানি ব্যবহার করিতে নিষেধ করিলেন, কারণ উহা আল্লাহদ্রোহী আল্লার গজবাক্রান্ত লোকদের ব্যবহৃত ছিল, অবশ্য ছালেহ্ আলাইহেচ্ছালামের মোজেযার উটটি আল্লাহ প্রদত্ত বিশিষ্ট বস্তু ও বরকতের জিনিষ ছিল, তাই উহার ব্যবহৃত কূপ হইতে পানি পানের আদেশ দিয়াছিলেন।

১৫৭৩। হাদীছঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তবুক অভিযান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনে মদিনার নিকটবর্ত্তী পৌঁছিয়া বলিলেন, মদিনাতে কিছু সংখ্যক লোক এইরূপ রহিয়াছে যাহারা তোমাদের প্রতি পদে পদে তোমাদের সঙ্গীরূপে গণ্য ছিল; অথচ তাহারা মদিনায়ই অবস্থানরতঃ। ছাহাবিগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা মদিনাতেই অবস্থান করিতেছিল? উত্তরে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, হাঁ—তাহারা মদিনাতেই অবস্থানরতঃ (জেহাদে অংশ গ্রহণ করার জন্য তাহাদের অন্তর ভরা আকাঙ্খাও ইচ্ছা ছিল,) কিন্তু বাস্তব ওজর ও অক্ষমতার দরুন তাহারা অংশ গ্রহণ করিতে পারে নাই।

বহির্বিশ্বের প্রতিনিধিদল সমূহের আগমন

অষ্টম হিজরীর শেষ ভাগে নবীজী মহাবিজয় তথা মক্কা ও উহার নিকটবর্ত্তী সমুদয় এলাকার জয় লাভ করিলেন। সমগ্র আরবে মোসলমানদের বিজয় সূচিত হইল। ইহার মাত্র ৮।৯ মাস পরেই বহিঃ আরবে তৎকালীন বিশ্বের সর্ব্বপ্রধান শক্তি রোমানরা বিরাট শক্তি লইয়া মদিনা আক্রমনের প্রস্তুতি করিতেছিল; নবীজী সংবাদ পাইয়া তাঁহার জীবনের সর্ব্ববৃহৎ অভিযানে মদিনা হইতে দীর্ঘ এক মাসের পথ অগ্রসর হইয়া তাহাদের সীমান্ত পর্য্যন্ত পৌঁছিলেন এবং বিশ দিন তথায় তাহাদের অপেক্ষা করিলেন। অচিরেই তাহাদের মদিনা আক্রমনের সাধ মিটিয়া গেল; এইবার তৎকালীন বিশ্বের সর্ব্বত্রই মোসলমানদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইল। ফলে সমগ্র প্রতিবেশী এলাকা হইতে ইসলাম ও আনুগত্যের সওগাত লইয়া নবীজীর নিকট দলের পর দল প্রতিনিধিবৃন্দ আসিতে লাগিল; পবিত্র কোরআন যাহার ভবিষ্যদ্বানী করিয়াছিল—

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ

"অর্থাৎ—অচিরেই আপনার প্রতি আল্লার সাহায্য ও বিজয় সূচিত হইবে এবং দেখিতে পাইবেন লোক সমাজ দলে দলে আল্লার দ্বীনে আসিতেছে।" মহাবিজয়ের পর নবম হিজরীতে বিভিন্ন দেশ ও সমপ্রদায়ের পক্ষ হইতে নবীজীর নিকট বহু সংখ্যক প্রতিনিধিদলের আগমন হইয়াছিল। তাই ইতিহাসে নবম হিজরী সনকে "আ'মুল-ওফুদ—প্রতিনিধিদল আগমনের বৎসর" বলা হয়। সত্তরের অধিক প্রতিনিধিদল নবীজীর নিকট আসিয়াছিল।

তায়েফের প্রতিনিধিদল ঃ

তবুক অভিযান হইতে মদিনা প্রত্যাবর্ত্তনের পর পরই প্রথম তায়েফবাসীদের প্রতিনিধিদল মদিনায় উপস্থিত হইয়াছিল।

তায়েফ অভিযানের বর্ণনায় বলা হইয়াছিল, তায়েফবাসী ছকীফ গোত্র তাহাদের সুদৃঢ় কেল্লায় আশ্রয় লইয়া থাকে। রসুলুল্লাহ (দঃ) দীর্ঘ দিন কেল্লা ঘেরাও করিয়া রাখেন, কিন্তু চূড়ান্ত বিজয় সমাপ্ত হইয়া ছিল না। হযরত (দঃ) তথায় অধিক রক্তপাত করা বা সময় নষ্ট করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিলেন এবং অভিযান মুলবতী রাখিয়া চলিয়া আসিলেন। কা'বা শরীফ হইতে বিদায় গ্রহণ স্বরূপ হযরত (দঃ) ওমরাব্রত পালন পূর্ব্বক মদিনা পানে যাত্রা করিলেন। হযরত (দঃ) এখনও মদিনায় পৌছেন নাই—পথিমধ্যেই তায়েফবাসীদের বিশিষ্ট সর্দার ওরওয়া-ইবনে মসউদ হযরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াই হযরতের নিকট অনুমতি চাহিলেন, নিজ এলাকায় ইসলাম প্রচারের। হযরত (দঃ) আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তোমার এলাকাবাসী তোমাকে হত্যা না করিয়া ফেলে। ওরওয়া (রাঃ) বলিলেন, আমার প্রতি দেশের লোকগণ অত্যধিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধা রাখে; কেহ আমার বিরোধীতা করিবে না। সেমতে ওরওয়া (রাঃ) তায়েফে আসিয়া নিজ গৃহ ছাদে উঠিলেন এবং লোকদেরকে সমবেত করিয়া তাহাদিগকে ইসলামের আহ্বান জানাইলেন; নিজের ইসলামও তাহাদের নিকট প্রকাশ করিলেন। তায়েফ-বাসীরা তাঁহার মান-মর্য্যাদার কোনই মুল্য দিল না—তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার শহীদ হওয়ার সংবাদে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন।

ওরওয়া (রাঃ)কে শহীদ করার পর তায়েফবাসীদের মনের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল। তাহাদের সমবেত পরামর্শে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট প্রতিনিধিদল প্রেরণ সাব্যস্ত হইল। তাহাদের মধ্যে আব্‌দ-ইয়ালীল নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিল; তাহাকেই অপর পাঁচ ব্যক্তিসহ মদিনায় প্রেরণ করা হইল। হযরত (দঃ) তবুক অভিযান হইতে মদিনায় পৌছিয়াছেন সেই সময়েই উক্ত প্রতিনিধিদল মদিনায় উপস্থিত হইল। ইসলাম গ্রহণে তাহারা বিভিন্ন শর্ত আরোপ করিতে চাহিল; তাহারা নামায পড়া হইতে অব্যাহতি চাহিল। হযরত (দঃ) বলিলেন, নামাযহীন ধর্ম্ম প্রাণহীন, অতএব নামায মাফ হইতে পারে না। তাহারা জেনা—ব্যভিচারের অনুমতি চাহিল। হযরত (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা জেনা হারাম ঘোষণা করিয়াছেন; উহার অনুমতি দেওয়া যায় না। তাহারা সূদের অনুমতিও চাহিয়াছিল; হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, সূদকে আল্লাহ তায়ালা নিষিদ্ধ করিয়াছেন উহারও অনুমতি দেওয়া যায় না। এই সব আলোচনার পর তাহারা হযরতের অসাক্ষাতে পরামর্শে বসিল; পরামর্শে ইহাই সাব্যস্ত করিল যে, সব কিছু স্বীকার করিয়া নেওয়াই কর্ত্তব্য, নতুবা আমাদের পরিণাম মক্কাবাসীদের ন্যায়ই হইবে।

পুনঃ আলোচনা আরম্ভ করিয়া তাহারা এইবার শুধু একটি শর্ত চাহিল যে, আমাদের দেবীমূর্ত্তি ভাঙ্গা হইবে না। হযরত (দঃ) বলিলেন, তাহা কখনও হইতে পারে না; অতঃপর তাহারা উহা ভাঙ্গিতে এক মাসের অবকাশ চাহিল; হযরত (দঃ) তাহাতেও সম্মত হইলেন না। সর্ব্বশেষ অনুরোধ তাহাদের এই হইল যে, আমাদের নিজ হাতে আমরা উহা ভাঙ্গিব না। হযরত (দঃ) তাহাদের এই অনুরোধ রক্ষার স্বীকৃতি দিলেন। কারণ, নিজ হাতে উহা ভাঙ্গার মধ্যে অশিক্ষিত জনসাধারনের উত্তেজিত হওয়ার আশঙ্কা আছে তাই উহা এড়াইয়া যাওয়াই শ্রেয়। অবশেষে তাহারা সমবেতভাবে ইসলাম গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। (আছাহ্‌-হুছ-সিয়ার, ৪৫০)

বনু-তামীম প্রতিনিধি দল ঃ

বনু-তামীম প্রতিনিধি দল মদিনায় উপস্থিত হইল; তাহারা নিজেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠাকল্পে সঙ্গে একজন বিশিষ্ট বাগ্মি বক্তা আর একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত কবি নিয়া আসিয়াছিল। তাহাদের বক্তা তাহাদের গোত্রীয় গর্ব বর্ণনায় বক্তৃতা

দিল। হযরত (দঃ) উহার উত্তরে মদিনাবাসী ছাবেত ইবনে কায়েস (রাঃ) বিশিষ্ট বক্তাকে দাঁড়া করিলেন; তিনি নবীজীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও কর্ম্মধারার বিবরণ দান করিলেন। অতঃপর তাহাদের কবি দাঁড়াইল এবং গোত্রীয় গর্ব বর্ণনায় কবিতা পাঠ করিল। হযরত (দঃ) উহার উত্তরে সুপ্রসিদ্ধ কবি হাচ্ছান (রাঃ)কে দাঁড়া করিলেন; তিনি নবীজীর প্রশংসায় চমৎকার এক কবিতা পাঠ করিলেন।

ছাহাবীগণের মধ্যে কোন জিনিষের অভাব ছিল না; বনু-তামীমরা স্বীকার করিল, আমাদের বক্তা অপেক্ষা মোসলমানদের বক্তা উত্তম, আমাদের কবি অপেক্ষা মোসলমানদের কবি উত্তম। অতঃপর তাহারা সমবেত ভাবে ইসলাম গ্রহণ করিল। (আছাহ-হুছ-সিয়ার ৩৫১)

১৫৭৪। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বনু-তামীম সম্পর্কে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তিনটি কথা শুনিবার পর হইতে তাহাদের প্রতি ভালবাসা আমার অন্তরে গাঁথিয়া গিয়াছে। রসুল (দঃ) বলিয়াছেন, (১) বনু-তামীমগণ আমার উম্মতের মধ্যে দজ্জালের মোকাবিলায় সর্ব্বাধিক কঠোর হইবে। (২) আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট ঐ গোত্রীয় একটি দাসী ছিল; হযরত (দঃ) তাহাকে মুক্তি দেওয়ার আদেশ করিলেন এবং বলিলেন, সে ইসমাঈল (আঃ) পয়গাম্বরের বংশধর। (৩) উক্ত গোত্রের যাকাত-ফেৎরার মালামাল হযরতের নিকট উপস্থিত হইলে হযরত (দঃ) স্বাদরে বলিলেন, ইহা আমার বংশধরের যাকাত-ফেৎরা। (নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামও ইসমাঈল আলাইহেচ্ছালামের বংশধর।)

বনু-হানিফার প্রতিনিধি দল ঃ

বনু-হানিফা গোত্র ইয়ামামা এলাকার অধিবাসী ছিল; তাহাদের বংশীয়ই ছিল ইতিহাস প্রসিদ্ধ মিথ্যা নবী মোসায়লামাহ।

১৫৭৫। হাদীছ ঃ— ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্ত্তমানে মিথ্যাবাদী মোসায়লায়মাহ তাহার গোত্রীয় অনেক লোকের প্রতিনিধিদল সহ মদিনায় আসিয়াছিল। সে বলিতে-ছিল, মোহাম্মদ (দঃ) যদি আমাকে তাঁহার পরবর্ত্তী স্থলাভিষিক্ত নির্দ্ধারিত করেন তবে আমি তাহার দলে যোগ দিব। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আলোচনা উদ্দেশ্যে তাহাদের অবস্থান গৃহে তশরিফ

আনিলেন ; তাঁহার সঙ্গে ছাবেত ইবনে কায়স। (রাঃ) ছিলেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হস্তে একটি খেজুর-ডালি ছিল ; হযরত (দঃ) উক্ত ডালির প্রতি ইশারা করিয়া মোসায়লামাহকে বলিলেন, তুমি আমার নিকট এই ডালিটির দাবী করিলে তাহাও আমি তোমাকে দেওয়ার স্বীকৃতি দিব না। আল্লার ফয়সালা হইতে তুমি এক চুলও বাহিরে যাইতে পারিবে না ; তুমি যদি আমার আনুগত্য হইতে বিরত থাকে তবে নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করিবেন ; আমি যাহা স্বপ্নে দেখিয়াছি তোমার পরিণতি তাহাই ঘটিবে। ইহাই আমার শেষ কথা ; অধিক আলোচনার ইচ্ছা হইলে আমার পক্ষে এই ছাবেত ইবনে কায়স কথা বলিবে—এই বলিয়া হযরত (দঃ) তথা হইতে চলিয়া আসিলেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উল্লেখিত স্বপ্নের বিবরণ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, একদা আমি স্বপ্নে দেখিলাম, আমার হস্তদ্বয়ে দুইটি স্বর্ণ কঙ্কণ ; আমি উহাতে বিব্রত। অতঃপর স্বপ্নেই আমাকে ওহী দ্বারা আদেশ করা হইল, কঙ্কণদ্বয়কে ফুংকার মারিয়া দিন। আমি উহাদের প্রতি ফুংকার মারিলে উভয়টি হাওয়ায় বিলীন হইয়া গেল।

হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমি এই বুঝিয়াছি, আমার নবুয়ত প্রাপ্তির পরে দুইজন মিথ্যাবাদী নবী—একজন আসওয়াদে-আন্‌সী অপর জন মোসায়লা তাহাদের পরিণতি এইরূপ বিলুপ্তিই হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—মিথ্যা নবীদের বিস্তারিত বিবরণ ইনশা আল্লাহ তায়ালা পঞ্চম খণ্ডে আসিবে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে বনু-হানিফা গোত্রীয় প্রতিনিধিদল তখন ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল, এমনকি মোসায়লাহও। কিন্তু দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে মোসায়লামাহ ইসলাম ত্যাগ করতঃ নবী হওয়ার দাবী করে ; তাহার গোত্রীয় অনেক লোকও তাহার দলে যোগ দেয়। (আছাহ-হুস-সিয়ার ৪৫৯) ঘটনার বিবরণ পঞ্চম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

ইয়ামনবাসীদের প্রতিনিধিদল ঃ

১৫৭৬। হাদীছ ঃ—আবু মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইয়ামানের দিকে ইশারা করতঃ বলিয়াছেন, ঈমান ঐ দেশে আছে ; আর নিষ্ঠুরতা ও পাষাণ হৃদয় ঐ লোকদের মধ্যে হয় যাহারা উট-গরু চরায়—রবিয়া ও মোজার গোত্র যাহাদের বাসস্থান মদিনা হইতে পূর্ব্ব দিকে।

১৫৭৭। হাদীছ :— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ইয়ামনের লোকগণ তোমাদের নিকট আসিয়াছে— তাহাদের অন্তর সর্ব্বাধিক কোমল, হৃদয় সর্ব্বাধিক মোলায়েম। ঈমান যেন ইয়ামানের বস্তু এবং পরিপক্ক জ্ঞানও ইয়ামন দেশের বস্তু। উট-গরুর মালিকদের মধ্যে গর্ব ও অহঙ্কার হইয়া থাকে এবং বকরির মালিকগণ শান্ত ও ধৈর্য্যশীল হইয়া থাকে।

১৫৭৮। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন—তোমাদের নিকট ইয়ামনবাসীরা আসিয়াছে; অন্তর তাহাদের অত্যন্ত কোমল, হৃদয় তাহাদের অত্যন্ত নরম। দ্বীন-ইসলামের বুঝ-জ্ঞান যেন ইয়ামন দেশী বস্তু এবং পরিপক্ক বিবেক-বুদ্ধিও যেন ইয়ামন দেশী বস্তু।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—বিশ্বের অন্যতম খ্রীষ্টানদের চার্চ্চ বা গির্জ্জা ইয়ামনস্থিত নাজরান এলাকায় ছিল। উক্ত গির্জার পাদ্রিদের প্রতি ইসলামের আহ্বান জানাইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) লিপি পাঠাইয়াছিলেন। তাহাদেরও একটি প্রতিনিধি দল মদিনায় উপস্থিত হইয়াছিল; উক্ত ঐতিহাসিক নাজরান-প্রতিনিধিদলের উল্লেখ ও ইমাম বোখারী (রঃ) এস্থানে করিয়াছেন। পঞ্চম খণ্ডে হযরত ঈসা আলাইহেচ্ছালামের বয়ানে উহার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হইবে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিদল হইল—

তাঈ-গোত্রের প্রতিনিধিদল : ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ দানবীর হাতেম তাঈ-এর গোত্র; তখন হাতেম তাঈ জীবিত ছিলেন না। তাঁহার পুত্র আ'দী-ইবনে হাতেম ঐ সময় উক্ত গোত্রের প্রধান ছিলেন; তিনি নবীজীর নিকট উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বিশিষ্ট ছাহাবীর মর্য্যাদা লাভে ভাগ্যবান হন।

উক্ত গোত্রের মন্দির ভাঙ্গিবার জন্য রসুলুল্লাহ (দঃ) আলী (রাঃ)কে দেড় শত অশ্বারোহী মোজাহেদ সহ পাঠাইয়া ছিলেন। মোসলেম বাহিনীর অভিযান যাত্রার সংবাদ পাইয়া আ'দী-ইবনে হাতেম স্বীয় পরিবারবর্গ সহ সিরিয়ায় পলায়ন করিল। সে নিজে খৃষ্টান ছিল, তাই সিরিয়ার খৃষ্টানদের আশ্রয়ে চলিয়া গেল।

তখন হাতেম তাঈ-এর এক বৃদ্ধা মেয়েও ছিল; ভ্রাতা আ'দী-ইবনে হাতেমের আশ্রিতা ছিল। কিন্তু আ'দী পালাইবার সময় এই ভগ্নিকে সঙ্গে নেয় নাই। মোসলেম বাহিনীর আক্রমণে সে বন্দিনীরূপে মদিনায় উপনীত হয়। নবীজীর সম্মুখে তাহাকে উপস্থিত করা হইলে সে নিবেদন জানাইল,

ইয়া রসুলাল্লাহ। আমার পিতা ইহজগতে নাই ; আমার আশ্রয় দাতা আমাকে ফেলিয়া পালাইয়া গিয়াছে ; আমি দূর্ব্বল আমার প্রতি দয়া করুন। হযরত (দঃ) তাহাকে তাহার আশ্রয়দাতার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন ; সে বলিল, হাতেমের পুত্র আ'দী। হযরত (দঃ) তাহাকে মুক্তি দিলেন এবং ভ্রাতার নিকট পৌছিবার জন্য একটি উট দিলেন। সে ভ্রাতার নিকট পৌছিয়া নবীজীর অত্যাধিক প্রশংসা করিল। ভ্রাতা আ'দী ইবনে হাতেম এক প্রতিনিধি দলে মদিনায় উপস্থিত হইল ; তখন নবীজী মসজিদে উপবিষ্ট। লোকদের মধ্যে বলাবলি হইতে লাগিল, হাতেমের পুত্র আ'দী আসিয়াছে। ইতিপুর্ব্বে হযরত (দঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া ছিলেন, অচিরেই আ'দী পুত্র হাতেমের হাত আমার হাতে আসিবে। হযরত (দঃ) আ'দীকে নিজ গৃহে নিয়া আসিলেন ; একটি বিছানা বিছাইয়া উভয়ে উহার উপর বসিলেন। হযরত (দঃ) স্নেহভরে বলিলেন, হে আ'দী। তুমি কেন পলায়ন করিয়াছ ? তুমি কি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ—আল্লাহ্ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই" ইহার স্বীকৃতি হইতে পালাইয়াছ ? তুমি কি মনে কর, আল্লাহ ছাড়া অন্য মাবুদ আছে ? আ'দী বলিল, না। হযরত (দঃ) আবার বলিলেন, তুমি কি "আল্লাহু আকবর—আল্লাহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ" ইহা হইতে পালাইয়াছ ? তুমি কি মনে কর, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ মাবুদ আছে ? আ'দী বলিল, না। হযরত (দঃ) আরও বলিলেন, ইহুদীদের উপর আল্লার গজব রহিয়াছে এবং নাছারা—খৃষ্টানরা পথ ভ্রষ্ট। তৎক্ষণাৎ আ'দী ইসলাম গ্রহণ করিল। হযরতের মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। (আছাহ-হুছ-সিয়ার ৪৬১)

১৫৭৯। হাদীছ ঃ—আ'দী-ইবনে হাতেম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা এক প্রতিনিধি দলের মধ্যে খলীফা ওমরের নিকট আসিলাম। তিনি আমাদের এক একজনকে নাম ডাকিয়া ডাকিয়া সাক্ষাৎ দান করিতে লাগিলেন ; (আমাকে সর্ব্বশেষে ডাকিলেন, তাই) আমার সাক্ষাৎকালে আমি বলিলাম, আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন কি হে আমিরুল-মোমেনীন ? তিনি বলিলেন, নিশ্চয়—তুমি ঐ ব্যক্তি যে (তোমার গোত্রীয়) লোকেরা যখন কাফের ছিল তখন তুমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলে, লোকেরা যখন ইসলাম হইতে দূরে ছিল তখন তুমি ইসলামের প্রতি অগ্রসর হইয়াছিলে, লোকেরা যখন ইসলামের প্রতি শত্রুতা দেখাইয়াছে তখন তুমি উহাকে পূর্ণ ভালবাসা দিয়াছিলে, লোকেরা যখন ইসলামকে চিনে নাই তখন তুমি ইসলামকে চিনিয়া ছিলে।

আ'দী (রাঃ) বলিলেন, আপনি যখন আমার এতদূর স্বীকৃতি দিয়াছেন তখন আর আমার কোন অভিযোগ নাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—নবম হিজরী সনের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরিচালনায় ঐ বৎসরের হজ্জ সম্পাদন।

হজ্জ পূর্ব্বেই ফরজ হইয়াছিল, কিন্তু মক্কা নগরী শত্রু কবলিত থাকায় পূর্ব্বে হজ্জ সম্পাদন সম্ভব হয় নাই। অষ্টম হিজরী সনে মক্কা জয় হইল। নবম হিজরীতে বিভিন্ন কারণে নবী (দঃ) হজ্জ সম্পাদনে গেলেন না; হযরত (দঃ) আবু বকর (রাঃ)কে আমীরুল-হজ্জ বানাইয়া ঐ বৎসরের হজ্জ সম্পাদন করাইলেন। ঘটনার সামান্য বিবরণ প্রথম খণ্ডে ২৪৫ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

উসামা বাহিনী প্রেরণ

স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নেতৃত্বে পরিচালিত সর্ব্বশেষ অভিযান ছিল তবুকের অভিযান এবং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কর্তৃক প্রেরিত সর্ব্বশেষ বাহিনী ছিল উসামা বাহিনী। অন্তিম শয্যায় শায়িত অবস্থায় ইহজগৎ ত্যাগের মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে হযরত (দঃ) এই বাহিনী প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এমনকি ঐ বাহিনীটি মদিনার অনতিদূরে থাকাবস্থায়ই হযরতের ইহ-জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিতির সংবাদ পাইয়া সকলেই যাত্রা ভঙ্গ করতঃ মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

১১ হিজরী সনের ছফর মাসের মাত্র দুই চারদিন বাকী রহিয়াছে, এমতাবস্থায় হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রোম দেশের প্রতি অভিযান পরিচালনার ব্যবস্থা করিতে নির্দ্দেশ দান করিলেন। হযরতের পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ) যাঁহার নেতৃত্বে অষ্টম হিজরীর জোমাদাল-উলা মাসে রোমানদের বিরুদ্ধে পূর্ব্বে বর্ণিত মূতার অভিযান পরিচালিত হইয়াছিল এবং তিনি তথায় শহীদ হইয়াছিলেন, সেই যায়েদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পুত্র উসামা (রাঃ)কে এই অভিযানের সর্ব্বাধিনায়ক নিয়োগ করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) উসামা (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, "উব্‌না" নামক স্থান যথায় তোমার পিতা শহীদ হইয়াছিলেন তুমি সেই পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া রোমানদের উপর আক্রমণ চালাইবে এবং গুপ্তচর ইত্যাদি সহ দ্রুতবেগে তথায় পৌঁছিতে চেষ্টাবান হইবে।

অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) জ্বর ও মাথা ব্যথায় আক্রান্ত হইলেন; ইহাই ছিল হযরতের অন্তিম রোগ; এই রোগাক্রান্ত অবস্থায়ই হযরত (দঃ) নিজ হস্ত মোবারকে ঐ অভিযানের জন্য যুদ্ধ-ঝাণ্ডা বাঁধিয়া দিলেন এবং উহা উসামা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন, বিসমিল্লাহ বলিয়া যাত্রা কর, আল্লার রাস্তায় জেহাদ কর, আল্লাহদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাও।

আবুবকর (রাঃ), ওমর (রাঃ), আবু ওবায়দাহ (রাঃ), সায়াদ (রাঃ) ইত্যাদি মোহাজের ও আনছারগণের বহু গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ বহু লোক এই অভিযানে অংশ গ্রহণে প্রস্তুত হইলেন। এই সম্পর্কে কোন কোন ব্যক্তি আপত্তি উথাপন করিল যে, যেই বাহিনীতে আবুবকর ও ওমরের ন্যায় ব্যক্তিবর্গ রহিয়াছেন, আঠার-বিশ বৎসরের যুবক এবং আরবের নীতি অনুসারে ক্রীতদাসের পুত্র উসামার ন্যায় ব্যক্তি সেই বাহিনীর নেতৃত্ব পদে নিয়োগ হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই আপত্তি সম্পর্কে জ্ঞাত হইলেন এবং দুঃখিত হইলেন। তিনি ব্যথার যন্ত্রনায় মাথায় পট্টি বাঁধিয়া মসজিদে তশরীফ নিলেন এবং মিম্বারের উপর বসিয়া এই সম্পর্কে উত্তর প্রদান করিলেন। এই দিনটি রবিউল আউয়াল চাঁদের দশ তারিখ শনিবার ছিল।

ইহার পরদিন রবিবার, এইদিন হযরতের পীড়া কঠিন হইয়া পড়িল, এই অবস্থাতেও হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিতেছিলেন, উসামা বাহিনীর যাত্রা করিতে হইবে। উসামা (রাঃ) হযরতের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন হযরত (দঃ) বাকশক্তি পরিচালনায় অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উসামা (রাঃ)কে দেখিয়া হস্তদ্বয় উপরের দিকে উত্তোলন করিলেন অতঃপর উসামার উপর রাখিলেন। উসামা (রাঃ) বুঝিতে পারিলেন যে, হযরত (দঃ) তাঁহার জন্য দোয়া করিতেছেন। তিনি মোজাহেদ-ক্যাম্পে চলিয়া আসিলেন; সোমবার দিন পুনঃ হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইলেন, এই দিন হযরত (দঃ) কথা বলিতে সক্ষম ছিলেন। হযরত (দঃ) তাঁহাকে দোয়া করতঃ বিদায় দান করিলেন এবং যাত্রা করার আদেশ করিলেন।

উসামা (রাঃ) ক্যাম্পে চলিয়া আসিলেন এবং অভিযানে যাত্রা করার উদ্দেশ্যে সকলকে একত্রিত হওয়ার আদেশ দান করিলেন। যাত্রার ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হইতেছিল, এমন সময় উসামা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মাতা দ্রুত লোক পাঠাইয়া এই সংবাদ দান করিলেন যে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু

আলাইহে অসাল্লামের অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়া গিয়াছে। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র যাত্রা স্থগিত রাখিয়া উসামা (রাঃ) এবং অন্যান্য ছাহাবীগণ দ্রুত হযরতের নিকট উপস্থিত হইলেন; তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে-ছিলেন। ঐ দিনই দিনের শেষার্দ্ধে রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম চির বিদায় গ্রহণ করিলেন; "ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে অবারাকা অসাল্লাম"।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিদায় গ্রহণে সব কিছুই মুলতবী হইয়া গেল, অতঃপর আবুবকর (রাঃ) খলীফা নিযুক্ত হইলেন; তাঁহার সর্ব্বপ্রথম কাজ হইল উসামা বাহিনীকে প্রেরণের পুনঃ ব্যবস্থা করা। এই সম্পর্কে অধিকাংশ ছাহাবী ভিন্ন মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হযরতের এন্তেকালে চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহের এবং নানারকম ভুল ধারণা সৃষ্টির হিড়িক উঠিতেছিল। এমতাবস্থায় তিন হাযার মোজাহেদ বাহিনীকে মদীনা হইতে বাহিরে প্রেরণ করাকে ঐ ছাহাবীগণ মদীনার জন্য আশঙ্কার কারণ মনে করিতেছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের মত ছিল যে, বর্ত্তমান অবস্থায় উসামা বাহিনী প্রেরণ বন্ধ রাখা হউক। কিন্তু খলীফা আবুবকর (রাঃ) উসামা বাহিনী প্রেরণের উপর দৃঢ় ছিলেন; এমনকি ওমর (রাঃ) পর্য্যন্ত উসামা বাহিনী প্রেরণে খলীফা আবু বকরের বিরোধিতা করিলেন। তখন আবু বকর (রাঃ) ক্রোধভরে ওমর (রাঃ)কে তিরস্কার স্বরে বলিলেন, جبار فى الجاهلية خوار فى الاسلام "কাফের থাকাকালে ছিলে সিংহ আর মোসলমান-কালে হইয়াছ বিড়াল ?"

তিনি আরও বলিলেন, নবীজীর হাতে গাঁথা ঝাণ্ডা আবু বকর খুলিতে পারে না; যদি অন্য কেহ যাইতে প্রস্তুত না-ও হয় তবুও উসামা বাহিনী প্রেরিত হইবে—উসামা অধিনায়ক হইবে এবং আবুবকর সাধারণ সৈনিক হইবে।

শেষ ফলে উসামা বাহিনী প্রেরিত হইল; উহার প্রতিক্রিয়া মোসলমানদের জন্য অত্যন্ত সুফলদায়ক হইল; মোসলমানদের প্রভাব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে বিশেষ সহায়ক হইল, এমনকি উসামা বাহিনী পূর্ণ উদ্যমের সহিত হযরতের নির্দ্দেশিত এলাকায় পৌছিয়া আক্রমণ চালাইল, শত্রুপক্ষকে ভীষণভাবে হেস্তনেস্ত এবং ক্ষতিগ্রস্ত করিল। যেহেতু তখন ঐ দেশ দখল করা উদ্দেশ্য ছিল না, বরং শত্রুগণকে ঘায়েল করা এবং দুর্ব্বল করাই উদ্দেশ্য ছিল, সেই উদ্দেশ্য সাধন করিয়া বিজয়-গৌরবের সহিত উসামা (রাঃ) তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন তথ্য ও ইতিহাস

—(*)—

নিখিল সৃষ্টির আদি কথা

নিখিল সৃষ্টির আদি ও গোড়া সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের অনেক কথা রহিয়াছে, বস্তুতঃ এসব কোন তথ্য নহে, উহা কিংবদন্তী বৈ নহে। এই তথ্যের উদ্‌ঘাটন বৈজ্ঞানিকের সমর্থনেরও উর্দ্ধে; কারণ, বৈজ্ঞানিক ত নিজেই অনেক পরবর্ত্তী সৃষ্টির একজন। অতএব এই তথ্য উদ্‌ঘাটনে তাহার প্রচেষ্টা অন্ধের হাতড়ানী তুল্যই হইবে। এ সম্পর্কে একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁহার প্রতিনিধি রসুলের কথাই হইবে সঠিক তথ্য—তাহাই হইবে গ্রহণযোগ্য।

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ

"আল্লাহ তায়ালাই সৃষ্টি জগতকে প্রথমবারে (কোন প্রকার উপাদান ব্যতিরেকে) সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই উহাদিগকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করিবেন, যাহা তাঁহার পক্ষে খুবই সহজ।"

উপাদান ব্যতিরেকে বস্তু তৈরী করা অপেক্ষা বিকৃত বস্তুর পুনর্গঠন স্বাভাবিক জ্ঞানেই সহজ গণ্য হইবে; আল্লাহ তায়ালার কার্য্যে অবশ্য উভয়ই সমান সহজ।

১৫৮০। হাদীছঃ—এম্‌রান ইবনে হোছাইন (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহার গৃহদ্বারে আমার উটটি বাঁধিয়া রাখিলাম। তখন তাঁহার খেদমতে বনু-তমীম গোত্রের কয়েক ব্যক্তি সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। তাহারা বলিল, আরও অনেকবার সুসংবাদ দান করিয়াছেন, এইবার সাহায্য প্রদান করুন। অতঃপর হযরতের নিকট ইয়ামন দেশের কতিপয় ব্যক্তি উপস্থিত হইল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাদিগকে বলিলেন, ইয়ামনবাসীগণ! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর; বনু-তমীমগণ ত উহা গ্রহণ করিল না। ইয়ামনবাসীগণ বলিল, আমরা আপনার সুসংবাদ স্বাদরে গ্রহণ

করিলাম। তাহারা ইহাও বলিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমরা সৃষ্টির গোড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আসিয়াছি। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—

كَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ شَئٌ غَيْرُهٗ وَكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ فِى الذِّكْرِ كُلَّ شَئٍ وَخَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ -

"আদি হইতে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই ছিলেন, আল্লাহ তায়ালা ভিন্ন অন্য আর কিছুই ছিল না। (প্রথমে তিনি পানি সৃষ্টি করিলেন অতঃপর আরশ সৃষ্টি করিলেন ;) তখন মহান আরশ পানির উপর ছিল এবং লাওহে-মাহফুজের মধ্যে তিনি (সৃষ্টি জগতের) সব কিছু লিখিয়া দিলেন। অতঃপর আসমান সমূহ এবং জমিন সৃষ্টি করিলেন।

এম্‌রান (রাঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এতটুকু বর্ণনা দান করিলেন, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি আমাকে ডাকিয়া বলিল, হে এম্‌রান! তোমার উট ছুটিয়া গিয়াছে, তাই আমি উটের তালাশে চলিয়া গেলাম, উটটি বহুদূরে চলিয়া গিয়াছিল। আমি ভুল করিয়াছি ; যদি আমি উটের পরওয়া না করিতাম এবং হযরতের বিবরণ শুনিতাম তবে ভাল ছিল।

অন্য এক হাদীছে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিশেষ ভাষণ দানে দাঁড়াইলেন এবং সৃষ্টির আদি ইতিহাস হইতে আরম্ভ করিয়া বেহেশত লাভকারীগণের বেহেশতে প্রবেশ করা পর্য্যন্তের এবং দোযখবাসীদের দোযখে প্রবেশ করা পর্য্যন্তের সমুদয় তথ্য ও বিবরণ আমাদের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন। তন্মধ্যে যে যতটুকু স্মরণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছে ততটুকু স্মরণ রাখিয়াছে।

১৫৮১। হাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ شَتَمَنِىْ اِبْنُ اٰدَمَ وَمَا يَنْبَغِىْ لَهٗ اَنْ يَشْتِمَنِىْ وَيُكَذِّبُنِىْ وَمَا يَنْبَغِىْ لَهٗ اَمَّا شَتْمُهٗ اِيَّاىَ فَقَوْلُهٗ اِنَّ لِىْ وَلَدًا وَاَمَّا تَكْذِيْبُهٗ فَقَوْلُهٗ لَنْ يُعِيْدَنِىْ كَمَا بَدَاَنِىْ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, আদম-তনয় আমার গ্লানি করিতে লিপ্ত হইয়াছে, অথচ আমার গ্লানি করা তাহার পক্ষে অতীব দোষণীয় এবং আমার সত্যতা স্বীকার করে না, অথচ ইহাও তাহার জন্য অতীব দোষণীয়।

আমার গ্লানি করা এই যে, সে বলে—আমার আওলাদ বা পুত্র-কন্যা আছে এবং আমার সত্যতা অস্বীকার করা এই যে, সে বলে—আল্লাহ আমাকে প্রথম বারের ন্যায় পুনঃর্জীবিত করিতে পারিবেন না বা করিবেন না।

১৫৮২। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَضَى اللّٰهُ الْخَلْقَ كَتَبَ

فِىْ كِتَابِهٖ فَهُوَ عِنْدَهٗ فَوْقَ الْعَرْشِ اِنَّ رَحْمَتِىْ غَلَبَتْ غَضَبِىْ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি জগতকে সৃষ্টি করার পর এই বিষয়টি লিখিত আকারে মহান আরশের উপর লিখিয়া দিয়াছেন যে, আমার রহমত আমার গজবের তুলনায় অধিক ও প্রবল আছে এবং থাকিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—আল্লাহ তায়ালার রহমতের আধিক্য ও প্রাবল্যতার প্রতিক্রিয়া এই যে, অনেক ক্ষেত্রে বান্দা স্বীয় কার্য্য ও আমল দ্বারা রহমতের অধিকারী না হইলেও আল্লার রহমত তাহার নিকটে পৌঁছিতে থাকে, পক্ষান্তরে বান্দা স্বীয় কার্য্যকলাপে অপরাধী সাব্যস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সে আল্লার গজবে পতিত হয় না। অনেক ক্ষেত্রে অতি সাধারণ নেকীর অছিলায় বহু পরিমাণে আল্লার রহমত লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু গজবের বেলায় সাধারণতঃ ঐরূপ হয় না। এতদ্ভিন্ন ইহাও উহার প্রতিক্রিয়া যে, এক একটি নেক আমলের ছওয়াব দশ গুণ হইতে সাত শত গুণ পর্য্যন্ত প্রদত্ত হয়, কিন্তু গোনাহের কাজে ঐরূপ হয় না। নেক আমলের শুধু নিয়্যেত করিলেই ছওয়াব লাভ হয়, কিন্তু সাধারণতঃ গোনাহের কাজ করিলে পর গোনাহ লেখা হয়, ইহাও উহারই প্রতিক্রিয়া।

অবশ্য ধারা অনুসারে অপরাধের নির্দ্দিষ্ট শাস্তি প্রদত্ত হইবে ইহা উহার পরিপন্থি নহে এবং অপরাধের শাস্তি আইনের ধারা অনুসারেই হইয়া থাকে ;

সুতরাং অপরাধ ও শাস্তি উভয়ের সময় ও কালের সমতার প্রশ্নই উঠিতে পারে না; চুরি, ডাকাতি, অগ্নি সংযোগ ইত্যাদি অপরাধ অল্প সময়েই সংঘটিত হইয়া থাকে কিন্তু উহার শাস্তি তিন বৎসর ছয় বৎসর দশ বৎসর, এমনকি যাবত জীবন কারাদণ্ডও হইয়া থাকে। কারণ, অপরাধের ধারা অনুসারে শাস্তি প্রদত্ত হয়। সময়ের সমতার প্রতি লক্ষ্য করা হয় না।

কুফুরী ও আল্লাদ্রোহীতার শাস্তি—অনন্তকাল দোযখের আজাব ভোগ করা, এই শাস্তিও আল্লাহ তায়ালা কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত আইনের ধারা অনুসারেই হইবে। বিদ্রোহীদের শাস্তির ধারায় অনুকম্পা প্রদর্শন করা অনুগতদের প্রতি অবিচার করার শামিল।

আকাশ এবং জমিন উভয়ের সংখ্যা সাত :

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ

"আল্লাহ সেই মহান সৃষ্টিকর্ত্তা যিনি সাত আসমান সৃষ্টি করিয়াছেন এবং জমিনও ঐ সংখ্যায় সৃষ্টি করিয়াছেন।" (২৮ পাঃ ১৮ রুঃ)

১৫৮৩। হাদীছ :—আবু সালামাহ (রঃ) তাবেয়ীর বিরোধ ছিল কতিপয় লোকের সহিত জমির সীমানা লইয়া। তিনি আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট যাইয়া ঘটনা বর্ণনা করিলেন। আয়েশা (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, হে আবু সালামাহ! জমির ব্যাপারে সতর্ক থাকিও; রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমিও অন্যের উপর জুলুম করিয়া হাসিল করিবে কেয়ামতের দিন সাত জমিনের প্রতিটি হইতে ঐ পরিমাণ তাহার গলায় বাঁধিয়া দেওয়া হইবে।

১১৮৪ এবং ১১৮৫ নং হাদীছেও এই বিষয়টি বর্ণিত আছে।

উর্দ্ধ জগতের সব কিছু আল্লার সৃষ্টি :

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন— وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ

ভূখণ্ডের নিকটতম আসমানকে আমি অসংখ্য আলোকমালায় সুসজ্জিত করিয়াছি।

১৫৮৪। হাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, সূর্য্য ও চন্দ্রকেই কেয়ামতের দিন আলোহীন করিয়া দেওয়া হইবে।

১৫৮৫। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আকাশে মেঘের সঞ্চার দেখিলে বিচলিত হইয়া পড়িতেন; অন্দরে বাহিরে ছুটাছুটি করিতেন এবং তাঁহার চেহারা মোবারক মলিন হইয়া যাইত। অতঃপর যখন বৃষ্টি বর্ষিত তখন তিনি শান্ত হইতেন এবং তাঁহার অস্থিরতা দূর হইত; আয়েশা (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে ঐ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, মেঘ খণ্ড সম্পর্কে পূর্ব্বাহ্নে কি বলিবার সাধ্য আছে? পূর্ব্ববর্ত্তী এক উম্মতের লোকগণ তাহাদের বস্তির দিকে মেঘ মালা আসিতে দেখিয়া ভাবিয়াছিল, ইহা তাহাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করিবে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা ভীষণ আজাবের বাহক ছিল। সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি এখনও ঘটিতে পারে।

ব্যাখ্যা ঃ—আলোচ্য হাদীছে যেই উম্মতের ঘটনার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে তাহারা হইল হুদ আলাইহেচ্ছালামের উম্মত—আ'দ জাতি। তাহাদের ঘটনাটি পবিত্র কোরআনে ২৬ পারা, ছুরা আহক্কাফ, তৃতীয় রুকুতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। তাহারা ইয়ামন দেশের কোন এক মরু অঞ্চলে বসবাস করিত। তাহাদের নবী হযরত হুদ (আঃ) তাহাদিগকে এক আল্লার এবাদতের প্রতি আহ্বান করিলেন এবং আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহারও পূজা করা হইতে সতর্ক করিতে যাইয়া বলিলেন, আমি তোমাদের উপর ভীষণ আজাবের আশঙ্কা করিতেছি। তাহারা স্বীয় শেরেকীর উপর দৃঢ়তা প্রকাশ করতঃ উপহাস স্বরূপ সেই আজাবের দ্রুততা কামনা করিতে লাগিল। উহার উত্তরে হুদ (আঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, আজাব আসিবার নির্দ্দিষ্ট তারিখ ত আমি অবগত নহি। উহা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা জানেন; কিন্তু তোমরা বাস্তবিকই জ্ঞানশূন্য বোকা।

অতঃপর তাহারা দেখিতে পাইল একটি বিরাট মেঘখণ্ড তাহাদের বস্তি-এলাকার দিকে আসিতেছে; ইহা দেখিয়া তাহারা আনন্দোৎফুল্লিত হইয়া বলিতে লাগিল, (হুদ নবী আমাদিগকে আজাবের ভয় দেখাইয়াছিল, অথচ আমরা ত সৌভাগ্যের নিদর্শন দেখিতে পাইতেছি—) এই ত দেখ মেঘমালা আসিতেছে, আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করিবে।

(আল্লাহ তায়ালা বলেন,) উহা বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘমালা নহে, বরং উহা ঐ আজাব যাহার দ্রুততা তোমরা কামনা করিতেছিলে। ইহা একটি ভীষণ তুফান—তোমাদের জন্য ভয়ঙ্কর আজাব বহন করিয়া আসিতেছে। এই তুফান স্বীয় সৃষ্টিকর্ত্তার নির্দ্দেশে তোমাদিগকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করিবে। বাস্তবে তাহাই হইল, সেই তুফান প্রবল বেগে প্রবাহিত হইল, মানুষ এবং পশুপাল ইত্যাদিকে উপরে উঠাইয়া ভীষণ জোরে নিক্ষেপ করতঃ ধ্বংস করিতে লাগিল এবং একটি প্রাণীও বাঁচিয়া থাকিল না। তাহাদের বাসস্থান এলাকাটি সম্পূর্ণ নীরব নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়া গেল। আল্লাহ বলেন, আমি অপরাধীদিগকে এইরূপ শাস্তিই দিয়া থাকি। (হে মক্কাবাসী!) আমি ঐ বস্তিবাসিগণকে তোমাদের তুলনায় অধিক বল-শক্তি দান করিয়াছিলাম এবং শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং বুদ্ধি ও বিবেকশক্তিও তাহাদিগকে দান করিয়াছিলাম, কিন্তু এই শক্তিসমূহ তাহাদের কোনই কাজে আসিল না যখন আল্লাহ তায়ালার আয়াত সমূহকে এনকার করার দরুন তাহাদের উপহাস্য আজাব তাহাদেরে বেষ্টিত করিয়া ফেলিল।

মেঘমালার আকৃতিতে ধ্বংসকারী আজাব আগমনের ঘটনা স্মরণ করিয়া হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মেঘমালা দেখিলে বিচলিত হইয়া পড়িতেন এবং যাবৎ উহা হইতে বৃষ্টি বর্ষিত হইয়া উহা আল্লার আজাব নয়, বরং আল্লার রহমত তাহা প্রতিপন্ন না হইত তাবৎ তিনি শান্ত হইতেন না।

যখন বৃষ্টি বর্ষণ আরম্ভ হইয়া ঐরূপ আজাবের আশঙ্কা দূরীভূত হইয়া যাইত তখন হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আল্লার দরবারে এইরূপ আবেদন নিবেদন আরম্ভ করিতেন—

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا مَرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ اٰجِلٍ -

"হে আল্লাহ! আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ কর, আমাদের উপর তৃপ্তিদায়ক বৃষ্টি বর্ষণ কর, শান্তি আনয়নকারী, উৎপন্ন শক্তি বাহক, কল্যাণকর, অনিষ্ট ও ক্ষয়-ক্ষতিহীন বৃষ্টি যথা সত্বর আমাদের উপর বর্ষণ কর।"

اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا - اَللّٰهُمَّ سَقْيًا نَافِعًا

"হে আল্লাহ! কল্যাণ ও মঙ্গলজনক বৃষ্টি আমাদের উপর বর্ষণ কর।"

ফেরেশতা সম্পর্কে বর্ণনা

ফেরেশতাদের অস্তিত্ব ও তাঁহাদের সত্যবাদীতা এবং পবিত্রতা ইত্যাদি গুণাগুণ সম্পর্কে ঈমান ও বিশ্বাস রাখা ইসলামের একটি বিশেষ অঙ্গ; এই বিশ্বাস ব্যতিরেকে ঈমান পূর্ণ হইবে না এবং আখেরাতে মুক্তি পাওয়া যাইবে না।

কোন কোন ঈমানহীন দল বা ব্যক্তি ফেরেশতার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া থাকে, তাহাদের ধারণা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য কোরআন শরীফে বহু আয়াত বিদ্যমান আছে, যে সব আয়াতের মধ্যে ফেরেশতার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত রসুল বা প্রতিনিধির অনেক অনেক হাদীছেও ফেরেশতার উল্লেখ আছে। ইমাম বোখারী (রঃ) এস্থানে এরূপ ৩৫টি হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন তন্মধ্যে কতিপয় হাদীছ পূর্ব্বে অনুবাদ হইয়াছে এবং কতিপয় হাদীছ সম্মুখ বিশেষ বিশেষ অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে উল্লেখিত হইবে। অবশিষ্ট কতিপয় হাদীছের অনুবাদ নিম্নে পেশ করা হইতেছে।

১৫৮৬। হাদীছঃ— قال عبد الله رضى الله تعالى عنه

حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ
قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِىْ بَطْنِ اُمِّهٖ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُوْنُ
عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ مَلَكًا
وَيُؤْمَرُ بِاَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهٗ اُكْتُبْ عَمَلَهٗ وَرِزْقَهٗ وَاَجَلَهٗ وَشَقِىٌّ
اَوْ سَعِيْدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ الرُّوْحُ فَاِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتّٰى
مَا يَكُوْنُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ اِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهٗ فَيَعْمَلُ
بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ وَيَعْمَلُ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ النَّارِ اِلَّا ذِرَاعٌ
فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ ـ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, স্বয়ং সত্যবাদী ও সত্যের বাহক রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে বলিয়াছেন, তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি-পদার্থ তথা মাতা-পিতার বীর্য্য চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত মাতৃ গর্ভে বীর্য্যাকারে থাকে (অবশ্য ধীরে ধীরে উহার পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া থাকে।) অতঃপর রক্তপিণ্ডাকার ধারণ করে, তাহাও ঐরূপ (চল্লিশ দিন থাকে এবং ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে থাকে।) অতঃপর মাংসপিণ্ডাকার ধারণ করে, তাহাও ঐরূপ (চল্লিশ দিন থাকে)। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা একজন ফেরেশতাকে বিশেষরূপে পাঠান এবং ঐ ফেরেশতাকে চারিটি বিষয়ের আদেশ প্রদান করেন ; ঐ ব্যক্তির (সমস্ত জীবনের) রেজেক নির্দ্দিষ্ট করা, জীবনকাল নির্দ্দিষ্ট করা এবং ভাগ্যবান বা দুর্ভাগা তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া।

(তখনকার নির্দ্ধারণ এতই সুদৃঢ় হয় যে, উহাতে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না,) এমনকি কোন ব্যক্তি (বাহ্যিক দৃষ্টিতে) দোযখের উপযোগী আমল করিতে থাকে, এমনকি মনে হয় তাহার ও দোযখের মধ্যে শুধু মাত্র এক হাত পরিমাণ ব্যবধান রহিয়াছে, এমতাবস্থায় তাহার জন্য পূর্ব্বে লিখিত ও নির্দ্ধারিত সৌভাগ্যের নিদর্শন প্রকাশ হইয়া পড়ে—সে বেহেশতোপযোগী আমল করে এবং বেহেশতে প্রবেশ হওয়ার সুযোগ লাভ করে। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি (বাহ্যিক দৃষ্টিতে) বেহেশতোপযোগী আমল করিতে থাকে, এমনকি মনে হয় তাহার ও বেহেশতের মধ্যে শুধু মাত্র এক হাত পরিমাণ ব্যবধান রহিয়াছে এমতাবস্থায় তাহার জন্য পূর্ব্বে লিখিত ও নির্দ্ধারিত দুর্ভাগ্যের নিদর্শন প্রকাশ পায়—সে দোযখোপযোগী আমল করে এবং দোযখে যাইতে বাধ্য হয়।

১৫৮৭। হাদীছ ঃ— عن انس رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ وَكَّلَ اللّٰهُ بِالرَّحِمِ مَلَكًا

فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ نُطْفَةٌ اَىْ رَبِّ عَلَقَةٌ اَىْ رَبِّ مُضْغَةٌ فَاِذَا اَرَادَ

اللّٰهُ اَنْ يَّقْضِىَ خَلْقَهَا قَالَ يَا رَبِّ اَذَكَرٌ اَمْ اُنْثٰى اَشَقِّىٌّ اَمْ

سَعِيْدٌ فَمَا الرِّزْقُ فَمَا الْاَجَلُ فَيُكْتَبُ كَذٰلِكَ فِىْ بَطْنِ اُمِّهٖ۔

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক গর্ভাশয়ের পর্য্যবেক্ষণের জন্য একজন ফেরেশতা নিয়োজিত রাখেন। সেই ফেরেশতা গর্ভজাত সন্তানের প্রত্যেক স্তরের সংবাদ সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালাকে প্রদান করতঃ স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতে থাকেন। প্রথম চল্লিশ দিন—যখন উহা বীর্য্যাকারে থাকে তখন ঐ ফেরেশতা বলিয়া থাকেন, হে পরওয়ারদেগার! এখনও বীর্য্যাকার রহিয়াছে। অতঃপর যখন রক্তপিণ্ড হয় তখন ফেরেশতা বলেন, হে পরওয়ারদেগার এখন রক্তপিণ্ড হইয়াছে। অতঃপর মাংসপিণ্ড হইলে বলেন, হে পরওয়ারদেগার এখন মাংসপিণ্ডে পরিণত হইয়াছে। অতঃপর যদি ঐ মাংসপিণ্ডকে আল্লাহ তায়ালা মানুষরূপে পরিণত করার ইচ্ছা করেন (এবং ফেরেশতা সেই সম্পর্কে আদিষ্ট হন) তবে ফেরেশতা আরজ করেন, হে পরওয়ারদেগার পুরুষ হইবে না স্ত্রী? বদবখত হইবে না নেকবখত? এবং জিজ্ঞাসা করেন, তাহার জন্য কি (পরিমাণ ও প্রকার) রেজেক নির্দ্ধারিত হইবে? এবং তাহার বয়স কত নির্দ্ধারিত হইবে? এইরূপে প্রত্যেক মানুষ মাতৃগর্ভে থাকাবস্থায়ই (তাহার সম্পর্কে প্রতিটি বিষয় আল্লাহ তায়ালার আদেশ অনুসারে) লিখিত ও নির্দ্ধারিত হইয়া যায়। ৯৭৬ পৃঃ

১৫৮৮। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ الْعَبْدَ نَادٰى جِبْرَئِيْلَ اَنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَاَحْبِبْهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرَئِيْلُ فَيُنَادِىْ جِبْرَئِيْلُ فِىْ اَهْلِ السَّمَاءِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَاَحِبُّوْهُ فَيُحِبُّهُ اَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِى الْاَرْضِ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন বান্দা যখন আল্লাহ তায়ালার প্রিয়পাত্র সন্তুষ্টিভাজন হইয়া যায়, তখন আল্লাহ তায়ালা জিব্রিল ফেরেশতাকে ডাকিয়া বলেন, আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন তুমিও তাহাকে ভালবাস; তখন জিব্রিল (আঃ)

তাহাকে ভালবাসেন এবং জিব্রিল (আঃ) আসমানবাসী সকলের মধ্যে ঘোষণা করিয়া দেন যে, আল্লাহ তায়ালা অমুক ব্যক্তিকে ভালবাসেন তোমরা সকলেই তাহাকে ভালবাসিবে ; তখন আসমানবাসী সকলেই তাহাকে ভালবাসেন। অতঃপর জগতের মধ্যে ঐ ব্যক্তির শুনাম ছড়াইয়া দেওয়া হয়।

(وَإِذَا أَبْغَضَ اللّٰهُ عَبْدًا دَعَا جِبْرَئِيْلَ فَيَقُوْلُ إِنِّىْ أُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ فَيُبْغِضُهُ جِبْرَئِيْلُ ثُمَّ يُنَادِىْ فِىْ أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوْهُ فَيُبْغِضُوْنَهُ ثُمَّ تُوْضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِى الْأَرْضِ)

অর্থ—(পক্ষান্তরে যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার বিরাগভাজন হইয়া যায় তখন আল্লাহ তায়ালা জিব্রিল ফেরেশতাকে ডাকিয়া বলেন, অমুক ব্যক্তির প্রতি আমি অসন্তুষ্ট তুমি তাহাকে ঘৃণা কর, তখন সে জিব্রিল ফেরেশতার নিকট ঘৃণার পাত্র হইয়া যায় এবং জিব্রিল (আঃ) আসমানবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করিয়া দেন যে, অমুক ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার ঘৃণার পাত্র তোমরা সকলে তাহাকে ঘৃণিত গণ্য করিও, তখন তাঁহারা সকলে তাহাকে ঘৃণিত গণ্য করেন, অতঃপর জগদ্বাসীদের অন্তরেও তাহার প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হয়। মোসলেম শরীফ)

ব্যাখ্যা ঃ—কোন মানুষ আল্লাহ তায়ালার নিকট সন্তুষ্টিভাজন ও প্রিয়পাত্র কিম্বা বিরাগভাজন ও ঘৃণিত হওয়া সম্পর্কে ইহা একটি সাধারণ নিদর্শন ও পরিচয় যে, জগদ্বাসীদের অন্তরে তাহার প্রতি ভালবাসা বা ঘৃণার উদয় হইবে। তবে এ সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহওয়ালা মোমেন-মোসলমানগণই নির্ভরযোগ্য আস্থার স্থল। কারণ, একমাত্র তাঁহারাই জগতের বুকে আল্লাহ তায়ালার সাক্ষী। পক্ষান্তরে যাহারা আল্লাহ ও আল্লার রসুলের দৃষ্টিতে চতুষ্পদ জানোয়ার তুল্য বরং তদপেক্ষা অধম—এস্থলে তাহাদের কোন স্থান নাই, তাহারা আল্লাহ তায়ালার সাক্ষী হইতে পারে না।

عیسی نتوان گشت بتصدیق خر چند

"কতিপয় গর্দ্দভের সাক্ষ্যে তুমি ঈসা গণ্য হইতে পারিবে না"!

১৫৮৯। হাদীছ :— عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا

اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ الْمَلَائِكَةَ

تَنْزِلُ فِى الْعَنَانِ وَهُوَ السَّحَابُ فَتَذْكُرُ الْاَمْرَ قُضِىَ فِى السَّمَاءِ

فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِيْنُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ فَتُوْحِيْهِ اِلَى الْكُهَّانِ

فَيَكْذِبُوْنَ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةٍ مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ -

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই বলিতে শুনিয়াছেন যে, ফেরেশতাগণ (কোন কোন সময়) মেঘমালার আড়ালে ঐ সমস্ত (জাগতিক) বিষয় সমূহের আলাপ আলোচনা করিয়া থাকেন যে সব সম্পর্কে আসমানের উপর (ফেরেশতাদের নিকট আল্লাহ তায়ালার) নির্দ্দেশ পৌঁছিয়াছে।

ঐ আলাপ আলোচনা চলাকালীন দুষ্ট জ্বিনগণ গোপনে চোরাভাবে এ সমস্ত শুনিবার চেষ্টায় রত হইয়া থাকে এবং কিছু আলোচনা শুনিতে সক্ষম হয়। অতঃপর যে দুই একটি বিষয় শুনিয়াছে উহা গণক—জ্যোতিষগণের নিকট পৌঁছাইয়া দেয় ; তাহারা ঐ এক দুইটির সঙ্গে একশত মনগড়া মিথ্যা মিশ্রিত করিয়া লোকদের নিকট প্রকাশ করে।

পাঠকবর্গ! উল্লেখিত হাদীছের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আরও একটি হাদীছ আছে যাহা মূল গ্রন্থের ৬৮২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে হাদীছটি এই—

১৫৯০। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন আল্লাহ তায়ালা (জাগতিক) কোন বিষয় সম্পর্কে আসমানে ফেরেশতাদের নিকট কোন নির্দ্দেশ প্রেরণ করেন তখন আল্লাহ তায়ালার আদেশের সম্মুখে পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশে ফেরেশতাগণ স্বীয় ডানা আন্দোলিত করিয়া থাকেন এবং লৌহ শৃঙ্খলকে বড় পাথর খণ্ডের উপর নাড়াচাড়া করার ন্যায় শব্দ সৃষ্টি হয়। মহামান্বিত আল্লাহ তায়ালার আদেশের সম্মুখে নিজেকে বিলীন করিয়া দিয়া তাঁহারা হুস-চেতনাহারা হইয়া পড়েন এবং সমস্ত ফেরেশতাগণের উপরই এই অবস্থাটি পতিত হয়। অতঃপর ফেরেশতাদের চেতনা ফিরিয়া আসে যাহার বর্ণনা কোরআনে এইরূপ আছে—

فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ...

"যখন তাঁহাদের চেতনা ফিরিয়া আসে তখন তাঁহারা আল্লাহ তায়ালার আদেশের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতঃ পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া থাকেন যে, মহান পরওয়ারদেগার কি আদেশ করিয়াছেন ? তাঁহারা একে অন্যকে ঐ আদেশের প্রতি পূর্ণ মর্য্যাদা দানকারী অনুগতরূপে প্রথমে এতটুকু বলেন যে, মহান আল্লাহ তায়ালা যে আদেশ করিয়াছেন তাহা বাস্তব ও শিরোধার্য্য ; আল্লাহ তায়ালা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহান।" (অতঃপর তথায় তাঁহাদের মধ্যে ঐ আদেশকৃত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা হয়) তখন লুক্কায়িত দুষ্ট জ্বিনগুলি গোপনে ঐ আলোচনা শুনিবার চেষ্টা করে এবং তাহারা নীচ হইতে উপরের দিকে আসমানের নিকটবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত একের উপর অন্য এইরূপে সারি বাঁধিয়া থাকে। (এবং তাহারা এই চেষ্টা করে যে, সর্ব্ব উর্দ্ধে আসমানের নিকটবর্ত্তী যে আছে সে তাড়াহুড়া ও সন্ত্রস্ততার মধ্যে দুই একটা শব্দ বা বাক্য যাহা শুনিতে পারিবে তাহা সে তৎক্ষাণাৎ স্বীয় নিম্নস্থের প্রতি এবং সে তাহার নিম্নস্থের প্রতি এইরূপে একের পর অন্যকে বলিয়া দিতে থাকিবে। কিন্তু ফেরেশতাগণ যখনই ঐ দুষ্টদের সম্পর্কে অনুভব করিয়া বসেন তখনই তাহাদিগকে নক্ষত্র বা নক্ষত্রের আলো অগ্নিশিখার ন্যায় ছুড়িয়া মারেন।) কোন সময় ঐ নক্ষত্রটি শ্রবণকারী জ্বিনের দেহে বিদ্ধ হইয়া পড়ে এবং সে ভস্মীভূত হইয়া যায়—তাহার নিম্নস্থ জ্বিনের প্রতি ঐ শ্রুত বাক্যটি পৌঁছাইবার পূর্ব্বেই, (এমতাবস্থায় ঐ বাক্যটি নিম্নদিকে আর আসিতে পারে না,) এবং কোন কোন সময় এইরূপও হয় যে, নক্ষত্রটি দেহে বিদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বেই সে স্বীয় নিম্নস্থের প্রতি বাক্যটি পৌঁছাইয়া দিতে সক্ষম হয় ; এমতাবস্থায় একের পর অন্য এইরূপে ঐ বাক্যটি ভূ-পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছে এবং সেই দুষ্ট জ্বিনগণ কর্ত্তৃক উহা জ্যোতিষী-গণকগণের নিকট পৌঁছে। সেই জ্যোতিষী ঐ বাক্যটির সঙ্গে একশত (তথা অনেক) মিথ্যা জড়িত করিয়া অন্যের নিকট বলে। তাহার ঐ সব মিথ্যার সঙ্গে ঐ একটি সত্যও যেহেতু জড়িত আছে এবং ঐ সত্যটি বাস্তবে পরিণত হইতে দেখা যায়, তাই ঐ একটি মাত্র সত্যের প্রভাবে তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া লওয়া হয় ; প্রত্যেকেই ঐ একটি কথার উল্লেখ করিয়া বলে যে, অমুক দিন সে আমাদিগকে এইরূপ কথা বলিয়াছিল তাহা ত সত্য হইয়াছে ; আসমান হইতে আমদানীকৃত ঐ একটি মাত্র বিষয়

সম্পর্কে প্রত্যেকেই ঐরূপ মন্তব্য করিতে আরম্ভ করে, (কিন্তু এই জ্যোতিষীর যে, একশত মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে তাহার প্রতি কেহ লক্ষ্যও করেনা।) ৬৮২ পৃঃ

ব্যাখ্যা ঃ—আলোচ্য হাদীছের কতিপয় বিষয়ের বিবরণ। (১) মহান আল্লাহ তায়ালার আদেশ শ্রবণের প্রতিক্রিয়ায় ফেরেশতাগণের অবস্থা বর্ণনার যে আয়াতখানা উল্লেখ করা হইয়াছে উহা পবিত্র কোরআনে ২২ পারা ছুরা ছাবা ৩ রুকুতে আছে। ফেরেশতাদের ঐ অবস্থার বিবরণ দানের উদ্দেশ্য এই যে, যাহারা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহারও এবাদত-উপাসনা করে এবং ঐ সব গর্হিত মাবুদকে মহান আল্লাহ তায়ালার সমকক্ষ বা ভাল-মন্দের ক্ষমতায় ক্ষমতাবান মনে করে তাহাদের এই বিশ্বাস ও ধারণার অসাড়তা প্রতিপন্ন করার জন্য বলা হইতেছে যে, আল্লাহ তায়ালা কত মহান কত মহান যে, সৃষ্ট জগতের সর্বাধিক পবিত্রাত্মা ফেরেশতা পর্য্যন্ত আল্লাহ তায়ালার আদেশ ও তাঁহার মহত্ত্বের সম্মুখে ঐরূপে বিলীন ও বিগলিত হইয়া যান। এমতাবস্থায় ঐ সবকে বা তাঁহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে আল্লাহ তায়ালার ন্যায় উপাস্য বা কর্ম্মকর্ত্তা সাব্যস্ত করা কতই না বোকামী কতই না অন্যায়। এতদ্ভিন্ন আল্লাহ তায়ালার আদেশের প্রতি পবিত্রাত্মা ফেরেশতাদের ঐরূপ আনুগত্য ও মর্য্যাদা প্রদান দৃষ্টে মানবকে তাহার কর্ত্তব্যে স্বচেতন করার উদ্দেশ্যেও উহার বর্ণনা দান করা হইয়াছে।

(২) দুষ্ট জ্বিনগণের প্রচেষ্টা সম্পর্কে যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানেও উহার উল্লেখ আছে—১৪ পারা, ৩ রুকুতে আছে—

جَعَلْنَا فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّ زَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ - وَحَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ

رَّجِيْمٍ - اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ -

অর্থ—"আমি আকাশে বড় বড় নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছি এবং প্রকাশ্য দৃষ্টিতে ঐগুলোকে আকাশের জন্য শোভা ও সজ্জা বানাইয়াছি, ঐগুলোর দ্বারা আকাশের রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্য সমাধা করিয়াছি প্রত্যেক প্রতারিত শয়তান (দুষ্ট জ্বিন) হইতে; অবশ্য কোন কোন শয়তান লুক্কায়িতভাবে গোপনে কিছু শ্রবণের চেষ্টা করে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রকাশ্য অগ্নিশিখার ন্যায় একটি বস্তু তাহার প্রতি নিক্ষিপ্ত ও ধাবিত হয়।"

২৩ পারা ছুরা ছাফ্‌ফাত এর আরম্ভে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِنِ الْكَوَاكِبِ - وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ

مَّارِدٍ - لَا يَسْمَعُونَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ -

دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ - اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ

অর্থ—আমি ভূ-খণ্ডের নিকটস্থ তথা সর্বনিম্ন আকাশকে নক্ষত্রমালার শোভায় শোভিত করিয়াছি এবং উহা দ্বারা আকাশকে প্রত্যেক দুষ্ট শয়তান হইতে হেফাজত করার ব্যবস্থা করিয়াছি; যদ্দরুণ দুষ্ট শয়তানরা উর্দ্ধস্থানীয় ফেরেশতা-গণের সমাবেশে আলোচিত কোন বিষয় শ্রবণ করিতে সক্ষম হয় না এবং ঐরূপ চেষ্টা করিতে দেখা গেলে তাহাদিগকে প্রত্যেক দিক হইতে ঢিল স্বরূপ নক্ষত্র নিক্ষেপ করিয়া সাময়িকরূপে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়; অধিকন্তু তাহাদের জন্য চিরশাস্তি নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। (ফেরেশতাগণের আলোচনা শ্রবণ করা হইতে এইরূপে শয়তানদেরকে হাঁকাইয়া রাখা হয়) অবশ্য যদি কোন শয়তান দৈবাৎ কোন বাক্য শুনিতে সক্ষম হইয়া বসে তবে তৎক্ষাণাৎ জ্বলন্ত অগ্নি শিখার ন্যায় একটি বস্তু তাহার প্রতি নিক্ষিপ্ত ও ধাবিত হয়।

এতদ্ভিন্ন একদল জিন যাঁহারা "বত্‌নে-নখলা" নামক স্থানে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে ফজরের নামাযে কোরআন তেলাওয়াত করিতে শুনিয়া ঈমান লাভ করতঃ স্বজাতীদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে ঈমানের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছিলেন। যাহার ঘটনা ২৬ পাঃ ছুরা আহকাফের ৪ রুকুতে বর্ণিত আছে। ঐ ঘটনাটি রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং জ্ঞাত ছিলেন না, আল্লাহ তায়ালা অহী মারফৎ তাঁহাকে জ্ঞাত করিয়াছিলেন। এই বিষয়টি এবং ঐ জিনগণ স্বজাতীদের সম্মুখে যে বক্তব্য পেশ করিয়াছিলেন উহার বর্ণনা দান করতঃ একটি বিশেষ ছুরা নাযেল হয় যাহাকে ছুরা জিন বলা হয়। ২৯ পারায় ঐ ছুরার মধ্যে ঐ জিনদের বক্তব্য রূপে ইহাও উল্লেখ আছে—

وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا ۝ وَّاَنَّا كُنَّا

نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا -

অর্থ—ইতিমধ্যে আমরা আকাশের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিতে পাইলাম উহা ভীষণ কড়া পাহারায় পরিপূর্ণ এবং নক্ষত্রসমূহ (আমাদিগকে নিক্ষেপ করার জন্য) বিদ্যমান। পূর্ব্বে আমরা (আকাশে ফেরেশতাগণের আলাপ আলোচনা) শুনিবার উদ্দেশ্যে আকাশের নিকটবর্ত্তী বিভিন্নস্থানে বসিয়া থাকিতাম, কিন্তু এখন যে-ই শ্রবণের চেষ্টা করে সে-ই উপস্থিত অগ্নিশিখারূপ নক্ষত্রের সম্মুখীন হয়।

অর্থাৎ হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্ব্বে দুষ্ট জ্বিনরা আকাশের নিকটবর্ত্তী যাইবার সুযোগ পাইয়া থাকিত তখন নক্ষত্র নিক্ষেপের এত কড়াকড়ি ছিল না। যখনই হযরতের আবির্ভাব হইল তখন হইতে নক্ষত্র নিক্ষেপের ব্যবস্থা কঠোরতর করতঃ কড়া পাহারার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হইল ; এই পরিবর্ত্তনের দ্বারা জ্বিনরা উপলব্ধি করিতে পারিল যে, জগতে কোন বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছে বা হইবে এবং তাহারা ঐ সম্ভাব্য আলোড়নের খোঁজে চতুর্দিকে বাহির হইয়া পড়িল। আরব এলাকার প্রতি যে দলটি আসিয়াছিল তাহারাই "বত্‌নে-নখলা" নামক স্থানে রসুলুল্লাহ (দঃ)কে ফজরের নামায পড়া অবস্থায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করিতে পাইয়া তথায় দাঁড়াইল এবং তাহারা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইল যে, আকাশের হেফাজত ও পাহারার পরিবর্ত্তন সাধন এই বস্তুর খাতিরেই হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ঈমান লাভ করিয়া দ্রুত স্বজাতীগণের প্রতি ছুটিয়া আসিলেন এবং তাহাদিগকে ঈমানের প্রতি আহ্বানে বিশেষ জোরালোভাবে ভাষণ দান করিলেন তাঁহাদের সেই ভাষণ আল্লাহ তায়ালা ছুরা জ্বিনের মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন।

(৩) জ্যোতিষী পণ্ডিতদের কার্য্যাবলীর মূল তথ্য উদঘাটন করতঃ তাহাদের প্রতি সাধারণ লোকদের আকৃষ্টতার মূল কারণও এই হাদীছে ব্যক্ত করা হইয়াছে। তাহাদের কার্য্যাবলীর সূত্র অনেক প্রকারের হয়, আলোচ্য হাদীছে একটি সূত্র উল্লেখ করতঃ উহার অসারতা এবং একটি মাত্র অসম্পূর্ণ মুল বিষয়ের সঙ্গে একশতটি মিথ্যা জড়িত হওয়া সম্পর্কে আল্লার রসুল বর্ণনা দান করিয়াছেন, ঐ কার্য্যের অন্যান্য সূত্রগুলিও তদ্রূপই। সুতরাং তাহাদের গণনার প্রতি আস্থা স্থাপন করা নাজায়েয এবং এই কার্য্যের জন্য তাঁহাদের নিকট যাওয়া হারাম এবং তাহারা গায়েবের কথা বলিতে পারে এইরূপ আকীদা রাখা শেরেকী গোনাহ।

১৫৯১। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন, হে আয়েশা ঐ দেখ—জিব্রিল (আঃ) তোমাকে সালাম বলিতেছেন।

আয়েশা (রাঃ) বলিলেন— وعليه السلام ورحمة الله وبركاته
(ইয়া রসুলুল্লাহ!) আপনিত এমন জিনিষও দেখিয়া থাকেন যাহা আমরা দেখি না।

১৫৯২। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা জিব্রিল (আঃ)কে বলিলেন, আপনি আমার নিকট যতবার আসিয়া থাকেন আরও অধিকবার কেন আসেন না? জিব্রিলের পক্ষ হইতে ঐ প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযেল হইল—

وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ

অর্থ—আমরা আপনার পরওয়ারদেগারের আদেশ ব্যতিরেকে কোথাও আসিতে পারি না; আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী, পরবর্ত্তী এবং মধ্যস্থলের সবই মহান আল্লাহ তায়ালার অধীনস্থ। (১৬ পাঃ ছুরা মরিয়ম ৪ রুকু)।

১৫৯৩। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি একটি গদি বা আসন ক্রয় করিয়া গৃহে রাখিলেন, উহাতে ছবি ছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গৃহের দরওয়াযায় পৌঁছিলেই তাঁহার দৃষ্টি উহার উপর পতিত হইল; তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন না, দরওয়াযায় দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং ক্রোধে তাঁহার রঙ্গ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। আয়েশা (রাঃ) বলেন— আমি আরজ করিলাম, স্বীয় গোনাহ হইতে আল্লাহ তায়ালার দরবারে তওবা করিতেছি, আমার কসুর কি হইয়াছে? হযরত (দঃ) বলিলেন, এই গদিটি কেন? আমি আরজ করিলাম, আপনি উহার উপর বসিবেন এবং বিছানা রূপে ব্যবহার করিবেন এই উদ্দেশ্যে ক্রয় করিয়াছি। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—

أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَأَنَّ مَنْ صَنَعَ الصُّوَرَ
يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ -

"তুমি কি জাননা যে, (রহমতের) ফেরেশতাগণ ঐ ঘরে প্রবেশ করেন না যেই ঘরে ছবি থাকে এবং যে ব্যক্তি ছবি বানাইবে (আঁকিয়া বা যে কোন উপায়ে) তাহাকে কেয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হইবে এবং (তিরস্কার ও ধমক স্বরূপ) বলা হইবে, যেই আকৃতি তুমি বানাইয়াছ উহার মধ্যে জীবন দিতে হইবে।"

১৫৯৪। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা তিনি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন

ওহোদের যুদ্ধ-ময়দানে আপনি যরূপ আঘাত ও ব্যাথা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ততোধিক ব্যাথাও কি কোন ঘটনায় পাইয়াছেন? রসুলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, কোরায়েশ বংশীয়দের পক্ষ হইতে অনেক অনেক ব্যথাই পাইয়াছি; সর্ব্বাধিক ব্যথা পাইয়াছি যখন আমি (কোরায়েশগণ কর্ত্তৃক অত্যাচারিত ও বাধ্য হইয়া "তায়েফ" নগরীতে উপস্থিত হই এবং তথায় আমি) তথাকার সরদারের আশ্রয় চাহিলাম, কিন্তু সে তাহা করিল না, (বরং আমি তথাকার লোকগণ কর্ত্তৃক প্রস্তর বৃষ্টিতে ভীষণভাবে প্রহারিত হইলাম, এমন কি আমি রক্তাক্ত হইয়া চৈতন্যহারা অবস্থায় দিশাহারার ন্যায় সম্মুখ দিকে চলিতে লাগিলাম।) এই অবস্থায় আমি "করনে-ছায়ালেব" নামক স্থানে পৌঁছিলে আমার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। তখন আমি উপর দিকে তাকাইলাম এবং দেখিলাম, একটি মেঘখণ্ড আমাকে ছায়া দান করিতেছে; উহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া উহাতে জিব্রিল আলাইহেচ্ছালামকে দেখিতে পাইলাম। তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, আপনার বংশধর কোরায়েশরা দ্বীন-ইসলামের প্রতি আপনার আহ্বানের কি উত্তর দিয়াছে এবং তাহারা আপনার সঙ্গে কি ব্যবহার করিয়াছে (যদ্দরুন আপনি এই নগরে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং এইরূপে প্রহারিত হইয়াছেন;) সব কিছু আল্লাহ তায়ালা জ্ঞাত আছেন এবং তিনি আপনার প্রতি পাহাড়-পর্ব্বতের ব্যবস্থাবলীর ভারপ্রাপ্ত ফেরেশতাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন, আপনি নিজ ইচ্ছানুযায়ী তাহাকে আদেশ করিতে পারেন।

তৎক্ষণাৎ ঐ ভারপ্রাপ্ত ফেরেশতা আমাকে ডাকিয়া সালাম করিলেন এবং হে মোহাম্মদ! (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) বলিয়া ঐ কথাই বলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি ইচ্ছা করেন? যদি আপনি ইচ্ছা করেন যে, মক্কাবাসীদিগকে ধ্বংস করার জন্য নগরীর দুই দিকের দুইটি পাহাড়কে একত্র করিয়া ফেলি তবে তাহাই করিব। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তদুত্তরে বলিলেন, বরং আমি এই আশা পোষণ করি যে, (তাহারা জীবিত থাকুক এবং) তাহাদের ঔরসে এরূপ লোকের জন্ম হউক যাহারা এক আল্লাহ তায়ালার বন্দেগী করিবে, আল্লার সঙ্গে কাহাকেও শরীক করিবে না।

১৫৯৫। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) এইরূপ মত প্রকাশ করিতেন যে, কোন ব্যক্তি যদি বলে, মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (বাহ্যিক দৃষ্টিতে এবং প্রকৃত প্রস্তাবে) স্বীয় পরওয়ারদেগার (আল্লাহ তায়ালা)কে দেখিয়াছেন

তবে সে মস্ত বড় ভুল করিবে। মছরুক (রঃ) আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোরআনের আয়াত—ثُمَّ دَنٰى فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى

"অতঃপর নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং আরও অধিক নিকটবর্ত্তী হইলেন, এমনকি উভয়ের মধ্যে অতি অল্প ব্যবধানই রহিয়া গেল।" এই আয়াতের তাৎপর্য্য কি ? আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, এই আয়াতের উদ্দেশ্য জিব্রিল ফেরেশতা।

জিব্রিল (আঃ) (প্রকাশ্যে হযরতের সাক্ষাতে আসিলে) সাধারণতঃ মানুষের আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করিতেন। উক্ত আয়াতে যে ঘটনার উল্লেখ হইয়াছে সেই ঘটনায় জিব্রিল ফেরেশতা আসল আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া ছিলেন। তাঁহার দেহ এত বড় যে, আকাশের কিনারা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইহ জীবনকালে আল্লাহ তায়ালাকে দেখিয়াছিলেন কি না—সে সম্পর্কে ছাহাবাদের মধ্যে মতভেদ ছিল ; কোন কোন ছাহাবীর মত এই ছিল যে, মে'রাজ উপলক্ষে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আল্লাহ তায়ালাকে দেখিয়াছিলেন। আয়েশা (রাঃ) এবং আরও কোন কোন ছাহাবীর মত এই ছিল যে, ইহ জীবনে কেহ আল্লাহ তায়ালাকে দেখিতে সক্ষম হইতে পারে না, তাই হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইহ জীবনে আল্লাহ তায়ালাকে দেখেন নাই। ছাহাবিগণের এই মতভেদ পরবর্ত্তীকালের ইমামগণের মধ্যেও এই সম্পর্কে মতভেদের কারণ হইয়াছে, এমন কি শেষ পর্য্যন্ত এই বিষয়টি অমীমাংসিতই রহিয়া গিয়াছে।

১৫৯৬। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَعَا الرَّجُلُ اِمْرَاَتَهٗ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَاَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ لَعَنَتْهَا الْمَلٰئِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, স্বামী যদি স্ত্রীকে স্বীয় বিছানার প্রতি ডাকে এবং স্ত্রী তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করে যদ্দরুন স্বামী অসন্তুষ্টির সহিত রাত্রি যাপন করিয়াছে, তবে সেই স্ত্রীর রাত্রি এই অবস্থায় অতিবাহিত হয় যে, ফেরেশতাগণ ভোর পর্য্যন্ত সারা রাত্র তাহার প্রতি লানৎ ও অভিশাপ বর্ষণ করিতে থাকেন।

১৫৯৭। হাদীছঃ— ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মে'রাজ উপলক্ষে আমি মূছা আলাইহেচ্ছালামকে দেখিয়াছি—তিনি শ্যামবর্ণ, দীর্ঘ কায়াবিশিষ্ট, মাথার চুল কুঞ্চিত, "শানুয়া" গোত্রীয় লোকের ন্যায়। এবং ঈসা আলাইহেচ্ছালামকে দেখিয়াছি—তিনি মধ্যম রকমের কায়াবিশিষ্ট, সমুদয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই মধ্যমাকারের শরীরের রং সুন্দর, মাথার চুল সোজা। এবং দোযখের তত্ত্বাবধায়ক "মালেক" নামক ফেরেশতাকেও দেখিয়াছি এবং দজ্জালকেও দেখিয়াছি তদুপরি আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরতের আরও বহু নিদর্শন দেখিয়াছি।

ব্যাখ্যাঃ—মে'রাজ উপলক্ষে যে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় অসীম কুদরতের নানা প্রকার নিদর্শন পরিদর্শন করাইয়া ছিলেন সেই সম্পর্কে পবিত্র কোরআনেও উল্লেখ রহিয়াছে। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা মে'রাজের প্রাথমিক বিবরণ প্রদান করতঃ বলেন— لنريه من آياتنا "তাঁহাকে এই পরিভ্রমণে আনিবার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আমি তাঁহাকে স্বীয় কুদরতের কতিপয় নিদর্শন দেখাইব।" এই নিদর্শন সমূহের মধ্যে দোযখের ব্যবস্থাপকদের প্রধান "মালেক" নামক ফেরেশতাও ছিলেন।

ইনশা আল্লাহ মে'রাজের বয়ানে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হইবে।

বেহেশতের বিবরণ

ইমাম বোখারী (রঃ) এস্থলে দুইটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দান করিয়াছেন। একটি হইল বেহেশতের নেয়ামত সমূহ সম্পর্কে ঈমান রাখা, দ্বিতীয়টি হইল এই যে, বেহেশত সৃষ্টরূপে পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান রহিয়াছে—এই সম্পর্কে দৃঢ় ঈমান রাখাও ইসলামের একটি বিশেষ অঙ্গ।

অবশ্য এই ক্ষেত্রে একটি বিষয় স্মরণ রাখিবে যে, বেহেশতের ইমারত সমূহ এবং বাগ-বাগিচা ও বৃক্ষাদি ইত্যাদিও আল্লাহ তায়ালার ফজল ও রহমতের বিকাশে তৈরী হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু বেহেশত এর আকার এক অংশ খালিও রহিয়াছে; মানুষের আমলের প্রতিদানে আরও ইমারত এবং বাগ-বাগিচা ও ফলের গাছে উহা পরিপূর্ণ হইবে।

উভয় বিষয় সম্পর্কেই ইমাম বোখারী (রঃ) কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন।

১৫৯৮। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে কায়স (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশতের মধ্যে (এক একজন

বেহেশতবাসীর জন্য এক) একটি বিশেষ গৃহ হইবে; বিরাট একটি মোতি খুঁড়িয়া ও খনন করিয়া ঐ গৃহটি তৈরী হইয়াছে। উহা উচুর দিকে ত্রিশ মাইল হইবে (এবং দৈর্ঘে ও প্রস্থে ষাট মাইল করিয়া হইবে।) উহার প্রতি কোণে মোমেন ব্যক্তির জন্য এক একজন হুর থাকিবেন। গৃহটি এত বড় বিরাট যে, উহার এক কোণ হইতে অপর কোণ দেখা যাইবে না।

১৫৯৯। হাদীছ:— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى اعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرءوا ان شئتم "فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من"

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিয়াছেন যে, আমি আমার নেক বন্দাদের জন্য এমন নেয়ামত সমূহ তৈরী করিয়া রাখিয়াছি যাহা কোন চক্ষু দেখে নাই, কোন কান শোনে নাই, কোন মানুষের অন্তরে উহার কল্পনাও আসিতে পারে না। তোমরা পবিত্র কোরআনের নিম্ন আয়াত খানা পাঠ করিলেই ঐ সম্পর্কে প্রমাণ পাইতে পার।

فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين

"কোন প্রাণী ধারণাও করিতে পারে না ঐ সব শান্তিদায়ক নেয়ামত সম্পর্কে যাহা বেহেশতবাসীগণের জন্য দৃষ্টির অগোচরে বিদ্যমান রাখা হইয়াছে।"

১৬০০। হাদীছ:— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون ولا يمتخطون ولا يتغوطون انيتهم فيها الذهب وامشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم

الألوة ورشحهم المسك لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيا -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশতের মধ্যে প্রবেশকারী প্রথম দলটির লোকগণের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় দীপ্ত হইবে, (তাঁহাদের পরবর্ত্তী দলটি সর্ব্বাধিক উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় হইবে। বেহেশতবাসীগণের মধ্যে এইরূপ শ্রেণী বিভক্তি হইবে। ঘৃণিত বস্তু হইতে তাঁহাদের পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার বর্ণনায় হযরত বলেন) তাঁহাদের মুখে থুথুর উৎপত্তি হইবে না, নাকে শ্লেষা থাকিবে না, মল-মূত্রের উদ্রেক হইবে না, কোন প্রকার রোগের আক্রমণ হইবে না। তাঁহাদের ব্যবহারিক আসবাবপত্র, বর্ত্তন-পেয়ালা স্বর্ণ নির্ম্মিত হইবে। চিরুণী খানা পর্য্যন্ত স্বর্ণ রৌপ্যের তৈরী হইবে। সুগন্ধির জন্য বিশেষ আগরের ধুনির ব্যবস্থা থাকিবে। তাঁহাদের ঘাম কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধিময় হইবে। তাঁহাদের প্রত্যেকের দুই দুই জন বিশেষ পরিণীতা হইবে যাঁহাদের সৌন্দর্য্য এই পরিমাণের হইবে যে, তাহাদের পায়ের গোছা সমূহের হাড্ডির মগজ বাহির হইতে দৃষ্টিগোচর হইবে।

বেহেশতবাসীগণের পরস্পর কোন রকম বিবাদ বিসম্বাদ হইবে না—যেন তাঁহারা সকলে এক মন, এক প্রাণ। তাঁহারা সকাল-বিকাল আল্লাহ তায়ালার তছবীহ—পবিত্রতা প্রকাশ (করিয়া আত্ম-তুষ্টি লাভ) করিবেন।

৪৬৮ পৃষ্ঠার বর্ণনায় অতিরিক্ত বাক্য রহিয়াছে— ازواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة ابيهم ادم ستون ذراعا فى السماء

"বেহেশতবাসীদের পরিণীতা হইবেন মৃগ-নয়না হুরগণ। তাঁহারা সকলেই (৩০।৩৩ বৎসরের ভরা যৌবন প্রাপ্ত) সম বয়স্ক হইবেন—সকলেই আদি পিতা আদমের দেহাকৃতি—উচ্চতায় ষাট হাত লম্বা হইবেন।"

ব্যাখ্যা ঃ—বেহেশতী পরিণীতাগণের সৌন্দর্য্যের বর্ণনা দানে যাহা বলা হইয়াছে তাহা স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই বলা হইয়াছে; দুনিয়াতেও সুন্দর

মানুষের শরীরের রক্ত বাহির হইতে দৃষ্টি গোচর হয় এবং উহা বিশ্রী গণ্য হয় না ; বরং অধিক সৌন্দর্য্যের কারণ গণ্য হয়। বেহেশতের হুরগণের সৌন্দর্য্য আরও বহু গুণে অধিক হইবে, এমন কি তাঁহাদের শরীর যেন কাঁচের ন্যায় হইবে, তাই রক্ত মাংস এবং হাড্ডির মগজ পর্য্যন্ত বাহির দিক হইতে গোচরীভূত হইবে, যাহার সৌন্দর্য্য একমাত্র চাক্ষুষ দেখার উপরই নির্ভর করে। নমুনা না দেখিয়া বিরূপ মনোভাব পোষণ করা বুদ্ধিহীনতার পরিচয় হইবে।

১৬০১। হাদীছ ঃ— عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِىْ سَبْعُوْنَ اَلْفًا اَوْ سَبْعُمِائَةِ اَلْفٍ لَا يَدْخُلُ اَوَّلُهُمْ حَتّٰى يَدْخُلَ اٰخِرُهُمْ وُجُوْهُهُمْ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

অর্থ— সাহল (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার উম্মত হইতে সত্তর হাযার বা (হযরত বলিয়াছেন,) সাত লক্ষ লোকের একটি দল বেহেশত লাভ করিবে—তাঁহারা একত্রে বেহেশতের গেট অতিক্রম করিবে, তাঁহাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জল হইবে।

১৬০২। হাদীছ ঃ- حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِىْ ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا -

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশতে এমন একটি বৃক্ষ আছে যাহার ছায়াতলে বিশেষ দ্রুতগামী অশ্বারোহী একশত বৎসর চলিয়াও উহা অতিক্রম করিতে পারিবে না।

১৬০৩। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, বেহেশতের মধ্যে একটি বৃক্ষ আছে—অশ্বারোহী ব্যক্তি শত বৎসর উহার ছায়াতলে চলিতে পারিবে। এই তথ্যের প্রমাণে পবিত্র কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত কর— وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ "বেহেশতে অতি দীর্ঘ ছায়ার ব্যবস্থা থাকিবে।"

নবী (দঃ) আরও বলিয়াছেন, বেহেশতের শুধু এক ধনু পরিমাণ অংশ সমগ্র জগত অপেক্ষা অধিক মূল্যবান।

১৬০৪। হাদীছ ঃ— عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ اَهْلَ

الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّىَّ الْغَابِرَ فِى

الْاُفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ اَوِ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

تِلْكَ مَنَازِلُ الْاَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ قَالَ بَلٰى وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ

رِجَالٌ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِيْنَ -

অর্থ—আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশতবাসী নিম্নস্তরের লোকগণ উর্দ্ধস্তরের লোকগণকে এইরূপে দেখিবে যেরূপ তোমরা (ভূপৃষ্ঠ হইতে) আকাশের পূর্ব্ব বা পশ্চিম কিনারায় উদীয়মান উজ্জল নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাক। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন ঐরূপ উর্দ্ধ শ্রেণীর বেহেশত সমূহ নবীগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইবে অন্য কেহ উহা লাভ করিতে পারিবে না? হযরত (দঃ) বলিলেন, নিশ্চয়—আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, এমন ব্যক্তিবর্গ যাঁহারা আল্লাহ তায়ালার উপর নিয়মিত-রূপে ঈমান আনিবে এবং রসুলগণের রসুল হওয়ার প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিবে এমন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অনেকে ঐ উর্দ্ধ শ্রেণীর বেহেশত লাভ করিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—বেহেশতের মধ্যে শ্রেণী বিভক্তি হইবে বটে, কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর বাসিন্দাদের মনে উর্দ্ধ শ্রেণীর স্পৃহা এবং নিজ শ্রেণীর প্রতি বিরাগভাব থাকিবে না। যেরূপ দুনিয়াতেও দেখা যায় কোন মানুষ একতালা দালানে থাকিতেই ভালবাসে; অন্যের দোতালা দেখিয়া তাহার মনে কোন স্পৃহার উদয় হয় না।

দোযখের বয়ান

বেহেশত সম্পর্কে যে দুইটি বিষয়ে ঈমান রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য তদ্রূপ দোযখ সম্পর্কেও ঐরূপ বিষয়দ্বয়ের ঈমান রাখা অবশ্য ফরজ।

১৬০৫। হাদীছ ঃ—আবু জমরাহ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি মক্কায় ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর নিকট থাকিতাম। আমার জ্বর হইল ; ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, তোমার জর যমযম কুপের পানি দ্বারা ঠাণ্ডা কর। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, জর জাহান্নামের উত্তাপ হইতে সৃষ্ট ; অতএব উহাকে পানি দ্বারা ঠাণ্ডা করিবে।

১৬০৬। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من سبعين

جزءا من نار جهنم قيل يا رسول الله ان كانت لكافية قال

فضلت عليهن بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের তথা জাগতিক অগ্নি দোযখের অগ্নির তুলনায় সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র। এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রসুলুল্লাহ! জাগতিক অগ্নিই ত যথেষ্ট ছিল। হযরত (দঃ) বলিলেন, (এতদসত্ত্বেও) দোযখের অগ্নিতে জাগতিক অগ্নির তাপ সহ আরও উনসত্তর গুণ অধিক তাপ থাকিবে।

১৬০৭। হাদীছ ঃ— قال اسامة رضى الله تعالى عنه

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالرجل يوم القيمة

فيلقى فى النار فتندلق اقتابه فى النار فيدور كما يدور

الحمار برحاه فيجتمع اهل النار عليه فيقولون اى فلان ما

شانك ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال

كنت امركم بالمعروف ولا اتيه وانهكم عن المنكر واتيه -

অর্থ—উসামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আল্লার দরবারে উপস্থিত করা হইবে, অতঃপর তাহাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। দোষখের মধ্যে

নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহার নাড়িভুড়িগুলি বাহির হইয়া পড়িবে এবং সে ঐগুলির সঙ্গে জড়িত ও আবদ্ধ থাকিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকিবে যেরূপ গাধা (ঘানির তক্তা বা) গম পিসাইয়ের পাথর লইয়া ঘুরিতে থাকে।

ঐ ব্যক্তির নিকট দোযখবাসীরা আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং জিজ্ঞাসা করিবে, হে অমুক। তুমি না আমাদিগকে (উপদেশ মূলক) আদেশ-নিষেধ করিয়া থাকিতে ? সে বলিবে, কিন্তু তোমাদিগকে ভাল কাজের পথ বাতাইয়া দিয়া থাকিতাম, স্বয়ং আমি ঐ কাজ করিতাম না এবং মন্দ কাজ হইতে নিষেধ করিয়া থাকিতাম, কিন্তু অতঃপর আমি নিজেই ঐ কাজ অবলম্বন করিয়া থাকিতাম।

ইবলিস্ ও তাহার দলের কার্য্যকলাপ

১৬০৮। হাদীছ ঃ— قال ابو هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِى الشَّيْطَانُ اَحَدَكُمْ فَيَقُوْلُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتّٰى يَقُوْلَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَاِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ وَلْيَنْتَهِ -

অর্থ— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন কোন মানুষের নিকট শয়তান উপস্থিত হইয়া তাহার অন্তরে এইরূপ প্রশ্নের সৃষ্টি করে যে, অমুক বস্তুটাকে কে সৃষ্টি করিয়াছে ? অমুক বস্তুকে কে সৃষ্টি করিয়াছে ? সে এইরূপ প্রশ্নে অগ্রসর হইতে থাকে, এমন কি অবশেষে এই প্রশ্নের সৃষ্টি করে যে, তোমার পরওয়ার-দেগারকে সৃষ্টি করিয়াছে কে ? যখনই এইরূপ প্রশ্নের উদয় হয় তখনই এই সম্পর্কে চিন্তা শক্তিকে মুহূর্তের জন্যও ব্যয় না করিয়া তৎক্ষাণাৎ এই প্রশ্নকে ত্যাগ করিবে এবং "আউজুবিল্লাহে মিনাশ্শায়তানির রাজিম" বলিয়া শয়তানকে তাড়াইবে এবং শয়তান হইতে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় প্রার্থনা করিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—মোসলেম শরীফের একটি হাদীছে উল্লেখ আছে যে, কোন কোন মানুষও পরস্পর এইরূপ প্রশ্নের অবতারনা করিয়া থাকে ; সেইরূপ পরিস্থিতির জন্য হযরত (দঃ) শিক্ষা দিয়াছেন, امنت بالله। "আমি খাঁটিভাবে আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান রাখি" বলিয়া ঐ প্রশ্নের এবং আলোচনার অবসান করিবে।

অর্থাৎ অন্তরে ঐরূপ প্রশ্নের স্থান দেওয়া আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি খাঁটি ঈমানের পরিপন্থি, কারণ আল্লাহ তায়ালার প্রতি খাঁটি ঈমানের তাৎপর্য্য এই যে, আল্লাহ তায়ালা "খালেক্" অর্থাৎ সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা ; অথচ যে বস্তু সৃষ্ট হইবে তাহা হইবে "মাখলুক্"। "খালেক্" কখনও "মাখলুক্" হইতে পারে না।

১৬০৯। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন রাত্রির আগমন তথা সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হয় তখন বিশেষরূপে ছেলে-মেয়েগণকে গৃহে আবদ্ধ রাখ, কারণ তখন শয়তান—দুষ্ট জ্বীনগণ চতুর্দ্দিকে ছড়িয়া পড়িতে থাকে। রাত্রের কিছু অংশ অতিবাহিত হইলে পর ছেলেমেয়েগণকে বাহিরে যাইতে দিতে পার। আর (শয়নকালে) ঘরের দরওয়াযা বন্ধ করিয়া দিও এবং বন্ধ করা কালীন "বিছমিল্লাহ" বলিও এবং বাতি নিভাইয়া দিও, তখনও "বিছমিল্লাহ" বলিও এবং পানির পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া দিও, তখনও "বিছমিল্লাহ" বলিও এবং অন্যান্য পাত্র সমূহ ঢাকিয়া দিও, তখনও "বিছমিল্লাহ" বলিও। পাত্র সমূহকে পূর্ণ আবৃত করার উপযুক্ত কোন বস্তু উপস্থিত না থাকিলে শুধু মাত্র যে কোন ধরনের একটি বস্তু বিছমিল্লাহ বলিয়া উহার মুখের উপর রাখিয়া দিবে।

১৬১০। হাদীছ ঃ—সোলায়মান ইবনে ছোরাদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম, ঐ সময় দুই ব্যক্তি বিবাদ করিতেছিল। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি অত্যধিক ক্রোধের দরুণ তাহার চেহারা রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং গর্দ্দানের রগগুলি মোটা হইয়া গিয়াছিল। এতদ্দৃষ্টে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, আমি এমন একটি বাক্য জানি যাহা ঐ ক্রোধবান ব্যক্তি বলিলে তাহার ক্রোধ উপশম হইয়া যাইবে। "আউজুবিল্লাহে মিনাশ্-শায়তান—শয়তান হইতে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি" বলিলে এখনই তাহার ক্রোধাবস্থার অবসান হইবে। কোন একজন লোক ঐ ব্যক্তিকে এই সংবাদ জ্ঞাত করিলে সে এইরূপ উক্তি করিল যে, আমাকে জ্বিনে আছর করিয়াছে কি ?

ব্যাখ্যা ঃ—ঐ ব্যক্তি অশিক্ষিত গ্রাম্য লোক ছিল, ইসলাম সম্পর্কে এখনও তাহার জ্ঞান পরিপক্ক হইয়া ছিল না, আল্লার রসুলের মর্য্যাদা এখনও সে উপলব্ধি করে নাই, তাই সে এইটি অবাস্তব ধারণায় বলিল যে, শয়তান হইতে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় গ্রহণ করা হয় কাহারও উপর জ্বিন-ভূতের আছর হইলে।

১৬১১। হাদীছঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, আদম জাতের প্রত্যেক সন্তান-কেই ভূমিষ্ঠের সময় শয়তান (বাহুতে আঙ্গুল দ্বারা) খোঁচা দেয় ; সেই খোঁচার কারণে শিশু চিৎকার করিয়া উঠে, মরয়ম ও তাঁহার পুত্র (ঈছা (আঃ)) ভিন্ন।

ذهب يطعن فطعن فى الحجاب—সেই ক্ষেত্রেও সে খোঁচা দিতে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার খোঁচা শরীর স্পর্শ করিতে পারে নাই, বরং (যেই মিহীন পর্দ্দায় আবৃত হইয়া শিশু ভূমিষ্ট হয় সেই) পর্দ্দায় খোঁচা লাগিয়াছিল।

উক্ত হাদীছ বর্ণনান্তে আবু হোরায়রা (রাঃ) পবিত্র কোরআনের নিম্ন আয়াত তেলাওয়াত করিলেন **و انى اعيذها الخ** "আমি আমার প্রসূত কন্যাকে এবং তাহার সন্তানকে অভিশপ্ত শয়তান হইতে আপনার আশ্রয়ে সমর্পন করিতেছি।"

ব্যাখ্যা ঃ—উক্ত আয়াতে যেই দোয়ার উল্লেখ হইয়াছে উহা মরয়ম-জননী—হান্নার দোয়া। এই দোয়ার মধ্যে মরয়মের সঙ্গে তাঁহার সন্তানকেও অভিশপ্ত শয়তান হইতে আল্লার আশ্রয় তলে সমর্পন করা হইয়াছে।

আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ইঙ্গিত দানের তাৎপর্য্য এইরূপ মনে হয় যে, মরয়ম-সন্তান হযরত ঈসা (আঃ) যে বিশেষরূপে শয়তানের খোঁচা হইতে রক্ষিত ছিলেন—এই বিশেষত্বের সূত্র ছিল হান্নার দোয়া।

পাঠকবর্গ। এস্থলে ভূমিকারূপে কতিপয় বিষয় লক্ষ্য করিবেন—

(১) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উক্তি ও বর্ণনা তথা—মূল হাদীছের বক্তব্য শুধু এতটুকুই যে, প্রত্যেক শিশুকেই ভূমিষ্ট হওয়া কালীন শয়তান খোঁচা দিয়া থাকে, কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁহার জননী মরয়মকে শয়তান খোঁচা দ্বারা স্পর্শ করিতে পারে নাই।

(২) মূল হাদীছ বর্ণনা করার পর আবু হোরায়রা (রাঃ) নিজ পক্ষ হইতে পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত তেলাওয়াত করিয়া ইঙ্গিত করিলেন যে, মূল হাদীছে ঈসা আলাইহেচ্ছালাম সম্পর্কে যে বিশেষত্বটি বর্ণিত হইল উহা কি সূত্রে তাঁহার লাভ হইয়াছিল এই আয়াতে উহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

(৩) ঈসা (আঃ) ও তাঁহার জননী মরয়ম উভয় সম্পর্কে শয়তানের খোঁচা হইতে রক্ষিত থাকার কথা অবশ্য মূল হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে এবং আবু হোরায়রা (রাঃ) কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করিয়া উহার একটি সূত্রের সন্ধান দিয়াছেন বটে, কিন্তু আবু হোরায়রা (রাঃ) এই কথা কখনও বলেন নাই যে,

উক্ত আয়াতের দ্বারা যে সূত্রের সন্ধান পাওয়া গেল তাহা ঈসা (আঃ) ও মরয়ম উভয়ের পক্ষেই প্রযোজ্য—আবু হোরায়রা (রাঃ) এইরূপ মন্তব্য করেন নাই, বরং ইহার বিপরীত তিনি ঈসা আলাইহেচ্ছালামের নামের উল্লেখের সঙ্গে ঐ আয়াত ভেলাওয়াত করিয়াছেন ; আবু হোরায়রা (রাঃ) ঈসা (আঃ) সম্পর্কে এই বিশেষত্বের গুরুত্বই বেশী দিয়া থাকিতেন। এমনকি কোন কোন সময় আবু হোরায়রা (রাঃ) মূল হাদীছে শুধু ঈসা (আঃ) সম্পর্কীয় অংশটুকুরই উল্লেখ করিয়াছেন—মরয়ম (আঃ) সম্পর্কীয় অংশটুকু উল্লেখও করেন নাই, বোখারী শরীফ ৪৬৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত হাদীছটি তাহারই প্রমাণ। অবশ্য আমরা ইহা অস্বীকার করি না যে, হয়ত পরবর্ত্তী কোন কোন ব্যাখ্যাকার লিখক ইহাও লিখিয়া থাকিতে পারেন যে, ঈসা (আঃ) ও মরয়ম (আঃ) উভয়ের ঐ বিশেষত্বের সূত্র সম্পর্কেই আবু হোরায়রা (রাঃ) আয়াত খানা উল্লেখ করিয়াছেন—ইহা শুধু পরবর্তী কোন কোন লিখকের মন্তব্য, ইহা আবু হোরায়রার মন্তব্য নহে।

সারকথা এই যে, আয়াতখানা মূল হাদীছের অংশ নহে বরং মূল হাদীছ বর্ণনার পর আবু হোরায়রা (রাঃ) উহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। তদুপরি আয়াতখানা ঈসা (আঃ) ও মরয়ম (আঃ) উভয় সম্পর্কে হওয়া—ইহা আবু হোরায়রা (রাঃ)এর মন্তব্য নহে, বরং হয়ত পরবর্তী কেহ ঐরূপ ধারণা করিয়াছেন।

কোরআন হাদীছ ও শরীয়ত সম্পর্কে লাগামহীন অশ্ব হাঁকানেওয়ালাদের দলীয় এক বাংলা ভাষার পণ্ডিত স্বীয় পাণ্ডিত্যের গর্ব্বে তথাকথিত তফছীরুল কোরআন লিখিতে যাইয়া উল্লেখিত হাদীছ খানার প্রতি যে গুরুতর বেয়াদবী ও ঈমানহীনতার কুউক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, এস্থলে উহার সমালোচনা না করিলে কর্ত্তব্য পালনে অমার্জ্জনীয় অবহেলার দোষে দোষী সাব্যস্ত হইতে হইবে বলিয়া হাদীছখানার অংশ সমূহের বিশ্লেষণ পাঠকবর্গের সম্মুখে রাখা হইল। এখন পণ্ডিত সাহেবের মূল বক্তব্য পেশ করিতেছি, তিনি লিখিয়াছেন—

"হাদীছ ও তফছীরের কেতাব সমূহে একটা রেওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে, রেওয়ায়েতটির সারমর্ম্ম এই যে, আদম বংশে কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শয়তান আসিয়া তাহার গায়ে খোঁচা মারে........বোখারী-মোসলেমেও এই রেওয়ায়েতটা স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে।

আমি এই রেওয়ায়েতের বর্ণিত বিবরণটাকে হযরত রছুলে করীমের উক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। না হওয়ার কারণগুলি নিম্নে আরজ করিতেছি।"

এই বলিয়া পণ্ডিত সাহেব পাঁচটি কারণ বর্ণনা করিয়াছেন। অনুতাপের বিষয়, পণ্ডিত সাহেব যে কারণগুলি উল্লেখ করিয়াছেন ঐগুলা ইসলামদ্রোহী মো'তাযেলী ইত্যাদি গোম্‌রাহ ফের্কা কর্তৃক বহু পূর্ব্বেই আবিষ্কৃত ছিল। পূর্ব্ববর্তী বিশিষ্ট আলেমগণ ঐসব প্রশ্নাবলীর উত্তর দানে বহু পূর্ব্বেই সেই সবের সমাধি রচনা করিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিত সাহেব সেই উত্তর জ্ঞাত হওয়ার চেষ্টা না করিয়া ইসলাম বিদ্বেষীদের প্রশ্নাবলীর মুর্দ্দা লাশ টানিয়া বাহির করিয়াছেন এবং আরজ করা রূপে ঐসব গাহিয়া সর্ব্বসাধারণকেও নিজের ন্যায় গোমরাহ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পণ্ডিত সাহেব প্রথম নম্বরে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, "মরয়মের জন্ম হইয়াছে মরয়ম জননীর দোয়া করার পূর্ব্বে। সুতরাং ঐ দোয়ার বরকতে বিবি মরয়ম শয়তানের খোঁচা হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন এরূপ কথা বলা আদৌ যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব এই আয়াতের বাহক হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার পক্ষে উপরোক্ত অসঙ্গত বক্তব্য করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না।"

পাঠকবর্গ! প্রশ্নটি গোমরাহ মো'তাযেলী ফের্কা কর্তৃক উত্থাপিত হইয়াছিল। মোহাক্কেক আলেমগণ উহার বিভিন্ন উত্তরদানে উহাকে চাপা মাটি দিয়াছিলেন।

(১) বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ শরাহ্ "কাসতালানী" কেতাবের সপ্তম খণ্ড ৫৩ পৃষ্ঠায় (২) বাগদাদ শরীফের মুফতী ও মোফাচ্ছের শায়েখ মাহমুদ আলুছীর প্রসিদ্ধ তফছীর "রুহুল মায়ানী" তৃতীয় খণ্ড ১৩৮ পৃষ্ঠায় (৩) আমার ওস্তাদ শায়খুল ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমদ রহমতুল্লাহে আলাইহের উরদু ভাষায় লিখিত পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যায় ঐ সব উত্তর লিপিবদ্ধ আছে। প্রবীন পণ্ডিত সাহেব চেষ্টা চালাইলে আরও উত্তরের খোঁজ পাইতেন। কিন্তু ঐসব পণ্ডিত সাহেবের নজরে পড়িল না; তাহার নজরে পড়িল গোমরাহ মো'তাযেলী ফের্কার প্রশ্ন; তিনি তাহা বিনা দ্বিধায় আমদানী করিলেন বাংলার সরল প্রাণ মোসলমান ভাইদের জন্য, তফছীরকার সাজিয়া। এই কার্য্যের দ্বারা পণ্ডিত সাহেব কোন ফের্কার উকিল প্রমাণিত হইলেন তাহা পাঠকের বিচার্য্য।

পূর্ব্বে ভূমিকা স্বরূপ যে, তিনটি বিষয় ব্যক্ত করা হইয়াছে উহার দ্বারাই মূল প্রশ্নের উত্তর হয়। প্রশ্ন ত এই যে, মরয়ম জননীর দোয়া মরয়মের জন্মের পরে হইয়াছে সুতরাং মরয়মের জন্ম হওয়াকালীন অবস্থার সম্পর্ক ঐ দোয়ার সঙ্গে হইতে পারে না অথচ সেই দোয়া বর্ণিত আয়াতের উল্লেখ এই হাদীছে রহিয়াছে।

বোখারী শরীফ ৩য় খণ্ড—৫৭

পণ্ডিত সাহেব শ্রেণীর লোকগণ যেই আয়াতের উল্লেখ বেখাপ্পা ধারণা করিয়া হাদীছ এনকার করিয়াছে সেই আয়াত খানা মূল হাদীছের অংশই নহে বরং উহা একটি উপকথা স্বরূপ আবু হোরায়রা (রাঃ) তেলাওয়াত করিয়াছেন (যাহার উদ্দেশ্য পরে ব্যক্ত করা হইবে।) এবং উহা যে আবু হোরায়রার উদ্ধৃতি তাহা "ثم يقول ابو هريرة—অতঃপর আবু হোরায়রা বলিলেন" বাক্যের দ্বারা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এতদসত্বেও যদি কেহ উহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আবু হোরায়রার উদ্ধৃতিটাকে বরং ঐ উদ্ধৃতি সম্পর্কে অন্যান্য লোকের মতামতটাকেও মূল হাদীছের সঙ্গে জড়াইয়া দিয়া মতলব সিদ্ধি করিতে চাহে তবে তাহা নিজ মতলব সিদ্ধির অবৈধ পন্থা বই আর কি হইবে?

অতঃপর—আবু হোরায়রা (রাঃ) যে হাদীছ বর্ণনার পর ঐ আয়াত তেলাওয়াত করিলেন তিনি কখনও এইরূপ বলেন নাই যে, মরয়ম (আঃ) ও ঈসা (আঃ) উভয়ের পক্ষে শয়তানের খোঁচা হইতে রক্ষিত থাকার কারণ ও সূত্র এই আয়াতে বর্ণিত মরয়ম-জননীর দোয়া; আবু হোরায়রা (রাঃ) এইরূপ কখনও বলেন নাই। অতএব আয়াতের উদ্ধৃতিকে যদি শুধু ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বলা যায় তবে আয়াতের সম্পর্কে বেখাপ্পা ও অযৌক্তিক হওয়ার কোন কারণই থাকে না। এত সামান্য একটা ব্যাপার নিয়া একটি ছহীহ হাদীছকে এনকার করার যৌক্তিকতা কতটুকু তাহা পাঠকের বিচার্য্য। যদি বলা হয় যে, এই ব্যাখ্যানুযায়ী মরয়ম (আঃ) শয়তানের খোঁচা হইতে রক্ষিত থাকার কারণ অবর্ণিত থাকে। তবে বলা হইবে, ইহাতে ত্রুটি কি হইবে? মূল হাদীছে ত মরয়ম, ঈসা কাহারও সম্পর্কে কারণ উল্লেখ নাই, আবু হোরায়রা যদি একজন সম্পর্কে কারণ বর্ণনা না করিয়া দ্বিতীয় জন সম্পর্কে কারণের ইঙ্গিত দিয়া থাকেন তাহাতে দোষের কি আছে?

শায়খুল ইসলাম মওলানা শাব্বির আহমদ (রঃ) পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যায় উক্ত তথ্য ব্যক্ত করিয়াছেন। আরও উত্তর তিনি এবং পূর্ব্ববর্ত্তী আলেমগণ ব্যক্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বোল্লিখিত বরাত অনুযায়ী খোঁজ করিলে পাওয়া যাইবে।

পণ্ডিত সাহেব আলোচ্য হাদীছ এনকার করার দ্বিতীয় কারণ যাহা আরজ করিয়াছেন উহার সারকথা এই যে, "প্রত্যেক মানব শিশুই জন্মের সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে—ইহা প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত কথা; অনেক সময় অনেক শিশু ভূমিষ্টের সঙ্গে সঙ্গে, এমনকি তাহার কিছু পর পর্য্যন্তও কাঁদেনা।"

পাঠকবর্গ। পণ্ডিত সাহেবের আরজ বা প্রশ্নের উত্তর কি দেওয়া যাইতে পারে তাহা আপনারাই স্থির করুন। বোখারী শরীফের হাদীছে আছে যে, প্রত্যেক শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে, পণ্ডিত সাহেব বিনা দলিলে দাবী করিতেছেন যে, অনেক অনেক শিশু চীৎকার করে না। পণ্ডিত সাহেবের দাবীর সমর্থক না হওয়ায় হাদীছ গ্রহণীয় নহে, তদপেক্ষা সহজ ইহাই যে, বোখারী শরীফের বর্ণিত হাদীছের বরখেলাফ দাবী করাতে পণ্ডিত সাহেবই মিথ্যুক।

এমনকি বৃদ্ধ পণ্ডিত সাহেব যদি ধাত্রীকার্য্য ও প্রসূতি সেবায়ই বৃদ্ধ হইয়া থাকেন তবুও আমরা তাহার ঐ দাবী স্বীকার করিতে রাজি নহি। কারণ আলোচ্য হাদীছের বক্তব্য ছাড়িয়া দিয়া গার্হস্থ বিজ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি করিলেও পণ্ডিত সাহেবের দাবীর অসাড়তা প্রমাণিত হয়। এই বিষয়ে বিখ্যাত অভিজ্ঞ "ডঃ সলমন" রচিত পুস্তকের বাংলা সংস্করণ "গার্হস্থ স্বাস্থ্য বিজ্ঞান" নামক পুস্তকের সাক্ষ্যও ইহাই যে, প্রত্যেক শিশুই ভূমিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিয়া থাকে।

অবশ্য বাহ্যিক বিজ্ঞানের বাহক অমোসলেম ডঃ সলমন শয়তানের খোঁচার কথা উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু তিনি ইহা উল্লেখ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিয়া উঠে, তিনি ইহার একটি বৈজ্ঞানিক কারণও বর্ণনা করিয়াছেন যে, শিশু এতদিন পর্য্যন্ত এক গরম ও আবদ্ধ স্থানে বসবাস করিতেছিল হঠাৎ যখন সে উন্মুক্ত আবহাওয়ায় উপনীত হইল তখন উন্মুক্ত জগতের হাওয়া বাতাস তাহার শরীরে নেহাত অপরিচিত বস্তুর ন্যায় স্পর্শ করে বলিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠে। ডঃ সলমনের যুক্তিকে অস্বীকার করার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ একটি কার্য্যের কতিপয় কার্য্য-কারণ থাকা অসম্ভব নহে। একটি শিশুর চীৎকারের স্বাভাবিকরূপেও একাধিক কারণ থাকে। ছহীহ হাদীছ দ্বারা চন্দ্রগ্রহণ, সূর্য্যগ্রহণ, ভূমিকম্প ইত্যাদির যে সব তথ্য প্রকাশিত হয় উহা দৃষ্টে বৈজ্ঞানিকদের বক্তব্য সম্পর্কে—বিভিন্ন কারণ বা বাহ্যিক কার্য্য-কারণ ও মূল কার্য্য-কারণ ইত্যাদি বলিয়াই সামঞ্জস্যতা বজায় রাখা হয়। শিশুর চীৎকার সম্পর্কেও হাদীছে বর্ণিত তথ্যের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকে ঐরূপেই খাপ খাওয়াইতে হইবে।

পণ্ডিত সাহেব তৃতীয় কারণরূপে যাহা আরজ করিয়াছেন উহার সারকথা এই যে, "মরয়ম ও ঈসা (আঃ) ব্যতীত অন্য কোন মানব-শিশু শয়তানের খোঁচা হইতে রক্ষা পায় না, ইহা ইসলামের একটি বুনিয়াদী আকিদার বিপরীত কথা। ইহাতে অন্য নবী রসুলগণের মর্য্যাদাহানি করা হইতেছে।"

যেই পণ্ডিত সাহেব তথাকথিত তফছীরের মধ্যে ইসলামের এত এত বুনিয়াদী আকিদার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন এবং ইসলামের মৌলিক বস্তু—ছহীহ হাদীছ এনকার করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই তাহার মুখে ইসলামের বুনিয়াদী আকিদার হামদরদি শুনিয়া কাকের মুখে কোকিলের বুলির কথা মনে পড়ে।

এই কারণ ও প্রশ্নটিও গোমরাহ মো'তাযেলী ফের্কা কর্তৃক উত্থাপিত হইয়াছিল। পুর্ব্ববর্ত্তী আলেমগণ উহারও উত্তর প্রদান করিয়াছেন। বাস্তবিকই এইরূপ প্রশ্ন নিতান্ত অবান্তর। হযরত (দঃ) সম্পর্কে কোন কোন আলেমের মত এই যে, তাঁহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় শয়তান নিকটবর্ত্তী আসিতেও সক্ষম হয় নাই, ফেরেশতা জিব্রিল (আঃ) কড়া পাহারা দিতেছিলেন ; হযরতের বিষয়টি সতন্ত্র। কারণ, সাধারণতঃ কথক স্বীয় কথার উর্দ্ধে থাকেন ; এতদ্ভিন্ন নবী রসুলগণের পরস্পর কোন কোন বিশেষত্বের মধ্যে পার্থক্য হওয়া পবিত্র কোরআনেরই বিঘোষিত বিষয়—تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض "রসুলগণকে পরস্পর এক জনকে অন্য জনের উপর কোন কোন বিষয়ে বিশেষত্ব প্রদান করিয়াছি।" কেয়ামতের দিনে দ্বিতীয়বার শিঙ্গার ফুঁকের দ্বারা চেতনা আসার ঘটনায় হযরত রসুলে করীমের উপর মুছা আলাইহেচ্ছালামের ফজিলত এবং তখন কাপড় পরিধানের ব্যাপারে ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের ফজিলত অনেক অনেক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আছে। এমনকি নবী নন এমন ব্যক্তিও কোন ব্যাপারে বিশেষত্বের অধিকারী হইতে পারেন ; বোখারী শরীফের হাদীছে উল্লেখ আছে, স্বয়ং হযরত (দঃ) ওমর (রাঃ) সম্পর্কে বলিয়াছেন, "হে ওমর! শয়তান আপনাকে কোন পথে আসিতে দেখিলে সে ঐ পথ ত্যাগ করতঃ অন্য পথ অবলম্বন করিয়া থাকে" অথচ বোখারী শরীফের হাদীছেই পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, একদা হযরত (দঃ) নামায পড়িতে ছিলেন, একটি শয়তান দ্রুত তাঁহার প্রতি ছুটিয়া আসিল আক্রমণ করার জন্য ; সে এত নিকটে আসিয়া পড়িল যে, হযরত (দঃ) তাহাকে ধরিয়া ফেলিতে সক্ষম হইলেন। সারকথা এই যে, এক দুই বিষয়ে কাহারও বিশেষত্বের দরুণ অন্যের মর্য্যাদাহানী ঘটে না।

পণ্ডিত সাহেব চতুর্থ কারণ বলিয়াছেন, "মরয়ম-জননীর দোয়ার বরকতে যদি মরয়মের সন্তান ঈসা (আঃ) শয়তানের খোঁচা হইতে রক্ষা পাইয়া থাকেন তবে মরয়মের অন্যান্য সন্তান তথা ঈসা আলাইহেচ্ছালামের ভ্রাতা ভগ্নিগণও রেহায়ী পাওয়ার অধিকারী ; এমতাবস্থায় হযরত ঈসার বিশেষত্ব থাকে না।"

পাঠকবর্গ। পণ্ডিত সাহেবের এই উক্তিটি নির্ভর করিতেছে হযরত ঈসার ভ্রাতা-ভগ্নি থাকার উপর, অথচ তিনি ইহার কোন প্রমাণ দেন নাই। আমরা ইহার বিপরীত প্রমাণ দিতেছি—বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ শরাহ "ফতহুলবারী" এবং অন্য আর একখানা শরাহ "কাস্‌তালানী" উভয় কেতাবে আছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) ভিন্ন হযরত মরয়মের অন্য কোন সন্তানই হইয়াছিল না, কিরূপে হইতে পারে? হযরত মরয়মের ত বিবাহই হইয়াছিল না। ঈসা (আঃ) ত তাঁহার গর্ভে আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরতে জন্ম নিয়াছিলেন!

পণ্ডিত সাহেব সর্ব্ব শেষ কারণ এই বর্ণনা করিয়াছেন—"সব চাইতে গুরুতর এই যে, এই রেওয়ায়েতটা আবু হোরায়রা কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে।" অর্থাৎ আলোচ্য হাদীছ খানা যেহেতু আবু হোরায়রা কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে তাই ইহা গ্রহণযোগ্য নহে। (معاذ الله—এইরূপ বেয়াদবীর উক্তি ও উক্তি কারক হইতে আমরা সকলে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় গ্রহণ করি।)

পাঠকবর্গ। আবু হোরায়রা (রাঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী যিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সহচর্য্য লাভ করিয়াছিলেন দীর্ঘ চারি বৎসর; দিবারাত্র রসুলুল্লার দরবারে কাটাইয়া থাকিতেন, খাদ্য জোটাইতেও কোথা যাইতেন না। ওমর ফারুক রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফৎ কালে তিনি বাহ্‌রাইন এলাকার শাসনকর্ত্তা বা গভর্ণর ছিলেন; অতঃপর এক সময় তিনি পবিত্র মদিনার শাসনকর্ত্তাও নিযুক্ত ছিলেন। সেই ছাহাবী আবু হোরায়রা (রাঃ) ঐ পণ্ডিতের নজরে পছন্দনীয় হইলেন না, এমন কি এই হাদীছ খানা উক্ত ছাহাবীর মুখে বর্ণিত হওয়ায় পণ্ডিত মিঞা হাদীছটিকে এনকার করার যোগ্য ঠাওরাইলেন।

এই সম্পর্কে পণ্ডিত সাহেবকে কি বলা যাইতে পারে? ছাহাবীগণের মর্য্যাদা, আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরিচয় বোখারী শরীফের হাদীছের মাধ্যমে ৫ম খণ্ডে লাভ করিতে পারিবেন। মোসলমান ভাইদের ঈমান রক্ষার্থে এস্থানে একখানা হাদীছ উদ্ধৃত করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—

اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِىْ اَصْحَابِىْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِّنْ بَعْدِىْ

"আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর—আমার ছাহাবীগণ সম্পর্কে; আমার পর তাঁহাদের প্রতি কেহ কোন কুউক্তি করিও না।"

তৃতীয় শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ মোহাদ্দেছ ইমাম আবু যোর্‌য়া (রঃ) পরিষ্কাররূপে বলিয়াছেন— اذا رأيت رجلا ينتقص صحابيا فاعلم انه زنديق

"যদি তুমি কোন ব্যক্তিকে দেখ যে, সে কোন ছাহাবীর মর্য্যাদাহানীকর কথা বলে তবে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিও যে, সে যিন্দীক্— ইসলাম বিদ্বেষী ইসলামের মূলে কুঠারাঘাতকারী।" (এছাবা ১ম খণ্ড ১৮ পৃঃ)

পাঠকবর্গ। যে সব ভিত্তিহীন ছুতানাতার ভান করিয়া পণ্ডিত মিঞা আলোচ্য হাদীছকে এনকার করার দৌরাত্ম দেখাইয়াছেন সেই সবের অসাড়তা আপনারা বিস্তারিতরূপে অনুধাবন করিয়াছেন। এইরূপ অসাড়, অযৌক্তিক ও অবাস্তব প্রলাপোক্তিকে কারণ সাব্যস্ত করিয়া এমন একটি ছহীহ হাদীছকে এনকার করা যাহা সমস্ত ইমামগণের নিকট ছহীহরূপে গৃহীত হইয়াছে, ইমাম বোখারী (রঃ) স্বীয় কেতাবের তিন স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা কিরূপ লোকের কার্য্য হইতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করা পাঠকের উপর ছাড়িয়া দেওয়া গেল।

পণ্ডিত মিঞার আস্ফালনের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি পুনঃ আকর্ষণ করি, তিনি স্বীয় ঈমানের মূলে কুঠারাঘাত করিতে কি উক্তি করিয়াছেন! "বোখারী-মোছলেমেও এই রেওয়ায়েতটা স্থান লাভ করিয়াছে। আমি এই রেওয়ায়েতের বর্ণিত বিবরণটাকে হযরত রসুলে করীমের উক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি।"

১৬১২। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلتَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا تَثَاءَبَ

اَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ الشَّيْطَانُ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, হাই আসা (যাহা আলস্যজনিত অবস্থার নিদর্শন) শয়তানের কারসাজিতে হইয়া থাকে, তাই কাহারও হাই আসিতে চাহিলে যথাসাধ্য উহাকে এড়াইবার চেষ্টা করিবে। (মুখকে বিকট মুর্ত্তিতে উন্মুক্ত করিয়া) "হা……" শব্দজনক হাই দিলে শয়তান (স্বীয় চেষ্টা ও উদ্দেশ্য—অলসতা সৃষ্টিতে সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারিয়া) সন্তুষ্ট হয়—হাসিয়া উঠে

১৬১৩। হাদীছ ঃ— عن ابى قتادة رضى الله تعالى عنه

قال النبى صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فاذا حلم احدكم حلما يخافه فليبصق

عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فانها لا تضره

অর্থ—আবু কাতাদা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, সুস্বপ্ন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে (সুসংবাদ স্বরূপ ফেরেশতাগণ মারফৎ) প্রকাশ হইয়া থাকে এবং দুঃস্বপ্ন শয়তানের কারসাজিতে প্রকাশ হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি ভয়-ভীতিজনক স্বপ্ন দেখিলে বাম দিকে থুথু দিয়া ঐ স্বপ্নের কুফল হইতে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় গ্রহণ করিবে ; এই ব্যবস্থাবলম্বন করিলে ঐ কুস্বপ্নে ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া হইবে না।

১৬১৪। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

وهو على كل شىء قدير

এই দোয়াটি যে ব্যক্তি একশত বার পড়িবে সে দশটি ক্রীতদাস আজাদ করার ছওয়াব পাইবে, একশতটি নেক আমলের ছওয়াব তাহার জন্য লেখা হইবে, তাহার একশতটি গোনাহ আমলনামা হইতে মুছিয়া ফেলা হইবে এবং (সকালে উহা পড়িলে) সমস্ত দিনের জন্য তাহার পক্ষে শয়তান হইতে সুদৃঢ় রক্ষাবুহ্য স্বরূপ হইবে এবং তাহার অপেক্ষা অধিক মর্তবা লাভকারী কেহ হইবে না, অবশ্য যদি কেহ উল্লেখিত দোয়ার গণনা পূর্ণ করিয়া আরও অধিক নেক আমল করে।

১৬১৫। হাদীছ ঃ—সায়াদ ইবনে আবু অক্কাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা ওমর (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অন্দর গৃহে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তখন উম্মুল-মোমেনীনগণ হযরতের নিকট বসিয়া খোরাকীর পরিমাণ বাড়াইয়া দিবার দাবীতে উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্ত্তা বলিতে

ছিলেন ; এমতাবস্থায় যখন ওমর (রাঃ) তথায় উপস্থিত হওয়ার অনুমতি চাহিলেন তখন উম্মুল-মোমেনীনগণ তথা হইতে দৌড়িয়া আড়ালে চলিয়া গেলেন।

হযরত (দঃ) ওমর (রাঃ)কে অন্দরে আসিবার অনুমতি দিলেন ; হযরত (দঃ) তখন হাঁসিতে ছিলেন। ওমর (রাঃ) হযরত (দঃ)কে হাঁসিতে দেখিয়া বলিলেন, আল্লাহ আপনাকে হাসি-মুখ রাখুন, ইয়া রসুলুল্লাহ! (অর্থাৎ হাঁসিবার কারণ কি?)

হযরত (দঃ) বলিলেন, আমি আশ্চার্য্যান্বিত হইলাম, এই নারীগণের প্রতি—তাহারা আমার নিকট (দাবী-দাওয়া পেশ করিতে) ছিল, কিন্তু আপনার আওয়াজ শুনিয়া দৌড়িয়া আড়ালে পালাইয়াছে।

ওমর (রাঃ) বলিলেন, আপনার প্রতি অধিক ভয় রাখা তাহাদের পক্ষে বড় কর্ত্তব্য। অতঃপর ওমর (রাঃ) উম্মুল-মোমেনীনগণকে সম্বোধন করিলেন—হে স্বীয় জানের-শত্রু নারীগণ। তোমরা আমাকে ভয় কর, রসুলুল্লাহ (দঃ)কে ভয় কর না ?

উম্মুল-মোমেনীনগণ আড়াল হইতে উত্তর করিলেন, হাঁ—নিশ্চয় আপনাকে অধিক ভয় করি ; আপনি রসুলুল্লাহ (দঃ) অপেক্ষা অধিক কড়া ও কঠোর মেযাজের।

হযরত (দঃ) ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, শয়তান যখনই আপনাকে কোন পথে চলিতে দেখে তখনই শয়তান ঐপথ ত্যাগ করতঃ অন্য পথ অবলম্বন করিয়া থাকে।

১৬১৬। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি নিদ্রা হইতে উঠিলে অজু করাকালে তাহার জন্য বিশেষ কর্ত্তব্য হইবে—তিনবার নাকে পানি দিয়া নাক ঝাড়া। কারণ, নিদ্রাবস্থায় শয়তান মানুষের নাসিকা-নালীর উর্দ্ধস্থানে (চক্ষুদ্বয়, নাসিকা ও মস্তিষ্কের মিলনস্থলে) অবস্থান করিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ—প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে একজন শয়তান সর্ব্বদার জন্য নিয়োজিত থাকে বলিয়া হাদীছে উল্লেখ আছে। মানুষের নিদ্রার সময় তাহার শয়তান উল্লেখিত স্থানে অবস্থান করে ; যেন তাহার মূল শক্তি সমূহের উপর প্রভাব রাখিতে পারে। অজুর পানির বরকতে শয়তানের আছর সহজে দূরীভূত হইবে।

জ্বিন সম্প্রদায় এবং তাহাদের বেহেশত লাভ

মানুষ সম্প্রদায় হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন "জ্বিন" নামে একটি সম্প্রদায় এই জগতে বসবাসকারী আছে। সেই জ্বিন সম্প্রদায়ের অস্তিত্বকে সপ্রমাণিত করার উদ্দেশ্যেই ইমাম বোখারী (রঃ) বিশেষরূপে এই পরিচ্ছেদটির উল্লেখ করিয়াছেন।

জ্বিন সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের স্বীকৃতি মোসলমানদের জন্য অকাট্য বিষয়।

বোখারী শরীফের সুপ্রসিদ্ধ শরাহ্‌ "ক্বাস্‌তালানী" নামক কেতাবে আছে—"কোরআন ও হাদীছের স্পষ্ট উক্তি সমূহ এবং ছাহাবা ও তাবেয়ীনদের যুগ হইতে সমস্ত ওলামাদের-ঐক্যমতপূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণ হইতে অকাট্য বিশ্বস্ত সূত্রে পরম্পরা যাহা বর্ণিত হইয়া আসিতেছে ঐ সবের দ্বারা জ্বিন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সপ্রমাণিত আছে, সুতরাং যুক্তির ধ্বজাধারীরা উহার অস্তিত্ব অস্বীকার করায় কোন প্রকার দ্বিধার সৃষ্টি করিবে না।" (৫ম খণ্ড ৩০৩ পৃঃ)

বোখারী শরীফের আর একখানা শরাহ "আঈনী" নামক কেতাবে আছে—

لم يخالف احد من طوائف المسلمين فى وجود الجن
وجمهور طوائف الكفار على اثبات الجن

"মোসলেম সম্প্রদায়ভুক্ত যতগুলি উপদল আছে তাহাদের কোন একটি দলও জ্বিনের অস্তিত্বের স্বীকৃতি দানে দ্বিমত প্রকাশ করে নাই, এমনকি অমোসলেমগণের অধিকাংশ দলগুলিও উহাকেই সমর্থন করিয়া থাকে।" (৭ম খণ্ড ২৮৫ পৃঃ)

ইমাম বেখোরী (রঃ) এস্থানে কতিপয় আয়াত ও হাদীছের উল্লেখ করিয়াছেন। অধুনা মোসলমান নামধারী কোন কোন মানুষ জ্বিনের অস্তিত্ব সম্পর্কে সকল মোসলমানদের আকিদাকে উপেক্ষা করিতেছে, এমনকি স্বীয় পাণ্ডিত্যের বলে তফছীরকার সাজিয়া এ সম্পর্কীয় স্পষ্ট আয়াত সমূহের বিকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করার অসাধু চেষ্টা করিয়াছে, তাই নিম্নে জ্বিনের অস্তিত্ব প্রমানকারী সমুদয় আয়াত ও হাদীছের পূর্ণ বিবরণ দান করা হইতেছে।

(১) وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ

"এবং এইরূপে প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু সৃষ্টি করিয়াছি মানব ও জ্বিন সমাজের শয়তানদিগকে।" (৮ পারা ছুরা আনয়াম ১৪ রু-)

(২) قَالَ ادْخُلُوْا فِىْٓ اُمَمٍ ...... مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِى النَّارِ

"আল্লাহ বলিলেন, তোমাদের পূর্ব্বে যে জ্বিন ও ইনছানের সমাজ গত হইয়াছে তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া আগুণে প্রবেশ কর।" (৮ পাঃ ছুরা আ'রাফ ৪ রুঃ)

(৩) وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ

لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا

"এবং জ্বীন ও ইনছানদিগের মধ্য হইতে দোজখের জন্য পয়দা করিয়াছি এমন অনেককে, যাহাদের হৃদয় আছে কিন্তু তাহা দ্বারা (হক্ক ও সত্য) বুঝিবার চেষ্টা করে না, চক্ষু আছে কিন্তু তাহা দ্বারা (হক্ক পথ) দেখিতে চায় না, কান আছে কিন্তু তাহা দ্বারা (হক্ক কথা) শ্রবণের চেষ্টা করে না ; ইহারা চতুষ্পদ পশুর ন্যায়, বরং অধিকতর অজ্ঞ ; ইহারাইত হইতেছে গাফেল সমাজ।" (৯ পারা ১২ রুঃ)

(৪) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

"নিশ্চয় আমি জাহান্নামকে পূর্ণ করিব জ্বিন ও মানুষ দ্বারা।" (১২ পাঃ ১০ রুঃ)

(৫) لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ

"আপনি ঘোষণা করিয়া দিন যে, এই কোরআনের অনুরূপ পেশ করার জন্য মানুষ ও জ্বিন সকলের শক্তি যদি একত্রে সমবেত হয় তাহা হইলেও ইহার অনুরূপ তাহারা পেশ করিতে পারিবে না। (১৫ পাঃ ছুরা ইছরাইল ১০ রুঃ)

(৬) فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ

"যখন ফেরেশতাদিগকে বলিয়াছিলাম, অবনমিত হও আদমের প্রতি। সেমতে সকলে অবনমিত হইল, কিন্তু হইল না ইবলীস,—সে ছিল জ্বিনদিগের একজন, কিন্তু সে নিজ প্রভুর আদেশকে অমান্য করিল।" (১৫ পাঃ ১৯ রুঃ)

(৭) وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ

"আর ছোলায়মান (আঃ)-এর জন্য সমবেত করা হইল তাঁহার ফৌজগুলিকে— জ্বিনদিগের মধ্য হইতে, মানুষদিগের মধ্য হইতে ও পক্ষীদিগের মধ্য হইতে ; সেমতে সুবিন্যস্ত করা হইল তাহাদিগকে।" (১৯ পাঃ ছুরা নমল ২ রুঃ)

(৮) قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ

"এক দুর্দ্দান্ত জ্বিন ছোলায়মান (আঃ)কে বলিল, আপনি নিজের মজলিস হইতে উঠিবার পুর্ব্বেই আমি বিল্কিসের সিংহাসনকে আপনার নিকট নিয়া আসিতেছি।" (১৯ পাঃ ছুরা নমল ৩ রুঃ)

(৯)......حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّى لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ......

"ইচ্ছা করিলে প্রত্যেককে আমি (বাধ্যতামুলক—জবরদস্তি) সৎ পথে পরিচালিত করিতে পারিতাম, কিন্তু ঐ (রূপ ব্যবস্থা ইহজগতের মুল উদ্দেশ্য—পরীক্ষার পরিপন্থি, তাই ঐ ব্যবস্থাবলম্বন না করিয়া সকলকে ইচ্ছাশক্তি ও কর্ম্মশক্তি প্রদান করতঃ এক শ্রেণীর স্বাধীনতা প্রদান করিয়া দিয়াছি, সেই সুত্রে) পাপিষ্ঠগণ সম্পর্কে আমার তরফ হইতে এই বাক্য সুসাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, নিশ্চয় জাহন্নামকে আমি পুর্ণ করিব জিন ও মানুষ দ্বারা।" (২১ পাঃ ১৫ রুঃ)

(১০) فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا...

"(হযরত সোলায়মান (আঃ) কর্তৃক কার্য্যে নিয়োজিত জ্বিনগণ কার্য্য চালাইয়া যাইতেছিল) অবশেষে যখন তিনি পতিত হইয়া গেলেন (এবং সকলে তাহার মৃত্যু উপলব্ধি করিতে পারিল) তখন জিনগুলি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিল যে, তাহারা যদি গায়েবের খবর জানিতে পারিত, তাহা হইলে তাহারা হেয়তাজনক কষ্টদায়ক কার্য্য বহন করিয়া চলিত না।" (২২ পাঃ ছুরা ছাবা ২ রুঃ)

(১১) وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا - وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ......

"(মক্কার কাফেররা) আল্লাহ এবং জ্বিনদের মধ্যে (পরিণয় সুত্রের) সম্পর্ক স্থাপনের উক্তি করিয়া থাকে; অথচ জ্বিনগণও জ্ঞাত আছে যে, তাহাদেরও কর্ম্মফল ভোগের সম্মুখীন হইতে হইবে।" (২৩ পাঃ ছুরা ছাফ্‌ফাত শেষ রুঃ)

ইমাম বোখারী (রঃ) এই আয়াতের তফছীর সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মক্কার কাফের কোরায়েশগণ বলিয়া থাকিত যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ তায়ালার কন্যা এবং সেই কন্যাগণের মাতা হইল জিন সর্দ্দারদের মেয়েগণ!

(১২) اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا

"কাফেরগণ (কেয়ামতের দিন) বলিবে, হে পরওয়ারদেগার! মানুষ ও জ্বিনের মধ্য হইতে যে দুই দলে আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে তাহাদিগকে আমাদের দৃষ্টিগোচর করিয়া দাও, তাহাদেরে আমরা পদদলিত করি।" (২৪ পাঃ ১৮রুঃ)

(১৩) وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ

"সেই সময়টি স্মরণীয় যখন জ্বিনদিগের একটি দলকে আপনার (রসুলুল্লার) প্রতি ফিরাইয়া দিলাম, যাহারা কোরআন শ্রবন করিতেছিল।" (২৬ পাঃ ৪ রুঃ)

(১৪) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ

"জ্বিন এবং মানুষকে আমি পয়দা করিয়াছি কেবল মাত্র এই জন্য যে, তাহারা আমার গোলামী করিবে।" (২৭ পাঃ ছুরা জারীয়াত ৩ রুঃ)

জ্বিন সম্প্রদায়কে ব্যক্ত করার জন্য কোরআন মজিদে তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ; জ্বিন, জিন্নাত ও জ্বান। আরবী অভিধানেও "জ্বান" শব্দকে জিন জাতি ও সম্প্রদায় অর্থে লিখিয়াছে—"কামুস" নামক প্রসিদ্ধ আরবী অভিধানে আছে, الجان اسم جمع للجن। "জ্বান" শব্দটি জিনের জাতি ও সম্প্রদায় অর্থে ব্যবহৃত হয়। "জিন্নাত" সম্পর্কেও ঐ অভিধানে লিখিয়াছে—الجنة طائفة من الجن "জিন্নাত" শব্দটি জিন সম্প্রদায়ের দল অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(১৫) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ - وَالْجَانَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ -

"মানুষকে পয়দা করিয়াছি পচা দুর্গন্ধময় কর্দ্দম হইতে এবং জ্বিনকে পয়দা করিয়াছি উহার পূর্বে লু-হাওয়ার (ন্যায় সূক্ষ্ম ও নির্ম্মল) অগ্নি হইতে।" (১৪ পাঃ ৪ রুঃ)

(১৬) خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ - وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ......

"আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পয়দা করিয়াছেন পচা কর্দ্দম হইতে—তাহা যেন শব্দকারী। আর জ্বিনকে পয়দা করিয়াছেন নির্ম্মল অগ্নি হইতে।" (২৭পাঃ ১১রুঃ)

(১৭) يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ......

"হে জ্বিন ও ইনছানের জমায়াত যদি আছমান জমিনের এলাকা হইতে বাহির হইয়া যাইতে সমর্থ হও তাহা হইলে বাহির হইয়া যাও ; কিন্তু বাহির হওয়ার জন্যও ত সামর্থের দরকার। (২৭ পাঃ ছুরা আর-রহমান ২ রুঃ)

(১৮) فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهٖ إِنْسٌ وَّلَا جَانٌّ -

"কোন মানুষকে বা জ্বিনকে সে দিন তাহার অপরাধ সম্পর্কে (বিশেষ কোন কিছু) জিজ্ঞাসা করার (আবশ্যক) হইবে না।" (২৭ পাঃ ছুরা আর-রহমান ২ রুঃ)

(১৯) لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ -

"(বেহেশতের হুরগণ) তাহাদিগকে পূর্বে কোন মানুষ বা জ্বিন স্পর্শ করে নাই।"

এতদ্ব্যতীত ছুরা আর-রহমানের فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ "তোমরা দুই জাতি স্বীয় পরওয়ারদেগারের কোন্ নেয়ামতটা ঝুটলাইতে পার?" এই আয়াতটি উক্ত ছুরায় ৩১ বার আসিয়াছে; এখানে বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয় এই যে, এই আয়াতটির মধ্যে "كُمَا—কুমা" ও "تُكَذِّبَانِ—তুকাজ্জেবান" শব্দদ্বয় আরবী ব্যাকরণ সম্মত দ্বিবচণে যাহার অর্থ বিশ্ববাসী দুইটি সম্প্রদায় ও দুইটি জাতি; তাই সমস্ত তফছীরকারগণই এস্থলে মানুষ ও জ্বিন জাতীদ্বয়কে উক্ত দ্বিবচণের উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হইল পবিত্র কোরআনের ২৯ পারার একটি বিশেষ ছুরা যাহার নাম "ছুরা-জ্বিন"; ঐ ছুরাটি সম্পূর্ণ জ্বিনদের একটি বিশেষ ঘটনার বর্ণনা; ঐ ছুরার মধ্যে জ্বিন সম্প্রদায় সম্পর্কে বহু তথ্য বর্ণিত আছে। কোন খাঁটী আলেমের নিকট ঐ ছুরাটির শুধু তর্জ্জমা জ্ঞাত হইতে পারিলেও একটি সাধারণ মানুষ বলিতে বাধ্য হইবে যে, পবিত্র কোরআনের প্রতি ঈমানধারী ব্যক্তি কখনও জ্বিন সম্প্রদায় নামে এই জগতে বসবাসকারী একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হইতে পারে না।

পাঠকবর্গ! পূর্ব্বে যে পণ্ডিত সাহেবের সমালোচনা করা হইয়াছে সেই পণ্ডিত সাহেব তফছীরকার সাজিয়া পবিত্র কোরআনের যে সব অপব্যাখ্যা করিয়াছেন তন্মধ্যে তাহার আবিষ্কৃত একটি তথ্য ইহাও তিনি সরবরাহ করিয়াছেন যে, জ্বিন নামে কোন বিশেষ সম্প্রদায় নাই; পরিষ্কার লিখিয়াছেন; কোরআনের বর্ণনামতে জ্বিন বলতে এক শ্রেণীর মানুষকেই বুঝাইতেছে।" ৫—৬২২

এমন কি মানুষ জাতীর কোন্ শ্রেণীটিকে জ্বিন বলিয়া স্থির করিবেন সে সম্পর্কেও পণ্ডিত সাহেব কম চেষ্টা করেন নাই, তিনি লিখিয়াছেন—"আরবের

'বদ্দু' ইউরোপের 'বেদুইন' ও আমাদের দেশের বাদিয়া (বেদে) ইহা হইতে উৎপন্ন। ফলতঃ কোরআনের বর্ণিত জ্বিনদিগের বাস ছিল নাগরিক জীবনের সংশ্রব হইতে দূরে, পাহাড় পর্ব্বতে ও বনজঙ্গলে। দুনিয়ার সব দেশের আদিম অধিবাসীদিগের অবস্থাও এইরূপ ছিল। হযরত রছুলে করীম এই বন্য ও পাহাড়ীয়া মানুষ (জ্বিন) দিগকে নাগরিক ও সামাজিক মানুষদিগের সমান পর্য্যায়ে উপনীত করিয়া দিতেছেন।" ৫—৬২৯

পণ্ডিত সাহেবের মতবাদের সারমর্ম্ম এই যে, (১) বাস্তবে "জ্বিন" বলিতে মানুষ হইতে ভিন্ন কোন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব নাই। (২) পবিত্র কোরআনে বিশেষ রূপে ছুরা জ্বিনের মধ্যে নানাপ্রকার বিষয় সম্পর্কে যে, জ্বিনের উল্লেখ আছে তাহার উদ্দেশ্য মানুষেরই একটি শ্রেণী। (৩) "জ্বিন" বলিয়া যেই শ্রেণীকে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে তাহারা হইল প্রত্যেক দেশের আদিম অধিবাসীগণ যে, অনুন্নতরূপে পাহাড়ে জঙ্গলে বসবাসের জীবনযাপন করিয়া থাকে সেই শ্রেণীর মানুষ এবং তাহারা ধীরে ধীরে আদর্শবাদীরূপে রূপান্তরিত হইয়া নাগরিক ও সামাজিক জীবন লাভ করিতে পারে এবং অনেকে তাহা করিয়া নিয়াছে।

পাঠকবর্গ। জ্বিন সম্প্রদায়রূপে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব প্রমাণিত করার জন্য আমরা পবিত্র কোরআন হইতে ১৯টি আয়াত উদ্ধৃত করিয়াছি ; সে সবের দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইতেছে যে, মানুষ সম্প্রদায়ের ন্যায় একটি বিশেষ সম্প্রদায় জ্বিন এই জগতে বিদ্যমান আছে—যাহারা অন্যান্য জীব-জন্তু হইতে ভিন্ন—মানুষের ন্যায় আল্লাহ তায়ালার হুকুম-আহকাম আদেশ ও নিষেধাবলীর মোকাল্লাফ বা আওতাভুক্ত ; উহা লঙ্ঘণে তাহারাও দোজখের শাস্তি ভোগ করিবে এবং পালনে দোজখ হইতে পরিত্রাণ পাইবে, সুফল লাভ করিবে।

পণ্ডিত সাহেবের মতবাদ উক্ত আয়াত সমূহ ও সমুদয় দলীল প্রমানাদির সম্পূর্ণ বিরোধী, বিশেষতঃ ১৫ ও ১৬ নম্বরের আয়াতদ্বয়—যেখানে স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ রাব্বোল আলামীন মানুষ ও জ্বিন উভয়ের সৃষ্টি পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া ঘোষণা দিয়াছেন—মানুষের সৃষ্টি পদার্থের মূল হইল মাটি এবং জিনের সৃষ্টি পদার্থের মূল হইল অগ্নি। এমতাবস্থায় জিনকে মানুষেরই একটি শ্রেণী বলিয়া দাবী করা কোন পর্য্যায়ের দাবী তাহা পাঠকের বিচার্য্য। এমন কি পণ্ডিত সাহেবও স্বীয় তথাকথিত "তফছীরুল কোরআনে" আলোচ্য আয়াত সমূহ সম্পর্কে স্বীয় মতবাদ অনুসারে কোন কিছু সরবরাহ করিতে সক্ষম হন নাই হইবেনও না।

এতদ্ভিন্ন ছুরা জিন যাহার তফছীরেই পণ্ডিত সাহেব স্বীয় আভ্যন্তরীন পলীদ মতবাদের উদগার করিয়াছেন সেই ছুরারই একটি আয়াত পেশ করিতেছি যেখানে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং জিনগণের একটি উক্তি উল্লেখ করিয়াছেন—

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا - وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا...

"আর আমরা আকাশের নিকটবর্ত্তি হইয়াছিলাম ; দেখিলাম, তাহা পরিপূর্ণ হইয়া আছে মজবুত রক্ষকগণের ও নক্ষত্রগুলির দ্বারা। আর পূর্ব্বে আমরা উহার (আকাশের) বিশেষ স্থান-সমূহে বসিতাম (তথাকার আলোচনা) শ্রবণের উদ্দেশ্যে, কিন্তু এখন যদি কেহ শুনিবার চেষ্টা করে সে প্রস্তুত অগ্নি-শিখার সম্মুখীন হয়। (আকাশের এই পরিবর্ত্তন দ্বারা) বস্তুতঃ পৃথিবীর অধিবাসীগণের অমঙ্গলের ইচ্ছা করা হইয়াছে কিংবা তাহাদের পরওয়ারদেগার তাহাদের জন্য কোনও মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করিয়াছেন—তাহা আমরা অবগত নহি।"

পাঠকবর্গ! ছুরা জিনের মধ্যে যেই জিনদের উল্লেখ হইয়াছে তাহাদের সম্পর্কে তাহাদেরই উক্তিরূপে পবিত্র কোরআন উক্ত আয়াতে যে বর্ণনা দান করিল উহার মর্ম্ম উপলব্ধি করার পর পণ্ডিত সাহেবের বক্তব্য স্মরণ করুন যে, "এই ছুরায় বর্ণিত ঘটনায় জিন বলিতে এক শ্রেণীর মানুষকেই বুঝান হইয়াছে এবং তাহারা অনুন্নত পাহাড়ী মানুষ।" উক্ত আয়াত দৃষ্টে এইরূপ উক্তিকে পাগলের প্রলাপ বৈ কি বলা যায়? কোথায় পাহাড়ী মানুষ আর কোথায় আকাশে যাইয়া ফেরেশতাদের কথাবার্ত্তা শুনিবার চেষ্টা করা এবং ফেরেশতাগণ কর্ত্তৃক নক্ষত্র নিক্ষিপ্ত হওয়া? এই সবের সঙ্গে পাহাড়ী মানুষের কি সম্পর্ক?

এতদ্ভিন্ন উক্ত আয়াতের মর্ম্ম ও ছুরা জিনের ঘটনা সম্পর্কে বোখারী শরীফের ৭২২ পৃষ্ঠার একখানা হাদীছ উল্লেখ করিতেছি, ঐ হাদীছের তথ্য সমূহের সঙ্গে পণ্ডিত সাহেবের আবিষ্কৃত পাহাড়ী মানুষের কি সম্পর্ক তাহাই লক্ষণীয়।

১৬১৭। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) (হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে শুনিয়া) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক সময় স্বীয় কতিপয় ছাহাবী সহ (মক্কা হইতে বহু দূরে তায়েক নগরীর নিকট-বর্ত্তিস্থিত) "ওকায" নামক প্রসিদ্ধ মেলা বা হাটের দিকে যাইতেছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে দুষ্ট জিনগণ যে, আকাশের নিকটবর্ত্তি যাইয়া (ফেরেশতাগণের আলাপ আলোচনা হইতে) কোন কোন তথ্য জ্ঞাত হইয়া থাকিত তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং ঐরূপ জিনদের প্রতি নক্ষত্র নিক্ষিপ্ত করিয়া তাহাদিগকে তথা হইতে বিমুখ হইয়া ফিরিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। প্রত্যাবর্ত্তনকারী জিনগণকে অন্যান্য জিনগণ জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের কি অবস্থা ? তাহারা উত্তর করিল, উর্দ্ধ জগতে আমাদের যাতায়াত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আমাদের প্রতি নক্ষত্র নিক্ষেপ করা হইয়াছে। তাহারা সকলেই বলিল, নিশ্চয় কোন বিশেষ বস্তুর সৃষ্টির দরুণই এই প্রতিবন্ধকতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। চল সকলে জগতের চতুর্দিকে তালাশ করিয়া বেড়াই যে, ঐ বস্তুটি কি ? অতঃপর তাহারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল।

জিনদের যেই দলটি মক্কা এলাকার প্রতি আসিয়াছিল তাহারা (মক্কা হইতে এক দিনের পথ দূরে অবস্থিত) "বতনে-নখ্‌লা" নামক স্থানের দিকে আসিল। তখন ঐ স্থানে রসুলুল্লাহ (দঃ) ওকাযের হাটের দিকে যাওয়ার পথে স্বীয় সঙ্গীগণ সহ বিশ্রাম নিতে ছিলেন এবং (উচ্চৈঃস্বরে কেরাতের সহিত) ভোর বেলার নামায আদায় করিতেছিলেন। ঐ জিনগণ কোরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনিতে পাইয়া উহার প্রতি মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করতঃ তথায় দাঁড়াইল এবং দৃঢ় বিশ্বাস করিল যে, ইহাই ঐ বস্তু যাহার কারণে আকাশের নিকটবর্ত্তী আমাদের যাতায়াত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাহারা তথা হইতে স্বজাতীদের প্রতি ফিরিয়া আসিল এবং সকলের সম্মুখে ঘটনা বর্ণনা করিল, (যাহার বিস্তারিত বিবরণ পবিত্র কোরআন "ছুরা-জিনে" রহিয়াছে—)

إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا

"আমরা এক আশ্চর্য্যজনক বস্তুর তেলাওয়াত শুনিতে পাইয়াছি, উহা সৎপথ প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাই আমরা উহার প্রতি ঈমান স্থাপন করিয়াছি এবং স্বীয় সৃষ্টিকর্ত্তার সঙ্গে কাহাকেও শরীক সাব্যস্ত করিব না।"

এই সম্পর্কেই আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাযেল করিলেন—(ছুরা-জিনের আরম্ভ)

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ—

"আপনি সকলকে জানাইয়া দিন, আমাকে অহি দ্বারা জ্ঞাত করা হইয়াছে যে, জিনদের একটি দল বিশেষ মনযোগের সহিত কোরআন তেলাওয়াত শুনিয়াছে।"

১৬১৮। হাদীছ ঃ—আবদুর রহমান (রঃ) প্রসিদ্ধ তায়েবী মছরুক (রঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত্রি (তথা ভোর) বেলা জিনগণ যে কোরআনের তেলাওয়াত শুনিয়াছিল সেই ঘটনা নবী (দঃ)কে (অহী ব্যতীত অন্য) কেহ জ্ঞাত করিয়াছিল কি? তিনি বলিলেন, আপনার পিতা—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, একটি বৃক্ষ তাঁহাকে ঐ জিনদের সম্পর্কে জ্ঞাত করিয়াছিল। ৫৪৪ পৃঃ

১৬১৯। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য অজুর পানির লোটা এবং এস্তেঞ্জার জন্য পানির লোটা আনিয়া থাকিতেন। একদা তিনি লোটা নিয়া আসিতে ছিলেন, হযরত (দঃ) তাহাকে বলিলেন, আমার জন্য কয়েকটি পাথর খণ্ড নিয়া আস, আমি (উহা কুলুখরূপে ব্যবহার করিয়া) পরিচ্ছন্নতা হাসিল করিব; হাড্ডি বা উট, গরু, ঘোড়ার লেদা—মল যেন না হয়।

আমি কতিপয় পাথর খণ্ড স্বীয় কাপড়ে করিয়া নিয়া আসিলাম এবং হযরতের নিকটে রাখিয়া আমি তথা হইতে দূরে চলিয়া গেলাম। হযরত (দঃ) অবসর হওয়ার পর আমি তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, হাড্ডি ও লেদা সম্পর্কে নিষেধ করার কারণ কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, ঐ বস্তুদ্বয় জিনদের (ও তাহাদের যানবাহনের) খাদ্যবস্তু।

"নছীবীন" নামক স্থানে বসবাসকারী একদল জিন আমার নিকট আসিয়াছিল, জিনদের মধ্যে তাহারা বড়ই ভাল, তাহারা আমার নিকট তাহাদের খাদ্য সম্পর্কে আবেদন জানাইলে আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিয়াছি যে, তাহারা হাড্ডি ও লেদার নিকটবর্ত্তী হইলে যেন উহাতে তাহাদের (ও তাহাদের যানবাহনের) খাদ্যবস্তু জন্মিয়া যায়। ৫৪৪ পৃঃ

ব্যাখ্যা ঃ—এই সম্পর্কে মোসলেম শরীফেও একখানা হাদীছ আছে—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রাত্রে আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম হঠাৎ তিনি আমাদের হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেন। পাহাড়ী এলাকায় অনেক তালাশ করা সত্ত্বেও আমরা তাঁহার কোন খোঁজ পাইলাম না। আমরা আশঙ্কা করিতে লাগিলাম যে, তাঁহাকে কোন জিনে উড়াইয়া লইয়া গেল বা গোপনে প্রাণনাশ করিয়া ফেলা হইল। ঐ রাত্রিটি আমাদের জন্য সর্ব্বাধিক যন্ত্রণাদায়ক রাত্ররূপে অতিবাহিত হইল।

প্রভাতে হঠাৎ আমরা দেখিলাম, হযরত (দঃ) হেরা পর্ব্বতের দিক হইতে আসিতেছেন। আমরা আমাদের রাত্রির অবস্থা বর্ণনা করিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, জিনদের প্রতিনিধি আসিয়া আমাকে দাওয়াত করিয়াছিল; আমি তাহার সঙ্গে গিয়াছিলাম; তাহাদিগকে কোরআন তেলাওয়াত করিয়া শুনাইয়াছি।

অতঃপর হযরত (দঃ) স্বয়ং আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া জিনদের সম্মেলন স্থানটি দেখাইলেন; তথায় তাহাদের প্রজ্জলিত অগ্নির নিদর্শন দেখিতে পাইলাম।

তাহারা স্বীয় খাদ্যবস্তু সম্পর্কে হযরত (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, হযরত (দঃ) তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, আল্লাহ তায়ালার নামে জবেহকৃত জানোয়ারের হাড্ডি তোমাদের হস্তে আসিলে উহা গোশতপূর্ণ হইয়া যাইবে এবং পশুর লেদ সমূহ তোমাদের যানবহনের খাদ্য হইবে।

অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে বলিলেন, তোমরা উক্ত বস্তুদ্বয় দ্বারা কুলুখ ব্যবহার করিও না; কারণ, উহা তোমাদের ভাই জিনদের খোরাক। ঐ জিন দলটি (সিরিয়া ও এরাকের মধ্যে অবস্থিত) "আল জাযীরা" এলাকার ছিল।

পাঠকবর্গ! পণ্ডিত সাহেব মাকড়সার জাল অপেক্ষা দুর্ব্বল বাজে কথা শ্রেণীর দুই-চারিটি কথা দলীলরূপে পেশ করিয়াছেন ঐগুলি ছিন্ন করা কল্যাণকর হইবে।

প্রথমতঃ তিনি একটি হাস্যষ্পদ ধরণের দোষারূপ করিয়া লিখিয়াছেন যে, "জিনদের প্রকৃত স্বরূপ যে কি সে সম্বন্ধে ঘোর মতবিরোধ চলিয়া আসিতেছে।"

কোন একটা বস্তুর আকৃতি, প্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণকে মত বিরোধ করিতে দেখিয়া উহার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ হয় কি? মানুষের আত্মা সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকদের মতবিরোধ আছে; তাহা দেখিয়া পণ্ডিত সাহেব আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করিবেন কি?

দ্বিতীয়তঃ তিনি জিনদের সম্পর্কে কোরআনে ব্যবহৃত "نفر -নফর" এবং "معشر -মা'শার" শব্দদ্বয় সম্পর্কে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, উক্ত শব্দদ্বয় একমাত্র মানবজাতির জন্য ব্যবহৃত হয়, তাই জিন মানব শ্রেণীর বস্তুই হইবে।

পণ্ডিত মিঞার এই সব দাবীর অসাড়তা প্রমাণে উক্ত শব্দদ্বয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্তরূপে দুইটি বরাত পেশ করিতেছি—

(১) نفر—নফর শব্দ সম্পর্কে বোখারী শরীফ ও মোসলেম শরীফের একটি হাদীছ; ঐ হাদীছে হযরত আদম (আঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়া আদেশ করিলেন—

اذهب فسلم على اولئك النفر وهم نفر من الملائكة

"আপনি ঐ দলটির প্রতি যান এবং তাহাদিগকে সালাম করুন—ঐ দলটি ছিল ফেরেশতাগণের একটি দল।"

পাঠকবর্গ! লক্ষ্য করুন এস্থলে ফেরেশতাগণকে উদ্দেশ্য করিয়া "نفر -নফর" শব্দটি দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে। পণ্ডিত সাহেব কি ফেরেশতাকেও এক শ্রেণীর মানুষ গণ্য করিবেন? নতুবা ত তাহার এই দাবী সত্য হইবে না যে, "نفر -নফর" শব্দ মাত্র মানব জাতির জন্যই ব্যবহৃত হয়। বস্তুতঃ نفر - নফর ও معشر-মা'শার উভয় শব্দই জামাত ও দল অর্থে সকলের জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(২) معشر—মা'শার শব্দটি সম্পর্কে আরবী অভিধানের বিশেষ গ্রন্থ "ক্বামূস"-এ পরিস্কার লিখিত আছে—معشر— جماعة والجن والانس

অর্থাৎ "মা'শার" শব্দ দল ও জমাত অর্থে জিন ও মানুষ উভয়ের জন্য ব্যবহৃত।

পণ্ডিত সাহেব মাওলানা আশরফ আলী থানভী (রঃ)-এর নামেও কল্পনা হাঁকাইয়াছেন। এই নামে জিনের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা অতি বিস্ময়কর, কারণ মাওলানা থানভী (রঃ) 'আল-এন্তেবাহাত' নামক স্বীয় পুস্তিকায় লিখিয়াছেন।

اور نصوص میں انکا وجود وارد ہے اسلئے ایسے جواہر کا
قائل ہونا لابد واجب ہوگا -

অর্থাৎ—কোরআন-হাদীছে স্পষ্টরূপে ইহাদের (জিনদের) অস্তিত্ব সম্পর্কে উল্লেখ আছে, তাই উহার স্বীকৃতি অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি আরও সতর্ক করিয়াছেন,

آیات میں ایسی بعید تاویلیں کیجاتی ہیں کہ بالکل
وہ حد تحریف میں داخل ہیں -

অর্থাৎ—"যেহেতু অকাট্য কোরআনের অনেক আয়াতে জিনদের অস্তিত্বের স্বীকৃতি রহিয়াছে। তাই অস্বীকারকারীরা ঐ আয়াত সমূহের এইরূপ ভুল ব্যাখ্যা করিয়া থাকে যাহা পবিত্র কোরআনকে বিকৃতকরণ বৈ নহে।"

পূর্ব্বাপর ইমাম ও আলেমগণের মতে জিন একটি বিশেষ শ্রেণীর সৃষ্টি। একমাত্র ইসলাম বহির্ভূত জিন্দীক এবং ফাছেক পরিগণিত মো'তাযেলা ইত্যাদি দলই এই মতকে অস্বীকার করে। এই সম্পর্কে বোখারী শরীফের শরাহ ফতহুল বারীর একটি উদ্ধৃতির অনুবাদ লক্ষ্য করুন—

"ফালছফী ও জিন্দিক এবং মো'তাযেলীগণ জিনদের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া থাকে ; যাহারা কোরআন হাদীছকে মানে না তাহাদের পক্ষে জিনের অস্তিত্বের অস্বীকারোক্তি বিস্ময়কর নহে, অবশ্য যাহারা কোরআন হাদীছ মান্য করার দাবীদার তাহাদের পক্ষে উহা অত্যন্ত বিস্ময়কর। যেহেতু কোরআনের স্পষ্ট আয়াত এবং অকাট্য হাদীছ এই সম্পর্কে ভূরিভূরি বিদ্যমান রহিয়াছে। জিনদের অস্তিত্ব স্বীকার করার মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপরও কোন ঠেস লাগে না। অনেকে উহা অস্বীকার করার পক্ষে এইরূপ যুক্তি দেখাইয়া থাকে যে, যদি জিন নামে বিশেষ কিছু থাকিত তবে উহা দেখা যাইত। এইরূপ যুক্তির অবতারণা ঐ ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব, যে আল্লাহ তায়ালার বিচিত্রময় অসীম কুদরতকে অবহেলা করে।"

পাঠকবর্গ। জিন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব স্পষ্টরূপে কোরআন ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত, অথচ ইসলামদ্রোহীরা উহা অস্বীকার করে, তাই বোখারী (রঃ) জিন সম্পর্কে ৪৬৫ পৃষ্ঠায় এবং ৫৪৪ পৃষ্ঠায় দুইটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন।

আমরাও উক্ত ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করিলাম।

হে আল্লাহ। আমাদের এই চেষ্টাকে কবুল করিও এবং উহাকে মোসলমান ভাইদের ঈমান হেফাজতের সহায়ক বানাইয়া আমাদের জন্য মাগফেরাত ও তোমার সন্তুষ্টি লাভের অছিলা বানাইয়া দিও—আমীন। আমীন !!

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ -

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -